মহাভারত।

ভীষ্ম পর্ব্ব।

ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত মূলের অনুবাদ।

৩০ শ খণ্ড।

শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"মেঘ যেরূপ প্রজাবর্গের উপজীব্য এই মহাভারত সেইরূপ কবি
গণের উপজীব্য স্বরূপ। মহাভারত:

কলিকাতা।

ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

৩৬৭ নং যোড়াসাঁকো চিৎপুর রোড্।

সন ১২৭৯ সাল।

ভাদ্র।

ধর্ম্মনিরতা দেশ হিতৈষিণী পরহিত পরায়ণা
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী
সমীপেষু

জননি!

আদি, সভা, বন, বিরাট, এবং উদ্যোগ পর্ব্বে যাহা যাহা বলিয়াছি, ভীষ্ম পর্ব্ব খানিও তাহাই বলিয়া মহাশয়ার মুক্ত করকমলে উপহার প্রদান করিলাম।

মাতঃ! অধিক আর কি বলিব, যাহা বিহিত হয় করুন নিবেদন ইতি।

বিনয়াধীন প্রতিপালিত
শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়
মহাভারত এবং হরিবংশ প্রকাশক

ভীষ্ম পর্ব্বের বিজ্ঞাপন।

পরাৎপর পরমেশ্বর প্রসাদে ভীষ্ম পর্ব্বের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল। ইহা অন্যান্য পর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইলেই গ্রাহক এবং পাঠক মহাশয়গণের ও প্রকাশকের পক্ষে পরম প্রীতির বিষয় হয়।

আমি এক এক খানি পর্ব্ব পরিসমাপ্ত করিয়া যখন অপর এক খানি পর্ব্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হই তৎকালীন সেই সর্ব্বমঙ্গলময় পরমাত্মার কৃপা ও গ্রাহকগণের আনুকূল্যের প্রতি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকি; তাহাতেই এ মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে নচেৎ এই ভারত রূপ রত্নাকর পার হইবার আমার কি সাধ্য;

পরিশেষে প্রার্থনা করি আনুকূল্যদায়ক গ্রাহক ও পাঠকগণ যেমত কৃপাদৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন, তদনুসারে কৃপা বিতরণ করিলেই চরিতার্থ হইব নিবেদন ইতি।

বিনয়াবনত

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়।

ভীষ্ম পর্ব্বের সূচী পত্র।

ভীষ্মপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত।

ভীষ্ম পর্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা কুরু, পাণ্ডব ও চন্দ্রবংশীয় বীরগণ এবং নানা দেশসমাগত ভূপালগণ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভূপতে! কুরু, পাণ্ডব ও চন্দ্রবংশীয় বীরগণ তপঃক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যে প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। বেদাধ্যয়নসম্পন্ন সমরবিশারদ মহাবল পাণ্ডবগণ জয়লাভে সমুৎসুক হইয়া সৈন্যগণ ও চন্দ্রবংশীয় বীরগণ সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক কৌরবগণ সমীপে উপনীত হইলেন; এবং নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ কৌরববাহিনীর অভিমুখে গমন করত পশ্চিম ভাগে প্রাঙ্মুখীন হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির স্যমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে যথাবিধি সহস্র সহস্র শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখন সমস্ত মেদিনী মণ্ডল হইতে সৈন্য সকল সমাগত হইতে লাগিল: তৎকালে যেন পৃথিবী পুরুষ, অশ্ব ও রথবিহীন এবং কুঞ্জরশূন্য বোধ

হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই বালক, বৃদ্ধ এবং স্ত্রীগণ অবশিষ্ট রহিল। হে রাজসত্তম! জম্বুদ্বীপমণ্ডলের যে যে স্থানে দিবাকরকিরণ সঞ্চারিত হয়, সেই সেই স্থানের সকল ব্যক্তিই সমবেত হইয়া কৌরবযুদ্ধে সমাগত হইল। সকল বর্ণই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ইহারা বহুতর দেশ, নদী, পর্ব্বত ও বন সকল আক্রমণ করিল। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদানের আদেশ করিয়াছিলেন, এবং যদ্দ্বারা পাণ্ডবপক্ষ বলিয়া বোধ হয়, তিনি স্বীয় সৈন্যদিগের এইরূপ এক-একটি নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অনন্তর যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, অভিজ্ঞানসূচক অলঙ্কার ও সংজ্ঞা প্রদান করিলেন।

এদিকে পাণ্ডরবর্ণ আতপত্রে সুশোভিত, সহস্র নাগমধ্যবর্ত্তী ভ্রাতৃগণে পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের ধ্বজাগ্রভাগ নিরীক্ষণ করত স্বপক্ষীয় ভূপালবর্গের সহিত ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মহাস্বন শঙ্খ ও মধুর রববিশিষ্ট ভেরীরব করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব স্বীয় সৈন্যগণকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ আনন্দিতচিত্তে রথারোহণ পূর্ব্বক দিব্য শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবসৈন্যগণ বাসুদেবের পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের গভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যেরূপ মৃগগণ সিংহনাদ শ্রবণ করত ভীত হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহারাও সেই উভয় শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত ও বিষণ্ণ হইল। এই সময়ে ভূতল হইতে ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া সকল বস্তুই আচ্ছন্ন করিল; তাহাতে কোন বস্তুই পরিজ্ঞাত হইল না। প্রভাকর সৈন্যগণে

পরিবৃত হইয়া যেন অস্তাচলে গমন করিলেন। পর্জ্জন্য চতুর্দ্দিকে মাংস শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। উহা সকলের অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্কর বর্ষণ করত সৈন্যগণকে আহত করিতে লাগিল। তখন ক্ষুভিত সাগরের ন্যায় উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ঐ অদ্ভুত সৈন্যসমাগম যুগান্তকালে সাগরদ্বয়সমাগমের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কৌরবগণ কর্ত্তৃক সেই সমস্ত সেনা সঙ্গৃহীত হইল। বাল বৃদ্ধাবশিষ্টা মেদিনী শূন্যপ্রায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর কৌরবগণ, পাণ্ডবগণ ও সোমকগণ সমর নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যুদ্ধের এই নিয়ম অবধারণ করিলেন; আরব্ধ যুদ্ধ নির্ব্বাপিত হইলে, আমাদের পরস্পর প্রীতি সংস্থাপিত হইবে; সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিবেক, কদাচ অন্যায়াচরণ বা প্রতারণা করা হইবে না। বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তির সহিত বাক্য দ্বারাই যুদ্ধ করিবে সেনামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত ব্যক্তিকে কদাচ প্রহার করা যাইবেক না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, অভিলাষ, উৎসাহ ও বল অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। অগ্রে জ্ঞাত করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করিবে; বিশ্বস্ত ও ভীত ব্যক্তিকে কদাচ প্রহার করিবে না; যে এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, ক্ষীণশস্ত্র ধর্ম্মবিহীন হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইবে, তাহাকে কদাচ প্রহার করা যাইবে না। সারথি, ভারবাহী, শস্ত্রোপজীবী, ভেরী ও শঙ্খ বাদ্যকরকে কদাচ আঘাত করা যাইবে না। এইরূপে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে, কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকগণ পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সবি-

শেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সৈন্যগণের সহিত পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর সকল বেদবিদের শ্রেষ্ঠ, ত্রিকালজ্ঞ সত্যবতীনন্দন ভগবান্ মহর্ষি বেদব্যাস উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন; ভরতকুলপিতামহ এই ঘোর সময়ে নিশ্চয়ই শরীর পরিত্যাগ করিবেন। পরে শোকাকুল পুত্রগণের অনয়চিন্তাশীল বিচিত্রবীর্য্যতনয় মহারাজধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্! তোমার পুত্রগণের ও অন্যান্য পার্থিবগণের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। এই সংগ্রামে তাহারা পরস্পরে মিলিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই। তুমি কালের বৈপরীত্য পর্য্যালোচনা করিয়া শোকাকুল হইও না। হে বিশাম্পতে! এক্ষণে যদি সংগ্রামে উহাদিগকে অবলোকন করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তোমাকে চক্ষু প্রদান করিতেছি; তুমি স্বচক্ষেই উহা প্রত্যক্ষ করিবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ব্রহ্মসিত্তম! আমি জ্ঞাতিবধ প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষী নহি, কিন্তু আপনার তেজঃপ্রভাবে এই যুদ্ধবৃত্তান্ত বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ আছে।

মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে সংগ্রামবৃত্তান্ত শ্রবণে সমুৎসুক দেখিয়া, সঞ্জয়কে বর প্রদান করত ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! এই সঞ্জয় তোমার নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত

বর্ণন করিবেন। ইনি দিবা রাত্রি সকল সময়েই কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন, এবং অন্যের মানসিক কল্পনা সকলও ইনি অবগত হইতে পারিবেন। ইহাঁর শরীরে অস্ত্র স্পর্শ হইবে না, ও ইনি কখন ক্লেশ প্রাপ্ত হইবেন না। কেবল সঞ্জয় এই যুদ্ধ হইতে মুক্তি লাভ করত জীবিত থাকিবেন। হে ভরতর্ষভ! আমি শীঘ্র কৌরব ও পাণ্ডবগণের কীর্ত্তিকলাপ সর্ব্বত্র প্রথিত করিব। তুমি শোকাকুল হইও না; ইহাদিগের ইহা অদৃষ্টের ফল। তুমি কদাচ ইহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না, যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়লাভ হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কুরুপ্রপিতামহ ভগবান্ বেদব্যাস এই বলিয়া পুনরায় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্! এই যুদ্ধে সাতিশয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবে। এক্ষণে অতি ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতেছে; শ্যেন, গৃধ্র, কাক, কঙ্ক ও বক ইহারা একত্রিত হইয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে নিপতিত হইতেছে। পক্ষিগণ আনন্দিত হইয়া নিকটবর্ত্তী যুদ্ধ অবলোকন করিতেছে; ক্রব্যাদগণ গজবাজিগণের মাংস ভক্ষণ করিবে, ভয়ঙ্কর কঙ্ক সকল চীৎকাররবে দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। হে ভারত! আমি প্রতিদিন পূর্ব্ব এবং অপর সন্ধ্যা অবলোকন করিতেছি; দিবাকর উদয়াস্তকালে কবন্ধপরিবৃত ও সন্ধ্যাসময়ে কৃষ্ণগ্রীব, শ্বেত লোহিতপর্য্যন্ত, সৌদামিনীযুক্ত পরিধিমণ্ডলে বেষ্টিত হইতেছেন। সূর্য্যচন্দ্র ও নক্ষত্র সকল অহোরাত্র প্রজ্বলিত হইতেছে; দিবা রাত্রির কিছুমাত্র বিশেষ নাই। হে রাজন্! এই সমস্ত তোমার ভয়ের নিমিত্তই সমুৎপন্ন হইতেছে। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে পদ্মবর্ণাভ নভস্থলে অলক্ষ্য, প্রভাবিহীন, অগ্নিবর্ণ চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছে। মহাভুজ মহাবীর রাজা ও রাজ

পুত্রগণ মেদিনীপৃষ্ঠে হতচেতন হইয়া শয়ন করিবেন। রাত্রিকালে প্রজা সংক্ষয়ের নিমিত্ত নভোমণ্ডলে যুদ্ধনিরত বরাহ ও মার্জ্জারের কঠোর নিনাদ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; দেবপ্রতিমূর্ত্তি সকল কখন কম্পিত, কখন স্বেদসিক্ত, কখন বা ভূতলে নিপতিত হইতেছে, কখন বা হাস্য ও কখন বা শোণিত বমন করিতেছে; দুন্দুভি সকল আহত না হইয়াই বাদিত ও ক্ষত্রিয়গণের অশ্ব যোজিত না হইয়াই বিচলিত হইতেছে; কোকিল, শতপত্র, চাষ, ভাস, শুক, সারস ও ময়ূরগণ অতি কঠোরস্বরে চীৎকার করিতেছে; অশ্বারোহিগণ শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে; অরুণোদয় সময়ে শত সহস্র শলভ দৃশ্যমান হইতেছে; উভয় সন্ধ্যাতেই দিগ্দাহ উপস্থিত হইতেছে; জলধর ধূলিরাশি ও মাংস বর্ষণ করিতেছে। হে রাজন্! ত্রৈলোক্যে সাধুজনসম্মতা সেই অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়াছেন; শনৈশ্চর রোহিণীকে নিপীড়িত করিতেছেন; চন্দ্রমার মৃগচিহ্ন আর যথাস্থানে লক্ষিত হইতেছে না। মেঘশূন্য নভোমণ্ডলে ঘোরতর মেঘধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে; অশ্বগণ অনবরত অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছে; অতএব, হে মহারাজ! মহদ্ভয় সমুপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে রাজন্! গর্দ্দভ সকল গোগর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিতেছে; পুত্রগণ মাতার সহিত বিহার করিতেছে; বনমধ্যে বৃক্ষরাজি অকালিক ফল কুসুম প্রসব করিতেছে; নারী সকল ভীষণ

সন্তান প্রসব করিতেছে; শৃগাল ও কুক্কুরগণ পক্ষিগণের সহিত একত্র আহার করিতেছে; ত্রিবিষাণ, চতুর্নেত্র, পঞ্চ-পদ, দ্বিমস্তক, দ্বিমেঢ্র, দ্বিপুচ্ছ, ত্রিপাদ, চতুর্দন্ত ও বিবৃতাস্য প্রাণী সকল জন্ম গ্রহণ করিতেছে; তার্ক্ষ সকল শৃঙ্গশালী দৃষ্টিগোচর হইতেছে; ব্রহ্মবাদিগণ অন্য স্ত্রী উপভোগ করি-তেছেন; ত্বদীয় পুরমধ্যে বৈনতেয় সকল ময়ূর প্রসব করি-তেছে; বড়বা গোবৎস, কুক্কুর, শৃগাল ও করভ সকল কুক্কুর প্রসব করিতেছে; শুক পক্ষিগণ নিরন্তর অশুভ ধ্বনি করি-তেছে; কোন কোন রমণী এককালে চারি পাঁচটী কন্যা-প্রসব করিতেছে ও তাহারা জাতমাত্রেই নৃত্য গীত বাদ্য এবং হাস্য করিতেছে; ইতরজাতীয় বিকলাঙ্গ লোক সকল মহাভয় সন্দর্শন করত নৃত্য গীত এবং হাস্য করিতেছে; ইহারা কাল-প্রেরিত হইয়া সশস্ত্র প্রতিমা সকল নির্ম্মাণ করিতেছে; শিশু সকল দণ্ডহস্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং যুদ্ধার্থী হইয়া কৃত্রিম নগরী সকল বিমর্দ্দিত করিতেছে; বৃক্ষ সমুদায়ে কমল ও কুমুদ উৎপন্ন হইতেছে; সমীরণ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে; ধূলিরাশি নিবৃত্ত হইতেছে না। অনবরত ভূমিকম্প হইতেছে; রাহু অর্কসমীপে গমন করিতেছে; কেতু চিত্রা নক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; কুরুকুলক্ষয়ের নিমিত্তই এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। ধূমকেতু পুষ্যা নক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, উহা উভয় পক্ষের সৈন্য ক্ষয় করিবে। মঙ্গল বক্র হইয়া মঘা নক্ষত্রে ও বৃহস্পতি শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন; শনি উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া নিপীড়িত করিতেছে; শুক্র পূর্ব্বভাদ্র-পদ নক্ষত্রে আরোহণ করিয়া সুশোভিত হইতেছেন এবং চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক উপগ্রহের সহিত উত্তরভাদ্রপদ

নক্ষত্রকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, কেতু সধূম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ইন্দ্রসম্বন্ধী তেজঃসম্পন্ন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; ধ্রুবনক্ষত্র প্রজ্বলিত হইয়া বামভাগে প্রবর্ত্তিত হইতেছে; চন্দ্র সূর্য্য রোহিণীকে নিপীড়ন করিতেছেন; ক্রূর গ্রহ চিত্রা ও স্বাতি নক্ষত্রের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে; পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মঙ্গল গ্রহ পুনঃ পুনঃ বক্রীভূত হইয়া বৃহস্পতিসমাক্রান্ত শ্রবণা নক্ষত্রকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন; পৃথিবী সর্ব্বপ্রকার শস্য দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে; তাহার মধ্যে সর্ব্ব শস্যের প্রধান যব পঞ্চশীর্ষ ও ধান্য শতশীর্ষ দৃষ্ট হইতেছে; বৎসের দুগ্ধ পানান্তে গো সকলের আপীন হইতে শোণিতধারা ক্ষরিত হইতেছে; শরাসন হইতে অনলশিখা নির্গত ও খড়্গ প্রজ্বলিত হইতেছে; শস্ত্র সকল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে; শস্ত্র, সলিল, কবচ ও ধ্বজের অগ্নির ন্যায় প্রভা দৃষ্ট হইতেছে; ইহাতে বোধ হয়, মহান্ প্রজাক্ষয়কাল সমুপস্থিত হইবে।

যে সময়ে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোর সংগ্রাম সংঘটিত হইবে, তখন মেদিনী শোণিতাবর্ত্তসম্পন্ন ও ধ্বজস্বরূপ ভেলা দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইবে। মৃগপক্ষী সকল প্রজ্বলিত মুখে মহদ্ভয় ও অনিষ্ট সূচনা করত চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতেছে; এক পক্ষ, এক চরণবিশিষ্ট শকুনিগণ রজনীতে আকাশমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া ক্রোধভরে যেন রুধির বমন করিয়াই ভয়ঙ্কর রব করিতেছে; শস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হইয়া মহর্ষিগণের প্রভা আচ্ছন্ন করিতেছে।

বিশাখার নিকটবর্ত্তী সম্বৎসরস্থায়ী বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর প্রজ্বলিত হইতেছে; ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডলসমাচ্ছন্ন করিতেছে; উৎপাতিক ভীষণ জলদরাজি রজনীতে শোণিতধারা বর্ষণ করিতেছে; সমীরণ ধূমকেতুকে আশ্রয় করিয়া অন-

বরত বিচরণ এবং ভয়ঙ্কর ভাবি যুদ্ধের সূচনা করিতেছে। পাপগ্রহ ভয়োৎপাদন করিয়া পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্বফল্‌গুণী নক্ষত্রের মস্তকে নিপতিত হইতেছে; এক দিবস তিথি ক্ষয় হইলে, চতুর্দ্দশ দিবসে, তিথি ক্ষয় না হইলে পঞ্চদশ দিবসে অথবা এক দিবস তিথি বৃদ্ধি হইলে, ষোড়শ দিবসে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু এক মাসের মধ্যে দুই দিবস তিথি ক্ষয় হইয়া ত্রয়োদশ ত্রয়োদশ দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হন, ইহা কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সমুদয় প্রজা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। শোণিত দ্বারা রাক্ষসগণের মুখ পরিপূর্ণ থাকিলেও তাহারা তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইতেছে না। শোণিতোদকপূর্ণা তরঙ্গিণী সকল প্রতি-কূলে প্রবাহিত হইতেছে; কূপ সকল ফেনপূর্ণ হইয়া বৃষভের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে; ইন্দ্রবজ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ও গভীর গর্জ্জনবিশিষ্ট উল্কা সকল নিপতিত হইতেছে। অদ্য রজনী অতিক্রান্ত হইলে, তোমাদিগকে মহান্ অনীতির ফল-ভোগ করিতে হইবে। মহর্ষিগণ কথোপকথন সময়ে কহিয়াছেন, পৃথিবী সহস্র সহস্র ক্ষিতিপালগণের শোণিত পান করিবেন। ঘোরান্ধকার মহোল্কার সহিত বিনিঃসৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে; কৈলাস, মন্দর এবং হিমাচল হইতে সহস্র সহস্র মহাশব্দ সমুৎপন্ন হইতেছে; গগন-বিহারী জীবগণ নিপতিত হইতেছে; ভূমিকম্প সময়ে মহা-সমুদ্রচতুষ্টয় সমুচ্ছলিত হইয়া বসুন্ধরাকে বিক্ষোভিত করত যেন বেলাভূমি অতিক্রম করিতেছে। বায়ু বৃক্ষ সকল প্রমথিত করিয়া কর্করবর্ষণপূর্ব্বক উগ্রভাবে প্রবাহিত হইতেছে, অশনি সমাহত বৃক্ষ ও চৈত্য সকল গ্রাম ও নগরমধ্যে নিপতিত হইতেছে; ব্রাহ্মণ কর্তৃক আহুত হুতাশন বামভাগে শিখাসঞ্চালন,

পূর্ব্বক নীল, লোহিত ও পীতবর্ণধারণ করিতেছে এবং তাহা হইতে ভীষণ শব্দসহকারে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে; স্পর্শ,গন্ধ ও রস সমুদায় বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে; ধ্বজা সকল বারম্বার কম্পিত হইয়া ধূম পরিত্যাগ করিতেছে; ভেরী ও পটহ সকল অঙ্গার বৃষ্টি করিতেছে; বায়সগণ উন্নত বৃক্ষের উপরিভাগে আরোহণ পূর্ব্বক বামাবর্ত্তে উপবেশন করিয়া সাতিশয় অমঙ্গল ধ্বনি করিতেছে; তন্মধ্যে কতকগুলি বায়স "পক্বাপক্ব" বলিয়া বারম্বার ধ্বনি করত ভূপালগণের বিনাশার্থ ধ্বজাগ্রে নিপতিত হইতেছে; দুরন্ত দন্তিগণ কম্পিত-কলেবর ও চিন্তাযুক্ত হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতেছে; অশ্ব ও হস্তী সকল দীনভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; হস্তিগণ অনবরত ঘর্ম্মবারি বিসর্জ্জন করিতেছে, হে রাজন্! তুমি এক্ষণে এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে লোকক্ষয় না হয় তাহার উপায় বিধান কর।

তখন ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! লোকক্ষয় হইবে, ইহা দৈব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্টই আছে; নৃপতিগণ ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন করত সুখ ভোগ, ইহলোকে মহতী কীর্ত্তি এবং পরলোকে পরমসুখলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

অনন্তর কবীশ্বর ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত ধ্যানপরায়ণ হইয়া পুনরায় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! কাল এই বিশ্ব সংসার ধ্বংস করিয়া পুনর্ব্বার লোক সকল সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহলোকে কোন বস্তুই নিত্য নহে। তুমি এই উপস্থিত অনিষ্ট নিবারণে সমর্থ; অতএব এক্ষণে তুমি কৌরব, পাণ্ডব, সম্বন্ধী ও সুহৃদ্গণকে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত কর। জ্ঞাতিবধ অতি নীচকার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব তুমি

এই গর্হিতাচরণ দ্বারা আমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিও না; বেদে কথিত আছে যে,বধসাধন অতি অমঙ্গলজনক। হে রাজন্! কাল স্বয়ং তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে স্বীয় দেহরূপ কুলধর্ম্মকে বিনষ্ট করে,সেই কুলধর্ম্মই তাহাকে সংহার করে। তুমি সমর্থ হইয়াও ইতি কর্ত্তব্যতাবধারণে অক্ষম। তজ্জন্য এই কুলের ও অন্যান্য ভূপতিগণের সংহারার্থ কাল কর্ত্তৃক কুপথে নীত হইতেছ; একমাত্র রাজ্যলোভই এই অনর্থের কারণ, তোমার এক বারেই ধর্ম্মলোপ হইতেছে; অতএব এক্ষণে তুমি পুত্রগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর। তুমি যে রাজ্য দ্বারা পাপভাগী হইয়াছ; সেই রাজ্য দ্বারা যশ, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি স্থাপন কর; তাহাতে নিঃসন্দেহ স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে পাণ্ডবগণ রাজ্য লাভ ও কৌরবেরা সুখ ভোগ করুক।

ব্যাসদেব এইরূপ কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আপনার ন্যায় আমিও স্থিতিবিনাশ সমস্ত বিদিত হইয়াছি। হে তাত! সমুদায় লোকই স্বার্থসাধনে বিমোহিত হইতেছে; আমিও তাহাদিগের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন। আপনি অতুলপ্রভাবশালী এবং আমাদিগের একমাত্র গতি ও উপদেষ্টা, এই নিমিত্ত আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। হে মহর্ষে! পুত্রগণ আমার বশীভূত নহে, অতএব আপনি তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আপনিধর্ম্মে প্রবৃত্তি, যশ ও ভরত কুলের কীর্ত্তিস্বরূপ; কৌরব এবং পাণ্ডবগণের অতি মাননীয় ও পিতামহ।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে নৃপতে! তুমি স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ কর, আমি তোমার সকল সংশয় নিরাকরণ করিতেছি। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন; হে ভগবন্! যুদ্ধে জয়কারীদিগের

যে সকল শুভলক্ষণ লক্ষিত হয়। তাহা কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমি সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে রাজন্! আহুত পাবক নির্ম্মল প্রভা-সম্পন্ন, দক্ষিণাবর্ত্ত ও ধূমশূন্য হইয়া থাকে এবং উহার শিখা সমস্ত ঊর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে। আহুতি প্রদানকালে তাহা হইতে অতি পুণ্যগন্ধ নির্গত হইতে থাকে; ইহাই ভাবি জয়ের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। যেখানে শঙ্খ ও মৃদঙ্গ সকল অতি গভীর শব্দে নিনাদিত হয় এবং চন্দ্র সূর্য্য বিশুদ্ধ রশ্মি বিস্তার করেন, সেই খানেই জয়ের লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহারা প্রস্থিত বা গমনোন্মুখ হয়, বায়সমুখনিঃসৃত বাক্য তাহাদের পক্ষে একান্ত হিতকর। হে রাজন্! বায়সগণ পৃষ্ঠভাগে শব্দ করত গমনোন্মুখ ব্যক্তিকে ত্বরান্বিত ও সম্মুখে শব্দ করিয়া নিবারিত করে। দ্বিজগণ কহিয়া থাকেন, যখন শকুনি, রাজহংস, শুক, ক্রৌঞ্চ ও শতপত্র দক্ষিণামুখ হয়, তখন সমরভূমিতে নিশ্চয়ই জয় লাভ হইয়া থাকে। যাহাদিগের সৈন্য অলঙ্কার, কবচ, কেতু, সিংহনাদ ও অশ্বের হ্রেষারব দ্বারা পরম শোভ-মান ও নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহাদিগেরই জয় লাভ হইয়া থাকে। হে ভারত! যেখানে যোদ্ধৃবর্গের বাক্য হৃষ্ট থাকে ও পরিহিত মাল্য কদাচ ম্লান হয় না, তাহারাই সমরসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে। যে সমস্ত যোধগণ পরসৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া "বিনাশ করিয়াছি" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে, এবং পরসৈন্যপ্রবেশে সমুৎসুক হইয়া "তোমা-দিগের সৈন্য হত হইল, হত হইল" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে; তাহারা নিশ্চয় জয়লাভে সমর্থ হয়, এবং "যুদ্ধ করিও না, বিনষ্ট হইবে" এই প্রতিষেধ বাক্য প্রয়োগ করাই ভাবি জয়ের সূচক হয়। শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ অবিকৃত ও শুভজনক হয়; এবং যোধগণ হৃষ্টচিত্তে অবস্থিতি

করে, ইহাই জয়ের লক্ষণ। বায়ু অনুকূল সঞ্চরণ, মেঘ অনুকূল বর্ষণ, পক্ষিগণ অনুকূল ধ্বনি করে এবং ইন্দ্র ধনু ও অনুকূল হইয়া উদিত হয়, হে রাজন্! এই সমস্ত জয়শীলদিগের শুভলক্ষণ। আর মুমূর্ষুগণের পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সৈন্য অল্পই হউক আর অধিক হউক, একমাত্র হর্ষই যোধগণের জয়লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক জন সেনা শক্রশরে ছিন্ন ভিন্ন কলেবর হইলে সে বহু সৈন্যগণকেও বিদীর্ণ করিতে পারে, এবং বিপুল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধাগণও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সেই সমস্ত মহাসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে, প্রবল সলিলপ্রবাহের ন্যায় অথবা ভয়ব্যাকুল মৃগযূথের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। রণপণ্ডিত ব্যক্তিরাও সেই বিশৃঙ্খল সৈন্যদিগকে একত্র সমবেত করিতে সমর্থ হন না। প্রত্যুত সৈন্যগণকে পলায়নপর দেখিয়া তাঁহারাই ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া থাকেন; এবং তাহাদিগকে ভীত ও ভগ্ন দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণও সাতিশয় ভীত হইয়া থাকে; সুতরাং তখন সমুদয় সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে। তৎকালে মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্যাধ্যক্ষেরা চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারেও তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না।

হে নরপতে! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের সামাদি উপায় দ্বারা জয়লাভ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়, ভেদ দ্বারা মধ্যম উপায়; আর যুদ্ধ দ্বারা যে জয় লাভ, তাহা জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বস্তুত সমর অশেষ দোষের আকর; মনুষ্য ক্ষয়ই তাহার প্রধান ফল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরকে অবগত, উৎসাহসম্পন্ন, স্ত্রী পুত্রাদিতে অনাসক্ত চিত্ত, অধ্যবসায়শীল এইরূপ পঞ্চাশৎ বারপুরুষ বিপুল সৈন্যদলকেও

পরাভূত করিতে পারে, এবং দৃঢ়তর অধ্যবসায়সম্পন্ন হইলে, পাঁচ, ছয় বা সাত জন ব্যক্তিও বিজয় লাভে সমর্থ হয়। বিনতানন্দন গরুড় অসংখ্য স্বর্ণচূড় পক্ষীর একত্র সমবায় দর্শন করিলেও তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্তে অনেকের সাহায্য প্রার্থনা করেন না, অতএব সেনাবাহুল্য হইলেই যে অবশ্যই জয় লাভ হয় এমত নহে। বিজয় লাভের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই; উহা দৈবায়ত্ত বিজয়ী ব্যক্তিরাও যুদ্ধে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা বলিয়া গমন করিলে পর, ধীমান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! সংগ্রামপ্রিয় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালগণ জীবিতাশা পরিহার পূর্ব্বক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে বিনাশ করিবেন; তাঁহারা পরস্পর নিহত হইয়া শমনভবন বর্দ্ধিত করিবেন, তথাপি শান্তিভাব অবলম্বন করিবেন না। তাঁহারা পৃথিবীলাভে সমুৎসুক হইয়া এই নৃশংস ব্যবহার হইতে কিছুতেই বিরত হইতেছেন না, এই নিমিত্ত পৃথিবীকে বহুগুণশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব তুমি আমার নিকট পৃথিবীর গুণ কীর্ত্তন কর। তুমি সেই অমিততেজস্বী মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্য বুদ্ধি ও জ্ঞাননেত্র প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব এই কুরুক্ষেত্রে সহস্র সহস্র, অযুত অযুত, কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বীরগণ সমা-

গত হইয়াছেন; ইহাঁরা যে যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন, সেই সকল দেশ ও নগরের আকৃতি প্রকৃতির বিষয় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! আপনি মহাপ্রাজ্ঞ, আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া পৃথিবীর গুণ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন।

হে রাজন্! প্রাণী সমুদয় দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম; জঙ্গম তিন প্রকার, অণ্ডজ, স্বেদজ ও জরায়ুজ। সমুদয় জঙ্গমের মধ্যে জরায়ুজ শ্রেষ্ঠ; তাহার মধ্যে বিবিধ রূপধারী যজ্ঞসাধন পশুই প্রধান; সেই পশু চতুর্দ্দশ প্রকার; তন্মধ্যে সপ্ত আরণ্য ও সপ্ত গ্রাম্য; সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী ও বানর এই সাতটি আরণ্য; আর গো, ছাগ, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ এই সাতটি গ্রাম্য। হে রাজন্! এই চতুর্দ্দশ প্রকার গ্রাম্য ও আরণ্য পশু বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং ইহাতে যাগ যজ্ঞ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গ্রাম্যবাসীর মধ্যে মনুষ্য ও অরণ্যবাসীর মধ্যে সিংহ প্রধান। এই সকল জীব পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। স্থাবর প্রাণীই উদ্ভিজ্জ, তন্মধ্যে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, বল্লী ও ত্বক্‌সার তৃণ এই পাঁচ প্রকারে কল্পিত হইয়াছে; এই ঊনবিংশতি প্রকার স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত পঞ্চ মহাভূতের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্ব্বিংশতি প্রকার হইয়াছে; ইহাই চতুর্ব্বিংশতি বর্ণাত্মিকা গায়ত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

হে ভারত! যিনি এই সর্ব্বগুণান্বিতা পরম পবিত্রা গায়ত্রী বিদিত হইয়াছেন, তাঁহার বিনাশ নাই। হে রাজন্! ভূমি হইতে সকলের উৎপত্তি ও ভূমিতেই সমস্ত লয় হইয়া থাকে; ভূমি সকল ভূতের অধিষ্ঠাত্রী ও ভূমিই নিত্য। ভূমিশালী

ব্যক্তির এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বশীভূত হয়, ভূমির নিমিত্তই ভূপালগণ পরস্পর বিনষ্ট হইয়া থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যাবতীয় নদী, পর্ব্বত, জনপদ, কানন প্রভৃতি যে সকল বস্তু ভূমিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; তাহাদের নাম ও সমুদয় পৃথিবীর পরিমাণ আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এই পঞ্চ মহাভূতের পরস্পর সমবায় দ্বারা জগতের সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে; এই নিমিত্ত বুধগণ পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুকে পরস্পর সমান বলিয়া থাকেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ভূমি এই পঞ্চ মহাভূত উত্তরোত্তর সমধিক গুণসম্পন্ন; তত্ত্ববিৎ ঋষিগণ কহিয়াছেন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী ভূমির গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী জলের গুণ; তাহাতে গন্ধ নাই। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী তেজের গুণ; শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ; কেবল শব্দই আকাশের গুণ। হে মহারাজ! পঞ্চভূতময় এই লোকমধ্যে এই পাঁচটি গুণ সমভাবে থাকিলে পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রশান্ত ভাবে অবস্থিতি করে ও পরস্পরের বৈষম্যভাব উপস্থিত হইলে, দেহীরা দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে। এই সকল গুণ ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইয়া ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সমস্তের পরিমাণ করা নিতান্ত দুষ্কর। এই সকল গুণ ঈশ্বরের ন্যায় রূপসম্পন্ন। পাঞ্চভৌতিক ধাতু সকল স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইয়া

থাকে। মানবগণ তর্ক দ্বারা উহার প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু অচিন্তনীয় পদার্থ সকল তর্ক দ্বারা নিরূপিত হয় না।

হে রাজন্! এক্ষণে আপনার নিকট জম্বুদ্বীপের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই জম্বুদ্বীপের অপর নাম সুদর্শনদ্বীপ; ইহা চক্রাকার ও দুর্লক্ষ্য; নদী ও জল দ্বারা সমাচ্ছন্ন; জলধরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পর্ব্বত, বিবিধ নগর, রমণীয় জনপদ ও ফল পুষ্প দ্বারা সুশোভিত বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ এবং ইহার চতুর্দ্দিক্ লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। মনুষ্য যেরূপ দর্পণে আপনার মুখপ্রতিমা নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ সুদর্শনদ্বীপের প্রতিবিম্ব চন্দ্রমণ্ডলে দৃশ্যমান হইয়া থাকে। এই সুদর্শনদ্বীপের দুই অংশে পিপ্পলস্থান ও দুই অংশে মহাশশস্থান; তাহার চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব প্রকার ঔষধি ও জল দ্বারা পরিবেষ্টিত। হে রাজন্! এক্ষণে সুদর্শনদ্বীপের অবশিষ্ট বিষয় সমস্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

—০:০—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি উক্ত দ্বীপের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে; এক্ষণে উহা বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তুমি সকল তত্ত্ববিশারদ; অতএব শশস্থানে যে সমস্ত ভূভাগ পরিদৃশ্যমান হয়, অগ্রে তাহার বিষয় কীর্ত্তন কর; পরে পিপ্পলস্থানের বিষয় বর্ণন করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, বৈদূর্য্যময় নীল, শশধরসন্নিভ শ্বেত ও সর্ব্বধাতুসম্পন্ন শৃঙ্গবান্

এই ছয়টি পর্ব্বত পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহাতে সিদ্ধ ও চারণগণ সতত অবস্থান করিতেছেন; এই সকল পর্ব্বত সহস্র সহস্র যোজন অন্তরে অবস্থিত; তন্মধ্যে বহুবিধ পবিত্র জনপদ সংস্থাপিত ও সর্ব্বপ্রকার প্রাণী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ইহাই ভারতবর্ষ। ইহার উত্তরে হৈমবত বর্ষ, এবং হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ পর্ব্বতের উত্তর মাল্যবান্ পর্ব্বত; উহা পূর্ব্ব পশ্চিমে আয়ত মাল্যবান পর্ব্বতের পরে গন্ধমাদন্ পর্ব্বত অবস্থিত রহিয়াছে; নিষধ ও নীল পর্ব্বতের মধ্যে তরুণাদিত্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, বিধূমপাবক সন্নিভ, কনকময় সহস্র সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ মণ্ডলাকার সুমেরু পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে; উহার ষোড়শ সহস্র যোজন ভূগর্ব্ভে নিহিত ও ঊর্দ্ধে চতুরশীতি যোজন সমুন্নত। লোক সমুদয় উহার ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যক্ প্রদেশ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে। হে বিভো! ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বু ও উত্তর কুরু এই চারিটি দ্বীপ ইহার পার্শ্বদেশে অবস্থিত রহিয়াছে। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা উত্তর কুরুদ্বীপে পরম রমণীয় আশ্রম সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোন সময়ে খগরাজ গরুড়নন্দন সুমুখ সুমেরু শৈলে সুবর্ণময় বায়স সকল অবলোকন করিয়া চিন্তা করিল, এই সুমেরু পর্ব্বতে পক্ষিগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম কিছুমাত্র বিশেষ নাই; অতএব ইহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; এইরূপ বিবেচনা করিয়া উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর কুরুতে গমন করিল। তথায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীপ্রধান সূর্য্যদেব, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রমণ্ডল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে সুশোভিত; প্রাসাদ সমুদয় সুবর্ণে অলঙ্কৃত রহিয়াছে; দেবতা গন্ধর্ব্ব, অসুর, অপ্সরা ও রাক্ষসগণ নিরন্তর বিহার করিতেছেন; ব্রহ্মা, রুদ্র ও দেবরাজ ইহাঁরা তথায় মিলিত

হইয়া বহুদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; তখন তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু ও হাহাহূহূ ইহাঁরা তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে স্তব করিয়া থাকেন। মহামনা সপ্তর্ষিগণ ও প্রজাপতি কশ্যপ তথায় পর্ব্বে পর্ব্বে গমন করিয়া থাকেন। হে মহীপতে! তাহার শৃঙ্গদেশে শুক্র সতত বিহার করিয়া থাকেন এবং সমুদয় রত্নপর্ব্বত তাঁহারই অধিকৃত; যক্ষরাজ কুবের সেই শুক্র হইতে বিত্তের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার ষোড়শাংশ মনুষ্যদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন।

সেই সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে সর্ব্বপ্রকার কুসুমাকীর্ণ শিলাজালসম্ভূত পরম রমণীয় কর্ণিকারবন সুশোভিত রহিয়াছে। তথায় ভূতভাবন ভগবান ভূতপতি উমাসমভিব্যাহারে পাদাবলম্বিনী কর্ণিকারময়ী মালা ধারণপূর্ব্বক ভূতগণপরিবেষ্টিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন; তদীয় নেত্রত্রয় সমুদিত ভাস্কর তুল্য উজ্জ্বল। সুব্রতপরায়ণ সত্যবাদী উগ্রতপঃসম্পন্ন সিদ্ধগণ নিরন্তর তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিরা সেই মহেশ্বরকে দর্শন করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। সেই সুমেরুশৃঙ্গ হইতে পুণ্যজননিষেবিতা পবিত্রসলিলা ভগবতী ভাগীরথী অনবরত অতিগম্ভীর ঝর্ঝর শব্দে প্রবলবেগে চন্দ্রমাহ্রদে নিপতিত হইতেছেন। তাহা হইতে সেই সাগরোপম পবিত্র হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। পর্ব্বত সকল যাঁহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই, ভগবান্ পশুপতি সেই ভাগীরথীকে শত সহস্র বৎসর মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

হে রাজন্! জম্বূখণ্ডের মধ্যে সুমেরুর পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমাল নামে এক মহাজনপদ আছে। তত্রত্য পুরুষগণ সুতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ ও নারী সকল অপ্সরার ন্যায়; তাহাদিগের পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর। তাহারা রোগ

ও শোক বিহীন, এবং সতত সন্তুষ্টচিত্ত। গুহ্যকাধিপ কুবের অপ্সরাগণপরিবৃত হইয়া রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে তাহার সন্নিহিত গন্ধমাদনশৃঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন। গন্ধমাদনের উত্তর পার্শ্বে অসংখ্য গণ্ডশৈল আছে; তথাকার পুরুষগণ কৃষ্ণবর্ণ, তেজস্বী ও মহাবল পরাক্রান্ত; নারী সকল উৎপলবর্ণসন্নিভ ও প্রিয়দর্শন। তাহাদিগের পরমায়ু একাদশ সহস্র বর্ষ। নীল পর্ব্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ; শ্বেতের উত্তরে হিরণ্যকবর্ষ, এবং তদুত্তরে নানা জনপদাবৃত ঐরাবতবর্ষ ও সর্ব্ব দক্ষিণভাগে ভারতবর্ষ। এই বর্ষদ্বয়ের আকৃতি ধনুকের ন্যায়। হে রাজন্! শ্বেতবর্ষ, হিরণ্যকবর্ষ; ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ এই পাঁচটি বর্ষ মধ্যস্থলবর্ত্তী; পরন্তু ইলাবৃতবর্ষ সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই সপ্ত বর্ষে উত্তরোত্তর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আরোগ্য ও পরমায়ু এবং পরিমাণের আতিশয্য আছে। তত্রত্য প্রাণী সকল পরস্পর অবিসম্বাদে কাল যাপন করে। হে রাজন্! এইরূপ বহুসংখ্যক পর্ব্বত দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। হেমকূটকৈলাস নামক যে অতি বিশাল এক পর্ব্বত আছে, তাহাতে যক্ষাধিপতি কুবের গুহ্যকদিগের সহিত সতত বিহার করিয়া থাকেন। কৈলাসাচলের উত্তরে মৈনাক পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী হিরণ্য-শৃঙ্গ নামে মণিময় এক অতি বৃহদাকার পর্ব্বত আছে; তাহার পার্শ্বদেশে কাঞ্চনময় বালুকা দ্বারা সুশোভিত পরম রমণীয় বিন্দুরস নামক সরোবর সন্নিবেশিত রহিয়াছে; সেই স্থানে মহারাজ ভগীরথ ভাগীরথীকে সন্দর্শন করিয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন; সেই সরোবরতীরে মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্য সকল নিহিত আছে। সুররাজ তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পরম তেজস্বী ভগবান্ রুদ্রদেব সেই স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রজা সৃষ্টি করি-

য়াছেন; সেই স্থানে নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু ও স্থাণু ইহাঁরা প্রাণিগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইতেছেন। ত্রিপথগামিনী জাহ্নবী ব্রহ্মলোক হইতে বিনিষ্ক্রান্তা হইয়া প্রথমে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; অনন্তর বস্বোকসারা, নলিনী, সরস্বতী, জম্বূনদী, সীতা, গঙ্গা ও সিন্ধু এই সপ্ত ধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হন। ইহাঁরা অচিন্তনীয় ও দিব্য প্রভাসম্পন্ন; ভগবান্ বিধাতা এই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন; লোকে যেস্থানে পুরন্দরকে উপাসনা করে, যুগসহস্র অতিক্রান্ত হইলে অদৃশ্য সরস্বতী সেই স্থানে দৃষ্টা হইয়া থাকেন। এই সাতটী দিব্য গঙ্গা ত্রিলোকে বিখ্যাত রহিয়াছেন।

হিমালয়ে রাক্ষসগণ, হেমকূটে গুহ্যকগণ, নিষধে সর্প ও নাগগণ, গোকর্ণে তপোধনগণ এবং নীলপর্ব্বতে ব্রহ্মর্ষিগণ বাস করিয়া থাকেন। শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত দেবগণের সঞ্চরণস্থান বলিয়া প্রথিত আছে। হে মহারাজ! যে সপ্ত বর্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীব সমুদায় ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাদিগের দৈবী ও মানুষী সমৃদ্ধি বিবিধ প্রকার; উহার সংখ্যাবধারণ করা নিতান্ত দুষ্কর; কিন্তু হিতার্থী ব্যক্তির তাহাতে শ্রদ্ধা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হে রাজন্! এক্ষণে আপনার জিজ্ঞাসিত শশস্থানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—শশস্থানের উত্তর দক্ষিণে দুইটি বর্ষ আছে; নাগদ্বীপ ও কাশ্যপদ্বীপ ইহার কর্ণ স্বরূপ; শশস্থানে তাম্রপর্ণী নামে শিলা ও মলয়গিরি সন্নিবেশিত রহিয়াছে; ইহা জম্বূদ্বীপের দ্বিতীয় দ্বীপস্বরূপ।

সপ্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,হে সঞ্জয় ! তুমি সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর ও পূর্ব্ব পার্শ্ব এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! সুমেরুর উত্তর ও নীলগিরির দক্ষিণ পার্শ্বে সিদ্ধগণসেবিত পরম পবিত্র উত্তর কুরু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তথাকার মহীরুহ সমুদয় সতত সুমধুর রসসম্পন্ন সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি কুসুমনিচয় প্রসব করে; সেই স্থানে সর্ব্বকামফলপ্রদ অপর কতকগুলি বৃক্ষ সকলের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকে এবং ক্ষীরী নামক বৃক্ষ ছয় রসযুক্ত অমৃতসদৃশ ক্ষীরধারা বর্ষণ করে; উহার ফল হইতে বস্ত্র ও আভরণ সমস্ত সমুৎপন্ন হয়। তথাকার ভূমি সমস্ত মণিময় ও সূক্ষ্ম কাঞ্চনবালুকাসম্পন্ন; কোন কোন ভূখণ্ড মণি, রত্ন, হীরক ও পদ্মরাগসদৃশ পরম রমণীয়। তত্রত্য পুষ্করিণী সকল পঙ্করহিত ও মনোহর; তাহার সলিল সকল ঋতুতেই সুখস্পর্শ। মানবগণ দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে; তাহারা সকলেই প্রিয়দর্শন ও শুক্লবংশসম্ভূত; নারী সকল অপ্সরাসদৃশ; তত্রত্য লোক সমুদায় ক্ষীরী পাদপের অমৃত সদৃশ ক্ষীর পান করিরা থাকে। তথায় মানবমিথুন চক্রবাক-যুগলের ন্যায় এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; তাহারা তুল্যরূপ গুণসম্পন্ন, তুল্য বেশে সুশোভিত, রোগশূন্য ও সতত সন্তুষ্ট। তাহাদের পরমায়ু একাদশ সহস্র বৎসর; তাহারা কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করে না; তাহাদিগের মৃত্যু হইলে, সুতীক্ষ্ণ তুণ্ডসম্পন্ন ভীষণ

ভারুণ্ড নামক পক্ষী সকল তাহাদিগকে হরণ করিয়া গিরি-গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

হে রাজন্! আমি উত্তর কুরুর বিষয় সমস্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে সুমেরুর পূর্ব্ব পার্শ্বের বিষয় যথা-যথরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—তথায় ভদ্রাশ্ব নামে এক স্থান আছে; সেই স্থানে ভদ্রশাল নামক বন সিদ্ধ চারণ-সেবিত এক যোজন সমুন্নত কালাম্র নামে এক মহীরুহ আছে; উহা নিত্য পুষ্পফল প্রসব করে। তথাকার পুরুষগণ মহাবল পরাক্রান্ত, তেজীয়ান্ ও শ্বেতবর্ণ; স্ত্রীলোকেরা কুমুদবর্ণ ও প্রিয়-দর্শন; তাহাদিগের শরীর চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ও মুখমণ্ডল সুশীতল চন্দ্র সদৃশ; তাহারা সকলেই নৃত্য গীতবিশারদ ও স্থিরযৌবন; তাহাদিগের পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর; তাহারা সকলেই কালাম্র ফলের রস পান করিয়া থাকে। নীলগিরির দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর সুদর্শন নামে সর্ব্বকামফলপ্রদ এক অক্ষয় জম্বুবৃক্ষ আছে; এই নিমিত্তই উহা জম্বুদ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; সিদ্ধ চারণগণ উহার সেবা করিয়া থাকেন; উহার উচ্চতা শত সহস্র যোজন; উহার ফলের বিস্তৃতি দুই সহস্র পাঁচ শত অরত্নি; ঐ ফল পতনসময়ে বিপুল শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে; উহা হইতে সুবর্ণ সন্নিভ রস নির্গত ও নদীরূপ ধারণ করিয়া সুমেরু প্রদক্ষিণ করত উত্তরকুরুতে প্রবাহিত হইতেছে; সেই ফলের রস পান করিলে জম্বুদ্বীপবাসীদিগের মনে শান্তি সঞ্চার হয় এবং পিপাসা ও জরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তথায় ইন্দ্রগোপসন্নিভ সমুজ্জ্বল দেবভূষণ জাম্বুনদ নামে কনক উৎপন্ন হয়। সেই স্থানে নরগণ তরুণারুণের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

হে ভরতর্ষভ! মাল্যবান পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে সম্বর্ত্তক

নামে কালানল নিয়ত পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে; সেই স্থানে গণ্ডশৈল সকল নিরন্তর শোভমান রহিয়াছে। মাল্যবান পর্ব্বত পঞ্চাশত সহস্র যোজন বিস্তৃত; তথায় সুবর্ণবর্ণ মনুষ্য সকল জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন। তাঁহারা দেবলোকপরিভ্রষ্ট ও ব্রহ্মবাদী; তাঁহারা জীবগণের রক্ষা বিধানের নিমিত্ত আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের মধ্যে ষট্‌ষষ্টি সহস্র ব্যক্তি দিবাকরকরকে বেষ্টন করিয়া তরুণের অগ্রভাগে গমন করেন ও ষট্‌ষষ্টি সহস্র বৎসর সূর্য্যতাপে সন্তাপিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি বর্ষ, পর্ব্বত এবং পর্ব্বতনিবাসীদিগের নাম নির্দ্দেশ কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শ্বেত পর্ব্বতের দক্ষিণে নিষধ গিরির উত্তরে রমণক নামে এক বর্ষ আছে; তথাকার মনুষ্য সকল বিশুদ্ধ বংশ-সম্ভূত, প্রিয়দর্শন ও সতত সন্তুষ্টচিত্ত এবং নিঃসপত্ন। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ নিষধের উত্তর হিরণ্ময় নামে বর্ষ আছে; সেই স্থানে হৈরণ্বতী নামে এক নদী আছে; ঐ স্থানে পন্নগ-রাজ গরুড় অবস্থিতি করেন; তথাকার মনুষ্য সকল যক্ষের অনুগত, প্রিয়দর্শন, মহাবল পরাক্রান্ত, সতত হৃষ্টচিত্ত ও প্রচুর ধনশালী। এই সমস্ত বর্ষনিবাসী মানবগণ দুই সহস্র পাঁচশত বৎসর জীবিত থাকে।

হে মনুজাধিপ! শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের তিনটী বিচিত্র শৃঙ্গ

আছে ; তাহার মধ্যে একটী মণিময়, একটী রজতময়, একটী সর্ব্বরত্নময় ও পরম রমণীয় গৃহ দ্বারা পরিশোভিত ; তথায় স্বয়ংপ্রভাবা শাণ্ডিলী নাম্নী এক দেবী নিত্য বিরাজ করিতেছেন। শৃঙ্গবানের উত্তরে সমুদ্রপারে ঐরাবত বর্ষ ; তথায় সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন না ও তত্রত্য মানবগণ কদাচ জরাগ্রস্ত হয় না ; চন্দ্রমা নক্ষত্রমণ্ডলপরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে আলোক প্রদান করিয়া থাকেন। তত্রত্য মানবগণ পদ্মবর্ণ, পদ্মলোচন ও পদ্মগন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা গন্ধপ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়, নিরাহার, নিষ্পাপ ও দেবলোক পরিভ্রষ্ট ; তাঁহাদিগের পরমায়ু ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর। ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরে ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ অগ্নিবর্ণ, মনের ন্যায় বেগশালী, জাম্বূনদবিভূষিত, ভূতযোজিত, অষ্টচক্রপরিশোভিত শকটে উপবিষ্ট থাকেন ; তিনিই সকল ভূতের প্রভু, তাঁহা হইতে জগৎ সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত হয় ; তিনিই কর্ত্তা ও কারয়িতা ; তিনি পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, তেজ ও যজ্ঞস্বরূপ এবং হুতাশন তাঁহার আস্য।

মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া পুত্রদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সঞ্জয় ! একমাত্র কালই যে এই জগৎ বিনষ্ট ও পুনরায় সৃজন করিতেছে ; তাহার আর সন্দেহ নাই। এই জগতের কোন পদার্থই নিত্য নহে ; ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ নর ও নারায়ণ এই ভূত সকলকে সংহার করেন। দেবগণ তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ ও মানবগণ বিষ্ণু বলিয়া থাকে।

নবম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে ভারতবর্ষে এই সমস্ত সৈন্য একত্রিত হইয়াছে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন ও পাণ্ডুপুত্রগণ যাহা গ্রহণে একান্ত লোলুপ হইয়াছে এবং যাহাতে আমার অন্তঃকরণ একবারে নিমগ্ন হইয়াছে, তুমি আমার নিকট সেই ভারতবর্ষের বিষয় সবিস্তর রূপে বর্ণন কর। আমার মতে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভারতবর্ষ গ্রহণে পাণ্ডুপুত্রগণ একান্ত অভিলাষী নহেন: দুর্য্যোধন ও শকুনি উহা গ্রহণে একান্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন; অন্যান্য নানা জনপদের অধীশ্বর ক্ষত্রিয়গণ এই ভারতবর্ষ গ্রহণাভিলাষে কেহ কাহাকে ক্ষমা করেন না। হে ভারত! এই ভারতবর্ষ দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত মনু, মহারাজ বেণতনয় পৃথু, মহামনা ইক্ষ্বাকু, যযাতি, অম্বরীষ, উশীনরতনয় শিবি, মহারাজ ঋষভ, এল, নৃগ, কুশিক, গাধি, সোমক ও দিলীপ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণের নিতান্ত প্রিয়, এক্ষণে আমি আপনার নিকট ভারতবর্ষের বিষয় যথাশ্রুত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই ভারতবর্ষে মহেন্দ্র, মলয়: সহ্য, শুক্তিমান, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটী কুলাচল, ইহাদের নিকটবর্ত্তী সারবান বিচিত্র সানুযুক্ত সহস্র সহস্র পর্ব্বত বিদ্যমান আছে; ঐ সমস্ত লোকসমাজে অপরিজ্ঞাত, ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজ্ঞাত পর্ব্বত আছে; সামান্য লোকেরা ঐ সমস্ত পর্ব্বতে বাস করিয়া থাকে।

হে মহারাজ! ভারতবর্ষে যে সমস্ত প্রধান প্রধান নদী আছে; আর্য্যগণ, ম্লেচ্ছগণ ও শঙ্কর জাতি যাহার সলিল পান

করে, আমি সেই সমস্ত নদীর নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, বাহুদা, মহানদী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, স্থূলবালুকাবিশিষ্টা বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণী, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতা, বেদবতী, ত্রিদিবা, ইক্ষুমালবী, করিষিণী, চিত্রসেনা, চিত্রবহা, গোমতী, গণ্ডকী, কৌশিকী, নিশ্চিতা, কৃত্যা, নিচিতা, লোহতারিণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, চন্দ্রভাগা, হস্তিসোমা, দিক্‌, শরাবতী, ভীমরথী, কাবেরী, চুলুকা, বীণা, শতবলা, নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুন্তলা, সিন্ধু, রাজনী, পুরমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী, পলাশিনী, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, করীষিণী, অসিক্নী, কুশচীরা, মকরী, প্রবরা মেলা, হেমা, ধৃতবতী, পুরাবতী, অনুষ্ণা, শৈব্যা, কাপী, সদানীরা অধৃষ্যা, কুশধারা, সদাক্রান্তা, শিবা, বীরবতী, বাস্তু, সুবাস্তু, গৌরী, কম্পনা, হিরণ্বতী, বরা, বীরঙ্করা, পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুচীরা, মধুবাহিনী, বিনদী, পিঞ্জলা বেণা, তুঙ্গবেণা, বিদিশা, কৃষ্ণবেণা, তাম্রা, কপিলা, শলু, সুবামা, বেদাশ্বা, হরিপ্রিয়া, মহোপমা, শীঘ্রা, পিচ্ছলা, ভারদ্বাজী, কৌশিকী, শোণা, বাহুদা, চন্দ্রমা, দুর্গামন্ত্রশিলা, ব্রহ্মবোধ্যা, বৃহদ্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনদী, সুনসা, তমসা, দাসী, বসা, বরুণা, অসী, নালা, ধৃতিমতী, পূর্ণাশা, মহানদী, তামসী, বৃষভা, ব্রহ্মমেধ্যা, বৃহদ্বতী, কৃষ্ণা, মন্দবাহিনী, ব্রহ্মাণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কোশা, মুক্তিমতী, মনিঙ্গা, পুষ্পবেণী, উৎপলাবতী, লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকা, কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা, সরস্বতী, মন্দাকিনী, এবং সর্ব্ব-

সঙ্গা এই সমস্ত নদী মহাফলপ্রদায়িনী ও লোকের মাতৃস্বরূপা। ইহা ভিন্ন সহস্র নদী অপ্রকাশিত আছে।

হে রাজন্! যথাস্মৃতি অনুসারে আমি নদী সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে জনপদ সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুণ;—কুরুপাঞ্চাল, শাল্ব, মাদ্রেয়জাঙ্গল, শূরসেন, কলিঙ্গ, বোধা, মালা, মৎস্য, সুকুট্ট, সৌবল্য, কুন্তল, কাশী,কৌশল, চেদি, মৎস্য, করূষ, ভোজ, সিন্ধুপুলিন্দ, উত্তম, দশার্ণ, মেকল, উৎকল, পাঞ্চাল, কৌশিজ, নৈকপৃষ্ঠ, ধুরন্ধর, সোধ, মদ্রভুজিঙ্গ, কাশি, অপরকাশি, জঠর, কুকুর, দশার্ণকুকুর, কুন্তি, অবন্তি, অপরকুন্তি, গোমন্ত, মন্দক, ষণ্ড, বিদর্ভ, রূপবাহিক, অশ্মক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করীতি, অধিরাজ্য, কুলাদ্য, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, বারপাশ্য, অপবাহ; চক্র, চক্রাতপ, শক, বিদেহ, মাগধ, স্বক্ষ, মলয়, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যকৃল্লোম, মল্ল, সুদেল্ল, প্রহ্লাদ, মাহিক, সাশিক, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালযোষক, অপরান্ত, পরান্ত, পহ্লব, চর্ম্মমণ্ডল, অটবীশিখর, মেরুভূত, উপাবৃত্ত, অনুপাবৃত্ত, স্বরাষ্ট্র, কেকয়, কুট্টাপরান্ত,মাহেয়, কক্ষ,সামুদ্রনিষ্কুট, অন্ধ,অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, অঙ্গমলজ, মাগধ, মানবর্জক, মুহ্যত্তর, প্রাবৃষেয়, ভার্গব, পুণ্ড্র, ভার্গ, কিরাত, সুদেষ্ট, যামুন, শক, নিষাদ, নিষধ, অনর্ত্তনৈঋত, দুর্গাল, প্রতিমাস্য, কুন্তল, কুশল, তীরগ্রহ, শূরসেন; ঈজক, কন্যকাগুণ, তিলভার, সমীর, মধুমত্ত, সুকন্দক, কাশ্মীর, সিন্ধুসৌবীর, গান্ধার, দর্শক, অভীসার, উতূল, শৈবাল, বাহ্লিক, দর্ব্বী, বানবাদর্ব্ব, বাতজ, আমরথ, উরগ, বাহুবাধ, কৌরব্য, সুদামা, সুমল্লিক, বধ্র, করীষক, কুলিন্দোপত্যকা, বাতায়ন, দশার্ণ, রোমাকুশবিন্দু, কচ্ছ, গোপালকক্ষ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্ব্বর, সিদ্ধ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্ত, ওড়, পৌণ্ড্র, সৈসিকত এবং পার্ব্বতীয়।

হে রাজন্! অনন্তর দক্ষিণ দেশীয় জনপদ সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্রাবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মূষিক, বনবাসক, কর্ণাটক, মাহিষক, বিকল্য, মূষক, জিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নলকানন, কৌকুট্টক, চোল, কোঙ্কণ, মালবানক, সমঙ্গ, করক, কুক্কুর, অঙ্গার, মারিষ, ধ্বজিনী, উৎসবসঙ্কেত, ত্রিগর্ত্ত, শাল্বসেনি, বক, কোকরক, প্রোষ্ঠ, সমবেগবশ, বিন্ধ্যচুলক, পুলিন্দ, কল্কল, মালব, মল্লব, অপরবল্লব, কুলিন্দ, কালব, কুণ্টক, করট, মূষক, তনবাল, সনীয়, আঘট্ট, সৃঞ্জয় অলিন্দ, পাশিবাট, তনয়, সুনয়, দশী, বিদর্ভ, কান্তীক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, উত্তরম্লেচ্ছ, অপরম্লেচ্ছ, ক্রুর, যবন, চীন, কাম্বোজ, সকৃদ্‌গ্রাহ, কুলত্থ, হূন, পারসিক, রমণ, চীন, দশমালিক, যোনিবেশ, দরদ কাশ্মীর, পত্তি, খশীর, অন্তচার, পহ্নব, গিরিগহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, স্তনযোষিক, প্রোষক, কলিঙ্গ, তোমর, হংসমার্গ ও করভঞ্জক।

হে রাজন্! আমি আপনার নিকট যে সমস্ত দেশের নাম কীর্ত্তন করিলাম, সেই সমস্ত দেশ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আভীর ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অন্যান্য নানা জাতির বাসস্থান। ঐ সমস্ত দেশ ভিন্ন উত্তর ও পূর্ব্বে অন্যান্য বহুবিধ জনপদ আছে। হে রাজন্! ভূমি সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে, কামধেনুর ন্যায় অর্থ প্রদান করে; এই জন্য ধর্ম্মার্থ তত্ত্ববিৎ মহাবল ভূপতিগণ ভূমি লাভের নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শরীর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ভূমি দেব ও মানবদিগের একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী; সারমেয়গণ যেরূপ আমিষ লাভের নিমিত্ত পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ ভূপতিগণ ভূমি লাভের নিমিত্ত পরস্পর বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কামভোগে অদ্যাপি কেহ তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় নাই। সেই নিমিত্তই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সাম, দান ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ভূমি

লাভার্থ যত্নপরায়ণ হইয়াছেন। হে নরপুঙ্গব মহারাজ! সমক্ পরিপালিতা ভূমি পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও স্বর্গস্বরূপ।

দশম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই ভারতবর্ষ, হৈমবতবর্ষ ও হরিবর্ষস্থ মানবগণের পরমায়ু, বল এবং ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান শুভাশুভ বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! এই ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগ চতুষ্টয় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে সত্য যুগের পরমায়ুর পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর, ত্রেতাযুগের তিন সহস্র বৎসর; দ্বাপরযুগের দুই সহস্র বৎসর, কলিযুগের পরমায়ু সংখ্যার কোন স্থিরতা নাই। এই যুগে জীবগণ কেহ গর্ব্ভাবস্থায় কেহ বা জাতমাত্রেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। কৃতযুগে মহাবল, মহাসত্ত্ব প্রজ্ঞাগুণ-সমন্বিত ধনশালী তপঃপরায়ণ মুনিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ত্রেতাযুগে মহোৎসাহসম্পন্ন, মহাত্মা, পরমধার্ম্মিক, সত্য-বাদী, প্রিয়দর্শন, প্রশস্তকায়, মহাবীর্য্য, সমরবিশারদ ক্ষত্রিয়-গণ জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বাপরে সকল বর্ণই জন্মগ্রহণ করে; উহারা মহোৎসাহসম্পন্ন, বীর্য্যবান ও পরস্পর জয়াভিলাষী; এই দ্বাপরযুগে মানবগণের গুণের লাঘব হইতে আরম্ভ হয়। কলিযুগে পুরুষগণ অল্পতেজা, ক্রুদ্ধস্বভাব, লুব্ধপ্রকৃতি ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে; এবং তাহাদের মনে ঈর্ষা, অভি-মান, ক্রোধ, কপটতা, অসূয়া, রাগ ও লোভ প্রভৃতির আবি-র্ভাব হইয়া থাকে। হে রাজন্! উত্তম গুণসম্পন্ন হৈমবতবর্ষ ও হরিবর্ষও এইরূপ।

জম্বূখণ্ডনির্ম্মাণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

ভূমি পর্ব্ব।

—— ০ : ০ ——

একাদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি জম্বুখণ্ডের বিষয় যথাবৎ কীর্ত্তন করিলে; এক্ষণে ইহার পরিমাণ, সমুদ্রের পরিমাণ ও শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলিদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এই মেদিনী বহুসংখ্যক দ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। মহারাজ! এক্ষণে সপ্ত দ্বীপ, চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জম্বুদ্বীপ অষ্টাদশ সহস্র ছয় শত যোজন বিস্তীর্ণ; লবণ সমুদ্রের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ; এই সমুদ্র নানা জনপদ ও পর্ব্বতসমাকীর্ণ মণিবিদ্রুমশোশিত, বহুবিধ ধাতুপূর্ণ ও সিদ্ধচারণগণপরিবৃত। হে রাজন্! এক্ষণে শাকদ্বীপের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি,শ্রবণ করুন। জম্বুদ্বীপের যেরূপ পরিমাণ শাকদ্বীপ তদপেক্ষা দ্বিগুণ: ইহা ক্ষীর সমুদ্রে পরিবেষ্টিত; ইহাতে বহুসংখ্যক পুণ্য জনপদ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে ও এখানকার মানবগণের মৃত্যু নাই; তাহারা সাতিশয় তেজস্বী, ক্ষমাশীল ও ঐ স্থানে দুর্ভিক্ষ প্রবেশ করিতে পারে না। হে রাজন্! আমি আপনার নিকট সংক্ষেপে শাকদ্বীপের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনার আর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয় বলুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি শাকদ্বীপের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে; এক্ষণে উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শাকদ্বীপে বিবিধ মণি বিরাজিত সাতটী পর্ব্বত ও বহু রত্নের আকর নদী সকল বিদ্যমান রহিয়াছে; তথাকার সমস্ত বস্তুই বহুগুণশালী, দেবর্ষিগণ-সেবিত সেই মেরুই সর্ব্ব প্রধান; উহার পশ্চিমে মলয় ভূধর বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; তথা হইতে জলধর সকল চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। তাহার পূর্ব্বদিকে জলধার নামক এক মহাগিরি সংস্থাপিত রহিয়াছে; দেবরাজ সেই স্থান হইতে সলিল গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ষাকালে বর্ষণ করিয়া থাকেন। তাহার নিকটবর্ত্তী অতি উচ্চ রৈবতক পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ভগবান পিতামহের নিদেশক্রমে রেবতী নক্ষত্র তথায় বাস করিতেছেন; সুমেরুর উত্তরে অত্যুচ্চ, নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামল উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট শ্যাম নামক মহাগিরি সংস্থাপিত রহিয়াছে; জনগণ তথা হইতে শ্যামলত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এখানকার মানবগণ কি প্রকারে শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সমস্ত দ্বীপেরই ব্রাহ্মণগণ গৌরবর্ণ; ক্ষত্রিয়গণ কৃষ্ণবর্ণ ও বৈশ্য লোহিতবর্ণ হইয়া থাকে: হে ভারত! শ্যামগিরিতে মানবগণ যে কারণে শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা পরে কহিব; এক্ষণে পর্ব্বতের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্যামগিরির পর অত্যুচ্চ দুর্গশৈল; সেই স্থানে কেশরশালী কেশরী ও বায়ু সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; এই সমস্ত পর্ব্বতের বিস্তৃতি ক্রমশঃ দ্বিগুণ; এই সমস্ত পর্ব্বতে মহামেরু, মহাকাশ, জলদ, কুমুদ, উত্তর

জলধর ও সুকুমার এই সাতটী বর্ষ পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। রৈবত পর্ব্বতের কৌমার বর্ষ, শ্যামগিরির মণিকাঞ্চন বর্ষ, কেদারের মোদকী বর্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি; তাহার পরে মহাপুমান্ নামে এক পর্ব্বত আছে। ইহার পরিমাণ জম্বূদ্বীপের ন্যায়; এই পর্ব্বত শাকদ্বীপের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; তাহার মধ্যে শাক নামক এক মহাদ্রুম সন্নিবেশিত আছে; প্রজাগণ ঐ বৃক্ষের সাতিশয় অনুগত; ঐ পর্ব্বতে অতি পবিত্র জনপদ সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তত্রত্য মানবগণ ভগবান্ শূলপাণির উপাসনা করিয়া থাকে। তথায় সিদ্ধগণ, চারণগণ ও দেবগণ নিরন্তর গমন করেন। তত্রত্য প্রজা সকল বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত; তাহাদিগের পরমায়ু অতি দীর্ঘ ও তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত। তথায় চৌরভয় বা জরা মৃত্যুর অধিকার নাই। যেরূপ বর্ষাকালে সাগরসঙ্গতা নদী সকল পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ তত্রত্য প্রজা সকল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; তথায় অসংখ্য শাখাবিশিষ্ট গঙ্গা, সুকুমারী, কুমারী, সীতা, কাবেরকা, মহানদী, মণিজলা এবং চক্ষুর্বর্দ্ধনিকা নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে; ইহা ভিন্ন পবিত্রসলিলা শত সহস্র সরিৎ প্রবাহিত হইয়া থাকে। বাসব সেই সকল নদীর সলিল গ্রহণ করিয়া বর্ষণ করিয়া থাকেন; সেই সরিদ্বরা সকলের নাম ও পরিমাণ করা সহজ নহে। তথায় সকল লোক সম্মত মৃগ, মশক, মানস ও মন্দগ এই চারিটি পবিত্র জনপদ আছে। মৃগ প্রদেশে সকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণগণ, মশক দেশে সর্ব্বকামপ্রদ ধার্ম্মিকপ্রবর ক্ষত্রিয়গণ, মানস দেশে সর্ব্বকামসম্পন্ন বৈশ্যগণ ও মন্দগ দেশে পরম ধার্ম্মিক শূদ্রেরা বাস করিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! ঐ সকল স্থানে রাজা বা রাজদণ্ডের ভয় নাই এবং তথায় দণ্ডধারী পুরুষও নাই।

তথাকার মানবগণ স্বধর্ম্ম দ্বারা পরস্পর রক্ষা করিয়া থাকেন। হে রাজন্! উজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন শাকদ্বীপের বিষয় এই মাত্র কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলাম এবং ইহাই শ্রোতব্য।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে রাজন্! উত্তর দিক্স্থ দ্বীপ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সকল দ্বীপে ঘৃতসমুদ্র, দধি সমুদ্র, সুরাসমুদ্র ও জলসমুদ্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। হে নরাধিপ! ঐ সমস্ত দ্বীপ পরস্পর দ্বিগুণ ও সাগরপরিবেষ্টিত। মধ্যম দ্বীপে মনঃশিলাময় বৃহৎ গৌর পর্ব্বত আছে; পশ্চিম দ্বীপে নারায়ণসখা কৃষ্ণ পর্ব্বত; ভগবান্ নারায়ণ তথায় স্বয়ং দিব্য রত্ন সকল সংস্থাপিত ও প্রসন্নমনে প্রজাগণের সুখ বিধান করেন। কুশদ্বীপনিবাসিগণ কুশস্তম্ভের ও শাল্মলিদ্বীপবাসিগণ শাল্মলির অর্চ্চনা করিয়া থাকে; ক্রৌঞ্চ দ্বীপনিবাসিগণ চাতুর্বর্ণ্যে মিলিত হইয়া সকল রত্নের আকর মহাক্রৌঞ্চ গিরির অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

হে রাজন্! কুশদ্বীপে বিবিধ ধাতুরঞ্জিত ও বহু বিদ্রুমসমাকীর্ণ প্রথম পর্ব্বতের নাম গোমন্দ, ঐ পর্ব্বতে ভগবান্ কমললোচন নারায়ণ মুক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া সতত বাস করেন; ঐ দ্বীপের দ্বিতীয় পর্ব্বত হেমময় হেমগিরি; তৃতীয় দ্যুতিমান কুমুদ নামক গিরি; চতুর্থ পুষ্পবান; পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হরি পর্ব্বত, এই ছয়টি উৎকৃষ্ট পর্ব্বত কুশদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; উহাদের দূরত্ব ক্রমশঃ পরস্পর দ্বিগুণ; কুশদ্বীপের প্রথম বর্ষের নাম ঔদ্ভিদ; দ্বিতীয় বেণু-

মণ্ডল, তৃতীয় সুরথাকার; চতুর্থ কম্বল; পঞ্চম ধৃতিমৎ; ষষ্ঠ প্রভাকর; সপ্তম কাপিল এই সাতটি বর্ষ প্রধান। এই সকল বর্ষে দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ নিরন্তর প্রসন্নচিত্তে বিহার করিয়া থাকেন, তত্রত্য অধিবাসীদিগের মৃত্যু নাই; ও এখানে দস্যু বা ম্লেচ্ছজাতি নাই। ঐ সকল বর্ষের মানবগণ গৌরবর্ণ ও সুকুমার কলেবর।

হে মহারাজ! এক্ষণে অন্যান্য দ্বীপের বিষয় যেরূপ শ্রুত আছি, তদনুরূপ কীর্ত্তন করিতেছি,শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে এক মহাগিরি আছে; ক্রৌঞ্চের পর বামন,তাহার পর অন্ধকার,তৎপরে পর্ব্বতোত্তম মৈনাক,তৎপরে গোবিন্দ ও গোবিন্দের পরে নিবিড় পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে। এই সকল পর্ব্বতের দূরত্ব ক্রমশঃ দ্বিগুণ; ঐ সকল পর্ব্বতে যে সকল দেশ আছে,সেই সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে কুশল দেশ ও বামন পর্ব্বতের সন্নিহিত মনোনুগ দেশ; তাহার পরে উষ্ণ দেশ, তৎপরে প্রাবরক দেশ, তদনন্তর অন্ধকারক দেশ, তাহার পরে মুনি দেশ, তাহার পরে দুন্দুভি স্বন দেশ প্রতিষ্ঠিত আছে। দুন্দুভিস্বন দেশ সিদ্ধচারণগণে সঙ্কীর্ণ; তথাকার অধিবাসী সকল প্রায় গৌরবর্ণ। হে মহারাজ! উল্লিখিত দেশ সকল দেব ও গন্ধর্ব্বগণের নিবাসভূমি।

পুষ্কর দ্বীপে বিবিধ মণিরত্নসম্পন্ন পুষ্কর নামে এক পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে; ভগবান্ প্রজাপতি স্বয়ং সতত তথায় বাস করেন। দেব ও মহর্ষিগণ মনোনুকূল বাক্য দ্বারা নিত্য তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। জম্বূদ্বীপ হইতে বহুবিধ রত্নরাজি উৎপন্ন হইয়া থাকে, হে জনাধিপ! ঐ সমস্ত দ্বীপবাসী প্রজাগণের ব্রহ্মচর্য্য, সত্য দম, আরোগ্য ও পরমায়ু উত্তরোত্তর দ্বিগুণ এবং ইহাদিগের কার্য্যও এক প্রকার দৃশ্য

হইয়া থাকে ; এই সমুদয় দ্বীপের মধ্যে এক জনপদ আছে ; সর্ব্বলোকেশ ভগবান্ প্রজাপতি স্বয়ং দণ্ড ধারণ করিয়া ঐ সমস্ত রক্ষা করত তাথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনিই শিবদায়ক, রাজা, তিনিই পিতা, এবং তিনিই পিতামহ ; কি জড়, কি পণ্ডিত তিনি সমুদয় প্রজাগণকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই সকল প্রজাগণের সমীপে ভোজন দ্রব্য স্বয়ং উপস্থিত হয় ; তাহারা তাহাই ভক্ষণ করিয়া কাল যাপন করে।

শ্বেতদ্বীপের পর সমা নামে চতুরস্র ও ত্রয়স্ত্রিংশৎমণ্ডল বিশিষ্ট এক দেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে কৌরব! ঐ স্থানে লোকবিখ্যাত বামন, ঐরাবত, সুপ্রতীক ও প্রভিন্ন করটা-মুখ দিগ্গজ চতুষ্টয় অবস্থান করে ; ঐ সমস্ত দিগ্গজের পরিমাণ স্থির করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে রাজন্! ঐ স্থানে দশদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। দিগ্গজগণ প্রফুল্ল কমলসদৃশ শুণ্ড দ্বারা সেই বায়ু অনবরত নিক্ষেপ করিতেছে ; এবং ঐ দিগ্গজমুক্ত মরুদ্গণ এখানে আসিয়া প্রজাগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপ সংস্থানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলে ; এক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর বিষয় সমস্ত সবিয়ে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! দ্বীপ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি ; এক্ষণে রাহুর পরিমাণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুণ। শ্রবণ করিয়াছি, রাহুগ্রহ মণ্ডলাকার, তাহার ব্যাস পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র যোজন ও পরিধি ষট্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন; অন্যান্য পৌরাণিক বুধগণ কহিয়া থাকেন; রাহুর পরিমাণ ষট্সহস্র যোজন; চন্দ্রমার ব্যাস একাদশ সহস্র যোজন ও পরিধি ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন; কোন কোন মতে চন্দ্রমার

পরিমাণ একোনষষ্টি সহস্র যোজন; সূর্য্যের ব্যাস দশ সহস্র যোজন ও পরিধি ত্রিংশৎ সহস্র যোজন; কোন কোন মতে তাহার পরিমাণ অষ্ট পঞ্চাশত যোজন। সূর্য্যদেবের এইরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাহু বিপুলত্বপ্রযুক্ত যথাকালে চন্দ্র ও সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে। হে মহারাজ! চন্দ্র, সূর্য্য এবং রাহুর বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শান্ত ভাব অবলম্বন করত স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে আশ্বাস প্রদান করুন। যে ক্ষত্রিয় এই ভূমিপর্ব্ব শ্রবণ করে তাহার শ্রীলাভ, অর্থ সিদ্ধি ও আয়ু, বল এবং তেজের বৃদ্ধি হয়। যে ভূপাল পর্ব্বদিনে সংযত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের প্রীতিলাভ হয়। আমরা যে ভারতবর্ষে বাস করিতেছি; পূর্ব্বতন ব্যক্তিগণ ইহাতে বাস করিয়া যেরূপ পুণ্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই আপনি শ্রুত আছেন।

ভূমিপর্ব্ব সমাপ্ত।

ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ভূতভবিষ্যবেত্তা প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করত চিন্তাকুল ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সহসা উপনীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে নমস্কার করি। হে ভরতর্ষভ! ভরতকুলপিতামহ শান্তনুনতয় ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন; যিনি সমুদয় যোধগণের অগ্রগণ্য ও ধনুর্দ্ধরগণের আশ্রয়, সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম অদ্য শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন; আপনার পুত্র যাঁহার বীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম অদ্য সমরে শিখণ্ডী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন; যে মহারথ কাশিপুরীতে সমস্ত নরপতিগণকে এক রথে জয় করিয়াছিলেন; যিনি জামদগ্ন্যের সহিত অক্ষুব্ধ চিত্তে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ও যাঁহাকে পরশুরাম নিহত করিতে সমর্থ হন নাই, সেই মহাবল ভীষ্ম অদ্য শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন; যিনি শৌর্য্যে মহেন্দ্র সদৃশ, স্থৈর্য্যে হিমাচল সদৃশ, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র সদৃশ ও সহিষ্ণুতায় ধরা সদৃশ; যাঁহার শর দংষ্ট্র, ধনু বক্ত্র ও খড়্গ জিহ্বাস্বরূপ, সেই দুরাসদ নরসিংহ অদ্য পাঞ্চাল পুত্রের হস্তে নিহত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য যাঁহাকে সমরোদ্যত অবলোকন করিয়া সিংহদৃষ্ট

গোগণের ন্যায় ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পমান হইয়াছিল ; সেই বীরঘাতী মহাবীর ভীষ্ম দশরাত্র আপনার সেনাগণকে রক্ষা ও দুষ্কর কর্ম্ম সমস্ত সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তগত হইয়াছেন। যিনি পুরন্দরের ন্যায় অক্ষুব্ধচিত্তে সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করিয়া দশদিকে দশ কোটি যোদ্ধাকে নিহত করিয়াছেন; অদ্য সেই ভীষ্ম আপনার দুর্ম্মন্ত্রণায় অযোগ্য ব্যক্তির ন্যায় নিহত হইয়া বাতভগ্ন তরুবৎ ভূতলশায়ী হইয়াছেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পুরন্দরসদৃশ কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্ম কি প্রকারে শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়া রথ হইতে পতিত হইয়াছিলেন? যিনি দেবকল্প ও যিনি পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমার পুত্রগণ সেই ভীষ্মবিহীন হইয়া কি প্রকারে অবস্থান করিতেছে? সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহোৎসাহসম্পন্ন মহাত্মা মহাবল ভীষ্ম নিহত হইলে, তাহাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? সেই কুরুকুলাগ্রগণ্য মহাবীর নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার মন নিতান্ত কাতর হইতেছে। হে সঞ্জয়! তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলে কাহারা তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল, কাহারা পুরোবর্ত্তী হইয়াছিল, কাহারা অবস্থিতি করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, কোন বীরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, এবং তিনি শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিলে কোন্ শৌর্য্যশালী পুরুষেরা তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিয়াছিল? যেরূপ দিবাকর তমোরাশি বিনষ্ট করেন, সেই-

রূপ যে মহাবীর পরসৈন্য আহত ও বিপক্ষগণের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক দুষ্কর কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছেন; কোন্ দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি অদ্য সেই ভীষ্মকে নিবারিত করিয়াছে? হে সঞ্জয়! তুমি কি নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলে? পাণ্ডবগণ কি প্রকারে শান্তনুনন্দনকে নিবারিত করিল? কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির কিরূপে সেই শরদন্ত, শরাসন বদন, অসিজিহ্ব, দুরাসদ, অসামান্য, পুরুষব্যাঘ্র, হ্রীমান্, অপরাজিত, উগ্রধন্বা, তীক্ষ্ণশর, উত্তম রথারূঢ়, পর মস্তক চ্ছেদী বেগবান্, ভীষ্মকে নিবারিত করিল? পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য যাঁহাকে সমরোদ্যত ও কালানলের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ দেখিয়া মুমূর্ষুর ন্যায় হস্তপদ বিক্ষেপ করিত; তিনি দশ রাত্র শত্রু সৈন্যগণকে আক্রমণ ও দুষ্কর কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তগত হইয়াছেন। যিনি ইন্দ্রের ন্যায় শর নিকর বর্ষণ দ্বারা দশ দিনের যুদ্ধে দশ কোটি যোদ্ধা নিহত করিয়াছিলেন; তিনি অদ্য আমার দুর্ম্মন্ত্রণায় নিহত হইয়া বাতভগ্ন তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন।

হে সঞ্জয়! পাঞ্চালসৈন্যগণ কি প্রকারে ভীম পরাক্রম শান্তনুনন্দনকে নিবারিত করিতে সমর্থ হইল? পাণ্ডবগণ কিরূপে ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতে কি নিমিত্ত ভীষ্ম জয় লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না, ভরদ্বাজাত্মজ দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য সন্নিহিত থাকিতে যোদ্ধৃ প্রধান ভীষ্ম কি নিমিত্ত নিধন প্রাপ্ত হইলেন ও পাঞ্চালতনয় শিখণ্ডী কি প্রকারে দেবগণের দুরাক্রম্য অতিরথ ভীষ্মকে যুদ্ধে নিহত করিল?

যিনি যুদ্ধকালে মহাবল পরাক্রান্ত পরশুরামের সমক্ষে সতত স্পর্দ্ধা করিতেন; যিনি পরশুরাম কর্ত্তৃক অপরাজিত ও শতক্রতুর ন্যায় পরাক্রমশালী; সেই ভীষ্ম কি প্রকারে

নিহত হইলেন। হে সঞ্জয়! আমরা তাঁহার মৃত্যু শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি; অতএব এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বিশেষ করিয়া বল! অস্মৎপক্ষীয় কোন্ কোন্ মহাবীরগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়াছিলেন? যখন শিখণ্ডীপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ভীষ্মের সম্মুখীন হইয়াছিল, তখন কৌরবগণ কি ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিল? আমার হৃদয় প্রস্তরসারময়ও নিতান্ত কঠিন; এই জন্যই পুরুষপ্রধান ভীষ্মের মৃত্যু শ্রবণে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। সেই অপ্রমেয় বলশালী ভরতর্ষভ ভীষ্মে সত্য, মেধা, নীতি সমস্তই প্রতিষ্ঠিত ছিল; অতএব তিনি কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইলেন। যে ভীষ্মরূপ সমুচ্ছ্রিত মহামেঘ জ্যানির্ঘোষরূপ গভীর গর্জ্জন, এবং ধনুষ্টঙ্কাররূপ অশনি শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া শররূপ সলিলধারায় সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণের সহিত পাণ্ডবদিগকে সমাচ্ছন্ন করত দানবদলদলন দেবরাজের ন্যায় অরাতিরথ সমুদয় বিনষ্ট করিয়াছিলেন; যিনি বাণরূপ গ্রাহ, কার্ম্মুকরূপ ঊর্ম্মি, গদা ও অসিরূপ মকর, গজ ও হয়রূপ আবর্ত্ত, পদাতিরূপ মৎস্য এবং শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনিরূপ তরঙ্গশব্দসম্পন্ন দ্বীপ ও প্লব রহিত অপার অস্ত্র সাগরে বেগভরে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদয় নিমগ্ন করিয়াছিলেন; যাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত অনলের ন্যায়, ও যাঁহার তেজে শত্রুগণ পরিতাপিত হয়, বেলাভূমির সাগররোধের ন্যায় কোন্ বীরগণ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল?

পরবীরঘাতী ভীষ্ম যখন দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন কাহারা তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইয়াছিল? কাহারা তাঁহার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়াছিল? কাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠভাগস্থ শত্রুগণকে নিবারণ করিয়াছিল? কাহারা তাঁহার উত্তর চক্র রক্ষা করিয়াছিল? কাহারা

তাঁহার বাম চক্রে অবস্থান করত সৃঞ্জয়গণকে বিনষ্ট করিয়াছিল? কাহারা অতিদুর্গম পুরোবর্ত্তী সৈন্যগণের পুরোভাগ রক্ষা করিয়াছিল? কাহারা দুর্গতি ভোগ করিয়া পার্শ্বদেশ রক্ষা করিয়াছিল? এবং কাহারাই বা সৈন্য সমূহে অবস্থিতি করিয়া পরবীরগণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! ভীষ্ম বীরগণ কর্ত্তৃক কি প্রকারে সুরক্ষিত হইয়াছিলেন? এবং বীরগণই বা ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কি নিমিত্ত পাণ্ডব সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই? পাণ্ডবগণ কি প্রকারে পরমেষ্ঠীসদৃশ ভীষ্মকে প্রহার করিতে সমর্থ হইয়াছিল?

কৌরবগণ যে দ্বীপের আশ্রয়ে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই নরব্যাঘ্র ভীষ্মের নিমজ্জনসংবাদ কহিতেছ; আমার বলশালী পুত্র যাঁহার বীর্য্য আশ্রয় করত পাণ্ডবগণকে গণ্য করিত না; তিনি কি প্রকারে শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন? পূর্ব্বে দেবগণ দানবদলনার্থ যে মহাব্রত যুদ্ধদুর্ম্মদ ভীষ্মের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; যিনি জন্ম গ্রহণ করিলে, লোকবিশ্রুত শান্তনু শোক, দৈন্য ও দুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমি কিরূপে সেই মহাপ্রাজ্ঞ স্বধর্ম্ম নিরত বেদবেদাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মের নিধন বৃত্তান্ত কহিতেছ? সর্ব্বাস্ত্রে পারদর্শী, শান্ত, দান্ত, মনস্বী শান্তনুনন্দন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে, অবশিষ্ট সমুদয় বলই বিনষ্ট হইয়াছে; যখন পাণ্ডবগণ বৃদ্ধ গুরু ভীষ্মকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তখন বোধ হয়, ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মই বলবান্। পূর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ পরশুরাম অম্বার নিমিত্ত যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়া যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, দেবরাজ সদৃশ ধনুর্দ্ধরপ্রধান সেই ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ অপেক্ষা সমধিক দুঃখের বিষয় আর

কি আছে? যিনি পরবীরঘাতী ক্ষত্রিয়কুলনাশকারী জামদগ্ন্যের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন নাই; অদ্য তিনি শিখণ্ডীর হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; ইহাতে বোধ হয় শিখণ্ডী তেজ ও বলে পরশুরাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। শিখণ্ডী যখন পরমাস্ত্রবেত্তা মহাবীর ভরতর্ষভ ভীষ্মকে নিহত করে; তখন কোন্ বীরগণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল?

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট বর্ণন কর; অদ্য আমার পুত্রের সেনা সকল অনাথা রমণীর ন্যায়, গোপহীন গোকুলের ন্যায় নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে; দেখ, যুদ্ধকালে সকল লোকের পৌরুষ যাঁহার উপর নির্ভর করে; সেই ভীষ্ম পরলোক গমন করাতে আমাদিগের অন্তঃকরণ কিরূপ হইয়াছে! ও তিনি জীবিত থাকিতেই বা আমাদিগের কিরূপ সামর্থ্য ছিল! অগাধসলিলে নৌকা নিমগ্ন হইলে পারগামী ব্যক্তি যেরূপ দুঃখিত হয়, বোধ হয় আমার পুত্রগণ মহাবীর ভীষ্ম নিহত হওয়াতে সেইরূপ দুঃখিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! পুরুষপ্রবর ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না; তখন আমার হৃদয় অদ্রিসারময়, সন্দেহ নাই। যে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মে অস্ত্র, মেধা ও নীতি সমুদয় অপ্রমেয়, অদ্য সেই ভীষ্ম সমরে কি রূপে নিহত হইলেন! হে সঞ্জয়! যখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সমরে নিহত হইয়াছেন তখন কেহ অস্ত্র, শৌর্য্য, তপ, মেধা বা ধৃতি দ্বারা মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না; মহাবীর্য্যশালী দুরতিক্রমণীয় কাল সকলকেই গ্রাস করে; আমি পুত্রশোকে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেও দুঃখ চিন্তা না করিয়া ভীষ্ম হইতে পরিত্রাণের আশা করিয়াছিলাম।

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন যখন ভীষ্মকে দিবাকরের ন্যায়

ভূতলে নিপতিত হইতে দেখিলেন, তখন কি করিয়াছিলেন। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি, কি আত্মীয় কি পরকীয় মহীপতিগণের সৈন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। ঋষিগণ কঠোর ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন; সেই জন্যই পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্যলাভের অভিলাষ করিতেছেন; অথবা আমরাই মহাব্রত ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্য লাভের ইচ্ছা করিতেছি। ক্ষাত্রধর্ম্মাক্রান্ত পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। অত্যন্ত কষ্টের সময় উপস্থিত হইলে, আর্য্যগণের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ কি রূপে সেই মহাপরাক্রান্ত হ্রীমান অপরাজিত ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল? সেনা সকল কি প্রকারে সংযুক্ত হইয়াছিল? মহাত্মাগণ কি রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? কুরুপিতামহ ভীষ্ম কি রূপে অরাতিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলেন। তিনি নিহত হইলে, দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও ক্রূরমতি দুঃশাসন কি করিয়াছিল? যে ভয়ঙ্কর সভায় নর, বারণ ও বাজিগণের শরীর আস্তরণস্বরূপ, শর, শক্তি মহাখড়্গ ও তোমর সকল অক্ষস্বরূপ এবং প্রাণ পণস্বরূপ হইয়াছিল; কোন্ যুদ্ধবিশারদ মন্দমতি ক্ষত্রিয়গণ সেই দ্যূতসভায় প্রবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল? এবং তাহাতে ভীষ্ম ভিন্ন কাহারা জয়ী, কাহারা পরাজিত ও কাহারাই বা নিপাতিত হইয়াছিল? এই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন। সংগ্রামভূষণ ভীমকর্ম্মা ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার শান্তি নাই; আমার হৃদয়ে যে পুত্রশোকহুতাশন সমুত্থিত হইয়াছে, তুমি যেন তাহা ঘৃত দ্বারা প্রজ্বলিত করিতেছ; সকললোক বিশ্রুত যে পুরুষ গুরু ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; আমার পুত্রগণ তাঁহাকে নিহত দেখিয়া যে প্রকার পরিতাপ করিতেছে; তাহা আমি শ্রবণ করিব। অতএব সেই তুমুল সংগ্রামে যে সমস্ত ঘটনা

হইয়াছে; সেই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বুদ্ধিতে নীতিসঙ্গত বা নীতিবহির্ভূত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে; জয়লাভাকাঙ্ক্ষী কৃতাস্ত্র ভীষ্ম যে সমস্ত তেজোযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন; কুরুপাণ্ডব সৈন্যগণের যাহারা সমরে যাহার সহিত যে প্রকার সংগ্রাম করিয়াছে, তৎসমুদয় আমার নিকট সবিস্তররূপে কীর্ত্তন কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি আপনার উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বটে; কিন্তু কেবল দুর্য্যোধনের প্রতি দোষারোপ করা উপযুক্ত হইতেছে না! যে মানব আপনার দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন অশুভ ভোগ করে, অন্যের প্রতি সেই পাপের আশঙ্কা করা উচিত নহে। হে রাজন্! যে ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে সর্ব্ব প্রকার নিন্দনীয় ব্যবহার করে; সে সকলের বধ্য হয়। প্রজ্ঞাসম্পন্ন পাণ্ডবগণ অমাত্যগণের সহিত আপনাদিগের শঠতা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন; কিন্তু কেবল আপনার মুখাপেক্ষায় বনমধ্যে দীর্ঘকাল উহা সহ্য করিয়াছেন।

হে রাজন্! আমি প্রত্যক্ষ'ও যোগবলে অশ্ব, গজ ও অমিততেজা ভূপালগণের যে সমস্ত বিষয় দর্শন করিয়াছি; তাহা শ্রবণ করুন। বৃথা শোক করিবেন না। হে নরাধিপ! এক্ষণে যাহা ঘটিতেছে, তাহা আমি পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছি। আমি যাঁহার প্রসাদে দিব্য জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, দূর হইতে শ্রবণ, পরচিত্তবিজ্ঞান, আকাশগতি, শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যক্তিদিগের

কারণ জ্ঞান,এবং ভূত ও ভবিষ্য বৃত্তান্তের জ্ঞানলাভ করিয়াছি, যে মহাত্মার বরদান প্রভাবে অস্ত্র শস্ত্র আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না; এক্ষণে আপনার পিতা সেই ধীমান পরাশরনন্দনকে নমস্কার করিয়া কুরুপাণ্ডবদিগের সেই অদ্ভুত লোমহর্ষণ অদ্ভুত যুদ্ধ বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ! সেই সমস্ত সৈন্য যথাবিধানে ব্যূহিতক্রমে অবস্থিত ও যত্নপরায়ণ হইলে, দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে অনুমতি করিলেন, দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মের রক্ষাবিধানার্থ শীঘ্র রথ যোজনা ও সৈন্যগণকে সজ্জীভূত হইতে আদেশ কর। দীর্ঘকালাবধি সসৈন্য পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সমাগম চিন্তা করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা সমুপস্থিত হইয়াছে; এই যুদ্ধে ভীষ্মকে রক্ষা ব্যতিরেকে আর কোন কার্য্যই প্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে না। তিনি রক্ষিত হইলে, পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে পারিবেন। সেই বিশুদ্ধস্বভাব মহাশয় কহিয়াছেন,আমি শিখণ্ডীকে সংহার করিব না। আমি শুনিয়াছি শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রীজাতি ছিল; অতএব সমরে শিখণ্ডী আমার পরিত্যজ্য। এই নিমিত্ত বীরগণ সমবেত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা ও শিখণ্ডীকে সংহার করিতে যত্ন করুক; এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদেশীয় সর্ব্বাস্ত্রকুশল বীরগণও পিতামহকে রক্ষা করুক। মহাবল সিংহ অরক্ষিত হইলে,বৃক কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা যেন সিংহরূপ ভীষ্মকে শৃগালরূপ শিখণ্ডীরহস্তে নিপাতিত না করি। সমরস্থলে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন,এবং অর্জ্জুনের বামভাগে যুধামন্যু ও দক্ষিণ চক্রে উত্তমৌজা অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছে; এক্ষণে পিতামহের পরিত্যক্ত ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে সুরক্ষিত শিখণ্ডী যাহাতে ভীষ্মকে বিনষ্ট করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর।

ষোড়শ অধ্যায়।

—০ঃ০—

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, ভূপালগণের সজ্জিত হও, সজ্জিত হও এই শব্দে, শঙ্খ ও দুন্দুভিনিনাদে, সৈন্যগণের সিংহনাদে, রথনেমিনিস্বনে, অশ্বগণের হেষারবে, মাতঙ্গের বৃংহিতে, যোধগণের গভীর গর্জ্জন ও বাহ্বাস্ফোটন শব্দে দশদিক্ আকুলিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যোদয়ানন্তর উভয় পক্ষের সেনা সকল, দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তথায় সুবর্ণ সুশোভিত হস্তী সকল সৌদামিনীযুক্ত মেঘের ন্যায়, সৈন্যগণপরিবেষ্টিত রথ সকল বহুবিধ নগরের ন্যায় ও পিতামহ ভীষ্ম পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, দর্শন করিলাম। অনন্তর শরাসন, ঋষ্টি, খড়্গ, গদা, তোমর ও অন্যান্য শুভ্রবর্ণ অস্ত্র শস্ত্রে শুশোভিত যোদ্ধৃবর্গ শত সহস্র গজ, পদাতি, রথী ও তুরঙ্গ বাগুরাকারে অবস্থিতি করিতেছে; বিবিধাকার ধ্বজদণ্ড সকল সমুচ্ছ্রিত হইয়াছে; উভয় পক্ষের মণিকাঞ্চনমণ্ডিত সহস্র সহস্র ধ্বজপট সকল প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় অমরাবতীস্থ ইন্দ্রপতাকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে; সমরাকাঙ্ক্ষী বীরগণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া ঐ সমস্ত পতাকা অবলোকন করিতেছেন। ঋষভাক্ষ প্রধান যোদ্ধাগণ কবচ, আয়ুধ, তল ও তূণীর ধারণ পূর্ব্বক চমূমুখে অবস্থিতি করত শোভা বিস্তার করিতেছেন। সুবলতনয় শকুনি, শল্য, জয়দ্রথ, অবন্তিরাজ বিন্দানুবিন্দ, কৈকেয়গণ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুধ, রাজা জয়ৎসেন, বৃহদ্বল ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা এই দশ জন

ভূরিদক্ষিণ যাগশীল পরিঘবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূপতিগণ দশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী নীতিবিশারদ রাজা ও রাজপুত্রগণকে স্ব স্ব সৈন্যে অবস্থান করিতে দেখিলাম। ইহাঁরা সকলে মনোহর মাল্য ধারণ ও কৃষ্ণাজিন পরিধান পূর্ব্বক প্রসন্ন মনে ব্রহ্ম-লোকগমনে দীক্ষিত হইয়া দশ অক্ষৌহিণী গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা ভিন্ন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের এক অক্ষৌহিণী মহাসৈন্যের অধিপতি হই-য়াছেন। হে রাজন্! সেই মহারথ ভীষ্ম শ্বেতবর্ণ উষ্ণীষ, অশ্ব ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া সুপ্রকাশিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ তালধ্বজবিশিষ্ট রজতময় রথারূঢ় সেই ভীষ্মকে শুভ্র মেঘমধ্যস্থিত নিশা-করের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে সেনামুখে অবস্থিত দেখিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। যেরূপ ক্ষুদ্র মৃগগণ মহাসিংহকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হয়,সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সৃঞ্জয়গণ সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। মহারাজ! যেরূপ আপনার এই সমৃদ্ধিসম্পন্ন একাদশবাহিনী প্রধান প্রধান পুরুষ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে ছিল, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষীয় সপ্ত বাহিনী প্রধান প্রধান পুরুষগণ রক্ষা করিতেছিলেন। এই উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ উন্মত্ত মকরবৃন্দ সমাকুল মহাগ্রহপরিবৃত যুগান্তকালীন মহাসাগরদ্বয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে রাজন্! আমি কৌরবগণের এরূপ সৈন্যসমাগম পূর্ব্বে আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যেরূপ কহিয়াছিলেন, ভূপালগণ সেইরূপ সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন; ঐ দিবস চন্দ্রমা মঘানক্ষত্রে গমন করিয়াছিলেন। সপ্তমহাগ্রহ দীপ্যমান হইয়া আকাশে নিপতিত হইল, এবং প্রজ্বলিত শিখাবিশিষ্ট দিবাকর যেন দ্বিধাভূত হইয়া উদিত হইলেন। মাংসশোণিতভোজী গোমায়ু ও বায়সগণ মৃতশরীর ভক্ষণে লোলুপ হইয়া প্রজ্বলিত দিগ্বিভাগে শব্দ করিতে লাগিল। পরবীরঘাতী কুরুপিতামহ ভীষ্ম ও ভরদ্বাজাত্মজ দ্রোণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সংযতচিত্তে পাণ্ডবগণের জয়াশীর্ব্বাদ করেন তাঁহারা আপনিমিত্ত যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুরূপ যুদ্ধও নার করিতেন।

ভীষ্ম প্রথমে সমুদয় ভূপালগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে ভূপালগণ! সংগ্রামই স্বর্গ গমনের অনাবৃত দ্বার; এই দ্বার অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোকে গমন কর। নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ ও নগ এইরূপ কার্য্য দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করত সেই পরম পবিত্র স্থানে গমন করিয়াছেন। পীড়াক্রান্ত হইয়া গৃহে প্রাণ পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম; আর যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করা তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।

হে ভরতর্ষভ! ভীষ্ম মহীপালগণকে এইরূপ কহিলে, তাঁহারা উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক শোভমান হইয়া স্ব স্ব সৈন্যগণের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু কর্ণ অমাত্য ও বন্ধু-

গণের সহিত, ভীষ্মের নিমিত্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন স্থতরাং কর্ণ ব্যতীত অন্যান্য ভূপালগণ এবং আপনার পুত্রগণ সিংহনাদে দশ দিক্ নিনাদিত করিতে লাগিলেন: সৈন্যগণ শ্বেত ছত্র, পতাকা, ধ্বজ, বারণ, বাজী, রথ ও পদাতি দ্বারা সুশোভিত হইতে লাগিল। ভেরী, পণব, দুন্দুভি ও রথনেমিশব্দে মহীমণ্ডল আকুলিত হইয়া উঠিল। মহারথগণ কাঞ্চনময় অঙ্গদ ও কেয়ূর ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিমান্ অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কৌরব-বাহিনীর অধিপতি পিতামহ ভীষ্ম পঞ্চ তারামণ্ডিত মহাতাল-কেতু দ্বারা বিমল আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি-লেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় ভূপালগণ ভীষ্মের চতু-র্দ্দিকে যথা স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গোবাসনদে-শাধিপতি শৈব্য রাজোচিত পতাকাসুশোভিত মাতঙ্গরাজে আরূঢ় হইয়া রাজগণের সহিত গমন করিলেন। পদ্মবর্ণ অশ্বত্থামা সিংহলাঙ্গুলকেতু রথে আরোহণ করত সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া গমন করিলেন। শ্রুতায়ুধ, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল্য, ভূরিশ্রবা ও বিকর্ণ এই সাত জন মহাধনুর্দ্ধর উৎকৃষ্ট বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামা ও ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাদিগের অত্যুচ্চ জাম্বূনদময় ধ্বজ সকল রথ-সমূহ অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। আচার্য্যপ্রধান দ্রোণের ধ্বজ সুবর্ণময় বেদী ও কমণ্ডলুবিভূষিত এবং শরাসন-যুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল। অনেক শতসহস্র সৈন্যপরিচালনকারী দুর্য্যোধনের ধ্বজে মণিময় নাগ শোভমান হইতে লাগিল। পৌরব, কলিঙ্গরাজ, কাম্বোজও সুদক্ষিণগণ মহাবল ক্ষেম-ধন্বা এবং শল্য দুর্য্যোধনের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মগধাধিপতি বৃষভধ্বজ মহামূল্য রথে আরোহণ করত শরৎকালীন মেঘসন্নিভ প্রাচীদেশীয় সেনাগণের পুরো-

বর্ত্তী হইয়া বিপক্ষগণের সম্মুখীন হইলেন। অঙ্গরাজ বৃষকেতু ও মহাত্মা কৃপাচার্য্য সেই সমস্ত সেনাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যশস্বী জয়দ্রথ রজতময় বরাহকেতু দ্বারা শোভিত হইতে লাগিলেন; শত সহস্র রথ, অষ্ট সহস্র হস্তী ও ছয় অযুত অশ্বারোহী তাঁহার বশীভূত ছিল: তিনি অগ্রে অবস্থান করত অসংখ্য রথ, নাগ ও অশ্বসঙ্কুল মহাসৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গেশ্বর ষষ্টি সহস্র রথ এবং যন্ত্র, তোমর, তূণীর ও পতাকাশোভিত পর্ব্বতসন্নিভ অযুত নাগ, পাবকধ্বজ, শ্বেতছত্র, উরোভূষণ, চামর ও ব্যজনে সুশোভিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। মহাবীর কেতুমান্ বিচিত্র অঙ্কুশসংযুক্ত গজে আরোহণপূর্ব্বক মেঘারূঢ় সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার সহিত গমন করিলেন। তেজস্বী ভগদত্ত সুর-পতির ন্যায় সেই হস্তীতে আরোহণ করিলে, তাঁহার সমক্ষে কেতুমানের সদৃশ বিন্দ এবং অনুবিন্দ তাহার স্কন্ধদেশে আরোহণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য, পিতামহ ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত ব্যূহ হস্তীরূপ অঙ্গ, নৃপ-রূপ মস্তক, অশ্বরূপ পক্ষ দ্বারা সুশোভিত হইয়া যেন হাস্য করিতে করিতে গমন করিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মহারাজ! তদনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরেই যোধগণের তুমুল শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; ক্ষণকালমধ্যেই শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি, মাতঙ্গের বৃংহিত, তুরঙ্গের হ্রেষারব, যোধ-গণের গর্জ্জন ও রথনেমির ঘর্ঘর নিনাদে মেদিনীমণ্ডল বিদীর্ণ

ও আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর সমাগমে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন রণস্থলে হিরণ্যভূষিত হস্তী ও রথ সমুদয় বিদ্যুন্মালাবিলসিত মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। স্বীয় ও শত্রুপক্ষীয় কাঞ্চনময় অঙ্গদসুশোভিত, প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ বহুবিধ ধ্বজ মহেন্দ্রগৃহস্থিত মহেন্দ্রকেতুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বীরগণ অগ্নি ও প্রভাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন কবচে বিভূষিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্বল হইয়া উঠিলেন। কৌরবযোদ্ধাগণ বিচিত্র আয়ুধ, কার্ম্মুক ও মৌর্ব্বীত্রাণ ধারণ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ঋষভাক্ষগণ সেনামুখে গমন করিয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। আপনার পুত্র দুর্জ্জয় দুঃশাসন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ ও বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয়, ভূরিশ্রবা, শল ও তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী বিংশতি সহস্র রথ ভীষ্মের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিল। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, মৎস্য, অম্বষ্ঠ, ত্রিগর্ত্ত, কৈকেয়, সৌবীর, কৈতব এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই দ্বাদশ জনপদের বীরগণ জীবিতাশা পরিহার পূর্ব্বক রথ সমূহ দ্বারা পিতামহকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মগধরাজ দশসহস্র অতিবেগশালী কুঞ্জরসৈন্য লইয়া ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইলেন। সেই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে ষষ্টি লক্ষ ব্যক্তি রথ সমূহের চক্র ও হস্তিগণের পাদ রক্ষা করিতে লাগিল; এবং লক্ষ লক্ষ পদাতি, ধনু, চর্ম্ম, অসি, নখর ও প্রাসহস্ত হইয়া প্রস্থান করিল। হে রাজন্! আপনার পুত্রের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যমুনাসঙ্গত ভাগিরথীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই একাদশ অক্ষৌহিণী ব্যূহিত হইয়াছে দেখিয়াও মানুষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব ও আসুর ব্যূহাভিজ্ঞ যুধিষ্ঠির কিরূপে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া ভীষ্মের প্রতিকূলে ব্যূহ রচনা করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহর্ষি বৃহস্পতি কহিয়াছেন, শত্রুসৈন্য অপেক্ষা আপনার সৈন্য অল্প হইলে, তাহাদিগকে বিস্তারিত এবং অধিক হইলে তাহাদিগকে সংহত করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। অধিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, অল্প সৈন্যদিগকে সুচীমুখাকারে সন্নিবেশিত করিবে। আমাদিগের সৈন্য শত্রুসৈন্যাপেক্ষা অল্প, অতএব বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ব্যূহ রচনা কর।

ধনঞ্জয় এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার নিমিত্ত বজ্রপাণিবিহিত বজ্রাখ্য নামে অচল ও দুর্জ্জয় ব্যূহ রচনা করিতেছি। যিনি সংগ্রামে বায়ুর ন্যায় বিপক্ষগণের দুঃসহ, সমরলক্ষণবিশারদ ও যোদ্ধৃবর্গের অগ্রগণ্য, সেই মহাবল ভীমসেন আমাদিগের অগ্রযোদ্ধা হইয়া অরাতিসৈন্যের তেজোরাশি বিনষ্ট করিবেন। ক্ষুদ্র মৃগেরা যেরূপ সিংহ দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ দুর্য্যোধনপুরোবর্ত্তী কৌরবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইবে। অমরগণ যেরূপ দেবরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন; সেইরূপ আমরা অকুতোভয়ে সেই প্রাকারস্বরূপ যোধাগ্রগণ্য

ভীমসেনের আশ্রয় গ্রহণ করিব। এই পৃথিবীতে এমন কেহই নাই, যে নরর্ষভ ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইলে, তাহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতে সমর্থ হয়।

মহাবাহু ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করত গমন করিতে লাগিলেন। পরিপূর্ণ ও স্তিমিত গঙ্গার ন্যায় পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য কৌরবগণকে আগমন করিতে দেখিয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টকেতু ইহাঁরা সৈন্য-গণের অগ্রণী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিরাট ও অক্ষৌহিণীপরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুত্র ও ভ্রাতৃগণের সহিত পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন। মহাতেজস্বী নকুল ও সহদেব ভীম-সেনের চক্রগোপ্তা হইলেন। অভিমন্যু ও দ্রৌপদীপুত্রগণও তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভদ্রকগণের সহিত তাঁহাদের সকলকে রক্ষা করিতে লাগি-লেন। শিখণ্ডী ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া ভীষ্ম বধের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নসহকারে তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী হই-লেন। মহাবল যুযুধান অর্জ্জুনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগি-লেন। পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কৈকেয়, ধৃষ্টকেতু ও মহাবীর চেকিতান, অমাত্যগণ সমভিব্যা-হারে তাঁহার চক্ররক্ষক হইলেন। ইহাঁরা সকলেই আপ-নার সৈন্যগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! অনন্তর অর্জ্জুন ভীমসেনকে কহিলেন, ঐ সকল ব্যক্তি ধৃত-রাষ্ট্রের দায়াদ; উহারা আপনার অংশে রহিল। অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, পাণ্ডবসৈন্য সকল তাঁহার স্তব করিতে লাগিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির গমনশীল অচলের ন্যায় অতিবৃহৎ মত্তমাতঙ্গের সহিত মধ্যম সৈন্যে অবস্থান করিতে লাগি-

লেন। পাঞ্চালনন্দন মহামনা যজ্ঞসেন অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের নিমিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত বিরাটরাজের অনুগামী হইলেন। তাঁহাদিগের রথে সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী সুবর্ণমণ্ডিত বহুবিধ চিহ্নবিশিষ্ট ধ্বজ সকল শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে উৎসারিত করিয়া ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের রথ একমাত্র কপিধ্বজ আপনার এবং পাণ্ডবগণের সমুদয় ধ্বজ অতিক্রম করিয়া শোভমান হইল। অসংখ্য পদাতি ভীমসেনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অসি, শক্তি এবং ঋষ্টিপাণি হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। হেমজালমণ্ডিত গলিতমদ পদ্মগন্ধী বর্ষণশীল মেঘসদৃশ, দশসহস্র কুঞ্জর বর্ষণকারী অচলের ন্যায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুবর্ত্তী হইল।

মহামনা ভীমসেন পরিঘসদৃশ ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাসৈন্য আকর্ষণ করত বিপক্ষসৈন্যের অভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন। যখন তিনি শত্রুসৈন্যগণকে দলন করিতেছিলেন, তখন সেই অর্কসদৃশ দুষ্প্রেক্ষ্য ভীমসেনকে অবলোকন করিতে কেহই সমর্থ হয় নাই। যে ব্যূহে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই, সকল দিকেই যাহার মুখ, চাপরূপ বিদ্যুৎ যাহার ধ্বজ, যাহা অতিভয়ঙ্কর ও মানবগণের অদেয় গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সেই বজ্রাখ্য ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে সৈন্যগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিল; নভোমণ্ডলে মেঘলেশ না থাকিলেও বায়ু জলবিন্দুর সহিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমীরণ কর্কর বর্ষণ করত ধূলিরাশি উৎক্ষিপ্ত করিয়া প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। মহতী উল্কা পূর্ব্বাভিমুখে

নিপতিত হইয়া দিবাকরের প্রতি আস্ফালন করত ঘোরতর নিনাদে বিশীর্ণ হইতে লাগিল।

হে ভরতর্ষভ! সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইলে, সূর্য্যদেব প্রভাবিহীন হইলেন। পৃথিবী মহাশব্দে কম্পিত ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল। সকল দিকে ভূরি ভূরি নির্ঘাতশব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। এবং এরূপ রজোরাশি সমুৎপন্ন হইল, যে আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত কাঞ্চনমালা উৎকৃষ্ট বসন ও পতাকাসুশোভিত প্রভাকরের ন্যায় তেজস্বী ধ্বজ সমুদয় সহসা বায়ুভরে কম্পিত হইলে সমীরণ তাড়িত তালবনের ন্যায় সমুদয় জগৎ ঝন্ঝনায়মান হইয়া উঠিল। মহারাজ! পুরুষপ্রবর সমরপ্রিয় পাণ্ডবগণ গদাহস্ত ভীমসেনকে অগ্রবর্ত্তী দেখিয়া আত্মসৈন্যের প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনা করত যেন তাহাদিগের সজ্ঞা গ্রাস করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

—০:০—

বিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সূর্য্যোদয়ানন্তর সেনাপতি ভীষ্মের অধীন কৌরবসৈন্য অথবা ভীমসুরক্ষিত পাণ্ডবসৈন্য এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ প্রথমে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া যুদ্ধার্থী হইয়াছিল? চন্দ্র, সূর্য্য এবং বায়ু কাহাদিগের প্রতিকূল হইয়াছিল? শ্বাপদগণ কোন্ পক্ষীয় সেনার প্রতি গর্জ্জন করিয়াছিল ও কোন্ পক্ষের যুবাগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়াছিলেন? এই সমস্ত আমার নিকট যথাযথ বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর তুল্যরূপে নিকটবর্ত্তী হইলে, উভয়পক্ষই প্রসন্নচিত্তে ব্যহিত

হইয়া বনরাজির ন্যায় প্রকাশমান এবং বিচিত্র হস্তী, রথ ও অশ্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; উভয় পক্ষেরই সৈন্য সকল পরিমিত ভয়ঙ্কর ও দুর্ব্বিষহ; এবং উভয় পক্ষই সৎপুরুষসেবিত স্বর্গলাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে; ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পশ্চিমাভিমুখে ও পাণ্ডবগণ পূর্ব্ব মুখে অবস্থিতি করিতেছেন। কৌরবদিগের সেনা দৈত্যেন্দ্রসেনার ন্যায় ও পাণ্ডবসেনা দেবসেনার ন্যায় শোভা পাইতেছে; বায়ু পাণ্ডবগণের পৃষ্ঠভাগে প্রবাহিত হইতেছে; শ্বাপদগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি গর্জ্জন করিতেছে; আপনার পুত্রের হস্তী সকল পাণ্ডবদিগের গজেন্দ্রগণের তীব্র মদগন্ধ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছে না। দুর্য্যোধন পদ্মবর্ণ, সুবর্ণকক্ষ, জালমণ্ডিত প্রমত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া কুরুগণের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন; বন্দী ও মাগধগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছে; চন্দ্রের ন্যায় শ্বেত প্রভাসম্পন্ন, আতপত্র ও সুবর্ণমালা তাঁহার মস্তকের উপরিভাগে শোভমান হইতেছে। গান্ধাররাজ শকুনি পার্ব্বতীয় গান্ধারগণের সহিত তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পিতামহ শ্বেতবর্ণ ছত্র, ধনু, উষ্ণীষ, ধ্বজ ও কৈলাসসদৃশ শ্বেতবর্ণ অশ্ব এবং খড়্গে সুশোভিত হইয়া সৈন্যগণের অগ্রভাগে গমন করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কতিপয় বাহ্লীক, শল, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় সৈন্ধব, সৌবীর ও মহাশূর পাঞ্চনদগণ তাঁহার সৈন্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন। অদীনসত্ত্ব মহাত্মা দ্রোণ রক্তবর্ণ অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রায় সমস্ত নৃপতিগণের পশ্চাৎভাগে অবস্থিতি করত ভূপালের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্ষত্রি, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র এবং জয় ইহাঁরা সৈন্যগণের মধ্যে এবং শাল্ব, মৎস্য ও পঞ্চভ্রাতা কেকয়গণ যুদ্ধার্থী হইয়া গজসৈন্যমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরপ্রধান

চিত্রযোধী মহাত্মা কৃপাচার্য্য শক, কিরাত, এবং যবনগণ সমভিব্যাহারে সৈন্যের উত্তর ভাগে গমন করিতে লাগিলেন। যাহারা অর্জ্জুনের মৃত্যু বা জয়ের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অর্জ্জুনের অস্ত্রাচর্য্যই যাহাদিগকে কৃতাস্ত্র করিয়াছেন; সেই সংসপ্তকগণের অযুত রথী ও শৌর্য্যশালী ত্রিগর্ত্তগণ ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

হে রাজন্! অত্যুৎকৃষ্ট এক লক্ষ হস্তী; এক এক হস্তীর প্রতি এক এক শত রথ, প্রত্যেক রথের প্রতি এক এক শত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের প্রতি দশ দশ জন ধনুর্দ্ধর, প্রত্যেক ধনুর্দ্ধরের প্রতি দশ দশ জন চর্ম্মী; এইরূপে ব্যূহিত আপনার সৈন্যগণকে লইয়া সেনাপতি ভীষ্ম কোন কোন দিন মানুষ, কোন কোন দিন দৈব, কোন কোন দিন গান্ধর্ব্ব ও কোন কোন দিন আসুর ব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন। সমুদ্রের ন্যায় শব্দায়মান মহারথপূর্ণ সেই সমস্ত ব্যূহ সমরে পশ্চিমাভিমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আপনার সেনা যেরূপ অসংখ্য ও ভয়ানক, পাণ্ডবদিগের সেনা সেরূপ নহে। কিন্তু কেশব ও অর্জ্জুন যাহার নেতা আমার মতে তাহারাই বৃহৎ ও দুর্জ্জয়।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! দুর্য্যোধনের বৃহতী সেনা সমুদ্যত হইয়াছে ও ভীষ্ম অভেদ্য ব্যূহ প্রস্তুত করিয়াছেন দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বিষণ্ণচিত্তে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পিতামহ ভীষ্ম যাহাদের পক্ষে যোদ্ধা হইয়াছেন, আমরা কি প্রকারে

তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব! অমিত্রকর্ষী মহাবল কর্ত্তৃক শাস্ত্রানুসারে কল্পিত অক্ষোভ্য ও অভেদ্য ব্যূহ দর্শন করিয়া আমরা সসৈন্যে সংশয়াপন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আমরা কি প্রকারে এই মহাব্যূহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব।

মহারাজ! ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে আপনার সৈন্য দর্শনে বিষণ্ণ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! অল্পসংখ্যক লোকে যেরূপে প্রজ্ঞা, শৌর্য্য ও গুণবান্ বহুসংখ্যক ব্যক্তিরে পরাজয় করিতে পারে; তাহা শ্রবণ করুন। মহর্ষি নারদ, ভীষ্ম এবং দ্রোণ ইহা অবগত আছেন; পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রামে পিতামহ ব্রহ্মা মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে কহিয়াছিলেন, জিগীষুগণ সত্য, দয়া ও ধর্ম্ম দ্বারা যে প্রকার জয় লাভ করিয়া থাকেন, বলবীর্য্য দ্বারা সেরূপ হয় না; অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং লোভের বিষয় অবগত ও অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া উদ্যম সহকারে যুদ্ধ কর। যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়। মহর্ষি নারদ কহিলেন, যেখানে কৃষ্ণ সেই খানেই জয়। অন্যান্য গুণসমূহ যেরূপ কৃষ্ণে অবস্থিতি করিতেছে, সেই-রূপ জয়ও তাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে; ইনি যেখানে গমন করেন জয়ও তাঁহার অনুগামী হইয়া থাকে। অতএব যে স্থানে শত্রুসমূহমধ্যে অব্যথিত অনন্ততেজা কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়। পূর্ব্বে এই অব্যর্থসায়ক জনার্দ্দন হরিরূপ পরিগ্রহ করত দেবাসুরসম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কে জয় লাভ করিবে জিজ্ঞাসা করিলে, যাহারা কহিয়াছিলেন, আমরা কৃষ্ণের অনুগত আমরাই জয়ী হইব; তাঁহাদিগেরই জয় লাভ হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার প্রসাদেই এই ত্রৈলোক্য লাভ করিয়াছেন। হে ভারত! সেই ত্রিদিবেশ্বর বাসুদেব যখন আপনার জয়াশা করিতেছেন, তখন আপনার চিন্তা বা দুঃখের বিষয় নাই।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর কুরুকুলপ্রধান যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ আপনাদিগের সেনা সকল ভীষ্মসেনার বিপক্ষে ব্যূহিত করিয়া ধর্ম্ম যুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ লাভের কামনা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সকলের মধ্যবর্ত্তী শিখণ্ডীর সেনানীকে, ভীমসেন পুরোবর্ত্তী ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দেবরাজের ন্যায় ধনুর্দ্ধর প্রধান যুযুধান দক্ষিণ সেনাগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নাগকুলমধ্যে মহেন্দ্রযানসদৃশ, যুদ্ধোপকরণসম্পন্ন, হেমরত্নবিচিত্রিত, সুবর্ণময় ভাণ্ডযুক্ত রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মস্তকে সমুচ্ছ্রিত, দন্তনির্ম্মিত শলাকাযুক্ত শ্বেতবর্ণ আতপত্র শোভা পাইতে লাগিল। মহর্ষিগণ স্তুতিপাঠ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ, পুরোহিতগণ শত্রুবধ ঘোষণা, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ জপ, মন্ত্র ও মহৌষধি দ্বারা স্বস্ত্যয়ন এবং স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুরুসত্তম যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র গো, নিষ্ক এবং বহুবিধ ফল, পুষ্প প্রদান করিয়া অমররাজ্যের ন্যায় সমরভূমিতে যাত্রা করিলেন। যে মহাবাহু অনায়ুধ হইয়াও কেবল ভুজযুগল দ্বারা নর ও নাগগণকে নিহত করেন; যাঁহার তুল্য ধনুর্দ্ধর পৃথিবীতে হয় নাই এবং হইবে না; সেই মহাবীর অর্জ্জুন ভীষণরূপ ধারণ করত আপনার পুত্রের সেনাগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত বাম হস্তে গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক সহস্র অংশুমালীর ন্যায় সমুজ্জ্বল, অনলের ন্যায় শিখাবিশিষ্ট, শতকিঙ্কিণীসুশোভিত, সুবর্ণখচিত, শ্বেত তুরঙ্গমযুক্ত সুচক্র, কপিধ্বজযুক্ত ও কেশবাধিষ্ঠিত

রথে আরোহণ করিলেন। যিনি ক্রীড়ায় সিংহের ন্যায়, বিক্রমে দেবরাজের ন্যায় ও দর্পে করিরাজের ন্যায়, সেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে বীররথের রক্ষক হইলেন। আপনার যোদ্ধাগণ তাঁহাকে সেনাগ্রভাগে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ে পঙ্কনিমগ্ন হস্তীর ন্যায় ব্যথিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব সেনামধ্যে অবস্থিত দুরাসদ রাজতনয় অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যিনি সৈন্যগণ-মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ক্রোধভরে সকলকে উত্তাপিত ও সিংহের ন্যায় অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে আকর্ষণ করিতেছেন; ইনিই সেই ভীষ্ম; ইনি ত্রিশত অশ্বমেধ আহরণ করিয়াছেন; যেরূপ মেঘমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ এই সম্মুখবর্ত্তী সেনাগণ তাঁহাকে আবৃত করিয়া রক্ষা করিতেছে; ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর কৃষ্ণ ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনের হিতসাধনার্থ তাঁহাকে কহি-লেন, হে মহাবাহো! সংগ্রামাভিমুখে অবস্থিতি করত বিশুদ্ধ চিত্তে দুর্গার স্তব কর।

হে মহারাজ! ধীমান বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিলে, পার্থ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবতী কাত্যায়নীর স্তব করিতে লাগিলেন। হে সিদ্ধসেনানি!

আর্য্যে! মন্দরবাসিনি! কুমারি! কালি! কপালিনি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে! তোমারে নমস্কার; হে ভদ্রকালি! হে মহাকালি! তোমাকে নমস্কার। হে চণ্ডি! হে চণ্ডে! তোমারে নমস্কার। হে তারিণি! হে বরবর্ণিনি! হে কাত্যায়নি! হে মহাভাগে! হে করালি! হে বিজয়ে! হে জয়ে! হে শিখিপুচ্ছধ্বজধরে! নানাভরণভূষিতে! অট্টশূলপ্রহরণে! খড়্গখেটকধারিণি! গোপেন্দ্রানুজে! জ্যেষ্ঠে! নন্দগোপ কুলোদ্ভবে! মহিষশোণিতপ্রিয়ে! কৌশিকি! পীতবাসিনি! অট্টহাসে! কোকমুখে! রণপ্রিয়ে! তোমারে নমস্কার। উমে! শাকম্ভরি! শ্বেতে! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি! হিরণ্যাক্ষি! বিরূপাক্ষি! ধূম্রাক্ষি! তোমারে নমস্কার। হে বেদশ্রবণপুণ্যে! আপনি ব্রহ্মণ্য ও হুতাশন স্বরূপ; আপনি জম্বু, কটক ও চৈত্যবৃক্ষের সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন; আপনি সমুদয় বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা ও দেহিদিগের মহানিদ্রাস্বরূপ; হে ভগবতি! স্কন্দজননি! দুর্গে! কান্তারবাসিনি! আপনি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, বেদমাতা ও বেদান্তস্বরূপা। আমি বিশুদ্ধচিত্তে আপনার স্তব করিতেছি, যেন আপনার প্রসাদে সমরে জয় লাভ করিতে সমর্থ হই। আপনি ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত দুর্গমপথে, ভয়ে, দুর্গম স্থানে ও পাতালতলে সতত বাস এবং দানবগণকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া থাকেন। আপনি জম্ভনী, মোহিনী, মায়া, হ্রী; শ্রী, সন্ধ্যা, প্রভাবতী, সাবিত্রী, জননী, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, চন্দ্রসূর্য্যবিবর্দ্ধিনী, দীপ্তি ও সম্পন্নদিগের সম্পত্তি। সিদ্ধচারণগণ রণক্ষেত্রে আপনাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

মানববৎসলা কাত্যায়নী পার্থের ভক্তি দেখিয়া গোবিন্দের অগ্রভাগে অবস্থান করত কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি

নারায়ণসহায়ে অচিরকালমধ্যেই সংগ্রামে শত্রুগণকে জয় করিবে। তুমি যুদ্ধে শত্রুগণের অজেয়; অধিক কি বজ্রধরও তোমাকে জয় করিতে সমর্থ হন না। বরদায়িনী ভগবতী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন বর লাভ করত আপনাকে বিজয়ী মনে করিয়া শত্রুগণের দুরাক্রম্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত দিব্য শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

যনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করেন, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, শত্রু, সর্প প্রভৃতি দন্তী ও রাজকুল হইতে তাঁহার কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। তিনি বিবাদে জয়, বন্ধন হইতে মুক্তি, দুর্গ হইতে উদ্ধার ও চৌর হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারেন। তিনি সংগ্রামে বিজয় ও লক্ষ্মী লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তিনি আরোগ্য ও বলসম্পন্ন হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। আমি ধীমান ব্যাসদেবের প্রসাদে এই সমস্ত দর্শন করিয়াছি। আপনার দুরাত্মা পুত্রগণ কালপাশে অবগুণ্ঠিত হইয়া মোহবশতঃ মহর্ষি নর ও নারায়ণকে অবগত হইতে পারে নাই ও ব্যাস, নারদ, কণ্ব, পরশুরাম, এবং মহর্ষি নর দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাদিগের তৎকালোচিত বাক্য শ্রবণ করেন নাই; কিন্তু যেস্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানে দ্যুতি ও কান্তি; যেস্থানে হ্রী সেই স্থানে শ্রী ও বুদ্ধি; যেস্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই কৃষ্ণ এবং যেস্থানে কৃষ্ণ সেই স্থানেই জয়।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কোন্ পক্ষীয় যোদ্ধাগণ এই রণক্ষেত্রে প্রথমে প্রহৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল? কোন্ পক্ষীয়েরা দুর্ম্মণায়মান বা বিচেতনপ্রায় হইয়াছিল? এবং কাহারাই বা প্রথমে হৃদয়কম্পন প্রহার করিয়াছিল? ও কোন্ পক্ষীয় সেনাদিগের মাল্যসমুদ্ভবগন্ধ ও মাল্য অবিকৃত ছিল? কোন্ পক্ষেরই বা যোদ্ধাগণের বাক্য অনুকূল হইয়াছিল? আমার নিকট এই সমস্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সেই সময়ে উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণই হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিল। উভয় পক্ষেই গন্ধ ও মাল্য সমভাববিশিষ্ট ছিল; উভয় পক্ষের সমুদ্ধত ও ব্যূহিত সৈন্যগণের পরস্পর সংযোগে সাতিশয় বিমর্দ্দ উপস্থিত হইয়াছিল। হে ভরতর্ষভ! উভয় পক্ষের পরস্পর দর্শনকালে শূর ও রণশূরগণের পরস্পর গর্জ্জন, হর্ষযুক্ত সৈন্যগণের সিংহনাদ, করিগণের বৃংহিত, বাদিত্রশব্দ এবং শঙ্খনাদ ও ভেরীনিনাদ এই সমস্ত একত্রিত হইয়া অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব ও আমাদের পক্ষীয় যোধগণ সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যগণকে

ব্যূহিত অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্যসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, আচার্য্য! দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের মহতী সেনা ব্যূহিত করিয়াছে। যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, মহাবল কাশিরাজ, পুরুজিত, কুন্তীভোজ, নরপুঙ্গব শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, মহাবীর উত্তমৌজ, অভিমন্যু ও মহারথ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর বীর পুরুষগণ ঐ ব্যূহিত সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন। আমাদিগের যে সকল প্রধান সেনাপতি আছেন, আপনার নিকট তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী বীরগণ আমার নিমিত্ত প্রাণ দানে উদ্যত আছেন। আমাদিগের এই ভীষ্মপরিরক্ষিত সৈন্য অপরিমিত। কিন্তু ভীমপরিপালিত পাণ্ডবসেনা পরিমিত। এক্ষণে আপনারা বিভাগানুসারে সমুদয় ব্যূহদ্বারে অবস্থিতি পূর্ব্বক পিতামহকে রক্ষা করুন।

তখন মহাপ্রতাপশালী ভীষ্ম রাজা দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধনার্থ সিংহনাদের সহিত উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন। তদনন্তর শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক ও গোমুখ সকল আহত ও তাহা হইতে তুমুল শব্দ সমুৎপন্ন হইল।

অনন্তর মাধব ও অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিলেন; এবং হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ, ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ, সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ, আর কাশিরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদেয়গণ ও অভিমন্যু ইহাঁরা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই তুমুল শঙ্খশব্দ ভূমণ্ডল ও

নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! অনন্তর কপিধ্বজ অর্জ্জুন সমরে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে যথাযোগ্য রূপে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উত্তোলন করত হৃষীকেশকে কহিলেন, হে বাসুদেব! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ সংস্থাপিত কর। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠান কামনায় যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধাভিলাষী হইয়া আগমন করিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, এবং কাহারাই বা যুদ্ধ করিবে আমি তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিব।

গুড়াকেশ ধনঞ্জয় এইরূপ কহিলে, হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, পার্থ! ঐ ভীষ্ম দ্রোণপ্রমুখ কৌরবগণ সমবেত হইয়াছেন, অবলোকন কর।

তখন ধনঞ্জয় উভয় সৈন্যমধ্যে তাঁহার পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর ও মিত্রগণ অবস্থিতি করিতেছেন, অবলোকন করত করুণাপরতন্ত্র ও বিষণ্ণ হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে বাসুদেব! এই সমস্ত স্বজনগণ যুদ্ধার্থী হইয়া সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া, আমার শরীর অবসন্ন, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে; মুখ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে; গাণ্ডীব হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পতিত হইতেছে; সমুদয় ত্বক্ দগ্ধ হইতেছে, আমি আর কোন রূপেই অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার মন সাতিশয় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। হে কেশব! আমি কেবল দুর্নিমিত্তই দর্শন করিতেছি। সমরে এই সমস্ত স্বজনগণকে নিহত করা কদাচ শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে না, হে কৃষ্ণ! আমি আর জয়, রাজ্য এবং সুখের আকাঙ্ক্ষা করি না। হে গোবিন্দ! আমার রাজ্য ভোগ বা জীবনে প্রয়োজন কি? যাহাদের নিমিত্ত রাজ্য-

ভোগ বা সুখাভিলাষ করিতে হয়,সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল ও পৌত্র প্রভৃতি সকলেই এই যুদ্ধে প্রাণ-ধন পরিত্যাগে সমুদ্যত হইয়াছেন। হে মধুসূদন! ইহাঁরা আমাকে বধ করিলেও আমি ইহাঁদিগকে বধ করিতে অভি-লাষ করি না। পৃথিবীর কথা কি, এই ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভ হইলেও আমি ইহাঁদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। হে জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিহত করিলে, আমার কি প্রীতি লাভ হইবে? এই আততায়ীগণকে বধ করিলে নিঃসন্দেহ আমাদিগের পাপস্পর্শ হইবে। অতএব আমাদিগের স্বজন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আত্মীয়-গণকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের কি সুখলাভ হইবে? ইহাঁদিগের চিত্ত নিতান্ত লোভাকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যেন ইহারা কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দর্শন করিতেছে না; কিন্তু আমরা কুলক্ষয়ের দোষ দর্শন করিয়াও কি জন্য এই পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইব না? কুলক্ষয় হইলেই সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে, সমস্ত কুল অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হয়, অধর্ম্ম কর্ত্তৃক কুল অভিভূত হইলে কুলস্ত্রী সকল দূষিত হয় এবং কুলস্ত্রী দূষিত হইলে, বর্ণ সঙ্কর সমুৎপন্ন হয় এই বর্ণ সঙ্করই কুল ও কুল; নাশকদিগের নরকের কারণ। কুলনাশকদিগের পিতৃগণের পিণ্ড, উদকক্রিয়া বিনষ্ট হয়; সুতরাং তাহারা পতিত হইয়া থাকে। কুলনাশকদিগের বর্ণসঙ্করের কারণ এই সমস্ত দোষ দ্বারা জাতি ও কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। শ্রবণ করিয়াছি, কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে, মনুষ্যদিগের চিরকাল নরকে বাস করিতে হয়, হায়! কি দুঃখের বিষয়; আমরা এই মহাপাপাচারের অনুষ্ঠানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি; আমি প্রতিকারে পরাঙ্মুখ ও শস্ত্রবিহীন হইলে, যদি রাজ্যসুখ

লোভে আত্মীয় বিনাশে সমুদ্যত শস্ত্রপাণি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমারে বিনাশ করে তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। হে ভূপতে! ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকসন্তপ্তচিত্তে রথে উপবেশন করিলেন।

—০ঃ০—

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণলোচন বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঈদৃশ দুঃসময়ে কি নিমিত্ত তোমার এই সাধুজন বিগর্হিত, অস্বর্গ্য ও অযশস্কর মোহ উপস্থিত হইল? হে কৌন্তেয়! তুমি এ সময়ে ক্লীবভাব অবলম্বন করিও না; ইহা ভবাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! এক্ষণে তুমি অকিঞ্চিৎকর হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অরিমর্দ্দন! আমি কিরূপে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত অস্ত্র দ্বারা প্রতি যুদ্ধ করিব? মাহাত্মা গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া যদি ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ; ইহাঁদিগকে বধ করিলে ইহকালেই রুধির লিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে, বস্তুত, আমি এই যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় বা পরাজয় কিছুই শ্রেয় বোধ করিতেছি না, যেহেতু যাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না; সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়-গণ সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন। ইহাঁদিগের বধজন্য দুঃখ ও কুলক্ষয়জনিত চিন্তায় আমার স্বভাব অভিভূত ও চিত্ত ধর্ম্মবিমূঢ় হইয়াছে। হে কেশব! আমি তোমার একান্ত

পুটিয়া নিবাসিনী দানশীলা শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবী প্রদত্ত



এই চিত্রপট খানি ভীষ্মপর্ব্বের ৬৮ পৃষ্ঠা স্থাপিত করিবেন।

বশবর্ত্তী, অতএব যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয় বল। আমি তোমার শরণাপন্ন অতএব তুমি আমাকে উপদেশ প্রদান কর। পৃথিবীর নিষ্কণ্টক রাজ্য ও সুরলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণ এই শোকে পরিশুষ্ক হইবে। হে কৃষ্ণ! যাহাতে আমার শোকাপনোদন হইতে পারে এমন কিছুই দেখিতেছি না; অতএব আমার যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। শত্রুন্তপ ধনঞ্জয় হৃষীকেশের সম্মুখে এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন বাসুদেব সহাস্যবদনে উভয় সেনার মধ্যস্থিত বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি পণ্ডিতের ন্যায় বাক্য সকল কহিতেছ; কিন্তু শোকের অবিষয়ীভূত বিষয়ে শোক প্রকাশ করিতেছ। পণ্ডিতগণ মৃতই হউক বা জীবিতই হউক, কাহারও নিমিত্ত অনুশোচনা করেন না। পূর্ব্বে আমি, তুমি বা এই সমস্ত ভূপালগণ আমরা সকলেই বিদ্যমান ছিলাম; এবং পরেও আমরা থাকিব; দেহীদিগের এই দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়; জীবাত্মাও সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব ধীর ব্যক্তির তাহাতে মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধই শীত, উষ্ণ ও সুখ দুঃখের কারণ; সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন কখন বা বিলয়প্রাপ্ত হয়; সুতরাং উহা নিতান্ত অনিত্য। অতএব ঐ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধ যাঁহারে ব্যথিত করিতে না পারে, সেই দুঃখ সুখ সমজ্ঞানী ধীর পুরুষ মোক্ষ লাভের উপযুক্ত। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না। যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার বিনাশ নাই; এবং সেই অব্যয় পুরুষকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। এই সমস্ত দেহ অনিত্য; কিন্তু শরীরী জীবাত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয়; অতএব হে

ভারত! তুমি যুদ্ধ কর। যিনি এই জীবাত্মাকে হন্তা, এবং যিনি এই জীবাত্মা অন্য কর্ত্তৃক হত হইয়া থাকেন, এইরূপ বিবেচনা করেন; তাঁহারা উভয়ই অনভিজ্ঞ; কারণ জীবাত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না; এবং জীবাত্মাকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না। ইহাঁর জন্ম বা মৃত্যু নাই; এবং ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না। ইনি অজ, নিত্য ও পুরাণ; শরীরবিনষ্ট হইলে, ইনি বিনষ্ট হন না। যে পুরুষ ইহাঁরে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন; তিনি কাহাকেও বধ বা বধ করিতে আদেশ প্রদান করেন না। মনুষ্য যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বসন গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহ জীর্ণ দেহী পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর পরিগ্রহ করে। শস্ত্র ইহাঁকে ছেদন, পাবক দগ্ধ, সলিল ক্লেদিত ও বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থিরভাব, অচল এবং অনাদি সুতরাং ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোচ্য। ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অচিন্ত্য এবং বিকাররহিত; অতএব তুমি জীবাত্মাকে এইরূপ জানিয়া অনুশোচনা পরিত্যাগ কর। যদি জীবাত্মাকে সর্ব্বদা জাত, ও সর্ব্বদা মৃত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাক; তাহা হইলেও ইহার নিমিত্ত শোক করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; কারণ জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির জন্ম হইবেক; কদাচ তাহার অন্যথা হইবেক না। অতএব অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করা তোমার উচিত নহে।

হে ভারত! ভূত সকল জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে অব্যক্ত এবং নিধন সময়েও অব্যক্ত থাকে; কেবল জন্ম মৃত্যুর মধ্যস্থলে ব্যক্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহাতে পরিবেদনা কি? কেহ জীবাত্মাকে আশ্চর্য্যের ন্যায় দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্য্যবৎ বর্ণন করেন, কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, কেহ শ্রবণ

করিয়াও বুঝিতে সমর্থ হন না। জীবাত্মা সকলের দেহে সতত অবধ্য রূপে অবস্থিতি করিতেছেন; অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত তোমার শোক করা উচিত নয়। স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে, তোমাকে আর এরূপ বিকম্পিত হইতে হই-বেক না। ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের আর কিছুতেই শ্রেয় নাই। ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গের মুক্ত দ্বারস্বরূপ; যাহারা যদৃচ্ছালব্ধ ঈদৃশ যুদ্ধ প্রাপ্ত হয়, তাহারাই সুখী। অতএব যদি তুমি এই ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হও, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তিভ্রষ্ট, এবং পাপ-ভাগী হইবে। লোকে চিরকাল তোমার এই অক্ষয় অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সম্ভাবিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও গুরুতর। যাঁহারা তোমার বহু সম্মান করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়প্রযুক্তই সংগ্রামে বিরত হইলে; সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট তোমার গৌরব থাকি-বেক না। তাঁহারা অহিতকারী হইয়া তোমার প্রতি অবাচ্য প্রয়োগ করিবেন; সামর্থ্যের নিন্দা করিবেন; ইহা সমধিক দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। সংগ্রামে নিহত হইলে, স্বর্গ-ভোগ, জয়লাভ করিলে মহীমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করিতে পারিবে; অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া গাত্রোত্থান কর। সুখ দুঃখ, লাভালাভ ও জয় পরাজয়কে সমজ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে, পাপভাগী হইতে হইবে না।

হে পার্থ! যাহা দ্বারা আত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান জন্মে এরূপ বুদ্ধি-যোগ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার নিকট কর্ম্মযোগবিষয়িণী বুদ্ধি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর; এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, তুমি কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কদাচ বিফল হয় না; এবং ইহাতে প্রত্য-বায়ও নাই। স্বল্পমাত্র ধর্ম্মও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে।

হে কুরুনন্দন! কর্ম্মযোগ বিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা একমাত্র বুদ্ধিই হইয়া থাকে; কিন্তু বিবেকবিহীন ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি অনন্ত ও বহুশাখাবিশিষ্ট। যাহারা আপাত মনোরম শ্রবণরঞ্জন বাক্যে অনুরক্ত; বহুফলপ্রদায়ক বেদবাক্যই যাহাদিগের প্রীতিপ্রদ; যাহারা ফলসাধন ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরতন্ত্র; স্বর্গই যাহাদিগের পরম পুরুষার্থসাধক; জন্ম, কর্ম্ম, ফলপ্রদ, এবং ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধন স্বরূপ বহুবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে; ও যাহারা ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে একান্ত অনুরক্ত; সেই অবিবেকী মূঢ়চেতা ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধিবিষয়ে সন্দেহশূন্য হয় না। বেদ সমস্ত কামনাপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক। হে অর্জ্জুন! তুমি শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ধৈর্য্যশীল, যোগক্ষেমরহিত ও প্রমাদশূন্য হইয়া নিষ্কাম হও। যেরূপ কূপ, বাপী, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে যে সমস্ত প্রয়োজন সাধন হয়; একমাত্র মহাহ্রদে সেই সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে; সেইরূপ সমুদয় বেদে যে সমস্ত কর্ম্মফল বর্ণিত আছে; ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ একমাত্র ব্রহ্মে সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তোমার কর্ম্মে অধিকার হউক, কিন্তু তাহার ফলে যেন কামনা না হয়; যেন কর্ম্মফল তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্ম্ম পরিত্যাগে যেন তোমার আসক্তি না হয়। তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত ঈশ্বরানুরক্ত হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই সমান জ্ঞান করত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। পণ্ডিতেরা সিদ্ধি ও অসিদ্ধি এই উভয়ের সমান জ্ঞানকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম সাতিশয় অপকৃষ্ট। অতএব তুমি ফলজনক কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র বুদ্ধিরই শরণাপন্ন হও। কর্ম্মযোগবিষয়িণী বুদ্ধিযুক্ত

ব্যক্তি ইহ জন্মে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। অতএব তুমি কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্ন কর। ঈশ্বরারাধনা দ্বারা বন্ধন হেতু কর্ম্ম সকলের মোক্ষসাধন কৌশল যোগ। কর্ম্মযোগ-যুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মজ ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করত অনাময় পদ লাভ করেন। যখন তোমার বুদ্ধি মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয়ে নির্ব্বেদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে; তোমার বুদ্ধি নানাপ্রকার বৈদিক ও লৌকিক বিষয় শ্রবণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। যখন উহা স্থিরভাবে পরমেশ্বরে অবস্থিত করিবে, তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? এবং তাঁহার ভাষা, অবস্থা ও ব্যবহার কি রূপ?

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মনোগত বাসনা পরিত্যাগ করেন ও যাঁহার আত্মা আত্মা-তেই সন্তুষ্ট থাকে; তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত ও সুখে স্পৃহাশূন্য এবং রাগ, ভয় ও ক্রোধ-বিহীন; তাঁহাকেই স্থিতধী বলা যায়। যিনি পুত্ত্রাদির প্রতি স্নেহশূন্য, যিনি ইষ্ট বা অনিষ্টকর বিষয়ে হর্ষ বা দ্বেষ প্রকাশ করেন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কূর্ম্ম যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করেন; তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। নিরাহার দেহী ব্যক্তির বিষয় বিনিবৃত্ত হয়; আতুর বা নিরাহার ব্যক্তি সামর্থ্যহীনতা প্রযুক্ত বিষয় হইতে বিনিবৃত্তহয়; কিন্তু তাহারা বিষয়বাসনা বিনিবৃত্ত হয় না; কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। বিবেকী ব্যক্তি যত্নপর হইলেও ইন্দ্রিয়গণ

বলপূর্ব্বক তাঁহার মনকে হরণ করে, এই নিমিত্ত সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ঈশ্বরপরায়ণ ও সমাহিত হইলে যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা; তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। বিষয়চিন্তা হইতে পুরুষের আসক্তি, আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি রাগদ্বেষহীন আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। আত্মপ্রসাদ অবলম্বন করিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনষ্ট হয়, যিনি আত্মপ্রসাদ হন, তাঁহার বুদ্ধি অচিরাৎ নিশ্চল হইয়া উঠে। অজিতেন্দ্রিয়েরা বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না; চিন্তা করিতে না পারিলেও শান্তি নাই; শান্তিশূন্য ব্যক্তিদিগের সুখ কোথায়?

যে চিত্ত স্বেচ্ছাধীন ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়, সেই চিত্ত পবন কর্ত্তৃক সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়িত নৌকার ন্যায় জীবাত্মার বুদ্ধিকে বিষয়ভোগে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব, হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই স্থিরবুদ্ধি ও দৃঢ়প্রজ্ঞ; অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে বশীকৃতেন্দ্রিয় যোগিগণ প্রবোধিত থাকেন; এবং প্রাণিগণ যে বিষয় নিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় জাগরিত থাকে; আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রজনী। নদী সকল যেরূপ অচলপ্রতিষ্ঠ পরিপূর্ণ সমুদ্রগামী হয়; ভোগ সকল সেইরূপে যাঁহারে আশ্রয় করে; তিনিই মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ভোগার্থী ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারে না। যিনি সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতাহীন হইয়া ভোগ্য বস্তু সকল

উপভোগ করেন, ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা; তিনিই মুক্তি লাভ করেন, হে পার্থ! এইরূপ ইহা লাভ করিলে সংসারে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। যিনি অন্তকালেও এই ব্রহ্মনিষ্ঠায় অবস্থিতি করেন; তিনিও পরে ব্রহ্মে বিলীন হন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! যদি তোমার ইহাই মত হয় যে, কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; তবে কি নিমিত্ত আমাকে এই মারাত্মক কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছ? তুমি কখন জ্ঞানের কখন বা কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া আমার মতিকে বিমোহিত করিতেছ। এক্ষণে যাহাতে আমার শ্রেয়ো লাভ হয়, এরূপ এক পক্ষ স্থির করিয়া বল।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, ইহ লোকে নিষ্ঠা দুই প্রকার; প্রথম বিমলচেতাদিগের জ্ঞান-যোগ, দ্বিতীয় কর্ম্মযোগীদিগের কর্ম্মযোগ। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না; এবং জ্ঞানী না হইলে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। কেহ কখন কার্য্য ত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী হইতে পারে না; পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক গুণ সমূহই তাহারে কর্ম্মে নিয়োজিত করে। যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়বিষয় সকল স্মরণ করে; সেই মূঢ়হৃদয় কপটাচারী বলিয়া বিখ্যাত হয়। যে ব্যক্তি চিত্ত দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করে; সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। অতএব সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান

কর ; কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ; কর্ম্মত্যাগ করিলে তোমার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। যে কর্ম্ম বিষ্ণুর জন্য অনুষ্ঠিত না হয় ; লোকে তদ্দ্বারাই আবদ্ধ হয় ; অতএব তুমি আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান কর। পূর্ব্বকালে প্রজাপতি প্রজাগণকে যজ্ঞের সহিত সৃজন করিয়া কহিয়াছিলেন, প্রজাগণ ! তোমরা যজ্ঞ দ্বারা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হও ; যজ্ঞ তোমাদিগকে সকাম করুক। তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর ; দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। পরস্পর এইরূপে সংবর্দ্ধিত হইলে তোমরা উভয়েই পরম কল্যাণ লাভ করিবে। দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইলে, তোমরা যথাভিলষিত ফলভোগে সমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি দেবগণদত্ত ভোগ্য সকল তাঁহাদিগকে না দিয়া উপভোগ করে, সে ব্যক্তি চোর। সাধু সকল যজ্ঞশেষ ভোজন করিয়া সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হন। কিন্তু যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে ; সেই পাপাত্মাগণ পাপই ভোজন করে। প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন মেঘ হইতে, মেঘ যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে, কর্ম্ম বেদ হইতে, ও বেদ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভব হইয়াছে ; অতএব সর্ব্বময় ব্রহ্ম সর্ব্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে ব্যক্তি এই সংসারে বিষয়াসক্ত হইয়া উর্ব্বোক্তরূপে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি চক্রের অনুগমন না করে ; সে ব্যক্তি পাপাত্মা ও তাহার জীবন বৃথা। যাঁহার আত্মাতেই প্রীতি, আনন্দ এবং সন্তোষ, তাঁহারে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় না। কর্ম্মানুষ্ঠানেও তাঁহার পুণ্য নাই ; কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও তাঁহার পাপ নাই; এবং তাঁহারে মোক্ষার্থ ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও আশ্রয় লইতে হয় না। পুরুষ আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। জনক প্রভৃতি

মহাত্মাগণ দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরিত সকল ইতর ব্যক্তিরা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তিনি যাহামান্য করেন,তাহারা তাহার অনুগামী হয়। অতএব তুমি লোক সমূহের ধর্ম্মরক্ষার্থ কার্য্যানুষ্ঠান কর। দেখ, ভূমণ্ডলের মধ্যে আমার অপ্রাপ্য কিছুমাত্র দেখিতে পাই না, তজ্জন্য আমার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মও নাই; তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। যদি আমি নিরলস হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সর্ব্বলোকে আমার অনুগমন করিবে। অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে, এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা; এবং আমিই বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার মূলীভূত হইব। অতএব মূঢ়েরা যেমন ফলাভি-লাষী হইয়া কর্ম্ম করে, তদ্রূপ জ্ঞানীরা আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোক সমূহের ধর্ম্মরক্ষণার্থ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। জ্ঞানীরা কর্ম্মাসক্ত নির্ব্বোধদিগের বুদ্ধিপ্রভেদ না করিয়া স্বয়ং বহু প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করত তাহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করিবেন। সকল কর্ম্মই প্রকৃতির গুণরূপ ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতেছে; কিন্তু অহঙ্কারাভিভূতমতি ব্যক্তি আপনাকেই ঐ সকল কর্ম্মকারক বলিয়া বিবেচনা করে। ইন্দ্রিয়গণই বিষয়াভিলাষী জানিয়া গুণকর্ম্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হন না। যাহারা প্রকৃতির স্বত্ত্বাদিগুণে বিমুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়; সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ অল্পদর্শী বিমূঢ়মতিগণকে বিচলিত করিবেন না।

তুমি আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, অন্তর্যামী পুরুষা-ধীন হইয়া আমি কর্ম্ম করিতেছি এই প্রকার ভাবিয়া, কামনা, মমতা এবং শোক বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমরোদ্যত হও। যাহারা অসূয়াহীন ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা আমার অনুগামী হয়, তাহারা সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়। যাহারা অসূয়ার

বশীভূত হইয়া ইহার অনুষ্ঠানে বিমুখ হয়, সেই সকল মূঢ়-মতি ব্যক্তিগণ কর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ে বিমোহিত হইয়া বিনষ্ট হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিও স্ব স্বভাবানুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। অতএব যখন সর্ব্বপ্রাণীই স্বভাবানুবর্ত্তী হয়, তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে; এই উভয়ই মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক। অতএব উহাদের বশীভূত হইবে না। সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা স্বধর্ম্ম কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও শ্রেষ্ঠ; পরধর্ম্ম অতি ভয়ঙ্কর; অতএব স্বধর্ম্মে বিনাশও শ্রেয়স্কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব! পুরুষ স্বেচ্ছায় পাপাচরণ না করিলে, কে তাহাকে বলপূর্ব্বক ঐ বিষয়ে নিয়োজিত করে?

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই কামই ক্রোধরূপে পরিণত, রাজোগুণোদ্ভব, দুষ্পূরণীয় ও সাতিশয় উগ্র; ইহাকে মুক্তিপথরোধক বলিয়া জানিবে। যেরূপ ধূম দ্বারা বহ্নি, মল দ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আচ্ছন্ন থাকে, সেই প্রকার জ্ঞানীদিগের চিরশত্রু, দুষ্পূরণীয়, অগ্নিরূপ কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। ইহা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতেই সমুৎপন্ন হয়; এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া শরীরীকে বিমোহিত করে; অতএব তুমি প্রথমত ইন্দ্রিয়গণের দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশক পাপ স্বরূপ কামের বিনাশসাধন কর। দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়াপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা নিশ্চলা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; যিনি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তিনিই আত্মা। হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মাকে এইরূপে জ্ঞাত হইয়া স্থির বুদ্ধির দ্বারা চিত্তকে স্থির করত কামরূপ দুরাসদ শত্রুকে বিনষ্ট কর।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে পার্থ! পূর্ব্বে আদিত্যকে আমি এই অব্যয় যোগ কহিয়াছিলাম; তৎপরে আদিত্য মনুকে ও মনু ইক্ষ্বাকুকে কহিয়াছিলেন; অনন্তর নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণও ক্রমে ক্রমে এই যোগবিবরণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কালক্রমে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; অদ্য তোমার নিকট সেই যোগবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তুমি আমার ভক্ত ও সখা; তজ্জন্য আমি তোমার নিকট রহস্যভাব ব্যক্ত করিলাম।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! আদিত্যের জন্মের পর, তুমি জন্ম গ্রহণ করিলে; অতএব আমি কি প্রকারে অবগত হইব যে, তুমি পূর্ব্বে এই যোগবৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিয়াছিলে?

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি বহুবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; তোমারও অনেক বার জন্ম পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তুমি তাহার কিছুমাত্র অবগত নহ। কিন্তু আমি তৎসমস্তই জ্ঞাত আছি। আমি অজ, অনশ্বরস্বভাব ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতির আশ্রিত হইয়া আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ করি। যে সময়ে ধর্ম্ম ক্ষয় ও অধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, সেই সময়ে আমি আত্মাকে সৃজন করি। আমি সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য প্রতিযুগে জন্ম পরিগ্রহণ করি। যিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থরূপে অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে লাভ করেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অনেকে রাগ, ভয় ও

ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত, একান্ত আশ্রিত এবং জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিয়াছে। যাহারা যে প্রকারে আমায় ভজনা করে, সেই প্রকারেই আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি। যে যাহা করুক, সকলেই আমার সেবাপথে আগমন করিতেছে। মানবলোকে কর্ম্ম সমুদায় অবিলম্বেই সফল হয়, এই জন্য মনুষ্যেরা কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রায়ই ইহলোকে দেবার্চ্চনা করে। আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি, তথাপি আমি সংসারহীন; আমায় কোন কার্য্যের কর্ত্তা বিবেচনা করিও না। কর্ম্ম আমায় স্পর্শ করিতে পারে না। কর্ম্মফলেও আমি নিস্পৃহ। যে ব্যক্তি এইরূপে আমায় অবগত হইতে সমর্থ হয়; তাহারে কর্ম্মরজ্জুতে বদ্ধ হইতে হয় না। পূর্ব্বতন মুমুক্ষু সকল আমায় এইরূপে জ্ঞাত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, সেই হেতু তুমি তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অগ্রে সম্পাদন কর।

ইহ লোকে জ্ঞানীরাও কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিষয়ে বিমুগ্ধ, অতএব তুমি যাহা জ্ঞাত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম্ম সকল কহিতেছি শ্রবণ কর। কর্ম্মের গতি অতি দুষ্প্রবেশ্য; অতএব বিহিত কর্ম্ম, অবিহিত কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ এই তিনেরই যাথার্থ্য জ্ঞাত হইতে হয়; যে ব্যক্তি কর্ম্মসত্ত্বেও কর্ম্মহীন এবং কর্ম্ম অসত্ত্বেও কর্ম্মযুক্ত বলিয়া আপনাকে বোধ করে, সেই ব্যক্তিই মনুষ্যের মধ্যে ধীমান্, যোগী ও কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তা। যাঁহার কর্ম্মসমূহ কামনাশূন্য; বুধগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন; তাঁহার কর্ম্ম সকল জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়। যিনি কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করত নিরাশ্রয় হইয়া সদা প্রীত থাকেন, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র কর্ম্ম করা হয় না। যাঁহার চিত্ত ও দেহ বিশুদ্ধ; যিনি কামনা

ও সর্ব্ব প্রকার বিষয় পরিগ্রহ ত্যাগ করেন; তিনি কেবল শরীর দ্বারাই কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভাগী হন না। যে ব্যক্তি যদৃচ্ছা লাভে পরিতৃপ্ত,শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু,শত্রুবিহীন; এবং যাঁহার সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে সমান জ্ঞান তিনি স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াও সংসারে বদ্ধ হন না। যিনি রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়াছেন; যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে; তিনি যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তাঁহার কর্ম্ম সকল বিলীন হইয়া যায়। স্রুক্ স্রুবাদি পাত্রসমূহ ব্রহ্ম, হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অনল ব্রহ্ম ও হোতাও ব্রহ্ম; তাদৃশ কর্ম্মরূপ ব্রহ্মাতে যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা থাকে, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। কতকগুলি যোগী সর্ব্ব প্রকার দেব-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।কোন কোন যোগী পূর্ব্বোক্তপ্র-কারে যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অনলে, কেহ বা শব্দাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। কেহ কেহ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও প্রাণবায়ুর কর্ম্মসমূহ ধ্যেয় বিষয় দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। কোন কোন ব্রতধারী যতিগণ দ্রব্যদান, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যারূপ যজ্ঞ, চিত্তবৃত্তি নিবারণ দ্বারা সমাধি-রূপ যজ্ঞ, বেদাধ্যয়নরূপ যজ্ঞ, বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, এই কয়েকটী যজ্ঞ করিয়া থাকেন। কোন প্রযত্নশীল তীক্ষ্ণব্রতী অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুকে হোম করিয়া পূরক, অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম করিয়া রেচক এবং প্রাণ ও অপানের গতি-রোধ করিয়া কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। আর কেহ বা নিয়তাহারী হইয়া প্রাণেন্দ্রিয় সমুদায়কে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা পাপক্ষয় করেন। তাঁহারা যজ্ঞসম্পাদন করত যজ্ঞ শেষরূপ অমৃত

ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। হে কুরুসত্তম! যজ্ঞহীন ব্যক্তির এই অল্প সুখবিশিষ্ট মনুষ্য লোকই থাকে না;সুতরাং তাহাদিগের স্বর্গাদি সুখসম্ভাবনা কোথায়?এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বেদে বিস্তারিত হইয়াছে। ইহা সমস্তই কর্ম্ম-সমুৎপন্ন, আত্মার সহিত কোন সংসর্গ নাই। তুমি ইহা জ্ঞাত হইয়া মুক্তি লাভ কর। হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় দৈবাদি যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; কারণ, ফলের সহিত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে।

হে অর্জ্জুন! তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদিগের সমীপে গমন করত প্রণিপাত,প্রশ্ন ও সেবা করিয়া জ্ঞানশিক্ষা কর। তাঁহারা তোমার ভক্তিতে অনুকূল হইয়া জ্ঞানোপদেশ দিবেন, হে পাণ্ডব! জ্ঞান লাভ করিলে, তোমায় আর মুগ্ধ হইতে হইবে না; তুমি আপনাতে সমস্ত ভূতগণকে অভিন্ন দেখিয়া, অবশেষে পরমাত্মাতে আত্মাকে অভেদ দেখিবে। যদি তুমি সর্ব্ব পাপকারী অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি সেই জ্ঞানরূপ পোত দ্বারা পাপার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইবে। প্রজ্বলিত অনল যেরূপ কাষ্ঠ সমূহ দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি কর্ম্ম সকল ভস্মীভূত করিয়া থাকে। ইহ সংসারে জ্ঞানসদৃশ পবিত্রকর বস্তু আর কিছুই নাই। মোক্ষার্থী ব্যক্তি কর্ম্মযোগে সিদ্ধি লাভ করিয়া আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে গুরুজনের আজ্ঞাবহ ও শুশ্রূষারত হন, তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া অবিলম্বেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাশূন্য সংশয়চিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তির ইহ কাল ও পরকাল কিছুই নাই এবং সুখও নাই? যাঁহার যোগ দ্বারা কর্ম্ম সমূহ ঈশ্বরে অর্পিত হইয়াছে এবং জ্ঞান দ্বারা সকল সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহাকে কর্ম্ম সকল বদ্ধ করিতে সমর্থ হয়

না অতএব আত্মজ্ঞানস্বরূপ খড়্গ দ্বারা অজ্ঞানোদ্ভূত হৃদয়স্থ সংশয় ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর এবং উত্থিত হও।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্ম সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই কহিতেছ; কিন্তু তন্মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা অবধারিত করিয়া বল।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয় দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই প্রধান। দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিই নিত্য সন্ন্যাসী; যেহেতু তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব ব্যক্তিরাই সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। মূঢ়েরা সন্ন্যাস ও যোগের পৃথক্ পৃথক্ ফল বলিয়া থাকে; জ্ঞানীরা এরূপ বলেন না। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস ও যোগ ইহাদের মধ্যে একটি মাত্র বিশেষরূপে অনুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়েরই প্রকৃত ফলভোগ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদিগের প্রাপ্য মোক্ষপদ কর্ম্মযোগীরাও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ই এক ভাবে দর্শন করেন তিনিই তত্ত্বদর্শী কিন্তু কর্ম্মযোগ শূন্য সন্ন্যাস দুঃখ প্রাপ্তির কারণ। কর্ম্মযোগী ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি যোগী হইয়া বিশুদ্ধাত্মা; যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন; এবং যিনি আপনার আত্মাকে সর্ব্বভূতের আত্মার ন্যায় জ্ঞান করেন; তিনি সংসার নির্ব্বাহার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। তত্ত্বদর্শী কর্ম্মযোগী অবলোকন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, অশন, গমন, শয়ন, বাক্যা-

লাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন, আমি কিছুমাত্র করি না; ইন্দ্রিয়গণই আপন আপন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। যিনি আসক্তিশূন্য হইয়া ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণ করত কর্ম্ম সংসাধন করেন; জল যেরূপ কমলপত্রে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ পাপ তাহাতে লিপ্ত হইতে পারে না। কর্ম্ম-যোগিগণ আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনের শুদ্ধিজন্য কায়, মন, বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করেন; কিন্তু ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কামনা-বশতঃ বদ্ধ হইয়া থাকে। দেহিগণ ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়া মনে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বারযুক্ত দেহ-পুরে সুখে বাস করেন। তিনি কর্ম্মে আপনাকে অথবা অন্যকে প্রবৃত্ত করেন না। লোককর্ত্তা ঈশ্বর জীব সকলের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম সকল সৃষ্টি করেন না এবং কাহাকেও কর্ম্মের ফলভাগী করেন না; অবিদ্যা প্রকৃতিই জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ঈশ্বর কাহারও পাপ ও পুণ্যের গ্রাহক নহেন; জীবগণ জ্ঞানাজ্ঞানে আবৃত হইয়া মোহ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে। যাঁহাদের জ্ঞান আপনার অজ্ঞানকে বিনষ্ট করে, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান হয়। যাঁহাদের ঈশ্বরেই অচলা বুদ্ধি,আত্মা,নিষ্ঠা ও তিনিই যাঁহাদের পরম আ-শ্রয় তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা পাপশূন্য হইয়া মুক্তি লাভ করেন।

বুধগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, করী, কুক্কুর ও চাণ্ডালকে সমভাবে দর্শন করেন। এইরূপ যাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বত্র তুল্যভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা জীবিত থাকিয়াই সংসার হইতে মুক্ত হন। সমদর্শী ব্যক্তিগণও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন; কারণ নির্দ্দোষ ব্রহ্ম সর্ব্ব স্থানেই সমভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে অবগত হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান

করেন, তিনি প্রিয়াপ্রিয় বস্তু লাভে হর্ষোদ্বেগ প্রকাশ করেন না; কারণ, তিনি মোহ পরিত্যাগ করিয়া স্থিরবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হন না, তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা শান্তিসুখ অনুভব করে ও তিনি অবশেষে ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অস্খলিত সুখ ভোগে সমর্থ হন। পণ্ডিতগণ বিষয়োদ্ভূত সুখ সমূহে আসক্ত হন না, কারণ ঐ সকল সুখ দুঃখের কারণ ও বিনশ্বর। যিনি ইহ লোকে জীবিতাবস্থায় কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী ও সুখী: যাঁহার আত্মাতেই সুখ, আরাম ও দৃষ্টি, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী ব্রহ্মে লীন হন। যাঁহারা পাপ নাশ, সংশয় ছেদন, চিত্ত বশীভূত ও সকলের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন; সেই তত্ত্বদর্শীরাই মুক্তি লাভ করেন। যে সকল সন্ন্যাসী চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন, কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহকাল ও পরকাল উভয়েই মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যে মোক্ষপরায়ণ মুনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নিগৃহীত করিয়া, ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধকে দূরীভূত করিয়াছেন, এবং যিনি চিত্ত হইতে বাহ্য বিষয় বহিষ্কৃত, নেত্রযুগল ভ্রূদ্বয়ের অন্তরে স্থাপিত, নাসিকাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপন বৃত্তিকে তুল্যভাবাপন্ন করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। সর্ব্ব লোক আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের মহেশ্বর ও সুহৃদ্ জ্ঞান করিয়া শান্তি লাভ করেন।

———

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যিনি কর্ম্ম ফল নিরক্ষেপ হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী; তাঁহাকে কখন নিরগ্নি বা ক্রিয়াশূন্য বলা যাইতে পারে না। পণ্ডিতগণ কর্ম্মফলত্যাগরূপ সন্ন্যাসকে যোগ বলিয়া নির্দ্দেষ করেন, অতএব কর্ম্মফলকামনাশীল ব্যক্তি কখন যোগী হইতে পারে না। জ্ঞানযোগারোহণেচ্ছু ব্যক্তির কর্ম্মই কেবল তাহার কারণ, এবং জ্ঞানযোগারূঢ় হইলে সমস্ত কর্ম্মের নিবৃত্তিই জ্ঞানপরিপাকের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যিনি আসক্তির মূলীভূত বিষয়ভোগ ও সঙ্কল্পের পরিত্যাগী হইয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় বা তৎ-সাধনে আসক্তি প্রকাশনা করেন, তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যাইতে পারে। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু; অতএব আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে, অবসন্ন করিবে না। যে আত্মা আত্মাকে জয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল আত্ম-বশীভূত করিয়াছে, তাদৃশ আত্মার আত্মাই বন্ধু; আর যে আত্মার ইন্দ্রিয় বশীভূত নহে, সেই আত্মাই আত্মার শত্রুর ন্যায় অপকারী হয়। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপ-মান উপস্থিত হইলে কেবল জিতাত্মা প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে। যাঁহার অন্তঃকরণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়; যাঁহার লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনে সমজ্ঞান হয়, তাদৃশ যোগীই যোগারূঢ় বলিয়া বিখ্যাত হন। যিনি সুহৃদ্, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু সকল

ব্যক্তিকেই তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি অর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হন। যোগারূঢ় ব্যক্তি নিঃসঙ্গ, সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ হইয়া নিরন্তর একান্তে অবস্থিতি করিয়া আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তকে সমাধান করিবেন। তিনি অনতি-উচ্চ ও অনতিনীচ কুশোপরি অজিন স্থাপন ও তদুপরি বস্ত্রাস্তরণ করিয়া অচঞ্চল আসন করিবেন; এবং তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা সহকারে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া সংযমন পূর্ব্বক চিত্তবিশুদ্ধি নিমিত্ত যোগানুষ্ঠান করিবেন। সেই বীতভয় ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত প্রশান্তচিত্ত যোগীর মন স্ববৃত্তি হইতে উপসংহৃত হইবে এবং তাহার দেহের মধ্য-ভাগ, মস্তক, গ্রীবা অবক্র ও অচল ভাবে ধৃত হইবেক; তিনি ইতস্তত দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক নাসাগ্রভাগ অবলোকন এবং অহংপরায়ণে সমাহিত হইয়া আসনে উপবেশন করিবেন। যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা উক্তপ্রকারে সংযতচিত্ত হইয়া আত্মাকে সমাহিত করিলে নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সাধনভূত মৎস্বরূপে অব-স্থিতি রূপ শান্তি লাভ করিবেন। হে পাণ্ডুনন্দন! এই যোগানুষ্ঠানে বহুভোজী বা অভোজী, অতি নিদ্রাশীল কিম্বা অতি জাগরণশীল ব্যক্তির ক্ষমতা নাই। যিনি আহার, গতি, কার্য্য, চেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিতরূপে করেন, তিনি এই সংসারক্ষয়কর যোগ লাভ করিতে পারেন। যখন বাহ্য চিন্তানিরুদ্ধ হইয়া সাধকের চিত্ত আত্মাতে সংলগ্ন হয়, তখন সেই সর্ব্বকামনিস্পৃহ সাধক যোগী বলিয়া কথিত হন। চিত্ত প্রক্রিয়াদর্শী যোগজ্ঞ ব্যক্তিগণ যোগীদের চিত্তের দৃষ্টান্ত এই প্রকার কহিয়াছেন যে, যেরূপ বায়ুবিহীন স্থানে দীপ অকম্পিত থাকে তদ্রূপ যোগাভ্যাসী সংযতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্তও অকম্পিত হইয়া থাকে। যে অবস্থায় জ্ঞানীর অন্তঃকরণ কোন বিষয়ে প্রস্ফুরিত না হইয়া, সর্ব্বথা উপরত

হয়, যে অবস্থায় জ্ঞানী পুরুষ সমাধিশুদ্ধ হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যোতিঃ স্বরূপ আত্মারে উপলব্ধি করিয়া স্বীয় আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যে অবস্থায় বিষয়েন্দ্রিয়ের অতীত ও আত্মরূপ বুদ্ধির বিষয়ীভূত নিত্য সুখ অনুভব করত আত্ম স্বরূপ হইতে বিচলিত না হন, যে অবস্থায় শীতোষ্ণাদি দুঃখ সমুদায় অভিভূত করিতে পারে না এবং যে অবস্থায় দুঃখের লেশমাত্রও নাই,সেই অবস্থার নাম যোগ। সংকল্পজনিত কামনা ও সমুদায় কাম্য বস্তু পরিহার পূর্ব্বক বিষয়দোষদর্শী অন্তঃকরণ দ্বারা সর্ব্বত্র বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করত প্রযত্নাতিশয় সহকারে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশসম্ভূত নিশ্চয় বলে যোগ অভ্যাসকরিবে। স্থিরবুদ্ধি দ্বারা অন্তঃকরণকে আত্মসমাহিত করিয়া, ক্রমে ক্রমে উপরত হইবে; অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। অন্তঃকরণ চঞ্চল হইলে, তাঁহাকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া, আত্মাতে সমাহিত করিবে। তদ্দারা রজোগুণ তিরোহিত, চিত্ত প্রশান্ত ও সংসারদোষ বিনষ্ট হইয়া, ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিনিবন্ধন নিরতিশয় সুখ লাভ হইয়া থাকে। যোগী ব্যক্তি এইরূপ চিত্ত বশীকরণ দ্বারা বীতপাপ হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপ অনুপম সুখ অনুভব করেন। এবংযোগসমাহিতচিত্তে সব্বত্র সমদর্শী হইয়া, আত্মারে সর্ব্বভূতময় ও সর্ব্বভূত আত্মময় অবলোকন করেন। হে অর্জ্জুন! আমিই সকলের আত্মা; যে ব্যক্তি আমারে সর্ব্বত্র এবং সমুদায় বস্তু আমাতে অবলোকন করে, আমি যেরূপ তাহার অদৃশ্য হই না, সেইরূপ সেও আমার দর্শন বহির্ভূত হয় না। যে অদ্বৈতবাদী যোগী পুরুষ আমারে সর্ব্ব ভূত অনুপ্রবিষ্ট ভাবিয়া উপাসনা করেন; তিনি আমাতেই লীন হন। যিনি সর্ব্বভূতের সুখ দুঃখ আপনার আপনার সুখ দুঃখের ন্যায় অবলোকন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ চঞ্চল, দেহ ও ইন্দ্রিগণের ক্ষোভ কর, দুর্জ্জয় ও দুর্ভেদ্য; যেরূপ বায়ুকে কুম্ভমধ্যে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ মনকেও নিগৃহীত করা কঠিন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! চঞ্চল মন সহজে নিগৃহীত হইবার নহে; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহারে সংযত করিতে হয়। অসংযতচিত্ত ব্যক্তি অনায়াসে যোগ লাভ করিতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি যত্নসহকারে অন্তঃকরণ সংযত করিয়াছে, সে যথোক্ত উপায়ে যোগ লাভে সমর্থ হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাবান্, কিন্তু অযত্নশীল ও যোগভ্রষ্টচিত্ত, তিনি যোগসিদ্ধি লাভে অসমর্থ হইয়া কিরূপ গতিলাভ করেন? কর্ম্মফল ও কর্ম্মানুষ্ঠান বিবর্জ্জিত ব্যক্তি কি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হন না? হে মধুসূদন! তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই আমার সংশয়চ্ছেদনে সমর্থ নহেন; অতএব তুমিই আমার সন্দেহ নিরসন কর। ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! শুভানুষ্ঠান নিরত হইলে, কখনই দুর্গতি লাভ হয় না; অতএব ঐরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে পতিত বা পরলোকে নরকগ্রস্ত হন না। প্রত্যুত, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি শুভানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের উপভোগ্য স্বর্গ লোকে গমন পূর্ব্বক তথায় বহুশত বৎসর যাপন করত পরিশেষে সদাচারপরায়ণ ধনাঢ্যদিগের ভবনে বা বুদ্ধিমান্ যোগীদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। যোগীদিগের কুলেজন্ম লাভ নিতান্ত দুর্লভ। হে ভারত! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পূর্ব্ব দেহজনিত বুদ্ধি লাভ করত মুক্তি লাভ বিষয়ে পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিকতর যত্নপরায়ণ হন। তিনি বিঘ্ন বশতঃ অনিচ্ছু হইলেও পূর্ব্ব দেহকৃত অভ্যাস তাঁহাকে ব্রহ্ম-

নিষ্ট করে। তখন তিনি যোগজিজ্ঞাসু হইয়া, বেদোক্ত কর্ম্মফলাপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হন। ফলত নিষ্পাপ যোগী অনেক যত্নে বহু জন্মে সিদ্ধিলাভ করত পরিণামে পরম গতি প্রাপ্ত হন। হে অর্জ্জুন! আমার মতে যোগী পুরুষ তপস্বী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমিও যোগী হও। যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, মদ্‌গত হৃদয়ে আমারে ভজনা করেন, তিনিই সমুদায় যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

——০ঃ০——

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রতি আসক্ত ও আমার শরণাপন্ন হইয়া, যোগ ভ্যাস পূর্ব্বক যাহাতে আমারে সম্যক্ রূপে অবগত হইতে পারিবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি তোমারে যে বিজ্ঞানসমন্বিত জ্ঞান বলিতেছি, ইহা অবগত হইলে তোমার অন্য জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না। সহস্রের মধ্যে কেহ সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করে এবং সহস্র যত্নশীলের মধ্যে কেহ আমারে প্রকৃত রূপে অবগত হয়। ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট রূপে আমার প্রকৃতি বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রকৃতি নিকৃষ্ট; ইহা ভিন্ন জীবস্বরূপ অপর এক উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে। তদ্দ্বারাই এই বিশ্বসংসার পরিচালিত হইতেছে। এই দুই প্রকৃতিই স্থাবর জঙ্গম ও সমুদায়ের কারণ, তন্মধ্যে প্রথমোল্লিখিত প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে; শেষোক্ত আমার অংশে সমুৎপন্ন এবং ভোক্তারূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্থাবর

জঙ্গমময় ভূতপরম্পরা ধারণ করে। হে অর্জ্জুন! এই উভয় প্রকৃতিই আমার কার্য্য; অতএব আমিই সমুদায় বিশ্বের চরম কারণ ও সংহর্ত্তা; আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ আমার কিছুই নাই। সূত্রগ্রথিত মনির ন্যায় সমুদায় জগৎ আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে। হে কৌন্তেয়! আমি জলমধ্যে রস, আমি চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, আমি বেদমধ্যে প্রণব, আমি আকাশমধ্যে শব্দ, আমি পুরুষের পৌরুষ, আমি পৃথিবীতে অবিকারী গন্ধ, আমি অগ্নিতে তেজ, আমি সর্ব্বভূতের জীবন ও অক্ষয়-বীজস্বরূপ। হে ভারত! আমি তপস্বীদিগের তপ, বুদ্ধি-মান্‌দিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ, বলবান্‌দিগের কাম রাগবর্জ্জিত বল এবং প্রাণীদিগের ধর্ম্মানুগত কাম। কি সাত্ত্বিক, কি রাজসিক, কি তামসিক সমুদায় ভাবই আমা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এবং আমারই অধীন প্রাণিগণ এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবপ্রভাবে বিমোহিত হওয়াতে আমারে জানিতে পারে না। যেহেতু, আমি ঐ ত্রিবিধ গুণের বহির্ভূত ও নিয়ন্তা, এবং তন্নিবন্ধন বিকারসম্পর্ক পরিশূন্য। আমার এই মায়াশক্তি লোকগতিতে গুণশালিনী এবং নিতান্ত দুরবগাহা। আমার অনুগত ভক্ত ব্যতিরেকে আর কেহই উহা নির্ণয় করিতে পারে না। যাহারা পাপাত্মা ও বিবেকবিহীন, যাহাদের শাস্ত্র ও গুরূপদেশজনিত জ্ঞানমায়া প্রভাবে নিরস্ত হয় এবং তন্নিবন্ধন যাহারা দম্ভ, দর্প, অভি-মান, ক্রোধ ও নির্দ্দয়তা প্রভৃতি আসুরিক ভাবের বশীভূত হইয়া থাকে, তাহারা কখন আমার উপাসনা করে না। আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানাভিলাষী, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসাধন অর্থলাভে সমুৎসুক এবং আত্মজ্ঞানী এই চারি ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে কৃতপুণ্য হইলে, আমাকে উপাসনা করে। তন্মধ্যে অতিমাত্র ভক্তি ও নিত্য যোগসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। আমি

যেরূপ জ্ঞানবানের প্রিয়, সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষ আমার প্রীতিভাজন। উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানীই আত্মা স্বরূপ তিনি মদেকচিত্ত হইয়া, আমারেই একমাত্র অনুত্তম গতি-স্বরূপ অবলম্বন করেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহু জন্মের পর বাসু-দেবই এই চরাচর জগৎ এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক আমারে প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মা নিতান্ত দুর্লভ। যাহারা পুত্র, কীর্ত্তি ও শত্রু জয়াদি বাসনা প্রভাবে বিবেক বিহীন ও স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া, উপবাসাদি নিয়মে আমা ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে, তাহাদের মধ্যে যে ভক্ত যে দেবতারূপ আমার অর্চ্চনা করে, আমি অন্তর্যামী থাকিয়া, তাহার তত্তৎ দেবতাবিষয়িণী শ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূত করি। সে উল্লিখিত শ্রদ্ধাসহকারে সেই সেই দেবতার আরাধনা করিয়া, মৎপ্রদত্ত কাম্য বিষয় সকল উপভোগ করে, কিন্তু সেই সকল অল্প বুদ্ধিদিগের লব্ধফল ক্ষয় হইয়া যায়। দেব-যাজকগণ নশ্বর দেবলোক প্রাপ্ত হয়। আমার ভক্তগণ আমা-রেই লাভ করে, আমি অব্যক্ত ও প্রপঞ্চের অতীত, কিন্তু অনভিজ্ঞগণ আমার নিত্য ও শুদ্ধ স্বরূপ অবগত না হইয়া, আমারে মনুষ্য, মৎস্য ও কুর্ম্মাদি রূপে কল্পনা করে। আমি যোগমায়া প্রভাবে সর্ব্বদা আচ্ছন্ন, কখনই প্রকাশমান হই না। এই জন্যই লোকে আমার স্বরূপ জ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া, আমারে জানিতে পারে না। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান স্থাবর বা জঙ্গম কিছুই আমার অবিদিত নাই; কিন্তু কেহই আমারে অবগত নহে। প্রাণিগণ জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থিত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিবন্ধন মোহে অভিভূত হয়; কিন্তু যে সকল পুণ্যবান্‌দিগের পাপ বিনষ্ট ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বমোহ অপগত হইয়াছে, সেই সমস্ত দৃঢ়ব্রত মহাত্মারাই আমার আরাধনা

করেন। যাহারা আমারে আশ্রয় পূর্ব্বক সমাহিত হৃদয়ে জরা মরণ হইতে মুক্তির নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হয়, তাঁহারা নিখিল অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম সমবেত পরব্রহ্মকে অবগত হন। যাহারা অধিদৈব, অধিযজ্ঞ ও অধিভূতের সহিত আমারে অবগত হইয়াছে, তাহারা মৃত্যুকালেও আমারে বিস্মৃত হয় না।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈব কাহাকে বলে? অধিযজ্ঞই বা কি? সেই অধিযজ্ঞ এই শরীরে কিরূপে অধিষ্ঠান করিতেছে? নিয়তচিত্ত ব্যক্তিগণ চরম সময়ে কিরূপে তোমারে অবগত হন?

ভগবান্ কহিলেন, যিনি পরম ও অক্ষয় তিনিই ব্রহ্ম। সেই পরব্রহ্মের অংশস্বরূপ যে জীব এই দেহ অধিকার করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অধ্যাত্ম কহে। যদ্দ্বারা প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় এবং যাহা দেবোদ্দেশে বিহিত হইয়া থাকে, সেই দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞাদির নাম কর্ম্ম। প্রাণিগণের অধিষ্ঠিত এই নশ্বর দেহাদিকে অধিভূত কহে। যিনি সর্ব্বভূতের ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক, সর্ব্ব দেবতার অধীশ্বর এবং হিরণ্যগর্ভ নামে বিখ্যাত, তিনিই অধিদৈবত আর আমাকেই অধিযজ্ঞ বলে। যেহেতু, আমি সমুদায় যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ও তাহার ফলদাতারূপে এই দেহে বিরাজমান হইয়া থাকি। আমি অন্তর্যামী ও পরমেশ্বর; লোকে চরম সময়ে আমারে স্মরণ করত কলেবর পরিহার পূর্ব্বক উত্তরায়ণ পথে গমন করিলে, আমার স্বরূপ লাভে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।

হে অর্জ্জুন! অন্তকালে পূর্ব্ব বাসনাই স্মরণের হেতু হয় এবং বিবশ হইয়া পড়িলে স্মরণের সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্য লোকে চরম সময়ে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করে, সেই সেই বস্তুরই স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি আমারেই স্মরণ কর। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, স্মরণ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। অতএব যুদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণ পবিত্র কর। এইরূপে আমার প্রতি আত্মা, মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে আমারে প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে পার্থ! যিনি অভ্যাস ও বিষয়ান্তরবিরত অন্তকরণ দ্বারা প্রকাশাত্মা পরম পুরুষকে চিন্তা করেন, তিনি তাঁহাতেই লীন হন। সেই পরম পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, সকলের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, সকলের বিধাতা, বুদ্ধি ও মনের অগোচর, দিনকরের ন্যায় প্রকাশশীল এবং অজ্ঞানরূপ মোহতিমিরের ক্ষণধিগম্য। যিনি চরম সময়ে অপ্রমত্ত ও ভক্তি সম্পন্ন হইয়া, যোগবলে প্রাণবায়ু ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সংস্থাপন করত বিক্ষেপশূন্য হৃদয়ে ধ্যানপরায়ণ হন, তিনি সেই পরমেশ্বরকে লাভ করেন।

হে অর্জ্জুন! যিনি বেদবিদ্গণের মতে অক্ষয় ও বীতরাগ যত্নশীল ব্যক্তিরা যাহাতে অভিনিবিষ্ট হন এবং অনেকে যাঁহাকে অবগত হইবার নিমিত্ত গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া থাকেন, যে উপায়ে তাঁহারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যিনি চক্ষুঃ প্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার-রুদ্ধ, অন্তঃকরণ হৃদয়ে সমাহিত ও প্রাণবায়ু ভ্রূদ্বয়মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক যোগ ধারণা সহকারে একাক্ষর সম্পন্ন প্রণব উচ্চারণ ও তৎপ্রতিপাদ্য আমারে স্মরণ পূর্ব্বক কলেবর পরিহার করেন, তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। যিনি প্রতিদিন নিরন্তর অনন্য হৃদয়ে আমারে স্মরণ করেন, আমি তাঁহার

অনায়াসলভ্য হইয়া থাকি। সেই মহাপুরুষ আমারে প্রাপ্ত হইলে, মোক্ষ লাভানন্তর পুনর্ব্বার দুঃখনিলয়ভূত বিনশ্বর জন্ম লাভ করেন না। হে পার্থ! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোকই বিনাশশীল; জন্মগ্রহণ করিলেই পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়; কিন্তু আমারে প্রাপ্ত হইলে, কখন জন্মান্তর লাভ হয় না।

মনুষ্যলোকের এক বৎসরে দেবলোকের এক অহোরাত্র; ঐরূপ অহোরাত্রের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুর্যুগ; ঐরূপ দ্বিসহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন ও এক রাত্রসম্পন্ন হয়। আর এইরূপ অহোরাত্রের এক শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অহোরাত্রবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি নির্ণয় করেন। ব্রহ্মার ঐরূপ দিবসাগমে স্থাবরজঙ্গমাত্মকভূত সকল কারণরূপ অব্যক্ত হইতে প্রাদুর্ভূত হয় এবং রাত্রি সমাগমে সেই কারণাত্মাতেই লীন হইয়া থাকে। অনন্তর পুনর্ব্বার দিবস প্রাপ্ত হইলে, প্রাক্তন কর্ম্মের বশীভূত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। সেই চরাচরের কারণভূত অব্যক্ত অপেক্ষাও অব্যক্ত যে অপর একটি অতীন্দ্রিয় চিরন্তন ভাব আছে, তাহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না। পণ্ডিতগণ সেই জনন ও মরণশূন্য অব্যক্তকে পরম পুরুষার্থ ও গম্যস্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। সেই পরম ধর্ম্মই আমার স্বরূপ; উহা প্রাপ্ত হইলে, পুনর্জন্ম হয় না। হে পার্থ! যিনি সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠানরূপে এই চরাচর বিশ্বে পরিব্যাপ্ত আছেন, আমিই সেই পরম পুরুষ। ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই আমারে লাভ করিতে পারে। যোগিগণ যে কালে গমন করিলে, আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হন, এক্ষণে সেই কাল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যেস্থানে দিবস শুক্লবর্ণ ও অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, এবং ছয় মাস উত্তরায়ণ;

ব্রহ্মবিদ্গণ তথায় গমন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন; যেস্থানে রাত্রি ধূম ও কৃষ্ণবর্ণ এবং ছয়মাস দক্ষিণায়ণ; তথায় গমন করিলে, কর্ম্ম যোগী পুরুষ ইন্দুপ্রভ স্বর্গ লাভ করিয়া নিবৃত্ত হন। এইরূপে জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই সনাতন গতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহার একতরে গমন করিলে অনাবৃত্তি ও অন্যতরে গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। হে পার্থ! এই দুই গতি অবগত আছেন বলিয়াই কোন যোগীই বিমুগ্ধ হন না। অতএব তুমি সর্ব্বদা যোগযুক্ত হও। অধিক কি, যোগী পুরুষ এই জ্ঞানপ্রভাবে বেদ, যজ্ঞ, তপ ও দাননির্দ্দিষ্ট সমুদায় পুণ্যফল অতিক্রম পূর্ব্বক সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ভগানৃব কহিলেন, হে পার্থ! তুমি অসূয়াশূন্য; অতএব তোমারে বিজ্ঞানসমন্বিত গুহ্যতম জ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা অবগত হইলে, অমঙ্গল হইতে বিমুক্ত হইবে; ইহা সমুদায় বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, গুহ্য হইতেও গুহ্যতম, পরম পবিত্র, ধর্ম্মসঙ্গত ও অবিনশ্বর। হে পরন্তপ! যাহারা এই ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা আমারে প্রাপ্ত না হইয়া, মৃত্যু ও সংসারমার্গে বিচরণ করে। আমি আত্মরূপে সমুদায় বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছি; সমুদায় ভূত আমাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; কিন্তু কেহই আমার অধিষ্ঠান নহে। হে পার্থ! আমার ঐশী শক্তি অবলোকন কর; আমি নির্লিপ্ত বলিয়া কোন ভূতই আমাতে অবস্থিত নহে। আমি সকলকে ধারণ

করিতেছি; কিন্তু কিছুতেই অধিষ্ঠিত নাহি। আমার আত্মাই সমুদায় ভূত সৃষ্টি করিতেছে। বায়ু যেরূপ সর্ব্বত্রগ হইলেও আকাশে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ সমুদায় প্রাণী প্রতিনিয়ত আমাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে কৌন্তেয়! ভূতগণ প্রলয়কালে আমার অধিষ্ঠিত প্রকৃতিতে লীন হয়; এবং কল্প প্রারম্ভে আমি পুনরায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। এইরূপে আমি স্বীয় প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া, প্রকৃতির বশতানিবন্ধন নিতান্ত অবশ প্রাণীদিগকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিতেছি। কিন্তু আমি যাবতীয় কর্ম্মে নির্লিপ্ত হইয়া, উদাসীনভাবে অবস্থিত আছি; অতএব কদাচ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের বিষয়ীভূত হই না। আমি অবিকৃত জ্ঞান স্বরূপ; আমার অধিষ্ঠান প্রভাবে প্রকৃতি সমুদায় জগৎ প্রসব করিতেছে; এবং এই বিশ্বসংসার পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। যাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান বিফল, অন্তঃকরণ বিবেক লেশ শূন্য এবং যাহারা রাক্ষসী, আসুরী ও মোহিনী প্রকৃতির বশীভূত, তাহারাই আমার সর্ব্বভূত মহেশ্বররূপ পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়া, আমি মানুষদেহ ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমারে অবজ্ঞা করে। কিন্তু মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক আমারে সকল ভূতের আদি ও অব্যয়রূপে অবগত হইয়া, অনন্যহৃদয়ে আরাধনা করেন। সর্ব্বদা দৃঢ়ব্রত ও সংযত হইয়া, আমার নাম কীর্ত্তন এবং নিরন্তর ভক্তি সহকারে আমারে নমস্কার ও উপাসনা করিয়া থাকেন। আর কেহ তত্ত্ব জ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদ ভাবনা, কেহ পৃথক্ কল্পনা দ্বারা, কেহবা সর্ব্বাত্মক ভাবিয়া রুদ্রাদি নানা রূপে আমার আরাধনা করে। হে পার্থ! আমি যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি ও হোম স্বরূপ। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ; আমি বেদ্য, পবিত্র, ওঙ্কার, ঋক্, সাম

ও যজু; আমি গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভাব, প্রলয়, নিধান লয় স্থান ও অক্ষয়বীজ; আমি ভাষা প্রদান এবং বারি বর্ষণ ও আকর্ষণ করিতেছি; আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ ও অসৎ। ত্রিবেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী সোম-পায়ী বিগতপাপ মহাত্মাগণ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমারে উপাসনা করিয়া, স্বর্গ প্রাপ্তির অভিলাষ করেন; পরে তাঁহারা পরম পবিত্র সর্গলোকে উপনীত হইয়া, উৎকৃষ্ট দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। অনন্তর স্বর্গ-লোক ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন। এইরূপে তাঁহারা ভোগ সমুৎসুক ও বেদ-ত্রয় বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া, পুনঃ পুন: গমনাগমন করেন। যাহারা অনন্যহৃদয়ে আমারে চিন্তা ও উপাসনা করে,আমি সেই সকল নিত্যভক্তিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করি। যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পবিত্র হৃদয়ে দেবতান্তরের ভজনা করে, তাহারা অবিধি পূর্ব্বক আমারেই উপাসনা করিয়া থাকে। আমিই সমুদায় যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু; কিন্তু তাহারা তত্ত্বত: আমারে অবগত নহে, এই জন্যই স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দেবব্রতানুরক্ত ব্যক্তিরা দেবগণ, পিতৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পিতৃগণ,ভূতযাজী ব্যক্তিরা ভূতগণ এবং আমার উপাসকগণ আমারেই প্রাপ্ত হয়। যে ভক্তিপূর্ব্বক আমারে ফল, পুষ্প, পত্র ও জল প্রদান করে, আমি সেই প্রযতচিত্ত ব্যক্তির সেই ভক্তিপ্রদত্ত বস্তু সমুদায় ভক্ষণ করিয়া থাকি। হে পার্থ! তুমি যাহা অনুষ্ঠান, যাহা ভক্ষণ, যাহা দান, যাহা হোম ও যেরূপ তপোনুষ্ঠান কর, সমুদায় আমাতে সমর্পণ করিও। তাহা হইলে কর্ম্ম নিবন্ধন শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত এবং সন্ন্যাস যোগযুক্ত হৃদয়ে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক চরমে আমারে প্রাপ্ত হইবে। আমি সর্ব্বভূতে সম-

ভাবে অধিষ্ঠান করি; কেহ আমার মিত্র বা কেহ আমার শত্রু নাই। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাহারা আমাতেই অধিষ্ঠিত হয় এবং আমিও সেই সকল ভক্তগণে অবস্থান করি। নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও দেবতান্তর পরিহার পূর্ব্বক আমারে উপাসনা করিলে, তাহারে সাধু বলিয়া গণনা করিতে হয়। যেহেতু তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর এবং সে অবিলম্বে ধার্ম্মিক হইয়া, নিরন্তর শান্তিসুখ সম্ভোগ করে। হে পার্থ! আমার ভক্তের কোন কালেই বিনাশ নাই। স্ত্রী বা শূদ্র, বৈশ্য বা পাপাত্মা আমার শরণাপন্ন হইলে, পরম গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিগণের কথা কি বলিব? তুমি এই অনিত্য ও অসুখময় লোক প্রাপ্ত হইয়া, আমারে উপাসনা কর। সতত মদেক হৃদয় ও মদ্ভক্ত হইয়া আমারেই নমস্কার কর। আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে, পরিণামে আমারে প্রাপ্ত হইবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহাবাহো! তুমি আমার প্রতি পরম প্রীতিমান্; এই জন্যই তোমার হিতকামনায়, পুনরায় যে সকল উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। দেবতা বা ঋষিগণ কেহই আমার প্রভাব অবগত নহেন; আমিই সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহাদের আদি। যিনি আমারে অনাদি, অজ ও লোকমহেশ্বর বলিয়া অবগত হন, তিনি এই জীব লোকে মোহ রহিত ও সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। আমি বুদ্ধি, জ্ঞান, ব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দয়া, শম, সুখ, দুঃখ, ভব,

ভাব,ভয় ও অভয় এবং আমিই অহিংসা; মমতা,তুষ্টি,তপ, দান, যশ ও অযশ আমা হইতেই জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল প্রাদুর্ভূত হয়। পূর্ব্বতন সনকাদি চারি ও ভৃগু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি এবং মনু সকল আমারই প্রভাব সম্পন্ন ও আমারই মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই সমস্ত লোক ও প্রজা তাঁহাদের অধিকৃত। যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগ অবগত হন, তিনি অবিচলিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। আমি জগতের উৎপত্তির কারণ; আমা হইতেই বুদ্ধি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হয়। জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণ এইরূপ জানিয়াই আমার আরাধনা করেন। তাঁহারা মদ্গতচিত্ত ও মদ্গত প্রাণ হইয়া আমারে অবগত হন এবং প্রতিনিয়ত আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া সন্তোষ ও পরম শান্তি লাভ করেন। তাঁহারা সতত ভক্তিযুক্ত হইয়া, প্রীতি পূর্ব্বক আমার উপাসনা করেন; আমিও তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, তদ্দ্বারা তাঁহারা আমারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পার্থ তাঁহাদের হৃদয়স্থ হইয়া, সমুজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা অজ্ঞান জনিত অন্ধকার তিরোহিত করি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! দেবর্ষি নারদ, অসিত দেবল, ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিগণ তোমারে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, দিব্য, আদিদেব, জনন রহিত ও অসীম প্রতাপশালী বলিয়া বর্ণন করেন এবং তুমিও আপনারে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিতেছ। হে বাসুদেব! তুমি যাহা বলিতেছ, সমস্তই সত্য। দেব বা দানব কেহই তোমারে সুস্পষ্ট অবগত নহেন। তুমি আপনিই আপনারে অবগত আছ। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেব দেব! হে জগৎপতে! এক্ষণে তুমি যদ্দ্বারা এই সমুদায় লোক পরিব্যাপ্ত করিয়া আছ, সেই সমুদায় স্বীয় দিব্য বিভূতি

সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। হে বিভো! তুমি পরম যোগী; আমি কিরূপে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া তোমারে অবগত হইতে পারিব। কোন্ কোন্ ভাবেই বা তোমারে চিন্তা করিব? এক্ষণে তুমি পুনরায় বিস্তার ক্রমে আপনার যোগ ও বিভূতি সমুদায় বর্ণন কর; তোমার এই অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার তৃপ্তি বোধ হইতেছে না।

ভগবান্ কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই; অতএব আমি প্রধান প্রধান স্বীয় দিব্য বিভূতি সকল কীর্ত্তন করিব। হে গুড়াকেশ! আমি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী আত্মা; আমি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত; আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, আমি জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে অংশুমালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রসমূহের মধ্যে শশী, বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে মন ও ভূতগণের চেতনা; আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, পর্ব্বত সকলের মধ্যে সুমেরু, পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, জলাশয় মধ্যে সাগর, মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সকলের প্রণব, যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবর সকলের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষ সমুদায়ের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল, অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমন্থনসম্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা এবং মাতঙ্গ মধ্যে ঐরাবত। হে অর্জ্জুন! আমি মানবগণের মধ্যে নরপতি, আয়ুধ সকলের মধ্যে বজ্র ও ধেনু সকলের মধ্যে কামধেনু। আমি উৎপত্তির কারণ ভূত কন্দর্প, বিষধর সর্পগণ মধ্যে বাসুকি, নির্ব্বিষ ভুজঙ্গম মধ্যে অনন্ত, জলচরগণ মধ্যে বরুণ, পিতৃগণ মধ্যে অর্য্যমা, নিয়ন্তাদিগের মধ্যে যম ও দৈত্যগণ মধ্যে

প্রহ্লাদ, আমি গণনাকারীদিগের কাল, পশুগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র, বিহঙ্গমগণমধ্যে গরুড়, বেগবানের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারি মধ্যে রাম, মৎস্যগণমধ্যে মকর ও স্রোতস্বতী মধ্যে জাহ্নবী, সৃষ্টি, স্থিতিও প্রলয় আমারই বিভূতি। আমি বিদ্যা সকলের মধ্যে আত্ম বিদ্যা; আমি বাদিগণের বাদ, অক্ষর সকলের মধ্যে অকার ও সমাসমধ্যে দ্বন্দ্ব। আমি অক্ষয় কাল, বিধাতৃগণ মধ্যে সর্ব্বতোমুখ বিধাতা, সংহারকগণ মধ্যে সর্ব্বহর বিধাতা ও অভ্যুদয় প্রাপ্তি যোগ্যদিগের অভ্যুদয়। আমি নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা, আমি সামবেদমধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দোমধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ ও ঋতুর মধ্যে বসন্ত। আমি ছলনাপর-দিগের দূত, তেজস্বীদিগের তেজ, জয়শীলদিগের জয়, উদ্যোগীদিগের উদ্যম ও সত্ত্ববান্‌দিগের সত্ত্ব। আমি বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণ মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনি-দিগের মধ্যে ব্যাস, কবিদিগের মধ্যে শুক্র। আমি দণ্ডনেতা-দিগের দণ্ড, জিগীষুদিগের নীতি, গুহ্যবিষয়ের গোপানহেতু মৌন, জ্ঞানীদিগের জ্ঞান ও ভূতগণের বীজ, কোন চরাচর বস্তু আমা হইতে পৃথক্ নহে। অতএব আমার দিব্য বিভূতির ইয়ত্তা নাই। হে পার্থ! সংক্ষেপে সেই সমুদায় কীর্ত্তন করি-লাম। ফলতঃ ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী ও প্রভাবাদি সম্পন্ন বস্তুমাত্রেই আমার তেজের অংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। হে পার্থ! আমার বিভূতি পৃথক্ রূপে জানিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু, আমি একাংশ দ্বারা এই জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ যে পরম গুহ্য অধ্যাত্ম বিষয় বর্ণন করিলে, তদ্দ্বারা আমার মোহান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। হে কমলপত্রাক্ষ! আমি তোমার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয় এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। হে পুরুষোত্তম! তুমি যে আপনার ঐশিকরূপ বর্ণন করিলে, আমি তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করি। যদি আমারে তাহা দর্শন করিতে সমর্থ বোধ কর, তাহা হইলে সেই অব্যয়রূপ প্রদর্শন কর।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমারে বিবিধবর্ণ বিবিধাকৃতি শত শত সহস্র সহস্র দিব্যরূপ অবলোকন কর। হে ভারত! অদ্য আমার শরীরে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্গণ অশ্বিনীকুমার যুগল, নানা প্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বস্তু, সচরাচর সমগ্র বিশ্ব, এবং অন্য যে কিছু দর্শন করিতে অভিলাষ থাকে, তৎসমস্তও নিরীক্ষণ কর। কিন্তু তুমি এই চক্ষু দ্বারা আমারে দর্শন করিতে পারিবে না, অতএব আমি তোমারে দিব্যচক্ষু প্রদান করি; তদ্দ্বারা তুমি আমার ঐশিক যোগ অবলোকন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ কহিয়া, অর্জ্জুনকে অনেক মুখ, অনেক নয়ন, অনেক প্রকার অদ্ভুত দর্শন, দিব্যাভরণ, দিব্যায়ুধসম্পন্ন, দিব্যমাল্য, দিব্য অম্বর ও দিব্য গন্ধলেপে সুশোভিত এবং সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্যময় সর্ব্বতোমুখ, অপরিচ্ছিন্ন ও পরম প্রকাশমান আপনার পরম ঐশ্বররূপ প্রদর্শন করিলেন। যদি আকাশে এক-

কালে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়,তাহা হইলে সেই রূপের তুলনা হইতে পারে। অর্জ্জুন তাঁহার সেই বিশ্বরূপে মনুষ্য, দেবতা ও পিতৃ প্রভৃতি নানা প্রকারে বিভক্ত বিশ্বজগৎ একত্র অবলোকন করিলেন।

তখন তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, লোমাঞ্চিত শরীরে কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতমস্তকে তাঁহারে প্রণাম করিয়া কহিলনে, হে বিশ্বরূপ! আমি তোমার শরীরে সমুদায় দেবতা, জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি সমুদায় ভূত, কমলাসনস্থ ভগবান্ ব্রহ্মা, দিব্য ঋষি ও উরগ সমস্ত অবলোকন করিতেছি। হে দেব দেব! আমি তোমারে অনন্ত রূপে বহুসংখ্যক বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্রসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিলাম; কিন্তু তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই নয়নগোচর হইল না। আমি তোমাকে কিরীট,গদা ও চক্রধারী, তেজোরাশি, সূর্য্য ও অনলসন্নিভ, পরম দীপ্তিমান্, দুর্নিরীক্ষ্য ও অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি। তুমি অক্ষয়, পরব্রহ্ম ও মুমুক্ষুদিগের জ্ঞাতব্য; তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান; তুমি অব্যয়, নিত্যধর্ম্মরক্ষিতা ও সনাতন পুরুষ। প্রদীপ্ত হুতাশন তোমার বদনমণ্ডলে বিরাজমান হইতেছেন; তোমার তেজ সমস্ত বিশ্বসন্তাপিত করিতেছে; চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার নেত্র; তোমার আদি নাই, মধ্য নাই এবং অন্তও নাই; তোমার বাহু ও বীর্য্য অনন্ত; তুমি একাকীই সমুদায় দিক্ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া আছ। হে মহাত্মন্! তোমার এই উগ্র ও অদ্ভুতরূপ নিরীক্ষণ করিয়া সমুদায় লোক নিতান্ত ভীত হইয়াছে; এই সমস্ত সুরগণ তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন; কেহ ভীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমার রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি বলিয়া তোমার স্তব করিতেছেন। রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব,যক্ষ, অসুর,বিশ্বদেব ও সিদ্ধগণ আশ্বিনীকুমারদ্বয়

বিস্মিত হৃদয়ে তোমারে দর্শন করিতেছেন। হে মহাবাহো! আমি তোমার এই বহু বক্ত্র, বহু বাহু, বহু উরু, বহু নেত্র, বহু পাদ, বহু উদর ও বহু দ্রংষ্ট্রাসম্পন্ন ভয়ঙ্কর রূপ নিরীক্ষণ করিয়া লোকত্রয়ের সহিত নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি; আমি তোমারে গগণস্পর্শী,দীপ্তিশীল, বিবিধবর্ণসম্পন্ন, ব্যাদিতানন ও বিশাললোচন অবলোকন করিয়া, কোন মতেই ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বনে সমর্থ হইতেছি না। হে জগৎপতে! তোমার এই কালানলসন্নিভ ভয়ঙ্কর দশনপরম্পরা পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত ও সুখ তিরোহিত হইয়াছে। হে দেবেশ! হে জগন্নাথ! হে বিষ্ণো! তুমি প্রসন্ন হও।

হে দেবদেব! জয়দ্রথ ও দুর্য্যোধনপ্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি অস্মৎ-পক্ষীয় যোদ্ধা সকল ত্বরমাণ হইয়া, তোমার দংষ্ট্রাকরাল মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছেন। কেহ কেহ চূর্ণমস্তক হইয়া তোমার দন্তসন্ধি মধ্যে সংসক্ত হইতেছেন। যে-রূপ নদী সকলের প্রবাহ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ এই নরবীরগণ তোমার সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডলে প্রবেশ করিতে-ছেন। পতঙ্গগণ যেরূপ জ্ঞান পূর্ব্বক প্রবলবেগে সুসমিদ্ধ হুতাশনে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ এই সকল বীরগণ উৎসাহ-সহকারে তোমার আস্যবিবরে প্রবেশ করিতেছেন। হে বিষ্ণো! তুমি প্রজ্জ্বলিত বদনপরম্পরায় চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী সমুদায় লোক কবলিত করত ভক্ষণ করিতেছ। তোমার দীপ্তি সমধিক প্রস্ফুরিত হইয়া, সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত করত, তীব্র-বেগে সন্তাপিত করিতেছে। অতএব তুমি কে, আমার নিকট ব্যক্ত কর। হে দেবেশ! তোমারে নমস্কার; তুমি প্রসন্ন হও। তুমি কি জন্য ঈদৃশ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি

অবগত নহি। বোধ হয়, তুমি আদি পুরুষ হইবে। যাহা হউক, তোমার সবিশেষ পরিচয় লাভে আমার সাতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে।

ভগবান্ কহিলেন, আমি সর্ব্বসংহর বলবান্ কাল; লোক সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে পৃথক্ পৃথক্ সেনাবিভাগসংস্থিত সমুদায় যোদ্ধাই কালকবলে নিপতিত হইবে; অতএব তুমি উত্থিত হও; যশোলাভ ও শত্রু সংহার পূর্ব্বক সমৃদ্ধ রাজ্য সম্ভোগ কর। হে সব্যসাচিন্! পূর্ব্বেই এই সমস্ত লোক আমার প্রভাবে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে; এক্ষণে তুমি এই লোক সংহারের নিমিত্তমাত্র। আমি দ্রোণ, কর্ণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গ সকলকেই নিহত করিয়া রাখিয়াছি; অতএব তুমি তাহাদিগকে সংহার কর। কোনমতেই সন্তপ্ত হইও না। এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, শত্রুজয়ে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

অর্জ্জুন বাসুদেববাক্যে নিতান্ত ভীত ও অবনত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম পূর্ব্বক গদ্গদবচনে কহিতে লাগিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড যে সন্তুষ্ট ও অনুরক্ত হয়, রাজন্যগণ যে ভয়বশতঃ দিগ্‌দিগন্তর আশ্রয় করে এবং যোগ, তপস্যা ও মন্ত্রাদি সিদ্ধ ব্যক্তিগণ যে অবনত হন, তাহা সর্ব্বথা উপযুক্ত; সন্দেহ নাই। হে অনন্ত! হে মহাত্মন্! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মারও আদি কর্ত্তা, এবং তাহা অপেক্ষা গুরুতর; এই জন্যই সকলে তোমারে নমস্কার করেন। হে অনন্ত! তুমি আদি দেব ও চিরন্তন পুরুষ; তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান; তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও পরমধাম বিষ্ণুপদ এবং তুমিই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া আছ। তুমি বায়ু, যম,

অগ্নি, বরুণ ও শশাঙ্ক; তুমি পিতামহ ও প্রপিতামহ। হে সর্ব্বলোকেশ! তোমারে সহস্র সহস্র নমস্কার, হে বিশ্বাত্মন্! তোমার পূর্ব্বদিকে নমস্কার, তোমার পশ্চাৎ দিকে নমস্কার; তোমার সর্ব্ব দিকেই নমস্কার। তোমার সামর্থ্য অনন্ত ও পরাক্রম অপরিমেয়; সমুদায় পদার্থই তোমার স্বরূপ; এই নিমিত্ত তোমাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া থাকে। হে বিভো! আমি তোমার মহিমা না জানিয়া, প্রমাদ বা প্রণয়বশতঃ সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! এইরূপ বাক্য দ্বারা সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি অচিন্ত্যপ্রভাব হইলেও, বন্ধু বান্ধবগণের সমক্ষে বা অসমক্ষে আহার, বিহার, শয়ন বা উপবেশনসময়ে তোমার সহিত যে নানা প্রকার উপহাস করিয়াছি, এক্ষণে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে অমেয়প্রতাপ! তুমি সকলের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরু অপেক্ষাও গুরুতর; ত্রিভুবনে কেহই তোমার সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ নাই; তুমি সকলেরই নিয়ন্তা ও স্তবনীয়। অতএব আমি দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি; যেরূপ পিতা পুত্রের, সুহৃদ্ সুহৃদের এবং প্রিয় প্রিয় ব্যক্তির অপরাধ মার্জ্জনা করেন, সেইরূপ তুমিও আমারে ক্ষমা কর। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শনে আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছি, সেইরূপ ভয়বশতঃ আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইতেছে; অতএব, হে দেব! প্রসন্ন হও; আমারে তোমার পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন কর। আমি তোমার কিরীট, গদা ও চক্রলাঞ্ছিত পূর্ব্বরূপ দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, হে বিশ্বমূর্ত্তে! তুমি এই বিশ্বরূপ সংহরণ পূর্ব্বক চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হও।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি জন্য ভীত হই-

তেছ? আমি প্রসন্ন হইয়াই, তোমারে স্বীয় আদিভূত তেজোময় রূপ প্রদর্শন করিলাম। তোমা ব্যতিরেকে আর কেহ কখন আমার এই অনন্ত ও বিশ্বময়রূপ দর্শন করে নাই। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই অধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া ও উগ্রতর তপস্যা দ্বারাও আমার এইরূপ রূপ দর্শনে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তুমি নিতান্ত ভীত ও মোহাবিষ্ট হইয়াছ; অতএব তাহা নিরাকরণার্থ তোমারে পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করিতেছি; তুমি নির্ভয় ও প্রীতহৃদয়ে তাহা অবলোকন কর। এই বলিয়া ভগবান্ বাসুদেব্ প্রসন্ন মূর্ত্তি-ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে স্বীয় পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন ও আশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার এই সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে আমার চিত্ত প্রসন্ন ও স্বাস্থ্যলাভ হইল।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যে আমার বিশ্বরূপ দর্শন করিলে, তাহা দৃষ্টি করা নিতান্ত দুর্ঘট। দেবগণও উহা দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন। হে পরন্তপ! বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা বা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাও আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। একমাত্র মদেকভক্তিপরায়ণ পুরুষগণই তাহা শাস্ত্রতঃ, পরমার্থতঃ এবং তদাত্মা রূপে দর্শন করিতে সমর্থ। যিনি পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্য ও সর্ব্বভূতে নির্বৈর হইয়া, আমারেই পুরুষার্থ জ্ঞান করত আমার আশ্রয় গ্রহণ ও আমারই উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই আমারে প্রাপ্ত হন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! তুমি বিশ্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্; যাহারা তদ্গত হৃদয়ে তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা অব্যক্ত ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ, নির্দ্দেশ করুন।

ভগবান্ কহিলেন, যাহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, মদ্গত-হৃদয়ে আমারই নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে,আমার মতে তাহা-রাই শ্রেষ্ঠ। যাহারা সর্ব্বভূত হিতানুষ্ঠায়ী ও সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া, সর্ব্বব্যাপী অব্যক্ত ব্রহ্মের ধ্যান করে, তাহারাও আমারে প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দেহাভিমানী-দিগের অব্যক্তনিষ্ঠা অনায়াসসাধ্য নহে; অতএব অব্যক্তে আসক্ত হইলে, নিরতিশয় ক্লেশ সংঘটিত হয়। আর যাহারা মদেক হৃদয়ে আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম ন্যস্ত করত ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহা-দিগকে অচিরকাল মধ্যেই এই মৃত্যুদূষিত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। অতএব তুমি আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ কর; তাহা হইলে, শরীরাবসানে আমাতে লীন হইবে, সন্দেহ নাই।

হে ধনঞ্জয়! অন্তঃকরণ আমাতে স্থির না হইলে, প্রথ-মতঃ অনুধ্যানরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হই বার ইচ্ছা কর। যদি তাহাতে অশক্ত হও, তাহা হইলে, আমার প্রীতিপ্রদ কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানে তৎপর হও; আমার উদ্দেশে ঐ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সিদ্ধিলাভ

করিতে পারিবে; ইহাতে অসমর্থ হইলে, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হও; অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান, এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; এবং কর্ম্মফল ত্যাগ দ্বারা পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে সম জ্ঞান, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, যতাত্মা, দৃঢ় নিশ্চয় এবং যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি আমার ভক্ত সেই আমার প্রিয়। লোক সকল যাহা হইতে উদ্বিগ্ন না হয় ও যিনি লোক সকল হইতে উদ্বিগ্ন না হন এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় এবং উদ্বেগ রহিত তিনিই আমার প্রিয়। অপেক্ষা রহিত, বিশুদ্ধচিত্ত, ব্যাধি-শূন্য, এবং সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী এইরূপ মদ্ভক্ত ব্যক্তিই আমার প্রিয়। যিনি হর্ষ, দ্বেষ, শোক এবং আকাঙ্ক্ষা রহিত এরূপ মদ্ভক্ত ব্যক্তিই আমার প্রিয়। যিনি শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ ও সুখ, দুঃখ, স্তুতি ও নিন্দাকে সমান জ্ঞান করেন; যিনি সংযতবাক, যথা লাভে সন্তুষ্ট এবং স্থির মতি, এরূপ ভক্তিমান্ নর আমার প্রিয়। যাঁহারা শ্রদ্ধা-সহকারে মৎপরায়ণ হইয়া এই ধর্ম্মরূপ অমৃতের উপাসনা করেন, তাঁহারা আমার অতীব প্রিয়।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! আমি আপনার নিকট প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই কয়েকটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি;

ভগবান্ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; যিনি সম্যক্‌প্রকারে এই শরীরের বিষয় অবগত আছেন; তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায়। হে ভারত! সর্ব্ব ক্ষেত্রমধ্যে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান আমার মতে তাহাই যথার্থ জ্ঞান। এক্ষণে ক্ষেত্র যেরূপ স্বভাব বিশিষ্ট, যে সকল ইন্দ্রিয় বিকারযুক্ত ও প্রকৃতি পুরুষসংযোগাধীন উৎপন্ন। স্থাবরজঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্ন এবং যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন; তুমি সংক্ষেপে উহা আমার নিকট শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ বিবিধ ছন্দে যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্রপদ দ্বারা বিনিশ্চিত রূপে বহু প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন; পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূলপ্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনা এবং ধৃতি সংক্ষেপে এই কয়েকটী ক্ষেত্রের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অমানিতা, অদম্ভিতা, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা,জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিজনিত দুঃখরূপ দোষ দর্শন এবং পুত্র, দারা ও গৃহাদিতে অনাসক্তি অনভিষ্বঙ্গ, ইষ্টানিষ্ট বস্তুর প্রতি সতত সমভাব দর্শন, অনন্য দৃষ্টি দ্বারা আমার প্রতি ভক্তি, মনের আনন্দজনক স্থানে অবস্থিতি, ইতরসংসর্গ পরিত্যাগ, অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞাননিমত্ত মোক্ষের আলোচনা এই সমস্ত জ্ঞান সাধনের উপায় আর ইহার বিপরীতাচরণ অজ্ঞানের কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

হে অর্জ্জুন! এক্ষণে তোমার নিকট জ্ঞেয় বিষয় সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর; উহা অবগত হইলে, মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। সেই অনাদি ব্রহ্ম আমার নির্ব্বিশেষ

রূপ; তিনি সৎ বা অসৎ নহেন। তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ সর্ব্বত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন; তিনি সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয়বিহীন, কিন্তু ইন্দ্রিয়ও তাহার বিষয় সমস্তের প্রকাশক; তিনি সঙ্গরহিত অথচ সকলের আধার স্বরূপ, তিনি গুণহীন কিন্তু সকল গুণভোক্তা; তিনি চরাচর সমস্ত ভূতের অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সূক্ষ্মত্ব হেতুক অবিজ্ঞেয়, দূরস্থ হইয়াও নিকটস্থ; তিনি সকল ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়াও কার্য্যভেদে বিভিন্ন রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনিই ভূতগণের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা, তিনি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতি ও অজ্ঞানের অতীত; তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞান গম্য, এবং সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। হে কৌন্তেয়! আমি এই তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় সংক্ষেপে কহিলাম। মদ্ভক্ত ব্যক্তিরা এই সমস্ত অবগত হইয়া মদীয় ভাব প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতি এবং পুরুষ এ উভয়কেই অনাদি জানিবে; ও দেহও ইন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সুখদুঃখাদি গুণ সমুদয় প্রকৃতি সম্ভূত; পুরুষ প্রকৃতিস্থ থাকিয়া প্রকৃতিসম্ভূত গুণ সমস্ত ভোগ করিয়া থাকেন। শরীর ও ইন্দ্রিয় সমস্তের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতি এবং সুখদুঃখ ভোগ বিষয়ে পুরুষই কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্ম কারি ইন্দ্রিয়সংসর্গই দেব, তির্য্যক্‌প্রভৃতি সৎ ও অসৎ জন্মের কারণ। তিনি দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহা হইতে পৃথক্ থাকেন না। সেই পরম পুরুষ উপদেষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা এবং ভোক্তা। তিনিই মহেশ্বর পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। যিনি এই প্রকারে প্রকৃতিও পুরুষকে অবগত হইয়া-

ছেন, শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিলেও তাঁহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কেহ ধ্যান ও মন দ্বারা দেহমধ্যে আত্মাকে দেখেন, কেহ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য পর্য্যালোচনা করিয়া যোগ দ্বারা তাঁহাকে দেখেন, কেহ কর্ম্মযোগ দ্বারা তাঁহাকে দেখেন; কেহ আচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করত তদনুসারে তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলেই মৃত্যুকে জয় করত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে ভারত! স্থাবরজঙ্গম যে কোন বস্তুর উৎপত্তি হয়, সেই সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ বশতঃ অবিবেক দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যিনি স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে অবলোকন করেন, এবং সেই সমস্ত স্থাবরজঙ্গম বিনষ্ট হইলেও তাঁহাকে অবিনশ্বর দর্শন করেন, তিনিই পরমার্থদর্শী। যিনি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া অবিদ্যা দ্বারা আত্মাকে হিংসা না করেন; তিনিই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। প্রকৃতিই সকল কার্য্য সম্পাদন করেন, আত্মা স্বয়ং কোন কার্য্য করেন না, যিনি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই সম্যক্‌দর্শী। যখন লোক সকল একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত ভূত সকলের ভিন্নভাব সন্দর্শন করে, তখন সেই প্রকৃতি হইতেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। এই সনাতন পরমাত্মা দেহে অবস্থিতি করিলেও অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব প্রযুক্ত কোন প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না ও কদাচ কোন প্রকার কর্ম্মফলেও লিপ্ত হন না। যেরূপ আকাশ সমুদায় পদার্থে অবস্থিতি করিলেও কোন পদার্থে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থিত থাকিলেও দৈহিক গুণ দোষে লিপ্ত হন না। হে ভারত! যেরূপ একমাত্র দিবাকর এই অসীম বিশ্বকে সুপ্রকাশিত করেন, সেইরূপ একমাত্র পরমাত্মা সমস্তকেই প্রকাশিত

করেন। যাঁহারা বিবেকরূপ জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ ও ভৌতিক প্রকৃতি হইতে মোক্ষোপায় অবগত হন, তাঁহারই পরম্পদ লাভ করিতে পারেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুনিগণ যাহাকে পরিজ্ঞাত হইয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জ্ঞানোপদেশ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এবং এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া লোকে আমার স্বরূপ লাভ করত সৃষ্টিকালেও জন্ম গ্রহণ করে না এবং তাহাকে প্রলয়কালেও ব্যথিত হইতে হয় না। হে ভারত! আমার মহৎপ্রকৃতিই নিখিল জীবের গর্ব্ভাধান স্থান; তাহা হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! সর্ব্বপ্রকার যোনি হইতে যে সমস্ত মূর্ত্তি সমুদ্ভূত হয়, আমি তাহাদিগের পিতাস্বরূপে সেই সমস্ত যোনিতে বীজপ্রদান করিয়া থাকি। প্রকৃতি সমুদ্ভূত সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় জীবকে সুখ দুঃখাদিতে আবদ্ধ করে, তাহার মধ্যে নির্ম্মলত্বপ্রযুক্ত সত্ত্বগুণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক। উহার প্রভাবেই দেহীরা আপনাকে সুখী ও জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া বোধ করে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; উহা দেহীদিগকে কর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; উহা দেহীদিগকে মোহ আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সত্ত্বগুণ জীব সকলকে সুখী, রজোগুণ কর্ম্মাসক্ত ও তমো-

গুণ জ্ঞান বিনষ্ট করিয়া প্রমাদের বশীভূত করে। সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে এবং তমোগুণ রজ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে। যখন সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়, তখন সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞান প্রকাশিত হয়; রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে, লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, স্পৃহা এবং অশান্তি জন্মিয়া থাকে; তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে, বিবেকহীনতা, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয়। সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ দেহ ত্যাগ করে, সে হিরণ্যগর্ব্ভোপাসকদিগের সমুজ্জ্বল লোক সকল প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে, যদি কেহ দেহত্যাগ করে সে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম সকলে আসক্ত হয়; এবং যদি কেহ তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়, সে পশ্বাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল অতিনির্ম্মল সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ ও তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞানতা। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ, এবং তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানতা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক লোক ঊর্দ্ধে ও রাজসিক লোক মধ্যে অবস্থিতি করেন, এবং জঘন্য গুণসদ্ভূত ভ্রমমোহের বশীভূত তামসিক লোক সকল অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। মানবগণ বিবেক প্রভৃতি গুণ সকলকে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া দর্শন করিলেও গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত হইলে, মদীয়ভাব ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। দেহীরা এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করত জন্ম, মৃত্যু ও জরা হইতে পরিত্রাণ লাভ করত মুক্ত হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! মনুষ্য কোন্ চিহ্ন ও আচার দ্বারা এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করিতে পারে?

বাসুদেব কহিলেন, হে পাণ্ডব! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও

মোহ প্রবৃত্ত হইলে, দ্বেষ এবং ঐ সকল নিবৃত্ত হইলে, আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি উদাসীনবৎ আসীন হইয়া সুখ-দুঃখাদি গুণকার্য্য দ্বারা বিচলিত হন না; বরং গুণ সকল স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ বিবেচনা করত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করেন; যিনি সুখ দুঃখে সমজ্ঞানী, আত্মনিষ্ঠ, ধীমান, এবং যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সম দৃষ্টিতে দর্শন করেন, যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই এক প্রকার, যিনি আত্মনিন্দা, আত্মপ্রশংসা, মান, অপমান এবং শত্রু ও মিত্র তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগী, তিনিই গুণাতীত। যিনি সাতিশয় ভক্তির সহিত আমার সেবা করেন, তিনিই ঐ সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন। হে পার্থ! আমি ব্রহ্ম, নিত্য, মোক্ষ, সনাতন ধর্ম্ম ও অখণ্ড সুখের আস্পদ।

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! সংসাররূপ এক অক্ষয় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; ঊর্দ্ধে উহার মূল এবং অধোভাগে উহার শাখা। বেদ সকল উহার পত্র, যিনি এই অশ্বত্থ বৃক্ষের বিষয় বিদিত হইয়াছেন, তিনিই বেদবেত্তা। ঐ বৃক্ষের শাখা অধঃ এবং ঊর্দ্ধভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে; উহা সত্ত্বাদি গুণ সকল দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও রূপ,রস প্রভৃতি বিষয়দ্বারা পল্লবিত হইয়া থাকে। ঐ বৃক্ষের কর্ম্মানুবন্ধী মূল সকল অধঃ প্রদেশে মনুষ্যলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। এই বৃক্ষের রূপ দৃষ্ট হয় না,

ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং কি রূপে ইহা অবস্থিতি করিতেছে তাহাও অবগত হওয়া যায় না। সুদৃঢ় নির্ম্মম রূপ শস্ত্র দ্বারা ঐ বদ্ধমূল অশ্বত্থবৃক্ষ ছেদন করিয়া উহার মুল বস্তু অন্বেষণ করিবে, তাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। যাহা হইতে এই প্রাচীন সংসার প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আমি সেই আদি পুরুষের শরণাপন্ন হই। এই বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। যাঁহারা মান, মোহ ও পুত্রাদির প্রতি আসক্তি, ও সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, নিষ্কাম, অবিদ্যাশূন্য মহাত্মাগণ অব্যয় পদ লাভ করিয়া থাকেন। সূর্য্য,চন্দ্র ও পাবক যাহাকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন না; যাহা প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না; তাহাই আমার পরম ধাম। এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ; ইনি প্রকৃতিস্থ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন। যেরূপ সমীরণ কুসুম প্রভৃতি হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে,সেইরূপ যখন জীব শরীর পরিগ্রহ ও শরীর ত্যাগ করেন, তখন পূর্ব্ব শরীর হইতে ইন্দ্রিয় সমস্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জীব শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয় সমস্ত উপভোগ করেন। বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিরা দেহান্তরগামী দেহাবস্থিত অথবা বিষয় ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবকে কদাচ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানচক্ষু মহাত্মারা জ্ঞানপ্রভাবেই উহা অবলোকন করিয়া থাকেন। যোগী ব্যক্তিরা প্রযত্ন সহকারে দেহস্থিত জীবকে দর্শন করেন। কিন্তু অকৃতাত্মা ব্যক্তিরা যত্ন করিলেও তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। সূর্য্য, চন্দ্র ও পাবক আমারই তেজে তেজস্বী হইয়া সকল ভুবন প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি ওজঃপ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূতগণকে ধারণ

ও রসাত্মক সোমরূপে ওষধি সমস্তের পুষ্টি সাধন করিতেছি। আমি জঠরাগ্নি স্বরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পাক্ করিতেছি।

আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছি; আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞান এ উভয়ের অভাব জন্মিয়া থাকে। আমি বেদচতুষ্টয় দ্বারা বিদিত হই, এবং আমি বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবেত্তা। ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ আছে; তাহার মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর ও কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। ইহা ভিন্ন অন্য আর একটী উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহার নাম পরমাত্মা, তিনি এই লোকত্রয় মধ্যে প্রবেশ করত সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন, তিনিই অব্যয় ঈশ্বর। আমি ক্ষর ও অক্ষর এই দুই প্রকার পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট, এই নিমিত্ত বেদে এবং লোকে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি মোহশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হন; তিনিই সর্ব্ববিৎ, তিনিই আমাকে সর্ব্বপ্রকারে ভজনা করিয়া থাকেন। হে পার্থ! আমি তোমার নিকট এই পরম গুহ্য শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম; ইহা বিদিত হইলে, লোক বুদ্ধিমান্ ও কৃতকার্য্য হয়।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

—০:০—

বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যাহারা দৈবসম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান-পরিনিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অখলতা, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা এই ষড়বিংশতি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা আসুর সম্পাদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়। দৈব সম্পদ্ মোক্ষের ও আসুর সম্পাদ্ বন্ধের কারণ। হে অর্জ্জুন! তুমি দৈব সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অতএব শোক পরিত্যাগ কর।

ইহলোকে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার ভূত সৃষ্ট হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! তোমার নিকট দৈব লোকের বিষয় বিস্তারিতরূপে কহিয়াছি; এক্ষণে আসুরদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আসুরস্বভাব লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহেন। তাহারা শৌচ, আচার ও সত্য বিবর্জ্জিত। তাহারা জগৎকে অসত্য, স্বাভাবিক, ঈশ্বরশূন্য, স্ত্রী পুরুষসমুৎপন্ন ও কামহেতুক বলিয়া থাকে। সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া মলিনচিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া জগৎক্ষয়ের নিমিত্ত সম্ভূত হয়। দম্ভ, অভিমান, মদ ও অপবিত্র মদ্য-মাংসাদিতে অনুরক্ত হইয়া মোহবশতঃ আমি এই দেবতার আরাধনা করিয়া প্রচুর অর্থসংগ্রহ করিব, এইরূপ চিন্তায়

আসক্ত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। এবং কাম ভোগকে পরম পুরুষার্থসাধন জ্ঞান করিয়া আমরণ অপরিসীম চিন্তায় আক্রান্ত ও বহুবিধ আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কামাভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে। আমি অদ্য ইহা লাভ করিলাম, পরে এই মনোরথ লাভ হইবে, আমার এই ধন আছে, পরে এই অর্থ হইবে, আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি; এবং পরে অপর শত্রুকে বিনষ্ট করিব, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগবান্, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনশালী, আমি কুলীন, আমার সদৃশ আর কেহই নাই, আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, দান করিব, আমোদ করিব, এই প্রকার অজ্ঞানবিমোহিত বহুবিধ চিত্তবিকার ও মোহাচ্ছন্ন এবং কামভোগে আসক্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হয়। তাহারা স্বয়ং পূজিত, অনম্র ধনমদান্বিত এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসূয়াপরবশ হইয়া দম্ভসহকারে অবিধি পূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। আমি সেই সমস্ত বিদ্বেষী ক্রূরস্বভাব নরাধমদিগকে নিরন্তর সংসারে আসুর যোনিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! সেই সমস্ত মূঢ়জনেরা আসুর যোনিপ্রাপ্ত হইয়া আমারে লাভ করিতে পারেনা, সুতরাং তাহারা অধম গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী নরকের দ্বার; উহা দ্বারাই আত্মবিনাশ ঘটিয়া থাকে; অতএব যত্ন পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মানবগণ এই ত্রিবিধ দ্বার হইতে মুক্ত হইতে পারিলে, আত্মকল্যাণ লাভ করত পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করত স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সুখ ও পরমগতি লাভ

বা সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কার্য্যাকার্য্য অবধারণ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ; অতএব তুমি শাস্ত্রবিধান পরিজ্ঞাত হইয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক কি তামসিক?

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! দেহীদিগের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তিন প্রকার; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বগুণের অনুরূপ; এই সমস্ত পুরুষও সত্ত্বময়; ইহার মধ্যে পূর্ব্বে যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, পরেও সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্ হইবেন। সাত্ত্বিকলোক দেবগণের, রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রক্ষগণের তামসিক লোক ভূত ও প্রেতগণের যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যে সকল তপোধনগণ দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বল বিশিষ্ট হইয়া শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লেশিত করত অশাস্ত্রীয় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আমারেই ক্লেশিত করে; তাহারা ক্রূরস্বভাব।

হে অর্জ্জুন! সকলের আহার তিন প্রকার, যজ্ঞ তিন প্রকার, তপস্যা তিন প্রকার ও দানও তিন প্রকার; এক্ষণে ঐ সমস্তের প্রভেদ কহিতেছি, শ্রবণ কর। জীবন, আরোগ্য, উৎসাহবল, রুচিবর্দ্ধন, রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী মনোহর আহার সাত্ত্বিকদিগের পরম প্রীতিপ্রদ; অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ ও অতিদাহী এইরূপ

রোগ শোকপ্রদ আহার রাজসিকদিগের প্রিয়; যাহা প্রস্তুত হইবার পরে এক প্রহর কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, এবং গত রস, পূতিগন্ধি, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র ইহাই তামসদিগের প্রিয় ভোজন।

হে ধনঞ্জয়! ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত হইয়া মনের একাগ্রতা-সহকারে বিধিপূর্ব্বক যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলাভিসন্ধান পূর্ব্বক দম্ভের নিমিত্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাক্ষস যজ্ঞ। যাহা শাস্ত্রোক্ত বিধান দ্বারা সম্পন্ন না হয়, এবং অন্ন, মন্ত্রদান, দক্ষিণা ও শ্রদ্ধা বিহীন যজ্ঞ তামসিক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, তপস্যা, অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতজনক বাক্য, এবং বেদাভ্যাস এই সকল বাচনিক তপ; মনের পবিত্রতা, অক্রূরতা,মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি এই সমস্ত মানসিক তপ; আর ফলকামনা পরিহার পূর্ব্বক সাতিশয় শ্রদ্ধা-সহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয়,তাহাই সাত্ত্বিক।সৎকার,মান, পূজালাভ ও দম্ভ প্রকাশার্থ অনুষ্ঠিত তপ রাজসিক;এই তসপ্যা অনিয়ত ও ক্ষণিক এবং যে তপস্যা আত্মপীড়া জনক অন্যের উৎসাদনার্থ যে অনুষ্ঠিত হয় তাহাই তামসিক।

কেবল দেয় জ্ঞানে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া অনুপকারী ব্যক্তির প্রতি যে দান তাহাই সাত্ত্বিক; প্রত্যুপকার বা স্বর্গাদির উদ্দেশে ক্লেশ সহকারে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক; অনুপযুক্ত স্থানে অনুপযুক্ত কালে অনুপযুক্ত পাত্রে সৎকাররহিত তিরস্কারের সহিত যে দান তাহাই তামসিক।

ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম; এই ত্রিবিধ নাম

দ্বারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপ ওঁকার পূর্ব্বক উদাহৃত হইয়া থাকে। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ফলপ্রত্যাশারহিত হইয়া বিবিধ যজ্ঞ, তপ, দান ও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অস্তিত্ব, সাধুত্ব, মঙ্গলকর্ম্ম, যজ্ঞ, তপ ও দানে এবং পরমেশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অশ্রদ্ধা সহকৃত হোম, দান, তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্ম অসৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; সেই সমস্ত ইহলোকে বা পরলোকে ফলোপধায়ক হয় না।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি তোমার নিকট সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব স্বতন্ত্র রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, এক্ষণে উহা কীর্ত্তন কর।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কবিগণ কাম্য কর্ম্মের পরিত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং ঐ সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ক্রিয়াকলাপকে দোষবৎ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। অপরে কহিয়া থাকেন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কর্ম্ম এই কয়েকটি কার্য্য কোনরূপেই পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে।

হে পার্থ! এক্ষণে তুমি ত্যাগের বিষয় শ্রবণ কর। হে ভরতসত্তম! ত্যাগ ত্রিবিধ; যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে; ইহা বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধির কারণ। হে ভারত! আমার মতে আসক্তি ও ফল পরি-

ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। নিত্য-কর্ম্মের ত্যাগ কদাচ বিধেয় নহে। মোহপ্রযুক্ত নিত্যকর্ম্মের ত্যাগকে তামস বলা যায় আর নিতান্ত দুঃখজনক বলিয়া শারীরিক ক্লেশ ও ভয় প্রযুক্ত যে কর্ম্ম পরিত্যাগ, তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। রাজস ত্যাগী ব্যক্তি কখন ত্যাগ ফল লাভে সমর্থ হয় না। আসক্তি ও ফল প্রত্যাশা রহিত হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যে কার্য্যানুষ্ঠান, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণযুক্ত, মেধাবী ও অসন্দিগ্ধচিত্ত ত্যাগশীল ব্যক্তি দুঃখজনক বিষয়ে দ্বেষ ও সুখ-জনক বিষয়ে রাগ প্রদর্শন করেন না। দেহী কদাচ নিঃশেষে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। হে পার্থ! যিনি কর্ম্ম ফল ত্যাগী তাঁহাকেই প্রকৃতত্যাগী বলা যাইতে পারে। ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট কর্ম্মের এই ত্রিবিধ ফল; যাঁহারা ত্যাগী নহেন, তাঁহারা পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ সমস্ত ফল লাভ করেন; কিন্তু সন্ন্যাসীরা কদাচ উহা লাভ করিতে পারেন না। হে অর্জ্জুন! কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত তত্ত্বনির্ণায়ক সাঙ্খ্য শাস্ত্রে শরীর, কর্ত্তা, পৃথক্ বিধ করণ, বিবিধ পৃথক্ চেষ্টা ও দৈব এই পাঁচ প্রকার কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ন্যায্য বা অন্যা-য্যই হউক, নরগণ কায়মনোবাক্যে যে সকল কার্য্যের অনু-ষ্ঠান করে, এই পাঁচটিই তাহার কারণ; এইরূপ নিশ্চিত হইলে, অমার্জ্জিত বুদ্ধিবশতঃ কেবল উপাধিশূন্য আত্মার কতৃত্ব দর্শন করে। তাহাকে কখন সাধুদর্শী বলা যায় না। যাঁহার মনে অহঙ্কার ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে লিপ্ত হয় না, তিনি এই লোক সমুদয় হনন করিয়াও হনন করেন না, এবং তাঁহাকে প্রাণিবধজনিত ফলভোগও করিতে হয় না। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা কর্ম্মপ্রবৃত্তির এই ত্রিবিধ হেতু, এবং করণ কর্ম্ম, ও কর্ত্তা ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া থাকে। জ্ঞান, কর্ম্ম

ও কর্ত্তা প্রত্যেকে সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতমধ্যে একমাত্র অব্যয়ভাব অবলোকন করেন, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান; যে জ্ঞান দ্বারা বিভিন্ন পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহা রাজসিক জ্ঞান, এবং প্রতিমাদিতে ঈশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন, এইরূপ অবাস্তবিক জ্ঞান তামসিক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কামনারহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত নিত্য কর্ম্ম সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কামনাযুক্ত ও অহঙ্কৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক বহুযত্নে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই রাজসিক; এবং ভাবি শুভাশুভ অর্থ ক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান তাহাই তামসিক।

সঙ্গরহিত, নিরহঙ্কারী, ধৈর্য্য ও উৎসাহসম্পন্ন, সিদ্ধাসিদ্ধ বিষয়ে বিকার রহিত কর্ত্তাই সাত্ত্বিক, অনুরাগী, কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষী, লোভাসক্ত হিংস্র, অপবিত্র হর্ষ ও শোকযুক্ত কর্ত্তাই রাজসিক এবং অনুপযুক্ত বিবেকবিহীন উগ্রস্বভাব শঠ, অলস, বিষণ্ণচিত্ত ও দীর্ঘসূত্র কর্ত্তাই তামসিক।

হে পার্থ! গুণভেদে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; আমি উহা পৃথক্ পৃথক্ রূপে সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ এই সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা সাত্তিকী; আর যদ্দারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কার্য্য ও অকার্য্য বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় না তাহা রাজসী এবং যে বুদ্ধি অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও সমুদায় পদার্থকে বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে তাহা তামসী।

যে ধৃতি যোগাভ্যাস নিবন্ধন বিষয়ান্তর ধারণ না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় কার্য্য সমস্ত ধারণ করে, তাহা সাত্ত্বিকী; যে ধৃতি প্রসঙ্গাধীন ফলপ্রত্যাশায় ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা রাজসিকী; আর যে সমস্ত দুর্ব্বুদ্ধিগণ যাহার প্রভাবে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, তাহাই তামসিক ধৈর্য্য।

হে ভরতর্ষভ! যে সুখে অভ্যাস বশতঃ অনুরক্ত হইতে হয়, এবং যাহা লাভ করিলে সর্ব্ব প্রকার দুঃখের শান্তি হয়; এক্ষণে সেই ত্রিবিধ সুখের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা অগ্রে বিষ ও পরিণামে অমৃতোপম, যাহা দ্বারা আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহা সাত্ত্বিক সুখ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা যাহা অগ্রে অমৃত এবং পরিণামে বিষময় বলিয়া বোধ হয়, তাহা রাজস সুখ; যাহা অগ্রে ও পরিণামে আত্মার মোহ উৎপাদন করে; যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহা তামসিক সুখ; পৃথিবীস্থ জীবগণমধ্যে ও স্বর্গে দেবগণ মধ্যে কাহাকেও এই স্বাভাবিক গুণত্রয় বিহীন দেখা যায় না। এই স্বভাব সম্ভূত গুণত্রয় দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম সকল বিভক্ত হইয়াছে। শম, দম, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণের এই একটি স্বভাবিক ধর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ও ঈশ্বরভাব ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য এই কয়েকটী বৈশ্যের স্বাভাবিক কার্য্য। একমাত্র দ্বিজসেবাই শূদ্রদিগের কার্য্য। নরগণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! এক্ষণে স্ব কর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিরা যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। যাঁহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে; যিনি এই

বিশ্ব সংসারে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন; মানবগণ স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কারণ স্বভাব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। হে কৌন্তেয়! যেরূপ অনল ধূমদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ কর্ম্ম সকল দোষ দ্বারা আবৃত আছে; অতএব স্বাভাবিক কার্য্য দোষযুক্ত হইলেও উহা পরিত্যাগ করা কদাচ উচিত নহে। অনাসক্ত. জিতেন্দ্রিয়, স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম নিবৃত্তিরূপ সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, হে অর্জ্জুন! সিদ্ধ ব্যক্তিরা যাহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, এক্ষণে তোমার নিকট সেই বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ বিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিবে; শব্দাদি বিষয়ে ভোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ রহিত হইবে; বাক্য, কায় ও মনোবৃত্তি সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক লঘু আহার ও নির্জ্জনে বাস করিবে, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করত মমতাশূন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবে; যিনি এইরূপ অনুষ্ঠান করেন, তিনি ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন; তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হন না। তিনি সকল জীবকে সমভাবে দৃষ্টি করেন এবং আমার প্রতিও তাঁহার দৃঢ়ভক্তি জন্মে। তিনি স্বীয় ভক্তি প্রভাবে আমার স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপিত্ব অবগত হইয়া পরিশেষে আমাতেই প্রবিষ্ট হন। মানবগণ আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করত আমারই কৃপাবলে শাশ্বত পরম পদ লাভ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! তুমি মনোবৃত্তি দ্বারা কর্ম্ম সমস্ত আমাতে সমর্পণ করত মৎপরায়ণ হও, এবং বুদ্ধি যোগ

অবলম্বন পূর্ব্বক সতত আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর; তাহা হইলে তুমি আমার অনুগ্রহে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে। আর যদি তুমি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে বিনষ্ট হইবে। যদি তুমি অহঙ্কার নিবন্ধন করিব না এইরূপ মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে। কারণ, প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে। তুমি মোহের বশবর্ত্তী হইয়া এক্ষণে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, ক্ষত্রধর্ম্মের বশীভূত হইয়া তাহা তোমাকে অবশ্যই করিতে হইবে। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর ভূতগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করত মায়াবলে ইহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। তুমি সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার শরণাপন্ন হও; তাঁহার প্রসাদে তুমি পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

হে অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট গুহ্য হইতেও গুহ্যতর জ্ঞানের বিষয় সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ইহা সম্যক্ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যাহা অভিলাষ হয় তাহার অনুষ্ঠান কর। তুমি আমার সাতিশয় প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমাকে পরম গুহ্য হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ ও মদ্ভক্ত হইয়া আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং আমাকে নমস্কার কর। আমি অঙ্গীকার করিতেছি তুমি অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিহার পূর্ব্বক আমারই শরণাগত হও; আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। আমি তোমাকে যে সমস্ত উপাসনা উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠান হীন, ভক্তি বিহীন ও শুশ্রূষানিরত ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ আমার প্রতি অসূয়াপরবশ ব্যক্তিকে কদাচ শ্রবণ করাইবে না; যে ব্যক্তি

ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমাকে লাভ করিতে পারিবেন। ইহলোকে তাঁহা অপেক্ষা আর কেহই আমার প্রিয়তর হইবে না; যে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মসঙ্গত সংবাদ শ্রবণ করিবে, তাহার জ্ঞান ও যজ্ঞ দ্বারা আমাকেই অর্চ্চনা করা হইবে। যে মানব অসূয়াশূন্য ও পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমার এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদিগের পুণ্যলোক সকল প্রাপ্ত হইবে।

হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া এই যে সংবাদ শ্রবণ করিলে, ইহাতে কি তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হইল?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার সকল মোহ বিনষ্ট হওয়াতে আমি পরম স্মৃতি লাভ করিয়াছি; আমার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে; এক্ষণে তুমি যাহা বলিবে আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি এই প্রকারে মহাত্মা বাসুদেব ও পার্থের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ কথোপকথন সমস্ত শ্রবণ করিলাম। ব্যাসদেবের প্রসাদে যোগেশ্বর কৃষ্ণের মুখে এই পরম গুহ্য যোগ শ্রবণ করিয়াছি এবং এই পরম পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়া বারম্বার সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি বাসুদেবের সেই অলৌকিক রূপ স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহু বিস্ময় ও হর্ষসাগরে ভাসমান হইতেছি; এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে বাসুদেব ও ধনুর্দ্ধর পার্থ অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাদিগেরই রাজ্যলক্ষ্মী, অভ্যুদয় ও নীতি লাভ হইবে।

ভগবদ্গীতা পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

ভীষ্মবধ প্রকরণ।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অর্জ্জুনকে বাণ ও গাণ্ডীবধারী দেখিয়া মহারথগণ পুনর্ব্বার মহানাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এবং যে সমস্ত বীর তাঁহাদের অনুযায়ী, তাঁহারাও সাগরসম্ভূত শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং ভেরী, পেশী, ক্রকচ ও গোশৃঙ্গসমূহ সহসা শব্দায়মান হইল; তাহাতে সেই শব্দ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। হে জনেশ্বর! অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, দর্শনাভিলাষী হইয়া সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। মহাভাগ্যশালী ঋষি সকলও একত্রিত হইয়া ইন্দ্রদেবকে অগ্রে লইয়া সেই মহাহত্যাকাণ্ড দর্শনজন্য তথায় সমাগত হইলেন।

তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উভয় পক্ষীয় সেনাকে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত ও মুহুর্মুহু প্রচলিত দর্শন করিয়া কবচ বিমোচন ও আয়ুধবর নিক্ষেপপূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া পিতামহের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করত বাগ্‌যত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া রিপুবাহিনীর প্রতিপূর্ব্বাভিমুখে পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। কুন্তীতনয় অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠিরকে গমন করিতে দেখিয়া, অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার

পশ্চাদ্গামী হইলেন। হে রাজন্! বাসুদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভূপতিগণ ও উৎসুক হইয়া রাজার অনুগামী হইলেন। পরে ধনঞ্জয় রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! এ কি করিতেছেন! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুসৈন্যের অভিমুখে পদব্রজেই গমন করিতেছেন? ভীমসেন কহিলেন, হে পার্থিব! আপনি কবচ ও আয়ুধ সকল নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে অগ্রে করিয়া সমরোদ্যত রিপুসৈন্যের দিকে কোথায় যাইতেছেন? নকুল কহিলেন, হে ভারত! আপনি আমাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা, আপনার এরূপ গমনে আমার হৃদয় ভয়ে অবিভূত হইতেছে; বলুন, কোন্ স্থানে যাইবেন? সহদেব কহিলেন, হে জনাধিপ! এই মহাভয়ানক যুদ্ধযাত্রাকালে রিপুদিগের অভিমুখে কোথায় যাইতেছেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে কৌরব! বাগ্যত যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়াও উত্তর না করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণ অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলকে সহাস্য বদনে কহিলেন, হেপাণ্ডবগণ! আমি ইহাঁর অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। ইনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্য প্রভৃতি গুরুজন সমূহের আদেশ গ্রহণ করিয়া শত্রুদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবেন। আমার পুরাকল্পে শ্রুত আছে, এবং বিবেচনাও হইতেছে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে গুরু, বৃদ্ধ ও বান্ধবদিগের আদেশক্রমে মহত্তর ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই জয়লাভ করে।

বাসুদেব কৌরবগণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কহিবামাত্র ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যমধ্যে হাহাকার উচ্চশব্দ উত্থিত হইল; ইহাতে অন্যান্য অনেকেই নিঃশব্দ হইল। ধৃতরাষ্ট্রের নিষ্ঠুর সৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল। এই কুল-

পাংশুল যুধিষ্ঠির ভীত হইয়া ভীষ্মের নিকট আগমন করিতেছে। এই নৃপ ভ্রাতৃবর্গের সহিত শরণার্থী হইয়াছে; পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব সহায় থাকিতে কি জন্য ভীত হইয়া আসিতেছে। এই যুধিষ্ঠির যখন সমর জন্য ভয়াক্রান্ত হইয়াছে, তখন জগদ্বিখ্যাত এই যুধিষ্ঠির কখনই ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব নহে।

অনন্তর সৈন্যগণ হৃষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ কৌরবদিগকে প্রশংসাবাদ এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে উত্তরীয় বসন কম্পিত করিতে লাগিল। হে নরপাল! তদনন্তর যোদ্ধৃগণ কেশব ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত যুধিষ্ঠিরকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। হে নরনাথ! অনন্তর কুরুসৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার করিয়া স্তব্ধ হইল; যেহেতু এই যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে কি বলিবেন, ভীষ্ম কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন, সমরশ্লাঘী ভীম, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনই বা কি কহিবেন, এবং যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যই বা কি, এই বিষয়ে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মনে আশঙ্কা জন্মিল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া শরশক্তিশঙ্কুল অরিসৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সমরার্থী ভীষ্মসমীপে শীঘ্রই গমন করিলেন এবং করদ্বয় দ্বারা চরণযুগল ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ব! আমার নিবেদন এই যে, আপনার সহিত যে যুদ্ধ করিব তাহাতে আমায় আদেশ এবং আশীর্ব্বাদ করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! তুমি আমার নিকট অনুমতি গ্রহণ না করিলে, আমি তোমার পরাভব জন্য অভিশাপ প্রদান করিতাম। হে বৎস! এক্ষণে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম; তুমি যুদ্ধে জয় লাভ কর; তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। তুমি আমার নিকট কিরূপ বরার্থী তাহা প্রকাশ কর; এরূপ হইলে, তোমার পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। হে রাজন্! পুরুষ অর্থের অধীন, কিন্তু অর্থ কাহারও অধীন নহে।

ইহাই সত্য; আমি অর্থ দ্বারাই কৌরবসমীপে আবদ্ধ আছি; অতএব তোমার নিকট কাপুরুষের ন্যায় কহিতেছি যে, "আমি অর্থের বশীভূত হইয়া কৌরবদিগের ভৃতিভুক্ হইয়াছি; তুমি সমরব্যতীত অন্য কি অভিলাষ কর, ব্যক্ত করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ! আপনি সর্ব্বদা আমার হিতার্থী হইয়া মন্ত্রণা ও কৌরবদিগের জন্য যুদ্ধ করুন, আমার এই প্রার্থনা।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! আমি পর পক্ষের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া, তোমার কি সাহায্য করিব। যুদ্ধ ব্যতীত যাহা অভিরুচি হয়, প্রকাশ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি সমরে অপরাজেয়, অতএব যুদ্ধে আপনার নিকট কিরূপে জয়ী হইব? তদ্বিষয়ে হিতকর ও শ্রেয় পরামর্শ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুন্তীতনয়! আমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, কেহই পরাজয় করিতে পারে না। সাক্ষাৎ ইন্দ্রদেবও আমাকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনাকে প্রণাম করি, ঐ নিমিত্তই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি সমরে কিরূপে শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হইবেন? তাহার উপায় বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎস! সংগ্রামে কাহারেও আমার জেতা দেখিতেছি না; এবং সম্প্রতি আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নাই; অতএব তুমি পুনর্ব্বার অন্য সময়ে আমার নিকট উপস্থিত হইও।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কৌরব! অনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের সেই বাক্য শিরোধারণ করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহাকে

প্রণাম পূর্ব্বক, ভ্রাতৃবর্গের সহিত সৈন্যগণের সমক্ষে পুনরায় দ্রোণাচার্য্যের রথাভিমুখে গমন করিলেন। সেই দুর্দ্ধর্ষ মহারাজ দ্রোণসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, ন্যায়ানুসারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার আদেশ ব্যতীত কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি?

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যদি যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার সমীপে আগমন না করিতেন, তাহা হইলে পরাভব জন্য আপনাকে শাপ প্রদান করিতাম; অতএব হে যুধিষ্ঠির! আপনা কর্ত্তৃক আমি পূজিত হইয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি; আদেশ করিতেছি, আপনি যুদ্ধে জয় লাভ করুন। আপনার অভিলাষ পূর্ণ হউক। বলুন, যুদ্ধ ব্যতীত আপনি কি অভিলাষ করেন? অর্থ কখনই কাহার অধীন হয় না, কিন্তু সকলেই অর্থাধীন, ইহা সত্য। হে মহারাজ! আমি কৌরবগণ কর্ত্তৃক অর্থ দ্বারা বদ্ধ হইয়াছি; সেই জন্য কাপুরুষ তুল্য কহিতেছি যে, আপনি যুদ্ধ ব্যতীত কি ইচ্ছা করেন? বলুন, আমি কৌরবদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিব; তোমার পক্ষে যুদ্ধ করিতে পারিব না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করুন এবং আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার যুদ্ধে জয়লাভ ও মঙ্গল হয়।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে রাজন্! কৃষ্ণ যখন আপনার মন্ত্রী, তখন আপনার জয়লাভের সন্দেহ নাই। আমিও বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি যে, আপনি রণস্থলে বিপক্ষঘাতী হইবেন। হে কুন্তীনন্দন! যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই হরি, যেখানে হরি, সেইখানেই জয়; অতএব আপনি যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হউন।

এক্ষণে আপনার যদি কিছু অন্য জিজ্ঞাস্য থাকে, বলুন, আমি তাহা বলিতেছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার জিজ্ঞাস্য শ্রবণ করুন। আপনি অপরাজেয়; অতএব আপনাকে রণস্থলে কিরূপে পরাজয় করিব?

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! আমি যখন সমরস্থলে যুদ্ধ করিব, তখন তোমার জয়লাভ হইবে না; অতএব তুমি ভ্রাতৃবর্গের সহিত একত্রিত হইয়া সত্বর আমারে বিনষ্ট করিতে যত্নবান্ হও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে আচার্য্য! প্রণাম করিতেছি, আমার প্রতি কৃপা করিয়া আপনার সংহারোপায় বলুন।

দ্রোণ কহিলেন, হে তাত! আমি ক্রোধভরে শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে, কেহই আমারে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু আমি রণস্থলে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচেতনের ন্যায় অবস্থিত হইলে, আমায় সংহার করিলেই নিহত হইব। আমি সত্য কহিতেছি যে, সত্যবাদীর অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিলেই অস্ত্র ত্যাগ করিব।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যকে সম্মানিত করিয়া, কৃপসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আজ্ঞা করুন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপক্ষগণকে পরাজয় করি।

কৃপ কহিলেন, হে নৃপ! যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার অনুজ্ঞা ব্যতীত যদি সমরে প্রবৃত্ত হইতে, তাহা হইলে; আমি তোমার পরাজয়ের জন্য শাপ প্রদান করিতাম। হে রাজন্! ইহাই সত্য যে, পুরুষ অর্থের অধীন, কিন্তু অর্থ

কাহারও অধীন নয়; আমি অর্থ দ্বারা কৌরবদিগের বশীভূত; অতএব তৎপক্ষেই যুদ্ধ করিতে হইবে। বল, যুদ্ধ ব্যতীত তোমার আর কি প্রার্থনীয়?

অনন্তর যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে আচার্য্য! আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন, এই বলিয়াই হতচেতন হইলেন।

কৃপাচার্য্য মহারাজের মনোগত ভাব অবগত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি অবধ্য তোমার আগমনে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম; আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি যুদ্ধে জয়লাভ কর, ইহা যথার্থ কহিলাম।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃপবাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার সম্মাননা করিয়া মদ্ররাজ শল্য সন্নিধানে উপনীত হইলেন, এবং তাঁহারে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, মাতুল! আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি; আজ্ঞা করুন, সমরে বিপক্ষগণকে পরাজয় করি।

শল্য কহিলেন, হে রাজন্! তুমি যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া আমারে অনাদর পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তোমারে পরাভবের জন্য শাপ প্রদান করিতাম। এক্ষণে আমি তোমা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া পরম সন্তোষ সহকারে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি পূর্ণকাম হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ কর। সম্প্রতি আর কি বাসনা? হে রাজেন্দ্র! পুরুষ অর্থের অধীন, কিন্তু অর্থ কাহারও অধীন নয়, ইহা সত্য। আমি অর্থ দ্বারা কৌরবদিগের বশতাপন্ন; অতএব তাহাদের পক্ষেই যুদ্ধ করিতে হইবে। তুমি যুদ্ধ ভিন্ন যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমার হিতসাধনের মন্ত্রণা ও কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

শল্য কহিলেন, হে ভগিনীসুত! আমি কৌরবগণের

নিকট অর্থ দ্বারা বশীভূত হইয়াছি, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষেই যথাবিধি যুদ্ধ করিব, সেই যুদ্ধে তোমার কি উপকার করিতে হইবে বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মাতুল! আপনি যুদ্ধসময়ে সূতপুত্র কর্ণের তেজ হ্রাস করেন, এই আমার প্রার্থনা।

শল্য কহিলেন, হে কুন্তীপুত্র! তোমার এই মনোরথ পূর্ণ হইবে। তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, অবশ্যই জয়ী হইবে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে শল্যকে সম্মানিত করিয়া ভ্রাতৃবর্গের সহিত সেই মহাভয়ঙ্কর সৈন্য হইতে বহির্গত হইলেন। তখন বাসুদেব কর্ণসমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে কর্ণ! শুনিলাম, তুমি ভীষ্মের সহিত বিদ্বেষবশতঃ সংগ্রাম স্থলে ভীষ্ম বিদ্যমান থাকিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না; অতএব যে পর্য্যন্ত ভীষ্ম নিহত না হন, সে পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ কর। আর যদি তুমি উভয় পক্ষই তুল্য জ্ঞান কর, তবে ভীষ্ম নিহত হইলে পুনরায় দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ তৎপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবে।

কর্ণ কহিলেন, হে কেশব! আমি কখনই দুর্য্যোধনের বিপ্রিয়াচরণ করিতে পারিব না; তাঁহার হিতার্থে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে কাতর নহি। হে ভারত! কৃষ্ণ কর্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির সৈন্যমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যিনি এই রণস্থলে আমাদের হিতসাধনের অভিলাষ করিবেন, আমরা তাঁহারে বরণ করিব। তখন যুযুৎসু তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, হৃষ্টচিত্তে কুন্তীপুত্রকে কহিলেন, হে মহারাজ! যদি আমারে বরণ করেন, তাহা হইলে আমি তোমার পক্ষ হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যুযুৎসু! আইস আইস, বাসুদেব ও আমরা সকলেই তোমাকে বরণ করিতেছি; তুমি আমাদের পক্ষ হইয়া তোমার মূঢ় ভ্রাতৃবর্গের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ও পিণ্ড রক্ষা তোমা দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। হে রাজপুত্র! আমরা অনুমতি করিতেছি, তুমি আমাদের জন্য যুদ্ধ কর। অতি দুর্ব্বুদ্ধি অমর্ষপরায়ণ দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর যুযুৎসু ভ্রাতৃবর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ করাইয়া পাণ্ডববাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির হৃষ্টমনা হইয়া পুনর্ব্বার কনকোজ্জ্বল দীপ্তিশীল কবচ ধারণ করিলেন। তখন অপরাপর যোদ্ধৃবর্গ স্ব স্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার ব্যূহ সুসজ্জিত করিয়া, শত শত দুন্দুভি প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য এবং বিবিধ সিংহনাদ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পার্থিবগণ তখন পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণকে রথস্থ দেখিয়া, পুনর্ব্বার নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ভূপালগণ মান্য ব্যক্তিদিগের মানরক্ষক পাণ্ডবগণের গৌরব দেখিয়া প্রশংসা পূর্ব্বক তাঁহাদের সৌহার্দ্দ, কৃপালুতা ও জ্ঞাতিদিগের প্রতি পরম দয়ার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা পাণ্ডবদিগের স্তুতিবাদ ও সাধুবাদ করিতে লাগিল। ম্লেচ্ছগণ ও আর্য্যগণ সকলই তাঁহাদিগের চরিত্র শ্রবণ বা দর্শন করিয়া গদ্গদ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। পরে মনস্বিগণ হৃষ্টচিত্তে শত শত ভেরী ও গোক্ষীর সদৃশ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

—০:০—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের ব্যূহ রচিত হইলে, প্রথমে কোন্ পক্ষীয় যোধগণ যুদ্ধোদ্যত হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, আপনার পুত্র দুঃশাসন দুর্য্যোধনের বাক্যানুসারে ভীষ্মকে অগ্রগামী করিয়া সসৈন্যে যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। পাণ্ডবগণও ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া গমন করিলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে ভেরী, মৃদঙ্গ, গোবিষাণ, মুরজ প্রভৃতির ধ্বনি, ক্রকচশব্দ এবং অশ্বগণের হ্রেষারবে হস্তীর বৃংহিতে, যোদ্ধৃবর্গের সিংহনাদে ও কিল কিলা শব্দে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল। উভয় পক্ষীয়েরা সিংহনাদসহকারে তর্জ্জন গর্জ্জন করত ধাবমান হইতে লাগিল। এইরূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্য সমাগম হইলে, সেই সমস্ত সৈন্যগণ শঙ্খ ও মৃদঙ্গাদির তুমুল শব্দ শ্রবণে বায়ুবেগবিচলিত বনরাজির ন্যায় প্রচলিত হইতে লাগিল, ঐ অশুভক্ষণে সৈন্যগণ, ভূপতি, হস্তী ও অশ্বসমূহ পরিবৃত হইয়া বায়ুবেগে বিচলিত সমুদ্রের ন্যায় তুমুল শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! তাদৃশ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইলে, ভীমসেন বলীবর্দ্দের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিয়া উঠিলেন। তাহাতে শঙ্খ দুন্দুভির নির্ঘোষ, করীগণের বৃংহিত, অশ্বগণের হ্রেষারব, ও সৈন্যসমূহের সিংহনাদ সমাচ্ছাদিত হইল। জলদগাম্ভীর-গর্জ্জনকারী ভীমসেনের সেই শক্রবজ্রোপম নিনাদ শ্রবণে আপনার সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইল। যেরূপ মৃগগণে

সিংহের ভয়ঙ্কররব শ্রবণে বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি বাহনগণ ভীমসেনের ভীমরব শ্রবণে বিত্রাসিত হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেই মহাবীর জলদজালের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিয়া আপনার পুত্রগণকে ভয়প্রদর্শন করত সৈন্যমধ্যে গমন করিলেন। তখন দুর্য্যোধন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, অতিরথ দুঃশাসন, দুর্ম্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ, বিকর্ণ, পুরুমিত্র ও জয় এই সকল মহাবীরগণ এবং ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা ও সোমদত্তাত্মজ ইহাঁরা মেঘান্দোলিত ক্ষণপ্রভার ন্যায় মহাধনু প্রকম্পণ পূর্ব্বক মোকনির্ম্মুক্ত পন্নগতুল্য নারাচ সমুদায় গ্রহণ করিয়া জলদপটল সমাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহাকে শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, ইহারা গিরিশৃঙ্গোপরি অশনি নিক্ষেপের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের উপর শরজাল বর্ষণ করত ধাবমান হইলেন। সেই ভীষণ জ্যাশব্দ ও করতলধ্বনি শ্রবণ করিয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ কেহই সংগ্রামে বিমুখ হইল না। হে মহারাজ! আমি তখন দ্রোণ শিষ্যদিগের ক্ষিপ্রকারিতা স্বচক্ষে দর্শন করিতে লাগিলাম। তৎকালে অনবরত ধনুর্গুণ সকল শব্দায়মান হইতে বিরত হইল না। শর নিকর আকাশনির্ম্মুক্ত জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় অবিরত ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল। হে ভারত! তখন অপরাপর ভূপালগণ দর্শকের ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর জ্ঞাতিযুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর মহারথগণ ক্রোধভরে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া রণস্থলে যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইলে, হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সৈন্যোদ্ধত রজঃপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া সূর্য্যদেবকে সমাচ্ছন্ন

করিল। ভূপালগণ কার্ম্মুক ধারণ করিয়া দুর্য্যোধনের শাসনানুসারে সৈন্যগণের সহিত শত্রুপক্ষে ধাবমান হওয়াতে সেই গজ, অশ্ব, শঙ্খ, ভেরী ও শরতূনীরসঙ্কুল রণস্থলে উচ্ছলিত সাগরের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। এদিকে পাণ্ডবপক্ষীয় মহীপালগণ যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে সিংহনাদসহকারে দুর্য্যোধনের সৈন্যপক্ষে নিপতিত হইলেন। এইউভয়পক্ষীয় সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে কাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত, কাহারা ভগ্ন, কাহারা বা প্রত্যাবৃত্ত হওয়াতে আত্মীয় ও পর এ উভয়ের কিছুই ইতর বিশেষ বোধ হইল না। হে রাজন্! সেই মহাভয়ঙ্কর রণস্থলে কেবল পিতামহ ভীষ্মই তাদৃশ সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া দেদীপ্যমান হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিশাম্পতে! সেই দিবস পূর্ব্বাহ্ণসময়ে ভূপতিগণের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। তাহাতে অনেক রাজাদিগের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া সিংহনাদে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিলেন। হে ভারত! সৈন্যদের কিলকিলা শব্দ, তল ও শঙ্খধ্বনি এবং স্পর্দ্ধাশীল মনুষ্যগণের সিংহনাদ তলত্রাহত জ্যানির্ঘোষ, পদাতিগণের পদ শব্দ, অশ্বগণের হ্রেষা, আয়ুধধ্বনি, পরস্পরের প্রতি ধাবিত হস্তিগণের ঘণ্টারব, তোত্র ও অঙ্কুশনিপাত এবং জলদগম্ভীর সদৃশ রথনির্ঘোষে অতি ঘোরতর

লোমহর্ষণ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। তখন কৌরবগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্বজা উত্তোলিত করিয়া পাণ্ডববর্গের অভিমুখীন হইল। শান্তনুতনয় ভীষ্ম জীগীষাবেশে স্বয়ং কৃতান্তদণ্ড সদৃশ ধনুর্ধারণ করিয়া ধনঞ্জয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন লোকবিখ্যাত গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক জয়ৈষী হইয়া সমরে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু রণস্থলে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া কেহ কাহাকেও বিকম্পিত করিতে পারিলেন না। পরে মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার লোমাঞ্চকর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা উপয়ে পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে আক্রমণ করিলেন। সেই বীরদ্বয়ের সর্ব্ব শরীর শরজাল দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে, তাঁহারা উভয়েই বসন্তকালীন পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন।

মহা ধনুর্দ্ধর অভিমন্যু কোশলেশ্বর বৃহদ্বলকে সমরে আক্রমণ করিলেন। বৃহদ্বল অভিমন্যুর ধ্বজছেদন করিয়া তাঁহার সারথিরে নিহত করিলে, সুভদ্রানন্দন ক্রোধভরে নয়টি বাণ দ্বারা বৃহদ্বলকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন, এবং দুই সুশাণিত ভল্ল নিক্ষেপ করত একটী দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও একটী দ্বারা পৃষ্ঠদেশ রক্ষক সারথিকে ছেদন করিলেন। এইরূপে অরাতিমর্দ্দন বীরদ্বয় শাণিত শরনিকর দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! ভীমসেন মহারথ মাননীয় ও শত্রুতাপনকারী আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন। সেই মহাত্মা বীরদ্বয় রণাঙ্গনে পরস্পর শরবৃষ্টি দ্বারা যুদ্ধ করাতে সমস্ত প্রাণীর নিতান্ত বিস্ময় জন্মিল।

দুঃশাসন মহারথ নকুলকে আক্রমণ করিয়া শাণিত দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলে, নকুল হাস্য করিয়া সুশাণিত শর-

নিকর দ্বারা তাঁহার শর, শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র রোষভরে নকুলের প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক নিক্ষেপ ও তাঁহার অশ্ব এবং ধ্বজ ছেদন করিলেন।

পরে দুর্ম্মুখ সমরে যত্নশীল পরাক্রমশালী সহদেবের প্রতি ধাবিত হইয়া শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে, সহদেব তীক্ষ্ণতর শর নিক্ষেপ করত তাঁহার সারথিকে নিহত করিলেন। ঐ যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরদ্বয় এইরূপে পরস্পরকে আক্রমণ করত জিগীষাপরবশ হইয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মদ্ররাজ শল্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; শল্য দৃষ্টিপথেই তাঁহার ধনুক দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন। কুন্তীপুত্র তৎক্ষণাৎ অপর এক বেগসহ দৃঢ় ধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক অতি ক্রোধভরে সন্নতপর্ব্ব শরজাল দ্বারা মদ্রাধিপকে আচ্ছন্ন করত তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন দ্রোণ ক্রোধান্বিতচিত্তে এক বাণ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের মারাত্মক দৃঢ় শরাসন ছেদন করিয়া যমদণ্ড সদৃশ মহা ভয়ঙ্কর অন্য এক বাণ দ্বারা তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদাত্মজ তৎক্ষণাৎ অপর শরাসন গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বাণ দ্বারা দ্রোণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

মহাবেগশালী বিরাটপুত্র শঙ্খ সোমদত্ততনয়কে আক্রমণ করিলে, সৌমদত্তি শর দ্বারা শঙ্খের দক্ষিণ ভুজ বিদ্ধ করিয়া তাঁহার জক্রদেশে আঘাত করিলেন। এইরূপে সেই দর্পকারী বীরদ্বয় দেব দানবসদৃশ ভয়াবহ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ধৃষ্টকেতু ক্রোধভরে বাহ্লীকের অভিমুখে আপ-

তিত হইলেন। বাহ্লীক অমর্ষপরায়ণ ধৃষ্টকেতুকে শরনিকর দ্বারা বিমোহিত করিয়া, সিংহের ন্যায় শব্দ করিয়া উঠিলেন। চেদীশ্বর ধৃষ্টকেতু ক্রোধান্ধ হইয়া, মত্ত হস্তীর ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করত অবিলম্বে নয়টি শর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করত মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

ক্রূরকর্ম্মা ভীমতনয় ঘটোৎকচ, অমররাজ যেরূপ বৃত্রাসুরকে আক্রমণ করেন, তদ্রূপ রাক্ষস অলম্বুষকে আক্রমণ করিয়া ক্রোধভরে নবতি বাণ দ্বারা তাঁহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিল। অলম্বুষও ভীমসেনপুত্রকে বহুবিধ সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা মর্দ্দিত করিল। এইরূপে তাহারা রণাঙ্গনে শরার্দ্দিত হইয়া দেবাসুরসংগ্রামে মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিল।

হে নরপতে! অনন্তর অতুলবল শিখণ্ডী যুদ্ধার্থ দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামার অভিমুখীন হইলেন। অশ্বত্থামা ক্রোধভরে শিখণ্ডীকে শাণিত শরের দ্বারা বিদ্ধ করত প্রকম্পিত করাতে শিখণ্ডী সুশাণিত সায়ক দ্বারা দ্রোণাত্মজকে আঘাত করিলেন। তাঁহারা উভয়ে এবম্বিধ রূপে শরসমূহে বিদ্ধ হইতে লাগিলেন।

হে ভারত! বাহিনীপতি বিরাট মহাশৌর্য্যশালী ভগদত্তের সমীপস্থ হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বিরাট ক্রোধভরে নগোপরি বারিবর্ষণের ন্যায় ভগদত্তের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। জলদরাশি যেমন সূর্য্যদেবকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভগদত্তও বিরাটকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। শারদ্বত কৃপ কৈকেয়াধীশ বৃহৎক্ষেত্রের অভিমুখীন হইয়া শর দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিলে, বৃহৎক্ষেত্রেও শর বর্ষণ করিতে

লাগিলেন। পরে তাঁহাদের রণস্থলে উভয়েরই কার্ম্মুক ছিন্ন ও অশ্ব নিহত হইলে, ক্রোধভরে পরস্পর খড়্গযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অরিমর্দ্দন দ্রুপদরাজ ক্রোধাবেশে জয়দ্রথের প্রতি আপতিত হইলেন। সিন্ধুপতি জয়দ্রথ তিনটি শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করাতে দ্রুপদ ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। দর্শকগণ শুক্র ও মঙ্গলতুল্য সেই বীরদ্বয়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মহাপরাক্রমশালী আপনার পুত্র বিকর্ণ মহাবীর শ্রুতসোমের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই সমতেজস্বী, সুতরাং কেহ কাহারে বিকম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

মহারথ চেকিতান পাণ্ডবগণের হিতকামনায় ক্রুদ্ধ হইয়া সুশর্ম্মার প্রতি ধাবিত হইলেন। সুশর্ম্মা শরনিকর দ্বারা চেকিতানকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। মেঘ যেমন পর্ব্বতের উপরিভাগে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ চেকিতানও ক্রোধান্ধ হইয়া সুশর্ম্মার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সিংহ যেরূপ মত্ত করীকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়, তদ্রূপ গান্ধারপতি শকুনি মহাপরাক্রমশালী যুধিষ্ঠির নন্দন প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। দেবরাজ যেরূপ দানবদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠিরনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা শকুনির শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলেন। শকুনিও পরাক্রমশালী প্রতিবিন্ধ্যকে সন্নতপর্ব্ব বহুসংখ্যক বাণ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিলেন।

সহদেব তনয় মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা কাম্বোজদেশীয় মহাপরাক্রমশালী মহারথ সুদক্ষিণের প্রতিধাবিত হইলেন,

সুদক্ষিণ শরনিকর বর্ষণ করিয়াও মৈনাকভূধর সদৃশ শ্রুত-কর্ম্মাকে নিবারিত করিতে সমর্থ হইলেন না। শ্রুতকর্ম্মা শরসমূহ দ্বারা সুদক্ষিণকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুনাত্মজ অরিকুলকৃতান্ত ইরাবান্ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া অমর্ষপর শ্রুতায়ুর প্রতি ধাবিত হইলেন এবং তাঁহার অশ্ব-গণকে বিনাশ করত সিংহনাদসহকারে তাঁহার সৈন্যবর্গকে প্রকম্পিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুতায়ুও জাতক্রোধ হইয়া গদাদ্বারা ইরাবানের ঘোটক সমূহ নিহত করিলে, উভয়ের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ পুত্র ও সেনাগণে পরি-বৃত কুন্তিভোজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের অতি ঘোরতর পরাক্রম দর্শন করিলাম। তাঁহারা সেই মহতী বাহিনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুবিন্দ গদা দ্বারা কুন্তিভোজকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কুন্তি-ভোজও তদুপরি শরক্ষেপ করিলেন। তখন কুন্তিভোজতনয় শর দ্বারা বিন্দকে তাড়না করিতে অগ্রসর হইলেন, বিন্দও কুন্তিভোজ সুতের প্রতি শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহা দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরে কৈকেয় দেশীয় পঞ্চভ্রাতা স্ব স্ব সৈন্যবর্গ সমভিব্যাহারে সৈন্যগণ পরিবৃত পঞ্চ জন গন্ধারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

আপনার তনয় বীরবাহু রথি প্রধান বিরাটপুত্র উত্তরের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া নবশরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহা-বীর উত্তরও তাঁহাকে শরদ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন। পরে মহাবীর চেদিপতি উলূকাভিমুখে ধাবিত হইয়া তদুপরি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উলূকও তাঁহার প্রতি নিশিত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে তাঁহাদের উভয়ের শরীর শরসমূহ

দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইল, কিন্তু কেহ কাহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না।

হে রাজেন্দ্র! এই রূপে আপনার ও পাণ্ডুপুত্রগণের সহস্র সহস্র রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিবর্গ ঘোরতর দ্বন্দ্ব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উহা ক্ষণকাল মধুর দর্শন হইয়াছিল, পরে সাতিশয় সঙ্কুল হইলে আর কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন গজ গজের সহিত, রথী রথীর সহিত, ঘোটক ঘোটকের সহিত ও পদাতি পদাতির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। শূরবর্গ পরস্পরের অভিমুখে গমন করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণগণ রণস্থলে উপনীত হইয়া দেবাসুর সমরের ন্যায় ভয়াবহ সেই সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, সহস্র সহস্র রথ, সহস্র সহস্র করী, অশ্ব ও পুরুষগণ বিপরীত ভাগে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। তৎকালে সহস্র সহস্র রথী, গজ ও আরোহীগণকে পরস্পর মুহূর্ত্তকাল সংগ্রাম করিতে দৃষ্ট হইল।

ষট্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র পদাতি মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। তৎকালে পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে, সহোদর সহোদরকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও সখা সখাকে, অবগত হইতে পারে নাই। বস্তুত পাণ্ডবেরা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগি-

লেন। বহু বীরগণ রথ হইতে রথীদিগের প্রতি আপতিত হইল। রথ দ্বারা যূপ, রথের ঈষা দ্বারা রথে ও রথকুবর দ্বারা রথকুবর ভগ্ন হইতে লাগিল। কোনষা বীর জিঘাংসু হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন; কতকগুলি রথ রথসন্নিপাতে অচল হইল। মদস্রাবী বৃহদাকার হস্তিগণ তোরণপতাকা দ্বারা সুশোভিত অতি বেগশালী অরিপক্ষীয় গজসমূহের সহিত দশন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দন্ত দ্বারা পরস্পরের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইলে, ব্যথিতের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। হস্তিবিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত অপ্রভিন্ন মাতঙ্গগণ অঙ্কুশ দ্বারা আহত হইয়া মদস্রাবী বারণগণের প্রতি ধাবিত হইল। বহুতর মহাগজ গলিতমদ বারণগণের সমীপস্থ হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় শব্দ সহকারে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে সুশিক্ষিত কোন কোন মাতঙ্গ ঋষ্টি, তোমর ও নারাচ দ্বারা বিদ্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইল, এবং কতকগুলি গভীর স্বরে চীৎকার করত ধাবমান হইল।

মহারাজ! দেখিলাম, বিশাল বক্ষ মাতঙ্গের পাদরক্ষকেরা পরস্পর জিঘাংসু হইয়া ঋষ্টি, কার্ম্মুক, বিমল পরশু, গদা, মুষল, ভিন্দিপাল, তোমর, সায়ক, পরিঘ ও শাণিত খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। পরপস্পর আক্রমণকারী বীরগণের নরশোণিতাক্ত খড়্গসমূহ শোভমান হইতে লাগিল। বীরবাহু ব্যক্তিগণ শাণিত অসি সকল শত্রুদিগের মর্ম্মস্থলে নিক্ষেপ করাতে অতি ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। সমরাঙ্গনে স্থানে স্থানে মনুষ্য সকল গদা ও মুষলাঘাতরুগ্ন, খড়্গাহত, গজ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত ও তাহাদের দশনাঘাতে ছিন্নদেহ হইয়া

প্রেততুল্য কঠোরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঘোটকারোহী সকল চামর দ্বারা বিভূষিত হংসের ন্যায় শোভাসম্পন্ন মহাবেগশালী অশ্বগণ সমভিব্যাহারে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুবর্ণমণ্ডিত সুশাণিত শরসমূহ বীরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া আশীবিষের ন্যায় পতিত হইতে আরম্ভ হইল। কতকগুলি অশ্বারোহী অশ্বের সহিত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথে উত্থিত হইয়া রথিগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিল। রথিগণ অশ্বারোহীদিগকে সমীপস্থ দেখিয়া নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা নিহত করিল। নবীন জলদবর্ণ সুবর্ণ ভূষণভূষিত মত্ত দন্তিগণ স্বীয় কুম্ভ ও পার্শ্বদেশ পাটিত হইলেও অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া পদ দ্বারা মর্দ্দিত করিতে লাগিল। অনেকে প্রাসাহত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। আরোহী সহিত অশ্ব ও মাতঙ্গ সকল কোন কোন বীরগণকে প্রমাথিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মাতঙ্গেরা দশন দ্বারা অশ্বের সহিত সাদীদিগকে উৎক্ষিপ্ত এবং রথ সকলকে মর্দ্দিত করিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন মদমত্ত মহাগজ শুণ্ড ও পদ দ্বারা আরোহীর সহিত তুরগগণকে নিহত করিতে লাগিল। সর্পের ন্যায় ভীষণ শর সমূহ তাহাদের দশন দ্বয়ের মধ্যস্থলে দেহে ও পার্শ্বে নিপতিত হইতে লাগিল। মহোল্কার ন্যায় সমুজ্জ্বল শক্তিসমূহ বীরবাহুগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মুক্ত হইয়া মনুষ্য এবং অশ্বগণেরদেহ ও লৌহময় বর্ম্ম সকল বিদ্ধ করিয়া বহির্দ্দিকে গমন করিল। বীরগণ নির্ম্মল খড়্গসমূহ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবদ্ধ কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তদ্দ্বারা অরিদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র যোদ্ধৃবর্গ শক্তির আঘাতে বিদারিত, পরশু দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন, হস্তী কর্ত্তৃক মর্দ্দিত, অশ্বগণের পদ দ্বারা আহত ও রথচক্রে সংছিন্ন হইয়া

কেহ পুত্রকে, কেহ পিতাকে, কেহ সহোদরকে, কেহ মাতুলকে, কেহ ভাগিনেয়কে ও কেহ বা অপরাপর বন্ধুবর্গকে স্মরণ করত অতি দীনস্বরে প্রলাপ করিতে লাগিল। বহু মনুষ্য বিকীর্ণনাড়ী, ভগ্নোরু, ছিন্নবাহু ও বিদীর্ণপার্শ্ব হইয়া জীবিতাভিলাষে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন ব্যক্তি তৃষ্ণাতুর ও ভূতলশায়ী হইয়া বারি প্রার্থনা করিতে লাগিল। কেহ কেহ রুধিরাক্ত কলেবরে আপনার ও পুত্র-দিগের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে প্রভূত শৌর্য্যশালী কোন কোন ক্ষত্রিয়গণ জাতক্রোধ হইয়া ক্রন্দন করিলেন না। তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে তর্জ্জন গর্জ্জন করত দশন দ্বারা ওষ্ঠাধর দংশন পূর্ব্বক ভ্রূকুটীকুটিলমুখে পর-স্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাবল যোধগণ বাণ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াও নিস্তব্ধভাবে রহিল। কোন কোন বীরগণ বিরথ হওয়াতে পুনরায় অপরের নিকট রথ প্রার্থনায় নিপতিত হইবামাত্র পরপক্ষীয় দন্তি-গণের দন্তাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া কুসুমিত কিংশুকের ন্যায় শোভা ধারণ করত সৈন্যমধ্যে গম্ভীরস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। ঐ শূরনাশক ভয়ঙ্কর সমরে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, মিত্র মিত্রকে বিনাশ করিতে লাগিল। হে ভারত! সেই মর্য্যাদা-শূন্য ঘোরতর সংগ্রামে পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষীয় বীরগণ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। এই সংগামে পাণ্ডবসৈন্য সকল ভীষ্মের নিকট কম্পিত হইতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম রজতময় উন্নত পঞ্চতারাশোভিত তালকেতু রথে আরূঢ় হইয়া মেরুস্থিত হিমাংশুর ন্যায় শোভাধারণ করিলেন।

সপ্ত চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! ঐ সুদারুণ দিনের পূর্ব্বাহ্নকাল গতপ্রায় হইলে, বহু সংখ্যক বীরপুরুষ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। মহাবীর দুর্ম্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শল্য ও বিবিংশতি আপনার পুত্রের আদেশানুসারে ভীষ্মসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ শান্তনুনন্দন পঞ্চ অতিরথ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভীষ্মের তালকেতু চেদি, কাশি, করূষ ও পাঞ্চালবাহিনী মধ্যে বহুধা প্রকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বহু সৈন্যের শির, রথ, বাহন ও কেতু সকল কর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রণস্থলে তাঁহার রথ মার্গস্থ বারণগণ মর্ম্মাহত হইয়া কাতরধ্বনি করিতে লাগিল।

এইরূপে সংগ্রামক্ষেত্রে সৈন্যগণ গাঙ্গেয় কর্ত্তৃক নিহত হওয়াতে, প্রবলপরাক্রম অভিমন্যু ক্রোধভরে পিঙ্গলবর্ণ অশ্বযোজিত সুবর্ণমণ্ডিত কর্ণিকার ধ্বজশোভিত রথে আরোহণ করত সেই মহারথ ভীষ্মের ও তাঁহার অনুযায়ি রথিগণের সমীপে প্রয়াণ করিলেন। এবং ভীষ্মের কেতুতে শরনিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রক্ষক সেই পঞ্চ রথিপ্রধানের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু কৃতবর্ম্মাকে এক বাণ ও শল্যকে পাঁচ বাণ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিলেন। পরে স্বীয় পিতামহ ভীষ্মের উপর নয়টি বাণ নিক্ষেপ করিয়া এক তীক্ষ্ণশর দ্বারা তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন। তদনন্তর ক্রোধান্বিত হইয়া সর্ব্বাবরণচ্ছেদী সন্নতপর্ব্ব ভল্লাঘাতে দুর্ম্মুখের সারথির শির, ও অন্য

শাণিত ভল্ল দ্বারা কৃপের কনকমণ্ডিত কার্ম্মুক এবং যেন নৃত্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণাগ্র শরনিকর দ্বারা শত্রু নিক্ষিপ্ত শরসমূহ ছেদন করত গাণ্ডীববৎ শরাসনের ধ্বনি করিয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার লঘুহস্ততা দর্শন করিয়া দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যাহা লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করেন, তাহা কখন ব্যর্থ হয় না; ইহা দেখিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে অর্জ্জুনবৎসত্ত্বশালী ও হুতাশনের ন্যায় প্রভাসপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন।

তৎকালে মহাবীর ভীষ্ম অভিমন্যুকে দ্রুতবেগে আক্রমণ করিয়া নয় শরে তাঁহার দেহ বিদ্ধ, তিন ভল্ল দ্বারা ধ্বজছেদন এবং তিন বাণ দ্বারা সারথিকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন। এই অবশরে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও শল্য ইহাঁরাও অভিমন্যুর উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। পরে অর্জ্জুনন্দন দুর্য্যোধনপক্ষীয় বীরসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ রথীর উপর শরনিকর বর্ষণ করত তাঁহাদের মহাস্ত্র সকল নিরাকৃত করিলেন, এবং ভীষ্মের প্রতি শরনিক্ষেপ করিয়া সিংহের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধস্থলে ভীষ্ম শরার্দ্দিত হওয়াতে, অভিমন্যুর অসাধারণ বাহুবল প্রকাশিত হইল। মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুন পুত্রের পরাক্রম দর্শনে তাঁহার প্রতি বহুবিধ শর নিক্ষেপ করিলে, তিনি সেই সমস্ত কর্ত্তন করিয়া নবশরে ভীষ্মের রথ ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সকল লোক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাবীর ভীষ্মের রজতময় মণিভূষিত তালধ্বজ অভিমন্যুর শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। সমরোৎসাহী ভীমসেন তাহা দেখিয়া অভিমন্যুকে উৎসাহিত করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

তখন পরাক্রমশালী মহাবীর ভীষ্ম রণস্থলে বহুবিধ দিব্য

মহাস্ত্র সকল প্রকাশ করিয়া অভিমন্যুর উপর সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সমুদায় লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। সেই সময় পাণ্ডব পক্ষীয় দশজন মহাধনুর্দ্ধর, সপুত্র বিরাট, দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, কৈকেয় ও সাত্যকি ইহাঁরা অভিমন্যুর রক্ষার্থে মহা বেগে তথায় উপনীত হইলেন। শান্তনব ভীষ্ম তাহাদিগকে সত্বরে সমাগত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি তিন বাণ ও সাত্যকির প্রতি নয় বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে এক ক্ষুরাগ্র সুশাণিত শরে ভীমসেনের সুবর্ণময় সিংহধ্বজ কর্ত্তন করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন।

মহাপরাক্রমশালী ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া ভীষ্মকে তিন, কৃপকে এক ও কৃতবর্ম্মাকে আট শর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিলেন। সেই সময় মহাবীর উত্তর গজারূঢ় হইয়া মদ্রেশ্বর শল্যের অভিমুখীন হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্রাধিপ দ্রুপদাত্মজের গজবেগ নিবারণার্থ অগ্রসর হইলে, সেই মহাগজ ক্রোধভরে পদ দ্বারা শল্যের রথযুগ আকর্ষণ করিয়া চারি অশ্বকে নিহত করিল। তখন মহাবীর মদ্রেশ্বর সেই বাহনশূন্য রথে থাকিয়া আশীবিষ সদৃশ অতি ভীষণ লৌহময়ী শক্তি ধারণ পূর্ব্বক উত্তরের শরীরে শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শল্য বর্ম্মভেদ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া চারিদিক্ শূন্যময় দর্শন করত উত্তরীয় বসন ও তোমর পরিহার পুর্ব্বক গজের স্কন্ধদেশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে মদ্রাধিপতি শল্য খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই মহাগজকে ছেদন করিলেন। তাহাতে ঐ করী নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে মদ্রেশ্বর আপনার কার্য্য সাধন করিয়া ত্বরায় কৃতবর্ম্মার সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ় হইলেন।

তৎকালে বিরাটপুত্র শ্বেত রণস্থলে সহোদর উত্তরকে বিনষ্ট ও মহাবীরগণকে জীবিত দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সায়কসমূহ দ্বারা তাঁহাদের কার্ম্মুক সকল ছেদন করিলেন। তখন তাঁহারা অবিলম্বে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া একবারে সাতজন তাঁহার প্রতি সাত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শ্বেত পুনর্ব্বার সাত ভল্ল দ্বারা তাঁহাদিগের শরাসন সকল ছেদন করিলেন। তাঁহারা তখন ক্রোধে কম্পান্বিত হইয়া সিংহনাদ করত মহোল্কা সদৃশ জ্যোতিঃসম্পন্ন ইন্দ্রাশনিতুল্য শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তৎসমুদয় শ্বেত কর্ত্তৃক অর্দ্ধপথে ছিন্ন হইল। তদনন্তর তাঁহারা এক পর্ব্বতাকার অতি দারুণ শর তাঁহার শরীরে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি তাহাতে নিরতিশয় ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া রথৈক দেশে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সারথি রথ লইয়া সত্বরে গমন করিতে আরম্ভ করিল।

মহা পরাক্রমশালী শ্বেত ক্ষণ মধ্যে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক কনকমণ্ডিত অপরাপর অশ্ব সকল সমভিব্যাহারে রণাঙ্গনে উপনীত হইয়া সেই সমস্ত রথিবর্গের রথধ্বজ কর্ত্তন করিলেন, এবং তুরঙ্গম ও সারথিদিগকে শরার্দ্দিত করিয়া তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তদনন্তর সেনাপতি শ্বেত শল্যের রথাভিমুখে প্রস্থান করিলে, তখন সৈন্যমধ্যে মহান্ হল হলা শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। তখন আপনার পুত্র ভীষ্মকে অগ্রগামী করিয়া বহু সংখ্যক বীরগণের সহিত শল্যের রথসমীপে গমন করত তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত করিলেন। পরে অতি ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। আপনার ও অরিগণের রথী ও করী সকল পরস্পর আক্রান্ত হইতে লাগিল। তৎকালে কুরুপিতামহ ভীষ্ম অভিমন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি, কৈকেয়,

বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও চেদি সৈন্যসমূহের উপর শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য শ্বেত শল্যের রথসমীপে উপনীত হইলে, পাণ্ডব ও কৌরবগণ এবং শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কি করিয়াছিলেন, আমার নিকট বিশেষরূপে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয় প্রধান্ মহারথগণ সেনাপতি শ্বেতকে অগ্রে করিয়া আপনার পুত্রকে বলবিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা আত্মপরিত্রাণার্থ শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের নিধনবাসনায় তাঁহার কনকমণ্ডিত রথসমীপে উপনীত হইলেন। হে নরনাথ! তৎকালে আপনাদিগের ও শত্রু পক্ষের সৈন্য সকল পরস্পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করাতে বহুসংখ্যক লোক নিহত হইল। আমি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

দিবাকর সদৃশ তেজস্বী মহাবীর শান্তনুতনয় অবিরত শরবর্ষণ দ্বারা বীরগণের শিরশ্ছেদন ও রথোপস্থ সমুদায় শূন্যময় করিয়া প্রভাকরকে আচ্ছাদিত করিলেন। সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইয়া যেরূপ তিমিররাশি বিনষ্ট করেন, সেইরূপ ঐ বীর রণক্ষেত্রে বহুসংখ্যক বীরগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত শত সহস্র ক্ষত্রিয়ান্তকারী শরসমূহ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া মহা পরাক্রমশালী যোদ্ধৃবর্গের মস্তক ছেদন করিল। মহাবল পরাক্রান্ত

রথিগণ ভীষ্মশরে বিগতমস্তক হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে রথমধ্যে পতিত হইলেন। রথ রথোপরি তুরঙ্গম তুরঙ্গমোপরি নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন অশ্ব রণনিহত আপনার আরোহীকে পৃষ্ঠে করিয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। খড়্গকার্ম্মুক ধারী শত শত বীরগণ স্রস্তকবচ ও বিগতপ্রাণ হইয়া ভূতলে বীরশয্যায় শয়ান হইলেন। অনেকে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া ভূতলে পতিত, পুনরুত্থিত ও দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করাতে পরস্পর ব্যথিত ও রণক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। মত্ত হস্তী সকল নিপাতিত হইল। শত শত রথী অরাতিদিগের রথিগণকে প্রমথিত করত প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ শরনিহত হইয়া স্যন্দনোপরি নিপতিত হইল। বৃহদাকার রথ সমুদয় হতসারথি হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! তৎকালে ধূলিজাল রণাঙ্গনকে সমাচ্ছাদিত করিল। কেবলমাত্র কার্ম্মুকধ্বনি সমরনিরস্ত জনগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহারা অরাতিগণের শরীর স্পর্শে অরাতি বলিয়া জ্ঞাত হইল না। সুসজ্জিত সৈন্যগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে বিশাম্পতে! এই ভয়ঙ্কর সমরক্ষেত্রে শ্রবণবিদারক পটহ শব্দ সমুৎপন্ন হওয়াতে যোদ্ধাগণের বাণশব্দ এবং স্বীয় পৌরুষ প্রকাশক বীরগণের নাম কিছুমাত্র কর্ণগোচর হইল না। তখন পিতা পুত্রকে অপরিজ্ঞাত হইয়া পরস্পর সংগ্রাম করিতে লাগিল। রথনেমি ও রথ যুগ শরনিকর দ্বারা ভগ্ন, ভারবাহী তুরগগণ বিনষ্ট এবং যোদ্ধা সারথির সহিত স্যন্দন হইতে পতিত হইতে আরম্ভ হইল। যোদ্ধৃবর্গ ভগ্নধুর প্রভিন্ননেমি রথমধ্যে স্বকীয় বন্ধু বান্ধবগণকে ছিন্নমস্তক ও মর্ম্মাহত হইয়া বিগতপ্রাণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বস্তুতঃ প্রবল পরাক্রম-

শালী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অরাতিদিগকে সংহারার্থ যত্নবান হইলে, শত্রুগণের মধ্যে কেহই অনাহত রহিল না।

মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেতও কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপতিপুত্রকে বিনষ্ট করিয়া শরসমূহ দ্বারা রথীদিগের মস্তক, অঙ্গদভূষিত বাহু, কার্ম্মুক, বিবিধ রথ, রথচক্র ও কেতু সকল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাঘাতে সহস্র সহস্র মাতঙ্গ, অশ্ব ও মনুষ্যগণ প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে রাজন্! আমরা তখন শ্বেতের ভয়ে সাতিশয় অভিভূত হইয়া রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলাম; সংগ্রামোন্মুখ কৌরবেরা শ্বেতের বাণপাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভীষ্মসমীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই রোমাঞ্চকর সমরকালে কেবল মাত্র ভীষ্মই সুমেরুর ন্যায় স্থিরভাবে রহিলেন। গ্রীষ্মকালে সহস্র দীধিতি সূর্য্যদেব যেরূপ স্বীয় করনিকর দ্বারা রস আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ মহাপরাক্রমশালী ভীষ্ম শরসমূহ দ্বারা শত্রুগণের প্রাণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি যেরূপ দৈত্যগণ বিনষ্ট করেন, সেইরূপ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শর নিক্ষেপ করিয়া অরাতিদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। শত্রুকুল ভীষ্ম শরে জর্জ্জরীভূত হইয়া শ্বেতকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হিতকামনায় জীবিতাশা ও ভয় একবারে ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবসেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করত কৌরবসৈন্য বিঘাতী সেনাধ্যক্ষ শ্বেতকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের উপরি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মও তাঁহার উপর শরক্ষেপ করিতে বিরত হইলেন না। তাঁহারা উভয়ে বৃষভদ্বয়, মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ও ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র

দ্বয়ের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন। এবং পরস্পর জিঘাংসু হইয়া অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র সকল নিবারণ করত অতি ভয়ঙ্কর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! মহাবীর শ্বেত পাণ্ডবদিগকে রক্ষা না করিলে, মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম এক দিনেই তাঁহাদিগের বাহিনীকে নিহত করিতেন।

হে রাজন্! পরিশেষে প্রবল পরাক্রমশালী ভীষ্ম শ্বেত কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিবারিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের হর্ষ ও দুর্য্যোধনের বিষণ্ণতা উপস্থিত হইল। অনন্তর মহাবীর দুর্য্যোধন ক্রোধাবেশে অসংখ্য ভূপাল ও সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবদিগের অনীক মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেত ভীষ্মকে পরিহার পূর্ব্বক প্রবল সমীরণ কর্ত্তৃক যেরূপ মহীরুহ সকল বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় মহাবল শ্বেত ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের সেনাগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তিনি এই রূপে মুহূর্ত্ত মধ্যে দুর্য্যোধন-সেনাগণকে বিদ্রাবিত করত ক্রোধে অধীর হইয়া পুনর্ব্বার ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইলেন। পরে সেই বীরদ্বয় বৃত্র ও অমররাজের ন্যায় পরস্পর জিঘাংসু হইয়া পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ করত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবলশালী শ্বেত ভীষ্মোপরি সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর শান্তনুনন্দন মত্ত হস্তীর ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলেন। মহাবীর শ্বেত পুনর্ব্বার ভীষ্মকে প্রহার করিলেন। ভীষ্মও শ্বেতের প্রতি দশ বাণনিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু মহাবল শ্বেত তাহাতে অব্যথিত হইয়া অচলের স্থিরভাবে অবস্থান করত ভীষ্মের প্রতি সন্নতপর্ব্ব পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। অনন্তর মহাবলশালী শ্বেত

সস্মিতমুখে সৃক্কণী পরিলেহন করত দশ বাণে ভীষ্মের শরাসন দশ খণ্ড করিলেন; এবং এক বাণে তাঁহার তালকেতুর অগ্রভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! তদ্দর্শনে আপনার পুত্রগণ ভীষ্মের রথ ধ্বজ ছিন্ন হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে শ্বেতের ও নিহত স্থির করিলেন। আর পাণ্ডবেরা হর্ষান্বিত হইয়া বশীভূত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন দুর্য্যোধন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে রক্ষার নিমিত্ত সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, তাহারা তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যত্ন সহকারে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিল। সংগ্রামে উৎসাহশীল দুর্য্যোধন উৎসাহবর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মহাবলশালী শ্বেত রণাঙ্গনে অবশ্যই নিহত হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। রথীগণ তাঁহার এইরূপ বাক্যে উৎসাহান্বিত হইয়া অবিলম্বে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে ভীষ্ম রক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল বাহ্লীক, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শল্য, জরাসন্ধপুত্র, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি ইহাঁরা সকলে চারিদিক্ হইতে শ্বেতের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্বেত আপনার লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক শাণিত শরনিকর দ্বারা সিংহ যেমন মাতঙ্গগণকে নিবারণ করে, সেইরূপ মহাবীর শ্বেত বীরগণকে পরাঙ্মুখ করিলেন। এবং বহুসংখ্যক শরে ভীষ্মের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ অন্য এক কার্ম্মুক ধারণ করিয়া শ্বেতের প্রতি কঙ্কপত্রযুক্ত বাণ সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেনাধ্যক্ষ শ্বেত তাহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে বহুতর আশুগ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শ্বেত কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইলে, মহারাজ দুর্য্যোধন সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন।

তখন কৌরব পক্ষীয় প্রভূত সৈন্যগণও নিহত হইলে, সেই সময় রণস্থিত জনগণ বীরাগ্রগণ্য ভীষ্মের কলেবর শ্বেতশরে জর্জ্জরিত দেখিয়া বোধ করিল, যে অদ্য শ্বেত ভীষ্মকে বশীভূত ও নিহত করিয়াছে।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম আপনার তালকেতু ছিন্ন ও সোনদিগকে দূরীভূত দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া শ্বেতের প্রতি বহুবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথিপ্রধান শ্বেত তৎসমস্ত নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার ভল্ল প্রহারে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম তাহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক শরাসনে সুশাণিত সাত ভল্ল যোজন পূর্ব্বক চারিটি দ্বারা চারি অশ্ব, দুইটি দ্বারা কেতু ও একটি দ্বারা সারথির মুণ্ড ছেদন করিলেন। তৎকালে অবসরে রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেত বাহনবিহীন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন মহাবলশালী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শ্বেতকে রথভ্রষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে তীক্ষ্ণাগ্র শরে তাড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবীর শ্বেত ভীষ্ম প্রেরিত শরসমূহে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, স্বীয় রথের উপর শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক শমনদণ্ডের ন্যায় অতি ভীষণ কনকনির্ম্মিত শক্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ভীষ্ম! আমার পরাক্রম দেখ। হে রাজন্! এই বলিয়া আপনার অশুভাকাঙ্ক্ষী শ্বেত পাণ্ডবদিগের হিতকামনায় ভীষ্মের উপর সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই নির্ম্মোকোন্মুক্ত অতি ভয়ঙ্কর সর্পতুল্য শ্বেত নিক্ষিপ্ত শক্তি নভশ্চ্যুত মহোল্কার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তদ্দর্শনে হাহাকার করিয়া উঠিল।

তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সম্ভ্রান্ত চিত্তে আট শর নিক্ষেপ করত সেই অসামান্য কাঞ্চনবিনির্ম্মিত শক্তি নয়খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নিপাতিত করিলেন। তাহাতে আপনার পুত্রগণের সৈন্যরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

পরে কালোপহতচিত্ত বিরাটপুত্র শ্বেত তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবধারণে বিমূঢ় হইলেন, এবং ক্রোধান্ধ হইয়া ভীষ্মের সংহারার্থ গদা ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধলোহিত লোচনে দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় ধাবিত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম সেই গদা অব্যর্থ জানিয়া রথ হইতে অবিলম্বে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর শ্বেত তখন ক্রোধে অধীর হইয়া মহা গদা ঘূর্ণিত করত ভীষ্মের রথের উপর আঘাত করিলেন। তাহাতে তাঁহার রথ, কেতন, সারথি, অশ্ব, এবং যুগন্ধর চূর্ণীকৃত হইল।

তখন শল্য প্রভৃতি রথিগণ শ্বেতকে রথহীন দেখিয়া তৎসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং ভীষ্মও অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া ধনু বিকম্পিত করত তাঁহার সমীপে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ঐ সময় ভীষ্মের এই শুভকরী দৈববাণী শ্রুতিগোচর হইল; হে ভীষ্ম! শ্বেতের এই ভগবান্ বিশ্বযোনি নির্দ্দিষ্ট নিধনকাল সমাগত হইয়াছে। অতএব শীঘ্র যত্ন কর। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এই দৈববাণী শ্রবণে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া শ্বেতবধার্থ দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

মহাবল সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৈকেয়গণ, ধৃষ্টকেতু এবং অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথিগণ সমবেত হইয়া রণস্থলে রথিপ্রবর শ্বেতকে পাদচারী দর্শনে তৎসন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। মহা প্রতাপশালী ভীষ্ম দ্রোণ, শল্য, এবং কৃপ ইহাদের সাহায্যে উক্ত সমাগত মহারথদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্বেত তদ্দর্শনে

খড়্গাকর্ষণ করিয়া ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম এইরূপে শ্বেত কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও দৈববাক্যে আশ্বস্ত হইয়া সেই ছিন্ন ধনু পরিহার করত অন্য এক ধনু ধারণ করিলেন। এবং তাহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক সেনাপতি মহাবীর শ্বেতের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তাহা দেখিয়া প্রতাপশালী ভীমসেন তাঁহার উপর ষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন।

সেই সময় দেবব্রত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ভীষণ শর সমূহ পরিত্যাগ করিয়া অভিমন্যুকে ও অপরাপর মহারথদিগকে তিন শরে নিবারিত করিলেন। পরে তিনি সাত্যকির উপর এক শত, ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর বিংশতি, এবং কৈকেয়ের উপর পাঁচ শর পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে দেবব্রত ভীষ্ম ঘোরতর শর সমূহ দ্বারা সেই সকল মহারথগণকে নিবারিত করিয়া শ্বেতের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। পরে তিনি মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ এক শর শরাসন হইতে আকর্ষণ করিয়া শ্বেতের উপর সন্ধান করিলেন। সেই ভীষ্মনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র সুসঙ্গত লোমযুক্ত শর দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ দর্শন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অস্তগিরি গমনোন্মুখ দিনকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তেজস্বী ভীষ্মনিক্ষিপ্ত শর শ্বেতের কবচ ভেদ করত দেহ হইতে প্রাণ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রাশনির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ভূমিতলে প্রবেশ করিল। এই রূপে মহাবীর শ্বেত নিহত হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন। তাহা দেখিয়া পাণ্ডবগণ সাতিশয় শোকাকুল হইলেন; কিন্তু কৌরবদিগের হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না।

মহারাজ! এই রূপে সেই মহাবীর বিরাটপুত্র শ্বেতকে

ভীষ্ম কর্তৃক নিহত দেখিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি মহা ধনুর্দ্ধরগণ বিকম্পিত হইলেন। পরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব সৈন্যগণকে বিশ্রামার্থ আদেশ প্রদান করিলেন। উভয় দল সংগ্রামে বিরত হইয়া পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করত বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। মহারথ পার্থগণ দ্বৈরথ সমরে শ্বেতের বিনাশ চিন্তা করত বিমনায়মান হইয়া শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেনাধ্যক্ষ শ্বেতকে রণস্থলে নিহত দেখিয়া কি করিয়াছিলেন? আমি সেনাপতি শ্বেতের বিনাশ, তাহার রক্ষকগণের পলায়ন ও আমাদিগের জয়লাভ শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; ইহাতে প্রত্যবায় জানিয়াও লজ্জিত হইতেছি না। যে সংগ্রামোৎসাহী দুর্য্যোধন প্রথমতঃ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের সহিত বিরোধাচরণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার ভয়ে অভিভূত হইয়া তাঁহাদের আশ্রিত হইয়াছিল; সেই রোষপরবশ কুরুরাজ এক্ষণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পরে তাঁহাদিগেরই প্রতাপে তাহাকে দুর্গম মহারণ্যে গমন করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন সদাচারী যুধিষ্ঠিরের সহিত বিরোধ করিয়া কি নিমিত্ত তাঁহার শরণাগত বিরাটপুত্রকে নিহত করিল? বিবেচনা হয়, শকুনি প্রমুখ নীচাশয় ব্যক্তি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে অধঃপাতিত করিয়াছে। কুরুকুলপ্রবর ভীষ্ম, মহাত্মা দ্রোণ, কৃপ এবং গান্ধারী,

আমার যুদ্ধে অভিলাষ ছিল না। এবং বাসুদেব পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির, ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব ইহাঁদের মধ্যে কাহারই যুদ্ধে অভিলাষ ছিল না। পূর্ব্বে আমি, গান্ধারী, বিদুর, ভার্গব ও মহাত্মা ব্যাস সকলেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধার্থ নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দুরাসদ আমাদের নিষেধ বাক্য অবহেলন করিয়া কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মত অবলম্বন পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের উপর ঈর্ষা করত এই ভীষণ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন হইল। যাহা হউক, সম্প্রতি অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ইহাঁরা শ্বেতের নিধন ও ভীষ্মের জয় লাভ দর্শনে নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়া কি করিয়াছিলেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ধনঞ্জয় হইতে আমার অনিবার্য্য শঙ্কা উৎপন্ন হইতেছে। স্পষ্টই অনুমান হইতেছে, সেই লঘুহস্ত অর্জ্জুন শরনিকর দ্বারা অরাতিগণকে নিহত করিবে। যে মহাবীর সমরে শত্রুগণের প্রতি অশনিতুল্য শর সকল নিক্ষেপ করিয়া থাকে; সেই অমোঘক্রোধ,বেদজ্ঞ, সূর্য্য ও অনল সদৃশ প্রতাপবান্, ঐন্দ্রাস্ত্রবেত্তা, ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুন সমরোদ্যত হইলে, তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল? মহাবীর শ্বেত সংগ্রামে নিহত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন কি করিয়াছিলেন? আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, মহাত্মা পাণ্ডবগণের মন আমাদিগের পূর্ব্বাপরাধ ও সেনাপতি শ্বেতের বিনাশ জন্য ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন সমুত্থিত পাণ্ডবগণের ক্রোধ চিন্তা করিয়া দিনরাত্রির মধ্যে কখনই আমার শান্তি নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে সেই মহা যুদ্ধের বিষয় সবিস্তরে সংকীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আপনিই বিপৎপাতের মূলীভূত কারণ; এ বিষয়ে দুর্য্যো-

ধনের উপর দোষারোপ করা আপনার উচিৎ নহে। জল বহির্গত হইলে সেতু বন্ধন ও গৃহ প্রদীপ্ত হইলে কূপ খনন যেরূপ নিষ্ফল মাত্র, তদ্রূপ এক্ষণে আপনার এইরূপ বুদ্ধি বিফল মাত্র। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধ বিবরণ শ্রবণ করুন। সেই ভয়ঙ্কর দিনের পূর্ব্বাহ্ন কালে ভীষ্ম সেনাপতি শ্বেতকে নিহত করিলে, অরিকুল নিহন্তা সমরোৎসাহী বিরাটনন্দন শঙ্খ কৃতবর্ম্মার সহিত শল্যকে অবস্থিত দেখিয়া ঘৃত দ্বারা আহুত হব্যবাহনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি বহু সঙ্খ্যক মহারথে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র বজ্রের ন্যায় মহাচাপ বিকম্পন পূর্ব্বক শল্যের নিধনার্থ শর বৃষ্টি করিয়া তাঁহার অভি মুখে ধাবিত হইলেন। আপনার পক্ষীয় সপ্ত মহারথ মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় বিক্রমশালী সেই বিরাট-পুত্রকে সমরাঙ্গনস্থ অবলোকন করিয়া শল্যকে শমনদংষ্ট্রা হইতে বিমোচনার্থ চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্খকে নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই সময় মহাবীর ভীষ্ম জলদগম্ভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক তাল বৃক্ষের ন্যায় ধনুধারণ করিয়া শঙ্খাভিমুখে অভি দ্রুত হইলেন। পাণ্ডবসেনাগণ সেই মহা ধনুর্দ্ধর ভীষ্মকে সংগ্রামোৎসুক দর্শনে পবনবেগাহত নৌকার ন্যায় ভয়ে বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে মহাবীর অর্জ্জুন শঙ্খকে ভীষ্ম হইতে পরিরক্ষণার্থ দ্রুত বেগে শঙ্খের অগ্রগামী হইলেন। তখন রণভূমি যোদ্ধৃবর্গের হাহাকারে পরিব্যাপ্ত হইল। এক তেজ অন্য তেজে সঙ্গত হইলে যেরূপ হয়; সেইরূপ ভীমার্জ্জুন উভয়ে সমাগত হইয়া সর্ব্বলোকের বিস্ময়োৎপাদন করিলেন। তদনন্তর শল্য ও শঙ্খ উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শল্য রথারোহণ পূর্ব্বক গদা প্রহারে শঙ্খের অশ্ব চতুষ্টয় নিহত করিলেন। তখন বিরাটতনয় খড়্গ গ্রহণ করত অশ্বহীন রথ হইতে অবতরণ

পূর্ব্বক অর্জ্জুন রথে উপনীত হইয়া অবিচলিত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে ভীষ্মের রথ হইতে বহু সঙ্খ্যক শর বহির্গত হইয়া আকাশমণ্ডল, ভূমিতল ও পর্ব্বত সকল সমাচ্ছন্ন করিল। মহাতেজস্বী ভীষ্ম শরনিকর দ্বারা পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভদ্রকগণকে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সব্যসাচী ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া সেনাপরিবৃত দ্রুপদাভিমুখে গমন করত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শিশিরাত্যয়ে অনল যেরূপ বনসমুহকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ সেনাগণ তাঁহার শরানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম রণক্ষেত্রে বিধূম অনলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সেনাগণ মধ্যাহ্ন কালীন প্রভাকরের ন্যায় তাঁহার তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ শীতার্ত্ত গোগণের ন্যায় নিতান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কাহারেও পরিরক্ষক প্রাপ্ত হইলেন না।

হে ভারত! এই রূপে সেনামণ্ডলী নিরুৎসাহ নিহত ও পলায়িত হইলে, পাণ্ডবসেনামধ্যে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম সর্পসদৃশ শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া পাণ্ডবীয় সৈন্যগণকে নিহত করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ সহস্রদীধিতি অস্তাচলে গমন করিলেন। আর কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। পাণ্ডববর্গ রণক্ষেত্রে ভীষ্মের বীরত্ব দর্শনে সৈন্যদিগকে পরিমোচনার্থ আদেশ প্রদান করিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! সেনাগণ বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দুর্য্যোধন আনন্দিত মনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-নিষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের ক্রোধ ও অতুল পরাক্রম দর্শনে আপনার পরাজয় চিন্তা করিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইলেন। পরে তিনি ভ্রাতৃ ও ভূপতিগণে পরিবৃত হইয়া অবিলম্বে কৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! অনল দ্বারা তৃণরাশির ন্যায় আমার সৈন্যগণ ভীষ্মের ভীষণ পরাক্রমে দগ্ধ হইতেছে; অতএব আমি কি রূপে যুদ্ধার্থ উহাঁর সম্মুখীন হইব। আমার সৈন্যেরা তাঁহারে দর্শন ও তদীয় শরে ব্যথিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। ক্রুদ্ধ কৃতান্ত, বজ্রপাণি বাসব, পাশধারী বরুণ ও গদা হস্ত কুবেরকে যদিও পরাজয় করা যায় তথাপি এই মহাবীর ভীষ্মকে কখনই পরাজয় করা যায় না। আমি কেবলমাত্র নির্ব্বুদ্ধিতা বশতই এই ভীষ্মরূপ অগাধ বারিধিজলে নিমগ্ন হইয়াছি। হে বাসুদেব! এই সকল ভূপতিগণকে ভীষ্মরূপ কৃতান্তের করালকবলে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা আমার অরণ্যমধ্যে অবস্থান করাই শ্রেয়। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মদীয় সৈন্যগণ মহাতেজস্বী ভীষ্ম কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। পতঙ্গ সকল যেরূপ কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ আমার সৈন্যেরা আত্মবিনাশার্থ ভীষ্মের সম্মুখীন হইতেছে। আমার মহাবীর ভ্রাতা সকল অরাতিগণের শরজালে সাতিশয় ব্যথিত হইতেছে; তাহারা আমার প্রাণাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়তম। অতএব আমার জন্যই তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট ও সুখচ্যুত হই-

য়াছে, হে বৃষ্টিবংশাবতংস! আমি রাজ্যলাভার্থ একেবারেই নিহত হইলাম। হে কৃষ্ণ! জীবনকে সকলেই বহু বলিয়া মনে করে এবং তাহা অতি দুর্লভ। আমি জীবন নিরপেক্ষ হইয়া দুশ্চর তপোনুষ্ঠান করিব; তথাপি এই সকল মিত্র-গণকে বিনষ্ট করিতে পারিব না।

হে মাধব! যখন মহাপ্রাতাপশালী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আমার সহস্র সহস্র মহারথগণকে দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিহত করিবেন, তখন আমি কি করিব; তাহা এক্ষণে অবিলম্বে অবধারিত করিয়া বল। মহাবীর অর্জ্জুনকে সংগ্রামে উদাসীনবৎ বোধ হইতেছে; কেবল একমাত্র মহাবল ভীমসেন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে মহাবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বীরনাশিনী গদা প্রহারে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি মধ্যে অতি দুষ্কর কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছে, মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর যদি শত বৎসর ক্রমাগত অকপটচিত্তে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে, কৌরবসৈন্য সকল নিঃশেষিত হয়। তোমার প্রিয়সখা অদ্বি-তীয় অস্ত্রবিৎ, ধনঞ্জয় আমাদিগকে ভীষ্ম ও দ্রোণের শরা-গ্নিতে সন্তপ্ত দেখিয়াও উপেক্ষা করিতেছে। মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের দিব্যাস্ত্র প্রভাবে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ সন্তপ্ত হইবেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ক্রোধসহ-কারে অন্যান্য ভূপালগণের সহিত সমবেত হইয়া আমা-দিগকে একেবারে সংহার করিবেন। অতএব, হে জনার্দ্দন! তুমি যদি জলদ যেরূপ দাবাগ্নিকে প্রশমিত করে তাহার ন্যায় ভীষ্মকে সংহার করিতে পারে এমন কোন মহারথ অনুসন্ধান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রসাদে পাণ্ডবেরা নিষ্কণ্টকে রাজ্য লাভ করিয়া স্বীয় বান্ধবদিগের সহিত পরম সুখে অবস্থান করে।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির ইহা বলিয়া শোকোপহত চিত্তে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে হর্ষজনক বাক্যে কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি কি জন্য শোকাকুল হইতেছেন? আপনার শোক করা উচিত নহে। দেখুন, আপনার ভ্রাতৃগণ সকলেই মহাবলশালী ও ধনুর্দ্ধর-প্রবর। আমি, মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমরা আপনার প্রিয়কারী; বহুতর সৈন্যপরিবৃত ভূপালগণ আপনার প্রসাদাভিলাষীও ভক্ত এবং আপনার প্রিয়চিকীর্ষু মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মহাবাহু শিখণ্ডী সমরে ভীষ্মকে নিধন করিবেন।

ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির ইহা শ্রবণ করিয়া সভাস্থলে কৃষ্ণসমীপে ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি যাহা বলিতেছি তাহা স্থিরভাবে শ্রবণ কর। তুমি বাসুদেবতুল্য প্রতাপশালী; আমাদিগের সেনাপত্যে নিযুক্ত হইয়াছ। পূর্ব্বে কার্ত্তিকেয় যেরূপ দেবগণের সৈনাপতি হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অধুনা আমাদিগের সেনাপতি হইয়াছ। অতএব বল ও বিক্রম প্রভাবে কৌরবদিগকে নিহত কর। আমি, ভীম, কৃষ্ণ, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী পুত্রগণ ও অন্যান্য বলশালী ভূপালগণ আমরা সকলেই তোমার পশ্চাৎগামী হইব।

মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠিরের বাক্য সকল কর্ণ-গোচর পূর্ব্বক তত্রত্য জনগণের চিত্তকে আনন্দিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি ভগবান্ মহেশ্বর কর্ত্তৃক দ্রোণা-ন্তকরূপে বিহিত হইয়াছি। অদ্য আমি শান্তনুতনয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, এবং জয়দ্রথ, প্রভৃতি সমুদায় রণ-দুর্ম্মদ পার্থিবগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইব।

মহাবীর শত্রুনিসূদন ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে সমুদ্যত হইলে, মহাবল সমরদুর্ম্মদ পাণ্ডবেরা উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়া

উঠিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পার্ষত! যখন দেব ও অসুরগণের সংগ্রামকাল উপস্থিত হইয়াছিল, তখন মহামনা বৃহস্পতি যে ক্রৌঞ্চারুণ নামক ব্যূহের বিষয় বাসবকে কহিয়াছিলেন, এক্ষণে আমরা সেই ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব; কারণ উহা দ্বারা সমুদায় শত্রু নিবারিত হইয়া থাকে। কৌরবগণ অন্যান্য ভূপালগণের সহিত ঐ অদৃষ্ট পূর্ব্ব ব্যূহ দর্শন করিবেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে এইরূপ আদেশ করিলে, তিনি প্রত্যূষে অর্জ্জুনকে সৈন্যগণের পুরোভাগে সন্নিবেশিত করিলেন। ধনঞ্জয়ের ধ্বজ ইন্দ্রাদেশে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় পতাকা দ্বারা শোভমান হইয়াছিল। উহা আকাশবর্ত্তী গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অন্তরীক্ষে সুশোভিত হইতেছে। এবং উহা দেখিলে বোধ হয় যেন নৃত্য করিতেছে। ব্রহ্মা সূর্য্য সমীপস্থ হইয়া যেরূপ শোভমান হন, মহাবীর অর্জ্জুন সেই কেতু সমীপে থাকিয়া তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ বহুসংখ্যক সেনায় বেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবসেনাদিগের মস্তক হইলেন। কুন্তীভোজ ও শৈব্য তাহার চক্ষু হইলেন। দশার্ণ দেশাধিপতি প্রয়াগ, দাশেরক, অনূপক ও কিরাতগণ গ্রীবাদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, পটচ্চর, হুণ্ড, পৌরবক ও নিষাদগণ পৃষ্ঠভাগ হইলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথ সাত্যকি, দ্রৌপদীপুত্রগণ, অভিমন্যু এবং পিশাচ, পৌণ্ড্র, কুন্তীবিষ, দারদ, মড়ক, লড়ক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহিক, তিত্তির, পাণ্ড্য উড়, শবর, তুম্বুম, বৎস ও নাকুলগণ দুই পক্ষে অধিষ্ঠিত হইলেন। নকুল এবং সহদেব বামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই ব্যূহের উভয় পক্ষে অযুত, শিরোদেশে নিযুত,

পৃষ্ঠস্থলে এক অর্ব্বুদ বিংশতি সহস্র ও গ্রীবাদেশে এক নিযুত সপ্ততি সহস্র রথ সংস্থাপিত হইল। কুঞ্জরগণ তাহার চারিদিকে, পক্ষে ও পক্ষকোটিতে প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত রহিল। বিরাট কেকয়গণকে এবং কাশি-রাজ ও শৈব্য তিন নিযুত রথের সহিত ঐ ব্যূহের জঘনদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির এইরূপে সেই ব্যূহরচনা করিয়া সমরার্থ সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বারণ ও রথ সমূহের উপরিভাগে আদিত্যবর্ণ অতি নির্ম্মল প্রভূত শ্বেতবর্ণ আতপত্র সকল বিরাজিত হইতে লাগিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মহা তেজস্বী পাণ্ডব-বিনির্ম্মিত সেই অভেদ্য মহাব্যূহ সন্দর্শন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ অশ্বত্থামা, দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ এবং সমরার্থ সমুপাগত অপরাপর বহুতর বীরগণকে সুসঙ্গত করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে বীরগণ! তোমরা সকলেই নানা শস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রার্থবেত্তা; তোমরা এক এক জনেই সমস্ত পাণ্ডবদিগকে নিহত করিতে সমর্থ; কিন্তু তোমরা সকলে সসৈন্য ও সংহত হইয়া যে পাণ্ডবগণকে নিহত করিবে তাহার আর বক্তব্য কি? আমাদিগের সৈন্য সকল অপর্য্যাপ্ত ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত এবং পাণ্ডব-দিগের সৈন্য সকল পর্য্যাপ্ত ও ভীমসেন কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত।

তবে সম্প্রতি সংস্থান, শূরসেন,বেণিক, কুক্কুর, রেচক, ত্রিগর্ত্ত, মদ্রক ও যবনেরা সসৈন্যে শত্রুঞ্জয়, দুঃশাসন, বিকর্ণ, সুধীর, নন্দোপনন্দগণ মণিভদ্রকগণ ও চিত্রসেনের সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করুক।

এইরূপ পরামর্শ হইলে, মহা তেজস্বী ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনার পুত্রেরা পাণ্ডবদিগের সহিত সমরার্থ মহাব্যূহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম বহুল সৈন্য পরিবারিত হইয়া অমররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। মহা প্রতাপবান্ দ্রোণ, গান্ধার, সিন্ধুসৌবীর, শিবি, বসাতি,কুন্তল দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেলক ও কর্ণপ্রাবরণগণের সহিত মিলিত হইয়া সসৈন্যে তাঁহার অনুগমন করিলেন। শকুনি বহুতর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া দ্রোণকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সকল সহোদর,অশ্বাতক, বিকর্ণ, বামন, কোশল, দরদ, বৃক ও ক্ষুদ্রকমালবগণের সহিত আনন্দিতচিত্তে পাণ্ডববাহিনীর প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সোমদত্ত, শল, শল্য, দগদত্ত ও অবন্তিদেশীয় বিন্দানুবিন্দ সেনাদিগের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। সোমদত্ত, সুশর্ম্মা, কাম্বোজপতি, সুদক্ষিণ, শতায়ু ও শ্রুতায়ু দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, কেতুমান্, বসুদান ও কাশিরাজ বিভু প্রভৃতি নানা জনপদের অধিপতিগণ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সৈন্য সকলের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে আপনার সৈন্য সকল সমরার্থ পরম আনন্দিত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিলেন। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

তদনন্তর পাণ্ডবসৈন্যগণ শঙ্খ, ভেরী, পেশী এবং আনক

প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সেই শব্দ অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। মহা প্রভাবশালী নারায়ণ ও ধনঞ্জয় শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথে সমারূঢ় হইলেন। পরে কেশব পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুন দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর মহারাজ পৌণ্ড্র, কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয়, নকুল সুঘোষ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক মহা শঙ্খধ্বনিত করিলেন। কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, মহাবীর সাত্যকি, মহেম্বাস দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সকলে সিংহের ন্যায় নিনাদ করত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সমস্ত বীরগণের সুমহান্ শব্দে পৃথিবী ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! এইরূপে কুরুপাণ্ডবগণ হর্ষান্বিতচিত্তে পুনর্ব্বার পরস্পরকে সন্তাপিত করত সমরোদ্যত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সেনা সকল ব্যূহিত হইলে, রণপণ্ডিত যোদ্ধৃবর্গ কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন?'

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এইরূপে সৈন্যগণ ব্যূহিত ও রুচির ধ্বজ সকল সমুচ্ছ্রিত হইলে সেই মহান্ সৈন্যসাগর অপার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সেই অপার সৈন্যসমুদ্রের মধ্যস্থ হইয়া আপনার সৈন্যদিগকে সমরার্থ আদেশ করিলে, তাহারা ধ্বজ সমুন্নত করিয়া জীবিতাশা পরিহার করত

ক্রোধান্বিতচিত্তে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। পরে উভয় দলের সৈন্যবর্গ অতি ভীষণ সংগ্রামে সমুদ্যত হইল। মহারথগণ হস্তী ও রথ সমূহের উপর সুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! এইরূপে অতি ভয়াবহ সমর আরম্ভ হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক ধনু উত্তোলিত করিয়া অভিমন্যু, মহাবীর ভীমসেন, মহারথ ধনঞ্জয়, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেদি ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধৃবর্গের প্রতি বহুতর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্মের সমাগমে সেই মহাব্যূহ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তাহাতে সৈন্যেরা মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইল। পাণ্ডবদিগের বহুতর সাদী, ধ্বজধারী ও উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল নিহত হইতে লাগিল। রথিগণ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মের তাদৃশ পরাক্রম সন্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যেস্থানে পিতামহ রহিয়াছেন, সেই স্থানে গমন কর। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, পিতামহ দুর্য্যোধনের হিতসাধকে তৎপর; ইনি সংক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের সমুদায় সেনা নিহত করিবেন। দ্রোণ, কৃপ, শল্য, বিকর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ দৃঢ়ধন্বা ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পাঞ্চালগণকে নিহত করিবে; অতএব আমি সৈন্যগণ পরিরক্ষণার্থ ভীষ্মকে বিনষ্ট করিব।

তদনন্তর বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই আমি তোমারে ভীষ্মসমীপে লইয়া যাইতেছি, এই বলিয়া তিনি অর্জ্জুনের লোকবিশ্রুত রথ ভীষ্মের রথাভিমুখে পরিচালন করিতে লাগিলেন। সুহৃজ্জনে প্রীতিপ্রবর্দ্ধক মহাবীর ধনঞ্জয় সেই বকশ্রেণী সদৃশ মনোরম অশ্ব সমাযোজিত ভয়ঙ্কর

বানরকেতুযুক্ত জলদের ন্যায় গম্ভীর নিস্বনবিশিষ্ট প্রভাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল মহারথে অবস্থান পূর্ব্বক কৌরবপক্ষীয় সৈন্য ও শূরসেনগণকে সংহার করত রণাঙ্গনে গমন করিতে লাগিলেন।

মহা পরাক্রমশালী ধনঞ্জয় বীরগণকে ত্রাসান্বিত ও সায়ক দ্বারা নিপাতিত করত সংগ্রামে আগমন করিতেছেন দেখিয়া মহাবীর শান্তনুতনয় ভীষ্ম প্রাচ্য, সৌবীর, কেকয় ও সৈন্ধব প্রভৃতি মহাবীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কুরুপিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও অতুলবল কর্ণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি সমরক্ষেত্রে গাণ্ডীবধন্বা মহারথ ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হয়, মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার প্রতি সপ্তসপ্ততি নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য পঞ্চবিংশতি, কৃপ পঞ্চশত, দুর্য্যোধন চতুঃষষ্টি, শল্য নয়, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ষষ্টি ও বিকর্ণ তিন শরে এবং আর্ত্তায়নি তিন ভল্ল দ্বারা মহাবীর অর্জ্জুনকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সকল বীরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শরসমূহে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও অচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি শান্তনুনতনয় ভীষ্মের প্রতি পঞ্চবিংশতি, কৃপের প্রতি নয়, মহাবীর দ্রোণের প্রতি ষষ্টি; বিকর্ণের প্রতি তিন, রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি পাঁচ ও আর্ত্তায়নির প্রতি তিন শর নিক্ষেপ করিলেন।

সেই সময় সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন সোমকগণের সহিত ভীষ্মহিতৈষী মহেষ্বাস দ্রোণের নিকট গমন করিলেন। পরে রথিপ্রধান শান্তনুতনয় ভীষ্ম ধনঞ্জয়কে অশীত

শরে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ হৃষ্ট-চিত্তে আহ্লাদসূচক চীৎকার করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগের সেই হর্ষজনক নিনাদ শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহারথগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বীরগণকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যদিগকে পার্থশরে নিপীড়িত দেখিয়া মহাবীর ভীষ্মকে কহিলেন, হে পিতামহ! আপনিও মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতে এই পাণ্ডুপুত্র পার্থ কৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগের সৈন্যগণ নিপাতিত করিয়া আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কর্ণ আমাদিগের হিতৈষী, উনি আপনার নিমিত্তই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে যাহাতে অর্জ্জুন নিহত হয়, এমত উপায় বিধান করুন।

মহারাজ! দেবব্রত দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলে, ক্ষাত্রধর্ম্মে ধিক্ ইহা বলিয়া পার্থের রথাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পার্থিবগণ সেই বীরদ্বয়কে শ্বেত-বর্ণ হয় সমাযোজিত রথে অবস্থিত দেখিয়া সিংহের ন্যায় মহাশব্দ ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা, রাজা দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে মহাবীর ভীষ্মকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেন। এইরূপ পাণ্ডবগণও কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধার্থ পার্থকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। পরে মহাভয়াবহ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম পার্থের প্রতি নয় শর পরিত্যাগ করিলেন ও মহারথ ধনঞ্জয় মর্ম্মবিদারক দশ বাণে বীরবর ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন, এবং সহস্র শর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত

করিলেন। শান্তনুতনয় ভীষ্ম শরজাল দ্বারা অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরসমূহ নিবারণ করিলেন। এইরূপে উহাঁরা উভয়েই পরম হর্ষসহকারে পরস্পর প্রতিকারার্থী হইয়া নির্ব্বিশেষরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যে সকল শরজাল ভীষ্মের শরাসন হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল, তাহা মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণ দ্বারা নিরাকৃত করিতে লাগিলেন এবং যে সকল শরনিকর অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে নির্গত হইল, তাহাও ভীষ্ম শরে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন শান্তনুতনয় ভীষ্মের প্রতি পঞ্চবিংশতি বাণ প্রয়োগ করিলেন; ভীষ্মও মহারথ ধনঞ্জয়কে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন।

হে রাজন্! অরিমর্দ্দনকারী সেই দুই মহাবীর পরস্পরের অশ্ব, ধ্বজ, রথেষা ও রথচক্র বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ক্রুদ্ধচিত্তে শরাসন হইতে তিন শর গ্রহণ করিয়া পার্থ সারথি কৃষ্ণের স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে পরিত্যাগ করিলেন। মহাতেজস্বী মধুসূদন তাহাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের শোভামান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় মাধবকে বিদ্ধ দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিন বাণে ভীষ্মের সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় পরস্পরের রথের প্রতি শর সন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব সারথির সামর্থ্যপ্রভাবে বিবিধ মণ্ডল ও গতিপ্রত্যাগতি প্রদর্শন এবং পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণ ও বারম্বার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সিংহনাদ সহকারে শঙ্খ ধ্বনি ও শরাসন নির্ঘোষ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শঙ্খধ্বনি ও রথনেমিনির্ঘোষে পৃথিবীমণ্ডল বিদারিত, কম্পিত ও নিনাদিত হইয়া উঠিল। তখন কেহই সেই বীরদ্বয়ের তারতম্য অনুভব করিতে পারিলেন না।

কৌরবেরা ভীষ্মের এবং পাণ্ডবেরা ধনঞ্জয়ের চিহ্নমাত্র পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। রণস্থলে সেই দুই বীরের তাদৃশ পরাক্রম দর্শনে সর্ব্বলোকেই বিস্ময়াপন্ন হইল। হে ভারত! যেমন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কদাপি পাপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয়ের মধ্যে অনুমাত্র রন্ধ্রও দৃষ্ট হইল না। তাঁহারা কখন পরস্পর শরজালে আচ্ছন্ন এবং কখন বা প্রকাশিত হইতে লাগিলেন।

হে রাজন্! সেই দুই নরসিংহের অতুল পরাক্রম দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও মহর্ষিগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, মনুষ্যের কথা কি, দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণও সংগ্রামে এই বীরদ্বয়কে পরাজয় করিতে পারেন না। ইহা অতি অদ্ভুত সংগ্রাম; এতাদৃশ সংগ্রাম আর কখনই হইবে না। এই সধনু সরথ ভীষ্ম কদাপি ধীমান্ পার্থ কর্ত্তৃক সমরে পরাজিতও হইবেন না। এবং দুর্দ্ধর্ষ পার্থেরও ভীষ্মসমীপে পরাভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ যুদ্ধ আর কখনই হইবার নহে।

হে বিশাম্পতে! ভীষ্ম ও পার্থের সংগ্রামসময়ে এইরূপ স্তুতি গর্ভকবাক্য বারংবার শ্রুত হইতে লাগিল, তখন আপনার ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গ সুশাণিত খড়্গ, পরশু ও সায়ক প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলনে। পরে মহাবীর দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্র মহা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আমি পুরুষকার অপেক্ষা অদৃষ্টকেই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করি। দেখ, যে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইলে রণস্থলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় লোককে সংহার করিতে সমর্থ হন, সেই ভীষ্ম ধনঞ্জয়কে পরাভব করিতে পারিলেন না; বরং তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সুদারুণ যুদ্ধ বিবরণ বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কেহই মহাবীর অর্জ্জুনকে পরাভব করিতে সমর্থ হন না। যাহা হউক, এক্ষণে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

মহাবীর দ্রোণ নানাবিধ শর দ্বারা অমর্ষপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চারি অশ্বের উপর চারি শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন শাণিত নবতি শর দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া দর্প করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পুনরায় শরসমূহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার সংহারার্থ শক্রাশনিসন্নিভ, দ্বিতীয় মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় এক ভীষণ শর ধারণ করিলেন। পরে দ্রোণাচার্য্য সেই শর সন্ধান করিলে, সৈন্যগণ হাহাকার শব্দে চীৎকার করিতে

লাগিল। হে ভারত! তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পৌরুষ প্রকাশ পাইল। তিনি অচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সেই প্রজ্বলিত মূর্ত্তিমান্ মৃত্যু সদৃশ দ্রোণনিক্ষিপ্ত শর অর্দ্ধ পথে ছেদন করিয়া ভরদ্বাজতনয়ের প্রতি শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিলে, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে আনন্দ সহকারে ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর প্রতাপবান্ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সংহার করিবার মানসে স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যমণিভূষিতা মহাবেগ-সম্পন্না এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ হাস্য করিতে করিতে অনায়াসে তাহা পথিমধ্যে খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই শক্তি ব্যর্থ দেখিয়া দ্রোণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহারথ দ্রোণ সেই শরবৃষ্টি নিবারণ করিয়া দ্রুপদ-তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। মহাযশা ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিন্নশরাসন হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে দ্রোণের নিধনার্থ তাঁহার উপর গিরিসারময়ী এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য আপনার পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা নিরা-করণ করিয়া হেমপুঙ্খ অতি তীক্ষ্ণ ভল্ল সকল ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভল্লসমূহ কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পানে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎ-ক্ষণাৎ অন্য কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া পঞ্চ শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় শোণিতাক্ত দেহ ধারণ পূর্ব্বক বসন্তকালীন পুষ্পবিশিষ্ট কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইলেন।

হে মহারাজ! অমেয়াত্মা দ্রোণাচার্য্য ক্রোধপরায়ণ হইয়া পুনর্ব্বার ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন এবং মেঘ

যেমন অচলোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনি তাঁহার উপর সন্নতপর্ব্ব বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে এক ভল্লে তাঁহার সারথিকে এবং চারি শরে চারি অশ্ব সংহার করিয়া সিংহনাদসহকারে অন্য এক ভল্লে কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্ব নিহত হইলে, তিনি গদা গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার পৌরুষ প্রকাশ করত রথ হইতে অবরোহণ না করিতে করিতেই দ্রোণ সত্বর হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহার গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তদনন্তর বলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন শত চন্দ্রসংযুক্ত অতি মনোহর সুবিপুল চর্ম্ম ও দিব্য খড়্গ গ্রহণ করিয়া মত্ত-করীর প্রতি অভিলাষী সিংহের ন্যায় দ্রোণের বধাকাঙ্ক্ষায় বেগে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভরদ্বাজপুত্রের বাহুবল, অস্ত্র প্রয়োগ লাঘব ও পুরুষকার প্রকাশিত হইল। তিনি একাকী বাণ বৃষ্টি করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারিত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অসাধারণ বলবান্ হইয়াও দ্রোণের সন্নিহিত হইতে পারিলেন না। কেবল হস্ত লাঘবসহকারে চর্ম্ম দ্বারা সেই সকল শরবর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মহাত্মা দ্রুপদপুত্রের সাহায্যার্থ তথায় সমাগত হইয়া সুশাণিত সপ্তসংখ্যক শরি দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। এবং সত্বর হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অন্য রথে সমারোপিত করিলেন। সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন প্রভৃত সৈন্য সংযুক্ত কলিঙ্গাধিপতিকে দ্রোণের পরিরক্ষণার্থ প্রেরণ করিলেন। সেই সমস্ত কলিঙ্গ সৈন্য আপনার পুত্রের আদেশানুসারে ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইল। রথিপ্রধান দ্রোণ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করিয়া একবারে বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও

সমরে ধর্ম্মরাজের সহিত সঙ্গত হইলেন। মহারাজ! তৎপরে মহাত্মা ভীমসেনের সহিত কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যদিগের অতি ভয়াবহ লোমহর্ষণ জগৎক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

—০ঃ০—

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বাহিনীপতি কলিঙ্গরাজ আমার পুত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় গদা হস্তে বিচরণকারী অদ্ভুতকর্ম্মা মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত কিরূপে সংগ্রাম করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাবলশালী কলিঙ্গরাজ আপনার পুত্রের আদেশানুসারে মহতীসেনায় পরিবৃত হইয়া ভীমের রথসমীপে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন বহুতর রথাশ্বনাগসম্পন্ন অস্ত্র শস্ত্র ধারী কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ ও নিষাদনন্দন কেতুমান্‌কে আগমন করিতে দেখিয়া চেদিগণের সহিত তাঁহাদিগের অভিমুখীন হইলেন। তখন ক্রোধপরবশ শ্রুতায়ু ব্যূহিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া রাজা কেতুমানের সহিত ভীমসমীপে গমন করিলেন। কলিঙ্গরাজ বহু সহস্র রথ দ্বারা এবং মহাবীর কেতুমান্ নিষাদগণ সমভিব্যাহারে অযুত হস্তী দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই সময় ভীমসেনের পুরোবর্ত্তী চেদি, মৎস্য ও করূষগণ বহুসংখ্যক নরপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া নিষাদদিগের প্রতি ধাবমান্ হইলেন। এইরূপে যোধগণ পরস্পর হননেচ্ছায় পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া অতি ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! যেমন অমররাজ মহতী দৈত্যসেনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমসেন বিপক্ষদলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। তৎকালে সেই মহাসৈন্যের কোলাহলধ্বনি সাগরগর্জ্জনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যোধগণ পরস্পর ছেদন করাতে সমস্ত পৃথিবী মাংস শোণিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রণদুর্জ্জয় বীরগণ জিঘাংসাবশতঃ কে স্বপক্ষ কে বিপক্ষ ইহা অপরিজ্ঞাত হওয়াতে, অনেকে আত্মীয়গণকে নিহত করিতে লাগিল। বহু সংখ্যক কলিঙ্গ ও নিষাদগণের সহিত অল্প সংখ্যক চেদি সৈন্যের সংগ্রাম হইতে লাগিল। চেদিগণ যথাশক্তি স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করত পরিশেষে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া বৃকোদরকে পরিহার পূর্ব্বক সংগ্রামে নিবৃত্ত হইলেন। এই রূপে চেদিগণ নিবৃত্ত হইলে মহাবীর ভীমসেন স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক কলিঙ্গদিগের সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি অবিরত রথমধ্যে অবস্থিত হইয়া সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা কলিঙ্গ সৈন্যদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিমেন!

তখন মহাধনুর্দ্ধর কলিঙ্গরাজ তাঁহার পুত্র শক্রদেবের সহিত সমবেত হইয়া ভীমসেনের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সময় বৃকোদর আপনার বাহুবল আশ্রয় পূর্ব্বক শরাসন বিকম্পিত করিয়া কলিঙ্গদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কলিঙ্গতনয় শক্রদেব বহুতর শর দ্বারা ভীমসেনের অশ্ব সমুদয় নিহত করিয়া তাঁহারে বিরথ করিলেন, পরে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মেঘ যেমন বর্ষা কালে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ শক্রদেব ভীমের প্রতি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রমশালী ভীমকর্ম্মা বৃকোদর অশ্ব শূন্য

রথে অবস্থান করত এক সুদৃঢ় গদা উত্তোলন করিয়া শক্র-দেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শক্রদেব সেই ভীম গদাঘাতে বিনষ্ট হইয়া ধ্বজ ও সারথির সহিত ভূতল-শায়ী হইলেন।

মহারথ কলিঙ্গরাজ পুত্রের নিধন দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বহু সহস্র রথ দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করি-লেন। তখন মহাবীর ভীমসেন অতি ভীষণ কার্য্য সাধনার্থ গদা পরিহার পূর্ব্বক খড়্গ এবং হেমময় নক্ষত্র ও অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত অতি দৃঢ় বার্ষভ চর্ম্ম ধারণ করিলেন। মহাবলশালী কলিঙ্গরাজ ভীমকে তদবস্থ দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে শরাসনের জ্যা মার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহারে সংহারার্থ আশীবিষোপম এক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবলশালী ভীমসেন সেই শাণিত বাণকে খড়্গ দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং কৌরবসৈন্য-দিগকে সন্ত্রাসিত করিয়া পরমানন্দে চীৎকার করিতে লাগি-লেন। তদনন্তর মহাবীর কলিঙ্গেশ্বর ক্রোধে অধীর হইয়া ভীমের উপর সুতীক্ষ্ণ চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল তোমর আকাশমার্গে সমুত্থিত হইবামাত্র ভীমসেন অনায়াসে অসি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে কলিঙ্গরাজ নিক্ষিপ্ত তোমর সকল ছিন্ন হইলে, বল-বিক্রমশালী ভীমসেন ভানুমান্‌কে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হই-লেন। মহাবীর ভানুমান শরসমূহ দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া নভস্তল নিনাদিত করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন রণাঙ্গনে ভানুমানের সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই শব্দে কলিঙ্গসৈন্যগণ অতিমাত্র সন্ত্রস্ত হইয়া ভীমকে অমানুষ বলিয়া বোধ করিলেন। হে রাজন্! তৎপরেই ভীমসেন গভীরগর্জ্জন সহকারেই অসিহস্ত হইয়া মহাবেগে লক্ষপ্রদান

পূর্ব্বক ভানুমানের মহাগজের দন্তদ্বয় অবলম্বন করত তাহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন মধ্যদেশে আরূঢ় হওয়াতে সেই গজরাজ সানুমান্ পর্ব্বতের ন্যায় শোভাধারণ করিল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে করিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া খড়গ দ্বারা ভানুমান্‌কে ছেদন পূর্ব্বক সেই করীর স্কন্ধদেশে খড়গাঘাৎ করিলে, নাগরাজ ছিন্নস্কন্ধ হইয়া অতি ভীষণ চীৎকরসহকারে ভূতলশায়ী হইল। ভীমসেন ঐ করিরাজ নিপতিত না হইতে হইতেই লম্ফ দিয়া তাহা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে তিনি খড়্গ হস্তে অতি দর্প-সহকারে অপরাজয় গজসমূহকে সংহার করত অগ্নি চক্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। ঐ কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর ভীমসেন অশ্ব, নাগ, রথ ও পদাতিগণকে সংহার পূর্ব্বক তাহাদিগের মধ্যে শ্যেনের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অসংখ্য গজারোহী যোদ্ধৃবর্গের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক বীরগণকে বিমোহিত করিয়া রণস্থলে একাকী ক্রুদ্ধচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বীরগণ বিমূঢ়চিত্তে অতি ভীষণ শব্দ করত ভীমসেনের অভি- মুখে ধাবমান হইলেন। অরাতিকুলান্তক বৃকোদর রথিদিগের রথেষা ও যুগ সকল ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিহত করিয়া ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত প্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণাদি নানাবিধ গতি প্রদর্শন করত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

হস্তিগণ ভীমের ভয়ঙ্কর খড়্গ প্রহারে ভিন্নমর্ম্ম হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ভূতলশায়ী হইল, দন্ত, শূণ্ড ও কুম্ভ ছিন্ন হওয়াতে কোন হস্তী গম্ভীর স্বরে ভূতলে নিপতিত হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিহত করিল। হে রাজন্! সেই সংগ্রামে বহুসংখ্যক তোমর, মহামাত্র, শির, চিত্রকম্বল, হেমশোভিত বন্ধনরজ্জু, গ্রীবাবন্ধন রজ্জু, শক্তি,

পতাকা, তূণীর, যন্ত্র, বিচিত্র ধনু, শুভ্র অগ্নিদণ্ড, তোত্র, অঙ্কুশ, বিবিধ ঘণ্টা এবং হেমমণ্ডিত অসি ছিন্ন ও নিপতিত দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। হস্তীদিগের ছিন্ন দেহ ও শূণ্ডে রণস্থল যেন পর্ব্বতাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

মহারাজ! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মাতঙ্গগণকে সংহার করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহীদিগকে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগের সহিত মহাবীর বৃকোদরের অতি ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই মহারণে বল্‌গা, যোক্ত্র, কনকোজ্বল বন্ধনরজ্জু, চিত্রকম্বল, প্রাস, ঋষ্টি, কবচ, বর্ম্ম ও নানাবিধ আভরণ সকল নিপতিত হইয়া ধরণীতল সমাকীর্ণ করিলে বোধ হইল যেন পৃথ্বীতল কুমুদজালে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। তখন মহাবীর ভীমসেন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক খড়্গ প্রহারে কোন কোন রথিগণকে ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিয়া বারম্বার উৎপতন, ধাবন ও বিবিধ গতি অনুসারে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রণস্থিতজনগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল। কোন কোন যোদ্ধৃবর্গ তাঁহার পদাঘাতে নিহত ও বিপোথিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক খড়্গাঘাতে কোন রথিগণকে ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিয়া বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক বারম্বার উৎপাতিত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া তত্রস্থ জনগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। কোন যোদ্ধাকে পদাঘাতে নিহত, কাহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রোথিত, কাহাকে খড়্গ দ্বারা ছিন্ন, কাহাকে গর্জ্জন শব্দে ভয়ার্ত্ত, কাহাকে বা ঊরুবেগে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন। অনেকে উহাঁকে দর্শন মাত্রেই ভয়ে অভিভূত হইয়া পলায়ন করত ভীমের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

মহারাজ! অনন্তর সেই কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ পুনরায় ভীষণমূর্ত্তি ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। ভীমসেন কলিঙ্গ রাজ শ্রুতায়ুকে কলিঙ্গসৈন্যের পুরোবর্ত্তী দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অমেয়াত্মা কলিঙ্গরাজ ভীমসেনকে ধাবিত দেখিয়া তাহার স্তনদ্বয়ের মধ্য ভাগে নয় শর বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন কলিঙ্গরাজ শরাহত ক্রোধে তোত্রাহত করীর ন্যায় প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় রথিপ্রধান অশোক হেমমণ্ডিত রথ আনিয়া উপস্থিত করিল। শত্রুনিসূদন মহাবীর ভীমসেন সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া কলিঙ্গের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। বলবান্ কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর কলিঙ্গেশ্বরের চাপবিনির্ম্মুক্ত শরের আঘাতে দণ্ডাহত আশীবিষের ন্যায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক লৌহময় সাত শরে কলিঙ্গরাজকে দুই শরে তাঁহার চক্ররক্ষক সত্যদেবকে এবং নিশিত নারাচ দ্বারা কেতুমান্‌কে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন।

তখন কলিঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ক্রোধপরবশ হইয়া বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। শত শত কালিঙ্গগণ শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি, ও পরশু সমূহে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর মহাবল ভীমসেন সেই সমস্ত শরবৃষ্টি নিবারিত করিয়া বেগসহকারে মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দারা সপ্ত শত বীরগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। অরিমর্দ্দন ভীমসেন পুনরায় দ্বিসহস্র কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এইরূপে কলিঙ্গ

দেশীয় সৈন্যগণকে সমরে পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য গজারোহী সৈন্য ভীমের হস্তে নিহত হইল। আরোহিবিহীন বাণাহত মাতঙ্গগণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বাতাহত মেঘাবলীর ন্যায় গর্জ্জন করত ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেই বিনষ্ট করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্রাহ যেমন বৃহৎ সরোবর আলোড়িত করিয়া কম্পিত করে, তদ্রূপ কলিঙ্গসৈন্য সমুদায় ও বাহনগণ ভীমসেনের ভীষণ শঙ্খনাদে কম্পান্বিত ও মোহাবিষ্ট হইতে লাগিল। পরে মত্ত বারণ বিক্রম মহাবাহু বৃকোদরকে বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিচরণ ও লম্ফ প্রদান করিতে দেখিয়া সমুদায় কলিঙ্গসৈন্য পুনরায় বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল।

এইরূপে ভীমসেনের প্রভাবে সমুদায় কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ ভীত ও ইতস্তত বিদ্রুত হইলে, পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। শিখণ্ডিপ্রমুখ যোদ্ধৃগণ সেনাপতির বাক্যানুসারে অসংখ্য রথিগণের সহিত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মেঘবর্ণ বিপুল করিসৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমুদায় সৈন্য সংগ্রামে প্রেরিত হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন, ভীম ও সাত্যকি ব্যতিরেকে ধৃষ্টদ্যুম্নের নিতান্ত প্রিয় আর কেহই রহিল না। মহাবল পাঞ্চালনন্দন অরাতিনিপাতন মহাবল বৃকোদরকে কলিঙ্গসৈন্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথের রক্তকাঞ্চন ধ্বজ অবলোকন করিয়া আশ্বাসযুক্ত হইলেন। কলিঙ্গসৈন্যগণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছে

দেখিয়া মহাবীর দ্রুপদতনয় তাঁহার রক্ষার্থ ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি দূর হইতে ভাম ও ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে কলিঙ্গসৈন্যগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া সত্বরে তথায় গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের দুই জনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অসংখ্য কলিঙ্গসৈন্য সংহার করিয়া শোণিত নদী প্রবাহিত করিলে কালিঙ্গ ও পাণ্ডব সৈন্যগণ সেই নদীতে সন্তরণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল; ঐ সাক্ষাৎ কাল ভীমরূপে কলিঙ্গসৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন।

তখন মহাবীর শান্তনুনন্দন সংগ্রামস্থলে সৈন্যগণের সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া সৈন্য সমুদায় ব্যূহিত করত ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবল ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের রথসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রত্যেকে তাঁহার উপর তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীষ্মও ঐ তিন বীরকে তিন তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ ও সহস্র শর দ্বারা মহারথ-গণকে নিবারিত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণে ভীমের অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই অশ্ব বিহীন রথে অবস্থান পূর্ব্বক মহাবেগে ভীষ্মের রথাভিমুখে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু শান্তনুতনয় সেই শক্তি দ্বিধা ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন ভীম-সেন লৌহময়ী মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে স্বীয় রথে আরোহিত করিয়া সর্ব্ব সৈন্যগণ সমক্ষে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি ভীমের প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় তীক্ষ্ণ সায়ক

দ্বারা কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের সারথিরে বিনষ্ট করিলেন। ভীষ্মের সারথি নিহত হইবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে তাঁহারে সংগ্রামস্থল হইতে অপনীত করিল।

মহারথ ভীষ্ম রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলে, মহাবীর ভীমসেন দিগ্দাহকারি অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় কলিঙ্গ-সৈন্য সংহার পূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। যদুশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষে ভীমসেনকে আহ্লাদিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বৃকোদর! তুমি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কলিঙ্গরাজ, তাঁহার পুত্র কেতুমান্, শক্রদেব এবং কলিঙ্গসৈন্য সমুদায়কে সংহার ও স্বীয় ভুজ-বলে কলিঙ্গদিগের নাগাশ্বরথসঙ্কুল, মহাবল পুরুষসঙ্কুল ও বীরগণে অভিব্যাপ্ত মহাব্যূহ মর্দ্দন করিয়াছ। মহাবীর সাত্যকি ভীমকে এই কথা বলিয়া দ্রুতবেগে আপনার রথ হইতে তাঁহার রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহারে আলিঙ্গন করিলেন। পরে পুনরায় আপনার রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমের সৈন্য লইয়া ক্রোধভরে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! ঐ দিবসের পূর্ব্বাহ্ন অতিক্রান্ত হইলেই। অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব, পদাতি ও আরোহিগণ বিনষ্ট হইল। পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা, শল্য এবং কৃপ এই তিন মহারথের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের লোকবিখ্যাত অশ্ব কয়েকটী শাণিত দশ শরে নিহত করিলেন। অশ্বত্থামা হতবাহন হইয়া শল্যের রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি অনবরত শর সমূহবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়ক সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন এবং শল্যের প্রতি পঞ্চবিংশতি, কৃপের প্রতি নয় ও অশ্বত্থামার প্রতি অষ্টবাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা অতি-বেগসহকারে অভিমন্যুকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং শল্য দ্বাদশ ও কৃপ তিন বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন।

হে রাজন্! আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ অভিমন্যুকে সমরে প্রবৃত্ত অবলোকন করত ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি আপতিত হইলেন। পরে তাঁহাদিগের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। লক্ষ্মণ সাতিশয় ক্রোধাসক্ত হইয়া শাণিত সায়ক দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। অভিমন্যুও ক্রোধাসক্ত হইয় লঘুহস্ত দ্বারা পঞ্চশত শরে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। পরে লক্ষ্মণ শরাঘাতে অভিমন্যুর ধনুকের মুষ্টি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে লোক সকল চীৎকার করিয়া উঠিল

পরবীরঘাতী অভিমন্যু সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর এক মহাবেগশালী শরাসন গ্রহণ করিলেন। সেই বীর পুরুষদ্বয় পরস্পর জয়াভিলাষে সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহ দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অভিমন্যু কর্ত্তৃক স্বীয় পুত্রকে নিপীড়িত দেখিয়া সত্বর তাহার নিকট উপনীত হইলেন। তখন সমস্ত রাজগণ রথসমূহ দ্বারা অভিমন্যুর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। বাসুদেবসদৃশ পরাক্রমশালী যুদ্ধদুর্ম্মদ শৌর্য্যসম্পন্ন অভিমন্যু শূরগণে পরিবেষ্টিত হইয়াও কিছুমাত্র ম্লান হইলেন না। তখন অর্জ্জুন অভিমন্যুকে সেই সমস্ত রথিগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া তাঁহার পরিত্রাণার্থ ক্রোধভরে সেই দিকে ধাবমান হইলেন। নাগ, অশ্ব, রথ ও সাদিগণের পাদোদ্ধূত রজোরাশি উড্ডীন হইয়া সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। সহস্র সহস্র গজারোহী ও শত শত মহীপালগণ কোন রূপেই তাঁহার বাণপথ নিরাকৃত করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। তখন প্রাণিগণ অনবরত শব্দ করিতে লাগিল। দিক্ সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তৎকালে কুরুগণের ভয়ঙ্কর অনীতি পরম্পরা প্রকাশ পাইতে লাগিল। অর্জ্জুনের শরজালে কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্, কি বিদিক্, কি ভূমিতল, কি ভাস্কর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। বহু সংখ্যক হস্তীর ধ্বজ অবসন্ন, অনেক রথির অশ্ব হত এবং রথযূথপতির রথ সকল সাতিশয় ধাবমান হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। কোন কোন রথী রথবিহীন হইয়া বলয় হস্তে আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের ভয়ে গজারোহী ব্যক্তি গজ ও অশ্বারোহী ব্যক্তি অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অর্জ্জুনশরাঘাতে রাজগণ রথ, গজ এবং অশ্ব হইতে পতিত

হইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক সংগ্রাম স্থলে ইতস্তত যোধগণের গদা, খড়্গ, তূণীর, শর, শরাসন ও পতাকার সহিত সমুদ্যত বাহু সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। পরিঘ, মুদ্গর, প্রাস, ভিন্দিপাল, নিস্ত্রিংশ, সুতীক্ষ্ণ পরশ্বধ, তোমর, চর্ম্ম, কবচ, ধ্বজ, সর্ব্বত্র নিক্ষিপ্ত অন্যান্য শস্ত্র, ছত্র, হেমদণ্ড, অঙ্কুশ, প্রতোদ, কশা ও যোত্র সমুদয় বিকীর্ণ হওয়া সমর ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হে রাজন্! আপনার সৈন্যমধ্যে এরূপ বীরপুরুষ কেহ ছিল না যে সংগ্রামে অর্জ্জুনের সম্মুখে অগ্রসর হয়। যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের সম্মুখে যাইতে লাগিল, সেই ব্যক্তিই অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে পরলোক গমন করিতে লাগিল। আপনার যোধগণ সকলে পলায়ন করিলে, বাসুদেব ও অর্জ্জুন মহাশঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

হে রাজন! দেবব্রত শান্তনুনন্দন এইরূপে সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া রণমধ্যে সহাস্য বদনে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! বাসুদেব সহায়ে পাণ্ডুপুত্র মহাবল অর্জ্জুনের যাহা কর্ত্তব্য তদ্রূপই করিতেছেন। ইহাঁর যেরূপ সাক্ষাৎকালান্তকসদৃশ মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহাতে অদ্য কোন প্রকারেই ইহাঁকে সমরে পরাজয় করা যাইবেক না। দেখ, এই মহতী সেনা পরস্পর দর্শন করত পলায়ন করিতেছে, এক্ষণে ইহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য এবং সূর্য্যদেবও সর্ব্ব প্রকারে সকলের দৃষ্টি অপহরণ পূর্ব্বক অস্তাচল গমন করিতেছেন। হে মহাত্মন্! যোধগণ ভীত ও বিভ্রান্ত হইয়াছে। ইহারা আর কোনরূপে সংগ্রাম করিতে সমর্থ নহে, অতএব সৈন্যগণকে অবহার করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি। হে রাজন্! মহারথ ভীষ্ম আচার্য্য দ্রোণকে এইরূপ কহিয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে অবহার করি-

লেন। অনন্তর দিবাকর অস্তগত ও সায়ংকাল উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষই সৈন্যগণকে অবহার করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! রজনী প্রভাত হইলে শত্রু-তাপন শান্তনুতনয় সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। কুরুপিতামহ ভীষ্ম আপনার পুত্রগণের জয়াভিলাষে সেই দিবস গারুড় নামক ব্যূহরচনা করিলেন। সেই ব্যূহের তুণ্ডস্থলে দেবব্রত ভীষ্ম স্বয়ং অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহার চক্ষুর্দ্বয়ে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সমবেত ত্রিগর্ত্ত, মৎস্য, কৈকেয় ও বারধানদেশীয়গণের সহিত অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য এই দুই মহাবীর শিরোদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত এবং জয়দ্রথ ইঁহারা মদ্রক, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদদেশীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া উহার গ্রীবাদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন অনুগত ও সহোদরগণে পরিবৃত হইয়া উহার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজ, শক এবং শূরসেন-দেশীয় যোদ্ধৃবর্গ উহার পুচ্ছদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মাগধ, কালিঙ্গ ও দাসেরকগণ উহার দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। কারূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কুন্তীবৃষগণ বৃহদ্বলের সহিত উহার বাম পক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

হে রাজন্! পরন্তপ অর্জ্জুন বিপক্ষগণের সেইরূপ ব্যূহ

দর্শন করত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত ব্যূহরচনা করিলেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ আপনার পক্ষীয় গারুড় ব্যূহের বিপক্ষে অর্দ্ধচন্দ্র নামে অতি দারুণ ব্যূহরচনা করিলেন। উহার দক্ষিণভাগে নানা শস্ত্রধারী নানা দেশীয় নরপতিগণে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উহার পশ্চাৎভাগে মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ, তাঁহাদিগের পরেই নীলায়ুধধারী মহারাজ নীল, নীলের পর চেদি, কাশি, করূষ ও কৌরবগণে পরিবৃত হইয়া মহারথ ধৃষ্টকেতু অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ মহতীসেনার সহিত মধ্যস্থলে অবস্থিতি করত যুদ্ধের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির গজ সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে বিরাজমান রহিলেন। তৎপরে সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং অভিমন্যু অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎপরে ইরাবান্, তাহার পরে ঘটোৎকচ, তাহার পরে মহারথ কৈকেয়গণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহার পরেই বামভাগে সকল জগতের রক্ষাকর্ত্তা জনার্দ্দন কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত সেই মানবশ্রেষ্ঠ মহাবীর ধনঞ্জয় অবস্থিত হইলেন।

হে রাজন্! পাণ্ডবগণ আপনার পুত্র এবং আপনার পক্ষীয় বীরগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত এই ব্যূহ রচনা করিলেন। অনন্তর উভয়পক্ষেরই রথী ও গজারোহিগণের পরস্পর যুদ্ধারম্ভ হইল। তাঁহারা পরস্পর হতাহত হইতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে রথী ও গজারোহীদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর হনন করিতে দৃষ্ট হইল। সেই তুমুল সংগ্রামে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষীয় পরস্পর হননকারী রথী ও নরবীরগণের তুমুল শব্দ সমুত্থিত ও দুন্দুভিধ্বনি দ্বারা আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! উভয়পক্ষীয় সৈন্য সমুদায় এইরূপে ব্যূহিত হইলে কালান্তক কৃতান্তসদৃশ মহাবীর ধনঞ্জয় শরজালে রথরক্ষকগণকে নিপাতিত করিয়া রথীদিগের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় যাবতীয় বীরপুরুষগণ যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায় পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বহুবার পাণ্ডবসেনাগণকে শ্রেণীভঙ্গ করিলেন এবং পাণ্ডবগণও বারংবার কৌরবসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষীয় প্রভূত সেনা ইতস্ততঃ ধাবিত, ভগ্ন ও পরিবর্ত্তিত হওয়াতে উভয়পক্ষের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ বোধগম্য হইল না। রণক্ষেত্র হইতে সমুত্থিত ধূলি সমূহে ভগবান্ সূর্য্য ও সমুদয় দিক্‌বিদিক্ এককালে সমাচ্ছন্ন হইল। তৎকালে কেবল অনুমান, নাম ও গোত্রের উল্লেখ দ্বারাই যুদ্ধ হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় ব্যূহ মহারথ দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক এবং পাণ্ডবপক্ষীয় ব্যূহ মহাবীর ভীমসেন ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে কোন ব্যক্তিই ঐ ব্যূহের অন্যতর ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। সেনাগণ সৈন্যাগ্র হইতে বিনির্গত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষের রথ ও হস্তী সমুদায় পরস্পর সমবেত হইল।

এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে অশ্বারোহিগণ শাণিত ঋষ্টি, প্রাস, নারাচ, শর ও তোমর দ্বারা বিপক্ষীয় হস্ত্যারোহিগণকে, রথিগণ সুবর্ণভূষিত শর দ্বারা রথিগণকে, পদাতি সমুদায় ভিন্দিপাল ও পরশু দ্বারা পদাতিদিগকে নিপাতিত করিতে

লাগিল। এবং রথী হস্তীর সহিত হস্ত্যারোহীকে, অশ্বারোহী ও গজারোহী রথীকে, রথী রথীকে, পদাতি রথীকে, রথী পদাদিকে, গজারোহী অশ্বারোহীকে অশ্বারোহী গজারোহীকে, গজারোহী পদাতিগণকে ও পদাতিগণ গজারোহীদিগকে তোমর প্রাস ও শর প্রভৃতি নানাবিধ নিশিত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। ভূরি ভূরি কার্ম্মুক ধ্বজ, তোমর বিচিত্র কম্বল, মহামূল্য কম্বল, প্রাস, পরিঘ, গদা, কম্পন, শক্তি, কবচ কুণপ, অঙ্কুশ, বিমলখড়্গ ও কনক পুংখ শরজাল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে যেন রণভূমি স্রগ্দামে বিভূষিত বোধ হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের শরীর মাংস ও শোণিত ধারায় সমরক্ষেত্র অগম্য ও কর্দ্দমিত হইয়া উঠিল। সংগ্রাম ভূমি শোণিতসিক্ত হওয়াতে তত্রত্য রজোরাশি বিনষ্ট ও দিক্ সমুদায় নির্ম্মল হইল, জগদ্বিনাশের চিহ্ন স্বরূপ অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হইতে লাগিল, এবং রথিগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

এই মহাভয়ঙ্কর সংগ্রামে মৃগেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সমরদুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, বিকর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি মহাবীরগণ পাণ্ডবসৈন্য সমুদায় ভগ্ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবগণ যেমন দানবদিগকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমসেন, ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীতনয়গণ অন্যান্য নৃপতিমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার পুত্রগণকে সমাহত করিতে লাগিলেন। ভূপালগণ পরস্পরের নিপীড়নে শোণিতদিগ্ধাঙ্গ হইয়া কুসুমিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভমান হইলেন, শত্রুজয়শীল উভয় পক্ষীয় মাতঙ্গগণকে বিমানস্থ গৃহ সমুদায়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে রাজা দুর্য্যোধন

সহস্র রথ লইয়া পাণ্ডবগণ ও ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণও অসংখ্য সেনায় পরিবৃত হইয়া বিপক্ষনাশন ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। বীরপ্রধান ধনঞ্জয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া বিপক্ষীয় নৃপতিগণকে এবং তৎপুত্র অভিমন্যু শকুনির সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। হে মহারাজ! অতঃপর ভবদীয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! তখন কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ মহাবীর অর্জ্জুনকে সংগ্রামে অভিমুখীন হইতে দেখিয়া, ক্রোধপূরিত চিত্তে অসংখ্য রথ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করত তাঁহার রথের উপর অসংখ্য বাণ, শাণিতশক্তি, গদা, পরিঘ প্রাস, পরশু, মুদ্গর ও মুষল সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও শলভ বৃষ্টির ন্যায় সেই সমস্ত বাণ অবরোধ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে অর্জ্জুনের পাণিলাঘব দর্শন করিয়া দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিচাশ, উরগ ও রাক্ষসগণ "সাধু সাধু" বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সাত্যকি ও অভিমন্যু মহতীসেনায় পরিবৃত হইয়া সৌবল ও তদীয় শৌর্য্যশালী বীরগণকে অবরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সৌবল বীরগণ রোষপরবশ হইয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা সাত্যকির উৎকৃষ্ট রথ তিল তিল করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন, তখন সাত্যকি ছিন্ন রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে এক রথস্থ হইয়া শাণিত সায়কসমূহ দ্বারা সত্বর সৌবলসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ রণে সংযত হইয়া কঙ্কপত্র যুক্ত তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা ধর্ম্মরাজের সৈন্য সকল বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব সৈন্যগণের সমক্ষে দ্রোণসৈন্যের প্রতি উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। যেরূপ পূর্ব্বে দেব ও অসুরগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদিগের লোমহর্ষণ মহাসংগ্রাম হইতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে সংগ্রামে মহৎকার্য্য করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের উভয়কেই নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! আমরা সেই সময়ে হিড়িম্বাপুত্রের এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করিলাম যে সে পিতা ভীমসেনকে অতিক্রম করিয়াও সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। ভীমসেনও যেন হাস্য করিতে করিতে দুর্য্যোধনের হৃদয়ে এক শর নিক্ষেপ করিলেন; তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই বিষম শরাঘাতে বিমোহিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে উপবেশন করিলেন। সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাবিহীন দর্শন করত সত্বরে রণস্থল হইতে অপনীত করিল। তাহাতে তদীয় সৈন্য সকল ভগ্ন হইতে লাগিল।

অনন্তর ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে ইতস্তত পলায়ন করিতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণসায়ক বর্ষণ করত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা নিহত করিতে লাগিলেন। মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনার পুত্রের পলায়মান সৈন্যগণকে

নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা সেই সমস্ত সৈন্যগণকে নিবারণ করিলেও তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর বহু সহস্র রথ ইতস্তত ধাবমান হইলে এক রথস্থ শিনিকুলভূষণ সাত্যকি ও সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু চতুর্দ্দিক্ হইতে সৌবলসেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া আপনার সৈন্যগণের উপর মেঘমণ্ডলীর বারিধারা বর্ষণের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত কৌরবসৈন্য ধনঞ্জয়শরে নিপীড়িত হওয়াতে বিষাদ ও ভয়ে সমরভূমি হইতে ধাবমান হইতে লাগিল। তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধনহিতাভিলাষী ভীষ্ম এবং দ্রোণ নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন চতুর্দ্দিকে পলায়মান সেই সমস্ত সৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান করত নিবর্ত্তিত করিলেন। মহারথ ক্ষত্রিয়গণ যে যে স্থলে আপনার পুত্রকে অবলোকন করিল সে সেই স্থলেই নিবৃত্ত হইল। তাহাদিগকে নিবৃত্ত দেখিয়া ইতর ব্যক্তিরা পরস্পর স্পর্দ্ধা করত অনেকে লজ্জাপ্রযুক্তও নিবৃত্ত হইল। সেই সমস্ত সৈন্যগণ চন্দ্রোদয়ে সাগরবেগের ন্যায় মহা বেগে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিল।

রাজা দুর্য্যোধন তাদিগকে নিবৃত্ত দেখিয়া ত্বরা পূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ! আমি আপনাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি এবং পুত্র ও সুহৃদগণপরিবৃত অস্ত্রকুশল দ্রোণ এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য বিদ্য মান থাকিতে যে সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে; ইহা আপনার সমুচিত কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। ফলতঃ স্পষ্টই বোধ হইতেছে পাণ্ডবগণকে অনুগ্রহ করাই আপনার অদ্দেশ্য। যদি আপনার এই রূপ

অভিপ্রায় হইয়াছিল, তাহা হইলে পূর্ব্বে কি নিমিত্ত আমাকে বলেন নাই, তাহা হইলে আমি কদাচ পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতাম না। আমি কেবল আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের কথানুসারে কর্ণের সহিত কার্য্য চিন্তা করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে যদি আমি আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের পরিত্যজ্য না হই, তাহা হইলে আপনারা স্বীয় স্বীয় বিক্রমানুরূপ যুদ্ধ করুন।

মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বারম্বার ক্রোধভরে নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া হাস্য করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়, আমি এই হিতজনক বাক্য পূর্ব্বে তোমাকে বারম্বার কহিয়াছি। যাহা হউক আমি বৃদ্ধ এক্ষণে সাধ্যানুসারে সমরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, তুমি বান্ধবগণের সহিত অবলোকন কর। আজি আমি সসৈন্য ও সবান্ধব পাণ্ডব গণকে সর্ব্বলোকসমক্ষে নিবারিত করিব। হে রাজন্! মহাবীর ভীষ্ম এই কথা বলিলে আপনার পুত্র শঙ্খ ও ভেরীনিনাদিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণও সেই সুমহদ্ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শঙ্খ, ভেরী ও মুরজবাদন করিতে লাগিলেন।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ভীষ্ম আমার পুত্রের বাক্যে ক্রোধাসক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করত পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলেন ও পাণ্ডব এবং পাঞ্চালগণই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্ন গত প্রায়, দিনকর কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে অবনত ও পাণ্ডবেরা জয়লাভ করত হৃষ্টমনা হইলে, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ দেবব্রত ভীষ্ম আপনার পুত্রগণ ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে বেগবান্ অশ্ব দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে ভারত! তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদের ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আপনার অনীতি বশতই এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়। তৎকালে নিরন্তর পর্ব্বত স্ফোটের ন্যায় ধনুষ্টঙ্কার ও তলঘাতের কঠোরধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। এবং "তিষ্ঠ, এই আমি অবস্থিতি করিতেছি, ইহাকে অবগত হও, নিবৃত্ত হও, স্থির হও, প্রহার কর,, সর্ব্বত্র এই শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। কাঞ্চন তনুত্রাণ সকলে, কিরীটে, ও ধ্বজে শর নিপতিত হওয়াতে শিলাপতনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র বিভূষিত মস্তক ও বাহু সমুদয় ভূতলে নিপতিত হইয়া চেষ্টা বিহীন হইতে লাগিল। কোন কোন পুরুষসত্তম ছিন্ন মস্তক হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সমরস্থলে নর, নাগ ও অশ্বশরীর সমুৎপন্না গৃধ্রগোমায়ুগণের হর্ষবিবর্দ্ধিনী রুধিরবাহিনী নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গের কলেবর উহার শিলা ও মাংস উহার কর্দ্দম স্বরূপ হইল।

হে রাজন্! কৌরব ও পাণ্ডবগণের যেরূপ সং

লাম, এরূপ যুদ্ধ পূর্ব্বে আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। নিপতিত যোধগণ ও গিরিশৃঙ্গসদৃশ নীলবর্ণ মাতঙ্গের কলেবরে সমরভূমি আবৃত হওয়াতে রথসঞ্চালনের পথ রহিত হইল। বিকীর্ণ কবচ ও শিরস্ত্রাণ দ্বারা রণস্থল শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। কেহ কেহ অস্ত্রাঘাতে নিপী-

ড়িত হইয়াও অদীনভাবে দর্প সহকারে শত্রুপক্ষের প্রতি ধাবমান হইল। অনেকে রণস্থলে পতিত হইয়া পিতঃ! ভ্রাত! সখে! বন্ধো! বয়স্য! মাতুল! আমাকে পরিত্যাগ করিও না এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। অনেকে এস, নিকটে এস, তুমি কি ভীত হইয়াছ? কোথায় যাইবে? আমি সমরে আছি, তুমি ভীত হইও না এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময়ে ভীষ্ম মণ্ডলাকার ধনুক হস্তে করিয়া আশীবিষ সদৃশ দীপ্তাগ্র বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে ছিলেন। সংযত ব্রত মহাবীর ভীষ্ম শর বর্ষণ দ্বারা দশ দিক্ একাকার করত পাণ্ডবপক্ষীয় রথীগণের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তিনি সকল স্থানেই স্বীয় ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করত অলাত চক্রের ন্যায় রথবর্ত্মে নৃত্য করিতে লাগি-লেন। তাঁহার লঘুহস্ততা প্রযুক্ত পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ রণস্থলে সেই একমাত্র বীরকে বহুশত সহস্রের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তত্রত্য সকলে তাঁহাকে মায়াবী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাঁহাকে পূর্ব্বদিকে দর্শন করিলে, ক্ষণকাল পরেই পশ্চিম দিকে, আবার অনতিবিলম্বে উত্তর দিকে ও মুহূর্ত্তমধ্যে দক্ষিণ দিকে দর্শন করিতে লাগিল। ফলত, পাণ্ডবগণ কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। কেবল তাঁহার কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত সায়ক সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। বীরগণ তাঁহাকে সৈন্যবিনাশ ও অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে দেখিয়া বহুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়গণ আত্মবিনাশার্থ শলভের ন্যায় প্রমোহিত হইয়া সেই অমানুষরূপে বিচরণকারী সংক্রুদ্ধ ভীষ্মরূপ হুতাশনে নিপতিত হইতে লাগিল। ভীষ্মের শর মানব, হস্তী ও অশ্বের মধ্যে কাহারও গাত্রে নিপতিত হইয়া ব্যর্থ

হইল না। বজ্র দ্বারা শিলোচ্চয় ভেদের ন্যায় তিনি একটী-মাত্র বাণ দ্বারা হস্তী সকলকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবং সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা একত্রিত দুই তিন গজারোহীকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে নররাজ! যে বীর ভীষ্মের সমীপ-বর্ত্তী হয়, সে মুহূর্ত্তমাত্র দৃষ্ট হইয়া ভূতলে নিপাতিত হয়। এইরূপে যৌধিষ্ঠিরী সেনা সকল অতুল্যবীর্য্য ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া সহস্রধা বিশীর্ণ হইতে লাগিল এবং তাহারা মহাত্মা বাসুদেবের ও পার্থের সাক্ষাতেই শর দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া কম্পিত ও পলায়িত হইতে লাগিল। সেনাপতিগণ যত্ন-পরায়ণ হইলেও সেই সমস্ত ভীষ্মবাণে পীড়িত ইহয়া পলায়-মান সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। হে রাজন্! প্রধান প্রধান সৈন্যগণ মহেন্দ্র সদৃশ বীর্য্যশালী ভীষ্ম কর্ত্তৃক আহত হওয়াতে পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া রণস্থল হইতে ভঙ্গ হইতে লাগিল। পাণ্ডব সৈন্যগণ এইরূপে হাহাভূত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদিগের রথ, নাগ, অশ্ব, ধ্বজ ও কূবর পতিত হইতে লাগিল। এই মহাযুদ্ধে পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে ও সখা প্রিয় সখাকে সংহার করিতে লাগিল। পাণ্ডবসেনাপতিগণকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশকলাপ আলুলায়িত করিয়া ধাবমান হইতে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং রথযূথপগণ ও সৈন্যগণ উদ্‌ভ্রান্ত গোকুলের আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

তখন যাদবনন্দন কৃষ্ণ সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া রথ নিবৃত্ত করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যে সময় প্রার্থনা করিয়াছিলে অদ্য সেই সময় উপস্থিত অতএব এই সময় ভীষ্মকে প্রহার কর, নচেত মোহিত হইতে হইবে। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে রাজগণসমাগমে বলিয়াছিলে, যে ভীষ্ম দ্রোণপ্রমুখ যে সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমার সহিত যুদ্ধ

করিবে, আমি তাহাদিগকে অনুচরগণের সহিত সংহার করিব। হে অরিন্দম! এক্ষণে সেই বাক্য সত্য কর। ঐ দেখ স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ ইতস্তত ভগ্ন ও যুধিষ্ঠির পক্ষ রাজগণ পলায়ন করিতেছে। উহারা সমরে ভীষ্মকে কৃতব্যাদানমুখকৃতান্ত বিবেচনায়, সিংহ দর্শনে ভয়ার্ত্ত ক্ষুদ্রমৃগের ন্যায় প্রনষ্ট হইতেছে।

বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিলে, অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! যেখানে ভীষ্ম অবস্থিতি করিতেছেন; তুমি এই সৈন্যসাগর অবগাহন করিয়া সেই স্থানে অশ্বচালন কর। আমি দুর্দ্ধর্ষ কুরুপিতামহ ভীষ্মকে নিপাতিত করিব।

তদনন্তর মাধব যেখানে ভীষ্মের সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দুর্নিরীক্ষ্য রথ অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে রজতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অশ্বগণকে চালনা করিলেন। তখন যৌধিষ্ঠিরী সেনা সকল মহাবাহু পার্থকে ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া প্রতি নিবৃত্ত হইল। তদনন্তর কুরুকুলপ্রধান ভীষ্ম বারম্বার সিংহনাদ করত শরবর্ষণ দ্বারা অনতিবিলম্বে ধনঞ্জয়ের রথ আচ্ছন্ন করিলেন। তখন সেই রথ ক্ষণকাল মধ্যে ধ্বজা ও সারথি বাসুদেবের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইল। সত্বশালী বাসুদেব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ভীষ্মশরে ব্যথিত অশ্বগণকে চালনা করিতে লাগিলেন, তদনন্তর পার্থ জলদগম্ভীরনিস্বন দিব্যচাপ গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিত শর দ্বারা ভীষ্মের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক পাতিত করিলেন। তখন কুরু প্রধান ভীষ্ম ছিন্ন ধন্বা হইয়া নিমেষমাত্রে পুনরায় অন্য মহাধনু গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে জ্যারোপণ করত ভুজদ্বয় দ্বারা উহা কর্ষণ করিতে লাগিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের সেই চাপ ছেদন করিলেন; তাহাতে শান্তনুতনয় ভীষ্ম অর্জ্জুনের ক্ষিপ্রকারিতার

প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! হে পাণ্ডুনন্দন! সাধু! সাধু! এইরূপ মহৎকর্ম্ম তোমার উপযুক্ত। বৎস অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি; তুমি আমার সহিত সদৃঢ় যুদ্ধ কর। তিনি এইরূপে অর্জ্জুনের প্রশংসা করিয়া অন্যধনু গ্রহণ পূর্ব্বক পার্থের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব অশ্ব চালনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করত মণ্ডলাকারে রথ চালনা করিয়া সেই সকল বাণ ব্যর্থ করিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর মহাবীর ভীষ্ম নিশিত শরদ্বারা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিলেন; তখন সেই নরসিংহ কৃষ্ণার্জ্জুন ভীষ্মশরে ক্ষতবিক্ষত শরীর হইয়া বিষাণাঘাতে অঙ্কিতগাত্র নিনাদকারী বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। ভীষ্ম পুনরায় সংক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকর বর্ষণ দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন, এবং ক্রোধভরে মহাশব্দে হাস্য করত বিস্ময়োৎপাদন পূর্ব্বক কম্পিত করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর পরবীরঘাতী মহাবাহু কৃষ্ণ সংগ্রামে পার্থের মৃদুতা ও ভীষ্মকে পাণ্ডব সেনার মধ্যবর্ত্তী হইয়া উত্তাপপ্রদ প্রভাকরের ন্যায় রণস্থলে অনবরত বাণবর্ষণ করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির সৈন্যগণের প্রলয়কাল উপস্থিত নিশ্চয় করিলেন, এবং সেই সমস্ত সৈন্যমধ্যে প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে নিপাতিত করিতেছেন, দর্শন করত উহা সহ্য করিতে না পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবসৈন্য নিঃশেষিত প্রায় হইয়াছে। মহাবীর ভীষ্ম এক দিনের যুদ্ধেই দৈত্য দানবগণকে নিহত করিতে পারেন, তাহাতে সসৈন্য পাণ্ডবগণকে যে বিনাশ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি? কৌরবগণ মহাত্মা পাণ্ডবগণের সৈন্যকে পলায়নপর ও সোমকদিগের সৈন্যগণকে প্রভগ্ন দেখিয়া আহ্লাদ-

সহকারে ভীষ্মের হর্ষোৎপাদন করত সংগ্রামাভিমুখে ধাবমান হইতেছে; অতএব অদ্য আমি পাণ্ডবগণের হিতার্থ ভীষ্মকে নিহত করিব; তাহা হইলে মহাত্মা পাণ্ডবগণের ভার অপনীত হইবে। অর্জ্জুন যুদ্ধে তীক্ষ্ণশর দ্বারা বধ্যমান হইয়াও পিতামহের গৌরব রক্ষার নিমিত্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিতে পারিতেছেন না।

কৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এদিকে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের রথের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত শরের বাহুল্য হেতুক দশদিক্ আচ্ছন্ন হইল। তখন কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্ সমস্ত, কি ভূতল, এবং কি দিবাকর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। সমীরণ সধূম হইয়া তুমুল ভাবে বহমান ও দিক্ সমস্ত ক্ষুভিত হইতে লাগিল। দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শ্রুতায়ু, অম্বষ্ঠরাজ, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, প্রাচ্য, সৌবীর, বশাতি, ক্ষুদ্রক এবং মালবগণ ভীষ্মের আদেশানুসারে ত্বরান্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ অর্জ্জুনের সমীপে উপস্থিত হইলেন। শিনির পৌত্র সাত্যকি দেখিলেন, অর্জ্জুন শত শত সহস্র সহস্র গজযূথপ, অশ্ব, পদাতি ও রথ সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। তিনি শস্ত্রধারী প্রধান কৃষ্ণার্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে রথ, অশ্ব, নাগ ও পদাতিগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সত্বর তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বিষ্ণু যেরূপ বৃত্রাসুর নিধন সময়ে পুরন্দরের সাহায্য করিয়াছিলেন; সেইরূপ ধনুর্দ্ধরপ্রধান শিনিপ্রবীর সাত্যকি সহসা সেই অনীকিনী মধ্যে গমন করত অর্জ্জুনের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডব পক্ষীয় নাগ, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সমুদায় বিশীর্ণ এবং যোধগণকে বিত্রাসিত দেখিয়া হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন; হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা কোথায় যাইবে? প্রাচীন পণ্ডিতগণ কহিয়া-

ছেন; যুদ্ধে পলায়ন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। অতএব হে বীরগণ! তোমরা স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ না করিয়া স্বীয় স্বীয় বীরধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

অনন্তর দাশার্হগণের প্রভু যশস্বী কৃষ্ণ সমস্ত ক্ষত্রিয়-গণকে পলায়মান, ভীষ্মকে সংগ্রামে সমুদীর্য্যমাণ ও কৌরব যোদ্ধৃবর্গকে আপতিত দেখিয়া সাত্যকিকে প্রশংসা করত ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, হে শিনিপ্রবীর! যাহারা যাইতেছে, তাহারা যাউক; যাহারা অবস্থিত আছে, তাহারাও যাউক; তাহাদিগের থাকিবার আবশ্যক নাই। অদ্য আমি ভীষ্ম ও দ্রোণকে তাঁহাদিগের অনুচরগণের সহিত নিপাতিত করিব। আজি কৌরব সৈন্য মধ্যে কেহই আমার ক্রোধে যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। অতএব আমি ভীষণ চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রাণ সংহার করিব। মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণকে উহাঁদিগের অনুচরের সহিত নিহত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল ও সহদে-বের প্রীতি সম্পাদন করিব। অদ্য আমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও তাঁহাদের পক্ষীয় নরেন্দ্রগণকে নিহত করিয়া অজাত শত্রু যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যাধিপতি করিব।

বসুদেবতনয় মহাত্মা বাসুদেব এই বলিয়া অশ্ব রশ্মি পরিত্যাগানন্তর সহস্র বজ্রসদৃশ ক্ষুরধারযুক্ত, সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন চক্র হস্তদ্বারা উদ্‌ভ্রামণ করিয়া সবেগে রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সিংহ যেরূপ গজরাজ হনন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়, তাহার ন্যায় তিনি ভীষ্মকে হনন করি-বার অভিলাষে তদীয় সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহার গাত্রস্থিত বিলম্বিত পীতাম্বরখণ্ড নভোমণ্ডলে চির-সংলগ্ন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কৃষ্ণের কোপরূপ সূর্য্যোদয়ে বিকসিত ক্ষুরধার সদৃশ তীক্ষ্ণাগ্রভাগরূপ পত্রযুক্ত

তদীয় দেহরূপ সরোবরে সঞ্জাত ভুজরূপ মৃণালে অবস্থিত সুদর্শনরূপ চক্র পদ্ম, তাঁহার নাভিদেশ হইতে সম্ভূত বাল সূর্য্যসন্নিভ আদিপদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রাণিগণ কৃষ্ণকে ক্রোধপরায়ণ, চক্রধারী ও উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে দেখিয়া কুরুকুলক্ষয় মনে করত সাতিশয় শব্দ করিতে লাগিল। ধূমকেতু যেরূপ স্থাবর জঙ্গম দগ্ধ করিবার নিমিত্ত সমুদিত হয়, সেইরূপ লোকগুরু বাসুদেব চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক জীবলোক দহনকারি সম্বর্ত্ত হুতাশনের ন্যায় ভীষ্মাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

মহাত্মা ভীষ্ম সেই মানবপ্রবর চক্রধারী কৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন। হে জগন্নিবাস! হে শার্ঙ্গধর! হে গদাধর! হে অসিধর! তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রাণিগণের শরণ্য; তুমি যুদ্ধে আমাকে রথ হইতে বলপূর্ব্বক নিপাতিত কর। হে কৃষ্ণ! অদ্য তুমি আমাকে নিহত করিলে, আমার ইহ ও পরলোকে শ্রেয় এবং আমার প্রভাব ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে।

কৃষ্ণ ভীষ্মের এই কথা শ্রবণানন্তর বেগসহকারে তাঁহার অভিমুখে গমন করত কহিতে লাগিলেন; হে ভীষ্ম! তুমি এই মহা ক্ষয়ের মূলীভূত; তোমার নিমিত্তই অদ্য দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে। হে শান্তনুনন্দন! দ্যূতাসক্ত নৃপতিকে নিবারণ করাই ধার্ম্মিক মন্ত্রিদিগের কর্ত্তব্য। যদি কোন ভূপতি কাল বিপর্য্যয় বশতঃ উপদেশে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক, ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। মহানুভব ভীষ্ম যদুপ্রবীর বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে জনার্দ্দন! দৈবই বলবান, যদুগণ আত্ম হিতাভিলাষে কংসকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি ধৃতরাষ্ট্রকে বারম্বার এই কথা বলিয়াছিলাম, তিনি বিপরীত

বুদ্ধিবশতঃ আমার সেই হিতবাক্য বুঝিতে পারিলেন না।

ভীষ্ম ও কৃষ্ণের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, দেখিয়া বিশালবাহু ধনঞ্জয় সত্বর রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক যদু-প্রবীর কৃষ্ণের পশ্চাৎ দ্রুতবেগে গমন করত তাঁহার বাহুদ্বয় ধারণ করিলেন। কৃষ্ণ সাতিশয় ক্রোধাসক্ত ছিলেন, তন্নিমিত্ত অর্জ্জুন তাঁহাকে গ্রহণ করিলেও যেরূপ প্রবলবায়ু একটী বৃক্ষকে বেগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তিনি ধনঞ্জয়কে আকর্ষণ করিয়া ভীষ্ম সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। দশম পদ গমন করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করত তাঁহার গতিরহিত করিলেন। তখন কাঞ্চন চিত্র-মালী ধনঞ্জয় তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রীতমনে কহিলেন, হে কেশব! কোপ সংহার কর, তুমিই পাণ্ডবগণের একমাত্র গতি। হে কৃষ্ণ! আমি পুত্র ও সহোদরের শপথ করিতেছি, যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কদাচ তাহার অন্যথা করিব না। আমি তোমার নিদেশানুসারে অবশ্যই কুরুকুল ক্ষয় করিব।

অনন্তর জনার্দ্দন অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ও শপথ শ্রবণ করত চক্রহস্তে প্রীতমনে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া পুনরায় রথা-রোহণ করিলেন, এবং অশ্ব রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদে চতুর্দ্দিক্ ও আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন। কুরুবীরগণ নিষ্ক, অঙ্গদ ও কুণ্ডল বিভূষিত, ধূলিধূসরিত পক্ষ্ম যুক্ত নেত্রবিশিষ্ট, এবং বিশুদ্ধ দন্তসুশোভিত কৃষ্ণকে পুনরায় যুদ্ধার্থে শঙ্খ ধারণ করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ, নেমি ও দুন্দুভির শব্দ এবং বীরগণের সিংহনাদ মিশ্রিত হইয়া তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর ধন-ঞ্জয়ের জলদগম্ভীর সদৃশ গাণ্ডীবনির্ঘোষে চতুর্দ্দিক্ ও আকাশ-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল, এবং গাণ্ডীব বিনির্ম্মুক্ত সায়ক

সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তখন কৌরবাধিপতি দুর্য্যোধন বাণহস্তে কক্ষদাহকারী ধূমকেতুর ন্যায় ভীষ্ম, ভূরিশ্রবা ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের উপর ভূরিশ্রবা সুবর্ণপুঙ্খ সপ্তভল্ল, দুর্য্যোধন অতি বেগশালী তোমর, শল্য ও গদা এবং ভীষ্ম শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় ভূরিশ্রবা নিক্ষিপ্ত সপ্তভল্ল সপ্ত শর দ্বারা ও দুর্য্যোধন বিমুক্ত তোমর শাণিত ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা নিরাকৃত করিয়া ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎ প্রভাসম্পন্ন শক্তি, এবং মদ্রাধিপতি শল্য বিমুক্ত গদা দুই বাণ দ্বারা কর্ত্তন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন বিচিত্র অপ্রমেয় গাণ্ডীব ধনু ভুজদ্বয়ে আকর্ষণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর মাহেন্দ্র অস্ত্র অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। সেই উত্তমাস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার অগ্নিবর্ণ অস্ত্র দ্বারা কৌরব সৈন্যগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসনমুক্ত বাণ সকল বিপক্ষের, রথ, ধ্বজাগ্র, ধনু ও বাহু সকল কর্ত্তন করিয়া নরেন্দ্র, নাগেন্দ্র ও তুরঙ্গমগণের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের শাণিত শরসমূহ দ্বারা দশ দিক্ আচ্ছন্ন ও গাণ্ডীব শব্দে শত্রুগণের অন্তঃকরণ ব্যথিত হইতে লাগিল। সেই ঘোর সংগ্রামে গাণ্ডীবরবে শঙ্খধ্বনি অন্তর্হিত হইল। বিরাটরাজ প্রমুখ বরীগণ ও পাঞ্চাল রাজ এবং দ্রুপদ অদীনসত্ত ভাবে সেই স্থানে আগমন করিলেন।

হে রাজন্! আপনার সৈন্যমধ্যে যাহারা গাণ্ডীব শব্দ শ্রবণ করিয়াছিল তাহারাই অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা ভয়প্রযুক্ত কেহই তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইল না। সেই নৃপক্ষয়কারক মহা যুদ্ধে হেমকক্ষ ও মহাপতাকাযুক্ত মহাবীরগণ রথ ও সারথির সহিত এবং গজগণ কিরীটী

কর্ত্তৃক নারাচ দ্বারা হত, পীড়িত, ভিন্নকায় ও গতসত্ত্ব হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সেনা মুখে ভূপালগণের ধ্বজ সমুদয় মহাবীর অর্জ্জুনবিনির্ম্মুক্ত ঐন্দ্র অস্ত্রে ছিন্ন যন্ত্র ও নিহতেন্দ্রজাল হইয়া পতিত হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরাঘাতে যোদ্ধাগণের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া শোণিত ধারা নিপতিত হওয়াতে সমর স্থলে বৈতরণী সদৃশ শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। নরমেদ উহার ফেন, মৃত গজবাজি শরীর তীর, নরগণের মজ্জা ও মাংস কর্দ্দম, রাক্ষসগণ ঐ নদীতীরস্থ বৃক্ষ, মানবগণের কেশকলাপ শাদ্বল, বিকীর্ণ কবচ সকল তরঙ্গ এবং নর, নাগ ও অশ্ব সমুদায়ের অস্থি সকল কর্কর স্বরূপ হইয়া শোভামান হইয়াছিল। ঐ নদীতে সহস্র সহস্র নরশরীর ভাসমান হইতেও শৃগাল, শালাবৃক, তরক্ষু এবং ক্রব্যাদগণ উহার তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

হে রাজন্! চেদি, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ ইহাঁরা ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক কুরুবীরগণকে নিহত দেখিয়া সহসা নিনাদ করিতে লাগিলেন তাঁহারা অর্জ্জুনকে অরাতিগণের ভয়াবহ ও বিপক্ষ সৈন্যগণকে নিহত করিতে দেখিয়া কুরু যোধগণকে বিত্রাসিত করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের জয়-শব্দ করিতে লাগিলেন; এবং সিংহ যেরূপ মৃগযূথকে ত্রাসিত করে তাহার ন্যায় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কৌরবসেনাদিগকে ত্রাসিত করিবার নিমিত্ত নিনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনশরে পরিক্ষত শরীর ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন ও বাহ্লিক প্রভৃতি বীরগণ দিবাকরকে রশ্মিজাল সংবৃত সন্ধ্যা সমাগত এবং অর্জ্জুনকে যুগান্তকল্প ঐন্দ্রাস্ত্র বিস্তৃত করিতে দেখিয়া যুদ্ধে বিরত হইলেন।

তখন ধনঞ্জয়ও শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক কীর্ত্তি ও যশোলাভ

করত দিবাকরের লোহিত রাগযুক্ত নিশাকে সন্ধিগত অবলোকন করিয়া সোদরগণের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। তদনন্তর নিশামুখে কৌরবগণের ঘোরতর নিনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

হে রাজন্! অদ্য যুদ্ধে অর্জ্জুন অযুত রথী, শত শত গজ এবং প্রাচ্য, সৌবীর, ক্ষুদ্রক এবং মালবগণকে নিপাতিত করিয়া মহৎকর্ম্ম সাধন করিয়াছেন। এরূপ কার্য্য করা আর কাহারও সাধ্য নহে। শ্রুতায়ু, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন, কৃপাচার্য্য, বাহ্লিক, ভূরিশ্রবা, শল্য এবং শল প্রভৃতি ভীষ্মপ্রমুখবীরগণকে ক্রোধাসক্ত সমর বিজয়ী একমাত্র পার্থ পরাজয় করিয়াছেন। ভবদীয় যোধগণ এই কথা বলিতে বলিতে সমরস্থল হইতে সহস্র সহস্র প্রজ্বলিত উল্কা দ্বারা আলোকময় শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

—০:০—

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে ভারত! রজনী প্রভাত হইলে সপত্নগণের প্রতি জাতক্রোধ মহাত্মা ভীষ্ম সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষীয় সেনার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন, বাহ্লিক, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন, মহাবল জয়দ্রথ এবং অন্যান্য নৃপতিগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম সেই সমস্ত তেজস্বী বীর্য্যশালী মহারথ রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া সুরগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় শোভমান হইলেন। সেই সমস্ত সৈন্যমধ্যে গজস্কন্ধে রক্ত, পীত, সিত এবং পাণ্ডরবর্ণ মহা

পতাকা সকল দোধূয়মান হইতে লাগিল। সেই কৌরব-বাহিনী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, অন্যান্য মহারথ ও বারণ এবং বাজিগণ দ্বারা বিদ্যুৎসহকৃত বারিদমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর শান্তনুতনয় কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত সেই কৌরববাহিনী সহসা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থ অভিমুখীন হইয়া ভয়ঙ্কর নদীবেগের ন্যায় গমন করিতে লাগিল।

বানরকেতু নররাজ মহাবীর ধনঞ্জয় গজ, অশ্ব, পদাতি ও রথ সমূহকে দূর হইতে মহামেঘ সদৃশ অবলোকন করিলেন। তিনি স্বপক্ষীয় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমস্ত শত্রুসৈন্যের অভিমুখে গমন করিলেন। আপনার পুত্রগণের সহিত সমস্ত কৌরবগণ অর্জ্জুনের উৎকৃষ্ট রথ ও সারথীকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। পাণ্ডবদিগের যে ব্যূহনির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার উভয় কর্ণপ্রদেশে চারিসহস্র গজ সন্নিবিষ্ট ছিল। মহারথ অর্জ্জুন উদ্যতায়ুধ হইয়া ঐ ব্যূহ রক্ষা করিতেছিলেন। আপনার পক্ষায় বীরগণ সেই উৎকৃষ্ট ব্যূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব দিবসে যেরূপ ব্যূহনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেরূপ তাহার পূর্ব্বে কখন কাহারও দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর হয় নাই; এই ব্যূহও সেইরূপ মনুষ্যদিগের অদৃষ্ট ও অশ্রুত পূর্ব্ব।

অনন্তর সমরস্থলে সৈন্যমধ্যে সহস্র সহস্র ভেরীর মহা শব্দ, শঙ্খ ধ্বনি, তূর্য্য ধ্বনি ও সিংহনাদ সমুৎপন্ন হইল। পরে ক্ষণকালমধ্যে সশর শরাসন শব্দে এবং শঙ্খধ্বনিতে ভেরী ও পণবাদির শব্দ তিরোহিত ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। আকাশমণ্ডল ধূলি পটলে আচ্ছন্ন হওয়াতে যেন উহা চন্দ্রাতপ বিস্তীর্ণপ্রায় বোধহইতে লাগিল। রথী রথদ্বারা অভিহত

হইয়া সারথি, অশ্ব ও রথের সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে গজ গজ দ্বারা ও পদাতি পদাতি দ্বারা অভিহত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। ভ্রমণকারী অশ্বারোহিগণ সকল অশ্বারোহি কর্ত্তৃক প্রাস ও খড়্গ দ্বারা সমাহত ও অদ্ভুত দর্শন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। সুবর্ণ তারাগণ বিভূষিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তূণীর সকল প্রাস, পরস্বধ ও খড়্গাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। বহু সংখ্যক রথী সারথির সহিত গজগণ কর্ত্তৃক দন্ত ও শুণ্ড দ্বারা আহত এবং মহারথগণ রথি প্রধানদিগের বাণসমূহে নিহত হইয়া ধরাশয়ী হইল। তখনঅনেকানেক অপর লোকও গজগণের বেগে ও দন্তাঘাতে তাড়িত হইয়া সাতিশয় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

এই রূপে যখন সাদি ও পদাতিগণ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং নাগ, অশ্ব ও রথী সকল ভয়ে ত্বরান্বিত হইতে লাগিল, তখন মহারথগণ পরিবৃত ভীষ্ম কপিধ্বজ ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইলেন। পঞ্চতাল সমুচ্ছ্রিত পঞ্চকেতু ভীষ্ম অর্জ্জুনের রথ উৎকৃষ্ট অশ্ব কর্ত্তৃক বহমান ও তাঁহার অস্ত্র সকল বজ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অবলোকন করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৃপ, শল্য, বিবিংশতি দুর্য্যোধন, ভূরিশ্রবা ও দ্রোণ প্রভৃতি মহারথ সমুদায় দ্রোণাচার্য্যকে অগ্রে করিয়া সেই ইন্দ্রকল্প ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনের সম্মুখে গমন করিলেন। ঐসময় কাঞ্চনময় বিচিত্র বর্ম্ম পরিধায়ী সর্ব্বাস্ত্রকুশল অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু বাহিনীমুখ হইতে অপগত হইয়া অতি বেগসহকারে যুদ্ধার্থ তাহাদিগের সমীপে গমন করিলেন। ভীমকর্ম্মা অভিমন্যু কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাবলগণের অস্ত্র সমস্ত ছেদন করিয়া মহামন্ত্রাহুত শিখামালী হুতাশনের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর অদীনসত্ত্ব ভীষ্ম যুদ্ধে অরাতি রুধিরে

নদী সৃষ্টি করিয়া অভিমন্যুকে অতিক্রম করত পার্থ সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিরীটমালী পার্থ হাস্য করিয়া অদ্ভুত দর্শন গাণ্ডীবেরনির্ঘোষ সহকারে শরজাল বিস্তার করত ধনুর্দ্ধর প্রধান মহারথ ভীষ্মের মহাস্ত্র সকল বিনষ্ট এবং তাঁহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় যোধগণ দিবাকর দ্বারা অন্ধকার বিনাশের ন্যায় পার্থের অস্ত্রজাল অন্তরীক্ষে ভীষ্মের মহাস্ত্র দ্বারা বিশীর্ণ অবলোকন করিল। কৌরব, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য লোক সকল,পুরুষ প্রধান ভীষ্ম ও ধনঞ্জয়ের এইরূপ প্রবল কার্ম্মুকের ভীষণ নিনাদ সহকারে দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন ও সাংযমিনির পুত্র ইহাঁরা সকলে সমবেত হইয়া অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। লোক সকল সেই তেজস্বী বালককে ব্যাঘ্র সদৃশ পঞ্চ যোদ্ধার নিকট যেন একটী সিংহ শিশুর ন্যায় দেখিতে লাগিল। কোন ব্যক্তি কি লক্ষ্যবেধ, কি পরাক্রম, কি অস্ত্র প্রয়োগ, কি লাঘব কোন বিষয়েই অর্জ্জুনতনয়ের সদৃশ হইলেন না! অর্জ্জুন শত্রুতাপন স্বীয় তনয়কে যুদ্ধে ঈদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় যোধগণ অভিমন্যুকে এইরূপে সৈন্য নিপীড়ন

করিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন সেই শত্রুতাপন সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু অদীনচিত্তে তেজ ও বলের সহিত তাঁহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ সময়ে তদীয় শ্রেষ্ঠ চাপ আদিত্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। অর্জ্জুন তনয় মহাবীর অশ্বত্থামাকে এক ও শল্যকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া, অষ্টবাণ দ্বারা সংযমিনির ধ্বজ ছেদন করিলেন। তখন সোমদত্ততনয় হেমময় দণ্ড যুক্ত উরগ সঙ্কাশ মহাশক্তি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু তিনি তাহা একমাত্র সায়ক দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন শল্য তাঁহার প্রতি শত শত সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, দেখিয়া অভিমন্যু তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে বিনষ্ট করিলেন। ফলত তৎকালে ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সাংযমনি ও শল ইঁহারা কেহই অর্জ্জুনতনয়ের বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর সংগ্রামে অজেয় প্রধান প্রধান ধনুর্ব্বিদ্বীরগণ ত্রিগর্ত্ত, মদ্র ও কেকয় দেশীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র যোদ্ধার সহিত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সপুত্র অর্জ্জুনকে হনন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। হে রাজন্! অমিত্রবিজয়ী সেনাপতি পঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুন ও অভিমন্যুর রথ অরাতি সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধভরে বহু সহস্র গজ, রথ, শত শত সহস্র সহস্র পদাতি ও সাদিগণে পরিবৃত হইয়া সেনাদিগকে আদেশ প্রদান করত চাপ বিস্ফারিত করিয়া সেই মদ্র ও কেকয়বাহিনীর অভিমুখে গমন করিলেন। রথ, নাগ ও অশ্বসঙ্কুল সেই পাণ্ডবসৈন্য দৃঢ়ধন্বা ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ও পরিচালিত হইয়া পরমশোভমান হইয়া উঠিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনসমীপে গমন করিয়া তিনবাণ

দ্বারা কৃপাচার্য্যের জত্রুদেশ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি মদ্রকগণকে শাণিত দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সত্বর ভল্ল দ্বারা কৃতবর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষককে নিহত করিলেন। পরে বিপুল নারাচ দ্বারা পৌরবতনয় দমনকে নিপাতিত করিলেন। তখন সাংযমনির পুত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রুপদ পুত্র ও তাঁহার সারথিকে দশবাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ধনুর্দ্ধর প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে সৃক্কণী লেহন করত তীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা তাঁহার চাপ ছেদন ও তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তাঁহার অশ্ব সকল, পার্ষ্ণিরক্ষক এবং সারথিকে বধ করিলেন। হে রাজন্! সাংযমনির পুত্র সেই অশ্ব শূন্য রথে অবস্থিত হইয়া দ্রুপদাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করত ভীষণ লৌহময় খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক পদব্রজে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে আকাশ হইতে নিপতিত মহোরগ তুল্য, কালপ্রেরিত অন্তক সদৃশ ও দীপ্যমান দিবাকরের ন্যায় দর্শন করিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর বাণবেগের পথ অতিক্রম করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ সমীপে আগমন করিবামাত্র পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন গদাঘাতে তাঁহার শিরশ্চেদন করিলেন।

হে রাজন্! সেই মহাবীর গদাঘাতে নিহত ও পতনোন্মুখ হইলে তাঁহার হস্ত হইতে সুপ্রভান্বিত খড়্গ স্খলিত হইয়া নিপতিত হইল। পাঞ্চাল রাজতনয় ভীমবিক্রম মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন গদাঘাতে তাঁহাকে নিহত করিয়া পরম যশো লাভ করিলেন। সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহারথ রাজতনয় নিহত হইলে, ভবদীয় সৈন্যমধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। অনন্তর মহাবীর সাংযমনি পুত্রকে নিহত দেখিয়া ক্রোধভরে বেগসহকারে রণদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং কুরু ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের সমক্ষে

সেই মহারথদ্বয় যুদ্ধে মিলিত হইলেন। অনন্তর ক্রোধপরায়ণ বীরঘাতী সাংযমনি তোত্র দ্বারা মহাগজ হননের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণ দ্বারা আঘাত করিলেন এবং সমিতিশোভন শল্যও রোষপরবশ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি পুরুষকার অপেক্ষা দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, কারণ পাণ্ডব-সৈন্যগণই ক্রমাগত অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে বধ করিতেছে। হে সঞ্জয়! তুমি প্রতি নিয়ত আমার পক্ষীয় সৈন্য বিনাশ ও পাণ্ডব পক্ষীয়দিগের প্রশংসা করিয়া থাক। আমার পক্ষীয় যোধগণ জয়াভিলাষে পুরুষকারের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছে। সুতরাং আমার পক্ষীয় সৈন্যগণ ক্রমেই হীন হইয়া আসিতেছে। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আমার তীব্র দুঃখের বিষয় শ্রবণ করিতে হইল। হে তাত! পাণ্ডবগণের ক্ষয়-প্রাপ্তির বা আমাদিগের জয় লাভের কোন উপায় দেখিতেছি না।

সঞ্জয় কহিলেন, আপনার এই হস্তী, অশ্ব, রথ, মনুষ্য ক্ষয়রূপ মহান্ অপনয় আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন।

হে রাজন্! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মদ্রাধিপতি শল্যের নয় বাণে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে লৌহময় সায়ক

দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রমশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর হইয়া শল্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার এই অদ্ভুত পরাক্রাম দর্শন করিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্তকালমাত্র তাঁহাদিগের এই যুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই এরূপে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, যে কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের নিমেষমাত্র অবকাশ দেখিতে পাইল না। হে রাজন্! শল্য পীতবর্ণ সুশাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের চাপচ্ছেদন করিলেন। অনন্তর পর্ব্বতোপরি প্রাবৃট্‌কালীন জলধরগণের জলধারা বর্ষণের ন্যায় বাণ বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাতে অতিমাত্র কাতর হইলে, অভিমন্যু মদ্ররাজের রথ সমীপে গমন করিলেন। এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পক্ষীয় যোধগণ অভিমন্যুকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত মদ্ররাজের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, সত্যব্রত ও পুরুমিত্র এই দশ জন মদ্রাধিপতির রথ রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। হে রাজন্! ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু, নকুল ও সহদেব এই দশ জন মহাবীর অসংখ্য অস্ত্র দ্বারা বিপক্ষীয় দশ জনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রযুক্তই ইঁহারা রোষপরবশ হইয়া পরস্পর বধাভিলাষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে অন্যান্য রথিগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া তাঁহাদিগের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহারথ যোধগণ পরস্পর জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া রোষ কষায়িতলোচনে সিংহনাদ পূর্ব্বক স্পর্দ্ধা সহকারে মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ক্রোধান্বিত হইয়া চারি, দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি, চিত্রসেন পঞ্চ, দুর্ম্মুখ নয়, দুঃসহ

সাত, বিবিংশতি পঞ্চ, দুঃশাসন তিন শাণিত সায়ক দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রহার করিলেন। হে রাজেন্দ্র! শক্রতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সমরে হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পঞ্চবিংশতি বাণ প্রহার করিলেন। অভিমন্যু, সত্যব্রত ও পুরমিত্রকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর নকুল ও সহদেব মাতুল শল্যকে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। পরে শল্য রথিশ্রেষ্ঠ মাদ্রীতনয় দ্বয়ের প্রতি অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে শল্যের শরাঘতে আচ্ছন্ন হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবল ভীমসেন দুর্য্যোধনকে দর্শন করিয়া বিবাদ শেষ করিবার নিমিত্ত গদা গ্রহণ করিলেন। আপনার অন্যান্য পুত্রগণ গদাহস্ত ভীমসেনকে শৃঙ্গযুক্ত কৈলাস ভূধরের ন্যায় অবলোকন করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। দুর্য্যোধন ক্রোধান্বিত হইয়া মগধরাজকে অগ্রবর্ত্তী করত দশ সহস্র মগধ দেশীয় ও দশ সহস্র গজারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমসেনের অভিমুখীন হইলেন। বৃকোদর সেই সমস্ত গজারোহী সৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করত রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। তিনি বিবৃতানন কৃতান্ত সদৃশ অদ্রিসারময়ী মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। যেরূপ বৃত্রহা ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করত বিচরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গদা দ্বারা গজ সকলকে হনন করিয়া সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় কম্পন মহা তর্জ্জনে গজগণ বিচেতন প্রায় হইল। অনন্তর দ্রৌপদীতনয়গণ, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পৃষ্ঠ রক্ষা করত ধারা বর্ষণের ন্যায় গজগণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে শাণিত ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, ভল্ল ও অঞ্জলিকাস্ত্র দ্বারা

গজযোধীদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন তাহাদিগের মস্তক ও বাহু পতিত হওয়াতে যেন প্রস্তর বর্ষণ হইতে লাগিল। গজস্কন্ধেই সেই সমস্ত গজযোধগণের মস্তক ছিন্ন হওয়াতে যেন পর্ব্বত শিখরে ছিন্নাগ্র শালতরুর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য হস্তী নিপাতিত করিলেন। মগধরাজ ঐরাবত সদৃশ এক বৃহৎ হস্তী অভিমন্যুর রথ সমীপে চালন করিলেন। পরবীরঘাতী অভিমন্যু মগধ-রাজের মহাগজকে আসিতে দেখিয়া এক বাণাঘাতেই তাহার প্রাণ সংহার করিলেন এবং এক রজত ভল্ল দ্বারা হস্তিশূন্য মগধরাজের শিরশ্ছেদন করিলেন। এদিকে ভীমসেন গজসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গজ সকল মর্দ্দন করত বাসবের গিরি বিচরণের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক আঘাতেই মাতঙ্গগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সমরস্থলে সেই সকল নিহত মাতঙ্গ নিপতিত থাকাতে বজ্রাহত পর্ব্ব-তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কতক গুলি হস্তীর দন্ত, কতকগুলির গণ্ড, কতকগুলির পৃষ্ঠ ভগ্ন হইয়া ভূমিতলে-নিপতিত হইল। কতকগুলি মাতঙ্গ সমরপরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল। কতকগুলি ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া মূত্রপুরীষ পরি-ত্যাগ করিতে লাগিল। কোন কোন পর্ব্বতোপম হস্তী ভীম-সেনের বিচরণ পথেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; কেহবা চীৎকার-রবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাগজের কুম্ভ ভিন্ন হওয়াতে অনবরত রুধির বমন করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমসেন, মেদ, রুধির, বসা ও মজ্জাতে লিপ্তাঙ্গ হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি মাতঙ্গশোণিতসিক্ত গদা ধারণ করিয়া পিনাকধারী মহাদেবের ন্যায় ভীষণ রূপ ধারণ করি-লেন। হে রাজন! গজগণ ভীম কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া

সহসা গমন পূর্ব্বক আপনার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিল সুরগণ যেরূপ অমররাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিমন্যু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধরগণ ভীমসেনকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যেরূপ পশু হননকালে রুদ্রদেবের পিনাক দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সমরস্থলে ভীমসেনের কেশ, মজ্জা ও রুধির মিশ্রিত গদা দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেরূপ পশুপালক যষ্টি দ্বারা পশু সকলকে তাড়িত করে, সেইরূপ বৃকোদর গদা দ্বারা গজারোহী সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ ভীমসেনের গদা ও চতুর্দ্দিক্ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ সমূহ দ্বারা আহত হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকেই মর্দ্দন করিতে ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন প্রবল বাতেরিত মেঘমণ্ডলীর ন্যায় মাতঙ্গগণকে নিরাকৃত করিয়া শ্মশানবাসী ভূতনাথের ন্যায় সমরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! সেই সমস্ত করিসৈন্য এইরূপে হত হইলে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বধ করিতে সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন। তখন আপনারপক্ষীয় সৈন্যগণ ভীষণ রব করত ভীমসেনের নিকট ধাবিত হইল। ভীমসেন অসংখ্য রথ, পদাতি, নাগ ও ঘোটক পরিব্যাপ্ত, সমুত্থিত ধূলিসজালসংবৃত ও দেবগণেরও দুঃসহ সেই সমস্ত কৌরব সৈন্যগণকে বেলাভূমির সাগর নিবারণের ন্যায় নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ঐ যুদ্ধে আমরা মহাবীর ভীমসেনের অলৌকিককার্য্য অবলোকন করিলাম। তিনি সেই সমস্ত পার্থিবগণ এবং অশ্ব, রথ ও হস্তিগণকে অনায়াসে

গদা দ্বারা নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গদা দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্য নিবারিত করিয়া মহাশৈল সুমেরুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই ভীষণ সংগ্রাম সময়ে ভীমসেনের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু ও অপরাজিত শিখণ্ডী ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিলেন না। বৃকোদর লৌহময়ী মহতী গদা হস্তে করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আপনার যোধগণকে সংহার করিতে ধাবমান হইলেন এবং রথ ও অশ্ব সকল বিনষ্ট করত প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় সমরস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি ঊরুবেগে রথ সকল আকর্ষণ করত যোধগণকে হনন করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গ যেরূপ নলবন ভগ্ন করে, সেইরূপ তিনি সৈন্যগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি সকলকে প্রবল বাতাহত মহীরুহের ন্যায় গদাঘাতে নিহত করিতে লাগিলেন। তখন তদীয় গদা মজ্জা, বসা, মাংস ও শোণিত লিপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কররূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে নিহত মনুষ্য, হস্তী ও সাদি সমূহে সমর ভূমি শমনের আলাত স্থলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সকল লোক মহাবীর ভীমসেনের সেই গদাকে কৃতান্ত দণ্ডের ন্যায়, বাসবের বজ্রের ন্যায় ও জীব ঘাতী পিনাক পানির পিনাকের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। তিনি সেই গদা ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করত প্রলয় কালীন কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সৈন্য গণকে তাড়িত করিতে আগমন করিতেছেন দেখিয়া সমর ভূমিস্থিত সকল ব্যক্তিই বিমনা হইল। ঐ মহাবীর গদা সমুদ্যত করিয়া যে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সেই সেই দিকের সৈন্যগণ ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

এই প্রকারে সৈন্য সংহারকারী বিবৃতানন অন্তক সদৃশ ভীমসেন গদা ঘাতে সমুদায় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছেন দেখিয়া মহাবীর ভীষ্ম জলদগম্ভীর নিস্বন সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী রথে আরোহণ করত বর্ষাকারি মেঘের ন্যায় শর-নিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন ভীষ্মকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে সহসা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন সত্যপরায়ণ সাত্যকি দৃঢ় শরাসন ধারণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনষ্ট ও কম্পিত করিয়া শান্তনুতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে রাজেন্দ্র! আপনার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই সেই রজতবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে আরূঢ় নিশিত সায়কবর্ষী শিনি প্রবরকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কেবল নিশাচর অলম্বুষ তাঁহার প্রতি দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল। মহাবীর সাত্যকি তাঁহারে চারি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অনায়াসে রথারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ সেই বৃষ্ণি বংশাবতংস সাত্যকি শত্রু পক্ষে বিচরণ পূর্ব্বক কৌরবগণকে নিবারণ ও মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতেছেন দেখিয়া পর্ব্বতোপরি জলধর পটলের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন রূপেই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সোমদত্ত সুত মহাবীর ভূরিশ্রবা ভিন্ন আর সকলেই বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। ঐ মহাবীরই সাত্যকি কর্তৃক আপনার পক্ষীয় রথিগণকে তাড়িত দেখিয়া সংগ্রামবাসনায় উগ্রবেগ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ভূরিশ্রবা সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সাত্যকিকে নয় বাণ দ্বারা প্রহার করিলেন। উদার স্বভাব সাত্যকিও সর্ব্ব সমক্ষে সন্নত পর্ব্ব বহু সায়ক দ্বারা ভূরিশ্রবাকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। পরে রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত ভূরিশ্রবার রক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন ও অন্যান্য মহাবল পরাক্রমশালী পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ সাত্যকির রক্ষার্থে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। ভীমসেন ক্রোধভরে গদা উদ্যত করিয়া আপনার পুত্রদিগকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলে আপনার পুত্র নন্দক বহু-সংখ্যকরথির সহিত রোষাবিষ্ট হইয়া শিলাশাণিত কঙ্কপত্র যুক্ত- সায়ক দ্বারা ভীমসেনকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনও সেই যুদ্ধে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয় বাণে ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন।

তখন অমিতপরাক্রম ভীমসেন স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন, সারথে! ঐ সমস্ত ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ অতিমাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধে আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে কিন্তু অদ্য আমি তোমার সমক্ষেই উহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিব। অতএব তুমি এই যুদ্ধে যত্নসহকারে আমার অশ্বগণকে সঞ্চালন কর। হে রাজন্! ভীমসেন এই বলিয়া কনকস্নুশোভিত সুতীক্ষ্ণ বহুশর দ্বারা দুর্য্যোধকে বিদ্ধ এবং তিন বাণ দ্বারা নন্দকের স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে প্রহার করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন মহাবল ভীম-সেনকে ষষ্টিবাণে বিদ্ধ করিয়া সুশাণিত তিন বাণ দ্বারা

তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। এবং সহাস্যবদনে তিন বাণ দ্বারা ভীমের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। তখন ভীম সারথিকে দুর্য্যোধন শরে পীড়িত দেখিয়া ক্রোধভরে আপনার পুত্রের বধ সাধনার্থ দিব্য ধনু ও ক্ষুরপ্র অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনের ধনুকের মুষ্টিছেদন করিলেন। তখন দুর্যোধন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া সত্বরে ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক ধনুগ্রহণ করত কালান্তক সদৃশ এক বাণ দ্বারা ভীমসেনের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে ভীমসেন মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। তখন অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ভীমসেনের কাতরতা দর্শনে সাতিশয় অসহিষ্ণু হইলেন। তাঁহারা ক্রোধভরে দুর্যোধনের মস্তকোপরি অনবরত তীক্ষ্ণ সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেনও ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনকে প্রথমত তিন বাণ, পরে পঞ্চ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর শল্যকে হেমপুঙ্খ পঞ্চবিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্য ভীম শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া সমরভূমি হইতে অপসৃত হইলেন।

হে রাজন্! পরে সেনাপতি সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম আপনার এই চতুর্দ্দশ পুত্র সকলে সমবেত ও ক্রোধাসক্ত হইয়া ভীম সমীপে গমন পূর্ব্বক অনবরত বাণ বৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে সাতিশয় বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন তাঁহাদিগকে সেই প্রকার বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া পশুযূথ মধ্যস্থিত বৃকের ন্যায় সৃক্কণী লেহন করত গরুড় সদৃশ বেগে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া ক্ষুরপ্রদ্বারা সেনাপতির শিরশ্ছেদন করিলেন। অনন্তর তিন বাণ দ্বারা জলসন্ধ ও সুষেণকে শমন সদনে প্রেরণ

করিলেন, পরে ভল্লাস্ত্র দ্বারা উগ্রের শিরস্ত্রাণের সহিত কুণ্ডলদ্বয় সুশোভিত মস্তকচ্ছেদন, এবং অশ্ব, কেতু ও সারথির সহিত বীরবাহুকে সপ্ততি বাণ দ্বারা, শমনভবনে প্রেরণ পূর্ব্বক বেগশালী ভীমরথ ও ভীম উভয় ভ্রাতাকে সহাস্যবদনে সংহার করিলেন এবং সর্ব্ব সৈন্যসমক্ষে ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা সুলোচনকে নিপাতিত করিলেন। ইহা ভিন্ন আপনার যেসকল তনয়গণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ভীমসেনের পরাক্রম প্রদর্শন করত তৎকর্ত্তৃক আহত হইয়া, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

হে রাজন্! পরে শান্তনুতনয় ভীষ্ম কৌরব পক্ষীয় মহারথগণকে কহিলেন, হে মহারথগণ! উগ্রধন্বা ভীমসেন রণে ক্রোধপরবশ হইয়া প্রধান প্রধান বীরগণকে নিপাতিত করিতেছেন, অতএব তোমরা অবিলম্বে উঁহাকে আক্রমণ কর। ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যগণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে মহাবল ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভগদত্ত মদমত্ত কুঞ্জরে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসন্নিধানে উপনীত হইয়া অসংখ্য বাণ বর্ষণ দ্বারা জলদমণ্ডল সমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করত ভগদত্ত ও তাঁহার হস্তীকে আচ্ছন্ন করিলেন। সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষহস্তী সেই সমস্ত মহারথের অস্ত্র বর্ষণে শোণিতাক্তকলেবর হইয়া সূর্য্যকিরণরঞ্জিত জলদমণ্ডলীর ন্যায় শোভমান হইল।

তখন মহাবল ভগদত্ত ক্রোধাসক্ত হইয়া সেই হস্তীকে সঞ্চালিত করিলেন। মাতঙ্গরাজ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর বেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পদভরে মেদিনীকম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই হস্তী কালপ্রেরিত কৃতা-

স্তের ন্যায় যোধগণের প্রতি ধাবমান হইল। সমুদয় যোদ্ধৃবর্গ সেই মত্তমাতঙ্গের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করত নিতান্ত বিমনা হইয়া উঠিল। রাজা ভগদত্ত ক্রোধভরে নতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে প্রহার করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনও ভগদত্ত কর্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথের ধ্বজদণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহা প্রভাবশালী ভগদত্ত সেই সমস্ত যোধগণকে ভীত ও ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া গম্ভীরনিনাদ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর রাক্ষস ঘটোৎকচ ভীমসেনকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইল এবং অনতিবিলম্বেই ভীরুদিগের ভয়বিবর্দ্ধিনী মায়া সৃষ্টি করত স্বকৃত মায়াময় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক লোকের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল। উহার মায়াবলে অঞ্জন, বামন ও মহাপদ্ম এই তিন দিগ্গজ সৃষ্ট হইয়াছিল। উহারা ঐ ঐরাবতের অনুগামী হইল। ঐ দিগ্গজত্রয় বহুল মদস্রাবী, মহাকায় ও চতুর্দ্দন্তসম্পন্ন এবং তেজ, বীর্য্য, বল, বেগ ও পরাক্রমশালী রাক্ষসগণে অধিষ্ঠিত ছিল। ঘটোৎকচ গজদ্বারা গজের সহিত ভগদত্তকে বিনাশ করিবার মানসে স্বীয় হস্তী চালনা করিলেন এবং অন্য তিন হস্তীও সেই সমস্ত রাক্ষসগণ কর্তৃক পরিচালিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভগদত্তর হস্তীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক তাহাকে দন্ত দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। সেই হস্তী অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ কর্ত্তৃক আহত ছিল, তাহাতে আবার দিগ্হস্তীগণ দ্বারা দন্তাহত হওয়াতে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল।

হে ভারত! ভীষ্ম সেই ভগদত্ত হস্তীর গভীর গর্জন শ্রবণ

করিয়া রাজা দুর্য্যোধন ও আচার্য্য দ্রোণকে কহিলেন, হে বীর গণ! মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত সমরে মহাকায় হিড়িম্বার সহিত যুদ্ধ করাতে দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাক্ষস ঘটোৎকচ বৃহৎকায়, রাজা ভগদত্তও সাতিশয় কোপন স্বভাব, ইহারা উভয়েই সমরে পরস্পর কালান্তক সদৃশ হইলেও বোধ হয় ভগদত্ত রাক্ষস ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকিবেন; কারণ, হে বীরগণ! ঐ পাণ্ডবগণের আনন্দধ্বনি ও ভয় পীড়িত ভগদত্তমাতঙ্গের মহান্ আর্ত্তনাদ শ্রুতি গোচর হইতেছে অতএব চল আমরা রাজা ভগদত্তকে রক্ষা করিতে যাই; এক্ষণে তাঁহাকে রক্ষা না করিলে, তিনি শীঘ্রই সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না। উহাদিগের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। রাজা ভগদত্ত আমাদের অনুগত ও সৎকুল সম্ভূত এবং সেনাপতি অতএব উহাকে পরিত্রাণ করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

দ্রোণ প্রমুখ বীর গণ ও সমুদয় রাজ গণ ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভগদত্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইলেন। এদিকে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই সমস্ত শত্রুপক্ষীয় বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহা প্রতাপশালী ঘটোৎকচ সেই সমস্ত সৈন্য অবলোকন করিয়া ভীষণ নিনাদে নভোমণ্ডল পরিপূরিত করিল। তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাহার সেই ভীষণ নিনাদ শ্রবণ ও দিগ্ হস্তীদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! দুরাত্মা ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অভিরুচি হইতেছে না। সম্প্রতি ঐ দুরাত্মা সহায় ও বীর্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে স্বয়ং দেবরাজও উহাকে জয়

করিতে সমর্থ হন না। বিশেষতঃ আমাদিগের বাহনগণ এক্ষণে পরিশ্রান্ত হইয়াছে, আমরাও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কর্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, এক্ষণে পাণ্ডবেরা জয়ী হইয়াছে অতএব আমার বিবেচনায় উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে। অদ্য অবহার করা কর্ত্তব্য কল্য শত্রুপক্ষের হিত যুদ্ধ করা যাইবে।

ঘটোৎকচ ভয় পীড়িত কৌরবগণ ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তদুক্ত উপায় অবলম্বন করত সৈন্যগণকে বিদায় করিলেন। অনন্তর কৌরবগণ নিবৃত্ত হইলে বিজয়ী পাণ্ডবগণ শঙ্খ ও বেণু নিনাদের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে ভারত! সে দিবস কৌরবগণের ও ঘটোৎকচ প্রমুখ পাণ্ডবগণের এইরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কৌরবেরা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। ক্ষত বিক্ষত শরীর পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচ ও ভীমসেনের প্রশংসা করিতে করিতে প্রসন্নমনে শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা আনন্দিত হইয়া দুর্য্যোধনের মর্ম্মভেদী তূর্য্য ও শঙ্খ নিনাদ সহকারে বিবিধ সিংহনাদ করত পৃথিবী কম্পান্বিত করিয়া রজনীযোগে শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধজনিত শোকে ক্ষণকাল চিন্তিত হইলেন। পরে শিবিরের বিহিত কার্য্য সমাধান করিয়া পুনরায় ভ্রাতৃ শোকে অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের অসাধ্য কর্ম্ম পরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া আমার অন্তঃকরণে অতিশয় ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! পুত্রদিগের পরাভব শ্রবণ করিয়া পরে আরও কি অবস্থা ঘটিবে, আমি এই মহতী চিন্তাদ্বারা অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। দৈবায়ত্ত ব্যাপার সমস্ত দর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বিদুরের বাক্য অবহেলন করাতে আমাকে অনুতাপিত হইতে হইবে। ঐ মহাত্মা যেরূপ কহিয়াছেন, এক্ষনে সেই সমস্তই সংঘটিত হইতেছে

হে বৎস! যখন তাহারা যোদ্ধৃপ্রধান মহাবল ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতেছে, ও নভোমণ্ডলস্থ তারকার ন্যায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, তাহারা কাহারও নিটক বর প্রাপ্ত অথবা কোন প্রকার মন্ত্র অবগত হইয়া থাকিবে। পাণ্ডবগণ যে বারম্বার আমার পক্ষীয় সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছে, ইহা আমার সহ্য হইতেছে না। আমি দৈব কর্ত্তৃকই দণ্ডিত হইতেছি। হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা যেরূপ বধ্য আমার পুত্রগণও সেইরূপ, কিন্তু আমাতে কি নিমিত্ত এই নিদারণ দণ্ড নিপতিত হইতেছে তাহা তুমি আমার নিকট যথাযথ বর্ণন কর। যেরূপ মনুষ্য বাহুবলে সন্তরণ করিয়া মহাসাগরের পার প্রাপ্ত হয় না; সেইরূপ আমি এই দুঃখসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইবার উপায় দেখিতেছি না। পুত্রদিগের নিদারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, একাকী ভীম আমার সমুদয় পুত্রগণকে সংহার

করিবে সন্দেহ নাই। সংগ্রামে আমার পুত্রগণকে পরিত্রাণ করিতে পারে এমন কোন বীরই দৃষ্টি গোচর হয় না। অতএব আমার পুত্রগণ নিঃসন্দেহই বিনষ্ট হইবে। হেসঞ্জয়! পাণ্ডব গণের জয় ও আমার পুত্রগণের বিনাশের কারণ তুমি আমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর। স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ সমরে পরাঙ্মুখ হইলে, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, শকুনি, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ এই সমস্ত মহাবল বীরগণ কি করিয়াছিলেন এবং আমার পুত্রগণ রণবিমুখ হইলে সেই মহাত্মাগণের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে নররাজ! আমি যাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ কোন প্রকার মন্ত্র প্রয়োগ, মায়াজাল বিস্তার বা কোন প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছেন না। তাঁহারা শক্তি ও ন্যায়ানুসারে যুদ্ধই করিতেছেন। হে রাজন! পাণ্ডবগণ যশোলাভবাসনায় একমাত্র ধর্ম্ম দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সেই শ্রীসম্পন্ন পাণ্ডবগণ স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াই সমরে নিবৃত্ত হইতেছেন না। যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়; এই নিমিত্তই তাঁহারা সমরে অবধ্য ও জয়ী হইয়াছেন এবং আপনার পুত্রেরা দুরাত্মা, নিষ্ঠুর, হীনকর্ম্মা ও পাপাচারপরায়ণ, এই নিমিত্ত তাঁহারা পরাজিত হইতেছেন। তাঁহারা পাণ্ডব-দিগের প্রতি নীচবৎ নৃশংস ব্যহার করিয়াছিলেন কিন্তু পাণ্ডবগণ গ্রাহ্য করেন নাই। হে নররাজ! সম্প্রতি সেই অপরাধের মহাকাল রূপ ফল উপস্থিত হইয়াছে এক্ষণে আপনি সুহৃদ ও পুত্রগণের সহিত তাহা ভোগ করুন। মহাত্মা বিদুর, ভীষ্ম, ও দ্রোণচার্য্য আপনাকে নিবা-রিত করিলেও আপনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মূঢ় ব্যক্তি যে রূপ ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করে না সেইরূপ আপনি

আমার সেই হিতবাক্য গ্রহণ করেন নাই। পুত্রদিগের মতানুসারে পাণ্ডব গণকে পরাজিত মনে করিতেন।

হে ভারত। পাণ্ডবগণের জয়লাভের কারণ যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা পুনরায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই বিষয় দুর্য্যোধন পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা যথাশ্রুতানুরূপ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। হে নরাধিপ! রজনীযোগে দুর্য্যোধন মহাবল ভ্রাতৃগণকে সমরে পরাজিত দেখিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে পিতামহ সমীপে গমন পূর্ব্বক বিনয়সহকারে কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি, মহাবীর দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ এবং ভগদত্ত আপনারা সকলেই মহারথ, সংকুল সম্ভূত ও সমরে অপরাঙ্মুখ। আমার বিবেচনায় আপনার সদৃশ যোদ্ধা এই ত্রিলোক মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সমবেত সমস্ত পাণ্ডব-পক্ষীয় যোধগণও আপনা দিগের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। ইহাতে আমার মনে এই সন্দেহ হইতেছে যে পাণ্ডবেরা অন্য কোন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পদে পদে জয়লাভ করিতেছে। তাহারা কাহাকে আশ্রয় করিয়া জয় লাভ করিতেছে; এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমি অনেকবার বলিয়াছি; কিন্তু তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলে। হে দুর্য্যোধন! তোমাকে এক্ষণেও বলিতেছি, পাণ্ডব গণের সহিত সন্ধি কর; তাহা হইলে তোমার ও পৃথিবীর মঙ্গল লাভ হইবে। তুমি পাণ্ডব গণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সুহৃদ্

ও বান্ধব গণের আনন্দ বর্দ্ধন করত ভ্রাতৃ গণের সহিত পরম সুখে পৃথিবী উপভোগকর। হে বৎস! তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে অবমাননা করিয়াছিলে, আমি তোমাকে নিষেধ করিলেও যে তুমি তাহা শ্রবণ কর নাই এক্ষণে তাহারই প্রতিফল ভোগ করিতেছ। হে কুরুরাজ! সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা পাণ্ডবগণ যে কারণে অবধ্য তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। হে নরাধিপ! যে পাণ্ডবগণকে ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং রক্ষা করিতেছেন; তাহাদিগকে পরাজিত করে, এমন প্রাণী এই ত্রিলোক মধ্যে দৃষ্ট হয় না, পূর্ব্বেও দৃষ্টহয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। হে বৎস। ভাবিতাত্মা মুনিগণ পূর্ব্বে যে আমাকে পুরাণ গাথা কহিয়া ছিলেন; আমি তাহাই আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে সমস্ত দেব ও ঋষিগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক ভগবান্ কমলযোনির নিকট গমন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষে এক পরম দীপ্তি সম্পন্ন উৎকৃষ্ট বিমান দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি ধ্যান দ্বারা পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া হৃষ্ট মনে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রয়তচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ঋষি ও সুরগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও ব্রহ্মাকে উত্থিত দেখিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। জগৎপাতা ব্রহ্মা সেই পরম দেব বিষ্ণুকে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

হে দেব! তুমি বিশ্বাবসু, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বেশ, বিশ্বক্সেন, বিশ্বকর্ম্মা, নিয়ন্তা, বাসুদেব ও যোগপরায়ণ। হে প্রভো! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে মহাদেব তুমি জয়যুক্ত হও। হে লোক হিতৈষিন্! তুমি যোগীশ্বর,

তুমি যোগপরাবর, তুমি পদ্মনাভ, তুমি বিশালাক্ষ! তুমি লোকেশ্বরেশ্বর, তুমি ত্রিকালনাথ, তুমি সৌম্য, তুমি আত্মজাত্মজ, তুমি সর্ব্ব গুণাধার, হে নারায়ণ! হে অনন্ত! মহিমন্! হে শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর! হে সর্ব্বগুণসম্পন্ন। হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে নিরাময়! হে মহাবাহে! হে বরাহমূর্ত্তে! হে আদি-কারণ! হে পিঙ্গলকেশ! হে বিভো! তুমি পীতবাস! তুমি দিগীশ্বর, তুমি বিশ্ববাস, তুমি অমিত, তুমি অব্যয়, তুমি ব্যক্ত, তুমি অব্যক্ত, তুমি অমিতাধার, তুমি নিয়তেন্দ্রিয়, হে সৎক্রিয়! হে অসংখ্যেয়! হে আত্মভাবজ্ঞ! হে গম্ভীর! হে সর্ব্বকামপ্রদ! হে অবিদিত! হে ব্রহ্মন্! হে নিত্য! হে ভূতভাবন! হে কৃতকার্য্য! হে কৃতজ্ঞ! হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে জয়-পারাজয় বিহীন! হে গুহ্যাত্মন্! হে সর্ব্ব যোগাত্মন্! হে লোকেশ! হে ভূতবিভাবন! হে আত্মযোনে! হে মহাভাগ! তুমি কল্পসংক্ষেপতৎপর, তুমি ব্রহ্ম, তুমি জনপ্রিয়, তুমি নৈসর্গিকসৃষ্টিনিরত, তুমি কামেশ, তুমি পরমেশ্বর, হে অমৃতসম্ভূত! হে সৎস্বভাবসম্পন্ন! হে মুক্তাত্মন্! হে বিজয়প্রদ! হে প্রজাপতিপতে! হে দেব! হে পদ্মনাভ! হে মহাবল! হে আত্মভূত! হে মহাভূত! হে কর্ম্মাত্মন্! হে সর্ব্ব-প্রদ! তুমি জয়যুক্ত হও। পৃথিবী তোমার চরণদ্বয়, দিক্ সকল তোমার বাহু, অন্তরীক্ষ মস্তক, আমি তোমার মূর্ত্তি, দেবগণ তোমার দেহ, চন্দ্রসূর্য্য তোমার চক্ষু, সংকল্প, তপ ও সত্য তোমার বল, ধর্ম্মকর্ম্ম তোমার আত্মজ, অগ্নি তোমার তেজ, বায়ু তোমার নিশ্বাস, সলিল তোমার স্বেদ, অশ্বিনীকুমার দ্বয় তোমার শ্রবণ যুগল, সরস্বতী দেবী তোমার জিহ্বা, বেদ তোমার সংস্কার। এই অসীম বিশ্ব তোমাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে যোগেশ! হে যোগীশ! আমরা তোমার সংখ্যা, পরিমাণ, তেজ, বল ও আবির্ভাব কিছুই জানি না,

হে দেব! তুমি মহেশ্বর ও পরমেশ, আমরা তোমার আশ্রিত হইয়া ভক্তিসহকারে নিয়ম পূর্ব্বক তোমার পূজা করিয়া থাকি। হে বিশালাক্ষ! হে কৃষ্ণ! হে দুঃখবিনাশিন্! আমি ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপগণকে তোমার প্রসাদে বিশ্বমধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি। হে দেবেশ! তুমি সকল প্রাণীর গতি, তুমিই সকলের আদি, দেবগণ তোমারই প্রসাদে পরম সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। তোমারই প্রসাদে এই পৃথিবী নির্ভয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মসংস্থাপন, দৈত্য-দলন, এবং পৃথিবীধারণের নিমিত্ত যদুবংশে অবতীর্ণ হও। হে প্রভো! আমার এই নিবেদিত বিষয়ের অনুষ্ঠান কর। আমি তোমারই প্রসাদে পরমগুহ্য বিষয় সমস্ত কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমিই আত্মা দ্বারা আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং আত্মা হইতে প্রদ্যুম্নকে সৃষ্টি করিয়াছ ও সেই প্রদ্যুম্ন আমাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আমি তোমার আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তুমি বিভাগানুসারে মানবদেহ পরিগ্রহ কর। তুমি মানবগণের সুখসাধনার্থ অসুর বিনাশ, ধর্ম্ম সংস্থাপন ও যশো লাভ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে গমন করিবে। হে বিষ্ণো! দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া তোমার সেই সমস্ত নামদ্বারা তোমাকেই পরমাদ্ভুত বলিয়া গান করিয়া থাকেন। সমস্ত প্রাণী তোমাতেই অবস্থিতি করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া তোমারেই অনাদি, অমধ্য, অনন্ত, অসীম ও সংসারের সেতু বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

—— ০ঃ০ ——

হে দুর্য্যোধন! অনন্তর দেবাদিদেব ভগবান্ বিষ্ণু স্নিগ্ধগম্ভীর-স্বরে ব্রহ্মাকে কহিলেন, বৎস! আমি যোগবলে তোমার এই অভিলষিত বিষয় সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার প্রার্থিত বিষয় সম্পন্ন করিব। এই বলিয়া তিনি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন অনন্তর দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন ও কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া পিতামহকে কহিলেন, হে বিভো! আপনি যাঁহাকে প্রণাম করত বিনয়বাক্যে স্তুতি করিলেন, তিনি কে? শ্রবণ করিতে আমরা নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি। তখন পিতামহ ব্রহ্মা দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে মহাত্মা সকল! যিনি তৎপদবাচ্য, যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যিনি এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন ও পরেও থাকিবেন, যিনি সকল ভূতের আত্মা ও প্রভু; যিনি পরব্রহ্ম, তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতে-ছিলেন। আমি সেই জগন্নাথের নিকট জগতের হিতাভিলাষে এইরূপ প্রার্থনা করিতে ছিলাম। হে প্রভো! তুমি বসু-দেবের আত্মজ স্বরূপে মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ কর। যে সমস্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছিল, সেই মহাবলগণ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি তাহাদিগের বধার্থ নরের সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বিচরণ কর। অমরগণ যত্নপরবশ হইলেও ঋষিসত্তম পুরাণপুরুষ নর-নারায়ণকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। সেই মহাদ্যুতি ঋষিপ্রবর নরনারায়ণ মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ

করিলে, মূঢ়েরা তাঁহাদিগকে জানিতে পারিবে না। আমি যাঁহার আত্মজ হইয়া সমস্ত জগতের পতি হইয়াছি, সেই সর্ব্বলোকেশ ভগবান্ বাসুদেব তোমাদের সকলের পরমার্চ্চনীয়; সেই মহাবীর্য্যশালী শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারীকে মনুষ্য বলিয়া কদাচ অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম, পরম যশ, অব্যক্ত ও শাশ্বত; সকলে তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকেই পরম তেজ, পরম সুখ ও সত্য স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই অমিত পরাক্রমশালী বাসুদেবকে কি পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ, কি অসুরগণ, কি মানবগণ, কাহারও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। যে মূঢ়মতি ব্যক্তিরা তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সেই মহাযোগী মহাত্মাকে মানবশরীরী বলিয়া অবমানিত করে, অথবা যে ব্যক্তি সেই চরাচরাত্মা পদ্মনাভকে জানিতে না পারে, লোকে তাহাকে পাপাত্মা বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই কিরীট কৌস্তুভধারী মিত্রগণের অভয় প্রদাতা মহাত্মাকে অবজ্ঞা করে, সে ঘোরপাপে নিমগ্ন হয়। হে সুরগণ! সকল লোকেই সেই লোক মহেশ্বর বাসুদেবকে এইরূপ জানিয়া নমস্কার করিবে। ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে ঋষি ও দেবগণকে এই বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে স্বভবনে গমন করিলেন। হে দুর্য্যোধন! আমি তাঁহাদিগের নিকট ভগবান্ বাসুদেবের এই পুরাতন কথা শ্রবণ করিয়াছি; এবং জামদগ্ন্য, মার্কণ্ডেয়, ব্যাস এবং নারদের নিকটেও এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

হে বৎস! জগৎ পিতা ব্রহ্মা যাহার আত্মজ সেই সর্ব্ব লোকেশ্বর মহাত্মা বাসুদেবের বিষয় জানিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহার অর্চ্চনা না করিবে। হে দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে ভাবিতাত্মা

মুনিগণ তোমাকে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মোহবশতঃ তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই, ইহাতে তোমাকে নিষ্ঠুর রাক্ষসের ন্যায় বোধ হইতেছে। তোমার মন নিতান্ত তমোময়, এই জন্যই তুমি বাসুদেব, পাণ্ডব ও ধনঞ্জয়ের দ্বেষ করিতেছ। কোন্ ব্যক্তি নরনারায়ণের প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিতে পারে? হে দুর্য্যোধন! তুমি কৃষ্ণকে শাশ্বত, অব্যয়, সর্ব্বলোকময়, নিত্য, শাস্তা, বিধাতা, বিশ্বাধার ও ধ্রুব বলিয়া জানিবে। ইনিই ত্রিলোক ধারণ কর্ত্তা, চরাচরগুরু, প্রভু, যোদ্ধা, জেতা, সকলের প্রকৃতি ও ঈশ্বর। হে রাজন্! ইনি সত্ত্বগুণময়; তম ও রজোগুণের সহিত ইহাঁর কোন সংস্রব নাই। এই পরাৎপর ভগবান্ বাসুদেব যে পক্ষে সেই পক্ষেই ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয়; ইহাঁর আত্মযোগ দ্বারা পাণ্ডবেরা রক্ষিত হইতেছে, অতএব তাহাদিগেরই জয়লাভ হইবে। যিনি পাণ্ডবগণকে সতত সৎপরামর্শ প্রদান ও সাহায্য করেন, তিনিই তাহাদিগকে সকল ভয় হইতে রক্ষা করিবেন। হে ভারত! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তোমার নিকট সেই সমস্ত কহিলাম। সেই সর্ব্বভূতময় পাণ্ডব সহায় বাসুদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ নিয়ত সমহিত হইয়া তাঁহার সেবা ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সঙ্কর্ষণ বলদেব দ্বাপরযুগের অবসানে কলিযুগের প্রথমে সাত্বতবিধি অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহারে গান করেন, সেই বিশ্বকর্ম্মা বাসুদেব যুগে যুগে দেবলোক, সত্যলোক, সমুদ্রগর্ব্ভস্থ পুরী ও মনুষ্যের বাসস্থান বারম্বার সৃষ্টি করিতেছেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! যে বাসুদেব সকল লোকমধ্যে মহাপ্রাণী বলিয়া অভিহিত হন আমি তাঁহার আবির্ভাব ও অবস্থিতি জানিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! বাসুদেব মহাসত্ত্ব ও দেবগণের দেবতা, তাঁহা হইতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহারে মহৎ ও অদ্ভুত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই সর্ব্বভূতাত্মা অব্যয়পুরুষ জল, বায়ু, তেজ ও সমুদায় স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করেন। সেই পুরুষোত্তম যোগবলে জলে শয়ন করিয়া মুখ হইতে অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু এবং মন হইতে সরস্বতী ও বেদ সকল সৃষ্টি করেন। এই প্রকারে তিনি দেব ঋষি ও লোক সকল সৃষ্টি করিয়া পরে তাঁহাদিগের প্রলয় সৃষ্টি করেন। সেই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম, বর এবং সর্ব্বকাম প্রদাতা, তিনিই কর্ত্তা, কার্য্য ও প্রভু; সেই জনার্দ্দনই ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় এবং উভয় সন্ধ্যা, দিক্, আকাশ ও নিয়ম সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই ঋষিগণ, তপস্যা ও প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেন। তিনিই সকল প্রাণীর অপরাজেয় বলদেবকে সৃষ্টি করেন। লোকে যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া জানে, যিনি এই সপর্ব্বত মেদিনী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; সেই শেষ নামক নাগকে তিনিই সৃষ্টি করেন। বিপ্রগণ ধ্যানযোগ দ্বারা সেই বাসুদেবকে জানিতে পারেন। যে উগ্রকর্ম্মা মধু নামক অসুর তাঁহার কর্ণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া প্রজাপতিকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তিনিই সেই উগ্রকর্ম্মা ও উগ্রধীসম্পন্ন-মহাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়া দেব, দানব ও মানব-

গণ তাঁহাকে মধুসূদন এবং ঋষিগণ জনার্দ্দন বলিয়া থাকেন। ইনিই বরাহ, নৃসিংহ ও বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হরি সকলের মাতা ও পিতাস্বরূপ ; তাঁহা হইতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ হয় নাই ও হইবেক না। তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীতে তপোনিরত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিলে, সেই সর্ব্ব যোগাত্মা পরমাত্মা কেশবকে লাভ করিতে পারা যায়। তিনিই তেজ ও নিখিল স্থাবর ও জঙ্গমের পতিস্বরূপ। মুনিগণ তাঁহাকে হৃষীকেশ বলিয়া থাকেন। তিনিই আচার্য্য, পিতা ও গুরু ; তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন তাঁহার অক্ষয় লোক লাভ হয়। যিনি ভয়ার্ত্ত হইয়া সেই বাসুদেবের শরণাগত হন, এবং সর্ব্বদা তাঁহার এই উপাখ্যান পাঠ করেন; তিনি পরম মঙ্গল ও পরম সুখ লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহাকে কোন প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইতে হয় না। তিনিই মহাভয়-নিমগ্ন মানবগণকে পরিত্রাণ করেন। হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহাভাগ যোগেশ্বর ভগবান্ কেশবকে এইরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বকালে ভগবান্ প্রজাপতি যেরূপে বাসুদেবের স্তব করিয়াছিলেন, ও পূর্ব্বে মহর্ষি ও দেবগণ যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি সেই বেদস্বরূপ স্তব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি নারদ তোমাকে লোকভাবনভাবজ্ঞ, সাধ্য ও দেবগণের

প্রভু ও দেবেশ্বর বলিয়াছেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়যজ্ঞের যজ্ঞ, পতস্যার তপ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও নারায়ণের চক্র বলিয়াছেন। ভগবান্ ভৃগু তোমাকে দেবের দেব, এবং তোমার রূপকে বিষ্ণুর পুরাতন পরমরূপ বলিয়াছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন ইন্দ্রের স্থাপনকর্ত্তা, বসুগণের মধ্যে বাসুদেব ও দেবগণের দেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতগণ প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে তোমাকে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তোমাকে সকল সৃজনকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। মহর্ষি দেবল কহিয়াছেন, হে দেবদেব! অব্যক্ত বিষয় সমস্ত তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ব্যক্ত বিষয় তোমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। দেবগণ তোমার বাক্য হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তোমার মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ত্বদীয় বাহুযুগল ধরাতল ধারণ করিতেছে, এবং তোমার জঠরমধ্যে ভুবনত্রয় অবস্থিত রহিয়াছে, তুমিই সনাতন পুরুষ। মানবগণ তপপ্রভাবে তোমাকে দেবতা বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন। তুমিই উদারপ্রকৃতি, সমরে অপরাঙ্মুখ ও রাজর্ষিগণের একমাত্র গতি এই বাক্যে সনৎকুমার প্রভৃতি যোগিগণ তোমার স্তব ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে বৎস! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তুমি তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ কর।

হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের নিকট এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া মনে মনে বাসুদেব ও পাণ্ডবগণকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিলেন। অনন্তর শান্তনুতনয় ভীষ্ম পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কেশব ও অর্জ্জুনের সেই মাহাত্ম্য এবং যে নিমিত্ত তাঁহারা মনুষ্য মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর যে

নিমিত্ত কেহ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম; যে নিমিত্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ অবধ্য হইয়াছেন, তুমি তাহাও শ্রবণ করিলে। হে রাজন্! ভগবান্ কেশব পাণ্ডবগণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত; অতএব আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ কহিতেছি, তুমি অতঃপর তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া মহাবল ভ্রাতৃগণের সহিত পরমসুখে রাজ্যভোগ কর। নর ও নারায়ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

শান্তনুতনয় ভীষ্ম এই বলিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিদায় করিলেন। তখন দুর্য্যোধন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ধবল শয্যায় শয়ন করত রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর রজনী প্রভাত ও দিনকর সমুদিত হইলে, উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সমরভূমিতে উপস্থিত হইল। তখন পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ক্রোধপরতন্ত্র ও জয়লাভে সমুৎসুক হইয়া পরস্পর যুদ্ধে ধাবমান হইলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার কুমন্ত্রণাপরতন্ত্র হইয়া মকর ব্যূহ রচনা করত হৃষ্টান্তঃকরণে নানাপ্রকার অস্ত্র ও বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। মহারথ ভীষ্ম সেই ব্যূহের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম ধ্বজ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্গত হইলে, রথী, পদাতি, হস্তী ও হস্তিপক সকল যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন

করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে সংগ্রামে উদ্যত অবলোকন করিয়া দুর্ভেদ্য শ্যেনব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন সেই ব্যূহের মুখে, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নেত্রদ্বয়ে সত্যপরাক্রম সাত্যকি শিরোভাগে এবং ধনঞ্জয় গম্ভীর শরাসন বিকম্পিত করত গ্রীবাদেশে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দ্রুপদ আত্মজের সহিত এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে উহার বাম পক্ষ, কৈকেয় দক্ষিণ পক্ষ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন অরাতিগণের সেই মকর ব্যূহমুখে প্রবেশ করত ভীষ্ম সমীপে গমনপূর্ব্বক বাণবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। মহাবল ভীষ্ম পাণ্ডবগণের ব্যূহিত সৈন্যগণকে বিমোহিত করত, অস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; সৈন্যগণ ভীষ্মশরে বিমোহিত হইলে, ধনঞ্জয় সত্বর গমনে ভীষ্মকে সহস্র শর দ্বারা প্রহার করিলেন; ভীষ্মও নিক্ষিপ্ত শর সকল নিবারিত করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল রাজা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে কতিপয় ভ্রাতৃগণ ও সৈন্যদিগের বিনাশ দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট ছিলেন, তন্নিবন্ধন ভরদ্বাজতনয় দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি সতত আমার হিতকামনা করিয়া থাকেন। আমরা আপনাকে ও পিতামহ ভীষ্মকে আশ্রয় করিয়া দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারি। ইহাতে পরাক্রমহীন ও বীর্য্যবিহীন পাণ্ডবগণকে যে পরাজিত করিব তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব যেরূপে পাণ্ডবগণের বধসাধন হইতে পারে তাহার উপায় বিধান করুন। হে রাজন্! দুর্য্যোধন সমরস্থলে আচার্য্যকে এইরূপ কহিলে, দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির সমক্ষে পাণ্ডব-

গণকে অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। সাত্যকিও তাঁহাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের এই-রূপ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতাপশালী আচার্য্য ক্রোধ ভরে যেন হাস্য করিতে করিতে দশ বাণ দ্বারা সাত্যকির জত্রুদেশ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবল ভীমসেন ক্রোধভরে অস্ত্রধারিপ্রধান দ্রোণ হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনবরত শরদ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রোণ, ভীষ্ম ও শল্য ক্রোধভরে ভীমসেনকে শরবর্ষণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীতনয়-গণ ক্রোধভরে উদ্যতায়ুধ দ্রোণ প্রভৃতিকে সুশাণিত সায়ক দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী, দ্রোণ এবং ভীষ্মকে ক্রোধাসক্ত ও সমাগত দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্মু-খীন হইলেন এবং মেঘগম্ভীর নিস্বন দ্বারা বলবৎ চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরিতবেগে শরবৃষ্টি করিয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করি-লেন। ভরতকুলপিতামহ ভীষ্ম সমরে শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে সমুপস্থিত দেখিয়াও তাঁহার প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন না। অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ দুর্য্যো-ধনের আদেশানুসারে ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখ-ণ্ডীর অভিমুখীন হইলেন। তখন শিখণ্ডী প্রলয়কালীন হুতা-শনের ন্যায় শস্ত্রধারিপ্রধান আচার্য্যকে সমাগত দেখিয়া বিত্রস্তমনে তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলেন। অন-ন্তর দুর্য্যোধন মহাসৈন্যে সমবেত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণও ধনঞ্জয়কে পুরোবর্ত্তী করিয়া জয়লাভার্থ ভীম সমীপে ধাবমান হইলেন। তখন পরস্পর যশ ও বিজয়াকাঙ্ক্ষী উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের দেবদানবের যুদ্ধের ন্যায় ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

———

সপ্ততিতম অধ্যায়।

—০:০—

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শান্তনুতনয় ভীষ্ম আপনার পুত্রগণকে ভীমসেন হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দিবসের পূর্ব্বাহ্ণে কুরুপাণ্ডব ও উভয়পক্ষীয় রাজগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাহাতে প্রধান প্রধান বীরগণ মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইলেন। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থল হইতে নভোমণ্ডলস্পর্শী তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। করিগণের বৃংহিতে, অশ্বগণের হেষারবে এবং ভেরী ও শঙ্খনিনাদে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যুদ্ধার্থী বীরগণ পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া গোষ্ঠস্থ বৃষভদলের ন্যায় পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। শাণিত সায়ক দ্বারা যোধগণের মস্তক ভূতলে নিপতিত হওয়াতে যেন আকাশমণ্ডল হইতে শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন কুণ্ডল ও উষ্ণীষ শোভিত ও সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল নরকপাল সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। পৃথিবী কুণ্ডলভূষিত মস্তকে, হস্তাভরণ ও অন্যান্য আভরণযুক্ত শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেন। কবচযুক্ত দেহ, অলঙ্কৃত হস্ত, শোণিতাক্ত নয়নযুক্ত চন্দ্রবদন এবং গজ, বাজি ও মনুষ্যের সমস্ত অবয়বে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সম ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে সমুত্থিত ধূলিপটল মেঘমণ্ডলের ন্যায়, শস্ত্র সকল বিদ্যুতের ন্যায়, অস্ত্রশস্ত্রের নির্ঘোষ মেঘধ্বনির ন্যায় এবং শোণিতপ্রবাহ ধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হে রাজন্! সমরবিশারদ ক্ষত্রিয়গণ সেই লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধে অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় বারণগণ শরপীড়িত হইয়া চীৎকার শব্দ

করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের চীৎকারে ও বীরগণের তলধ্বনি প্রভাবে কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। সর্ব্বত্র রুধির প্রবাহ হইতে কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল। নৃপগণ শত্রুবধে সমুদ্যত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরিঘবাহু বীরগণ শর, শক্তি গদা ও খড়্গ দ্বারা সমরে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন। হস্তিগণ শরবিদ্ধ ও অশ্বগণ আরোহিবিহীন হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইল। অনেকে শরাঘাতে প্রপীড়িত ও উৎপতিত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে বাহু, মস্তক, কার্ম্মুক, গদা, পরিঘ, হস্ত এবং কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণ সমস্ত সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অশ্ব, হস্তী ও রথ সকলের একত্র সমবায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ যেন কালপ্রেরিত হইয়া পরস্পরকে গদা, অসি, প্রাস ও নতপর্ব্ব সায়ক সমূহে সংহার করিতে লাগিলেন। বাহুযুদ্ধবিশারদ মহাবীর সকল লৌহময় পরিঘ সদৃশ বাহুদ্বারা পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনেক বীর মুষ্টি, জানু, করতল ও কফোণি দ্বারা পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল। অনেকে ভূতলে পতিত ও বিচেষ্টমান হইয়াও ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। অনেক রথী রথবিহীন হইয়া পরস্পর বধাভিলাষে ধাবমান হইল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক কলিঙ্গদেশীয় যোধগণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবগণও ভীমসেনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ধনঞ্জয় ভ্রাতা ও অন্যান্য রাজগণকে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি, গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ ও পার্থের রথ ধ্বজ দর্শন করত আমরা সাতিশয় ভীত হইলাম। আমরা সিংহলাঙ্গুল ভূষিত, চিত্র বিচিত্রিত, বানরলাঞ্ছিত, সমুত্থিত ধূমকেতুসন্নিভ, আকাশ গামী তাঁহার দিব্য রথধ্বজ অবলোকন করিলাম। সেই তুমুল সংগ্রামে যোধগণ ধনঞ্জয়ের সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীবকে নভোমণ্ডলে বারিদমণ্ডল মধ্যগত বিদ্যুতের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। হে রাজন্! আপনার সৈন্য সংহার করিবার সময়ে তিনি ইন্দ্রের ন্যায় সাতিশয় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিরন্তর তদীয় তলদ্বয়ের কঠোরধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু ও বিদ্যুৎসংকৃত শব্দায়মান মেঘ সর্ব্বত্র জলে প্লাবিত করে সেইরূপ অর্জ্জুনশরে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন, তাঁহার অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা আমরা নিতান্ত বিমোহিত হইয়া কোন্ দিক্ পূর্ব্ব, কোন্ দিক্ পশ্চিম, ইহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। সেই সমস্ত যোধগণের মধ্যে কাহারাও শ্রান্তবাহন, কাহারা হত বাহন হতচেতন হইয়া পরস্পর সংহত ও দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হওয়াতে আপনার পুত্রগণের সহিত ভীষ্মের শরণাগত হইলে, তিনি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে লাগিলেন। তখন রথিগণ ভীত হইয়া রথ হইতে, সাদিগণ অশ্ব হইতে ও

পদাতিগণ ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সৈন্যগণ অশনিনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন্! তৎকালে কলিঙ্গরাজ মদ্র, সৌবীর, গান্ধার, ত্রৈগর্ত্ত ও প্রধান প্রধান কলিঙ্গ দেশীয় যোধগণে কাম্বোজ দেশীয় শীঘ্রগামী অশ্বগণে ও বহুসহস্র গোপবলে পরিবৃত হইলেন। রাজা জয়দ্রথ অসংখ্য নর ও ভূপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে পুরোবর্ত্তী করত সমরক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সুবলতনয় শকুনিকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রথ ও বাহনে অধিরোহণ পূর্ব্বক আপনার পক্ষীয় যোধগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সংগ্রামস্থলে রথী, বারণ, অশ্ব ও পদাতিগণ কর্ত্তৃক ধূলিজাল উড্ডীন হইয়া আকাশমণ্ডল মহামেঘাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহারথ ভীষ্ম তোমর, প্রাস, নারাচ, গজ, অশ্ব, রথ ও যোধগণে পরিবৃত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবন্তিরাজ কাশিরাজের সহিত, সিন্ধুরাজ ভীমসেনের সহিত, অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে শল্যের সহিত, বিকর্ণ সহদেবের সহিত, এবং চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! মৎস্যগণ দুর্য্যোধন ও শকুনির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, দ্রুপদ, চেকিতান, এবং মহারথ সাত্যকি সপুত্র দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা উভয়ে ধৃষ্টকেতুর অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে চতুর্দ্দিকে রথ, হস্তী ও বেগবান্ অশ্ব সকল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সংগ্রামে আসক্ত হইল। হে রাজন্! তৎকালে মেঘবিহীন নভো-

মণ্ডল হইতে বিদ্যুৎ ও গভীর নির্ঘোষসহকারে উল্কাপাত হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিক্ ধূলিপটলে আচ্ছন্ন হইল। সমীরণ প্রবলবেগে প্রবাহিত ও কর্কর বৃষ্টি হইতে লাগিল; দিবাকর ধূলিপটলে আচ্ছন্ন হইয়া আকাশমণ্ডলে তিরোহিত হইলেন। উত্থিত ধূলিজাল দ্বারা প্রাণিগণ মোহপ্রাপ্ত হইল, বীরগণের বাহুবিমুক্ত শরসমূহের ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। যোধগণের ভুজবিনির্ম্মুক্ত সুনির্ম্মল শর সকল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশমণ্ডলে প্রকাশমান হইতে লাগিল। যোদ্ধৃবর্গের সূর্য্যবর্ণ খড়্গ দ্বারা বিচ্ছিন্ন দেহ ও মস্তক সকল সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারথগণের রথের চক্র, সকল ভগ্ন, ধ্বজ সকল পতিত ও অশ্ব সকল নিহত হওয়াতে সেই সমস্ত মহারথগণ ভূতলস্থ হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক রথ যোদ্ধাগণ নিহত হওয়াতে তাহাদিগের অশ্ব সমুদয় অস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যুগকাষ্ঠ সকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে একমাত্র শর দ্বারা সারথি, অশ্ব ও রথী সকল নিহত হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক হস্তী অন্য হস্তীর মদস্রাবগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অনবরত বায়ুগ্রহণ করিতে লাগিল। অনেক হস্তী তোরণ ও মহামাত্রের সহিত নারাচাস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া পতিত ও মৃতপ্রায় হওয়াতে সমরভূমি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কতকগুলি হস্তী হস্তিপক কর্ত্তৃক পরিচালিত ও শ্রেষ্ঠ হস্তী দ্বারা পরাজিত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইল। কোন স্থানে হস্তিগণ নাগরাজ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা রথের যুগন্ধর সকল ভগ্ন করিল, এবং রথীদিগকে বৃক্ষশাখার ন্যায় কেশাকর্ষণ করিয়া চূর্ণ করিতে লাগিল। করিযূথ পরস্পর সংসক্ত রথসমূহ আকর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল। যেরূপ অন্যান্য করিকুল শরোবরে পরস্পর সংসক্ত নলিনীসমূহকে আকর্ষণ

করিয়া শোভমান হয়, সেই করিবর সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। এইরূপে সেই রণস্থল সাদি, পদাতি ও সমুন্নত ধ্বজ মহারথগণ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! শিখণ্ডী বিরাটরাজের সহিত আশু মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহাবল পরাক্রান্ত অন্যান্য ভূতিগণের অভিমুখে গমন করিলেন, বৃকোদর অমাত্য ও বন্ধুবর্গ সমবেত সৈন্ধব, মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন, দুঃসহ ও অন্যান্য প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য ভূপতিগণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। সহদেব মহাধনুর্দ্ধর শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূকের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গজ সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। সমরে পুরন্দর সদৃশ মাদ্রীতনয় নকুল ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান ও অভিমন্যু শাল ও কেকয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন ধৃষ্টকেতু এবং রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনার পুত্রগণের রথবাহিনীর সহিত যুদ্ধার্থ প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অমেয়াত্মা সেনাপতি মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন উগ্রকর্ম্মা দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রকারে উভয় পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণ পরস্পর সমবেত হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে মধ্যাহ্নকালীন দিবাকর সাতিশয় উত্তাপ প্রদান করিলে, কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

হেম বিচিত্রিত পতাকাযুক্ত রথ সমুদয় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। বীরগণ জয়লাভে সমুৎসুক হইয়া গর্জ্জনশীল সিংহের ন্যায় তুমুল ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন আমরা সেই নিদারুণ কুরু সৃঞ্জয়গণের ঘোর সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিক্ শরজালে আচ্ছন্ন হওয়াতে দিক্, বিদিক্, আকাশ ও সূর্য্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, শক্তি, তোমর ও খড়্গের, বিচিত্র কবচের এবং ভূষণ সমস্তের সমুজ্জ্বল প্রভায় নভোমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ও ভূপালগণের চন্দ্র সূর্য্যপ্রভ শরীর দ্বারা রণক্ষেত্র দীপ্তি পাইতে লাগিল। তখন সেই সমস্ত নরসিংহদিগের আকৃতি নভোমণ্ডলস্থ গৃহের ন্যায় প্রকাশমান হইতে লাগিল।

হে ভারত! অনন্তর মহারথ ভীষ্ম রোষাবিষ্ট চিত্তে সৈন্যগণের সাক্ষাতে রুক্মপুঙ্খ শিলাশাণিত তৈলধৌত সায়কসমূহ দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেনও অমর্ষপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গম সদৃশ মহাবেগশালী এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ভীষ্ম সেই হেমদণ্ড শক্তিকে পতনোন্মুখ দর্শন করত, সন্নতপর্ব্ব সায়কসমূহ দ্বারা উহা ছেদন করিয়া সুশাণিত ভল্ল দ্বারা ভীমসেনের কার্ম্মুক দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন। পরে সাত্যকি সত্বর ভীষ্ম সমীপে গমন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শর আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম অতি ভয়ঙ্কর সুতীক্ষ্ণ শর সন্ধান করত সাত্যকির রথ হইতে সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি নিহত হইলে বায়ুবেগগামী অশ্বগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। তৎকালে সমরভূমিতে সৈন্যগণের মহান্ কোলাহল ও পাণ্ডবগণের হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তোমরা ধাবমান হও, অশ্বদিগকে গ্রহণ কর, বন্ধন কর, যোদ্ধৃবর্গের রথের প্রতি এইরূপ তুমুল

শব্দ হইতে লাগিল। এই অবসরে শান্তনুতনয় ভীষ্ম দেবরাজ যেরূপ আসুরী সেনাকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবীয় সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। সোমক ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ ভীষ্ম বধার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন, এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ কৌরব বীরগণও তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর বিরাট মহারথ ভীষ্মকে তিন বাণ দ্বারা ও সারথিকে তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলে, শান্তনুতনয় ভীষ্ম দশ বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমধন্বা মহারথ অশ্বত্থামা রুক্মপুঙ্খ ছয় শর দ্বারা গাণ্ডীব ধন্বা অর্জ্জুনের স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে বিদ্ধ করিলে, পরবীরঘাতী ধনঞ্জয় তাঁহার চাপ ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ পঞ্চ সায়ক দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধভরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক নবতি শরে অর্জ্জুনকে ও সপ্ততি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন ক্রোধারক্ত নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বামকরে গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন, এবং সুশাণিত প্রাণসংহারক ভয়ঙ্কর শরসমূহে অশ্বত্থামাকে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের শর সকল অশ্বত্থামার বর্ম্মভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি শর বর্ষণ এবং মহাব্রত ভীষ্মকে রক্ষা করিবার

নিমিত্ত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিকট প্রয়োগ সংহারের সহিত পরম দুর্লভ অস্ত্র সকল লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে লোকের মনে ভয় সঞ্চার করত, প্রতিদিন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইনি আমার আচার্য্য দ্রোণের অতি প্রিয়সন্তান, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, সুতরাং আমার পরম মাননীয়। মহাবীর শত্রুতাপন অর্জ্জুন এই প্রকার বিবেচনা করত অশ্বত্থামাকে কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া কৌরবসৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধন সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত দশ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেনও রোষপরবশ হইয়া জীবনান্তক বিচিত্র সায়ক গ্রহণ করিলেন এবং মহাবেগে শর সকল আকর্ণ পর্য্যন্ত সন্ধান করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। তখন তাঁহার বক্ষস্থলে কাঞ্চন সূত্রগ্রথিত মণি শরসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহগণ পরিবারিত প্রভাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেরূপ মাতঙ্গগণ তলশব্দ সহ্য করিতে নিতান্ত অসহিষ্ণু, সেইরূপ দুর্য্যোধন ভীমসেনের তল শব্দ শ্রবণ করিতে অসমর্থ হইলেন, এবং সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া সৈন্যগণকে পরিত্রাণার্থ শিলাশিত শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই অমর সদৃশ মহাবীরদ্বয় পরস্পর ক্ষতবিক্ষত হইয়া শোভমান হইতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজ সদৃশ অভিমন্যু নিশিত সায়ক দ্বারা চিত্রসেনকে, সপ্ত বাণ দ্বারা পুরুমিত্রকে এবং অন্য সপ্ত সায়ক দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে সাতিশয় ক্লেশ উপ-

স্থিত হইল। অনন্তর চিত্রসেন দশ শরে ও সত্যব্রত নয় শরে, পুরুমিত্র সপ্ত শরে অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিলে, তাঁহার শরীর হইতে অনবরত শোণিতধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি চিত্রসেনের বিচিত্র কার্ম্মুক ছেদন ও তাঁহার তনুত্রাণ ভেদ করিয়া এক শরে তাহার বক্ষঃস্থল তাড়িত করিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীর ও মহারথ রাজপুত্রগণ মিলিত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে নিশিত শরনিকরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে, সেই পরমাস্ত্রবিৎ অভিমন্যুও তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকেই প্রহার করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্রগণ অভিমন্যুর সেই অদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। শিশিরাপগমে জ্বলন্ত হুতাশন যেমন তৃণকাষ্ঠ দহন করে, তদ্রূপ অভিমন্যু আপনার পুত্রের যোধগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ তাঁহার এই কার্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক অতিসত্বরে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। মহারথ অভিমন্যুও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ছয় বাণে লক্ষ্মণ এবং তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন লক্ষ্মণও নিশিত শরজাল দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন! এই কার্য্য অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সুভদ্রাপুত্র মহারথ অভিমন্যু শরজাল দ্বারা লক্ষ্মণের রথের অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিরে নিপাতিত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণ সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থিত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অভিমন্যুর রথের প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যুও সহসা সেই ভুজগোপমা ঘোররূপা শক্তি সম্মুখীন হইতে দেখিয়া তীক্ষ্ণ শরজাল দ্বারা উহা ছেদন করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য লক্ষ্মণকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে সেই সংগ্রাম হইতে

পলায়ন করিলেন। এই রূপে সেই সমরসমাকুল হইলে মহাধনুর্দ্ধর কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর বধাভিলাষে পরস্পরের প্রতি আঘাত করত ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে সৃঞ্জয়গণ মুক্তকেশ বর্ম্মবিহীন বিরথ ও ছিন্নকার্ম্মুক হইয়া কৌরবগণের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীষ্ম ক্রোধপরায়ণ হইয়া পাণ্ডব-পক্ষীয় সেনা সমাহত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকরে অসংখ্য হস্তী, হস্ত্যারোহী, অশ্ব, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতি নিপাতিত হইয়া ধরামণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবাহু সাত্যকি ভারসাধন উত্তম শরাসন আকর্ষণ করিয়া বিপক্ষদলের প্রতি আশীবিষোপম পুঙ্খসংযুক্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সংগ্রামে তাঁহার প্রকাশ্য রূপে বিচিত্র হস্তলাঘব লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি এই রূপে লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক চাপ বিক্ষেপন ও শরজাল বর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য ধনুগ্রহণ এবং শরসন্ধান করত শত্রুগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভয়ঙ্কর রূপ বারিধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে সৈন্য সংহার করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি অযুত রথী প্রেরণ করিলে, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সত্যবিক্রম বীর্য্যবান্ সাত্যকি দিব্যাস্ত্র দ্বারা সেই সমুদায় মহাধনুর্দ্ধর রথিগণকে নিপাতিত করিলেন।

মহাবীর সাত্যকি এইরূপ দারুণ কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক গৃহীতশরাসন হইয়া সংগ্রামে ভূরিশ্রবার সহিত সমবেত হইলেন। কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধনশীল মহাবাহু ভূরিশ্রবা যুযুধান কর্ত্তৃক কৌরবসেনা নিপাতিত হইতে দেখিয়া, রোষ-কষায়িতলোচনে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ইন্দ্রা-য়ুধসন্নিভ সুমহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া পাণিলাঘব প্রদ-র্শন পূর্ব্বক আশীবিষোপম বজ্রসদৃশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সাত্যকির পদাতিগণ সেই প্রাণান্তকর শর পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন যুযুধানের মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ দশ পুত্র তাঁহারে নিঃসহায় দর্শনে বিচিত্র বর্ম্ম আয়ুধ ও ধ্বজসমূহে পরিমণ্ডিত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর ভূরি-শ্রবার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কৌরবদায়াদ! আইস, তুমি আমাদিগের সকলের সহিত অথবা প্রত্যেকের সহিত পৃথক্ রূপে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ কর। আজি হয় তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে নিপাতিত করিয়া যশোলাভ করিবে, না হয় আমরা তোমাকে সমরশায়ী করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিব।

মহাবলশালী শ্লাঘাপরতন্ত্র মহারাজ ভূরিশ্রবা যুযু-ধানের পুত্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, তাঁহাদিগকে সম্মুখীন দর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তোমাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিলাম। তোমরা সকলেই সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও; আমি তোমাদিগকে সমরে নিপাতিত করিব। ভূরিশ্রবা এইরূপ কহিলে, যুযুধানের ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ক্ষিপ্রহস্ত বীর পুত্রগণ প্রবলবেগে তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অপরাহ্ণ সময়ে সেই এক-

মাত্র ভূরিশ্রবার সহিত ঐ সমবেত বীরগণের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। প্রাবৃট্‌কালে জলদজাল যেরূপ মহাশৈলে বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই বীরগণ একমাত্র রথিপ্রধান ভূরিশ্রবাকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহারথ ভূরিশ্রবাও ঐ বীরগণ কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত যমদণ্ড সদৃশ ও বজ্রের ন্যায় শব্দায়মান বাণসমূহ সমীপস্থ না হইতে হইতেই তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বীরগণ মহাবাহু ভূরিশ্রবার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণনাশে সমুদ্যত হইলে; মহাবীর ভূরিশ্রবা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিবিধ শরনিকরে তাঁহাদিগের কার্ম্মুক সমুদায় ছেদন করত তাঁহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তখন তাঁহারা তদীয় শরাঘাতে নিহত হইয়া বজ্রভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইলেন।

বৃষ্ণিবংশসম্ভূত মহাবীর সাত্যকি এইরূপে মহাবল পুত্রগণকে সংগ্রামে নিহত দর্শন করিয়া গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সেই সমবেত মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ বীরদ্বয় সংগ্রামে রথ দ্বারা রথ চূর্ণীকৃত ও রথাশ্ব সমুদায় নিপাতিত করিয়া সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করত পরস্পরের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, সমরক্ষেত্রে তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ত্বরান্বিত হইয়া খড়্গচর্ম্মধারী সাত্যকিকে স্বীয় রথে এবং দুর্য্যোধনও সমুদায় ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে ভূরিশ্রবারে অতি শীঘ্র আত্মরথে আরোপিত করিলেন।

হে মহারাজ! এই সংগ্রামে পাণ্ডবগণ ক্রোধপূর্ণ হইয়া মহারথ ভীষ্মের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভগবান্ ভাস্করের প্রভা লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ত্বরান্বিত হইয়া বিপক্ষীয় পঞ্চ-

বিংশতি সহস্র মহারথির জীবন নাশ করিলেন। ঐ বীরগণ মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রাণহরণার্থ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পার্থ সমীপে সমাগত হইবামাত্র পাবকে নিপতিত শলভবৃন্দের ন্যায় বিনষ্ট হইলেন। তখন সমরবিশারদ মৎস্য ও কেকয়গণ পুত্রসমন্বিত মহারথ পার্থকে পরিবেষ্টন করিলেন। এই সময়ে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলে, সৈন্যগণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ভ্রান্ত হইতে লাগিল। তখন দেবব্রত মহাত্মা ভীষ্ম যুদ্ধে অবহার করিলেন। এই সময়ে কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় শ্রান্তবাহন যাবতীয় সৈন্য পরস্পর সমবেত হইয়া স্বীয় স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিল এবং সৃঞ্জয়, পাণ্ডব ও কৌরবগণও স্ব স্ব শিবিরে সমাগত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে বিশ্রামাবসানে পাণ্ডব ও কৌরবগণ সুসজ্জিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন উভয়পক্ষীয় যোজিত রথ; সুসজ্জিত হস্তী, বর্ম্মধারী পদাতি ও অশ্বসমূহের তুমুল শব্দ সমুত্থিত এবং চতুর্দ্দিকে শঙ্খ দুন্দুভি সমুদায় নিনাদিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে শত্রুতাপন মকরব্যূহ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলে, তিনি রথিগণকে তৎসম্পাদনে নিযুক্ত করিলেন। তখন মহারাজ দ্রুপদ ও

মহাবীর ধনঞ্জয় এই ব্যূহের মুখ, মহারথ সহদেব ও নকুল ইহার নেত্রদ্বয় এবং মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ইহার তুণ্ড স্বরূপ হইলেন। সৌভদ্র, দ্রৌপদেয়গণ, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্যূহ গ্রীবায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিরাট এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত রহিলেন। কৈকেয় পঞ্চভ্রাতা কর্ত্তৃক উহার দক্ষিণপক্ষ এবং ভূপতি ধৃষ্টকেতু ও বীর্য্যবান্ চেকিতান কর্ত্তৃক উহার বামপক্ষ রক্ষিত হইতে লাগিল। মহারথ শ্রীমান্ কুন্তিভোজ ও শতানীক মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া উহার পাদদ্বয় রক্ষা করিতে লাগিলেন। সোমকগণ পরিবেষ্টিত মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী ও মহাবল পরাক্রান্ত ইরাবান্ উহার পুচ্ছদেশ অবলম্বন করিলেন। সূর্য্যোদয় সময়ে পাণ্ডবগণ এইরূপে মকর নামক মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমভিব্যাহারে অসংখ্য সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ, ছত্র ও শাণিত বিমল শস্ত্র সমুদায় লইয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ কৌরবগণের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাবীর ভীষ্মদেব পাণ্ডবসৈন্যগণকে এইরূপে ব্যূহিত দেখিয়া সমুদায় কৌরবসৈন্যগণকে ক্রৌঞ্চব্যূহে ব্যূহিত করিলেন। তখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য এই ব্যূহের তুণ্ডে, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য উহার নেত্রদ্বয়ে, মহাবীর কৃতবর্ম্মা কাম্বোজ ও বাহ্লিকগণে পরিবৃত হইয়া উহার শিরোভাগে, মহারাজ দুর্য্যোধন এবং শূরসেন অসংখ্য ভূপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রীবাদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রাগ্জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত মদ্র, সৌবীর ও কেকয়দেশীয় বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে উহার বক্ষঃস্থলে, প্রস্থলের অধিপতি সুষেণ স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া উহার

বামপক্ষে, তুষার, যবন, শক ও চূলিকগণ উহার দক্ষিণপক্ষে এবং শ্রুতায়ু, শতায়ু ও সৌমদত্তি পরস্পরকে রক্ষা করত উহার জঘনদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তখন হস্তিগণ রথিগণের প্রতি, রথিগণ হস্তিগণের প্রতি, অশ্ব সমুদায় অশ্বারোহীদিগের প্রতি, অশ্বারোহিগণ রথী, অশ্ব ও হস্তিগণের প্রতি, রথিগণ হস্ত্যারোহিগণের প্রতি ও হস্ত্যারোহিগণ অশ্বারোহিগণের প্রতি ধাবমান হইল। পত্তিগণের সহিত রথী ও অশ্বারোহিগণ পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। পাণ্ডবীয় সেনা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া নক্ষত্রমণ্ডলমণ্ডিত শর্ব্বরীর ন্যায় শোভমান হইল। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, শল্য এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীর কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া গ্রহগণ বেষ্টিত নভোমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবলপরাক্রম ভীমসেন সমরে আচার্য্য দ্রোণকে দর্শন করত বেগবান্ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন মহাত্মা দ্রোণও ক্রোধাসক্ত হইয়া নয় শর দ্বারা ভীমসেনের মর্ম্ম লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে ভীমসেন সাতিশয় আহত হইয়া ক্রোধভরে তাহার সারথিকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং অশ্বগণকে ধারণ পূর্ব্বক অনল যেরূপ তূলরাশি দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিধন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এইরূপে ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সৃঞ্জয়গণ কেকয়গণের সহিত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৌরবসৈন্যগণও ভীমার্জ্জুন শরে পরিরক্ষিত হইয়া মদমত্ত বারাঙ্গ-

নার ন্যায় বিমুগ্ধ হইতে লাগিল। এই প্রকারে সেই উভয়-পক্ষীয় সেনা ক্ষত বিক্ষত হইল এবং উভয়পক্ষেরই তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। আমরা একস্থানগত সেই পক্ষদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম দর্শনে সকলে বিস্মিত হইয়াছিলাম। হে বিশাম্পতে! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের প্রতি অস্ত্র সন্ধান করত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদিগের সৈন্য অসংখ্য এবং ব্যূহও যথাশাস্ত্র নির্ম্মিত সুতরাং উহা অমোঘ। আমাদিগের সৈন্যগণ প্রগল্‌ভ, আমাদিগের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত, ব্যসনশূন্য ও দৃঢ়বিক্রম। উহারা অতিবৃদ্ধ বা বালক নহে এবং কৃশ বা অতিস্থূল নহে। তাহারা দৃঢ়শরীর, বর্ম্মযুক্ত, বহুশস্ত্র-বিশারদ; অসিযুদ্ধে, বাহুযুদ্ধে ও গদাযুদ্ধে পারদর্শী; প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি এবং মুষলে সুশিক্ষিত; অস্ত্রগ্রহণে সুনিপুণ এবং আরোহণ, অবরোহণ, সরণ, বিরলপ্লুত, সম্যক্‌প্রহার, যান ও ব্যবযানে সবিশেষ দক্ষ। আমরা উহাদিগের নাগ, অশ্ব ও রথ গমনের পরীক্ষা করিয়াই বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছি। উহারা গোষ্ঠী, উপকার, সম্বন্ধ, সৌহার্দ্দ বা কুলমর্য্যাদার নিমিত্ত নিযুক্ত হয় নাই। উহারা সকলেই আর্য্যবংশোদ্ভব ও সমৃদ্ধ, উহাদিগের বান্ধবগণ সতত পরিতৃপ্ত ও সৎকৃত হইয়া থাকে। উহারা সাতিশয় উপকারপরায়ণ, যশস্বী, মনস্বী, মুখ্যকর্ম্মানুষ্ঠাতা, ত্বরান্বিত লোকপালের ন্যায় লোকবিশ্রুত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিপালিত

এবং সর্ব্ব লোকসম্মত। ইহারা স্বেচ্ছানুসারে আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছে ও অনুচর ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। ঐ পূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য, রথ ও রাজমাতঙ্গ সদৃশ মাতঙ্গগণে পরিবৃত; গদা, শক্তি, প্রাস প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও ধাবমান বাহনগণে পরিব্যাপ্ত; বিবিধ ধ্বজ, ভূষণ ও রত্নরাজি দ্বারা সুশোভিত। সাগরের ন্যায় গর্জ্জনশীল ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, বাহ্লিক প্রভৃতি মহাত্মা বলবান্ বীরগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত।

হে সঞ্জয়! আমাদিগের পক্ষ সৈন্য সমুদায় এরূপ হইয়াও যে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল, ইহা কেবল আমার জন্মান্তরীণ অদৃষ্টের ফল, সন্দেহ নাই। কি ঋষিগণ, কি মানবগণ, কেহই এরূপ যুদ্ধ কখন দর্শন করেন নাই। আমাদিগের এরূপ বল সমূহ যে অনায়াসে নিহত হইতেছে, অদৃষ্টই ইহার কারণ বলিতে হইবে। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমার সমস্তই বিপরীত বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। মহানুভব বিদুর পূর্ব্বে আমাকে এই বিপদের কথা কহিয়াছিলেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহার বাক্যে কর্ণপাত করে নাই। সেই সর্ব্বজ্ঞ ক্ষত্তা পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সমস্ত সংঘটিত হইতেছে; অথবা বিধিনির্ব্বন্ধ কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আত্মদোষেই এই ব্যসনে নিপতিত হইয়াছেন। আপনি যে সমস্ত ধর্ম্মসঙ্কর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে নাই। হে বিশাম্পতে! পূর্ব্বে আপনার দোষেই দ্যূতক্রীড়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং আপনার দোষেই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। অতএব অদ্য আপনি সেই পাপের ফল ভোগ করুন। লোক সকল স্বকৃত কর্ম্মের ফল ইহ কালেই হউক আর পরকালেই হউক অবশ্যই তাহা ভোগ করিয়া থাকে। হে রাজন্! আপনি সুস্থির হইয়া এই ঘোর ব্যসনের বিষয় শ্রবণ করুন।

মহাবল পরাক্রমশালী ভীমসেন শাণিত সায়ক সমূহ দ্বারা ভীষ্ম পরিপালিত মহাসৈন্য ভেদ করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুঃশাসন, দুর্ব্বিসহ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, জয়, জয়ৎসেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুমিত্র, সুবর্ম্মা, দুষ্কর্ণ এবং কর্ণ প্রভৃতি মহারথ দুর্য্যোধনের অনুজগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ ভীমসেনকে অবলোকন পূর্ব্বক পরস্পর কহিতে লাগিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলে উহাকে সংহার করিব। দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ এইরূপ স্থির করত তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলে মহাবীর ভীমসেন প্রলয়কালীন ক্রূর মহাগ্রহপরিবৃত দিবাকরের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। ঐ মহাবীর ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেবাসুর সংগ্রামে দানবগণের সম্মুখবর্ত্তী মহেন্দ্রের ন্যায় নির্ভয়হৃদয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তখন সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ সহস্র সহস্র রথী মহাস্ত্র সকল সমুদ্যত করিয়া তাঁহাকে আবৃত করিলে, ভীমসেন মহারাজের পুত্রগণকে লক্ষ্য না করিয়া কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তত্রস্থ সকল যোদ্ধাগণকে সংহার করিবার বাসনায় গদাহস্তে রথ অবতরণ পূর্ব্বক কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে মহাবীর ভীমসেন কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া সৌবলসমীপে গমন করিলেন, এবং আপনারপক্ষীয় মহতীসেনা নিবারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের শূন্য রথ সমীপে গমন ও তদীয় সারথি বিশোককে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধভরে বাষ্পপূর্ণনয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত কহিলেন, হে সারথে! আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভীমসেন কোথায়? তখন বিশোক কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, মহাভাগ! মহাবল পাণ্ডব ভীমসেন আমাকে এই স্থানে রাখিয়া একাকী ধার্ত্ত-রাষ্ট্র সৈন্যসাগরে অবগাহন করিয়াছেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! তিনি গমন সময়ে প্রীতিসহকারে আমারে কহিয়াছেন, হে সূত! কৌরবগণ আমাকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে, অতএব আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিহত করিয়া প্রত্যাগত না হই, তুমি তাবৎ অশ্বগণকে স্থগিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল এই স্থানে অবস্থিতি কর। তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া গদা গ্রহণ করত কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং কৌরব সৈন্যগণ তাহাকে দেখিয়া মহাকোলাহল আরম্ভ করিল। হে রাজন্! সেই তুমুল যুদ্ধে মহাবীর ভীমসেন কৌরবগণের মহা ব্যূহভেদ করত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসারথি বিশোকের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক

তাঁহাকে কহিলেন, হে সূত! পাণ্ডবগণের স্নেহ ও ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কি? যদি আমি ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া যাই তাহা হইলে, ক্ষত্রিয়গণ আমারে কি বলিবেন? যে ব্যক্তি আপনার সহায়কে পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গল বিধান করেন। মহাবল ভীমসেন আমার সম্বন্ধী, সখা ও আমার নিতান্ত ভক্ত এবং আমিও সেই অরিনিসূদন ভীমসেনের একান্ত অনুগত। যাহা হউক, এক্ষণে সেই ভীমসেন যে স্থানে গমন করিয়াছেন, আমিও তথায় গমন করিব। হে সূত! যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দানবদিগকে নিহত করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমার সমক্ষে শত্রুগণকে নিহত করিতেছি অবলোকন কর।

হে রাজন্! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা বলিয়া ভীমসেন গদা দ্বারা গজগণকে প্রমথিত করত যে পথে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে শত্রু সৈন্য মধ্যে তাঁহার সমীপে গমন করিলেন, এবং তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, মহাবীর ভীমসেন সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক সমস্ত নরপতিগণকে মহীরুহের ন্যায় ভগ্ন করিতেছেন। এ দিকে রথী, অশ্বারোহী পদাতি ও মাতঙ্গ সকল চিত্রযোধী ভীমসেনের ভয়ঙ্কর আঘাতে অতিশয় নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তস্বরে মহাচীৎকার করিতে লাগিল। এই রূপে কৌরবসৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ বীরগণ ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া নির্ভয়চিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে সমুদায় সৈন্য একত্রিত হইয়া অস্ত্রবিশারদ মহাবীর ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া, মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই শরবিক্ষতাঙ্গ, পদাতি, ক্রোধবিষবমনকারী

ও প্রলয়কালে গদাহস্ত অন্তকসদৃশ ভীমসেনকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করত সত্বর শল্যবিহীন করিয়া বিপক্ষগণ সমক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সহসা সেই সমরক্ষেত্রে স্বীয় ভ্রাতৃগণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কৌরবগণ! এই দুরাত্মা দ্রুপদতনয় ভীমসেনের সহিত সমরভূমিতে সমুপস্থিত হইয়াছে, চল, এক্ষণে আমরা গমন করিয়া তাহারে সংহার করি।

হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠের আদেশ শ্রবণ করিয়া ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে দ্রুপদপুত্রকে সংহার করিবার নিমিত্ত বিচিত্র চাপগ্রহণ পূর্ব্বক জ্যানির্ঘোষে পৃথিবী কম্পিত করত যুগক্ষয় কালীন কেতুগণের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং অম্বুদ যেরূপ ভূধরে বারিজাল বর্ষণ করে, তদ্রূপ দ্রুপদতনয়ের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চিত্রযোধী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সুতীক্ষ্ণ শর নিকর দ্বারা তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না বরং তাঁহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত মহেন্দ্র যেরূপ দৈত্যগণের প্রতি শরজালে বর্ষণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনার পুত্রগণের প্রতি সম্মোহন অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাহারা দ্রুপদতনয়ের সম্মোহন শর প্রভাবে কালপ্রাপ্তের ন্যায় মোহের বশীভূত ও সংজ্ঞাবিহীন হইতে লাগিল। অন্যান্য কৌরবগণ তদ্দর্শনে রথ, অশ্ব ও হস্তী সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে রাজন্! এই সময়ে শস্ত্রবিশারদ দ্রোণ অতি দারুণ তিন শর দ্বারা দ্রুপদকে বিদ্ধ করিলেন, তখন দ্রুপদরাজ দ্রোণশরে শাতিশয় ব্যথিত হইয়া পূর্ব্ব বৈর স্মরণ পূর্ব্বক রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। তখন মহাপ্রতাপাশালী

দ্রোণ দ্রুপদকে পরাজিত করত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সোমকগণ সাতিশয় বিত্রাসিত হইল। অনন্তর অমিততেজা আচার্য্য দ্রোণ শ্রবণ করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রমোহনাস্ত্র দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বিমোহিত হইয়াছেন, তখন তিনি ত্বরিত গমনে তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন সেই মহারণে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন বিচরণ করিতেছেন; এবং আপনার তনয়গণ মোহাবিষ্ট হইয়া পতিত রহিয়াছেন; তদনন্তর তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা মোহনাস্ত্রের শমতা করিলেন। তখন তাঁহারা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যগণকে আহ্বান করত কহিলেন, হে সৈন্যকগণ! তোমরা শীঘ্র ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে গমন কর এবং সৌভদ্র প্রভৃতি দ্বাদশ বীর উহার সম্বাদ আনয়ন করুন; ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংবাদ অবগত না হইয়া আমার মনস্থির হইতেছে না। তখন মহাবল বিক্রান্ত যোধগণ যুধিষ্ঠিরের আদেশে সম্মত হইয়া মধ্যাহ্নকালে যুদ্ধার্থ গমন করিতে লাগিলেন। মহতী সেনা পরিবৃত হইয়া সমুদায় কৈকেয়গণ, দ্রৌপদী পুত্রগণ ও মহাবীর ধৃষ্টকেতু অভিমন্যুকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কৌরবগণের রথ সৈন্য ভেদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন ভয়াবিষ্ট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন শর বিমোহিত আপনার সৈন্যগণ সেই অভিমন্যুপ্রমুখ বীরগণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পথিস্থিত প্রমদার ন্যায় মূর্চ্ছাপন্ন হইল।

অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ সুবর্ণ নির্ম্মিত ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনের নিকট ধাবমান হইলেন, তৎকালে তাঁহারা শত্রুসৈন্য ক্ষয় করিতেছিলেন। অভিমন্যু প্রভৃতি

বীরগণকে দেখিয়া তাঁহারা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা দ্রোণাচার্য্যকে আগমন করিতে দেখিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রতনয়গণকে বিনাশ করিতে বিরত হইলেন এবং ভীমসেনকে শীঘ্র কেকয়রাজের রথে আরোপিত করত স্বয়ং ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। শত্রুনিসূদন দ্রুপদতনয়কে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করত তাঁহার প্রতি শত শত শর নিক্ষেপ করিলেন। পরবীরঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষণকালমধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হেমপুঙ্খ নিশিত সপ্ততি সায়কে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ পুনরায় দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক শরচতুষ্টয়ে তদীয় অশ্ব চতুষ্টয় ও নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা সারথিকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে সত্বর অবরোহণ করিয়া অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে পাণ্ডবসৈন্যগণ দ্রোণশরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীম ও দ্রুপদতনয়ের সমক্ষেই কম্পিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীরগণ সেই অমিততেজা দ্রোণ কর্তৃক প্রভগ্ন সৈন্যগণকে কোনরূপেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। উহারা দ্রোণশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ক্ষোভমান অর্ণবের ন্যায় সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। হে রাজন্! কৌরবসৈন্যগণ পাণ্ডবসৈন্যগণের সেইরূপ অবস্থা অবলোকন ও ক্রোধ হুতাশন দ্বারা আচার্য্য দ্রোণকে রিপুবাহিনী দগ্ধ করিতে দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বিগতমোহ হইয়া ভীমসেনের প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, আপনার তনয়গণ সকলে মিলিত হইয়া ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে মহাবল ভীমসেন পুনরায় স্বীয় রথ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অভি-মুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর লোকক্ষয়কারক বিচিত্র দৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিত শর দ্বারা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ভীমসেনের মর্ম্মে আঘাত করিলেন। এই প্রকারে ভীমসেন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক সাতিশয় আহত হইয়া ক্রোধপূর্ণ-লোচনে মহাবেগে স্বীয় শরাসন গ্রহণ করত তিন শর দ্বারা তাঁহার বাহুদ্বয় ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ভীমশরে সাতিশয় আহত হইয়াও অচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনের অনুজগণ ভীম ও দুর্য্যোধনকে পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া আপনাদিগের পূর্ব্ব মন্ত্রণা স্মরণ করত ভীম-সেনকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে অবরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভীমসেন সেই সমস্ত বীরগণকে সমাগত দেখিয়া গজগণের প্রতি ধাব-মান মহাগজের ন্যায় তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং রোষপরবশ হইয়া নারাচ দ্বারা চিত্রসেনকে বিদ্ধ করত সুবর্ণ পুঙ্খ বহু শর দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির প্রেরিত ভীমসেনের অনুগামী অতি-

মন্যু প্রমুখ দ্বাদশ মহারথ স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ সেই সূর্য্যানলসমন্বিত তেজস্বী সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল রথস্থ বীরগণকে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তাহারা যে জীবন লইয়া পলায়ন করিল ইহাও ভীমসেনের নিতান্ত অসহ্য হইয়াছিল।

একোশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু ধৃষ্ট-দ্যুম্ন ভীমসেন সমভিব্যাহারে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধনপ্রমুখ বীরগণ আপনার সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত শরাসন গ্রহণ ও মারুত বেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সন্নিধানে উপনীত হই-লেন। হে রাজন্! ঐ দিবস অপরাহ্নে উভয় পক্ষীয় সৈন্য-গণের ঘোরসংগ্রাম আরম্ভ হইল, মহাবীর অভিমন্যু বিকর্ণের অশ্ব সকল বিনষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিকর্ণ অশ্ববিহীন রথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের বিচিত্র রথে আরোহণ করিলেন। এই প্রকারে তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় এক রথে আরোহণ করিলে, মহাবীর অভিমন্যু তাঁহাদিগের উভয়কেই শরজালে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দুর্জ্জয় ও বিকর্ণ লৌহময় পঞ্চ বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন, কিন্তু সুমেরু সদৃশ মহাবীর অভিমন্যু তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

এদিকে মহাবল পরাক্রান্ত দুঃশাসন কেকয় দেশীয় পঞ্চভ্রাতার সহিত অদ্ভুত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং দ্রৌপদীতনয়গণ সক্রোধচিত্তে দুর্য্যোধনের প্রতি তিন তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। দুর্য্যোধনও তাঁহাদের প্রত্যেককে সুশাণিত শরসমূহে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, ঐ মহাবীর দ্রৌপদীপুত্রগণের শরসমূহে ছিন্ন ভিন্ন ও রুধিরাক্তদেহ হইয়া গৈরিক ধাতুবিমিশ্রিত প্রস্রবণযুক্ত পর্ব্বতের শোভা ধারণ করিলেন।

এ দিকে পশুপালক যেমন পশুসমূহকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবল ভীষ্ম পাণ্ডবীয় সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দক্ষিণদিকের সৈন্য হইতে অরিমর্দ্দক পার্থের গাণ্ডীব নির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে সহস্র সহস্র কবন্ধ উত্থিত হইল। যোদ্ধৃবর্গ রথরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া সংগ্রাম নিহত নর, করী ও অশ্বসমূহের রুধির জলে পরিপূর্ণ, শরসমূহরূপ আবর্ত্তে আকুল, মাতঙ্গরূপ দ্বীপে পরিব্যাপ্ত ও অশ্ব রূপ ঊর্ম্মিমালা দ্বারা তরঙ্গিত সেই দুস্পার সৈন্যসাগর পার হইতে লাগিলেন। ঐ সংগ্রামে সহস্র সহস্র মহাবীরগণ ছিন্নহস্ত, ছিন্নগাত্র ও কবচবিহীন হইয়া ধরাতলে নিপাতিত রহিয়াছেন, দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। শোণিতপরিপ্লুত মত্তনিহত মাতঙ্গগণ নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ ঘোরসংগ্রামে কি কৌরব, কি পাণ্ডব, কোন পক্ষের যোদ্ধাই পরাঙ্মুখ হন নাই। হে রাজন্! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে জয় ও যশো লাভবাসনায় পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সকল ভুবন প্রকাশক দিবাকর লোহিত প্রভাধারণ করিলে, সংগ্রাম গমনোৎসুক রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ভীমসেন সেই পরম বৈরী দুর্য্যোধনকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, গান্ধারিতনয়! অদ্য আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত সময় উপস্থিত, অতএব যদি তুমি সমর পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে অদ্য তোমাকে নিশ্চয় বধ করিয়া জননী কুন্তীর ক্লেশ, আমাদিগের বনবাসজনিত কষ্ট সমুদয় এবং দ্রৌপদীর চিরসঞ্চিত মনস্তাপ অপনীত করিব। তুমি পূর্ব্বে মাৎসর্য্যের বশীভূত হইয়া পাণ্ডবগণকে যে অবমাননা করিয়াছিলে, তোমার সেই পাপের ফলে এই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। কর্ণ ও শকুনির মন্ত্রণানুসারে যে পাণ্ডবগণের প্রতি যথেচ্ছাচার ব্যবহার করিয়াছিনেল। কৃষ্ণ সন্ধি প্রার্থনায় তোমাদিগের নিকট গমন করিলে, তাঁহার যে অবমাননা করিয়াছিলে এবং তুমি আহ্লাদসহকারে উলূকের দ্বারা আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলে, অদ্য আমি তোমাকে তোমার বন্ধু বান্ধব ও অনুগত ব্যক্তির সহিত সংহার করিয়া তোমার সেই পূর্ব্বকৃত পাতকের শাস্তি করিব।

হে রাজন্! ভীমসেন এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর ধনু আকর্ষণ করত বারম্বার উদ্ভ্রামণ করত বজ্রের ন্যায়, প্রভাসম্পন্ন অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত ষট্ত্রিংশ শর তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর দুই শরে তাঁহার

কার্ম্মুক ও দুই শর দ্বারা তদীয় সারথিকে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে তাঁহার বেগবান্ অশ্ব চতুষ্টয়কে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর দুই শর আকর্ষণ করত তদ্দ্বারা তাঁহার রথ হইতে ছত্রচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তিন শরে তাঁহার উৎকৃষ্ট রথ ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন। যেরূপ মেঘ হইতে বিদ্যুৎ-নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ তাঁহার রথ হইতে বিবিধ রত্নবিভূষিত পরমাস্ত্রসম্পন্ন ধ্বজ ছিন্ন হইয়া পড়িল। সমস্ত পার্থিবগণ কুরুরাজের সেই সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মণিময় সমুজ্জ্বল ছিন্ন নাগ ধ্বজ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ ভীমসেন যেন হাসিতে হাসিতে তোত্র দ্বারা মহাগজ হননের ন্যায় দশবাণে কুরুরাজকে আহত করিলেন। পরে মহারথ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ প্রধান প্রধান বীরগণের সহিত দুর্য্যোধনের পার্ষ্ণি রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ কৃপাচার্য্য ক্রোধপরায়ণ রাজা দুর্য্যোধনকে ভীমসেনশরে অতিশয় বিদ্ধ ও ব্যথিত দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন রথোপস্থে নিষণ্ণ হইলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীমসেনকে সংহার করিবার বাসনায় সহস্র সহস্র রথ দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। পরে ধৃষ্টকেতু, মহাবীর্য্য অভিমন্যু, কৈকেয়গণ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা অভিমন্যু বিচিত্র কার্ম্মুকবিনির্ম্মুক্ত বজ্র ও মৃত্যু সদৃশ সন্নত পর্ব্ব সুশাণিত পাঁচ পাঁচ বাণ দ্বারা তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে অসহিষ্ণু হইয়া মেঘ যেরূপ পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ অভিমন্যুর প্রতি তীক্ষ্ণ সায়ক সমুদয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমরবিশারদ

অভিমন্যু তাঁহাদিগের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দেবাসুরযুদ্ধে দেবরাজ যেরূপ অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহাদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। রথিপ্রধান মহাবীর্য্যশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতে বিকর্ণের প্রতি ভুজঙ্গোপম চতুর্দ্দশভল্ল নিক্ষেপ করিয়া তদীয় রথধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর তিনি তীক্ষ্ণাগ্র বাণ সকল তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত কঙ্কপত্রযুক্ত সায়ক ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় বিকর্ণের শরীর ভেদ করিয়া ভূমিতে প্রবিষ্ট হইল। তখন হেমপুঙ্খ সেই সমস্ত শর বিকর্ণ রুধিরে লিপ্ত হইয়া যেন ভূতলে রুধির বমন করিতে লাগিল। বিকর্ণের সহোদরগণ তাঁহাকে শস্ত্রক্ষত দেখিয়া অভিমন্যু প্রভৃতি রথিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের ঘোরতর সমর উপস্থিত হইল। সমরবিশারদ উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। দুর্ম্মুখ পঞ্চ শর দ্বারা শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া একশর দ্বারা উহার রথধ্বজ ও সপ্ত শর দ্বারা সারথিকে ছেদন করিলেন। পরে জাম্বুনদবিভূষিত বায়ুবেগগামী ছয় বাণ দ্বারা অশ্বগণকে নিহত করিলেন। তখন মহারথ শ্রুতকর্ম্মা অশ্বশূন্য রথে অবস্থিতি করত ক্রোধভরে দুর্ম্মুখের উপর প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজস্বিনী শক্তি যশস্বী দুর্ম্মুখের বর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক তাহার শরীর বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তদনন্তর মহাবল সুতসোম তাঁহাকে বিরথ দর্শন করিয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতে তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন।

মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি জয়ৎসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি ধনু উদ্যত করিয়া বাণ বর্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে আপনার পুত্র জয়ৎ-

সেন সুতীক্ষ্ণ ক্ষুর প্রদ্বারা তাঁহার চাপ ছেদন করিলেন। পরে শতানীক সহোদরকে ছিন্ন কার্ম্মুক দেখিয়া সিংহের ন্যায় নিনাদ করত তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। শতানীক সময়ে দৃঢ় ধনু বিস্ফারিত করিয়া দশ শরে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সর্ব্ব প্রকার আবরণভেদী অন্য সুতীক্ষ্ণ শর গ্রহণ পূর্ব্বক জয়ৎ-সেনের হৃদয়ে আঘাত করিলেন।এই প্রকারে নকুলতনয় শতানীক জয়ৎসেনকে প্রহার করিলে, দুষ্কর্ণ ক্রোধাসক্ত হইয়া জয়ৎসেনের সমক্ষে শতানীকের সশর চাপছেদন করিলেন। অনন্তর মহাবল শতানীক ভারসহ অন্য উৎকৃষ্ট ধনু গ্রহণ করিয়া দুষ্কর্ণকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আমন্ত্রণ করত তাহার প্রতি ক্রুদ্ধভুজঙ্গমবৎ সায়ক সমস্ত বর্ষণ করিতে-লাগিলেন এবং এক শর দ্বারা দুষ্কর্ণের ধনুক ও দুই বাণে সারথিকে ছেদন করিয়া সত্বরে বহু সায়ক দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন,পরে নিশিত দ্বাদশ শরে দ্বারা তদীয় মনোবেগ গামী অশ্বগণকে নিহত করিলেন। অনন্তর অপর এক ভল্ল-দ্বারা দুষ্কর্ণের হৃদয় বিদ্ধ করিলে, দুষ্কর্ণ তাহার আঘাতে বজ্রাহত মহীরুহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

হে রাজন্! দুষ্কর্ণকে নিহত দেখিয়া দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জয়, দুর্ম্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ আপনার এই পাঁচ পুত্র শতানীকের নিধনার্থ শরজাল বর্ষণ করত তাঁহার সন্নিধানে সমাগত হইলেন। সেই সময় কেকয় দেশীয় পঞ্চভ্রাতা সেই পঞ্চ মহাবীরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিচিত্র কবচ ও কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন। পরে বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত অশ্বসমূহে যোজিত ও নানাবর্ণ পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহা গজসমূহ কর্তৃক মহাগজ আক্রমণের ন্যায় কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতাকে

আক্রমণ করত সিংহ যেমন বনে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ঐ পঞ্চ মহারথ অরিসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন অতি তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। রথে রথে ও গজে গজে মহাসংঘর্ষণ হইয়া উঠিল, তখন ভগবান্ সহস্রদীধিতি অস্তগিরিশিখরে গমন করিলেন। রথী ও সাদিগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ক্রোধে অধীর হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে কেকয় ও পাঞ্চাল সেনা-দিগকে নিধন পূর্ব্বক স্বকীয় সৈন্যদিগের অবহার করিয়া শিবিরে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্ন বৃকোদরকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের শিরো-দেশ আঘ্রাণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

একোনাশীতম অধ্যায়।

হে রাজন্! তৎপরে মহাবলশালী পরস্পর কৃতাপরাধ বীরগণ রুধিরাক্তদেহে বিশ্রামার্থ স্ব স্ব শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর যথাবিধি সৎকার পূর্ব্বক যুদ্ধাভিলাষে পুনরায় কবচ গ্রহণ করিলেন, রুধিরাক্ত দেহ মহারাজ দুর্য্যোধন চিন্তান্বিত হইয়া বিশ্বস্ত চিত্তে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ! পাণ্ডবীয় রথি-গণ আমাদিগের ধ্বজদণ্ডধারী ভয়ানক বিপুল সৈন্যগণকে বিদারিত, নিপীড়িত, নিহত ও বিমোহিত করিয়া মহতী-কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে। আমি বজ্রসদৃশ দুর্ভেদ্য মকর ব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়াও বৃকোদর কর্তৃক শমনদণ্ডের ন্যায় ভয়াবহ

শরনিকরে তাড়িত এবং তাহাকে ক্রুদ্ধ দর্শনে ভয়ে সাতিশয় অভিভূত হইয়াছিলাম। এখনও শান্তি লাভে সমর্থ হইতেছি না, কিন্তু আপনার প্রসাদে জয়লাভ ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে অভিলাষ করিতেছি।

সেই সময় মহাত্মা ভীষ্ম মহারাজ দুর্য্যোধনকে জাতমন্যু জানিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, হে রাজন্! আমি যত্নসহকারে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে বিজয় ও সুখ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমি তোমার কার্য্যসাধনে সম্পূর্ণ রূপে যত্নশীল হইব। যে সকল যশস্বী মহারথ বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন; তাঁহারা বিগতশ্রম হইয়া ক্রোধবিষ বমন করিতেছেন। তুমি তাঁহাদিগের সহিত বৈরিতাচরণ করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা কেহই সেই সকল মহাবীর্য্যবান্ ব্যক্তিদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না। সেই হেতু আমি প্রাণপণে ইহাঁদিগের সহিত সমরোদ্যত হইব। হে মহানুভাব! পাণ্ডবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তোমার প্রিয় সাধন করিব। শত্রুর কথা দূরে থাক, তোমার জন্য কি দেব, কি দৈত্য ও কি লোক সকলকেই ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিব।

মহারাজ দুর্য্যোধন এই বাক্য শ্রবণমাত্র নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সৈন্য ও ভূপালগণকে নির্গত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি সঙ্কুল বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্রধর বলসমূহ পরমানন্দে বহির্গমন পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে উপনীত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিতে লাগিল। করিগণ দলবদ্ধ ও প্রাণলী পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিচালিত হইয়া সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইল। সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্রজ্ঞ নরপতিদিগের সহিত শোভমান হইতে

লাগিল। পরিচালিত রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিগণ কর্ত্তৃক ধূলিপটল সমুদ্ভূত হইয়া দিনকর করকে সমাচ্ছাদিত করিল। যেমন জলদমধ্যগত পবনেরিত ক্ষণপ্রভা নভোমণ্ডলে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ নানাবর্ণ রথ, মাতঙ্গ ও পদাতি সকল চতুর্দ্দিকে বিচরণ করত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সমুদ্রমন্থনের গভীর শব্দের ন্যায় ভূপতিগণের শরাসন আকর্ষণকালে অতি ঘোরতর শব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই সময়ে মহারাজ দুর্য্যোধনের পরপক্ষবিমর্দ্দক নানাবর্ণ সম্পন্ন অত্যুগ্র নিস্বনযুক্ত সৈন্যগণ প্রলয়কালীন নীরদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর শান্তনুতনয় ভীষ্ম পরম চিন্তাকুলিত মহারাজ দুর্য্যোধনকে হর্ষজনক বাক্যে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজন্! আমার বোধ হইতেছে আমি দ্রোণ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সৈন্ধবগণের সহিত সোমদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, বাহ্লিকদেশীয় সৈন্যগণ সহ রাজা বাহ্লিক, ত্রিগর্ত্তেশ্বর, মাগধ, কৌশল্য বৃহদ্বল, চিত্রসেন ও বিবিংশতি আমরা সকলেই তোমার জন্য জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সমরোদ্যত হইলে সুরগণকেও পরাজিত করিতে সমর্থ হইতে পারি, অধিক কি ধ্বজপটাচ্ছাদিত সহস্র সহস্র রথ, আরোহি সংযুক্ত অশ্ব, মদমত্ত মাতঙ্গরাজ, নানা দেশোদ্ভব বহুবিধ আয়ুধধারী মহাশৌর্য্যসম্পন্ন রথী, পদাতি ও অপরাপর লোকগণ ইহারাও জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া

তোমার জন্য যুদ্ধোদ্যত হইলে দেবগণকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। হে রাজন্! তোমার যাহাতে মঙ্গল হয়, এরূপ বাক্য বলাই আমার সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য। পুরন্দর প্রভৃতি দেবতারাও কৃষ্ণসহায় মহেন্দ্র সদৃশ পরাক্রমশালী পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিতে পারেন না। কিন্তু তথাপি আমি তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব। হয় পাণ্ডবেরাই পরাজিত হউক, না হয় আমিই পরাজিত হই। এই কথা বলিয়া মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের শল্য অপনয়নার্থ অতি তেজস্বী ঔষধ প্রদান করিলেন। তাহাতেই তাঁহার শল্য অপনীত হইল।

তৎপরে ব্যূহাভিজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম প্রাতঃকাল সমাগত হইলে, বহু সহস্র রথবেষ্টিত, করী ও পদাতিসঙ্কুল, যোদ্ধৃবর্গ পরিবারিত, ঋষ্টি তোমরধর পুরুষ কর্তৃক পরিরক্ষিত, অশ্বগণাকীর্ণ অস্ত্র শস্ত্রসম্পন্ন মণ্ডল ব্যূহ রচনা করিলেন। এক এক করীর প্রতি সাত সাত রথ, এক এক রথের প্রতি সাত সাত তুরঙ্গ, এক এক তুরগের প্রতি দশ দশ ধনুর্দ্ধর এবং এক এক ধনুর্দ্ধরে প্রতি সাত সাত পদাতি নিয়োজিত হইল। মহাবীর ভীষ্ম এই প্রকারে মহাব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ সহস্র হয়, দশ সহস্র গজ, দশ সহস্র রথ এবং চিত্রসেন প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষগণ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক পিতামহ ভীষ্মের রক্ষার্থ নিযুক্ত হইলেন। ভীষ্মও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী মহীপাল সকলে বর্ম্মিত হইলে, মহারাজ দুর্য্যোধন বর্ম্মিত ও রথারূঢ় হইয়া স্বর্গস্থিত অমররাজের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তদনন্তর আপনার পুত্রগণের ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল, নিরন্তর রথের ঘর্ঘর রব ও বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর পরপক্ষীয়দিগের দুর্ভেদ্য মহাবীর ভীষ্মকর্ত্তৃক বিরচিত

ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের মণ্ডলাকার মহাব্যূহ নিরতিশয় শোভা ধারণ করিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিতে লাগিল।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মণ্ডল ব্যূহ অবলোকন করিয়া বজ্র ব্যূহ রচনা করিলেন। তখন রথী ও গজারোহী সকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিয়া সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষীয় বীর পুরুষগণ বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করত সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ ও ব্যূহভেদ করিবার অভিলাষে নির্গত হইলেন। মহাবীর দ্রোণ মৎস্যের, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর, মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রুপদের, নকুল ও সহদেব মদ্রেরশ্বর শল্যের এবং অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের অভিমুখে ধাবমান হইলেন, এবং অন্যান্য মহীপালগণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন পরম যত্নসহকারে হার্দ্দিক্যকে আক্রমণ করিলেন। অভিমন্যু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণের সহিত সমরোদ্যত হইলেন। যেমন মদমত্ত বারণগণ পরস্পরের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাবেগসহকারে প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্তের প্রতি প্রধাবিত হইল।

তৎপরে রাক্ষস অলম্বুষ ক্রোধে অধীর হইয়া সমরাভিমানী সৈন্য সমবেত সাত্যকির অভিমুখীন হইল। ভূরিশ্রবা যত্নশীল হইয়া ধৃষ্টকেতুর সহিত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর সহিত ও চেকিতান কৃপের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অন্যান্য বীরগণ পরম যত্নে ভীমসেনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সেই সময় সহস্র সহস্র নরপতি শক্তি, তোমর, নারাচ, গদা ও পরিঘ গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মহানুভব ভীষ্ম দুর্য্যোধনের ব্যূহরচনা করিয়াছেন; বহুসংখ্যক বীর সমরা-

কাঙ্ক্ষী হইয়া রহিয়াছেন; ত্রিগর্ত্তেশ্বর সহোদরগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে যাহারা আমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, অদ্য তোমার সাক্ষাতে আমি তাহাদিগকে নিহত করিব। ইহা বলিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক মহীপালদিগের উপর বাণ বৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ষাকালে বারিদমণ্ডল যেরূপ বারিধারা দ্বারা তড়াগাদি প্রভৃতিকে পরিপূর্ণ করে, সেইরূপ সেই সকল মহীপালগণও বাণবৃষ্টি দ্বারা ধনঞ্জয়কে আচ্ছন্ন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার সৈন্যগণ নিরতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

তখন অর্জ্জুন ক্রোধে অধীর হইয়া ঐন্দ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। আমরা তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি অস্ত্রজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক শত্রুবিক্ষিপ্ত অস্ত্র নিবারণ করিয়া সহস্র সহস্র মহীপাল করী, হয়, ও অপরাপর লোকদিগকে দুই তিন বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার বাণে ভিন্নদেহ হইয়া ভীষ্মসকাশে উপনীত হইল। তিনি তাহাদিগকে নিতান্ত বিপদ্গ্রস্ত দর্শন করিয়া রক্ষার্থ যত্নশীল হইলেন। তদনন্তর পাণ্ডবগণ আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাহারা পবনেরিত মহাসমুদ্রের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

হে রাজেন্দ্র! তাদৃশ সংগ্রাম সময়ে সুশর্ম্মা নিবৃত্ত ও মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কৌরবপক্ষীয় বীরপুরুষেরা ছিন্ন ভিন্ন

হইলে, সাগর সদৃশ সৈন্যগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর ভীষ্ম অর্জ্জুনের সম্মুখে গমন করিলে, মহারাজ দুর্য্যোধন পার্থের বিক্রম দর্শনে সত্বর হইয়া সেই সমস্ত রাজগণের সমীপে গমন পূর্ব্বক সৈন্যদিগের সমক্ষে মহাবল সুশর্ম্মাকে একান্ত হৃষ্ট করত কহিলেন, হে মহানুভাবগণ! এই কুরুশ্রেষ্ঠ জীবিত নিরপেক্ষ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষী হইয়া স্বীয় সৈন্যদিগের সহিত শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তোমরা ইহাঁরে যত্ন সহকারে রক্ষা কর। তখন নরেন্দ্রসৈন্যগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া পিতামহ ভীষ্মের অনুগামী হইল।

অনন্তর শান্তনুতনয় ভীষ্ম অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সৈন্যগণ শ্বেতাশ্বযুক্ত বানরধ্বজ সুশোভিত মহামেঘের ন্যায় শব্দায়মান রথে আরোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া ভয়াবিষ্টচিত্তে ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং কৃষ্ণকে মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় প্রগ্রহহস্তে রণক্ষেত্রে আসিতে দেখিয়া দর্শন করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণও সেই শ্বেতাশ্ব শোভিত শ্বেত শরাসনধারী নভোমণ্ডলস্থ শ্বেতগ্রহের ন্যায় ভীষ্মকে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইলেন। সেই সময়ে ত্রিগর্ত্তেরা পুত্র, ভ্রাতৃ ও অপরাপর মহারথদিগের সহিত ভীষ্মের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন।

দ্রোণাচার্য্য এক বাণে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার শরাসন ও ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন। বিরাট তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করত অতি দৃঢ় অন্য এক ধনু ও জ্বলিতমুখ সর্পের ন্যায় বহুসংখ্যক বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক তিনবাণে দ্রোণকে চারি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে, এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া এক বাণে

তাঁহার কার্ম্মুক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া অষ্ট শরে বিরাটের অশ্ব সকল ও তাঁহার সারথিকে নিহত করিলেন। তখন বিরাট সেই রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শঙ্খের রথে আরূঢ় হইয়া পুত্রের সহিত অবিরত শরবৃষ্টি দ্বারা দ্রোণকে নিবৃত্ত করিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধ পরবশ হইয়া শঙ্খের উপর ভুজঙ্গম সদৃশ এক শর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ শর তাঁহার বক্ষস্থল নির্ভেদ পূর্ব্বক শোণিতপান করত রুধিরাক্ত হইয়া ভূমিতলে প্রবিষ্ট হইল। শঙ্খ দ্রোণাক্ষিপ্ত শরে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া শর ও কার্ম্মুক পরিহার পূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে পিতার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। তখন বিরাট শঙ্খকে নিহত দেখিয়া ব্যাদিতবদন অন্তক সদৃশ দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে পলায়ন করিলেন।

পরে মহাবীর দ্রোণ শত শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী অশ্বত্থামার সমীপস্থ হইয়া তিন শরে তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে আঘাত করিলেন। দ্রোণাত্মজ ললাটস্থ তিন বাণে উন্নত শৃঙ্গত্রয় ভূষিত রুক্মময় সুমেরুর ন্যায় পরম শোভা ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্টচিত্তে শিখণ্ডীর সারথি, ধ্বজ ও দ্রুতগামী অশ্ব সমুদায় লক্ষ্য করত ক্ষণকালমধ্যে শরনিকর দ্বারা তৎসমুদয় ভূতলশায়ী করিলেন। শিখণ্ডী রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ অসি ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা তাঁহাকে প্রহার করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। তখন উহা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পরে তিনি ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া শিখণ্ডীর উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলশালী শিখণ্ডী

নিশিত অসি দ্বারা সেই দারুণ শরনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামা শর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বিমল মনোহর শত চন্দ্র শোভিত বর্ম্ম ও অসি কর্ত্তন করিয়া পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী জাজ্বল্যমান আশীবিষসন্নিভ সেই খণ্ডিত খড়্গ অশ্বত্থামার উপর পরিত্যাগ করিলে, অশ্বত্থামা হস্তলঘুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রলয়-কালীন বহ্নিতুল্য দীপ্তিশীল সেই খড়্গ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া শিখণ্ডীকে অসংখ্য শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী সেই সকল শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সত্বর মহাত্মা সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর সাত্যকি ক্রোধে অন্ধ হইয়া ক্রূরাত্মা অলম্বুষকে ঘোরতর শর সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। রাক্ষসেশ্বর অলম্বুষ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে শর-নিকরদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসী মায়া বিস্তীর্ণ করিয়া শর সমূহ দ্বারা চারিদিক্ আবৃত করিলেন। তখন আমরা সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি তাদৃশ শর প্রহারেও অবিকম্পিতভাবে অব-স্থান পূর্ব্বক সত্বর ধনঞ্জয় হইতে প্রাপ্ত ইন্দ্রাস্ত্রে রাক্ষসী মায়া দূরীভূত করিয়া, প্রাবৃট্‌কালীন জলদ যেরূপ বারিধারা দ্বারা পর্ব্বতকে অভিষিক্ত করে, সেইরূপ সাত্যকি শর সমূহ দ্বারা অলম্বুষকে আচ্ছন্ন করিলেন। অলম্বুষ তাঁহার শর প্রহারে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া সাত্যকিকে পরিহার করত ভয়-ব্যাকুলিতচিত্তে অভিক্রান্ত হইল। সাত্যকি ইন্দ্রের অজেয় সেই রাক্ষসরাজকে পরাজয় করিয়া বিপক্ষগণের সাক্ষাতে সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কুরুপক্ষীয় বীর-দিগের উপর শরজাল বর্ষণ করিলে, তাঁহারাও সাতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন।

এই অবসরে মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা দুর্য্যোধনকে শর সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন কিছুমাত্র বিকম্পিত না হইয়া অবিলম্বে নবতিসংখ্যক বাণ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের সংগ্রাম অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের শরাসন কর্ত্তন ও চারি অশ্ব নিহত করিলেন এবং সুশাণিত সাত বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক খড়্গ উদ্যত করিয়া পাদচারে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে গমন করিলে, রাজপক্ষপাতী শকুনি তথায় উপনীত হইয়া দুর্য্যোধনকে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর বারিদমণ্ডল যেরূপ দিনকরকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ কৃতবর্ম্মা ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীম ক্রোধপরবশ হইয়া হাস্য করিতে করিতে কৃতবর্ম্মার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃতবর্ম্মা তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বিকম্পিত না হইয়া ভীমসেনের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরজাল নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় সংহার পূর্ব্বক সুপরিচ্ছন্ন ধ্বজ ও সারথিকে ধরাশায়ী করিয়া বহুবিধ শরে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কৃতবর্ম্মা ছিন্ন ভিন্ন কলেবর হইয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই আপনার শ্যালক বৃষভের রথে সমারূঢ় হইলেন। ভীমসেনও ক্রোধান্বিতচিত্তে কৌরবসৈন্যের অভিমুখীন হইয়া দণ্ডধর যমের ন্যায় তাঁহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদিগের সহিত পাণ্ডবগণের যে বহুবিধ দ্বৈরথ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আমি তোমার নিকট শ্রবণ করিলাম। তুমি অস্মৎ পক্ষের কাহাকেও প্রশংসা না করিয়া কেবল পাণ্ডবীয় যোধগণকেই প্রশংসা করিয়া থাক। যাহা হউক, যখন আমাদিগের সৈন্যগণ প্রতিদিন ক্ষীণ হইতেছে, তখন দৈবই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের সমুদায় যোধগণই শ্রেষ্ঠ; তাঁহারা সাধ্যানুসারে স্ব স্ব পৌরুষ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু যেরূপ ভাগীরথীসলিল সমুদ্রসংযোগে লবণাক্ত হয়, সেইরূপ আপনার পক্ষীয় মহাবীরগণের পৌরুষ পাণ্ডবগণের নিকট নিষ্ফল হইয়া যায়। আপনার পক্ষীয় বীরগণ সাধ্যানুসারে দুষ্করকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; অতএব আপনি তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। হে মহারাজ! আপনাদিগের দোষেই এই লোকক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছে। অতএব আত্মকৃত দোষে শোকার্ত্ত হওয়া আপনার উচিত নহে। ক্ষত্রিয়গণ অর্থ ও জীবনরক্ষার বাসনা পরিহার পূর্ব্বক যুদ্ধ দ্বারা পরম পবিত্র স্বর্গলোক গমনাভিলাষে প্রতিদিন যুদ্ধ করিতেছেন।

হে নরপতে! সেই দিবস পূর্ব্বাহ্নে দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ লোকক্ষয়কর যে সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। রণদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবান্‌কে

দর্শন করত তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন তাঁহাদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইরাবান্ ক্রোধভরে শাণিত শরনিকর দ্বারা সেই দেবরূপী ভ্রাতৃদ্বয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবং সেই মহাবল বীরদ্বয়ও তাঁহাকে অনবরত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শত্রু বধাভিলাষে পরস্পর যত্নশীল হইয়া যেরূপ যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে কাহাকেও অপেক্ষাকৃত বিশেষ দৃষ্ট হইল না। ইরাবান্ সায়কচতুষ্টয় দ্বারা অনুবিন্দের অশ্বচতুষ্টয়কে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া দুই শরে তাঁহার ধনুক ও রথধ্বজ ছেদন করিলেন। অনন্তর অনুবিন্দ স্বীয় রথ পরিত্যাগ করিয়া বিন্দের রথে আরোহণ পূর্ব্বক এক ভারসহ উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহারা ভ্রাতৃদ্বয়ে এক রথস্থ হইয়া ইরাবানের প্রতি শীঘ্রগামী শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত কনকবিভূষিত সায়ক সকল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। ইরাবান্ও ক্রোধান্বিত হইয়া সেই মহারথ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি শরজাল বর্ষণ করত তাঁহাদিগের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি গতাসু হইয়া নিপতিত হইলে, অশ্ব সকল চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। নাগরাজদৌহিত্র মহারথ ইরাবান্ অবন্তিরাজদ্বয়কে এইরূপে পরাজিত করিয়া পৌরুষ প্রকাশ করত, সত্বর হইয়া বিপক্ষীয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ এইরূপে ইরাবান্ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া বিষপানাসক্ত মানবের ন্যায় চতুর্দ্দিকে উদ্ভ্রান্ত হইতে লাগিল।

এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ সূর্য্যবর্ণ ধ্বজসমূহ সুশোভিত রথে আরোহণ করিয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইল। যেরূপ পূর্ব্বে বজ্রধর ইন্দ্র তারকাময় সংগ্রামে ঐরা-

বতে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সমরদর্শী সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ মহাবীর ঘটোৎকচ এবং ভগদত্ত এই উভয়েয় মধ্যে কাহাকেও অপেক্ষাকৃত বিশেষ দৃষ্টিগোচর করিলেন না। যেরূপ দেবরাজ দানবগণকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজা ভগদত্ত পাণ্ডবগণকে বিত্রাসিত ও বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যগণ বিদ্রাবিত হইয়া আপনাদিগের মধ্যে কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা না দেখিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন্! তৎকালে আমরা কেবল ঘটোৎকচকেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। অবশিষ্ট মহারথগণ বিমনা হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ পুনরায় নিবৃত্ত হইলে, আপনার সৈন্যমধ্যে সাতিশয় কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর ঘটোৎকচ পর্ব্বতের উপরিভাগে বর্ষণকারি জলধরের ন্যায় ভগদত্তের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত ঘটোৎকচের শরাসন নিক্ষিপ্ত সায়ক সকল ছেদন করিয়া উহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিলেন; যেরূপ অচল ভিদ্যমান হইয়াও বিচলিত হয় না, সেইরূপ ঘটোৎকচ বহু শর দ্বারা তাড়িত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ক্রোধভরে ঘটোৎকচের প্রতি চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলে, ঘটোৎকচ তাহা ছেদন করিয়া কঙ্কপত্রযুক্ত সপ্ততি শরে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভগদত্ত হাস্য করিতে করিতে শর দ্বারা তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে নিপাতিত করিলেন। তখন ঘটোৎকচ অশ্ববিহীন রথে অবস্থিতি করত ভগদত্তের হস্তীর প্রতি অতি বেগে এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। রাজা ভগদত্ত সেই সুবর্ণদণ্ডসুশোভিত শক্তিকে আপতিত দেখিয়া উহা তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া

ফেলিলেন। তাহাতে সেই শক্তি বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। পূর্ব্বে দানবরাজ নমুচি যেরূপ দেবরাজভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, সেইরূপ হিড়িম্বাপুত্র শক্তি ব্যর্থ দেখিয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে সেই ভগদত্ত অজেয় মহাবল পরাক্রান্ত পৌরুষশালী ঘটোৎকচকে পরাজয় করিয়া যেরূপ বন্যহস্তী পদ্মবন মর্দ্দন পূর্ব্বক বিচরণ করে, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে মর্দ্দন করত হস্তীর সহিত বিচরণ করিতে লাগিল।

এ দিকে মদ্রাধিপতি শল্য ভাগিনেয় নকুল ও সহদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শরসমূহ বর্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। সহদেব মাতুল মদ্রাধিপতিকে যুদ্ধে সমাগত দেখিয়া মেঘমণ্ডল যেরূপ দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে শর সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। মদ্ররাজ ভাগিনেয়শরে আচ্ছাদিত হইয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহারাও মাতৃসম্বন্ধ নিবন্ধন পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর মহারথ শল্য হাস্যবদনে নকুলের অশ্বচতুষ্টয়কে নিপাতিত করিলেন। মহারথ নকুল সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন। তখন উভয় ভ্রাতা এক রথস্থ হইয়া ক্রোধভরে স্ব স্ব চাপ বিস্ফারণ পূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যে শরবর্ষণ দ্বারা মদ্ররাজের রথ আচ্ছাদিত করিলেন। নরব্যাঘ্র শল্য ভাগিনেয়দিগের বহু শরে আচ্ছাদিত হইয়াও অচলের ন্যায় অবিচলিতভাবে হাসিতে হাসিতে সেই সমস্ত শর নিবারিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া এক মহাতেজস্বী সায়ক গ্রহণ পূর্ব্বক মদ্ররাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুতীক্ষ্ণ সায়ক মহাবেগে মদ্ররাজকে ভেদ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। মদ্ররাজ তাহাতে অতিমাত্র

বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তখন তদীয় সারথি তাঁহাকে নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া রথে আরোপিত করত রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ মদ্রেশ্বরের রথকে সমর পরাঙ্মুখ দেখিয়া "ইনি জীবিত নাই" এই ভাবিয়া বিমনা হইল। মহারথ মাদ্রীতনয়দ্বয় মাতুলকে সমরে পরাজিত করত প্রফুল্লচিত্তে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! যেরূপ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ে দৈত্যসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ নকুল ও সহদেব ভ্রাতৃদ্বয় আপনার সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! তদনন্তর মরীচিমালী নভোমণ্ডলের মধ্যদেশে সমাগত হইলে, ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুকে লক্ষ্য করিয়া অশ্বগণ পরিচালিত করত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া সুশাণিত নয় শর পরিত্যাগ করিলেন। শ্রুতায়ু সেই শর সমূহ নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি সাত শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল শর রাজা যুধিষ্ঠিরের বর্ম্ম ভেদ করিয়া রুধির পান করিতে লাগিল; তাহাতে বোধ হইল যেন ঐ সমস্ত শর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণ অন্বেষণ করিতেছে। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বরাহকর্ণ অস্ত্রে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ এবং ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার কেতু ছেদ করিলেন। শ্রুতায়ু তাহা দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ

সাত বাণ দ্বারা তাঁহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। যুগান্তকালীন হুতাশন যেমন ভূতগণের দহনার্থ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধানলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। পৃথিবীমণ্ডল আকুলিত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে, অদ্য মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই ক্রোধাক্রান্ত হইয়া ত্রিলোক নাশ করিবেন। দেবতা ও মুনিগণ সর্ব্বলোকের হিতসাধনার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির যুগান্তকালীন মার্ত্তণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রোষারুণনয়নে পুনঃ পুনঃ সৃক্কণী পরিলেহন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ জীবিতাশা বিসর্জ্জন করিল। তদনন্তর ধর্ম্মরাজ ধৈর্য্যসহকারে পূর্ব্বক ক্রোধ সম্বরণ করত শ্রুতায়ুর শরাসন ছেদন ও সেনাদিগের সাক্ষাতে নারাচ দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অবিলম্বে তদীয় অশ্ব ও সারথিকে সংহার করিলেন। শ্রুতায়ু রাজা যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশ পুরুষকার দর্শনে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। এবং রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল শ্রুতায়ুকে পরাজিত দর্শনে অবিলম্বে সংগ্রাম হইতে বিমুখ হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিবৃতানন যমের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় সেনাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর বৃষ্ণিবংশসম্ভূত চেকিতান সৈন্যগণে পরিবৃত কৃপাচার্য্যকে শরনিকরে আচ্ছন্ন করিলেন। কৃপাচার্য্যও সেই শর সকল নিবারণ করিয়া তাঁহাকে শর সমূহ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। পরে ঐ বীর এক ভল্লাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া চেকিতানের শরাসন ছেদন ও অন্য এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথিকে ভূতলশায়ী করিলেন এবং তদীয় অশ্বগণকে ও দুই

পাষ্ণি সারথিকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। তখন চেকিতান ত্বরা সহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বীরঘাতিনী গদা ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার অশ্ব সকলকে নিহত ও সারথিকে ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে কৃপাচার্য্য ভূতলে অবস্থান করিয়া উহাঁর উপর ষোড়শসংখ্যক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ চেকিতানের কলেবর বিদ্ধ করিয়া পৃথিবীতলে প্রবিষ্ট হইল। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে নিধন করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন, সেইরূপ চেকিতান ক্রোধান্বিতচিত্তে তাঁহার বিনাশার্থী হইয়া পুনরায় গদা পরিত্যাগ করিলেন। কৃপাচার্য্য বহু সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া সেই পাষাণগর্ভ মহাগদা নিরাকৃত করিলেন। তখন চেকিতান হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া কৃপাভিমুখে অভিদ্রুত হইলেন। কৃপাচার্য্যও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুনির্ম্মল অসি ধারণ করিয়া চেকিতানের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। পরে সেই বীরদ্বয় রণক্ষেত্রে পরস্পর অসি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা ব্যায়ামে পরিশ্রান্ত, নিস্ত্রিংশবেগে অভিহত ও মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া ভূতধাত্রী ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। তখন চেকিতানের পরম বন্ধু করমর্ষ তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করত দ্রুতবেগে আগমন করিয়া সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন এবং শকুনিও কৃপাচার্য্যকে অবিলম্বে আপনার রথে আরোহণ করাইলেন।

তদনন্তর মহাবীর ধৃষ্টকেতু ক্রোধপরবশ হইয়া নবতিসংখ্যক শর দ্বারা সোমদত্তনন্দন ভূরিশ্রবার হৃদয় তাড়িত করিলেন। যেমন সূর্য্যমণ্ডল মধ্যাহ্ন সময়ে স্বীয় করনিকরে পরম শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভূরিশ্রবা ধৃষ্টকেতুর শর সমূহে বিদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন এবং বহুসংখ্যক

শরজাল বর্ষণ করত ধৃষ্টকেতুর সারথি, রথ ও অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাঁহাকেও সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন ধৃষ্টকেতু রথ পরিত্যাগ করিয়া শতানীকের রথে আরোহণ করিলেন। পরে হেমকবচে অলঙ্কৃত রথী চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে যেমন বাত, পিত্ত ও কফের সহিত শরীরের যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ঐ বীরগণের সহিত অভিমন্যুর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অভিমন্যু তাঁহাদিগকে রথভ্রষ্ট করিলেন, কিন্তু ভীমের বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের জীবন বিনষ্ট করিলেন না।

সেই সময় অলৌকিক তেজঃসম্পন্ন মহাবীর ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে পরিত্রাণার্থ একমাত্র বালক অভিমন্যুকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতেছেন দেখিয়া, অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যেস্থানে ঐ বহুসংখ্যক রথ রহিয়াছে, সেই স্থানে সত্বর অশ্ব চালনা কর। ঐ দেখ, যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরপুরুষ সকল আমাদিগের সৈন্যগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন কৃষ্ণ শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথ ঘর্ঘররবে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরবদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ মহাকোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ভূপালদিগের সমীপে উপনীত হইয়া সুশর্ম্মাকে কহিলেন, হে সুশর্ম্মন্! তুমি আমার পূর্ব্ব শত্রু এবং সংগ্রামে প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছ; কিন্তু অদ্য তুমি দুর্নীতির ফল ভোগ করিবে; আমি তোমাকে মৃত পিতামহদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইব। সুশর্ম্মা অর্জ্জুনের এইরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাল মন্দ কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। পরে তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতি বহুসংখ্যক মহীপালগণে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুন সকাশে গমন

পূর্ব্বক তাঁহার অগ্র পশ্চাৎ ও সর্ব্বত্র পরিবেষ্টন করত মেঘ যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরজাল দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের রুধিরপ্লাবন ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! মহাবীর অর্জ্জুন রাজগণের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পদাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বাণে বাণে মহারথগণের কার্ম্মুক সকল সহসা ছেদন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিঃশেষ করিবার মানসে এককালে শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহাদিগের সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত, শোণিতলিপ্ত ও বর্ম্ম সকল ছিন্ন ভিন্ন এবং মস্তক সকল ছেদিত হইলে, তাঁহারা ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সুশর্ম্মা রাজপুত্রগণকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া প্রতিগমন করিলেন। তাঁহাদিগের পৃষ্ঠরক্ষক দ্বাত্রিংশৎ যোদ্ধা অর্জ্জুন সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করত শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই সমস্ত শরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে সুশাণিত ষষ্টিসংখ্যক শর দ্বারা পৃষ্ঠগোপ্তা বীরগণকে নিহত করিলেন। এইরূপে ষষ্টিসংখ্যক ঐ রথিগণকে পরাজিত করিয়া, তিনি মহীপালদিগের সৈন্য সকল সংহার করিতে করিতে ভীষ্মের বধসাধনার্থ প্রফুল্ল

চিত্তে শীঘ্র গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রিগর্ত্তেশ্বর সুশর্ম্মা স্বকীয় বন্ধুবান্ধবগণকে নিহত দেখিয়া অন্যান্য নরপতিদিগকে পুরোবর্ত্তী করত অর্জ্জুন বধাভিলাষে ধাবিত হইলেন। তখন শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরগণ অর্জ্জুনকে দ্রুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার রথ রক্ষার্থ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্গামী হইলেন। অর্জ্জুন সুশর্ম্মার সহিত মহীপালদিগকে আসিতে দেখিয়া সুশাণিত শর সকল গাণ্ডীব হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সংহার করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া দেখিলেন, তথায় রাজা দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ প্রভৃতি নরপাল সকল অবস্থান করিছেন। তখন তিনি তাঁহাদিগের নিবারণার্থ ক্ষণকাল শক্তিসহকারে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন। তদনন্তর মহাবীর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধান্বিত চিত্তে প্রতিদ্বন্দ্বী শল্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের সহিত সমবেত হইয়া ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন। বিচিত্র যোদ্ধা শান্তনুতনয় ভীষ্ম সেই সকল পাণ্ডবদিগের সহিত সমাগত ও সুদারুণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সেই স্থানে সমাগত হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক অবিলম্বে পাণ্ডবদিগের শরাশন সকল কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অনলপ্রভ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন দেবগণ অসুরগণের শরসমূহে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা কৃপ, শল্য, শল ও চিত্রসেনের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মবাণে শিখণ্ডীর ধনু খণ্ড খণ্ড দেখিয়া ক্রোধাবেশে কহি-

লেন, হে বীর! তুমি তোমার পিতার অগ্রে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলে যে, আমি নিশ্চয়ই সূর্য্যপ্রভ শরসমূহ দ্বারা মহাব্রত শান্তনুপুত্র ভীষ্মকে নিহত করিব। কিন্তু কি জন্য তুমি সেই প্রতিজ্ঞা সফল করিতেছ না। এক্ষণে তাঁহাকে নিধন করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন, ধর্ম্ম, কুল ও যশ রক্ষা কর। দেখ, কৃতান্ত যেরূপ মুহূর্ত্তকালমধ্যে জগৎ সন্তপ্ত করে, সেইরূপ ভীষ্ম সুশাণিত শরনিকর দ্বারা আমার বাহিনীদিগকে অবিরত পরিতপ্ত করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ছিন্নকার্ম্মুক সংগ্রামে বিমুখ ও ভীষ্ম সমীপে পরাজিত হইয়া বন্ধু বান্ধববর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় গমন করিবে? ইহা তোমার নিতান্ত অন্যায়। অনুমান হয়, তুমি মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মের অসীম শৌর্য্য এবং সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইয়াছ, এই জন্য তোমার মুখমণ্ডল বিষণ্ণ দেখিতেছি; তুমি অদ্য আমার বশীভূত, মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সমবেত ও ধরণীতলে বিখ্যাত হইয়া কি জন্য ভীষ্ম হইতে ভীত হইতেছ?

তখন শিখণ্ডী পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই পরুষবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া তিরস্কার বোধে ভীষ্মের বধসাধনার্থ যত্নশীল হইলেন। মহাবলশালী শল্য তাঁহাকে ভীষ্ম বধার্থ গমন করিতে দেখিয়া অমোঘ অস্ত্র পরিত্যাগ করত নিবারণ করিলেন। ইন্দ্রসমপরাক্রম শিখণ্ডী সেই যুগান্তকালীন অনল সদৃশ শল্য কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্র অবলোকন পূর্ব্বক কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিলেন, এবং পুনরায় তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য এক বারুণাস্ত্র ধারণ করিলেন। তখন রাজগণ ও স্বর্গস্থ দেবতা সকল অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র নিবারণ দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতুলবল ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরের বিচিত্র ধ্বজ ও শরাসন

কর্ত্তন করিয়া সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সাতিশয় ভীত দেখিয়া শরের সহিত শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা ধারণ করিয়া পদব্রজে জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীমকে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ সুতীক্ষ্ণ পঞ্চ শত শর দ্বারা তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন সেই সমস্ত শরজালকে লক্ষ্য না করিয়াই ক্রোধারুণনয়নে মহাবীর জয়দ্রথের অশ্বদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর রাজপুত্র চিত্রসেন ভীমসেনের নিবারণার্থ অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া তথায় উপনীত হইলেন। মহাবীর ভীমসেনও সহসা সিংহনাদ পূর্ব্বক গদা হস্ত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত প্রতি গমন করিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সেই যমদণ্ড সদৃশ গদা দর্শন করিবামাত্র সুররাজকল্প চিত্রসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। চিত্রসেন সেই গদাপাতের পূর্ব্বেই অসি ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক গিরিশিখর হইতে অবতীর্ণ পশুরাজ সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে রথ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ চিত্রসেনের সেই বিচিত্র ব্যাপার অবলোকন করিয়া সিংহনাদ সহকারে সৈন্যদিগের সহিত তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি সৎকার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই গদা চিত্রসেনের রথ ভগ্ন এবং অশ্ব ও সারথিকে নিহত করিয়া আকাশমণ্ডল হইতে জাজ্বল্যমান উল্কার ন্যায় মহাবেগে ধরণীতলে নিপতিত হইল।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনার পুত্র বিকর্ণ মনস্বী চিত্রসেনের রথ ভগ্ন দেখিয়া অবিলম্বে তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইলেন। সেই ঘোরতর সংগ্রামে শান্তনুপুত্র ভীষ্ম সত্বরে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন; তদ্দর্শনে সৃঞ্জয়গণ বহুসংখ্যক নাগ, অশ্ব ও রথ সমভিব্যাহারে কম্পান্বিত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন। যে, যুধিষ্ঠির মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। তখন ধর্ম্মরাজ নকুল ও সহদেবের সহিত মহাধনুর্দ্ধর নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের অভিমুখীন হইয়া জলদ যেরূপ দিনকরকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। গঙ্গানন্দন ভীষ্ম সেই যুধিষ্ঠির নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র শরজাল লক্ষ্য না করিয়া বহুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সকল ভীষ্মনিক্ষিপ্ত শর অন্তরীক্ষে খগব্রজের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল। শান্তনুপুত্র ভীষ্ম অর্দ্ধনিমেষ মধ্যেই ধর্ম্মরাজকে শরজালে সমাচ্ছন্ন ও অদৃশ্য করিলেন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া ভীষ্মের উপর ভুজঙ্গম সদৃশ এক নারাচ পরিত্যাগ করিলেন; মহারথ ভীষ্ম সেই যুধিষ্ঠির নিক্ষিপ্ত কালপ্রতিম নারাচ অর্দ্ধ পথে কর্ত্তন করিয়া তাঁহার হেমভূষণ বিভূষিত অশ্ব সকল বিনষ্ট করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মজ যুধিষ্ঠির সেই অশ্ববিহীন রথ পরিহার পূর্ব্বক অবিলম্বে নকুলের রথে আরোহণ করিলেন। সেই সময় অরিকুলনিহন্তা ভীষ্ম ক্রোধভরে মাদ্রীতনয়দ্বয়ের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাদিগকে শরজাল দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিতে

লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই মাদ্রীর পুত্রদ্বয়কে ভীষ্ম শরে নিতান্ত প্রপীড়িত দেখিয়া তাঁহার বধসাধনার্থ সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর তিনি আপনার সুহৃৎ রাজগণকে ভীষ্ম বধার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন।

রাজগণ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে রথ লইয়া ভীষ্মের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন,তখন ভীষ্ম নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন সঞ্চালন পূর্ব্বক সেই মহারথগণকে নিপাতিত করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে পাণ্ডবীয় বীরগণ মৃগসমূহের মধ্যস্থিত সিংহ শিশুর ন্যায় তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং মৃগসমূহ যেরূপ সিংহকে দর্শন করিয়া ভীত হয়, সেইরূপ সংগ্রামে শান্তনুতনয় বীরগণকে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা সন্ত্রাসিত করিতেছেন দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইলেন,ক্ষত্রিয়গণ কক্ষদহনোদ্যত বায়ুসহায় অগ্নির গতির ন্যায় ভীষ্মের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সুনিপুণ ব্যক্তি যে প্রকার তালবৃক্ষ হইতে সুপক্ক তাল পাতিত করে, সেই প্রকার নন্দন ভীষ্ম রথীদিগের মস্তক সকল রণস্থলে পাতিত করি লাগিলেন। বীরগণের মস্তক সকল ভীষ্ম কর্ত্তৃক ছেদিত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে পাষাণপাতের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল।

হে রাজন্! এই রূপে সেই সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। সৈন্যেরা পরস্পরে সমবেত হওয়াতে ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। প্রত্যেকে এক এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দ্রুপদ নন্দন শিখণ্ডী ভীষ্মকে লক্ষ্য করত "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মাহাবীর শান্তনুপুত্র শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব স্মরণ করিয়া তাহারে অনাদর

পূর্ব্বক সৃঞ্জয়দিগের অভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে সৃঞ্জয়গণ নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ প্রভাকর পশ্চিম দিকে গমন করিলেন, কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ সাত্যকি বহুসংখ্যক শক্তি, তোমর ও শর দ্বারা কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাদের সায়কে সাতিশয় ব্যথিত হইয়াও বীর জনোচিত বুদ্ধি প্রভাবে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন না। বরং সাতিশয় উৎসাহ সহকারে শত্রুগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর তাহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের সায়কে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সৈন্যদিগের সেই ঘোরতর চীৎকার শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপস্থ হইলেন, এবং তাঁহার অশ্বসকল নিহত করিয়া তাঁহাকে শরনিকরে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বরে সেই অশ্ববিহীন রথ পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে বহুসংখ্যক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া বিন্দ ও অনুবিন্দের অভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন মহতীসেনা অভিব্যাহারে বিন্দ ও অনুবিন্দকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন।

এদিকে মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন দানবহননোদ্যত বজ্রপাণি ইন্দ্রের ন্যায় ক্রোধান্বিতচিত্তে ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্য্যোধনের হিতার্থী দ্রোণাচার্য্যও ক্রোধপরবশ হইয়া অনল যেরূপ তূলরাশি

দগ্ধ করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ শান্তনুতনয়কে বেষ্টন পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

সহস্রদীধিতি ভগবান্ ভাস্কর ক্রমে ক্রমে লোহিতবর্ণ হইয়া অস্তগিরিশিখরে গমন করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে কহিলেন,হে সৈন্যগণ! তোমরা " সত্বর হও " তখন সৈন্যগণ যে " আজ্ঞা বলিয়া ,, রণস্থলে অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। তৎকালে সংগ্রামস্থলে অতি ভয়ঙ্কর শোণিতনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। শৃগালগণ অতিভীষণ শব্দ করিয়া উহার তটে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি মাংসভোজিগণ চতুর্দ্দিকে দৃশ্যমান হইতে লাগিল। এই রূপে সেই সমরস্থল শতসহস্রভূতগণে সমাকীর্ণ হইয়া অতিভীষণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন সুশর্ম্মা প্রভৃতি অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত রাজগণকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া স্বীয় শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যমজ দুই ভ্রাতার সহিত সেনাগণে পরিবৃত হইয়া স্বীয় শিবিরে যাত্রা করিলেন। ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধন প্রমুখ রথিগণকে পরাজয় করিয়া স্বীয় শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মকে মহারথগণে পরিবেষ্টিত করিয়া শিবিরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃতবর্ম্মা সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বস্ব শিবিরের প্রতি প্রয়াণ হইলেন। সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহাঁরাও যোধগণে পরিবৃত হইয়া স্বস্ব শিবিরে গমন করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ নিশাকালে প্রথমে একত্র সমবেত হইলেন, পরে স্বস্ব শিবিরে প্রতিগমন পূর্ব্বক পরস্পর যথোচিত

সৎকার প্রদর্শন,বীরগণের রক্ষা, গুল্ম সংস্থাপন, শরীর হইতে শল্য অপনয়ন ও বিবিধ জলে স্নান করিয়া গীত বাদ্যাদি দ্বারা পরম আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের স্বস্ত্যয়ন ও বন্দিগণ স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৌরব ও পাণ্ডবদিগের শিবির দেবলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহারা তৎকালে কেহ যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় কোন কথাই উত্থাপিত করিলেন না। যোদ্ধৃবর্গ এই প্রকারে মুহূর্ত্তকাল আমোদ প্রমোদ করিয়া নিদ্রিত এবং করী ও অশ্বসকল প্রসুপ্ত হইলে, সেই পরিশ্রান্ত উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরম শোভা প্রাপ্ত হইল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! এই প্রকারে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ নিদ্রাসুখ অনুভব করত রজনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যসমূহের যুদ্ধযাত্রা সময়ে সাগর ধ্বনির ন্যায় ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল। সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি, মহারথ ভীষ্ম ও মহাবলশালী দ্রোণাচার্য্য একত্র সমবেত হইয়া ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সাগর সদৃশ মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করত মালব, আবন্ত্য ও দাক্ষিণাত্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত সৈন্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পুলিন্দ, পারদ ও ক্ষুদ্রক মালবদিগের সহিত, তৎপশ্চাৎ

প্রতাপশালী ভগদত্ত মাগধ, কলিঙ্গ ও পিশাচদিগের সহিত, তৎ পশ্চাদ্ভাগে কোশলেশ্বর বৃহদ্বল মেনক, ত্রৈপুর ও চিচ্ছিল দিগের সহিত, তৎ পশ্চাদ্ভাগে প্রস্থলেশ্বর ত্রৈগর্ত্ত বহু-সংখ্যক কাম্বোজ ও যবনদিগের সহিত, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা সিংহনাদে ধরণীতল নিনাদিত করিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে রাজা দুর্য্যোধন সমস্ত সৈন্য ও সহোদর-গণে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে শারদ্বত কৃপাচার্য্য গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সেই সাগরসন্নিভ মহাব্যূহ প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, ব্যূহ-স্থিত পতাকা, শ্বেত ছত্র, বিচিত্র অঙ্গদ ও মহার্হ ধনু সকল পরম শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

হে রাজন্! মহারথ যুধিষ্ঠির সেই কৌরবীয় মহাব্যূহ সন্দর্শন করিয়া অবিলম্বে স্বীয় সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহি-লেন, হে মহেষ্বাস! দেখ, কৌরবগণ সাগরতুল্য ব্যূহ রচনা করিয়াছে; অতএব তুমিও শীঘ্র প্রতিব্যূহ নির্ম্মাণ কর। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন যে আজ্ঞা বলিয়া পরব্যূহনাশক শৃঙ্গাটক ব্যূহ রচনা করিলেন। এই ব্যূহের শৃঙ্গদ্বারে বহু সহস্র রথ, অশ্ব ও পদাতিগণের সহিত মহারথ ভীমসেন ও সাত্যকি; নাভিস্থলে বানরধ্বজ অর্জ্জুন; এবং মধ্যদেশে যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব অবস্থিত হইলেন। ব্যূহশাস্ত্রনিপুণ অন্যান্য ধনুর্দ্ধর মহীপালগণ সৈন্যগণের সহিত সেই ব্যূহ পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে রথিপ্রধান অভিমন্যু, বিরাট, দ্রৌপদেয়-গণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-গণ এইরূপে মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া জয়াভিলাষে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন চতুর্দ্দিকে তুমুল শঙ্খধ্বনি, ভেরীশব্দ, সিংহনাদ, আস্ফোটন ও উৎক্রোশ হইতে লাগিল।

তখন শূরগণ পরস্পর সমবেত হইয়া পরস্পরের প্রতি

অনিমিষনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমতঃ মনে মনে যুদ্ধের কল্পনা করিলেন; তৎপরে তাঁহারা পরস্পরের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষীয় যোধগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ব্যাদিতানন অতি ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গসন্নিভ সুশাণিত নারাচ সকল, মেঘবিনিঃসৃত দেদীপ্যমান বিদ্যুৎকল্প তৈলধৌত বিমল শক্তিনিকর ও পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ বিমলপট্টসমাচ্ছন্ন স্বর্ণবিভূষিত গদা সমূহ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল। বিমল অম্বর সদৃশ নিস্ত্রিংশ সকল এবং শত চন্দ্রশোভিত চর্ম্ম সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে নিপতিত হইয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধে সমুদ্যত দেবাসুর সৈন্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রথিগণ যুগ দ্বারা পরপক্ষীয় রথীদিগের যুগ আক্রমণ পূর্ব্বক যুদ্ধে সমুদ্যত হইল। সর্ব্বত্র যুধ্যমান দ্বিরদগণের রদসংঘর্ষণে সধূম অগ্নি উৎপন্ন হইতে লাগিল। কোন গজারোহী প্রাসাস্ত্রে আহত হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত মহীরুহের ন্যায় নিপতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। বিচিত্ররথী ও পদাতিগণ নখর ও প্রাসাস্ত্র দ্বারা পরপক্ষীয় পদাতিগণকে সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে কুরুপাণ্ডবদিগের সৈনিক পুরুষগণ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া নানাবিধ শর দ্বারা পরস্পরকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন মহাবীর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম রথনির্ঘোষে রণক্ষেত্র নিনাদিত এবং শরাসনশব্দে পাণ্ডবদিগকে বিমোহিত করিয়া সমাগত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণও ভীষণ রব করত যুদ্ধে গমন করিলেন। তদনন্তর উভয়পক্ষীয় নর, অশ্ব, রথ ও নাগগণের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যখন মহাপরাক্রমশালী সূর্য্যপ্রভ মহাবীর ভীষ্ম সংগ্রামে সমাগত হইলেন, তখন পাণ্ডবগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ মহারাজ ধর্ম্মনন্দনের আদেশক্রমে শান্তনুপুত্রের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করত যুদ্ধার্থ ধাবমান হইল। তখন যুদ্ধাভিমানী ভীষ্ম বহুসংখ্যক শর দ্বারা মহাবীর সোমক, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালদিগকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সমরোৎসাহী পাঞ্চাল ও সোমকগণ ভীষ্ম শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্ম তাহাদিগের কাহাকে ছিন্ন হস্ত ও কাহাকে ছিন্ন মস্তক করিয়া রথিগণের রথ সকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের শরপ্রভাবে রণাঙ্গনে অশ্বচ্যুত অশ্বারোহিগণের মস্তক ও আরোহিবিহীন ধরাশায়ী পর্ব্বত সদৃশ গজ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল।

হে নরনাথ! তখন পাণ্ডবদিগের মধ্যে একমাত্র মহারথ ভীমসেন বলবিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক মহাবীর শান্তনুতনয়কে আক্রমণ করিয়া তাড়ন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ভীমসেনের সহিত ভীষ্মের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল। তখন পাণ্ডবেরা পরম আহ্লাদিত হইয়া সিংহের ন্যায়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় ভ্রাতৃবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভীষ্মকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত

তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে নিহত করিলে, অশ্ব সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া ভীষ্মের রথ লইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সুশাণিত ক্ষুরপ্র দ্বারা সুনাভের শিরশ্ছেদন করিলেন। হে রাজন্! তখন অতুলপরাক্রম আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিত ও বিশালাক্ষ আপনার এই সাত-পুত্র সহোদর বিনাশে নিতান্ত অধীর হইয়া বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ সকল ধারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে বজ্রপাণি ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর মহোদর বজ্রতুল্য নয় বাণ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। আদিত্যকেতু সপ্ততি, বহ্বাশী পাঁচ, কুণ্ডধার নবতি, বিশালাক্ষ সাত, পণ্ডিত তিন এবং মহাবল অপরাজিত বহুসংখ্যক শর বর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে নিপীড়িত করিলেন।

তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন রণাঙ্গনে শত্রুগণের শরাঘাতে সাতিশয় অস্থির হইয়া বাম করে ধনু অবনত করত আনতপর্ব্ব শর দ্বারা অপরাজিতের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে এক ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত সৈন্যদিগের সাক্ষাতে মহারথ কুণ্ডধারকে যমালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক যুদ্ধবিশারদ পণ্ডিতের উপর এক নিশিত শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর কালক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পণ্ডিতকে নিহত করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাবল বৃকোদর পূর্ব্ব ক্লেশ স্মরণপূর্ব্বক তিন বাণ দ্বারা বিশালাক্ষের মস্তক কর্ত্তন করিলেন এবং এক নিশিত শর গ্রহণ করিয়া মহোদরের উরঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর মহোদর ভীমসেনের শরাঘাতে বিগতপ্রাণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত

হইল। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন এক সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা আদিত্যকেতুর ছত্র ও শাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার মস্তক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। পরে এক আনতপর্ব্ব শর পরিত্যাগ করিয়া বহ্বাশীকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। হে বিশাম্পতে! এইরূপে সেই মহাবীর সকল সংগ্রামে নিহত হইলে, আপনার অন্যান্য পুত্রগণ ভীমসেনকে সত্যপ্রতিজ্ঞ বোধ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সহোদরবিয়োগে সাতিশয় কাতর হইয়া কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে কহিলেন, হে সৈন্যগণ! এই দুরাত্মা ভীমকে তোমরা অবিলম্বে নিধন কর।

হে নরেন্দ্র! আপনার তনয়গণ এই প্রকারে ভ্রাতৃবর্গকে নিহত দেখিয়া মহাবীর ভীমসেনের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে বিশাম্পতে! মহাত্মা সত্যবাদী বিদুরের বাক্য এক্ষণে সত্য হইল। আপনি লোভ, মোহ ও পুত্রস্নেহের বশীভূত হইয়া পূর্ব্বে বিদুরের হিতকর বাক্য বুঝিতে পারেন নাই। মহাবাহু ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে নিহত করিবার নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রাম বিবরণ শ্রবণ করুন।

রাজা দুর্য্যোধন সহোদরবিয়োগে সাতিশয় বিহ্বল হইয়া ভীষ্মসকাশে গমন পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, হে পিতামহ! বৃকোদর রণক্ষেত্রে আমার সোদরগণকে নিহত করিয়াছে। আমরা বহু যত্নে যুদ্ধ করিতেছি, কিন্তু তথাপি আমাদের সেনা সকল বিনষ্ট হইতেছে। আপনি উদাসীন হইয়া আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা করিতেছেন। আমি সমরোদ্যত হইয়া সাতিশয় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। মহাবীর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম রাজা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি, দ্রোণাচার্য্য, মহাত্মা বিদুর

ও যশস্বিনী গান্ধারী আমরা পূর্ব্বেই তোমাকে এই কথা কহিয়াছিলাম, কিন্তু তখন তুমি আমাদিগের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে তোমাদের সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে সমরে পরাঙ্মুখ হইব না, দ্রোণাচার্য্যও রণ পরিত্যাগ করিবেন না। কিন্তু আমি যথার্থ কহিতেছি যে, ভীমপরাক্রম ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের মধ্যে সংগ্রাম-স্থলে যাহাকে দর্শন করিবেন, তাহাকেই নিহত করিবেন। অতএব তুমি সুস্থিরভাবে অবস্থান পূর্ব্বক দৃঢ় প্রজ্ঞা অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পাণ্ডবদিগের পরাভব করা ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণেরও দুঃসাধ্য।

নবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এক মাত্র ভীমসেন কর্ত্তৃক আমার বহু পুত্র নিহত হইলে, মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য ইহাঁরা কি করিয়া ছিলেন? যখন তাহারা মহাত্মা দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ ও মহাবীর সৌমদত্তি, ভগদত্ত এবং অন্যান্য মহাবীরগণের মধ্যগত থাকিয়াও জয় লাভ করিতে পারিতেছে না; পরন্তু প্রতিদিন ক্ষয় প্রাপ্ত হই-তেছে; তখন দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পরে? পূর্ব্বে আমি, বিদুর, ভীষ্ম এবং গান্ধারী আমারা সকলে দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিয়া ছিলাম; কিন্তু সেই দুর্ম্মতি মোহ বশত আমাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করে নাই; এক্ষণে তাহারই প্রতিফল ভোগ করিতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিভো! পূর্ব্বে বিদুর আপনাকে

কহিয়াছিলেন, " হে রাজন্ ! আপনি পুত্রগণকে দ্যূতক্রীড়ায় নিবৃত্ত করুন ; পাণ্ডবগণের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিবেন না। হে ভূপতে ! রোগী যেরূপ ঔষধ সেবনে অবহেলন করে, তদ্রূপ তুমি সেই হিতাভিলাষী বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের বাক্য অবহেলন করিয়াছিলে। তজ্জন্যই এক্ষণে কৌরবগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। হে রাজন্ ! সুহৃদ্বাক্য অবহেলন করাতে পূর্ব্বেই আপনার এই বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, সেই দিবস মধ্যাহ্ন কালে যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল ; এক্ষণে তাহার বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

তদনন্তর সমুদায় সৈন্যগণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে সুসজ্জিত হইয়া ভীষ্মের বধসাধনার্থ ধাবমান হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও মহারথ সাত্যকি সৈন্যগণের সহিত, বিরাট ও দ্রুপদ সোমকগণের সহিত, কৈকেয়গণ ধৃষ্টকেতু ও কুন্তিভোজের সহিত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন, দ্রৌপদেয়গণ এবং চেকিতান দুর্য্যোধন সমাদিষ্ট নরপতিগণের সহিত যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন। অভিমন্যু, হিড়িম্ব ও ভীমসেন ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া কৌরবগণের অভিমুখীন হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। মহারথ দ্রোণ ক্রোধপরবশ হইয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে শমনভবনে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সৃঞ্জয়গণ মহাধন্বা দ্রোণশরে আহত হইয়া মহান্ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়গণ দ্রোণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া ব্যাধিদ্বারা পরিক্লিষ্ট মানবের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রণস্থল হইতে অনবরত ক্ষুধাকাতর মানবের ন্যায়, পক্ষিকূজনের ন্যায়, ক্রন্দ-

নের ন্যায় ও মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

এদিকে ক্রোধপরতন্ত্র মহাবীর ভীমসেন দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় কৌরব সৈন্যগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তথায় পরস্পর বধ্যমান সৈন্যগণের শোণিতে তরঙ্গসঙ্কুল নদী সমুৎপন্ন হইল। হে রাজন্! সেই কৌরব পাণ্ডবের তুমুল সংগ্রাম যমরাষ্ট্র বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিল। অনন্তর ভীমসেন ক্রোধ ভরে মহাবেগে গজ সৈন্যের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। গজগণ ভীম নারাচে আহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত বিষণ্ণ ও চারিদিগে ধাবমান হইল। কোন কোন হস্তী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ হস্তী ছিন্নশুণ্ড ও ভিন্ন দেহ হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় শব্দ করত ধরাশায়ী হইল। নকুল ও সহদেব অশ্বসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কাঞ্চন বিভূষিত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ সম্পন্ন শতশত সহস্র সহস্র অশ্বকে নিহত করিতে লাগিলেন। তখন সেই সমস্ত নিপাতিত অশ্বে ভূতল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হে রাজন্! কোন কোন অশ্বের জিহ্বা ছিন্ন হইল। কোন কোন অশ্ব ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কোন কোন অশ্ব পক্ষীর ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিল। কোন কোন অশ্ব প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিধ আকার ধারণ করিল। হে ভারত! রণস্থল অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত রাজগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বসন্ত কালীন কুসুমাচ্ছন্ন অরণ্যের ন্যায় সেই সমরভূমি ভগ্নরথ, ছিন্নধ্বজ, মহাস্ত্র, চামর, ব্যজন, ছত্র, হার, নিষ্ক, কেয়ূর ও উষ্ণীষ প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন হইল। হে রাজন্! শান্তনুতনয় ভীষ্ম, মহারথ দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ক্রুদ্ধ হওয়াতে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য

সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ ক্রুদ্ধ হওয়াতে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল।

এক নবতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এই প্রকার লোকক্ষয়কর মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, সুবলতনয় শকুনি পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্বতবংশীয় পরবীরঘাতী হার্দ্দিক্য ও আপনার পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ কাম্বোজ দেশীয়, নদীজ, আরট্ট দেশীয়, স্থলজ, সিন্ধু দেশজ ও তিত্তিরি দেশীয় বেগশালী শুভ্রবর্ণ অশ্ব সমভিব্যাহারে পাণ্ডব সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। অর্জ্জুনসুত ইরাবান্ বিবিধ অলঙ্কার ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক বায়ুবেগগামী অশ্বের সহিত হৃষ্টচিত্তে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন।

হে রাজন্! ইরাবান্ মহাত্মা অর্জ্জুনের ঔরসে নাগরাজ ঐরাবতের স্নুষার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। খগরাজ গরুড় ঐরাবতের পুত্রকে হরণ করিলে, ঐরাবত পুত্রবধূকে সন্তানবিহীনা ও দীনমনা দর্শন করত অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। অর্জ্জুনও সেই নাগরাজ দুহিতাকে ভার্য্যাস্বরূপে প্রতিগ্রহ করেন। এই রূপে মহাবীর ইরাবান্ অর্জ্জুনের ঔরসে পরক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহাঁর পিতৃব্য পার্থের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ ইহাঁকে পরিত্যাগ করিলে, ইনি নাগলোকে জননীর নিকট পরিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সত্যপরায়ণ, পরম রূপবান্, বলবান্ ও অশেষ গুণসম্পন্ন ইরাবান্ ধনঞ্জয় ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন শ্রবণ

করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন এবং অর্জ্জুন সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে আত্ম পরিচয় প্রদান করত কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো ! আপনার মঙ্গল হউক, আমি আপনার পুত্র এই বলিয়া পার্থের সহিত যে প্রকারে তাঁহার জননীর সমাগম হইয়াছিল, তিনি সেই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। তখন অর্জ্জুনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে তিনি আত্মসদৃশ গুণসম্পন্ন পুত্রকে আলিঙ্গন করত পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, হে বৎস ! তুমি সংগ্রাম সময়ে আমাদিগের সাহায্য করিও। তখন ইরাবান্ যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। হে মহারাজ ! এক্ষণে সেই সংগ্রাম কাল উপস্থিত হওয়াতে ইরাবান্ মনোহর বেশভূষাসম্পন্ন অশ্বগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছেন।

অনন্তর কাঞ্চন বিভূষিত মনোমারুতগামী তদীয় অশ্ব সকল সাগর মধ্যগামী হংসগণের ন্যায় সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইল। সেই সকল অশ্ব আপনার হয়গণ মধ্যে গমন করিয়া পরস্পরের নাসিকা দ্বারা নাসিকা ও বক্ষ দ্বারা বক্ষ দেশে আহত করত স্ব স্ব বেগে আহত হইয়া পতিতহওয়াতে যেন বিহগরাজ গরুড়ে পতন কালীন ভয়ঙ্কর শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। হে রাজন্ ! সেই সমস্ত অশ্বারোহী ব্যক্তিরা পরস্পর আক্রমণ পূর্ব্বক পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল। সেই তুমুল সংগ্রামে উভয় পক্ষের যোধগণ ভয়ে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বীরগণ পরস্পর শরাঘাতে ছিন্ন গাত্র ও শ্রমার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের অশ্ব সকলও নিহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল।

পরে সেই ক্ষয়প্রাপ্ত অশ্বারোহী সৈন্যের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে শকুনি সমরবিশারদ গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্ম্ম-

বান্, আর্জ্জব ও শুক নামক মহাবল ছয় ভ্রাতার সহিত মহাবল পরাক্রান্ত যোধগণে পরিবৃত হইয়া বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যমণ্ডলী হইতে বহির্গত হইয়া সংগ্রামাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! গান্ধার দেশীয় উক্ত ছয় ভ্রাতা স্বর্গ গমনার্থ জয় লাভে সমুৎসুক হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই সাদি সৈন্য ভেদ করত প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন ইরাবান্ তাঁহাদিগকে সৈন্য মধ্যে সন্দর্শন করিয়া বিচিত্র অলঙ্কার ও আয়ুধধারী যোধগণকে কহিলেন, হে যোধগণ! ঐ সকল বিপক্ষীয় যোধগণ যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। তখন ইরাবানের যোদ্ধা সকল যে আজ্ঞা বলিয়া দুর্জ্জয় শত্রু সৈন্যগণকে নিহত করিল। সুবলনন্দনগণ আপনাদিগের সৈন্যগণকে ইরাবানের সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া, সক্রোধচিত্তে ইরাবানের সমীপে ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। তখন পরস্পর পরস্পরের প্রহারে উদ্যত হইলেন। হে রাজন্! ইরাবান্ তোত্রবিদ্ধ হস্তীর ন্যায় সেই বীরগণের প্রাসাস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়া গলিতরুধির ধারায় সিক্ত কলেবর হইলেন। তিনি সেই বহুজন কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত পরপুরঞ্জয় ইরাবান্ রোষপরবশ হইয়া সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকে বিদ্ধ করিয়া মোহিত করিলেন, এবং স্বীয় শরীর বিদ্ধ প্রাস সকল নিঃসারিত করিয়া তদ্দ্বারাই সুবলপুত্রগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। পরে সুবলপুত্রগণকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে খড়্গ আকর্ষণ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সত্বর পদব্রজে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সুবলতনয়গণের মোহ দূরীভূত হইলে, তাহারা পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইরাবান্‌কে লক্ষ্য করত

ধাবমান হইলেন। মহাবল ইরাবান্‌ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সুবলতনয়গণ দ্রুতগামী অশ্ব দ্বারা দ্রুতবেগে বিচরণ করিয়াও ইরাবান্‌কে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা ইরাবান্‌কে ভূতলস্থ দেখিয়া সম্যক্ বেষ্টন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। পরে তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইলে, ইরাবান্ দুই হস্তে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দেহ ও আয়ুধ এবং অলঙ্কার পরিশোভিত বাহু কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র বৃষভ ব্যতীত আর সকলেই ছিন্ন দেহ হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বৃষভ অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে কোন প্রকারে মুক্তি লাভ করিলেন।

হে রাজন্! ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র রাক্ষস অলম্বুষ মহাধনুর্দ্ধর ও মায়াবী; পূর্ব্বে ভীমসেন কর্ত্তৃক বকরাক্ষস নিধন হেতুক তাঁহার প্রতি তাহার বৈরিতা ছিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সুবলতনয়দিগকে মৃত ও পতিত দেখিয়া ক্রোধান্বিত-চিত্তে সেই ভীষণদর্শন রাক্ষস অলম্বুষকে কহিলেন, হে বীর! ঐ দেখ ধনঞ্জয়পুত্র মহাবল ইরাবান্ আমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করত সাতিশয় অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছে। বৎস! তুমি স্বেচ্ছাবিহারী মায়াস্ত্র কুশল ও ভীমসেনের সহিত তোমার দারুণ বৈরিতা আছে; অতএব তুমি ইরাবান্‌কে বিনাশ কর। ভীষণ মূর্ত্তি রাক্ষস অলম্বুষ মহাবল বীরগণে পরিবৃত হইয়া সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবৃত মহাবল ইরাবান্‌কে সংহার করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পরবীরঘাতী ইরাবান্‌ও ক্রোধভরে সত্বর হইয়া সেই রাক্ষসকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ তাঁহাকে আপতিত দেখিয়া মায়া বিস্তার করিতে আরম্ভ

করিল। অনন্তর সৈন্য সকল নিহত হইলে, সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীরদ্বয় বৃত্রবাসবের ন্যায় সংগ্রামস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবল ইরাবান্ যুদ্ধদুর্ম্মদ সেই রাক্ষস অলম্বুষকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া ক্রোধভরে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর রাক্ষস সমীপবর্ত্তী হইলে, খড়্গ দ্বারা তাহার উজ্জ্বল ধনুক ও সায়ক সকল পঞ্চধা বিভক্ত করিলেন। তখন সেই রাক্ষস ছিন্নধন্বা হইয়া অতি বেগে আকাশে উপনীত হইল। তৎকালে কামরূপী দুরাসদ ইরাবান্ও আকাশে উৎপতিত হইয়া মায়া দ্বারা রাক্ষসকে বিমোহিত করত তাহার গাত্রছেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষস শ্রেষ্ঠ অলম্বুষ পুনঃ পুনঃ ছিন্ন দেহ হইয়াও যৌবন রূপ পরিগ্রহ করত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইতে লাগিল। হে রাজন্! রাক্ষসদিগের মায়া অতি সহজ এবং তাহারা ইচ্ছানুসারে বয়ঃক্রম ও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে এই নিমিত্ত সেই রাক্ষস বারম্বার ছিন্নদেহ হইয়াও স্বকীয় পূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। ইরাবান্ সেই বলশালী রাক্ষসকে সুতীক্ষ্ণ পরশ্বধ অস্ত্রে পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবল রাক্ষস ইরাবান্ কর্ত্তৃক দ্রুমের ন্যায় ছিন্ন দেহ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। পরে সেই রাক্ষস পরশ্বধাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইলে, তাহার শরীর হইতে শোণিত ধারা অবিরত ক্ষরিত হইতে লাগিল, এবং সেই রাক্ষস সংগ্রাম স্থলে যশস্বী অর্জ্জুনসুত ইরাবান্‌কে দেখিয়া মায়া বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। ইরাবান্ সেই রাক্ষসের তাদৃশী মায়া অবলোকনে ক্রোধভরে মায়া সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া ক্রোধাভিভূত হইলে, তাঁহার মাতৃবংশীয় নাগ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দিকে বহুলনাগ পরিবৃত ফণামণ্ডলশালী অনন্তরূপ ধারণ পূর্ব্বক রাক্ষস

অলম্বুষকে বহুনাগ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। রাক্ষস প্রধান অলম্বুষ বহুল নাগপরিবৃত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত গরুড় মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত নাগদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। তখন মাতৃবংশীয় নাগকে অলম্বুষ মায়াবলে ভক্ষণ করিলে, ইরাবান্ বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। অলম্বুষ তাঁহাকে বিমোহিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা তদীয় মুকুটকুণ্ডলসুশোভিত মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিল।

হে রাজন! এইরূপে অর্জ্জুন নন্দন ইরাবান্ রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হইলে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাজগণের সহিত শোকবিহীন হইলেন। সেই সময়ে উভয় পক্ষীয় সৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেইযুদ্ধে গজ, অশ্ব ও পদাতি সকল গজগণ কর্ত্তৃক, রথ, অশ্ব ও গজগণ পদাতি সমূহ কর্ত্তৃক এবং পদাতি, অশ্ব ও রথ সমূহ রথিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন পুত্র ইরাবানের মৃত্যুসংবাদ অবগত হন নাই। তৎকালে তিনি ভীষ্ম পরিরক্ষিত বীরগণকে বিনষ্ট করিতেছিলেন। হে রাজন্! সহস্র সহস্র সৃঞ্জয় ও আপনার পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রামহুতাশনে প্রাণাহুতি প্রদান করত পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। অনেকানেক বীর মুক্তকেশ, কবচ বিহীন, বিরথ, ছিন্ন কার্ম্মুক ও সকলে যেন সমবেত হইয়া পরস্পর বাহুযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। শত্রুতাপন ভীষ্ম পাণ্ডব সেনাকে কম্পিত করত মর্ম্মভেদী বাণ সমূহ দ্বারা মহারথগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের বহুসৈন্য, হস্তী, সাদী, রথী ও অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। হে রাজন্! তৎকালে তাঁহাকে পুরন্দর সদৃশ পরাক্রমশালী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনুর্দ্ধর সাত্যকির ইহাদিগেরও অতিভীষণ পরাক্রম

প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ দ্রোণের পরাক্রম দর্শনে পাণ্ডবেরা অতিশয় ভীত হইলেন। তাঁহারা দ্রোণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া বলিতে লগিলেন, আচার্য্য দ্রোণ একাকী আমাদিগকে সমস্ত সৈন্যের সহিত নিহত করিতে পারেন, তাহাতে উনি যখন পৃথিবীস্থ যোধগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তখন কি না করিতে পারেন? হে রাজন্! সেই ভীষণ সংগ্রামে উভয় পক্ষীয় বীরগণ কেহ পরস্পর কৃত প্রহার সহ্য করিল না, সকলেই যেন রাক্ষস বা ভূতগণে আবিষ্ট হইয়া প্রবলবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দৈত্যসংগ্রাম সদৃশ লোকক্ষয়কর সেই সংগ্রামে কাহাকেও আপনার প্রাণ রক্ষায় যত্ন করিতে দৃষ্ট হইলনা।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ পাণ্ডবগণ ইরাবান্‌কে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া, কি করিয়াছিলেন? সঞ্জয় কহিলেন হে রাজন্! ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচ সমরে ইরাবান্‌কে নিহত দেখিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই গম্ভীর নিনাদে পর্ব্বত, কানন ও সসাগরা মেদিনী, অন্তরীক্ষ, দিক্ এবং বিদিক্ সকল কম্পিত হইতে লাগিল। সেই মহাশব্দ শ্রবণ করত আপনার সৈন্যগণের ঊরুস্তম্ভ ও কম্পন উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগের শরীর হইতে অনবরত স্বেদ বিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। হে রাজন্! তৎকালে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ সকলেই সিংহভীত হস্তীর ন্যায় দীনচিত্তে চতুর্দ্দিকে

ধাবমান হইল। রাক্ষস ঘটোৎকচ সেই ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া শূল হস্তে ক্রুদ্ধ কালান্তকের ন্যায় ধাবমান হইল।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সেই ভীষণ রাক্ষস ঘটোৎ কচকে আপতিত ও তাহার ভয়ে স্বীয় সৈন্যগণকে বিমুখ দেখিয়া বিপুল শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বারম্বার সিংহনাদ করত তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বঙ্গাধিপ দশ সহস্র মদস্রাবী গজ সৈন্যের সহিত তাঁহার অনুগমন করিলেন। নিশাচর ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনকে এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রোধাসক্ত হইলেন। পরে রাক্ষসসৈন্যের সহিত দুর্য্যোধনসৈন্যের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। শস্ত্রধারী রাক্ষসগণ গজ সৈন্যগণকে মেঘের ন্যায় সমুদ্যত দেখিয়া ক্রোধভরে সবিদ্যুত বারিদের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করত ধাবমান হইয়া শর, শক্তি, নারাচ ভিন্দিপাল, শূল, মুদ্গর, পরশ্বধ দ্বারা গজ যোধগণকে এবং পর্ব্বত শৃঙ্গ ও বৃক্ষ দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ হস্তীকে প্রহার করিতে লাগিল। হে রাজন্! তৎকালে দেখিলাম, নিশাচরগণ কর্ত্তৃক আহত হস্তিগণের কতক গুলির কুম্ভ বিদীর্ণ ও কতক গুলির গাত্র ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাহা হইতে অনবরত শোণিত ধারা নির্গত হইতে লাগিল।

এই প্রকারে গজ সৈন্যগণ ক্ষয় প্রাপ্ত ও ভগ্ন হইলে, শত্রুতাপন মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রোধাবেশে জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইয়া নিশিত সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রোধ ভরে তাহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান রাক্ষসগণকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ মহাবীর বেগবান্, মহারৌদ্র,

বিদ্যুজ্জিহ্ব ও প্রমাথী এই চারি রাক্ষসকে চারি বাণে নিহত করিয়া নিশাচর সৈন্যের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচ মহারাজ দুর্য্যোধনের সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করত অতিশয় ক্রোধাসক্ত হইয়া বজ্রসদৃশ নিস্বনকারী শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক অতি বেগে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন সেই কালান্তক সদৃশ রাক্ষসকে আপতিত দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তৎপরে ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনকে ক্রোধভরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, রে দুর্ম্মতি ক্ষত্রিয়! তুই যে আমার পিতৃব্যগণকে ছলদ্যূতে পরাজিত করিয়া দীর্ঘ কাল প্রবাসিত করিয়াছিলি, এক বস্ত্রপরীধানা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করত যে বহুবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলি এবং আমার পিতা ও পিতৃব্যগণ যখন অরণ্যে বাস করেন, তখন যে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ তোর প্রিয়ানুষ্ঠানমানসে আমার পিতা ও পিতৃব্যগণকে পরাভব করিয়া দ্রৌপদীকে যে নিদারুণ কষ্ট দিয়াছিল, যদি তুই অদ্য সমরভূমি হইতে পলায়ন না করিস, তাহা হইলে তোর সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিয়া আমি পিতৃ মাতৃ ঋণ পরিশোধ করিব। হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ এইরূপ বলিয়া দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও সৃক্কণী লেহন করত মহাশরাসন বিস্ফারিত করিয়া ধারাধর যে রূপ ধরাধরের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা দুর্য্যোধনকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত ! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন মহাহস্তী যেরূপ জলধারা ধারণ করে, তদ্রূপ সেই সমস্ত ঘটোৎকচনিক্ষিপ্ত সায়ক অনায়াসে ধারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অতিশয় সংশয়াপন্ন হইলেন এবং পঞ্চবিংশতি সঙ্খ্যক নারাচ সেই রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরিভাগে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গম পতনের ন্যায় সহসা সেই সমস্ত সায়ক সেই রাক্ষস প্রধানের উপর নিপতিত হইলে, রাক্ষস তাহাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া গলিতমদ মাতঙ্গের ন্যায় শোণিত স্রাব করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের বধাভিলাষে প্রজ্বলিত মহোল্কা সদৃশ পর্ব্বতভেদী এক মহাশক্তি গ্রহণ করিল। বলশালী বঙ্গাধিপতি সেই শক্তি সমুদ্যত দেখিয়া শীঘ্রগামী পর্ব্বত সদৃশ এক কুঞ্জরে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর দুর্য্যোধনের রথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হস্তীদ্বারা সেই রথ আবৃত করিলেন। হে রাজন্! মহাবীর ঘটোৎকচ, দুর্য্যোধনের রথমার্গ বঙ্গরাজ কর্ত্তৃক আবৃত দেখিয়া, সেই সমুদ্যত মহাশক্তি বঙ্গরাজের হস্তির প্রতি নিক্ষেপ করিল। তখন সেই হস্তী ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত শক্তিদ্বারা অভিহত হইয়া রুধির বমন করত পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই সময় বঙ্গাধিপতি অতিবেগে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সেই প্রধান হস্তীকে পতিত এবং স্বীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং

স্বপক্ষীয় সৈন্য পলায়নে আপনার পরাভব স্বীকার করিয়াও স্বীয় অভিমানিতা ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক গিরির ন্যায় অচল ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে ক্রোধভরে কালাগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন এক শাণিত সায়ক সন্ধান পূর্ব্বক সেই ভীষণ নিশাচরের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। মায়াবী ঘটোৎকচ সেই শর আপতিত দেখিয়া অনায়াসে তাহা বিফল করিয়া ফেলিল, এবং ক্রোধভরে সমুদায় সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করত যুগান্তকালীন জলদের ন্যায় পুনরায় ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিল।

শান্তনুতনয় ভীষ্ম সেই ভীষণ রাক্ষসের ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া আচার্য্য সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে আচার্য্য! ঐ রাক্ষসের যেরূপ ঘোরতর গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে, ইহাতে বোধ হয়, যে ঐ রাক্ষস দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। হে রাজন্! কোন প্রাণীই তাহাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে; অতএব তোমাদিগের জয় হউক; তোমরা সেই সমরস্থলে গমন করিয়া রাজাকে রক্ষা কর। যখন মহানুভব দুর্য্যোধনের প্রতি মহাসত্ত্ব রাক্ষস অভিদ্রুত হইয়াছে, তখন তাঁহাকে রক্ষা করাই আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তখন সেই সমস্ত মহারথগণ সত্বর মহাবেগে কুরুরাজ সন্নিধানে গমন করিলেন। দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, আবন্ত্য, বৃহদ্বল, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি এই সমস্ত মহারথ এবং ইহাঁদিগের অনুগত বহু সহস্র রথী দুর্য্যোধনসমীপে গমনার্থ সত্বর হইলেন। তৎকালে শূল, মুদ্গর ও বহুবিধ অস্ত্রধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত রাক্ষসসত্তম ঘটোৎকচ সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দুর্দ্দমনীয় সৈন্যগণকে সমাগত দেখিয়া বিপুল

শরাসন ধারণ পূর্ব্বক মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধনের সেই সমস্ত সৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর ধনুষ্টঙ্কার দহ্যমান বংশ ধ্বনির ন্যায় ও বর্ম্মে নিপতিত শর সমুদায়ের শব্দ ভিদ্যমান পর্ব্বত ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। বীরগণবিসৃষ্ট আকাশগামী তোমর সকল সর্পকুলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ক্রোধান্বিতচিত্তে ভীষণ ধ্বনি করত মহাচাপ বিস্ফারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণে দ্রোণের শরাসন ও সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্রে সোমদত্তের ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। পরে বাহ্লিকের হৃদয়দেশে তিন শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃপকে এক শরে ও চিত্রসেনকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে শরাসন আকর্ষণ করত বিকর্ণের জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। মহাবলশালী বিকর্ণ ঘটোৎকচের শরাঘাতে শোণিতাক্তশরীর হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহা প্রতাপবান্ ঘটোৎকচ ক্রোধপরবশ হইয়া ভূরিশ্রবার উপর পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল নারাচ ভূরিশ্রবার বর্ম্ম ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা বৃকোদরের পুত্র ঘটোৎকচ বিবিংশতির ও অশ্বত্থামার সারথিকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ঐ উভয় সারথিই তখন বাণাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্বরশ্মি মোচন পূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইল। পরে মহাবল হিড়িম্বাতনয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সিন্ধুরাজের সুবর্ণভূষিত বরাহধ্বজ ও অন্য শরে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ক্রোধারুণনয়নে চারি নারাচ নিক্ষেপ করত অবন্তিরাজের অশ্বচতুষ্টয় সংহার ও শরাসনে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সন্ধান করিয়া রাজপুত্র বৃহদ্বলকে

বিদ্ধ করিলেন। পরাক্রমশালী বৃহদ্বল ঘটোৎকচের বাণে নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত কাতর হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রথারূঢ় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ক্রোধাবেশে আশীবিষ সদৃশ নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমরবিশারদ শল্যের শরীর ভেদ করিল।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

হে রাজন! হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ এইরূপে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে সমরে পরাঙ্মুখ করিয়া দুর্য্যোধনবধাভিলাষে ধাবমান হইল। আপনার পক্ষীয় সৈন্য সকল দুর্জ্জয় হিড়িম্বাতনয়কে মহারথ দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান দেখিয়া, তালপ্রমাণ চাপ সকল আকর্ষণ করত সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক শরৎকালীন জলদজালের পর্ব্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায় তাহার উপর শর বৃষ্টি করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ সৈন্যদিগের শরসমূহে অঙ্কুশাহত কুঞ্জরের ন্যায় ব্যথিত হইয়া বিনতাসুতের ন্যায় সহসা গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইল এবং শরৎকালীন জীমূতের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিতে আরম্ভ করিল।

ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির হিড়িম্বাতনয় রাক্ষসের গভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বৃকোদর! ঐ ঘটোৎকচের ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইতেছে; অতএব নিশ্চয়ই ঐ বীর মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বোধ হয়, ঐ যুদ্ধ রাক্ষসের পক্ষে অতি ভয়াবহ হইয়াছে; আবার ওদিকে পিতামহ

ভীষ্ম ক্রোধাবেশে পাঞ্চালদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে এই দুই কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন পাঞ্চালদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। তুমি অবিলম্বে গমন পূর্ব্বক সংশয়ারূঢ় হিড়িম্বাতনয়কে রক্ষা কর।

মহাবলশালী ভীমসেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে সিংহনাদ করত সমস্ত মহীপালদিগকে বিত্রাসিত করিয়া পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণীমান্, বসুদান, কাশীরাজপুত্র বিভু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্মা ও অনূপাধিপতি নীল ছয় সহস্র কুঞ্জর ও বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমসেনের অনুসরণক্রমে ঘটোৎকচের সন্নিধানে গমন করত শরনিকর বর্ষণ করিয়া ঘটোৎকচকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রথনেমিনির্ঘোষে ও বীরগণের সিংহনাদে ধরাতল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। কৌরব পক্ষীয় সৈন্য সকল সেই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যের কোলাহল শ্রবণে এবং ভীমের ভয়ে উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণবদন হইয়া হিড়িম্বানন্দনকে পরিহার পূর্ব্বক প্রতি নিবৃত্ত হইল।

অনন্তর দুই পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ ভয়ঙ্কর সমরে মহারথ সকল পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষীয় অশ্বারোহী, হস্ত্যারোহী, রথী ও পদাতি সকল পরস্পরকে আহ্বান করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন রথনেমি এবং পদাতি, মাতঙ্গ ও অশ্বগণের পদ ঘর্ষণে ধূমসন্নিভ ধূলিজাল সমুত্থিত হইল। তখন কে আত্মীয়, কে পর কিছুই বোধগম্য হইল না; পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে অবগত হইতে পারিলেন না। মানব ও অস্ত্র-

সমূহের ভীষণ গর্জ্জন প্রেতশব্দের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তুরগ, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণের রুধিরে নদী প্রবাহিত হইল; মৃত মনুষ্যদিগের কেশজাল উহার শৈবাল ও শাদ্বলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মনুষ্যদিগের মস্তক সকল শরীর হইতে নিপতিত হওয়াতে পাষাণ পতন শব্দের ন্যায় শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। হে রাজন্! তৎকালে মস্তকশূন্য দেহ, ছিন্নগাত্র মাতঙ্গ ও ভিন্নদেহ অশ্ব সমূহে বসুন্ধরা সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

অশ্ব সকল অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পরপক্ষীয় অশ্বের সহিত সম্মিলিত হইল এবং অবশেষে উভয়েই পরস্পরের আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মানবগণ পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক ক্রোধারক্তনয়নে পরস্পর আলিঙ্গন করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মাতঙ্গগণ মহামাত্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া শত্রুপক্ষীয় পতাকা শোভিত মাতঙ্গগণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি দন্তাঘাত করিতে লাগিল। আহত মাতঙ্গগণ শোণিতলিপ্ত হইয়া সবিদ্যুত জলদজালের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কতকগুলি হস্তী দন্ত দ্বারা ভিন্নদেহ ও কতকগুলি তোমার দ্বারা ভিন্নকুম্ভ হইয়া গর্জ্জনশীল মেঘের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। কতকগুলি ছিন্নশুণ্ড করী কতকগুলি ভিন্নদেহ হইয়া ছিন্ন পক্ষ ভূধরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। হস্তী কর্ত্তৃক বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকলের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ হওয়াতে, যেরূপ পর্ব্বত হইতে গৈরিকাদি ধাতু নির্গত হয়, তদ্রূপ তাহাদিগের শরীর হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল। নারাচ দ্বারা নিহত ও তোমর দ্বারা বিদ্ধ হস্তী সকলের আরোহী নিহত হওয়াতে, তাহারা শৃঙ্গবিহীন অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কতকগুলি বারণ অঙ্কুশবিহীন হইয়া

শত শত রথ, অশ্ব ও পদাতিগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। অশ্ব সকল পরপক্ষীয় অশ্বারোহীদিগের প্রাস ও তোমরনিচয়ে তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করত চতুর্দ্দিক্ ব্যাকুলিত করিতে লাগিল। বীরকুলসম্ভূত রথিগণ শরীর পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত নির্ভয়চিত্তে রথিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যোধগণ সেই নিদারুণ সংগ্রামে স্বয়ম্বরস্থলের ন্যায়যশ বা স্বর্গের প্রার্থী হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রের মহা সৈন্য প্রায় সকলেই বিমুখ হইল।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া, ক্রোধান্বিতচিত্তে ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বজ্রপ্রতিম শরাসন ধারণ করত তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে লোমযুক্ত সুশাণিত এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা ভীমসেনের ধনু কর্ত্তন করিয়া, পর্ব্বতভেদী অতি তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল তাড়িত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সৃক্কণী পরিলেহন পূর্ব্বক সুবর্ণ বিচিত্রিত ধ্বজ অবলম্বন করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাবীর ভীমকে বিমনায়মান দেখিয়া দহনোন্মুখ অনলের ন্যায় ক্রোধানলে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর অভিমন্যুপ্রমুখ রথিশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষগণ সত্বরে

উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত মহারাজ দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিলেন। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ তাঁহাদিগকে ক্রুদ্ধচিত্তে আসিতে দেখিয়া মহারথদিগকে কহিলেন, হে বীরবর্গ! তোমরা সত্বরে রাজা দুর্য্যোধন সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা কর। তিনি বিপদসাগরে নিপতিত হইয়া সংশয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেখ, পাণ্ডবীয় মহারথ সমুদায় ভীমসেনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া জয়াভিলাষে ক্রোধাবেশে নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র পরিহার পূর্ব্বক ধরণীস্থ লোক সকলকে বিত্রাসিত করত সিংহনাদসহকারে দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিতেছে। তখন মহাবীর কৃপ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল, এবং অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ দ্রুতবেগে গমন করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন।

তদনন্তর উভয় পক্ষীয় বীরগণ বিংশতি পদ গমন পূর্ব্বক পরস্পর হননেচ্ছায় তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা দ্রোণ শরাসন বিকম্পিত করত ষড়্‌বিংশতি সংখ্যক শর দ্বারা ভীমসেনকে প্রহার করিলেন এবং প্রাবৃট্‌কালীন মেঘমণ্ডল যেরূপ বারিধারা দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরসমূহ দ্বারা পুনর্ব্বার তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন অবিলম্বে দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া দ্রোণের বামপার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ভীমবাণে নিতান্ত ব্যথিত ও হতচেতন হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা ক্রোধপরবশ হইয়া ভীমসেনের সমীপে গমন করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই বীরদ্বয়কে কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ত্বরায় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক যমদণ্ড সদৃশী এক মহতী গদা ধারণ করত অচলের

ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা ভীমপরাক্রম গদাহস্ত ভীমকে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গধর কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেনও তাঁহাদিগের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় কৌরবীয় দ্রোণ প্রভৃতি রথিশ্রেষ্ঠ বীরগণ ভীমসেনকে বিনাশ করিবার মানসে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বহুসংখ্যক শরনিকরে তাঁহাকে নিপীড়িত করত তদীয় বক্ষঃস্থলে নানাবিধ শস্ত্র প্রহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় বীরগণ শরে সাতিশয় ব্যথিত ও সংশয়াপন্ন হইলে, পাণ্ডবপক্ষীয় অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ভীমের প্রিয়সুহৃৎ অনূপেশ্বর নীল ক্রোধপরবশ হইয়া অশ্বত্থামার অভিমুখে গমন করিলেন। মহারাজ নীরদনিভ নীল অশ্বত্থামার প্রতি সতত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন; দেবরাজ পুরন্দর যেরূপ দুষ্প্রধর্ষ, তেজস্বী, ভুবনত্রয়বিত্রাসকারী বিপ্রচিত্তিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর নীল শরাসন হইতে শর আকর্ষণ করত অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বীরবর অশ্বত্থামা নীলশরে শোণিতাক্ত শরীর হইয়া রোষাবেশে তাঁহার বধসাধনার্থ যত্নশীল হইলেন এবং বজ্রসদৃশ শব্দায়মান শরাসন আস্ফালন ও কর্ম্মারচিত্রিত সাত ভল্লাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক ছয় ভল্লে নীলের অশ্বচতুষ্টয় সংহার এবং ধ্বজদণ্ড নিপাতিত করিয়া সপ্তম ভল্ল দ্বারা তাঁহার উরঃস্থল তাড়িত করিলেন। তাহাতে নীল সাতিশয় ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাক্ষস ঘটোৎকচ মহারাজ নীলকে বিমোহিত দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া জ্ঞাতিবর্গের সহিত মহাবেগে অশ্বত্থামার

অভিমুখে ধাবমান হইল এবং অন্যান্য যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসেরাও সত্বরে গমন করিতে লাগিল। মহাবলশালী অশ্বত্থামা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ঘটোৎকচকে দর্শন করত অবিলম্বে ধাবিত হইয়া ক্রোধ ভরে ভীমরূপী রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ঘোর দর্শন ঘটোৎকচ পুরোবর্ত্তী রাক্ষসগণকে অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত শরপ্রভাবে রণে বিমুখ দেখিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে অশ্বত্থামাকে বিমোহিত করত স্বীয় ভয়ঙ্করী মায়া বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন কৌরবপক্ষীয় বীরপুরুষগণ রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে রণে পরাঙ্মুখ হইলেন এবং তাহার শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত রুধিরাক্ত ও ভূতলশায়ী হইয়া অতি কাতরভাবে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ, দুর্য্যোধন, শল্য ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরবরগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন; রথী সকল নিহত ও মহীপালগণ নিপতিত হইতে লাগিলেন; শত সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহী সকল ছিন্নদেহ হইয়া ধরাশায়ী হইল। তখন আমি ও মহারথ শান্তনুনন্দন আমরা উভয়ে সৈন্যদিগকে শিবিরাভিমুখে ধাবিত দেখিয়া আক্ষেপ করত কহিলাম, হে সৈন্যগণ! তোমরা সমরে পরাঙ্মুখ হইও না; রাক্ষস মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে; কিন্তু তাহারা রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া আমাদের বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করত পলায়ন করিতে লাগিল।

হে বিশাম্পতে! এইরূপে পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া ঘটোৎকচ সমভিব্যাহারে সিংহের ন্যায় ধ্বনি করত শঙ্খ ও দুন্দুভিরবে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিলেন এবং সূর্য্যাস্তকালে আপনার সৈন্য সকল দুরাত্মা হিড়িম্বানন্দন কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দিগ্দিগন্তরে পলায়ন করিল।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! মহারাজ দুর্য্যোধন ভীষ্মের সন্নিহিত হইয়া সবিনয়ে অভিবাদন পূর্ব্বক বারম্বার দীর্ঘ-নিশ্বাস বিসর্জ্জন করত আপনার পরাজয় ও ঘটোৎকচের বিজয় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হে পিতা-মহ! পাণ্ডবগণ যেরূপ কৃষ্ণের আশ্রিত হইয়া যুদ্ধ করি-তেছে, সেইরূপ আমিও আপনার আশ্রিত হইয়া তাঁহাদি-গের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে পরন্তপ! আমি একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে আপনার আজ্ঞানু-বর্ত্তী হইয়াছি; তথাপি ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ঘটোৎ-কচের সাহায্যে আমারে সংগ্রামস্থলে পরাজয় করিল। শুষ্ক বৃক্ষ যেরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, সেইরূপ আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধানলে সতত দগ্ধ হইতেছে; অতএব আমি যে প্রকারে সেই রাক্ষসাধমকে নিহত করিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করুন।

মহাবীর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম রাজা দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! তোমায় যে প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সকল সময়ে আপনাকে রক্ষা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রাম করিবে। নৃপতির সহিত নৃপতির যুদ্ধ করাইরাজ ধর্ম্মানু-সারে কর্ত্তব্য। আমি দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি তোমার ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া তোমারই কার্য্যসাধনার্থ রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব। অথবা যদি রাক্ষস ঘটোৎকচ নিতান্তই

তোমার হৃদয়ের তাপপ্রদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ইন্দ্রসম-তেজস্বী নরপতি ভগদত্ত তাহার সহিত যুদ্ধার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করুন। মহাবীর ভীষ্ম এই কথা বলিয়া, সকলের সাক্ষাতে ভগদত্তকে কহিলেন, হে রাজন্! তুমি সত্বরে গমন পূর্ব্বক সমস্ত ধনুর্দ্ধরদিগের সাক্ষাতে পরম যত্নশীল হইয়া দেবরাজের তারকাসুর নিবারণের ন্যায় যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসাধমকে নিবারণ কর। তোমার পরাক্রম অতি অদ্ভুত ও অস্ত্র সকল দিব্য এবং তুমি পূর্ব্বে অসুরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে; অতএব এক্ষণে তোমার প্রতিযোদ্ধা সেই দুরাত্মা রাক্ষস ঘটোৎকচকে সত্বরে সংহার কর।

মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ভগদত্ত বাহিনীপতি ভীষ্মের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সিংহনাদ সহকারে সুপ্রতীকনামে এক হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া শত্রুদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ ভীমসেন, অভিমন্যু, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর তনয়গণ, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদি-পতি, বসুদান ও দশার্ণাধিপতি গভীর গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগদত্তের সহিত পাণ্ডবদিগের তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইল। রথিগণ হস্তী ও রথের উপর মহাবেগে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আরোহীদিগের সুশিক্ষিত মাতঙ্গসকল প্রভিন্নকলেবর হইয়াও নির্ভীকের ন্যায় পরস্পরের উপর নিপতিত হইল এবং মদান্ধ ও ক্রোধান্বিত হইয়া দন্তাগ্র দ্বারা পরস্পরকে ভেদ করিতে লাগিল। চামরভূষিত অশ্বসকল প্রাসহস্ত সাদিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া নির্ভীকের ন্যায় দ্রুতবেগে সমাগত হইল। শত শত সহস্র সহস্র পদাতি, পদাতি সমূহ কর্ত্তৃক শক্তি ও তোমর দ্বারা তাড়িত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে

লাগিল। রথী সকল রথারোহণ পূর্ব্বক কর্ণি, নালীক ও সায়ক দ্বারা বীরগণকে সংহার করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! এইরূপ রোমাঞ্চকর সংগ্রাম সংঘটিত হইলে, মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত প্রস্রবণশালী পর্ব্বত সদৃশ মদস্রাবী মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক চারি দিকে শরনিকর পরিত্যাগ করিতে করিতে ঐরাবতস্থ ভগবান্ পুরন্দরের ন্যায় ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া বর্ষাকালীন জলদজাল যেরূপ জলধারা দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাহাকেও শর সমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার শতাধিক পাদরক্ষককে শর সমূহ দ্বারা নিহত করিলেন। মহাতেজস্বী ভগদত্ত তাহাদিগকে নিহত দেখিয়া, ক্রোধান্বিত চিত্তে ভীমের রথাভিমুখে হস্তী চালনা করিলেন। নাগরাজ ভগদত্ত কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া জ্যাগনিঃসৃত শরের ন্যায় দ্রুতবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। সেই সময় পাণ্ডবীয় মহারথ সকল ভীমকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অভিমন্যু, দ্রৌপদীর তনয়গণ, দশার্ণাধিপতি, ক্ষত্রদেব, চেদিপতি চিত্রকেতু ও কেকয়গণ ইহাঁরা ক্রোধপরবশ হইয়া দিব্যাস্ত্র সকল প্রদর্শন করত সেই একমাত্র কুঞ্জরকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন সেই করিবর শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া শোণিতধারা বিসর্জ্জন করত গৈরিক চিত্রিত গিরিরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর দশার্ণাধিপতি পর্ব্বতোপম এক গজে সমারূঢ় হইয়া ভগদত্তের হস্তীর প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই হস্তী বেলাভূমির মহাসাগর নিবারণের ন্যায় সেই প্রতিহস্তীকে নিবারণ করিলে, দর্শার্ণাধিপতির হস্তীও সুপ্রতীককে নিবারিত করিল। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদিগের সেনা

সকল সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ক্রোধ পরবশ হইয়া শত্রুপক্ষীয় গজের প্রতি চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল তোমর তাহার হেম খচিত তনুত্রাণ ভেদ করিয়া ভুজঙ্গ যেরূপ বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ তদীয় দেহে প্রবিষ্ট হইল। দশার্ণাধিপের হস্তী তাহাতে নিতান্ত বিদ্ধ ও অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া ভীষণ শব্দ সহকারে মহাবেগশালী পবনের পাদপদল মর্দ্দনের ন্যায় স্বীয় সৈন্যদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে করিতে অতিবেগে ধাবমান হইল।

এই রূপে সেই দশার্ণাধিপের হস্তী পরাজিত হইলে, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ সকল সংগ্রামার্থ সমুদ্যত হইয়া ভীমকে পুরোবর্ত্তী করত সিংহনাদ সহকারে অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত সেই ক্রোধান্বিত বীর পুরুষদিগের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভয় পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় হস্তীকে প্রেরণ করিলেন। সুপ্রতীক অঙ্কুশাহত হইবামাত্র সম্বর্ত্তক হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া করী, অশ্ব, আরোহী ও শত সহস্র পদাতিকে বিমর্দ্দিত করিতে করিতে দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ অগ্নিসমাহিত চর্ম্মের ন্যায় সাতিশয় সঙ্কুচিত হইল।

অনন্তর দীপ্তানন দীপ্তলোচন মহাবলশালী ঘটোৎকচ অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া গিরি-বিদারণ স্ফুলিঙ্গমালার ন্যায় ভয়ঙ্কর এক শূল গ্রহণ করত ভগদত্তের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তদীয় হস্তীর নিধনার্থ ঐ শূল পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ ভগদত্ত এক সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহা দুই খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া ইন্দ্রনির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় ভূমিতলে নিপা-

ন্তিত করিলেন। অনন্তর ঐ বীর অগ্নিশিখাতুল্য এক শক্তি ধারণ করত "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া রাক্ষসের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস সুবর্ণদণ্ড সেই শক্তিকে আকাশস্থ বজ্রের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং ভগদত্তের সাক্ষাতেই উহা জানু দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেবলোকে দেব, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ রাক্ষসদিগের সেই অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভীমসেনপুরোবর্ত্তী পাণ্ডববর্গ সাধু সাধু শব্দে পৃথিবীমণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত পরমানন্দিত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সিংহনাদ শ্রবণে একান্ত অধীর হইয়া অশনিসদৃশ ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অগ্নি সদৃশ শরনিকর বর্ষণ করিয়া এক শরে ভীমসেন, নয় শরে রাক্ষস, তিন শরে অভিমন্যু ও পাঁচ শরে কেকয়দিগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি শরাসন হইতে এক শর আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্ষত্রদেবের দক্ষিণ বাহু ভেদ করিলে, তাঁহার হস্ত হইতে সশর শরাসন নিপতিত হইল। তৎপরে ভগদত্ত পঞ্চসংখ্যক সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে প্রহার করিলেন এবং ক্রোধান্বিতচিত্তে মহাবীর ভীমের অশ্ব সকলকে নিহত করিয়া তিন শরে তাঁহার ধ্বজ ছেদন ও অপর তিন শরে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেনের সারথি বিশোক ভগদত্তশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব-

পক্ষীয় মহারথ সকল তাঁহাকে শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে শত্রুগণকে সংহার করিতে করিতে যেস্থানে মহারথ পিতা পুত্র ভীম ও ঘটোৎকচ ভগদত্তের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, সেই স্থানে সমাগত হইলেন এবং মহারথ ভ্রাতাদিগকে সংগ্রাম করিতে দেখিয়া সত্বরে শরনিকর বর্ষণ করত সমরে সমুদ্যত হইলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন অবিলম্বে রথকুঞ্জরসমাকুল সৈন্যদিগকে সত্বর প্রেরণ করিলেন। শ্বেতবাহন অর্জ্জুন সেই সকল আপতিত কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভগদত্ত আপনার কুঞ্জর দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে করিতে ধর্ম্মনন্দনের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে উদ্যতাস্ত্র পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কেকয়দিগের সহিত ভগদত্তের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। সেই সময় ভীমসেন কেশব ও অর্জ্জুনের সমীপে ইরাবানের নিধন বিবরণ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ধনঞ্জয় স্বীয় তনয় ইরাবানের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে মহাদুঃখে নিপতিত হইয়া ক্রুদ্ধ পন্নগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বাসুদেবকে কহিলেন, হে মধুসূদন! পূর্ব্বেই মহামতি বিদুর কুরুপাণ্ডবদিগের ঘোরতর ভয়ের বিষয় অবগত হইয়া

আমাদিগকে ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন। দেখ, কৌরবগণ আমাদিগের পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরকে এবং আমরা কৌরবদিগকে নিহত করিয়াছি। হে রাজন্! অর্থের নিমিত্তই লোকে কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; আমারাও কেবল সেই অর্থের জন্যই জ্ঞাতিনিধনরূপ দুষ্কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অর্থে ধিক্! নির্দ্ধন ব্যক্তির জ্ঞাতি বিনাশ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। হে বাসুদেব! এই জ্ঞাতিবর্গকে নিহত করিলে, আমাদিগের কি লাভ হইবে? দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও শকুনির অপরাধ এবং কর্ণের কুমন্ত্রণায় ক্ষত্রিয় সকল নিহত হইতেছে। সম্প্রতি বুঝিলাম, রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের সন্নিধানে রাজ্যের অর্দ্ধ ভাগ কিম্বা পাঁচ খানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু দুরাশয় দুর্য্যোধন তাহাতে অসম্মত হইয়াছিল। হে ভারত! এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়দিগকে ধরাশায়ী দেখিয়া আপনাকে নিন্দা করিতেছি; ক্ষত্রিয় বৃত্তিতে ধিক্! আমার জ্ঞাতিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ নাই। আমি যুদ্ধে নিরস্ত হইলে, ক্ষত্রিয়গণ আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিবেন। তজ্জন্যই আমি সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি; অতএব হে মধুসূদন! ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্যাভিমুখে শীঘ্র অশ্ব চালনা কর; আমি ভুজ দ্বারা দুস্পার সমরোদধি উত্তীর্ণ হইব। ক্লীবের ন্যায় আর বৃথা কালযাপন করা উচিত নয়।

পরবীরঘাতী মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পবনবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৌরবীয় সৈন্যমধ্যে মারুতবেগোদ্ধূত পর্ব্বকালীন সাগরের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। অপরাহ্ণ সময়ে ভীষ্মের সহিত পাণ্ডবদিগের

তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। যে প্রকার বসুগণ বাসবকে পরিবেষ্টন করেন, সেইরূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দ্রোণাচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর মহারথ ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত ও সুশর্ম্মা ধনঞ্জয়ের প্রতি, কৃতবর্ম্মা ও বাহ্লিক সাত্যকির প্রতি, রাজা অম্বষ্ঠ অভিমন্যুর প্রতি ও অন্যান্য মহারথ সকল অন্যান্য মহারথদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

মহাবীর ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সন্দর্শন করিয়া, হবিঃপ্রজ্বলিত হব্যবাহনের ন্যায় ক্রোধে নিতান্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বর্ষাকালীন জলদমণ্ডলের জলধারায় পর্ব্বতাচ্ছাদনের ন্যায় শরসমূহ দ্বারা ভীমকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের শরনিকরে আচ্ছাদিত হইয়া সৃক্কণী পরিলেহন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা ব্যূঢ়োরস্ককে নিপাতিত করিবা মাত্র তিনি গতাসু হইলেন। তদনন্তর ভীমসেন এক সুশাণিত ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহের ক্ষুদ্র মৃগ নিপাতনের ন্যায় কুণ্ডলীকে নিহত করিয়া অবিলম্বে অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি সুশাণিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ভীমনিক্ষিপ্ত শর সমুদায় আপনার পুত্র অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী বৈরাট, বিশালাক্ষ, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনকধ্বজকে রথ হইতে নিপাতিত করিল। তখন তাঁহারা ধরাশায়ী হইয়া ভূমিপতিত কুসুমপূর্ণ আম্রবৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন। সেই সময় অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহাবল ভীমসেনকে মূর্ত্তিমান্ কৃতান্ত বোধ করিয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে বিশাম্পতে! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্রগণকে ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া তাঁহার প্রতি অবিরত

শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন দ্রোণশরে নিবারিত হইয়াও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত করিয়া অদ্ভুত পৌরুষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৃষ যেরূপ আকাশ হইতে নিপতিত বারিধারা সহ্য করে, তদ্রূপ বৃকোদর দ্রোণক্ষিপ্ত শর সকল অনায়াসে সহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর রণক্ষেত্রে এককালে দ্রোণাচার্য্যকে নিবারিত ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিলে সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন হইল, মহারাজ! ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগযূথমধ্যে সঞ্চরণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মহাবল ভীমসেন আপনার পুত্রগণের মধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, এবং এক বৃক যেরূপ মৃগমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ তিনিও আপনার পুত্রগণের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর ভীষ্ম, ভগদত্ত ও কৃপাচার্য্য অতুলবল অর্জ্জুনকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহাকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহাপ্রতাপশালী অতিরথ অর্জ্জুন অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া লোকবিখ্যাত রাজা অম্বষ্ঠের রথ ভগ্ন করিলেন। রাজা অম্বষ্ঠ মহাত্মা অভিমন্যুশরে ভগ্ন রথ ও আহত হইয়া সলজ্জ চিত্তে রথ হইতে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক সুভদ্রাতনয়ের উপর অসি নিক্ষেপ করত মহাত্মা হার্দ্দিক্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। যুদ্ধবিশারদ পরবীর ঘাতী অভিমন্যু সেই অম্বষ্ঠবিমুক্ত খড়্গ অনায়াসে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।

হে নরাধিপ! ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ আপনার সৈন্যের সহিত এবং আপনার সৈন্যগণ পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষীয় শূরগণ পরস্পর কেশাকর্ষণ করিয়া নখ, দন্ত, মুষ্টি, জানু, তল, অসি ও বাহু প্রহারে পরস্পরকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। রণমদে মত্ত হইয়া পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে নিহত করিলেন। যোদ্ধৃবর্গ পরপক্ষের শরনিকরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া সমর কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। হত ব্যক্তিদিগের হেমপৃষ্ঠ মনোহর শরাসন ও মহার্হ অলঙ্কার সকল যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল এবং রজত পুঙ্খ তৈলমার্জ্জিত বাণ সকল নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত পন্নগের ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; গজদন্তনির্ম্মিত মুষ্টি দ্বারা বিভূষিত হেমমণ্ডিত খড়্গ, চর্ম্ম, প্রাস, পট্টিশ, ঋষ্টি, সুবর্ণময় যষ্টি সমুজ্জ্বল শক্তি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবজ, গুরুতর মুষল, ভিন্দিপাল, বিচিত্র হেমপরিষ্কৃত বিবিধ চাপ, নানাবিধ পরিঘ, চামর, ব্যজন ও অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র সকল সংগ্রাম ভূমিতে নিপতিত হইল। রণনিহত মহারথ সকল নানাবিধ অস্ত্র হস্তে ভূতলে পতনোন্মুখ হইয়া জীবিতের ন্যায় প্রতীয় মান হইতে লাগিলেন। অনেক যোধগণ গদামথিত দেহ, মুষলনির্ভিন্ন মস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথের সংঘর্ষণে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। ঐ সময় রণস্থলে বাজি, ও মনুষ্যদিগের শরীর সমুদায় পতিত থাকাতে উহা পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাশি রাশি শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, শর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, লৌহকুণ্ড, পরশু, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী ও শস্ত্র নির্ভিন্ন নরশরীরে মেদিনী পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। মহারাজ! তখন কেহ নিঃশব্দ; কেহ কেহ মৃদুশব্দ এবং কেহ কেহ বা গতাসু হইয়া ভূমি

তল সমাবৃত করিল। কেয়ূরভূষিত চন্দনচর্চ্চিত বাহু, হস্তি-শুণ্ড সদৃশ উরুসমূহ এবং চূড়ামণিবিভূষিত কুণ্ডলশোভিত মস্তক সকল নিপতিত থাকাতে রণক্ষেত্র অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রুধিরাক্ত হেমময় কবচ সমূহ চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে, রণাঙ্গন অনলশিখাকীর্ণ বলিয়া প্রতীয়-মান হইতে লাগিল। সুবর্ণপুঙ্খ শর, শরাসন, তূণীর কিঙ্কিণীজালবিভূষিত প্রভগ্ন রথ, শোণিতাক্ত স্খলিত জিহ্ব নিহত অশ্ব, রথ, অনুকর্ষ, পতাকা, পাণ্ডুর বর্ণ ধ্বজ, মহশঙ্খ ও স্রস্তশুণ্ড শয়ান মাতঙ্গ দ্বারা, পৃথিবী অল-ঙ্কার বিভূষিতা প্রমদার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। প্রাসাহত গাঢ়বেদনাযুক্ত মাতঙ্গগণ শীৎকার ও শুণ্ডাস্ফালন করাতে রণস্থল স্যন্দমান পর্ব্বতে পরিব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয় মান হইতে লাগিল। নানাবিধ কম্বল,করিগণের বিচিত্র কম্বল, বৈদূর্য্য মণিনির্ম্মিত দণ্ড, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, বিপাটিত চিত্রকম্বল, বিচিত্র কণ্ঠভূষণ, সুবর্ণ কক্ষা, বহুধা ছিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, কাঞ্চনময় তোমর, ধূলিধূষরিত বৃহৎ ছত্র, বর্ম্ম, সাদিগণের অঙ্গদ ভূষিত ছিন্ন ভুজ বিমল তীক্ষ্ণ প্রাস, যষ্টি, বিচিত্র উষ্ণীষ, সুবর্ণময় বিচিত্র অর্দ্ধচন্দ্র, অশ্বগণের মর্দ্দিত চিত্রকম্বল ও রাঙ্কব, রাজগণের বিচিত্র চূড়ামণি, ছত্র, চামর ব্যজন, এবং বীর-গণের মনোহর কুণ্ডল সুশোভিত শ্মশ্রুরাজিবিরাজিত দ্যুতিমান্ বদন সকল ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে বসুন্ধরা গ্রহ নক্ষত্র বিভূষিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে নরনাথ! সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর এই-রূপে নিহত হইলে, হতাবশিষ্ট যোধগণ শ্রান্ত ভগ্ন ও মর্দ্দিত হইতে লাগিল। পরে মহাভয়ঙ্কর রজনী সমাগত হইল; তখন সমরভূমিতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন

কুরুপাণ্ডবগণ সৈন্যাবহার করিয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণ সকলে সমবেত হইয়া শিবিরে অবস্থিতি করত কি প্রকারে সসৈন্য পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন, তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, শল্য ও সোমদত্তসুত ইহাঁরা পাণ্ডবগণকে যে কি নিমিত্ত নিবারিত করিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারি না। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিয়া অনায়াসে অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে ক্ষয় করিতেছে, অতএব হে কর্ণ! সংগ্রামে আমার সৈন্য এবং অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণ দেবগণেরও অবধ্য ও শূর; অতএব আমি কিপ্রকারে তাহাদিগকে পরাজয় করিব। ইহাতে সাতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছি।

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! আপনি শোকার্ত্ত হইবেন না; শান্তনুতনয় ভীষ্ম শীঘ্র এই সংগ্রাম হইতে অপসৃত হউন; তাহা হইলে আমি আপনার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব। আমি আপনার নিকট এই সত্য করিতেছি যে, ভীষ্ম অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে, আমি তাঁহার সাক্ষাতেই সমস্ত পাণ্ডব ও সোমকগণকে সংহার করিব। শান্তনুতনয় পাণ্ডবগণের প্রতি সতত স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন; সুতরাং তিনি কদাচ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে পারি-

বেন না এবং তিনি সাতিশয় সমর প্রিয়, অতএব তিনি কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া যুদ্ধ শেষ করিবেন ? হে ভারত! আপনি সত্বর ভীষ্মশিবিরে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন, তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে আমি একাকী সুহৃদ্ ও বান্ধবগণের সহিত পাণ্ডবগণকে নিহত করিয়াছি।

হে রাজন্! কর্ণ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলে, তিনি ভ্রাতা দুঃশাসনকে কহিলেন, হে ভারত! শীঘ্র আমার অনুযাত্রিকগণ যাহাতে সজ্জীভূত হয়, তুমি তাহার উপায় বিধান কর।তৎপরে কর্ণকে কহিলেন,হে অরিনিসূদন! আমি ভীষ্মকে উক্ত বিষয়ে সম্মত করিয়া শীঘ্র তোমার নিকট আগমন করিতেছি; ভীষ্ম যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেই তুমি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে।

হে নরপতে! তদনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণকে এইরূপ কহিয়া সুরগণ পরিবৃত সুররাজের ন্যায় ভ্রাতৃগণ সমভিব্যারে গমনে উদ্যত হইলেন। তখন দুঃশাসন শার্দ্দূল বিক্রমশালী দুর্য্যোধনকে সত্বর অশ্বে আরোহণ করাইলেন। সিংহগামী মহাবীর দুর্য্যোধন অঙ্গদ, মুকুট ও হস্তাভরণে ভূষিত, মঞ্জিষ্ঠা পুষ্প সদৃশ, সুবর্ণপ্রভ, সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত ও নির্ম্মল বসনে সম্বীত হইয়া নির্ম্মল কিরণ প্রভাকরের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক ভীষ্মের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যেরূপ দেবগণ ইন্দ্রের অনুগামী হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তদীয় ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য মহা ধনুর্দ্ধরগণ কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ গজে এবং কেহ কেহ রথে আরোহণ করত রাজার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যেরূপ দেবলোকে দেবগণ পুরন্দরকে

রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার অনুগামী হন, সেইরূপ সুহৃদ্‌গণ তাঁহার রক্ষার্থ অনুগামী হইলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন কুরুগণ কর্ত্তৃক পূজিত, সোদরগণে পরিবৃত এবং সূতমাগধগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া করিকরসদৃশ সর্ব্ব শত্রুনিবর্হণ, পীন দক্ষিণ বাহু সম্বরণ, অনুগতগণের অঞ্জলি গ্রহণ, নানা জনপদবাসী মানবগণের বাক্য শ্রবণ ও স্তাবকদিগকে পুরস্কার করত শান্তনুতনয়ের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ভৃত্যগণ সুগন্ধি তৈলপূরিত কাঞ্চনময় দীপ সকল লইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। রাজা দুর্য্যোধন সেই সমস্ত কাঞ্চনময় দীপে পরিবেষ্টিত হইয়া সমুজ্জ্বল মহাগ্রহ পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কাঞ্চনোষ্ণীষভূষিত বেত্রধারী পুরুষগণ হস্তস্থিত বেত্রের ঝর্ঝর শব্দে জনতা নিবারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল।

মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রমে ক্রমে ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করত সর্ব্বতোভদ্র মহামূল্য আস্তরণ সমাস্তীর্ণ কাঞ্চনময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অশ্রুপূর্ণনয়নে গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে অরিনিসূদন! আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া, পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণ ও দানবগণকেও সংগ্রামে পরাজয় করিতে সাহসী হইতে পারি; অতএব হে পিতামহ! অমররাজ যেরূপ দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি পাণ্ডবগণকে পরাভব করুন। "আমি সমুদয় সোমক, পাঞ্চাল, কেকয় ও করূষগণকে সংহার করিব" এক্ষণে আপনার এই বাক্য সত্য করুণ। হে মহামতে! যদি আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া অথবা

আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষভাববশতঃ পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে যুদ্ধদুর্ম্মদ কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন। তিনি সমরে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন। কুরুপ্রবীর দুর্য্যোধন ভীষ্মকে এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

নবনবতিতম অধ্যায়।

এই প্রকারে মহামনা ভীষ্ম মন্ত্ররূপ শলাকা দ্বারা বিদ্ধ নিঃশ্বসন্ত ভুজগের ন্যায় দুর্য্যোধনের বাক্যরূপ শলাকায় সাতিশয় বিদ্ধ ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দুর্য্যোধনকে কিছুই কহিলেন না; কিন্তু রোষভরে নিমীলিত নেত্রে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া সুরাসুর গন্ধর্ব্বের সহিত দেবলোককে যেন দগ্ধ করিয়া নয়নদ্বয় উন্মীলিত করত প্রশান্তভাবে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আমি যথাশক্তি প্রযত্নসহকারে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া তোমারই প্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছি; তথাচ তুমি কি জন্য আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? পাণ্ডবগণ যে খাণ্ডবদাহে শক্র পরাজয় পূর্ব্বক হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। গন্ধর্ব্বেরা বলপূর্ব্বক তোমাকে হরণ করিলে, তোমার শূর ভ্রাতৃগণ ও কর্ণ পলায়ন করিয়াছিল; কিন্তু ভীমসেন তাঁহাদিগের হস্ত হইতে তোমাকে যে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। আমরা বিরাটনগরে গোগৃহে সকলে সমবেত হইলেও যে একমাত্র ধনঞ্জয় আমাদিগকে পরাভব করিয়াছিলেন,

তাহাই তাঁহাদিগের পরাক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। তৎকালে অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট আচার্য্য ও আমাকে সমরে পরাজিত করিয়া যে বসন সমুদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। গোধন হরণ সময়ে ধনঞ্জয় যে মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ও পুরুষাভিমানী কর্ণকে পরাজয় করিয়া বসন গ্রহণ পূর্ব্বক যে উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন।দেবরাজ ইন্দ্রও যাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই, সেই সমস্ত নিবাতকবচগণকে অর্জ্জুন যে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার বিক্রমের যথেষ্ট নিদর্শন। হে ভূপতে! নারদাদি মহর্ষিগণ যাঁহাকে মহাশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টি সংহারকারী, সকলের ঈশ্বর, দেবদেব, পরমাত্মা ও সনাতন বলিয়া থাকেন, সেই শঙ্খ চক্রগদাপদ্মধারী বিশ্বগোপ্তা বাসুদেব যখন অর্জ্জুনের রক্ষা কর্ত্তা তখন সেই মহাবেগশালী অর্জ্জুনকে সমরে পরাজিত করিতে কে সমর্থ হইবে?

হে দুর্য্যোধন! তুমি মোহবশত কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান রহিত হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তি যেরূপ সমুদায় বৃক্ষকে কাঞ্চনময় দর্শন করে, তদ্রূপ তুমি বিপরীত ভাব দর্শন করিতেছ। তুমি স্বয়ং পূর্ব্বে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত মহৎ বৈরভাব উৎপাদন করিয়াছিলে, এক্ষণে আমাদিগের সাক্ষাতে তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর। আমি শিখণ্ডী ব্যতিরেকে সমস্ত সোমক ও পঞ্চালগণকে নিহত করিব। হয়, আমি তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া, শমন ভবনে গমন করিব,নাহয় তাহাদিগকে নিহত করিয়া তোমার প্রীতি সম্পাদন করিব। শিখণ্ডী প্রথমে রাজগৃহে স্ত্রীভাবে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বরপ্রভাবে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুত সে

স্ত্রীজাতি। হে ভারত! আমি প্রাণান্তেও তাহাকে সংহার করিতে পারিব না; কারণ পূর্ব্বে বিধাতা তাহাকে স্ত্রী রূপে নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। হে গান্ধারীতনয়! এক্ষণে তুমি সুখে নিদ্রা যাও; আমি কল্য মহাসংগ্রাম করিব। যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ আমার সেই সমরের খ্যাতি থাকিবে।

হে নররাজ! ভীষ্ম আপনার তনয় দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিলে, তিনি মস্তক অবনত করিয়া গুরু ভীষ্মকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিয়া রজনী যাপন করিলেন। পরে রজনী প্রভাত হইলে, গাত্রোত্থান করিয়া সমস্ত রাজগণকে এই আদেশ প্রদান করিলেন হে রাজগণ! তোমরা সৈন্য যোজনা কর; অদ্য ভীষ্ম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমকগণকে সংহার করিবেন।

হে রাজন্! শান্তনুতনয় ভীষ্ম রজনীতে দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাই আপনার ভৎর্সনা স্বরূপ বিবেচনা করিলেন এবং পরাধীনতার প্রতি বিবিধ নিন্দাকরত অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহার সেই ভাব বুঝিতে পারিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মের রক্ষণার্থ রথিগণ ও দ্বাবিংশতি শ্রেণীভুক্ত সৈন্য প্রেরণ কর। আমি সসৈন্য পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিব, বহুকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া আসিতেছি সম্প্রতি আমার সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ভীষ্মকে রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিতেছি; কারণ তিনি আমাদিগের প্রধান সহায়; তিনি সুরক্ষিত হইলে, পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইবেন। মহাত্মা ভীষ্ম কহিয়াছেন, "আমি শিখণ্ডীকে কদাচ প্রহার করিব না শিখণ্ডী প্রথমে স্ত্রী জাতি ছিল। সে এই জন্য যুদ্ধে আমার পরিত্যজ্য, আমি পূর্ব্বে পিতার হিত কামনায় স্ত্রী ও রাজ্য

পরিত্যাগ করিয়াছি। হে রাজন্! তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, আমি স্ত্রীজাতি বা স্ত্রী পূর্ব্ব পুরুষকে কদাচ বিনাশ করিব না। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই আমি তোমাকে কহিয়াছি যে, শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রীজাতি ছিল; পরে পুরুষ হইয়াছে সেই শিখণ্ডী আমার সহিত যুদ্ধ করিলে আমি কদাচ তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিব না। শিখণ্ডী ব্যতিরেকে পাণ্ডবগণের জয়ৈষী যে সকল ক্ষত্রিয় আমার বাণপাতের পথবর্ত্তী হইবেক, আমি তাহাদিগকে সংহার করিব। হে মহাত্মন্! শস্ত্রকুশল গাঙ্গেয় আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। মহারণ্য মধ্যে সিংহও অরক্ষিত হইলে, বৃক কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে পারে, অতএব পিতামহ ভীষ্ম যেন শিখণ্ডী রূপ বৃক কর্ত্তৃক বিনষ্ট না হন। মাতুল শকুনি, শল্য, কৃপ, দ্রোণ ও বিবিংশতি ইহাঁরা প্রযত্ন সহকারে ভীষ্মকে রক্ষা করুন। তিনি রক্ষিত হইলেই আমারা জয় লাভে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই।

তখন শকুনি প্রভৃতি বীরগণ দুর্য্যোধনের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া রথ সমূহ দ্বারা ভীষ্মকে বেষ্টন করিলেন। হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ অহ্লাদ সহকারে অন্তরীক্ষ ও ধরণী মণ্ডল বিকম্পিত এবং পাণ্ডবগণকে ক্ষোভিত করিয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিতে গমন করিলেন। মহারথগণ রথী ও দন্তিগণের সহিত ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সমরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যেমন দেবাসুরসংগ্রামে দেবগণ পুরন্দরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই সমস্ত মহারথগণ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন পুনরায় দুঃশাসনকে কহিলেন, হে দুঃশাসন! যুধামন্যু ও উত্তমৌজা ক্রমান্বয়ে অর্জ্জুনের বাম ও দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়া থাকেন, অর্জ্জুন তাঁহাদিগের

দ্বারা রক্ষিত হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিবেন; অতএব যদি আমরা ভীষ্মকে রক্ষা না করি, তাহা হইলে শিখণ্ডী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবে; এক্ষণে যাহাতে ভীষ্ম শিখণ্ডী কর্ত্তৃক নিহত না হন, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

দুঃশাসন ভ্রাতা দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সমরে গমন করিলেন। এ দিকে মহারথ অর্জ্জুন ভীষ্মকে রথিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে পাঞ্চাল-রাজ! শিখণ্ডীকে ভীষ্মের অগ্রে অবস্থিত কর; আজি আমি তাহাকে রক্ষা করিব।

শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম বহুসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সমরার্থ বহির্গমন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা, শৈব্য, শকুনি, সিন্ধুপতি, কাম্বোজরাজ, সুদক্ষিণ, ভীষ্ম ও আপনার পুত্রগণ ঐ ব্যূহের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, শল্য ও ভগদত্ত বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক উহার দক্ষিণ পক্ষে রহিলেন। মহারথ অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে উহার বামপক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত উহার মধ্যস্থল আশ্রয় করিলেন। রথিপ্রধান অলম্বুষ ও মহারথ শ্রুতায়ু

কবচ পরিধান পূর্ব্বক উহার পৃষ্ঠভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষীয় বর্ম্মধারী বীরগণ এইরূপে সেই মহাব্যূহ রচনা করিয়া জাজ্বল্যমান অনলের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও মাদ্রীতনয়দ্বয় আপনাদিগের মহাব্যূহস্থ সকল সৈন্যের অগ্রভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধনঞ্জয়, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান, মহাবলশালী কুন্তিভোজ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অভিমন্যু, প্রতাপবান্ দ্রুপদ ও কৈকেয় পঞ্চভ্রাতা মহামূল্য কবচ ধারণ পূর্ব্বক উহার মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে পাণ্ডবেরা সুদারুণ মহাব্যূহ রচনা করিয়া সমরার্থ সমুদ্যত হইলেন।

তদনন্তর কৌরবপক্ষীয় মহীপাল সকল শান্তনুতনয়কে পুরোবর্ত্তী করিয়া সংগ্রামার্থ পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সমরোৎসাহী ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও বিজয়াভিলাষে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সংগ্রামস্থলে বারম্বার সিংহনাদ, কিলকিলা রব, হস্তিগণের বৃংহিত, এবং ক্রকচ, গোবিষাণিক, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবধ্বনি হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা সিংহনাদ, বীরনাদ, এবং ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি করিতে করিতে সমরাভিলাষে কৌরবদিগের অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবেরাও ক্রোধান্বিতচিত্তে প্রতিনাদ করত পাণ্ডবদিগের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্য সকল একত্রিত হইয়া পরস্পর ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! তৎকালে রণস্থল হইতে মহাশব্দ সমুত্থিত

হইয়া পৃথিবীমণ্ডল কম্পান্বিত করিল। পতগকুল ঘোরতর শব্দ করত দিগ্দিগন্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বিমল সমুদিত দিনকরের করনিকর তিরোহিত হইল; অমঙ্গলজনক শৃগালগণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিক্ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; পাংশু ও শোণিতসংযুক্ত অস্থি বৃষ্টি হইতে লাগিল; বাহন সকল চিন্তাকুলিতচিত্তে অশ্রুবিসর্জ্জন ও মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল; মহাভয়সূচক তুমুল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; সহসা অন্তর্হিত পুরুষভোজী রাক্ষস-দিগের ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল; গোমায়ু ও বায়সগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল; কুক্কুর সকল নানাবিধ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল; মহাভয়সূচক প্রজ্বলিত মহোল্কা সকল সূর্য্যের সহিত ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! সেই অমঙ্গলসূচক সময়ে হস্ত্যশ্ব নরেন্দ্র-সঙ্কুল কুরু পাণ্ডবদিগের সেই মহা সৈন্যগণ পবনবেগ কম্পিত বনরাজির ন্যায় শঙ্খ মৃদঙ্গাদি শব্দে প্রকম্পিত হইয়া বাতোদ্ধত সাগরের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল।

একাধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর মহাতেজস্বী অভিমন্যু পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক জলদের জলধারা বর্ষণের ন্যায় শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে মহারাজ দুর্য্যোধনের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবগণ অক্ষয় সেনাসাগরে প্রবিষ্ট অরিনিসূদন অস্ত্র শস্ত্রধারী সুভদ্রাতনয়কে কোন রূপেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অভিমন্যুনিক্ষিপ্ত শত্রু নিবর্হণ

শর সমূহ কৌরবীয় ক্ষত্রিয়গণকে প্রেতরাজসদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। রণবিশারদ অভিমন্যু ক্রোধপরবশ হইয়া যমদণ্ডসদৃশ অতি ভীষণ আশীবিষতুল্য সায়ক সকল পরিত্যাগ করিয়া রথের সহিত রথী, অশ্বের সহিত অশ্বারোহী ও গজের সহিত গজারোহীদিগকে বিদারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহীপালগণ তাঁহার সেই অদ্ভুতকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বায়ু যেরূপ আকাশমণ্ডলে তূলরাশি পরিচালিত করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কৌরবীয় সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেহই মহাপঙ্কে নিমগ্ন মাতঙ্গকুল সদৃশ অভিমন্যুবিদ্রাবিত কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাবল পরাক্রান্ত সুভদ্রাতনয় অনায়াসে সেই সকল সেনাদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কালপ্রেরিত পতঙ্গগণ যেরূপ অগ্নির প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ কৌরবসেনা সকল অর্জ্জুনতনয়ের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অভিমন্যু পরপক্ষীয়দিগকে সংহার করত বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ ধনু জলদমণ্ডলে বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সুশাণিত সায়ক সকল প্রফুল্ল বৃক্ষসমূহ হইতে নিপতিত ষট্পদরাজির ন্যায় দিগ্দিগন্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। মহারথ অর্জ্জুনতনয় সুবর্ণময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবীর কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও সিন্ধুপতিকে বিমোহিত করত অবিরত মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিচরণ সময়ে মণ্ডলাকার কার্ম্মুক সূর্য্যমণ্ডল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মহাবীর ক্ষত্রিয়গণ মহাবলশালী অভিমন্যুর অদ্ভুত কার্য্য

সন্দর্শন করিয়া এই লোকে দুই অর্জ্জুন আছেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! কৌরবপক্ষীয় সেই সকল সৈন্যগণ অভিমন্যুর শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া মদমত্ত যোষিতের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ সুভদ্রাপুত্র সেই সকল সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত ও মহারথদিগকে বিকম্পিত করিয়া ময়বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় সুহৃদ্‌গণকে আহ্লাদিত করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্য সকল অভিমন্যু কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল।

মহারাজ দুর্য্যোধন মারুতবেগে সমুদ্ধূত সাগর গর্জ্জন সদৃশ কৌরব সৈন্যগণের নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া রাক্ষস অলম্বুষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাক্ষস সত্তম! মহাবাহু অর্জ্জুননন্দন দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায় ও দেবসৈন্য বিদ্রাবী বৃত্রাসুরের ন্যায় একাকী কৌরবসেনাদিগকে বিদ্রাবিত করিয়াছে। তুমি ভিন্ন তাহাকে নিবারণ করিবার অন্য উপায় দেখিতেছি না। অতএব তুমি সত্বরে গমন পূর্ব্বক উহারে পরাভব কর। আমরা মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত একত্রিত হইয়া সংগ্রামে অর্জ্জুনকে নিহত করিব।

রাক্ষসপ্রধান অলম্বুষ কুরুরাজ দুর্যোধনের আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র বার্ষাকালীন বারিদমণ্ডলের ন্যায় ঘোরতর ধ্বনি করত অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল রাক্ষসরাজের সেই ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগসমুদ্ধূত সাগরের ন্যায় দিগ্‌দিগন্তে বিচলিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাশায়ী হইল। হে নরনাথ! সেই সময় রথস্থ মহাবল পরাক্রান্ত সুভদ্রাতনয় সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে সেই রাক্ষসরাজের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রতাপশালী অলম্বুষ অভিমন্যুকে দর্শন করিবামাত্র ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করত বলাসুর যেরূপ দেবসেনার পশ্চাদ্ভাগে ধাবিত হইয়াছিল, সেইরূপ পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যদিগের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এই প্রকারে সেই ঘোররূপী নিশাচররাজ স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র বাণ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবীয় সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত ও বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের সহতীসেনা তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! মাতঙ্গ যেমন কমলবনকে প্রমথিত করে, তদ্রূপ রাক্ষসরাজ অলম্বুষ পাণ্ডবীয় সৈন্যগণকে সংহার করিয়া মহাবলশালী দ্রৌপদীতনয়গণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীপুত্রগণ রাক্ষসকে অবলোকন পূর্ব্বক নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্যাভিমুখে ধাবিত পঞ্চ গ্রহের ন্যায় অলম্বুষের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং যুগান্তকালীন পঞ্চগ্রহ যেরূপ নিশাকরকে নিপীড়িত করে, সেইরূপ তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাপ্রতাপবান্ প্রতিবিন্ধ্য রাক্ষসরাজের উপর লৌহময় সুতীক্ষ্ণ শস্ত্র সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। অলম্বুষ সেই সকল শস্ত্রে ছিন্নবর্ম্ম হইয়া দিনকররঞ্জিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দ্রৌপদীনন্দন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হেম বিচিত্রিত সায়ক সমূহ শরীরে বিদ্ধ হওয়াতে অলম্বুষ দীপ্তশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

পরে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র একত্রিত হইয়া সুবর্ণবিভূষিত শরনিকরে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর্য্যসম্পন্ন অলম্বুষ ক্রুদ্ধ পন্নগোপম সেই সকল শরে নিতান্ত

বিদ্ধ হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ ও অনতিবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইল এবং মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর ক্রোধান্বিত চিত্তে দ্রৌপদীপুত্রগণের শর, ধ্বজ, ও ধনু সকল কর্ত্তন করিয়া ফেলিল। তৎপরে ঐ মহাবীর রথমধ্যে যেন নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া তদীয় অশ্ব ও সারথিগণকে সংহার পূর্ব্বক নানাবিধ সুশাণিত শরদ্বারা পুনরায় তাঁহা-দিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহারথ নিশাচর এইরূপে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে বিরথ করিয়া তাঁহাদিগের বধাভিলাষে দ্রুতবেগে ধাবমান হইল।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনতনয়, পাপাত্মা রাক্ষস দ্রৌপদীর পুত্রদিগকে নিপীড়িত করিতেছে দেখিয়া, অবি-লম্বে তাহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। হে রাজন্! সেই সময় মহাপ্রতাপবান্ অভিমন্যুর সহিত রাক্ষসরাজ অলম্বুষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন কুরুপাণ্ডবীয় মহারথ সকল বৃত্রবাসব সদৃশ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ কালানলসন্নিভ মহাবীরদ্বয় ক্রোধা-রুণনয়নে পরস্পর অবলোকন করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে দেবরাজ ও সম্বরের সংগ্রাম যে প্রকার ভয়ঙ্কর হইয়া-ছিল, এই মহাবীরদ্বয়ের সংগ্রামও সেইরূপ ভীষণ হইয়া উঠিল।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অভিমন্যু মহারথগণকে বিনষ্ট করিতেছেন দেখিয়া, অলম্বুষ কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল? মহারথ অভিমন্যু অলম্বুষের সহিত কি প্রকারে সংগ্রাম করিলেন। এবং মহাবলশালী ভীম, রাক্ষস ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও অর্জ্জুনই বা কি প্রকারে আমার সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন? তুমি তাহা আমার নিকট আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর অলম্বুষ ও অভিমন্যু যে প্রকারে সংগ্রাম করিয়াছিল; অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সমরে যে প্রকার পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার পক্ষীয় বীরগণ নির্ভীকের ন্যায় যে প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন; আমি তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাপ্রতাপবান্ রাক্ষসরাজ অলম্বুষ সিংহনাদসহকারে বারম্বার তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া দ্রুতবেগে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইল। অভিমন্যুও সিংহনাদ করিতে করিতে পিতৃশত্রু রাক্ষসরাজ অলম্বুষের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। অনন্তর দিব্যাস্ত্রবিশারদ মহারথ অভিমন্যু ও মায়াবী রথিশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ উভয়ে দেবদানবের ন্যায় অবিলম্বে সমাগত হইলেন। পরে মহাবীর অভিমন্যু সুতীক্ষ্ণ তিন বাণে রাক্ষসকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। যেমন তোদন দণ্ডে কুঞ্জরকে প্রহার করে, তদ্রূপ ক্ষিপ্রকারী অলম্বুষও ক্রোধান্বিত হইয়া নয় বাণে অভিমন্যুর

বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সহস্র শরে তাঁহাকে ব্যথিত করিল। তখন অভিমন্যু ক্রোধে অধীর হইয়া নয় বাণে রাক্ষসের বক্ষঃস্থল তাড়িত করিলে, ঐ সমস্ত বাণ তাঁহার শরীর ভেদ করিয়া মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল। রাক্ষস শরনিকরে প্রভিন্নগাত্র হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষসমাকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিল এবং সেই হেমপুঙ্খ শরনিকর ধারণ করিয়া শিখাবিশিষ্ট শৈলের ন্যায় অধিকতর শ্রী প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর অমর্ষপরায়ণ অলম্বুষ ক্রোধান্বিত চিত্তে মহেন্দ্র সদৃশ অভিমন্যুকে শরসমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রাক্ষসনির্ম্মুক্ত যমদণ্ড তুল্য শর সকল অভিমন্যুর কলেবর বিদীর্ণ করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল এবং অভিমন্যু-নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত শরনিকরও অলম্বুষের দেহ বিদীর্ণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ ময়দানবকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহবীর অভিমন্যু শর সমূহ দ্বারা অলম্বুষকে সমরে বিমুখ করিলেন। তৎপরে নিশাচর মহীয়সী তামসী মায়া বিস্তার করিলে, সকলেই ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেন; কি অভিমন্যু কি আত্মীয় কি পর কেহই কাহাকেও দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু সেই ঘোর অন্ধকার সন্দর্শন করিয়া অতি দীপ্তিশীল সৌরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন রাক্ষসের মায়া দূরীভূত ও জগৎ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইল। অনন্তর অভিমন্যু ক্রোধান্বিত হইয়া শরসমূহ দ্বারা রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন করত তৎপ্রযুক্ত বহুবিধ মায়া নিবারণ করিলেন। রাক্ষসরাজ মায়াবিহীন ও শরনিকরে একান্ত আহত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে রথ পরিহার পূর্ব্বক পলায়ন করিল। এই প্রকারে সেই কূটযোধী অলম্বুষ পরাজিত

হইলে, মহাবীর অভিমন্যু কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন মদান্ধ বন্য হস্তী পদ্মবন মর্দ্দন করিতেছে।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম সৈন্যদিগকে সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া, অভিমন্যুকে শরজাল দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ একমাত্র অভিমন্যুর চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অর্জ্জুনপরাক্রম ও বাসুদেব সদৃশ বলবীর্য্যশালী মহাবীর অভিমন্যু পিতা ও মাতুলের ন্যায় নানাবিধ কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর্য্যসম্পন্ন ধনঞ্জয় কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিধন করিবার নিমিত্ত অভিমন্যুর সমীপে গমন করিলেন। রাহু যেরূপ দিবাকরকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মহাবীর ভীষ্ম ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ রথ, হস্তী ও অশ্বগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরাও অর্জ্জুনকে পরিবৃত করিয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃপাচার্য্য শান্তনুতনয়ের অগ্রবর্ত্তী অর্জ্জুনকে পঞ্চবিংশতি সায়ক দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। শার্দ্দূল যেরূপ মাতঙ্গের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ সাত্যকি পাণ্ডবদিগের হিতসাধনার্থ কৃপের প্রতি গমন করিয়া সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য ও ক্রোধান্বিতচিত্তে অবিলম্বে কঙ্কপত্রযুক্ত নয় শরে সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে সাত্যকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ করত গৌতমান্তকর এক শর নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণতনয় সেই ইন্দ্রাশনিসন্নিভ শরকে মহাবেগে

আপতিত দেখিয়া ক্রোধাবেশে দুই খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন।

তখন মহারথ সাত্যকি কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া আকাশমণ্ডলে রাহু যেরূপ শশধরের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। সাত্যকি তৎক্ষণাৎ অন্য এক ভারসহ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ষষ্টিসংখ্যক শর দ্বারা দ্রোণাত্মজের দুই বাহু ও হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে অশ্বত্থামা নিতান্ত ব্যথিত ও ক্ষণকাল বিমোহিত হইয়া ধ্বজদণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক রথোপস্থে উপবেশন করিলেন। পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে পুনর্ব্বার সাত্যকিকে এক নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলে, ঐ নারাচ সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া বসন্তকালে বলবান্ সর্পশিশুর বিল প্রবেশের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর তিনি অপর এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। এবং প্রাবৃট্কালীন জলদজাল যেরূপ প্রভাকরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরজালে সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে মহারাজ! সাত্যকিও সেই সকল শর নিবারণ পূর্ব্বক শরসমূহ দ্বারা অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিয়া মেঘজালবিনির্ম্মুক্ত তপনের ন্যায় তাঁহাকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার সমুদ্যত হইয়া সহস্র সহস্র শর দ্বারা তাঁহাকে পরিব্যাপ্ত করিলেন।

মহাপ্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য, পুত্র অশ্বত্থাকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় অবলোকন করিয়া সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শরপীড়িত অশ্বত্থামাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন সাত্যকিও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া লৌহময় বিংশতি শরে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর অমেয়াত্মা অর্জ্জুন ক্রোধপরবশ হইয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই প্রকারে মহাবীর দ্রোণ ও অর্জ্জুন উভয়ে সংগ্রামে সমবেত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহের ন্যায় পরম শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

ত্র্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও অর্জ্জুন এই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরদ্বয় কি প্রকারে যুদ্ধস্থলে সমাগত হইলেন? অর্জ্জুন ধীমান্ দ্রোণাচার্য্যের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং দ্রোণাচার্য্যও অর্জ্জুনের নিতান্ত প্রীতিভাজন; অতএব প্রমত্ত কেশরীর ন্যায় ঐ মহাবীরদ্বয় কি প্রকারে উভয়ে সমাগত হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! ভরদ্বাজাত্মজ দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে প্রীতিভাজন বলিয়া বোধ করেন না; অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে দ্রোণাচার্য্যকে গুরু বলিয়া মান্য করেন না। ক্ষত্রিয়েরা কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করেন না; তাঁহারা মর্য্যাদাশূন্য হইয়া পিতা ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যকে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু দ্রোণ সেই সকল শর অর্জ্জুন চাপবিনির্ম্মুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া গহন বনে অতি প্রবৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং শরবৃষ্টি দ্বারা অর্জ্জুনকে পরিব্যাপ্ত করিতে লাগিলেন। পরে রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের প্রাষ্ণি-

গ্রহণের নিমিত্ত সুশর্ম্মাকে প্রেরণ করিলেন। ত্রিগর্ত্তেশ্বর সুশর্ম্মা স্বীয় পুত্র সমভিব্যাহারে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসন আকর্ষণ করত শরনিকর দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নির্ম্মুক্ত সেই সকল সায়কনিচয় শরৎকালে গগনবিহারী হংসশ্রেণীর ন্যায় নভস্থলে শোভমান হইতে লাগিল। যেমন পক্ষিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইয়া সুস্বাদু ফলে অবনত বৃক্ষে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সকল শরনিকর চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিয়া অর্জ্জুনশরীরে প্রবিষ্ট হইল। মহারথ পার্থ সিংহনাদ করিয়া সপুত্র ত্রিগর্ত্ত-রাজকে শরসমূহে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও প্রলয়কালীন কালস্বরূপ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিধ্যমান হইয়াও জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পার্থের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহার প্রতি অনবরত শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত সকল যেরূপ জলবর্ষণ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জ্জুন শরনিকর দ্বারা শর বর্ষণ ধারণ করিলেন। তখন আমরা তাঁহার লঘুহস্ততা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি একাকী পবনের মেঘমণ্ডল অপসরণের ন্যায় বহু যোধবিনির্ম্মুক্ত দুর্নিবার শরবৃষ্টি নিবারণ করিলেন। তখন দেব দানবগণ তাহার তাদৃশ কার্য্য অবলোকন করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর মহাবীর পার্থ ক্রোধপরবশ হইয়া সৈন্যদিগের প্রতি বায়ব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে প্রবল বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া নভস্থল ক্ষুভিত, তরু সকল নিপাতিত ও সৈনিকদিগকে নিহত করিতে লাগিল! হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য সেই সুদারুণ বায়ব্যাস্ত্র অবলোকন করিয়া ভয়ানক শৈলাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বায়ু প্রশান্ত ও দশ দিক্ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তৎপরে বীরাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন

ত্রিগর্ত্তরাজের রথীদিগকে নিরুৎসাহ, পরাক্রমবিহীন ও রণ-পরাঙ্মুখ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, কাম্বোজ-রাজ সুদক্ষিণ, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, ও বাহ্লিক-গণের সহিত রাজা বাহ্লিক রথ সমূহে ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। মহারথ পরাক্রান্ত শ্রুতায়ু ও ভগদত্ত গজসৈন্য দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবারিত করিলেন। ভূরিশ্রবা, শল, ও সুবলতনয় শরনিকর দ্বারা মাদ্রী পুত্রদ্বয়কে নিবারণ করিলেন। ভীষ্ম সসৈন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সহিত সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন।

হে নরনাথ! মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর গজসৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া কাননস্থিত মৃগরাজের ন্যায় সৃক্কণী পরিলেহন করিতে করিতে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আপনার সৈন্যদিগকে ভয়ে নিতান্ত অভিভূত করিলেন। তখন গজারোহী যোদ্ধা সকল তাঁহাকে গদাহস্ত অবলোকন করিয়া যত্ন সহকারে চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। সেই সময় দিবাকর যেমন মেঘ মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিরাজিত হন, তদ্রূপ ভীমসেন গজসৈন্য মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বিরাজিত হইয়া, পবনের জলদজাল পরিচালনের ন্যায় গদা দ্বারা সেই সকল গজ সৈন্যকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। দন্তিসকল মহাবীর ভীমসেন কর্ত্তৃক বধমান হইয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভীমসেনও রণমধ্যে মাতঙ্গগণের দশন দ্বারা বিদারিত হইয়া পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। পরে তিনি কোন কোন হস্তীর দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক সেই দন্তদ্বারা দণ্ডধারী কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের কুম্ভ সমাহত করত ভূমিতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন; এবং মেদ

মজ্জায় অবলিপ্ত ও শোণিতাক্ত শরীর হইয়া রুধিররঞ্জিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রুদ্রদেবের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরে হতাবশিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল স্বীয় সেনাদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কৌরব পক্ষীয় সৈণ্যগণ ও পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল।

চতুরধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ঐ দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে সোমকগণের সহিত ভীষ্মের লোকক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহারথ ভীষ্ম শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডব-সৈন্যগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যেরূপ গো সকল ছিন্ন ধান্যরাশি মর্দ্দন করে, সেইরূপ দেবব্রত ভীষ্ম পাণ্ডবসৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ ভীষ্ম সমীপে গমন পূর্ব্বক শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে আহত করিতে লাগিলেন। শত্রুন্তপ ভীষ্ম তিন তিন শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাটকে বিদ্ধ করত মহা-রাজ দ্রুপদের প্রতি এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মহারথগণ ভীষ্মাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া পাদস্পৃষ্ট ভুজঙ্গমের ন্যায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিখণ্ডী পিতামহ ভীষ্মকে অনবরত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর ভীষ্ম তাহার স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাহার প্রতি কোন অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে অতি-মাত্র প্রজ্বলিত হইয়া অনল সদৃশ তিন সায়ক দ্বারা ভীষ্মের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন এবং মহারথ দ্রুপদ পঞ্চ-

বিংশতি, বিরাট দশ ও শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! মহারথ ভীষ্ম তাহাতে অতিমাত্র বিদ্ধ ও রুধির পরিপ্লুত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পপরিপূর্ণ রক্তাশোক তরুর ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি শিখণ্ডী ব্যতীত আর আর সকলের প্রত্যেককে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ল দ্বারা দ্রুপদের শরাসন ছেদন করিলেন। দ্রুপদরাজ অন্য শরাসন গ্রহণ করত সুশাণিত পঞ্চ বাণ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন।

তখন ভীমসেন, দ্রৌপদীনন্দনগণ, কেকয়গণ ও সাত্বত সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনারপক্ষীয় সমস্ত বীরগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবসেনার প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই সময়ে উভয় পক্ষের মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী ও রথীর তুমুল সংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইল। রথী রথীর সহিত, হস্তী হস্তীর সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত, সাদী সাদির সহিত ও অন্যান্য মনুষ্য মনুষ্যের সহিত পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া যম রাষ্ট্র বর্দ্ধন করিতে লাগিল। হে রাজন্! স্থানে স্থানে রথ সমুদয় বহুবিধ দারুণ শরাঘাতে হত সারথি ও রথি বিহীন হইয়া সমর ভূমির চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। তৎকালে দেখিলাম, ঐ মারুতগামী গন্ধর্ব্বনগর সদৃশ রথ সকল মনুষ্য ও অশ্বগণকে মর্দ্দন পূর্ব্বক বায়ুবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। হে ভূপাল! বৃহস্পতি সদৃশ নীতি বিশারদ, কুবের সদৃশ সম্পত্তিশালী ও ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্যসম্পন্ন, উষ্ণীষ ও কাঞ্চনাঙ্গদবিভূষিত দেবপুত্র সদৃশ রথী ভূপালগণ রথ বিহীন হইয়া প্রাকৃত ন্যায় মানবের

ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিলেন। দন্তিগণ আরোহি বিহীন হইয়া স্বপক্ষীয় সেনাগণকে বিমর্দ্দিত করত মহাশব্দে নিপতিত হইতে লাগিল। নবজলধর সদৃশ মাতঙ্গগণ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করত অতিবেগে ধাবমান হইল। তাহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম, চামর, পতাকা, হেমদণ্ড, ছত্র ও শাণিত তোমর সকল চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তাহাদিগের আরোহিগণ গজ বিহীন হইয়া সেই তুমুল সমরক্ষেত্রে ধাবমান হইতে লাগিল। নানাদেশীয় শত শত সহস্র সহস্র সুবর্ণবিভূষিত অশ্বগণকে বায়ুবেগে ধাবমান হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। অশ্ব সকল নিহত হইলে তাহাদিগের আরোহিগণ অসি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং দ্রবমাণ ও অনেকে অন্য কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। কোন কোন হস্তী ধাবমান রথ, পদাতি ও অশ্বগণকে মর্দ্দিত করত অন্য হস্তীর সহিত মিলিত হইয়া গমন করিতে লাগিল। রথ সমুদয় ভূপতিত অশ্ব সকলকে ও অনেক অশ্ব মনুষ্যদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। এই প্রকারে পরস্পর মর্দ্দিত হইতে লাগিল। সেই প্রকার ভীষণ সংগ্রামে শোণিত ও অস্ত্র সমূহের তরঙ্গসঙ্কুলা ভয়ঙ্কর নদী সমুৎপন্ন হইল। অস্থিরাশি উহার সংবাধ, কেশকলাপ শৈবাল, ভগ্ন রথ সমুদয় হ্রদ, বাণ সকল আবর্ত্ত, অশ্ব সকল মীন, মস্তক সকল উপল, হস্তী সকল উহার গ্রাহ, কবচ ও উষ্ণীষ সমুদয় উহার ফেন, শরাসন সকল উহার বেলাভূমি, অসি সকল উহার কচ্ছপ ও মাংসাশী প্রাণিগণ উহার বক এবং পতাকা ও ধ্বজ সকল উহার তীরস্থ বৃক্ষ স্বরূপ হইল। ঐ নদী যমরাজ্য রূপ সাগর বর্দ্ধন করিতে লাগিল। শৌর্য্যশালী মহারথ ক্ষত্রিয়গণ ভয় পরিহার পূর্ব্বক অশ্ব, হস্তী ও রথ স্বরূপ ভেলা দ্বারা ঐ নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। যেরূপ বৈতরণী নদী মৃত ব্যক্তিকে যমরাজ্যে উপ-

নীত করে, সেইরূপ ঐ শোণিতনদী ভীরু ব্যক্তিদিগকে বাহিত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ সেই মহাহত্যাকাণ্ড দর্শন করত চীৎকাররবে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! "ক্ষত্রিয়কুল দুর্য্যোধনের দোষেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রই বা কি নিমিত্ত লোভে বিমোহিত ও পাপ-পরায়ণ হইয়া গুণশালী পাণ্ডুনন্দনগণের দ্বেষ্টা হইলেন?" হে মহারাজ! এইরূপ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের প্রশংসা ও আপনার পুত্রগণের নিন্দাসূচক বহুবিধ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর সকলের নিকট অপরাধী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমুদয় যোধগণের ঐ রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর, বিলম্ব করিতেছ কেন? হে রাজন্! অনন্তর কুরুপাণ্ডবদিগের সেই দ্যূতক্রীড়া নিবন্ধন মহা হত্যাজনক ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে ভূপতে! পূর্ব্বে মহানুভবগণ আপনাকে নিষেধ করিলেও যে আপনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, এক্ষণে তাহারই প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করুন। সংগ্রামে পাণ্ডব, কৌরব, কি তাঁহাদিগের সৈন্য বা অনুগত ব্যক্তিরা কেহই কাহার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন না। আপনি যে পূর্ব্বে কাহারও নিষেধ বাক্য শ্রবণ করেন নাই সেই নিমিত্তই হউক, আর দৈব বশতই হউক অথবা আপনার অনীতি বশতই হউক এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর স্বজনক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! নরপুঙ্গব ধনঞ্জয় সুশর্ম্মার অনুচর ক্ষত্রিয়গণকে নিশিত শর প্রহারে যমসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মা সপ্ততি শরে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন সুশর্ম্মাকে শরসমূহ দ্বারা নিবারিত করিয়া তদীয় যোধগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মার অবশিষ্ট যোধগণ প্রলয়-কালীন কৃতান্তসদৃশ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক বিধ্যমান হইয়া ভয়ে পলা-য়ন করিল। কেহ কেহ অশ্ব, কেহ কেহ রথ ও কেহ কেহ গজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে অশ্ব, হস্তী ও রথ লইয়াই সত্বর ধাবমান হইল। অনেক পদাতি সেই মহারণে শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাহারও অপেক্ষা না করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও অন্যান্য ভূপালগণ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেও তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

হে নরপতে! দুর্য্যোধন সেই সমস্ত সৈন্যকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সকল সৈন্যের পুরোবর্ত্তী হইয়া ভীষ্মকে অগ্রসর করত সুশর্ম্মার জীবন রক্ষার্থে মহোদ্যোগ সহকারে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন কেবলদুর্য্যোধন ভ্রাতৃ-গণের সহিত বহুবিধ বাণ বিকীর্ণ করিয়া অর্জ্জুনের সংগ্রামে অবস্থিত হইলেন। অন্যান্য মানবগণ পলায়ন করিল। পাণ্ডবগণও উদ্যোগ সহকারে অর্জ্জুনের রক্ষার্থ ভীষ্মসমীপে গমন করিলেন। তাঁহারা গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের বলবিক্রম অবগত হইয়াও উৎসাহের সহিত হাহাকার শব্দে তাঁহাকে

চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করত ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন। অনন্তর তালকেতু মহাশূর ভীষ্ম সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিলেন।

হে রাজন্! এইরূপে মধ্যাহ্ন সময়ে কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাশূর সাত্যকি কৃত-বর্ম্মাকে পঞ্চ শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র সায়ক বর্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রুপদরাজ দ্রোণাচার্য্যকে প্রথমতঃ শাণিত বহু শরে বিদ্ধ করত পুনরায় সপ্ততি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পঞ্চ শর দ্বারা তদীয় সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ভীমসেন রাজা বাহ্লিককে সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া কাননস্থ শার্দ্দূলের ন্যায় মহা নিনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনতনয় চিত্রসেন কর্ত্তৃক বহু শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া তিন শর দ্বারা চিত্র-সেনের হৃদয় দৃঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! যেরূপ নভোমণ্ডলে বুধ এবং শনৈশ্চর গ্রহ দীপ্তি পাইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই মহাবীরদ্বয় সমরক্ষেত্রে সেইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগি-লেন। বীরঘাতী অভিমন্যু নয় শরে চিত্রসেনের অশ্বচতুষ্টয় ও তাঁহার সারথিকে নিহত করিয়া মহা নিনাদ করিতে লাগি-লেন। হে ভূপাল! মহারথ চিত্রসেন অশ্ব বিহীন রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সত্বর দুর্ম্মুখের রথে আরোহণ করি-লেন। পরাক্রমশালী আচার্য্য দ্রোণ নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা দ্রুপদকে বিদ্ধ করিয়া সত্বর তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদরাজ সৈন্যগণের সমক্ষে দ্রোণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া পূর্ব্ব বৈরিতা স্মরণ পূর্ব্বক বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করত সমরস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। ভীমসেন সৈন্যগণের সাক্ষাতে মুহূর্ত্তমধ্যে বাহ্লিককে অশ্ব, সারথি ও রথ বিহীন করিলেন। হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ বাহ্লিক সংশয়াপন্ন, ভীত

ও ত্বরান্বিত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক লক্ষ্মণের রথে আরোহণ করিলেন। সাত্যকি বহু শরে কৃতবর্ম্মাকে নিবারিত করত ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া ষষ্টিসংখ্যক শাণিত লোমবাহী শরে ভরতকুলপাবন ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন এবং মহাধনু বিকম্পিত করত যেন রথোপস্থে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পিতামহ ভীষ্ম হেমবিচিত্র মহাবেগশীল নাগ কন্যা সদৃশী উৎকৃষ্ট মহাশক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাযশা সাত্যকি সেই মৃত্যুকল্প দুর্জ্জেয় মহাশক্তিকে সহসা আপতিত দেখিয়া ক্ষিপ্রকারিতা দ্বারা উহা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন তখন সেই মহাপ্রভা সম্পন্না শক্তি মহোল্কার ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইল। অনন্তর সাত্যকি মহাবেগশালিনী স্বীয় শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষ্মের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকির বাহুবলনিক্ষিপ্ত সেই শক্তি মানবগণের প্রতি ধাবমান কালরাত্রির ন্যায় বেগে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। শান্তনুনন্দন সেই শক্তিকে সহসা আপতিত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ দুই ক্ষুরপ্রাস্ত্র উহা দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন। তখন সেই শক্তি ভূতলে বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত হইল। পরে বীরঘাতী ভীষ্ম ক্রোধভরে সেই শক্তি ছেদন করত সহাস্যবদনে নয় শরে সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! পরে পাণ্ডবগণ ভীষ্ম হইতে সাত্যকির পরিত্রাণার্থ রথ, হস্তী ও অশ্বের সহিত ভীষ্মকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর পরস্পর জয়াভিলাষী কৌরব ও পাণ্ডবগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ষড়ধিক সপ্ততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন শান্তনু-তনয়কে বর্ষাকালীন জলদজালসংবৃত দিবাকরের ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবৃত দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে ভ্রাত! ঐ দেখ, অরিনিসূদন মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃতঃ হইয়াছেন। এক্ষণে ঐ মহাবীর ভীষ্মকে রক্ষা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতামহকে রক্ষা করিতে পরিলে, উনি সপাঞ্চাল পাণ্ডবগণকে নিহত করিবেন। মহাব্রত পিতামহ সমরে দুষ্করকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং উনি আমাদিগের গোপ্তা; অতএব তুমি সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া উহাঁকে রক্ষা কর। দুঃশাসন মহাবীর দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট ও মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন রথিপ্রধান শকুনি বিমল প্রাস, ঋষ্টি ও তোমরধারী, সুশিক্ষিত সমরবিশারদ বীরগণ কর্ত্তৃক সমারূঢ়, মহাবেগশালী, পতাকা সুশোভিত শতসহস্র অশ্ব লইয়া নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজের চতুর্দ্দিক্ পরিষ্টেন করত তাঁহাদিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের নিবারণার্থ অযুত সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অশ্বগণ গরুড়ের ন্যায় সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র তাহাদিগের খুরাঘাতে ধরাতল কম্পিত ও ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের খুরশব্দ পর্ব্বতস্থ দহ্যমান বংশবনের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। তাহাদিগের খুরসমুৎপন্ন ধূলিপটল গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিল। যেরূপ বেগ-

শালী হংস সকল নিপতিত হইলে মহাসরোবর ক্ষোভিত হয়, সেইরূপ অশ্বগণ পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সৈন্যগণ ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। অশ্বগণের হেষারবে আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না।

বেলা যেরূপ বর্ষাকালীন পৌর্ণমাসীতে সমুদ্ধত মহাসাগরের বেগ অবরোধ করে, সেইরূপ রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীপুত্রদ্বয় অশ্বারোহিগণের বেগ নিবারণ করিয়া সমুন্নতপর্ব্ব শর ও প্রাস সমূহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহিগণ পাণ্ডবশরে নিহত হইয়া পর্ব্বতগহ্বরস্থিত নাগনিহত মহানাগের ন্যায় পতিত হইল। তাহাদের মস্তক সকল বৃক্ষ হইতে পরিভ্রষ্ট তাল ফলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক অশ্ব আরোহীর সহিত নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে দৃষ্ট হইল। অশ্বগণ পাণ্ডবশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সিংহসমাক্রান্ত মৃগযূথের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবগণ সমরে বিপক্ষগণকে পরাজিত করিয়া ভেরীশব্দ ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সাদিসৈন্যগণকে পরাজিত দেখিয়া মদ্ররাজ শল্যকে কহিলেন, হে রাজন্! ঐ দেখ, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যমজ অনুজদ্বয়ের সহিত আমাদিগের সমক্ষেই মদীয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। হে মহাভাগ! আপনার বলবিক্রম লোকে প্রসিদ্ধ, অতএব বেলাভূমি যেরূপ সমুদ্রকে প্রতিহত করে, সেইরূপ আপনি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে নিবারিত করুন।

হে মহারাজ! মহাপ্রতাপশালী শল্য রাজা দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করিলেন। তখন পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির শল্যের

সৈন্য সমুদয়কে মহাবেগে আপতিত দেখিয়া তাহাদিগকে অনায়াসে নিবারিত করত সত্বরে দশ বাণে মদ্ররাজের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তর বিদ্ধ করিলেন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মদ্ররাজও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে তিন তিন বাণে আহত করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে শাণিত ষষ্টি শরে এবং নকুল ও সহদেবকে সুশাণিত দুই দুই শরে বিদ্ধ করিলেন।

হে রাজন্! পরবীরঘাতী মহাবাহু ভীমসেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৃত্যুমুখপ্রবিষ্টের ন্যায় মদ্ররাজের বশবর্ত্তী দেখিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। দিবাকর পশ্চিম দিগবলম্বী হইলে, তাঁহাদিগের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ক্রোধান্বিত হইয়া সুশাণিত শরসমূহে সসৈন্য পাণ্ডবগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি ভীমকে দ্বাদশ, সাত্যকিকে নয়, নকুলকে তিন ও সহদেবকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্বয়ে ও বক্ষঃস্থলে দ্বাদশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তখন নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ততি, ভীমসেন সাত ও যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বাণে ভীষ্মকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। মহাবলশালী দ্রোণাচার্য্য সাত্যকি ও ভীমসেনকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও তোদনদণ্ড দ্বারা মহাগজ বিদ্ধের ন্যায় তিন তিন বাণে দ্রোণকে

প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতিদেশীয় যোদ্ধাগণ শরনিকরে সমাহত হইয়াও ভীষ্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন না। নানাদেশসমাগত অন্যান্য মহীপালগণ বিবিধ শস্ত্রহস্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের অভিমুখীন হইলেন, তখন পাণ্ডবেরা পিতামহকে পরিবেষ্টন করিলেন।

তখন রথ সমূহে পরিবৃত অপরাজিত ভীষ্ম, দাবাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথ ঐ ভীষ্মাগ্নির গৃহ,কার্ম্মুক শিখা,অসি, গদা ও শক্তি ইন্ধন এবং শরনিকর স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ হইল, তিনি গৃদ্ধ পক্ষবিরাজিত হেমপুঙ্খ সুশাণিত ইষু, কর্ণী,নালীক ও নারচ দ্বারা সকল পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়া সুতীক্ষ্ণ বাণ সমূহে রথের ধ্বজ সকল পাতিত করত রথনিচয় মুণ্ডিত তালবনের ন্যায় করিলেন। পরে রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গদিগের আরোহিগণকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। প্রাণিগণ তাঁহার জ্যা তলধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! মহাবীর শান্তনুতনয়ের অব্যর্থ সায়ক সকল শরাসন হইতে বিনির্গত হইয়া শত্রুপক্ষীয় যোধগণের বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। অনন্তর দেখিলাম, মহাবেগশালী অশ্বগণ রথিশূন্য রথ সকল আকর্ষণ করিয়া রণাঙ্গনে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। চেদি, কাশি ও 'করূষ' দেশীয় মহাবংশসম্ভূত সমরে অপরাঙ্মুখ বিখ্যাত চতুর্দ্দশ সহস্র মহারথ সুবর্ণনির্ম্মিত ধ্বজে শোভমান ও দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্যাদিতানন কৃতান্ত সদৃশ ভীষ্মের সহিত সমাগত হইবামাত্র অশ্বগজ সমভিব্যাহারে পরলোকে গমন করিতে লাগিলেন। শত শত ও সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির রথের যুগকাষ্ঠ ও উপকরণ এবং কোন

কোন ব্যক্তির চক্র সকল ভগ্ন হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। ভগ্ন রথ ও বরূথ, ছিন্ন শর, কবচ, পট্টিশ, গদা ও ভিন্দিপাল, ভগ্ন তূণীর, চক্র ও খড়্গ, কুণ্ডল সুশোভিত আনন, তলত্রাণ, অঙ্গুলিত্রাণ এবং নিপাতিত ধ্বজ সমূহে সমরক্ষেত্র সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। শত শত ও সহস্র সহস্র মাতঙ্গ ও তুরঙ্গম আরোহীর সহিত নিহত হইল; মহারথ সকল শান্তনুতনয়ের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন পাণ্ডবেরা কোন রূপেই তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। হে ভারত! তৎকালে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাসৈন্য মহেন্দ্র সদৃশ মহাবীর ভীষ্মের শরাঘাতে এরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল যে, দুই জন একত্র হইয়া পলায়ন করিতে পারিল না। রথ, করী, অশ্ব, পদাতি ও ধ্বজ সঙ্কুল পাণ্ডবীয় সৈন্য সকল বিচেতনপ্রায় হইয়া হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। দৈবদুর্বিপাক হেতু পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও বন্ধু প্রিয়বন্ধুকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। যুধিষ্ঠিরের অন্যান্য সৈন্য সকল কবচ পরিহার করিয়া বিকীর্ণকেশে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে; রথের যুগন্ধর সকল উদ্ভ্রান্ত হইতেছে এবং রণভূমিস্থ সৈন্য সকল আর্ত্তনাদ করিতেছে দৃষ্টিগোচর হইল।

মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া রথবেগ নিবারণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! এই তোমার অভিলষিত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; আর বিমোহিত হইও না। হে নরব্যাঘ্র! তুমি পূর্ব্বে বিরাট নগরে রাজসমাজে সঞ্জয়ের সমীপে কহিয়াছিলে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় সৈনিকগণ আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তাহাদিগকে সমূলে নিহত

করিব, এক্ষণে সেই বাক্য সফল কর। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সন্তাপ পরিহর পূর্ব্বক সমরোদ্যত হও।

অর্জ্জুন বাসুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যক্ ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত অধোমুখে অনিচ্ছা পূর্ব্বক কহিলেন, হে হৃষীকেশ! অবধ্যদিগকে বধ করিয়া নরকের হেতুভূত রাজ্যভার গ্রহণ করা অপেক্ষা বরং বনবাস জন্য দুঃখ পরম্পরা ভোগ করাই শ্রেয়স্কর। যাহা হউক, অশ্ব চালনা কর। তোমার বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে; কুরুপিতামহ দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে যুদ্ধে নিপাতিত করিব।

তখন হৃষীকেশ সূর্য্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য শান্তনুতনয়ের নিকট সুবর্ণপ্রভ অশ্বগণকে পরিচালনা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্য সকল মহাবাহু পার্থকে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। পরে মহাবীর ভীষ্ম বারম্বার সিংহনাদ করত শর বৃষ্টি দ্বারা পার্থের রথ অচ্ছাদিত করিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই রথ,অশ্ব ও সারথি তাঁহার শরবর্ষণে এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, আর কিছুই অবগত হইতে পারা গেল না। অকুতোভয় বাসুদেব সত্বর হইয়া ধৈর্য্যসহকারে ভীষ্মশরাহত অশ্বদিগকে চালনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর পার্থ জলদগম্ভীরনিস্বন দিব্য শরাসন ধারণ করিয়া সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা ভীষ্মের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় তৎক্ষণাৎ অন্য এক বৃহৎ শরাসন ধারণ পূর্ব্বক তাহাতে জ্যারোপণ করিবামাত্র ধনঞ্জয় ক্রোধান্বিত চিত্তে তাহা অবিলম্বে ছেদন করিলেন। তখন ভীষ্ম "সাধু অর্জ্জুন সাধু," এই বলিয়া তাহার হস্তলঘুতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় এক মনোহর শরাসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার রথের উপর শর সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুদেব মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক

ভীষ্মনির্ম্মুক্ত শরনিকর ব্যর্থ করিয়া অশ্বপরিচালনে অতিশয় বল বিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বাসুদেব ও অর্জ্জুন ভীষ্মশরে ছিন্ন কলেবর হইয়া শৃঙ্গ ক্ষত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিলেন।

মহারাজ! অর্জ্জুন মৃদুভাবে সংগ্রাম করিতেছেন এবং ভীষ্ম অবিরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যস্থলে আগমন করত প্রতাপশীল আদিত্যের ন্যায় সন্তপ্ত হইয়া পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণকে নিহত করিয়া যেন প্রলয়কাল উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া মহাবাহু বাসুদেব সহ্য করিতে পারিলেন না; সুতরাং অর্জ্জুনের রজতবর্ণ অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কশাহস্তে মুহুর্ম্মুহু সিংহনাদ করত ক্রোধভরে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ ক্রোধারুণলোচন অমিতদ্যুতি প্রতাপবান্ মহাযোগীর পদভরে পৃথিবীমণ্ডল বিদারিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! তদ্দর্শনে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণের হৃদয়ে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইতে লাগিল। মহারাজ বাসুদেবের সহিত ভীষ্মের সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, "ভীষ্ম হত হইলেন ভীষ্ম হত হইলেন" এইরূপ উচ্চ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। পীতকৌষেয়বসন মরকতকান্তি কৃষ্ণমাতঙ্গের অভিমুখীন সিংহের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে মহাবীর শান্তনুতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম মহাত্মা বাসুদেবকে সংগ্রামে আগমন করিতে দেখিয়া ত্বরায় সুরুচির শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক অভ্রান্তচিত্তে কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার; এস, অদ্য আমাকে এই মহা সংগ্রামে নিপাতিত কর; তুমি আমাকে নিহত করিলে, আমি অব-

শ্যই শ্রেয়োলাভ করিব। ত্রিভুবনমধ্যে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছি; আজি তুমি আমাকে সংগ্রামে প্রহার কর। হে অনঘ! আমি তোমার ভৃত্য।

এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার বাহুদ্বয় ধারণ করিলেন। রাজীবলোচন বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াও তাঁহাকে লইয়াই মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দশ পদ গমন করিলে, মহাবাহু ধনঞ্জয় হস্ত দ্বারা চরণযুগল ধারণ করিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর পরবীরঘাতী পার্থ নিতান্ত কাতর হইয়া রোষাকুলিতলোচন সর্প সদৃশ নিঃশ্বস্ত কৃষ্ণকে প্রণয়পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! নিবৃত্ত হও; তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, আমি যুদ্ধ করিব না, এক্ষণে সেই বাক্য মিথ্যা করিও না; তাহা হইলে, লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। আমার প্রতি সমস্ত ভার সমর্পিত আছে; অতএব আমিই পিতামহ ভীষ্মকে সমরে নিহত করিব। আমি শস্ত্র, সত্য ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিতেছি যে, আমি সংগ্রামে শত্রুগণকে সমূলে বিনাশ করিব। দেখ, প্রলয়কালীন শশধরের ন্যায় অদ্যই দুর্জ্জয় মহারথ ভীষ্মকে নিপাতিত করিতেছি।

বাসুদেব মহানুভব ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র না বলিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন। এই প্রকারে মাধব ও অর্জ্জুন রথে আরোহণ করিলে, মহারথ ভীষ্ম জলধরের জলধারায় পর্ব্বতাচ্ছাদনের ন্যায় শর সমূহ দ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন। দিবাকর যেরূপ বসন্তকালে করনিকর দ্বারা যাবতীয় পদার্থের তেজ হরণ করেন, তদ্রূপ তিনি শরনিকর দ্বারা যোধবর্গের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ যেরূপ কৌরবীয় সৈন্যদিগকে

ভগ্ন করিতেছিলেন, তদ্রূপ তিনিও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে প্রলায়িত, নিরুৎসাহ, দুর্ম্মনায়মান, শত শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক আহত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রদীপ্ত, অলৌকিক পরাক্রম, দুষ্করকর্ম্মা ভীষ্মকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইতে লাগিলেন।

হে ভারত! পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য সকল ভীষ্ম কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া পঙ্কনিমগ্ন গোসমূহের ন্যায়, উৎপীড়িত পিপীলিকার ন্যায় ও বলবান্ ব্যক্তির সংগ্রামে দুর্বল ব্যক্তির ন্যায় অশরণ হইয়া দুর্জ্জয় ভীষ্মের উপর কটাক্ষপাত করিতেও পারিল না। মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় সায়করূপ কিরণ দ্বারা দিবাকরের ন্যায় মহীপালদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে পাণ্ডবদিগের মহাসৈন্য পিতামহ ভীষ্ম কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল। তখন ভগবান্ সূর্য্যদেব অস্তগিরিশিখরে গমন করিলেন। সৈন্যগণ নিতান্ত শ্রমাতুর হইয়া অবহারের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইলে, আর যুদ্ধ ব্যাপারের কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সন্ধ্যা সময়ে স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে মহারথ ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও অস্ত্র শস্ত্র পরি-

ত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন পর এবং সোমকগণকে সমরে পরাজিত ও নিরুৎসাহ অবলোকন পূর্ব্বক সাতিশয় চিন্তিত হইয়া সৈন্যগণকে অবহার করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের অবহার হইলে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণেরও অবহার হইল। তখন মহারথগণ ক্ষত বিক্ষত শরীরে শিবিরে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণ ভীষ্মশরে নিপীড়িত হইয়া ভীষ্মের সমরনৈপুণ্য চিন্তা করত শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। হে ভারত! তখন ভীষ্ম আপনার তনয়গণ কর্ত্তৃক পূজিত ও বেষ্টিত হইয়া শিবিরে গমন করিলেন।

অনন্তর জীবগণের মোহকরী ভয়ঙ্করী বিভাবরী সমুপস্থিত হইল; সেই নিশামুখে দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বৃষ্ণিবংশীয়-দিগের সহিত আপনাদিগের শ্রেয়ঃ সাধনের নিমিত্ত সুস্থির-চিত্তে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহি-লেন, হে বাসুদেব! মহাবল ভীষ্ম হস্তীর নলবন মর্দ্দনের ন্যায় আমার সৈন্যগণকে মর্দ্দন করিতেছেন; মহাবল সেই প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় আমার সৈন্যগণকে গ্রাস করিতে-ছেন। তাঁহাকে দর্শন করিতেও আমাদিগের সাহস হয় না, সমর স্থলে মহা প্রতাপশালী তীক্ষ্ণাস্ত্রসম্পন্ন পিতামহ ক্রোধভরে শরাসন ধারণ পূর্ব্বক মহানাগ তক্ষক সদৃশ হইয়া শাণিত শরসমূহ বর্ষণ করিয়া থাকেন। ক্রোধপরায়ণ কৃতান্ত, বজ্রধর পুরন্দর, পাশহস্ত বরুণ ও গদাধারী কুবেরকেও জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু মহাসংগ্রামে ক্রোধপরবশ ভীষ্মকে কদাচ পরাজয় করিতে পারা যায় না। অতএব হে বাসুদেব! আমি সমরে ভীষ্মের নিমিত্ত সাতিশয় ভীত হইতেছি, ভীষ্ম নিরন্তর আমার পক্ষীয় সৈন্য ক্ষয় করিতে-

ছেন। তাহাতে আমার আর যুদ্ধের অভিলাষ নাই, আমার অরণ্য গমনই শ্রেয়স্কর। যেরূপ পতঙ্গ সকল মৃত্যুর নিমিত্তই প্রজ্বলিত হুতাশনে ধাবমান হয়, সেইরূপ আমি ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি। হে বৃষ্ণিকুল পাবন! আমি রাজ্য লোভে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আমার শূর ভ্রাতৃগণও সমরে শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছেন। আমার ঐ সমস্ত ভ্রাতৃগণ আমার নিমিত্তই অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। হে মধুসূদন! দ্রৌপদীও আমার নিমিত্ত সাতিশয় ক্লেশ পরম্পরা ভোগ করিতেছেন। যাহা হউক, আমার জীবনকে দুর্ল্লভ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। অতএব আমি এক্ষণে অবশিষ্ট জীবিতকালে ধর্ম্মাচারণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছি। হে বাসুদেব! এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণ ও আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া হিতকর কর্ম্মের উপদেশ প্রদান কর, আমরা তাহার অনুষ্ঠান করি।

তখন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কারুণ্য বশত তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে সত্যসন্ধ ধর্ম্মনন্দন! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আপনার ভ্রাতৃগণ সকলে মহাবল পরাক্রান্ত, শত্রুনিসূদন ও দুর্জ্জেয়; অর্জ্জুন ও ভীমসেন অনল সদৃশ তেজস্বী, মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব এরূপ মহাবলসম্পন্ন যে, উহাঁরা দেবগণের প্রতিও প্রভুত্ব করিতে পারেন। হে পাণ্ডুতনয়! আপনার সহিত আমার যেরূপ সৌহার্দ্দ আছে, তাহাতে আপনি আমাকে সমরে নিযুক্ত করুন, তাহা হইলে আমি ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব; সমরে আমার অসাধ্য কিছুই নাই। ধনঞ্জয় যদি ভীষ্মকে নিহত করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে, আমি ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয়দিগের সমক্ষে পুরুষশ্রেষ্ঠ

ভীষ্মকে নিহত করিব। হে পাণ্ডুপুত্র! মহাবীর ভীষ্ম নিহত হইলেই যদি আপনি জয় লাভ করেন, তাহা হইলে আমি অদ্য কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে এক রথেই নিপাতিত করিব। হে রাজন্! সমরে আমার বাসব সদৃশ পরাক্রম দর্শন করিবে। মহাস্ত্র নিক্ষেপকারী মহাবল ভীষ্মকে রথ হইতে নিপাতিত করিব। যে ব্যক্তি পাণ্ডবগণের শত্রু, সে আমারও শত্রু ও আপনাদিগের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন সন্দেহ নাই। হে ভূপতে! বিশেষতঃ অর্জ্জুনের সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অর্জ্জুন আমার পরম সখা ও শিষ্য; আমি তাঁহার নিমিত্ত স্বীয় শরীর হইতে মাংস পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া দিতে পারি। ঐ নর শার্দ্দূল ধনঞ্জয়ও আমার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমাদিগের এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে আমরা উভয়ে পরস্পরের পরিত্রাণ করিব। অতএব হে নররাজ! আমি যেরূপে সমরকার্য্য সম্পাদন করিতে পারি, আপনি সেইরূপে আমাকে নিযুক্ত করুন। ধনঞ্জয় উপপ্লব্যনগরে লোকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে "আমি ভীষ্মকে নিহত করিব" ধীমান্ ধনঞ্জয় এই বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুজ্ঞা করিলে, আমি অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিতে পারি; অথবা মহাবীর অর্জ্জুনই সমরে ভীষ্মকে নিহত করুন। তাহার পক্ষে এই ভার গুরুতর নহে; কারণ পরবীরঘাতী ধনঞ্জয় সমরে সমুদ্যত হইলে, অন্যের অসাধ্য কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারেন। উনি দৈত্যদানবগণ সমবেত দেবগণকেও বিনষ্ট করিতে পারেন। ইহাতে ভীষ্মকে সংহার করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মহাবল ভীষ্ম স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত বুদ্ধি প্রযুক্ত আপনার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা যথার্থই বটে; কৌরবেরা সকলে একত্রিত হইয়াও তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। তুমি যখন আমার পক্ষে অবস্থিতি করিতেছ, তখন নিয়তই আমার সমস্ত অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। হে গোবিন্দ! আমি যখন তোমাকে সহায় প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন মহাবীর ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারি; কিন্তু হে মাধব! তুমি কহিয়াছিলে, "যুদ্ধ করিব না,, এক্ষণে আমি স্বীয় গৌরব নিবন্ধন তোমারে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া মিথ্যাবাদী করিতে সাহস করি না; অতএব তুমি যুদ্ধ না করিয়া আমাদিগকে সমুচিত সাহায্য প্রদান কর। পিতামহ ভীষ্ম আমাদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না; দুর্য্যোধনের নিমিত্তই যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমাদিগের হিতের নিমিত্ত মন্ত্রণা প্রদান করিবেন। অতএব হে মাধব! তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরার্শ প্রদান করিয়া রাজ্য প্রদান করিবেন। হে বাসুদেব! এক্ষণে চল আমরা সকলে সমবেত হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাদিগকে অবশ্যই হিতকর উপদেশ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই। তিনি অমাদিগকে যে রূপ আদেশ প্রদান করিবেন, আমরা তাহাই করিব। হে মধুসূদন! আমরা বাল্য কালে পিতৃহীন হইলে, তিনিই আমাদিগকে লালন পালন করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। সেই দেবব্রত ভীষ্ম এক্ষণে অবশ্যই আমাদিগকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিবেন। যখন আমরা সেই পরম প্রিয়তম পিতামহ ভীষ্মকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তখন আমাদিগের ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে ধিক্।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর বৃষ্ণিবংশাবতংস মধুসূদন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি যাহা

কহিলেন, ইহা আমরও অভিপ্রেত; শান্তনুতনয় দেবব্রত ভীষ্ম সমরে বিপক্ষগণকে অবলোকন করিয়াই বিনষ্ট করিতে পারেন; অতএব তাঁহার বধোপায় জানিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করুন। আপনি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সবিশেষ বলিবেন সন্দেহ নাই, অতএব চলুন, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি। আমরা তৎপ্রদত্ত মন্ত্রণা অনুসারে শত্রু পক্ষীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

হে রাজন্! মহাবীর পাণ্ডবগণ ও মাধব এইরূপ পরামর্শ করিয়া শরাসন ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে সমবেত হইয়া, ভীষ্মশিবিরে উপনীত হইয়া অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম এবং পূজা করত তাঁহার শরনাপন্ন হইলেন। তখন কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাঁহাদিগের প্রত্যেককে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মা সকল! তোমাদিগের প্রীতি-বর্দ্ধনার্থ আমার কি কার্য্য করিতে হইবে? ঐ কর্ম্ম অতি দুঃসাধ্য হইলেও আমি প্রযত্নসহকারে তাহা সম্পাদন করিব।

গঙ্গানন্দন ভীষ্ম প্রীতিসহকারে বারম্বার এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির দীনচিত্তে প্রণয়পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ প্রভু পিতামহ! আমরা কিরূপে জয় বা রাজ্য প্রাপ্ত হইব? এবং কিরূপেই বা প্রজাগণকে রক্ষা করিব? হে বীর! আমরা সমরে কোন প্রকারেই আপনার বেগ সহ্য করিতে পারি না; অতএব আপনি আমাদিগকে আপনার বধোপায় বলুন। যুদ্ধসময়ে আপনার বিন্দুমাত্র ছিদ্রও নয়নগোচর হয় না। আমরা সংগ্রাম সময়ে দেখি, আপনি অবিরত মণ্ডলাকার ধনুর্ধারণ করিয়া আছেন। আপনি কোন্ সময় শরাসন গ্রহণ করেন, কোন্ সময় শর সন্ধান করেন এবং কোন্ সময়ই বা শরাসন আকর্ষণ করেন, তাহা কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

আপনি রথারোহণ করিলে, আপনাকে দ্বিতীয় সূর্য্য এবং রথ, অশ্ব, মানব ও করিকুলের সংহর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে; কোন লোকই আপনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। আপনি অবিরত শরবৃষ্টি দ্বারা শত্রুগণকে নিহত করিতেছেন। আমার মহাসৈন্য একেবারে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব যে প্রকারে আমরা যুদ্ধে আপনাকে পরাজিত করিতে পারি, যে প্রকারে আমাদিগের রাজ্য লাভ ও যে প্রকারে মদীয় সৈন্যগণের মঙ্গল হয়, আপনি তাহার উপায় বলুন।

হে রাজন্! অনন্তর ভীষ্ম পাণ্ডবগণকে কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! আমি জীবিত থাকিতে সংগ্রামে তোমাদিগের কোন প্রকারেই জয় লাভের সম্ভাবনা নাই। আমি পরাজিত হইলে, তোমরা জয় লাভে সমর্থ হইবে; অতএব যদি সমরে জয় লাভের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমরা যথা সুখে আমারে প্রহার কর; তোমরা যে আমাকে বিদিত হইয়াছ, ইহা তোমাদিগের পরম সুকৃতির বিষয়। আমি নিহত হইলে, সমস্ত কৌরব নিহত হইবে, অতএব যেরূপ কহিলাম তোমরা সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি সংগ্রামে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় অবস্থিতি করেন; অতএব আপনাকে কি প্রকারে সমরে পরাজিত করিব? তাহার উপায় বলুন। আমরা সমরে পুরন্দর, বরুণ ও যমকেও পরাজিত করিতে পারি, কিন্তু আপনাকে কোন রূপেই পরাজয় করিতে পারি না। এমন কি, পুরন্দরের সহিত সুরাসুরগণও আপনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না।

তখন ভীষ্ম কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা যথার্থ; আমি সংগ্রামে সযত্ন হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ

করিলে, বাসবের সহিত সুরাসুরগণও আমাকে পরাজয় করিতে পারেন না। আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা আমাকে নিহত করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মনন্দন! শস্ত্র পরিত্যাগী, পতিত, কবচশূন্য, ধ্বজবিহীন, পলায়নপর, ভীত, শরণাপন্ন, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীনামধারী, বিকল, একপুত্রক, সন্তানহীন ও পাপাত্মা ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে আমার অভিরুচি হয় না। হে রাজন্! আমার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। আমি কাহারও অমঙ্গলধ্বজ দর্শন করিলে, তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। যে সমরবিশারদ মহাশূর দ্রুপদরাজতনয় শিখণ্ডী তোমার সৈন্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি পূর্ব্বে স্ত্রীজাতি ছিলেন, পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁর বৃত্তান্ত তোমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছ; এক্ষণে মহারথ অর্জ্জুন বর্ম্মিত হইয়া সেই শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করত সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা আমাকে নিহত করিবেন। সেই শিখণ্ডীর রথধ্বজ অমঙ্গলজনক এবং উনি পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন সুতরাং আমি তাঁহাকে কদাচ প্রহার করিব না। হে ভরতসত্তম! পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় সেই শিখণ্ডীর অন্তরালে অবস্থিতি করত চতুর্দ্দিক্ হইতে শর সমূহ দ্বারা আমাকে আঘাত করিবেন। আমি সমরে সমুদ্যত হইলেও ধনঞ্জয় ও বাসুদেব ব্যতীত জগতে আর কেহই আমাকে নিহত করিতে পারিবে না। অতএব ধনঞ্জয় প্রযত্নসহকারে সশর গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমাকে নিপাতিত করুন; তাহা হইলেই নিশ্চয় তোমার জয় লাভ হইবে। হে যুধিষ্ঠির! আমি যে প্রকার কহিলাম, সেই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সমরে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত কর।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ পিতামহ ভীষ্মের নিকট এইরূপ উপায় অবগত হইয়া তাঁহাকে অভি-

বাদন পূর্ব্বক স্বস্ব শিবিরে গমন করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় শান্তনুতনয়কে প্রাণ পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া দুঃখসন্তপ্তচিত্তে লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি বাল্যাবস্থায় ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলিধূষরিতগাত্র হইয়া ক্রোড়ে উপবেশন পূর্ব্বক যাঁহাকে ধূলিধূষরিত করিতাম এবং যাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে, যিনি কহিতেন, "আমি তোমার পিতা নহি; আমি তোমার পিতার পিতা," হে কৃষ্ণ! এক্ষণে আমি ঐ মহাত্মা পিতামহের সহিত কি প্রকারে সংগ্রাম করিব এবং কি প্রকারেই বা তাঁহাকে নিহত করিব? হে মহাত্মন্! ঐ মহাত্মা আমার সৈন্য সকলকে প্রহার করুন; কিন্তু আমি তাঁহার সহিত কদাচ যুদ্ধ করিব না। ইহাতে আমার জয়ই হউক, কিম্বা বিনাশই হউক; হে কৃষ্ণ! ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি?

বাসুদেব কহিলেন, হে জিষ্ণো! তুমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমি ভীষ্মকে সমরে নিহত করিব; কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে তাহার অন্যথা করিবে। অতএব হে পার্থ! এই যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়কে সমরে রথ হইতে পাতিত কর। উহাঁকে নিহত না করিলে, তোমার জয় লাভ হইবে না। পূর্ব্বে দেবগণ নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, ভীষ্ম মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইবে, এক্ষণে তাহাই কর; তুমি তাহার অন্যথা করিও না। তোমা ভিন্ন আর কেহই ঐ ব্যাদিতানন কৃতান্ত সদৃশ দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে সংগ্রামে নিহত করিতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি, স্বয়ং বজ্রধরও উহাঁকে সংহার করিতে পারিবেন না; অতএব তুমিই স্থিরচিত্তে ঐ ভীষ্মকে নিপাতিত কর। পূর্ব্বে মহামতি বৃহস্পতি পুরন্দরকে কহিয়াছিলেন যে, হে পুরন্দর! আততায়ী ব্যক্তি সদ্গুণান্বিত, জ্যেষ্ঠ ও বৃদ্ধ হইলেও তাঁহাকে আপতিত হইবামাত্র নিহত

করিবে। হে পার্থ! ক্ষত্রিয়গণের এই সনাতন ধর্ম্ম যে, তাহারা অসূয়াশূন্য হইয়া শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম করিবে, প্রজা-গণকে রক্ষা করিবে ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! শিখণ্ডীই ভীষ্মের মৃত্যু; যেহেতু শান্তনুতনয় তাঁহাকে দর্শন করিলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইবেন। আমি এই উপায় মনোনীত করিয়াছি যে, আমরা শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে নিহত করিব। শিখণ্ডী কেবল ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিবেন; আর আমি সশর শরাসন দ্বারা সকলকেই নিবারণ করিব। আমি ভীষ্মের মুখে শুনিয়াছি যে, শিখণ্ডী স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষ; অতএব কুরুপিতামহ ভীষ্ম উহাঁর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ এই প্রকার স্থির করিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে স্ব স্ব স্থানে উপনীত হইলেন।

নবাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! শিখণ্ডী গঙ্গানন্দন ভীষ্মের সহিত কি প্রকার সংগ্রাম করিলেন? এবং ভীষ্মই বা পাণ্ডব-দিগের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন? তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দিবাকর সমুদিত হইলে, চতুর্দ্দিকে ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক ও শঙ্খ সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। তখন পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সংগ্রামার্থ বহির্গত হইলেন। শিখণ্ডী শত্রু নিবর্হণ মহাব্যূহ রচনা করিয়া সমস্ত সৈন্যদিগের অগ্রভাগে অবস্থান

করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহার চক্ররক্ষক এবং দ্রৌপদীতনয়গণ ও সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু তাঁহার পৃষ্ঠগোপ্তা হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান ও পাঞ্চালগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তৎপশ্চাৎ রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত একত্রিত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ বিরাট স্বসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া প্রয়াণ হইলেন। দ্রুপদরাজ তাঁহার পশ্চাতে অভিদ্রুত হইলেন। কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা ও মহাবলশালী ধৃষ্টকেতু ঐ পাণ্ডবব্যূহের জঘনদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ সৈন্যদিগের এইরূপ ব্যূহিত করত জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া আপনার সৈন্যদিগের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে কৌরবেরাও মহারথ ভীষ্মকে সমস্ত সৈন্যের পুরোবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি গমন করিলেন। আপনার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রেরা ঐ দুরাধর্ষ শান্তনুতনয়কে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, অশ্বত্থামা, গজসৈন্যসংবৃত ভগদত্ত, আচার্য্য কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ইহাঁরা ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। কাম্বোজপতি সুদক্ষিণ, মগধরাজ জয়ৎসেন, সুবলতনয় বৃহদ্বল, শকুনি ও সুশর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য বীরগণ কৌরবসৈন্যের জঘনভাগ রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। হে ভারত! মহাবীর ভীষ্ম প্রতি দিবস এই প্রকার আসুর পৈশাচ বা রাক্ষস ব্যূহ রচনা করিতেন।

অনন্তর উভয়পক্ষে যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল; বীরগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনপ্রমুখ পাণ্ডুপুত্রগণ শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া বিবিধ শরনিকর

বিকীর্ণ করিতে করিতে সংগ্রামার্থ ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন। হে ভারত! আপনার সৈন্য সকল ভীমনির্ম্মুক্ত শর সমূহে তাড়িত ও রুধিরাক্ত হইয়া পরলোকে গমন করিতে লাগিল। নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কৌরবপক্ষীয়-সৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইবামাত্র বলপূর্ব্বক নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। কুরুসৈন্যেরা পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক শরনিকর দ্বারা হন্যমান হইয়া পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না এবং অবশেষে নিরাশ্রয় হইয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম, আমাদিগের সৈন্যগণকে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে কি করিয়াছিলেন? এবং সোমকদিগকে প্রহার করিতে করিতে কিরূপেই বা যুদ্ধার্থ পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিলেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! কুরুসৈন্যেরা পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক ব্যথিত হইলে, মহাবীর শান্তনুতনয় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাবলশালী পাণ্ডবেরা হৃষ্টচিত্তে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে করিতে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শান্তনুতনয় স্বপক্ষীয় মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণকে শত্রুগণ কর্ত্তৃক শর সমূহ দ্বারা নিহত দর্শনে নিতান্ত অধীর হইয়া জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নারাচ, বৎসদন্ত ও অঞ্জলিক দ্বারা পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহারথ পঞ্চপাণ্ডবকে নিবারিত করিলেন। তিনি ক্রোধাবেশে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক অসংখ্য মাতঙ্গ ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া

অতি ভীষণরূপে শত্রুপক্ষীয় রথিগণকে রথে, অশ্বারোহিগণকে অশ্বে, পদাতিগণকে ভূমিতে ও হস্ত্যারোহীদিগকে হস্তিপৃষ্ঠে প্রহার করিতে লাগিলেন। অসুরগণ যেরূপ দেবরাজ পুরন্দরের সম্মুখীন হয়, পাণ্ডবগণ মহারথ ভীষ্মকে সংগ্রামে সমাগত দেখিয়া সেইরূপ তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম ইন্দ্রাশনি সদৃশ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এবং মণ্ডলাকার বৃহৎ শরাসন চতুর্দ্দিকে নয়নগোচর হইতে লাগিল। হে ভারত! আপনার পুত্রগণ মহাবীর ভীষ্মের তাদৃশ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহার বিলক্ষণ সৎকার করিলেন। দেবগণ যেরূপ বিপ্রচিত্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবেরা বিমনা হইয়া বিবৃতানন যম সদৃশ শান্তনুতনয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহাকে নিবারিত করিতে সমর্থ হইলেন না। হে রাজন্! মহাবীর ভীষ্ম দশম দিবসে হুতাশনের অরণ্য দহনের ন্যায় সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা শিখণ্ডীর রথসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন শিখণ্ডী তিন বাণ নিক্ষেপ করিয়া জাতরোষ পন্নগ ও কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর ভীষ্মের উরঃস্থলে আঘাত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া যেন অনিচ্ছা পূর্ব্বক ক্রোধান্বিতচিত্তে হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, হে শিখণ্ডিন্! তুমি আমার উপর শর নিক্ষেপ করিলেও, আমি তোমার সহিত কোন প্রকারেই সমরে প্রবৃত্ত হইব না। কারণ, বিধাতা তোমাকে শিখণ্ডিনী রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিখণ্ডী শান্তনুতনয়ের এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে কহিলেন, হে

ক্ষত্রিয়কুলান্তক ভীষ্ম! আমি তোমাকে বিলক্ষণ অবগত আছি; তুমি যে ভার্গবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে, তাহাও শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার এই দিব্য প্রাভাবও আমি জানি; তথাপি আমি স্বীয় ও পাণ্ডবদিগের হিতার্থী হইয়া তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। তোমার নিকট আমি শপথ করিতেছি যে, তোমাকে সমরে নিহত করিব। হে ভীষ্ম! আমি যাহা কহিলাম, তাহা তুমি শ্রবণ করিলে; সংপ্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা কর। তুমি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ না করিলেও তুমি জীবিত থাকিতে আমার নিকট কোন রূপেই নিস্তার পাইবে না। অতএব এক্ষণে এই সকল লোককে বিশেষ রূপে দর্শন কর।

অনন্তর শিখণ্ডী মহাবীর ভীষ্মকে প্রথমতঃ এইরূপ নানাবিধ বাক্যরূপ শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া পরে সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিদ্ধ করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন শিখণ্ডীর বাক্য শ্রবণে এই যথার্থ অবসর সমাগত হইয়াছে বোধ করিয়া, শিখণ্ডীকে কহিলেন, হে শিখণ্ডিন্! আমি তোমার সাহায্য করিব; তুমি শর সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে সংহার করিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে মহাবীর ভীষ্মকে আক্রমণ কর। মহারথ ভীষ্ম তোমাকে নিপীড়িত করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব আজি তুমি যত্নসহকারে তাঁহার সহিত সমরার্থ সমুদ্যত হও। যদি তুমি ঐ ভীষ্মকে নিহত না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও, তাহা হইলে, লোকে তোমাকে ও আমাকে উপহাস করিবে। অতএব যাহাতে আমরা লোকসমাজে উপহাসাস্পদ না হই, তাহার উপায়বিধান কর। আমি বেলাভূমির সমুদ্রবেগ নিবারণের ন্যায় দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, সুযোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজ-

রাজ সুদক্ষিণ, মহাশৌর্য্যশালী ভগদত্ত, মহারথ মগধরাজ, বীর্য্যবান্ সৌমদত্তি, রাক্ষস আর্ষশৃঙ্গ, ত্রিগর্ত্তেশ্বর সুশর্ম্মা এবং অন্যান্য মহারথ কৌরবদিগকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব ; তুমি পিতামহের বিনাশ সাধন কর।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাঞ্চালরাজতনয় শিখণ্ডী সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া শান্তনুতনয় ভীষ্মকে কি প্রকারে আক্রমণ করিয়াছিলেন? পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে কোন্ কোন্ মহারথ জিগীষাপরবশ হইয়া উদ্যতাস্ত্র শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিলেন? এবং মহাবল ভীষ্মই বা সেই দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? হে সঞ্জয়! শিখণ্ডী যে ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহা আমার সহ্য হইতেছে না। যখন শিখণ্ডী ভীষ্মের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন তাঁহার রথ ভগ্ন বা শরাসন ত বিশীর্ণ হয় নাই?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! সংগ্রামকালে মহারথ ভীষ্মের রথ ভগ্ন বা শরাসন বিশীর্ণ হয় নাই। তিনি সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে অরাতিকুল ক্ষয় করিতেছিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় বহুসংখ্যক মহারথ গজারোহী ও সাদী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পিতামহকে পুরস্কৃত করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সমরবিজয়ী ভীষ্ম স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে যুদ্ধে নিরন্তর সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। সেই

মহাবীর দশম দিবসের যুদ্ধে যখন অরাতিকুল ক্ষয় করিতে ছিলেন, তখন কি পাণ্ডব কি পাঞ্চাল কেহই তাঁহার বলবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি সেই সমস্ত বিপক্ষ সেনার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র শাণিত শরনিকর বর্ষণ করিয়াই অনায়াসে তাহাদিগের বলবিক্রম সহ্য করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বিপক্ষ সৈন্যগণ পাশহস্ত কৃতান্ত সদৃশ ভীষ্মকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

হে রাজন্! অনন্তর অপরাজিত বীভৎসু সমুদায় রথিগণকে বিত্রাসিত করিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ ও পুনঃ পুনঃ শরাসন বিক্ষেপ করত শরজাল বর্ষণ করিতে করিতে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভীষণ শব্দে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ সন্ত্রাসিত হইয়া সিংহভীত মৃগের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে বিজয়ী ও আপনার সৈন্যগণকে পরাজিত দেখিয়া, দুঃখিতমনে পিতামহকে কহিলেন, হে পিতামহ! অনল যেমন কাননকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ঐ কৃষ্ণসারথি শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় আমার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখুন, আমার সৈন্যগণ সর্ব্বদাই অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। হে শত্রুতাপন! পশুপাল যেরূপ কাননে পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন আমার ঐ সমস্ত সৈন্যগণকে তাড়িত করিতেছে। একে উহারা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রভগ্ন হইতেছে; তাহাতে আবার ভীমসেন, সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব, মহারথ অভিমন্যু মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ও রাক্ষস ঘটোৎকচ ইহাঁরা উহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। হে মহারথ! আপনি দেবতুল্য পরাক্রমশালী; আপনি ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত প্রভগ্ন সৈন্যগণকে যুদ্ধে অব-

স্থিত এবং ঐ সমস্ত মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিবার উপায়ান্তর নাই। অতএব আপনি সত্বর ঐ মহারথগণকে নিবারিত করত আমার সৈন্যগণকে পরিত্রাণ করুন।

হে রাজন্! দেবব্রত শান্তনুতনয় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, ক্ষণকাল চিন্তা করত সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি অবহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য ক্ষয় করিয়া সংগ্রাম হইতে অবসৃত হইব। হে দুর্য্যোধন! আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সম্পাদনও করিয়াছি এবং অদ্যও সমরে মহৎকার্য্য সাধন করিব। আমি আজি হয় পাণ্ডবগণকে নিহত করিব, না হয় পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সমরক্ষেত্রে শয়ন করিব। অদ্য আমি তোমার সম্মুখে সমরে নিহত হইয়া ভর্ত্তৃদত্ত অন্নের মহৎঋণ পরিশোধ করিব।

মহাবল ভীষ্ম এই বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করত পাণ্ডবীয় সেনা আক্রমণ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণও স্বীয় সৈন্যমধ্যে অবস্থিত ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গম সদৃশ শান্তনুতনয়কে নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে কৌরব! ভীষ্ম দশম দিবসে স্বীয় পরাক্রমানুসারে শত সহস্র সৈন্য বিনাশ করিলেন। যেরূপ দিবাকর কিরণমালা দ্বারা সলিল আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ভীষ্ম পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণের তেজ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তিনি আরোহীর সহিত অযুত অশ্ব, অযুত বেগবান্ হস্তী এবং দুই লক্ষ পদাতি নিহত করিয়া সমরস্থলে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের মধ্যে কেহই সেই উত্তরায়ণবর্ত্তী প্রতাপপ্রদ ভাস্করতুল্য ভীষ্মকে নিরীক্ষণ

করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম কর্ত্তৃক পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ নিপীড়িত হইয়া তাঁহার বধার্থ ধাবমান হইলেন। তখন শান্তনুতনয় যোধগণে পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডল পরিবৃত মহাশৈল সুমেরুর ন্যায় শোভমান হইলেন। আপনার পুত্রগণও মহতী সেনার সহিত একত্রিত হইয়া ভীষ্মের রক্ষার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। তৎপরে সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপতে! অর্জ্জুন সংগ্রামে ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, হে শিখণ্ডিন্! তুমি ভীষ্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও; আজি তুমি কোন রূপেই উহাঁকে ভয় করিও না। অদ্য আমি তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা উহাঁকে রথোত্তম হইতে নিপাতিত করিব। হে ভারত! তখন শিখণ্ডী পার্থের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গাঙ্গেয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। বৃদ্ধ রাজা বিরাট, দ্রুপদ ও কুন্তিভোজ বর্ম্মিত হইয়া আপনার পুত্রের সমক্ষে ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। নকুল, সহদেব, মহাবীর্য্যশালী ধর্ম্মরাজ ও অন্যান্য সৈন্য সমস্ত ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় যোধগণ বিপক্ষীয় যে সমস্ত যোধগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমি সেই বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

হে রাজন্! চিত্রসেন ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত চেকিতানের, কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের, সোমদত্ত ভীমসেনের, বিকর্ণ

নকুলের, কৃপাচার্য্য সহদেবের, দুর্ম্মুখ ঘটোৎকচের, অলম্বুষ সাত্যকির, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ অভিমন্যুর, অশ্বত্থামা ক্রোধপরায়ণ হইয়া বিরাট ও দ্রুপদের, দ্রোণাচার্য্য ধর্ম্মনন্দনের এবং মহাধনুর্দ্ধর দুঃশাসন চতুর্দ্দিকে শর নিক্ষেপকারী ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে আপনার পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন সুসজ্জিত হইয়া মহারথ ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ বীরগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! ঐ কুরুনন্দন অর্জ্জুন ভীষ্মাভিমুখে গমন করিতেছেন; তোমরা নির্ভীকচিত্তে উহাঁকে আক্রমণ কর। ভীষ্ম তোমাদিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইবেন না। হে বীরগণ! ক্ষীণবল অল্পপ্রাণ ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে পারেন না। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রবলপ্রবাহের ন্যায় আগমনশীল অরাতিগণকে প্রফুল্লচিত্তে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও ভীষ্মের রথ সমীপে দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে আক্রমণ করিলেন।

মহারাজ! মহারথ দুঃশাসন ভীষ্মের জীবন রক্ষার্থী হইয়া নির্ভীকচিত্তে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। কিন্তু কি আশ্চার্য্য, মহাবীর অর্জ্জুন দুঃশাসনের রথ সমীপস্থ হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যেরূপ বেলাভূমি ক্ষোভিতসলিল মহার্ণবকে নিবারিত করে, তদ্রূপ দুঃশাসন অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই রথিশ্রেষ্ঠ, দুর্জ্জেয়, চন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট ও সূর্য্যের ন্যায়

দীপ্তিমান্ ছিলেন এবং উভয়েই ক্রোধান্বিতচিত্তে উভয়ের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া ময়াসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় পরস্পর আক্রমণ করিলেন। হে মহারাজ! দুঃশাসন অর্জ্জুনকে তিন ও বাসুদেবকে বিংশতি বাণে প্রহার করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন বাসুদেবকে পীড়িত দেখিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে দুঃশাসনের প্রতি শত সংখ্যক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল নারাচ দুঃশাসনের কবচ ভেদ করিয়া রুধির পান করিতে লাগিল। তখন দুঃশাসন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে পার্থের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন! তখন পার্থ সেই ললাটনিখাত শরত্রয়ে উন্নতশৃঙ্গ মেরুর ন্যায় ও পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়া, রাহু যেরূপ পর্ব্বকালীন চন্দ্রমাকে নিগ্রহ করে, তদ্রূপ দুঃশাসনকে নিগ্রহ করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন অর্জ্জুনশরে নিপীড়িত হইয়া কঙ্কপত্রযুক্ত শিলাশিত সায়ক সমূহে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন তিন বাণে তাঁহার রথ ও শরাসন ছেদন করিয়া অনবরত যমদণ্ডসদৃশ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত শর নিকটস্থ না হইতে হইতেই দুঃশাসন তাহা ছেদন করিয়া অর্জ্জুনকে বিস্ময়াবিষ্ট করত নিশিত শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধনঞ্জয়-ক্রোধাসক্ত হইয়া শাণিত সুবর্ণপুঙ্খ শর সমূহ বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত সায়ক তড়াগগত মরালকুলের ন্যায় দুঃশাসন শরীরে সন্নিবিষ্ট হইল; তাহাতে দুঃশাসন নির্ভর নিপীড়িত হইয়া ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষ্মের রথে গমন করিলেন। ভীষ্ম সেই অগাধ সলিলে নিমগ্ন দুঃশাসনের দ্বীপস্বরূপ হইলেন। যেরূপ দেবরাজ বৃত্রাসুরকে নিবারিত করিয়াছিলেন, মহাপরাক্রমশালী দুঃশাসন চেতনা লাভ করিয়া পুনরায় সেইরূপ নিশিত

শর সমূহ দ্বারা অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত অথবা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন অলম্বুষ ভীষ্মের সহিত সমরোদ্যত সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মধুকুলনন্দন সাত্যকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করিতে করিতে নয় শরে রাক্ষসকে আহত করিলেন। তখন রাক্ষসও অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নয় শরে সাত্যকিকে নিপীড়িত করিল। অনন্তর সাত্যকি রাক্ষসের প্রতি শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু অলম্বুষও সুশাণিত শরনিকরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল। তেজস্বী সাত্যকি রাক্ষস কর্ত্তৃক এই রূপে বিদ্ধ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক হাস্য করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যেমন বৃহৎ কুঞ্জরকে তোদনদণ্ড দ্বারা তাড়না করে, সেইরূপ মহাবলশালী ভগদত্ত সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন রথিপ্রবর সাত্যকি রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের প্রতি সন্নতপর্ব্ব সায়ক সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। ভগদত্ত হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শাণিত ভল্ল দ্বারা সাত্যকির বৃহৎ শরাসন কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। পরবীরঘাতী সাত্যকি তৎক্ষণাৎ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা ভগদত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর

ভগদত্ত তাহাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সৃক্কণী পরিলেহন পূর্ব্বক কনক ও বৈদূর্য্য শোভিত যমদণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর এক লৌহময়ী শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ তাহা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন শক্তি নিষ্প্রভ মহোল্কার ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল।

মহারাজ দুর্য্যোধন শক্তি ব্যর্থ দেখিয়া রথ সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! সাত্যকি যাহাতে রথবেষ্টন হইতে বহির্গত না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হও। বোধ হয়, সাত্যকি নিহত হইলে, পাণ্ডবদিগের মহৎবল বিনষ্ট হইবে। তখন মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীষ্মের সমীপে সাত্যকির সহিত সংগ্রামে সমুদ্যত হইলেন।

কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ শান্তনুতনয়ের সম্মুখীন অভিমন্যুকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহারথ অভিমন্যু প্রথমতঃ সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে, পরে চতুঃষষ্টি শরে সুদক্ষিণকে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর সুদক্ষিণও ভীষ্মের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অভিমন্যুকে পাঁচশরে ও তাঁহার সারথিকে নয় শরে আহত করিলেন। হে রাজন্! তাঁহাদিগের এইরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ ক্রোধপরবশ হইয়া কৌরবদিগের মহতী সেনা নিবারিত করিতে করিতে ভীষ্মাভিমুখে ধাবমান হইলে, মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধভরে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। পরে ঐ বীরদ্বয়ের সহিত অশ্বত্থামার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অশ্বত্থামার প্রতি বিরাট দশ ভল্ল ও দ্রুপদ তিন শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামাও শর সমূহ দ্বারা ঐ উভয় বীরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, ঐ বৃদ্ধদ্বয় অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত

সুদারুণ বাণ সকল অনায়াসে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

মদমত্ত বন্য হস্তী যেরূপ অন্য বন্য মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ মহা শৌর্য্যসম্পন্ন কৃপাচার্য্য মহারথ সহদেবের সমীপস্থ হইয়া সুবর্ণভূষণ সপ্ততি শরে তাঁহাকে আহত করিলেন। সহদেব শর সমূহ দ্বারা কৃপাচার্য্যের কার্ম্মুক দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া তাঁহাকে নয় শরে সমাহৃত করিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য এক কার্ম্মুক ধারণ করত দশ শরে সহদেবের উরঃস্থলে আঘাত করিলেন। সহদেবও ভীষ্মবধার্থী হইয়া শর নিকরে কৃপাচার্য্যের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে আঘাত করিলেন। হে ভারত! এইরূপে তাঁহারা সমর ব্যাপার সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

শক্রনিহন্তা বিকর্ণ ক্রোধান্বিত চিত্তে ষষ্টিশরে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুল তাহাতে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া সপ্তসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিকর্ণকে আঘাত করিলেন। এই প্রকারে সেই বীরদ্বয় ভীষ্মের নিমিত্ত গোষ্ঠস্থিত দুই বৃষভের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঘটোৎকচ কৌরব সৈন্যগণকে আঘাত করত গমন করিতেছিলেন। এমন সময় পরাক্রমশালী দুর্ম্মুখ তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। ঘটোৎকচ রোষপরবশ হইয়া আনতপর্ব্ব শরে দুর্ম্মুখের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; দুর্ম্মুখ শাণিত ষষ্টিশরে ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মবধার্থ গমন করিতেছিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা তাঁহার গতিরোধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন লৌহময় পঞ্চশরে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শীঘ্র তাঁহার বক্ষস্থলে পঞ্চাশৎ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। কৃতবর্ম্মাও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কঙ্কপত্রযুক্ত নয়বাণে আহত

করিলেন।এইরূপে তাঁহারা ভীষ্মবধের নিমিত্ত পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।মহাবল বৃকোদর ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে ছিলেন,সেই সময় সোমদত্তসুত ভূরিশ্রবা "তিষ্ঠ তিষ্ঠ,, বলিয়া সত্বর তাঁহার সম্মুখে গমন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাপ্রতাপশালী ভীমসেন সেই শরাঘাতে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া শক্তিবিদ্ধ ক্রৌঞ্চাসুরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রোষপরবশ হইয়া কর্ম্মকার পরিমার্জ্জিত সূর্য্য সদৃশ শর সমূহে ভীষ্মবধার্থী ভীমসেন ভূরিশ্রবাকে এবং ভীষ্মজয়াভিলাষী ভূরিশ্রবা ভীমসেনকে আহত করিলেন। সেই বীর দ্বয় প্রযত্ন সহকারে পরস্পর এইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইতেছিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য তাঁহার গতিরোধ করিলেন। প্রভদ্রকগণ দ্রোণাচার্য্যের জলদগম্ভীর নিঃস্বন রথ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল এবং সেই মহতীসেনা দ্রোণশরে নিপীড়িত হইয়া পদমাত্র গমনেও সমর্থ হইল না।

হে রাজন্! আপনার পুত্র চিত্রসেন চেকিতানের পথ অবরোধ করিলেন, অনন্তর উভয়ে স্ব স্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! এদিকে দুঃশাসন কি প্রকারে ভীষ্মের জীবন রক্ষা হইবে, এই চিন্তায় সাধ্যানুসারে ধনঞ্জয়ের পথ অবরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পার্থ পুনঃ পুনঃ নিবারিত হইয়াও পরিশেষে দুঃশাসনকে নিরস্ত করত কৌরব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে নিপীড়িত হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর মত্তবারণবিক্রম মহারথ দ্রোণাচার্য্য মত্তবারণনিবারণ মহাশরাসন বিকম্পিত করত পাণ্ডবীয় সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হইয়া মহারথ-গণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দিকে দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া পুত্রকে কহিলেন, হে বৎস! মহাবল ধনঞ্জয় যে দিবসে ভীষ্ম হননেচ্ছায় যত্ন করিবেন, অদ্য সেই দিবস সমাগত হইয়াছে; যেহেতু আমার শর সকল আপনা হইতেই উৎপতিত হইতেছে। শরাসন স্পন্দিত হইতেছে; অস্ত্র সকল বিশ্লিষ্ট হইতেছে; অন্তঃকরণ ক্রূর কর্ম্মে অনুরক্ত হইতেছে; মৃগ ও পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে চঞ্চল ভাবে পরিভ্রমণ করত অনবরত চীৎকার করিতেছে। গৃধ্রগণ কৌরবসৈন্যের উপর নিপতিত হই-তেছে; আদিত্য প্রভাশূন্য হইয়াছে; দিক্ সকল লোহিত-বর্ণ হইয়াছে; বসুন্ধরা যেন শব্দায়মান, ব্যথিত ও কম্পিত হইতেছে; কঙ্ক, গৃধ্র, বক ও শিবা সকল মুহুর্মুহু মহাভয়-সূচক অশিব চীৎকার করিতেছে; সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য হইতে মহোল্কাপাত হইতেছে; কবন্ধ ও পরিঘ দিবাকরকে পরি-বেষ্টন করিয়াছে; রাজগণের দেহাবকর্ত্তন রূপ ঘোরতর ভয়সূচক চন্দ্র সূর্য্যের পরিবেশ হইয়াছে, ধৃতরাষ্ট্রের দেবা-লয়স্থ দেবতা সকল কখন হাস্য, কখন নৃত্য ও কখন রোদন করিতেছেন; গ্রহ সকল দিনকরকে প্রতিকূল করিয়া অল-ক্ষণাক্রান্ত করিয়াছে; চন্দ্রমা অবাক্‌শিরা হইয়া উপাসনা করি-তেছেন; নরপতিগণ কৌরবসৈন্যে পরিবৃত হইয়াও সমুচিত

শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না; প্রত্যুত তাঁহারা নিষ্প্রভ হইয়াছেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক্ হইতেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও গাণ্ডীবের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে; অতএব ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই উত্তমাস্ত্র সকলে যোদ্ধৃবর্গকে পরাজিত করিয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিবেন।

হে বৎস! আমি মহাবীর ভীষ্ম ও ধনঞ্জয়ের সমরে সমাগম চিন্তা করিয়া পুলকিত ও নিতান্ত অবসন্ন হইতেছি। ধনঞ্জয় পাপাত্মা নিকৃতিজ্ঞ ঐ শিখণ্ডীকে পুরস্কৃত করিয়া ভীষ্মের সহিত সমরার্থ গমন করিয়াছেন। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমি অমঙ্গলধ্বজ শিখণ্ডীকে বিনাশ করিব না; বিধাতা উহারে স্ত্রীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দৈববশতঃ পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব ভীষ্ম উহাকে কদাচ সংহার করিবেন না; কিন্তু সেই শিখণ্ডী ক্রোধান্বিতচিত্তে ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহাতেই আমার অন্তঃকরণ শাতিশয় অবসন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ রাজা যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীষ্মার্জ্জুনের সমাগম ও আমার সমরোদ্যোগ, প্রজাদিগের অমঙ্গলের কারণ। মহাত্মা অর্জ্জুন মনস্বী, বলবান্, শূর, কৃতাস্ত্র, লঘুবিক্রম, দূরপাতী, দৃঢ়শরাসন, নিমিত্তজ্ঞ, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণেরও অজেয়, বুদ্ধিবান্ জিতক্লেশ ও রণবিজয়ী; তুমি তাঁহার মার্গ রোধের নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর। দেখ, সেই ঘোরতর সংগ্রামে অদ্য মহামারী উপস্থিত হইবে। ধনঞ্জয় ক্রোধপরবশ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে বীরগণের সুবর্ণ বিচিত্রিত তনুত্রাণ, ধ্বজাগ্রভাগ, তোমর, কার্ম্মুক, প্রাস, কনকোজ্জ্বল শক্তি ও করী সমূহের পতাকা সকল কর্ত্তন করিবেন। হে তাত! ইহা উপজীবীদিগের জীবন রক্ষার সময় নয়, স্বর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যশ ও বিজয়ের জন্য সমরে অগ্রসর হও। কিরীটী রথ দ্বারা রথ, দন্তী ও অশ্ব রূপ আবর্ত্ত

বিশিষ্ট অতি দুর্গম সমরসরিৎ উত্তীর্ণ হইতেছেন। অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব যাঁহার সহোদর এবং বাসুদেব যাঁহার সহায়, তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠা, দান, দম ও তপস্যা ইহলোকেই দৃষ্ট হইতেছে। সেই তপঃক্লিষ্ট যুধিষ্ঠিরের শোকসম্ভূত কোপাগ্নি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে ভস্মাবশেষ করিতেছে। ঐ দেখ, কৃষ্ণসহায় অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে নিবারিত করিতেছেন। সৈন্য সকল তিমিকুম্ভীর ভীষণ মহোর্ম্মিসমাকুল অর্ণবের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া হাহাকার ও কিলকিলা রব করিতেছে। তুমি পাঞ্চালদিগের সম্মুখে গমন কর; আমি যুধিষ্ঠিরের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছি। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ব্যূহের মধ্যদেশ চতুর্দ্দিকস্থ অতি রথসমূহে সাগরকুক্ষির ন্যায় সাতিশয় দুষ্প্রবেশ্য হইয়াছে। তিনি সাত্যকি, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইতেছেন। বাসুদেব সদৃশ অত্যুচ্ছ্রিত মহাশালতুল্য, শ্যামাঙ্গ, ঐ মহাবল অভিমন্যু দ্বিতীয় ধনঞ্জয়ের ন্যায় সৈন্যগণের সম্মুখে আগমন করিতেছেন। তুমি অতি ত্বরায় উত্তম বসন ও কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া উহাঁর সমীপে গমন কর এবং ভীমের সহিত সমরে সমুদ্যত হও। প্রিয়পুত্র চিরজীবী থাকা সকলেরই অভিপ্রেত বটে, কিন্তু আমি কেবল ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারেই তোমাকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতেছি। দেখ, এই অতুলপরাক্রম ভীষ্ম কৃতান্ত ও বরুণের ন্যায় মহতী সেনা নিহত করিতেছেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুপতি জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ আপনার পক্ষীয় এই দশ জন যোদ্ধা যশঃপ্রত্যাশায় মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেই ভীষ্ম সমরে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শল্য নয়, কৃতবর্ম্মা তিন ও কৃপ নয়বাণে ভীমসেনকে তাড়িত করিলেন। চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত ইহাঁরা প্রত্যেকে দশ দশ ভল্লে, সিন্ধুরাজ তিন শরে, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ শরে এবং দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি শরে ভীমসেনকে আহত করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর মহাবল ভীমসেন সর্ব্ব সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় মহারথগণের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ শাণিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তিনি শল্যকে পঞ্চাশৎ ও কৃতবর্ম্মাকে আট শরে বিদ্ধ করিয়া কৃপাচার্য্যের সশর শরাসনের মধ্যভাগ ছেদন করিলেন। অনন্তর সেই ছিন্নধন্বা কৃপাচার্য্যকে পুনরায় সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন, পরে বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া দুর্ম্মর্ষণকে বিংশতি, চিত্রসেনকে পাঁচ, বিকর্ণকে দশ ও জয়দ্রথকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করত পুনরায় তাঁহাকে তিন শরে আহত করত আনন্দের সহিত নিনাদ করিতে লাগিলেন। মহারথ কৃপাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত দশ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন সেই দশ শরে বিদ্ধ হইয়া তোত্রবিদ্ধ মহাগজের ন্যায় ক্রোধাসক্ত হইয়া বহু শরে কৃপকে আহত করিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ কৃতান্ত সদৃশ ভীমসেন সিন্ধুরাজের অশ্বচতু-

ষ্টয় ও সারথিকে তিন শরে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। মহারথ জয়দ্রথ সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভীমসেনের প্রতি ভূরি ভূরি শাণিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন দুই ভল্ল দ্বারা মহাত্মা জয়দ্রথের ধনুকের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন তিনি ছিন্নধন্বা, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া সত্বর চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন। হে রাজন্! ভীমসেন সেই যুদ্ধে একাকী মহারথগণকে শর সমূহ দ্বারা নিবারণ পূর্ব্বক সর্ব্ব সমক্ষে সিন্ধুরাজকে বিরথ করিয়া অদ্ভুত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! শল্য ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া থাক্ থাক্ বলিয়া কার্ম্মার পরিমার্জ্জিত সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমূহ সন্ধান পূর্ব্বক ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, মহাবীর্য্য ভগদত্ত, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, চিত্রসেন, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ, বীর্য্যবান্ সিন্ধুপতি এই সমস্ত মহাবীর সেই সময়ে মদ্ররাজ শল্যের নিমিত্ত সত্বর হইয়া ভীমকে শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ শরে এবং শল্যকে অগ্রে সপ্ততি শরে পরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্যও অগ্রে নয় বাণে পরে পাঁচ বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাপ্রতাপবান্ ভীমসেন স্বীয় সারথি বিশোককে শরনির্ভিন্ন দেখিয়া তিন শরে মদ্ররাজের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন এবং অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহাধনুর্দ্ধরগণ সকলে যত্নশীল হইয়া তিন তিন শরে সমরবিশারদ ভীমসেনের মর্ম্মে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। যেরূপ অচল বারিদমণ্ডলের বারিধারা দ্বারা ব্যথিত হয় না, তদ্রূপ মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন তাঁহাদিগের

সায়ক সমূহে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হই-লেন না।পরন্তু তিনি রোষপরবশ হইয়া তিন শরে মদ্ররাজকে, বহুসংখ্যক শরে কৃপকে, শত শরে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরকে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন করিলেন। শত্রুতাপন কৃতবর্ম্মা অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বৃকোদরের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে এক নারাচ দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন ভীমসেন শল্যকে নয়, ভগদত্তকে তিন, কৃতবর্ম্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিয়া কৃপ প্রভৃতি মহা-রথগণকে দুই দুই শরে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে সুশাণিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সেই সমস্ত মহারথ কর্ত্তৃক সাতিশয় নিপী-ড়িত হইয়াও বিগতব্যথ হইয়া তাঁহাদিগকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করত সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত মহারথগণ অব্যগ্রচিত্তে তাঁহার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র শাণিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহাবীর ভগদত্ত তাঁহার প্রতি সুবর্ণদণ্ডযুক্ত এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু সিন্ধুরাজ তোমর এবং পট্টিশ, কৃপাচার্য্য শতঘ্নী, শল্য শর সমূহ এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণ প্রত্যেকে তাঁহার প্রতি পাঁচ পাঁচ শিলীমুখ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পবনতনয় ভীম-সেন ক্ষুরপ্র দ্বারা তোমরাস্ত্র, তিন শর দ্বারা পট্টিশাস্ত্র ও কঙ্কপত্রযুক্ত নয় শর দ্বারা শতঘ্নী অস্ত্র তিলকাণ্ডের ন্যায় ছেদন করিলেন এবং অন্যান্য ভীষণ সায়ক সকল সন্নতপর্ব্ব সায়ক সমূহ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে সেই সমস্ত মহারথগণকে তিন তিন শরে তাড়িত করিলেন।

তদনন্তর মহারথ ধনঞ্জয়, সেই মহারণে ভীমসেন শর-নিকরে শত্রুগণকে নিহত করিতেছেন দেখিয়া, রথারোহণ পূর্ব্বক তথায় সমাগত হইলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সেই দুই মহাত্মাকে তথায় সমবেত নিরীক্ষণ করিয়া জয়াশা পরিহার করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মের নিধন ও ভীমের হিত-সাধনের নিমিত্ত শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীমসেন যে দশ মহারথের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন, ধনঞ্জয় ও ভীমসেনকে বধ করিবার নিমিত্ত সুশর্ম্মাকে কহিলেন, হে সুশর্ম্মন্! তুমি শীঘ্র সৈন্য সমূহে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুন ও বৃকোদর সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিনাশ কর। প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সহস্র সহস্র রথীর সহিত ধাবমান হইয়া মহাধনুর্দ্ধর ভীমার্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। তৎপরে কৌরবগণের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

—•—

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অতিরথ অর্জ্জুন আপনার পক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিপীড়ন পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সায়কনিচয়ে মহারথ শল্যকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সুশর্ম্মা, কৃপ, ভগদত্ত, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সুশর্ম্মা, বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন তিন শরে সমাহত করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ চিত্রসেনের রথে অবস্থান পূর্ব্বক ধনঞ্জয় ও ভীমসেনকে শর সমূহ দ্বারা

বিদ্ধ করিলেন। শল্য ও কৃপাচার্য্য বহুসংখ্যক কবচভেদী শরজাল বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার তনয়গণ প্রত্যেকেই ভীম ও অর্জ্জুনকে পাঁচ পাঁচ বাণে আহত করিলেন। মহারথ বৃকোদর ও অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্তেশ্বর সুশর্ম্মা নয় শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া সৈন্যদিগকে সন্ত্রাসিত করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অন্যান্য রথিগণও শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীম ও ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ উদারস্বভাব ভীমার্জ্জুন উভয়ে গোসমূহমধ্যে আমিষলিপ্সু সিংহদ্বয়ের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় রথিগণমধ্যে বিচিত্রবেশে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রণমধ্যে শত শত শূরগণের সশর শরাসন সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মস্তক সমুদায় নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তখন শত শত অশ্ব আহত ও নিহত হইল; শত শত হস্তী ও হস্ত্যারোহী ধরাশায়ী হইল; শত শত রথী ও অশ্বারোহী স্থানে স্থানে ব্যাপাদিত হইল এবং কত শত ব্যক্তিকে কম্পিত হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। রণনিহত গজ, বাজি, পদাতি ও প্রভগ্ন রথ সমূহে পৃথিবীতল পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। হে ভারত! আমি এই রণে অর্জ্জুনের অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিলাম। তিনি শর সমূহে সেই সকল বীরগণকে অনায়াসে প্রতিহত ও আহত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধন ভীমার্জ্জুনের ঈদৃশ পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া গঙ্গানন্দনের রথ সমীপে গমন করিলেন; কিন্তু কৃপ, কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ ও অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ তখনও সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন না। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ও মহারথ ধনঞ্জয়

কৌরব সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কৌরব-পক্ষীয় বীরগণও সত্বর হইয়া পাঞ্চালরাজের প্রতি অযুত অযুত ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর পার্থ স্বীয় শর সমূহে সেই সকল শর নিবারণ করিয়া মহারথ ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। মহারথ শল্য ক্রোধান্বিত হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে সন্নতপর্ব্ব ভল্ল সমূহ দ্বারা অর্জ্জুনের উরঃস্থল সমাহত করিলেন। অর্জ্জুন পঞ্চ শরে শল্যের ধনুক ও হস্তাবাপ কর্ত্তন করিয়া সুশাণিত সায়ক সমূহ দ্বারা তাঁহার মর্ম্মস্থলে আঘাত করিলেন। তখন শল্য ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া অন্য এক ভারসহ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তিন শরে অর্জ্জুনকে ও পাঁচ শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করত নয় শরে ভীমসেনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

হে ভারত! অনন্তর মগধরাজ জয়ৎসেন ও দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে যে স্থানে মহারথ পার্থ ও ভীমসেন কৌরবগণের মহতী সেনা নিহত করিতেছিলেন, সেই স্থানে সমাগত হইলেন। মহারথ মগধরাজ ভীমায়ুধ ভীমসেনকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেনও প্রথমতঃ দশ, পরে পাঁচ শরে উহাঁকে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহাঁর সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন মগধরাজের অশ্ব সকল উদ্‌ভ্রান্ত ও চারি দিকে ধাবমান হইয়া সৈন্যদিগের সাক্ষাতেই তাঁহাকে সেই স্থান হইতে অপসারিত করিল। এই অবসরে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনের উপর আট বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও পঞ্চষষ্টি ভল্ল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এ দিকে প্রবল বায়ু যেরূপ জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ মহারথ অর্জ্জুন

শরনিকর দ্বারা সসৈন্য সুশর্ম্মাকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধন ও কোশলেশ্বর বৃহদ্বল ক্রোধপরবশ হইয়া ভীম ও ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরাও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত বিবৃতানন কৃতান্ত সদৃশ ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। শিখণ্ডী মহাবল ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইবামাত্র নির্ভীকচিত্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মহারাজ! এই প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সৃঞ্জয়গণ শিখণ্ডীকে এবং কৌরবগণ ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবেরা ভীষ্মের জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সংগ্রামরূপ দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভের নিমিত্ত ভীষ্মকে পণ-স্বরূপ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন, হে রথিসত্তমগণ! তোমরা নির্ভীকচিত্তে ভীষ্মকে আক্রমণ কর। তখন সৈন্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অবিলম্বে ভীষ্মকে আক্রমণ করিল। মহার্ণব যেরূপ বেলাভূমি গ্রহণ করে, তদ্রূপ মহারথ ভীষ্মও সেই সকল সমাগত সৈন্যগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর্য্যশালী শান্তনুতনয় ভীষ্ম দশমদিবসে কি প্রকারে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? এবং কুরুগণই বা কি প্রকারে পাণ্ডব-

গণকে নিবারিত করিয়াছিলেন? এক্ষণে আমার নিকট সেই বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি আপনার নিকট কুরু-পাণ্ডবদিগের সেই তুমুল সংগ্রাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় মহারথগণ কিরীটীর পরমাস্ত্র দ্বারা এবং পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ মহারথ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞানুসারে প্রতিদিন পরলোকে গমন করিত। হে পরন্তপ! কুরুগণসমবেত ভীষ্ম ও সপাঞ্চাল ধনঞ্জয়ের পরস্পর জয়লাভে নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দশম দিবসে ধনঞ্জয় এবং ভীষ্ম সমাগমে ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় সমুপস্থিত হইল। হে রাজন্! সেই ভীষণ সংগ্রামে পরমাস্ত্রবিৎ শান্তনুতনয় প্রতি দিন দশ সহস্র যোধগণকে ক্ষয় করিতেন; ইহা ভিন্ন অজ্ঞাতনামগোত্র এরূপ বহুসংখ্যক সৈন্যকে সংহার করিতেন। এই প্রকারে তিনি দশ দিন পাণ্ডববাহিনী সন্তাপিত করিলে, তাঁহার অন্তঃকরণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল; সুতরাং আত্মবিনাশে ইচ্ছুক হইয়া আর মনুষ্যহত্যা করিবেন না বলিয়া চিন্তা করত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পাণ্ডব! তুমি আমার নিকট ধর্ম্ম্য ও স্বর্গজনক বাক্য শ্রবণ কর। হে বৎস! আমি বহু প্রাণী বিনাশ করিয়া কাল অতিবাহিত করিলাম। এক্ষণে আমার আত্মদেহে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে ধর্ম্মনন্দন! যদি এক্ষণে আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে তোমার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তুমি পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সহিত পার্থকে পুরোবর্ত্তী করত আমার বধের নিমিত্ত যত্ন কর।

প্রিয়দর্শন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দেবব্রত ভীষ্মের এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া সৃঞ্জয়গণের সহিত সংগ্রামে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং স্বীয় সৈন্য সমুদায়কে এই বলিয়া

প্রেরণ করিতে লাগিলেন যে, হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় কর। রিপুঘাতী সত্যসন্ধ জিষ্ণু এবং মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে সৃঞ্জয়গণ! সংগ্রামে ভীষ্ম হইতে তোমাদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই; আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে পরাজয় করিব। ব্রহ্মলোকপরায়ণ পাণ্ডবগণ ক্রোধ-ভরে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয় ও শিখণ্ডীকে পুরস্কৃত করত তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! তখন আপনার পক্ষীয় রাজগণ,সৈন্যগণে পরি-বৃত সপুত্র দ্রোণ এবং মহাবল দুঃশাসন ভ্রাতৃগণের সহিত দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া সমরমধ্যস্থিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর আপনারপক্ষীয় বীরগণ ভীষ্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শিখণ্ডীপ্রমুখ পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন চেদি ও পাঞ্চালগণের সহিত বানরকেতন ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের, সাত্যকি অশ্বত্থামার, ধৃষ্টকেতু পৌরবের, যুধামন্যু সামাত্য দুর্য্যোধনের, সহানীক বিরাট সসৈন্য জয়দ্রথের, মহারাজ যুধিষ্ঠির সসৈন্য মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজের, ভীমসেন গজারোহী সৈন্যের ও পাঞ্চালতনয়গণ মহোদয়গণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজতনয় বৃহদ্বল সিংহকেতু সুভদ্রাতনয় অভিমন্যুর, আপনার পুত্রগণ রাজগণের সহিত শিখণ্ডী ও ধনঞ্জয়ের বধসাধনার্থ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন।

হে ভরতর্ষভ! এই প্রকারে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ ভয়-ঙ্করবেগে পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলে, মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। সংগ্রামে ভীষ্মকে দেখিয়া উভয় পক্ষীয়

সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি আপতিত হইলে, চতুর্দ্দিকে সেই সমস্ত সৈন্যের মহাশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন শঙ্খ ও দুন্দুভি-নির্ঘোষ, গজগণের বৃংহিত এবং সৈন্যদিগের ভীষণ সিংহনাদ হইতে লাগিল। রাজগণের চন্দ্র সূর্য্য সদৃশী বিমল প্রভা, বীরগণের উৎকৃষ্ট অঙ্গদ ও কিরীটের প্রভায় দিপ্তীহীন হইয়া উঠিল। সমুত্থিত ধূলিপটল মেঘমণ্ডল স্বরূপ হইয়া শস্ত্র রূপ বিদ্যুতে সমাবৃত হইল। উভয়পক্ষ যোধগণের শরাসন, বাণ, শঙ্খ, ভেরী ও রথ সমুদায়ের নিস্বন ঐ মেঘের গর্জ্জন স্বরূপ হইল। নভোমণ্ডল উভয় সেনার প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও বাণ সমূহে সমাবৃত হইয়া যেন অপ্রকাশিত হইয়া উঠিল। রথিগণ রথীদিগকে ও সাদিগণ সাদীদিগকে নিহত করিয়া পাতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গগণকে, পদাতিগণ পদাতিগণকে নিহত করিতে লাগিল। হে নররাজ! যেরূপ আমিষের নিমিত্ত দুই শ্যেন পক্ষীর যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভীষ্মের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের বধার্থী ও জয়ৈষী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু ভীষ্মের নিমিত্ত মহতী সেনাপরিবৃত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সন্নতপর্ব্ব নয় শরে অভিমন্যুকে আহত করিলেন এবং পুনরায় রোষপরবশ হইয়া তিন সায়কে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ

করিলেন। তখন অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া শমনসহোদরা সদৃশী এক ভয়ঙ্করশক্তি দুর্য্যোধনের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই ভয়ঙ্কর শক্তিকে আপতিত দেখিয়া, তীক্ষ্ণধার ক্ষুরপ্র দ্বারা উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! মহাবীর অভিমন্যু ভীষ্মকে বিনাশ এবং দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবার নিমিত্ত অতি বিচিত্র ইন্দ্রিয়প্রীতিকর রাজগণের প্রশংসিত অতি ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

শত্রুতাপন দ্রোণতনয় ক্রোধান্বিত হইয়া সাত্যকির বক্ষঃস্থলে এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। শিনির পৌত্র সাত্যকি নয় শর দ্বারা অশ্বত্থামার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন অশ্বত্থামাও সাত্যকির প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করত পুনরায় সত্বর হইয়া ত্রিংশৎ বাণ দ্বারা তাঁহার বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাযশা সাত্যকি অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তিন বাণে দ্রোণতনয়কে আহত করিলেন। অনন্তর মহারথ পৌরব ধৃষ্টকেতুর শরাসন ছেদ করিয়া মহানিনাদ করত সুশাণিত সায়ক দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ ধৃষ্টকেতু অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিসপ্তিতি শরে পৌরবকে আহত করিলেন। এইরূপে সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে শরবর্ষণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের শরাসন ও রথের অশ্ব ছেদন করত বিরথ হইয়া, যেমন মহাবনে সিংহদ্বয় সিংহীর নিমিত্ত যত্নহকারে ধাবমান হয়, সেইরূপ গোচর্ম্মনির্ম্মিত শতচন্দ্রবিভূষিত শততারকাবিচিত্রিত চর্ম্ম এবং অতি তীক্ষ্ণ ধার খড়্গ গ্রহণ করত পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া অসি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ঐ বীরদ্বয় পরস্পরকে আক্রমণ করিবার মানসে মণ্ডলকারে বিচিত্র গতি প্রত্যাগতি

প্রদর্শন করত পরস্পরকে আহ্বান পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পৌরব ক্রোধভরে থাক্ থাক্ বলিয়া বৃহৎ খড়্গ দ্বারা ধৃষ্টকেতুর ললাটে আঘাত করিলেন। তখন চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুও পুরুষশ্রেষ্ঠ পৌরবের জত্রুদেশে শিতধার বৃহৎ খড়্গ দ্বারা আঘাত করিলেন। হে মহারাজ! সেই দুই মহাবীর পরস্পরের বেগে আহত হইয়া সেই সমরভূমিতে নিপতিত হইলেন। তখন আপনার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সমরক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন এবং পরাক্রমশালী প্রতাপবান মাদ্রীতনয় সহদেবও ধৃষ্টকেতুকে সমরভূমি হইতে অপসৃত করিলেন।

হে রাজন্! চিত্রসেন সুশর্ম্মাকে প্রথমে লৌহময় বহুশরে বিদ্ধ করিয়া পরে ষষ্টিশরে বিদ্ধ করত পরিশেষে নয়শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সুশর্ম্মাও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে শাণিত শত শরে অনন্তর আনতপর্ব্ব ত্রিশ শরে চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর চিত্রসেন ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাবলশালী সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ভীষ্মের সেই সময়ে যশ ও মান বর্দ্ধনের নিমিত্ত পার্থের সাহায্য জন্য রাজপুত্র বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোশলাধিপতি বৃহদ্বল অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুকে পঞ্চশরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সন্নতপর্ব্ব বিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে, তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া কোশলরাজকে প্রথমে অষ্ট শরে তৎপরে শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোশলপতির শরাসন ছেদ করিয়া কঙ্কপত্রযুক্ত ত্রিংশৎ শরে তাঁহাকে আহত করিলেন। তখন রাজপুত্র বৃহদ্বল অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধান্বিত হইয়া বহুশরে অর্জ্জুনপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! যেমন দেবা-

সুরসংগ্রামে বলিবাসবের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সেইরূপ ভীষ্মের নিমিত্ত সেই চিত্রযোধী জাতক্রোধ মহাবীরদ্বয়ের যুদ্ধ হইতে লাগিল।

যেরূপ বজ্রধর বাসব বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল বিদারণ করেন, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অচল সদৃশ মাতঙ্গ সকল ভীমসেন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া পৃথিবীমণ্ডল নিনাদিত করত ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। সেই অঞ্জনরাশি সদৃশ হস্তী সকল ভূতলে পতিত হইয়া সমাকীর্ণ পর্ব্বতরাজির ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহাধনুর্দ্ধর রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সমরোদ্যত মদ্ররাজ শল্যকে এবং শল্য ভীষ্মের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ বিরাটকে প্রথমে সুতীক্ষ্ণ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। এবং মৎস্যরাজ সিন্ধুরাজের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে সুশাণিত ত্রিংশৎ শর আঘাত করিলেন। এইরূপে সেই বিচিত্র কার্ম্মুক, অসি, বর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজশালী মহাবীরদ্বয় সমরে বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন।

হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চাল রাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা মহাসংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের বৃহৎ শরাসন ছেদন করিয়া পঞ্চাশৎ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অরিনিসূদন ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের প্রতি সুবর্ণমণ্ডিত শমনদণ্ড সদৃশ এক মহতীগদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য সেই হেমপট্টবিভূষিত গদা আপতিত দেখিয়া পঞ্চাশৎ শরে তাহা ছেদন করিলেন। তখন সেই গদা দ্রোণ নিক্ষিপ্ত শরে ছিন্ন, বিশীর্ণ ও চূর্ণীকৃত হইয়া ভূতলে

নিপতিত হইল। শক্রতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন গদা ব্যর্থ দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি এক লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। হে ভারত! দ্রোণাচার্য্য নয়শরে সেই শক্তি ছেদন করিয়া মহাধনুর্দ্ধর পার্ষতকে শর দ্বারা প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন! হে রাজন্! ভীষ্মের নিমিত্ত দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এদিকে ধনঞ্জয় ভীষ্মকে দেখিয়া শাণিত শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করত বন্য মত্ত হস্তী যেরূপ অন্য মত্ত হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ তাঁহার প্রতি অভি-দ্রুত হইলেন। মহা প্রতাপশালী ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহার গতিরোধ করিলেন বীভৎসু রজত সদৃশ সুনির্ম্মল সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ভগদত্তের হস্তীকে বিদ্ধ করিলেন এবং শিখণ্ডীকে "চল চল,, ভীষ্মের নিকট গমন কর, উহাঁকে হনন কর, এই-রূপ কহিতে লাগিলেন। রাজা ভগদত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুপদে রথ সমীপে গমন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দ্রুতবেগে ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তর কৌরব পক্ষীয় বীরগণ সমরে চীৎ-কার সহকারে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! বায়ু যেরূপ নভোমণ্ডলে মেঘমণ্ডলকে অপনীত করে, সেই-রূপ ধনঞ্জয় আপনার পুত্রগণের সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

শিখণ্ডী ভরতকুলপিতামহ ভীষ্মকে দর্শন করত সুস্থির-চিত্তে বহু শর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন ভীষ্ম-রূপ অনল রথস্বরূপ অগ্নিগৃহে অবস্থিত, শরাসনরূপ শিখা-যুক্ত, অসি, শক্তি ও গদাস্বরূপ ইন্ধনে সমুজ্জ্বলিত ও শরসমূহ-

রূপ শিখাবিশিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হুতাশন যেরূপ অনিল সহকারে সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ মহাবীর শান্তনুতনয় দিব্য সায়ক সমূহে প্রজ্বলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের অনুগত সোমকদিগকে নিহত, তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে নিবারিত, দিক্‌বিদিক্ সকল নিনাদিত, রথী, অশ্ব, অশ্বারোহীদিগকে নিপাতিত, রথ সমুদায়কে মুণ্ডিত তালবন সদৃশ এবং শত শত অশ্ব ও মাতঙ্গকে নির্ম্মনুষ্য করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষেরা অশনিনির্ঘোষ সদৃশ জ্যাতলধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার চাপবিক্ষিপ্ত অব্যর্থ শর সমূহ অরাতিগণের শরীর ভেদ করিয়া পতিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! তৎকালে দেখিলাম বেগবান্ ঘোটক সকল মনুষ্যবিহীন রথ সমুদায়কে বায়ুবেগে আকর্ষণ করিতেছে। দেহত্যাগে সমুদ্যত, সমরে অপরাঙ্মুখ, সুবর্ণধ্বজ, বিখ্যাত মহারথ, অশ্ব, কুঞ্জর ও রথারূঢ় চতুর্দ্দশ সহস্র কুলপুত্র চেদি, কাশি এবং করূষ সংগ্রামে বিবৃতানন অন্তক সদৃশ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। সোমকগণেরমধ্যে কোন মহারথই জীবিতাবস্থায় ভীষ্মের হস্ত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারেন নাই বস্তুতঃ ভীষ্মের পরাক্রম অবলোকন করিয়া লোকে এই বিবেচনা করিতে লাগিল যে, সোমকবংশীয় সমুদায় যোদ্ধাই শমনভবনে গমন করিয়াছেন। এমন কি, কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ও মহাতেজা শিখণ্ডী ব্যতীত আর কেহই ভীষ্মের প্রতি গমনে সমর্থ হইলেন না।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইবামাত্র সুশাণিত দশ বাণে তাঁহার উরঃস্থল আহত করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম কোপোজ্জ্বলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিলেন, তিনি শিখণ্ডীর স্ত্রীরূপ স্মরণ পূর্ব্বক তাহাকে আহত করিলেন না; কিন্তু শিখণ্ডী তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তখন ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শিখণ্ডিন্! আর কোন কথায় প্রয়োজন নাই; তুমি ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপাতিত কর। আমি যথার্থ কহিতেছি যে, তোমা ব্যতিরেকে যুধিষ্ঠির সৈন্যমধ্যে আর কেহই ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। শিখণ্ডী ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া নানাবিধ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহারথ ভীষ্মকে পরিব্যাপ্ত করিলেন। শান্তনুতনয় ভীষ্ম সেই সকল শর গ্রাহ্য না করিয়া শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়কে নিবারণ ও সৈন্য সকলকে প্রেতরাজসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জলদজাল যেরূপ দিবাকরকে আবৃত করে, তদ্রূপ পাণ্ডবেরাও অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টিত করিলেন। তখন মহারথ ভীষ্ম দাবাগ্নির ন্যায় সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া বীরগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে মহাত্মা দুঃশাসনের অতি অদ্ভুত পৌরুষ দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি একাকী অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক

পিতামহকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে প্রতিহত করিতে পারিলেন না। দুঃশাসন রণস্থলে রথিগণকে বিরথ এবং অশ্বারোহী ও মাতঙ্গদিগকে শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন। শত শত দন্তী তাঁহার শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হুতাশন যেরূপ ইন্ধন প্রাপ্তে দীপ্ত-শিখ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ দুঃশাসন পাণ্ডবসৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইবামাত্র দগ্ধ করত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডব দিগের মধ্যে মহারথ অর্জ্জুন ব্যতীত আর কেহই তাঁহাকে জয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে গমন করিতে পারিলেন না। কেবল মহাবীর অর্জ্জুনই সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ভীষ্মরক্ষিত অপরা-জিত দুঃশাসন বারম্বার আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াই সংগ্রাম করি-য়াছিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে করিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

শিখণ্ডী ইন্দ্রাশনিসন্নিভ সর্পতুল্য শর সমূহ দ্বারা শান্তনু-তনয়কে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম তাহাতে কিছুমাত্র নিপীড়িত না হইয়া সহাস্যবদনে তাপিত ব্যক্তি যেরূপ জলধারা গ্রহণ করে, সেইরূপ শিখণ্ডিনির্ম্মুক্ত শরধারা গ্রহণ করত পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগি-লেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা সত্বরে অর্জ্জুনকে আক্রমণ কর; ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে রাজগণ! সুবর্ণময় তালকেতু বিরাজিত শান্তনুতনয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সুখ ও বর্ম্মরক্ষা করিতেছেন। বিনশ্বরস্বভাব পাণ্ডবদিগের কথা কি বলিব, দেবগণও ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মকে সমরে পরা-

জয় করিতে পারেন না। অতএব তিনি অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইলে, পলায়ন করিবেন না। আমি অদ্য আপনাদিগের সহিত একত্রিত হইয়া পরম যত্নসহকারে পাণ্ডবদিগের সহিত সমরে সমুদ্যত হইব।

মহারাজ! আপনার পক্ষীয় মহাবলশালী যোধগণ রাজা দুর্য্যোধনের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। পতঙ্গপাল যেরূপ বহ্নিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত বিদেহ, কলিঙ্গ, দাশেরক, নিষাদ, সৌবীর, বাহ্লীক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়রাজ ক্রোধভরে অর্জ্জুনের অভিমুখে যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ধ্যান পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র সকল সন্ধান করিয়া, হুতাশন যেমন পতঙ্গকুল দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবেগসম্পন্ন অস্ত্র শস্ত্র সমূহের প্রভাবে শতানীক মহারথকে দগ্ধ করিলেন। বাণ সহস্র বর্ষণকালে তাঁহার গাণ্ডীব যেন অন্তরীক্ষে সমুজ্জ্বলিত হইতেছে, বোধ হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় মহারথ সকল তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের ধ্বজ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। তাঁহারা আর অর্জ্জুনের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইলেন না। রথিগণ রথের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বের সহিত ও হস্ত্যারোহিগণ হস্তীর সহিত ধনঞ্জয়ের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ অর্জ্জুননির্ম্মুক্ত সায়কনিচয়ে সাতিশয় অভিহত হইয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করত ধরাতল পরিব্যাপ্ত করিল।

মহারথ অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া

দুঃশাসনের প্রতি ভূরি ভূরি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সকল বাণ দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিয়া ভুজঙ্গরাজির বল্মীক প্রবিষ্টের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। সেই সময় ধনঞ্জয় দুঃশাসনের অশ্বগণ ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর তিনি বিংশতি শরে বিবিংশতিকে রথভ্রষ্ট করিয়া সমস্ত-পর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং কৃপ, বিকর্ণ ও শল্য-কেও ভূরি ভূরি শরে বিদ্ধ করিয়া রথভ্রষ্ট করিলেন। এই প্রকারে মহারথ কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি মধ্যাহ্নকালে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিরথ হইয়া পলায়ন করিলে, মহাবীর অর্জ্জুন বিধুম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া দিনকরের করনিকর বর্ষণের ন্যায় শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক অন্যান্য মহীপালদিগকে সংহার করিয়া শোণিতনদী প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষেই, কোন স্থানে রথী সকল মাতঙ্গ, অশ্ব ও রথীদিগকে নিহত করিয়াছে; কোন স্থানে মাতঙ্গ সকল রথ সমূহকে ভগ্ন করিয়াছে; কোন স্থানে পদাতি সকল অশ্বগণকে সংহার করিয়াছে; হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথযোধগণের ছিন্ন কলেবর ও মস্তক সকল চারি দিকে পতিত রহিয়াছে; রণস্থল পতিত, পাতিত, রথ-নেমিনিকৃত্ত ও হস্তিদন্তাহত কুণ্ডলাঙ্গদবিভূষিত নরপতিপুত্রে সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; পদাতি, অশ্ব, অশ্বা-রোহী, গজ ও রথিগণ চতুর্দ্দিকে অভিদ্রুত হইতেছে; ভগ্ন নেমি, ভগ্নযুগ ও ভগ্নধ্বজ রথ সকল সমরভূমিতে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; সংগ্রামস্থল গজ, বাজি ও যোদ্ধৃবর্গের শোণিতধারায় শরৎ-কালীন রক্তাম্বুজের ন্যায় শোভমান হইয়াছে; কুক্কুর, বায়স, গৃধ্র, বৃক, গোমায়ু ও অন্যান্য বিকৃত পশু পক্ষিগণ ভক্ষ্য প্রাপ্তে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া শব্দ করিতেছে; চারি-দিকে বহুবিধ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; রাক্ষস ও ভূতগণ

দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া চীৎকার করিতেছে; সুবর্ণবিচিত্রিত মহামূল্য পতাকা সকল সহসা বায়ুবেগে বিকম্পিত হইতেছে; কত শত শ্বেত ছত্র ও ধ্বজের সহিত মহারথ সকল ধরাতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

তদনন্তর মহাবলশালী ভীষ্ম যেমন দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করত ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইতেছিলেন, অমনি বর্ম্মধারী শিখণ্ডী তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; তখন ভীষ্মও সেই অনল সদৃশ অস্ত্র উপসংহার করিলেন। এই অবসরে মহারথ অর্জ্জুন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! সেই মহতী সেনা ব্যূহিত হইলে; সমরে অপরাঙ্মুখ মহাধনুর্দ্ধরগণ সকলেই জীবিত নিরক্ষেপ হইয়া ব্রহ্মলোক গমনে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তখন সৈন্যগণ সৈন্যগণের সহিত, রথী রথীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত ও গজ গজারোহীর সহিত, সকলেই মিলিত হইল। এই প্রকারে মনুষ্য ও দন্তিগণ পরস্পর মিশ্রিত হইলে, কে কোন্ পক্ষীয় ইহার কিছুই অবধারিত হইল না। উভয় পক্ষীয় বীরপুরুষ সকলেই উন্মত্তের ন্যায় সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

তদনন্তর শল্য, কৃপ, চিত্রসেন, দুঃশাসন ও বিকর্ণ ইহাঁরা রথারোহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিকম্পিত

করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ ঐ সকল মহাত্মা কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মারুতবিঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল।

এদিকে শিশিরকাল যেরূপ গোগণের মর্ম্মচ্ছেদ করে, মহাবলশালী শান্তনুনতয় সেইরূপ পাণ্ডুপুত্রদিগের মর্ম্ম ছেদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও নবজলধরসন্নিভ কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিয়া নারাচ ও শরনিকর দ্বারা বীরগণকে বিমর্দ্দিত ও তাড়িত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মার্জ্জুন উভয়ে বীরক্ষয়কর সংগ্রাম আরম্ভ করিলে, বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ সকল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। সমরাঙ্গন, নিহত মহাত্মাদিগের আভরণভূষিত শরীর ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকে সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ ভীষ্মের পরাক্রম দর্শনে জীবিতাশা পরিহার পূর্ব্বক স্বর্গকেই পরম আশ্রয় জ্ঞান করিয়া মহতীসেনা সমভিব্যাহারে পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন। হে মহারাজ! 'পাণ্ডবেরাও আপনাদিগের প্রদত্ত পূর্ব্বতন ক্লেশপরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া নির্ভয়ে আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময় পাণ্ডবদিগের মহারথ সেনাপতি সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে করিলেন, হে সোমকগণ! হে সৃঞ্জয়গণ! তোমরা অবিলম্বে ভীষ্মকে আক্রমণ কর। তখন সোমক ও সৃঞ্জয় ভীষ্মশরে নিতান্ত সমাহত হইয়াও সেনাপতির বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া শরনিকর নিক্ষেপ করত ভীষ্মকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল, মহারথ ভীষ্ম তাঁহাদিগের শরাঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সৃঞ্জয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম পূর্ব্বে পরশুরামের নিকট যে শত্রুসৈন্যবিনাশিনী অস্ত্র শিক্ষা

লাভ করিয়াছিলেন, তদনুসারেই প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য ক্ষয় করিতেন। দশম দিবসের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তিনি একাকী মৎস্য ও পাঞ্চালদিগের দশ সহস্র হস্ত্যারোহী, সাত জন মহারথ, চতুর্দ্দশ সহস্র পদাতি, সহস্র মাতঙ্গ, দশ সহস্র অশ্ব, বিরাটের প্রিয়তর ভ্রাতা শতানীক ও অন্যান্য সহস্র সহস্র রাজগণকে ভল্লাস্ত্র দ্বারা সমরে নিহত করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় যে সকল মহীপালগণ অর্জ্জুনের পার্শ্ববর্ত্তী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভীষ্মের সংগ্রামে প্রেতরাজসদনে গমন করিলেন। অনন্তর ভীষ্মের শরনিকরে পাণ্ডবসেনার দশ দিক্ পরিব্যাপ্ত হইল। মহাপ্রতাপশালী শান্তনুতনয় সমরে এইরূপ দুষ্কর কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া কার্ম্মুক-হস্তে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন। গ্রীষ্মকালীন আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী তাপপ্রদ দিবাকরের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় না, তদ্রূপ কোন পার্থিবই সেই ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দৈত্য-সেনাকে তাপিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম সমরে পাণ্ডবসেনাকে পরিতাপিত করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! দেবকীনন্দন বাসুদেব ভীষ্মের ঈদৃশ পরাক্রম অবলোকন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই উভয় সেনার মধ্যস্থিত শান্তনুতনয় ভীষ্মকে বলপূর্ব্বক সংহার করিলেই তোমার জয় লাভ হইবে; অত-এব যে স্থানে ঐ সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, সেই স্থানে উহাঁকে সংস্তম্ভিত কর। তুমি ভিন্ন আর কেহই উহাঁর শর-নিকর সহ্য করিতে পারিবে না। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের নিয়োগানুসারে শরসমূহ দ্বারা ধ্বজ, রথ ও অশ্বের সহিত ভীষ্মকে পরিব্যাপ্ত করিলেন। মহারথ ভীষ্মও শরবর্ষণ দ্বারা

পার্থনিক্ষিপ্ত শরজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, মহাবল ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মাদ্রীর তনয়দ্বয়, চেকিতান, কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা, মহাবাহু সাত্যকি, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, শিখণ্ডী, কুন্তিভোজ, সুশর্ম্মা, বিরাট এবং অন্যান্য মহাবীরগণ ভীষ্মশরে নিপীড়িত ও শোকার্ণবে নিপতিত হইলে, মহারথ অর্জ্জুন তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধন করিলেন।

তদনন্তর শিখণ্ডী পরমাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। রণবিশারদ অর্জ্জুন ভীষ্মের অনুচরদিগকে নিহত করিয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়গণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মহায়ুধ সকল সমুদ্যত করত ভীষ্মের প্রতি গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। শান্তনুতনয় ভীষ্ম সেই সমস্ত রাজগণ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মুক্ত শর অনায়াসে নিবারণ করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যেন ক্রীড়া করিতে করিতে শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু শিখণ্ডীর স্ত্রীরূপ স্মরণ পূর্ব্বক সস্মিতবদনে তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ না করিয়া দ্রুপদসৈন্যের মধ্যে সাতজন রথীর প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মৎস্য, পাঞ্চাল ও চেদিগণ সকলেই কিলকিলা ধ্বনি করিতে করিতে একমাত্র ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইয়া, মেঘের দিবাকর আচ্ছাদনের ন্যায় অশ্ব, রথ ও শর সমূহে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। এই দেবাসুর সদৃশ মহাসংগ্রামে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

—○—

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! এই প্রকারে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সকলেই একত্র হইয়া শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শতঘ্নী, পরিঘ, পরশু, মুদ্গর, মুষল, প্রাস, ক্ষেপণীয়, শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভুষণ্ডী সমূহ দ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অস্ত্র সমূহে তাঁহার তনুত্রাণ বিশীর্ণ হইলে, তিনি মর্ম্মে সমাহত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত তাঁহার বীরক্ষয় রূপ ইন্ধনে প্রজ্বলিত, বিচিত্র শরাসন রূপ দীর্ঘ শিখা বিশিষ্ট, নেমিনির্ঘোষ রূপ সন্তাপশালী, মহাস্ত্র রূপ অনল অরিকুলের পক্ষে প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় হইয়া উঠিল। পিতামহ ভীষ্ম সেই রথমণ্ডল হইতে বিনির্গত হইয়া বিপক্ষগণমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং দ্রুপদ ও ধৃষ্টকেতুকে গ্রাহ্য না করিয়া পাণ্ডব সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সাত্যকি, ভীম, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ভীষণনির্ঘোষ মহাবেগগামী বর্ম্মা-বরণভেদী নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি প্রভৃতি ছয় জন মহারথ ভীষ্মনিক্ষিপ্ত শর সকল নিরাকৃত করিয়া দশ দশ শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। শিখণ্ডী যে সমস্ত সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত সায়ক নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন, তাহা অতি সত্বরেই ভীষ্ম শরীরে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর ধনঞ্জয় রোষাবিষ্টচিত্তে শিখণ্ডীকে অগ্রসর করত ভীষ্মের অভিমুখে উপনীত হইয়া তাঁহার চাপ ছেদন করি-লেন। দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও

ভগদত্ত এই সাত মহারথ ভীষ্মের চাপ ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া উৎকৃষ্ট শরনিকর দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিতে করিতে দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অভিমন্যু এই সাত মহাবীর দ্রোণ প্রভৃতির আপতন শব্দ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ক্রোধমূর্চ্ছিত চিত্তে বিচিত্র কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক সত্বরে গমন করিলেন। দানবগণের সহিত দেবগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, কৌরবপক্ষীয় সপ্ত বীরের সহিত পাণ্ডবপক্ষীয় সপ্ত বীরের সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এ দিকে শিখণ্ডী ছিন্নশরাসন ভীষ্মকে দশ বাণে ও তাঁহার সারথিকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক শরে রথের ধ্বজ ছেদন করিলেন। ভীষ্ম অন্য শরাসন গ্রহণ করিলে, অর্জ্জুন ক্রোধভরে তীক্ষ্ণ তিন শরে তাহাও ছেদন করিলেন। ফলতঃ ভীষ্ম যতবার শরাসন গ্রহণ করেন, ধনঞ্জয় ততবারই তাহা ছেদন করেন। অনন্তর তিনি অর্জ্জুনের প্রতি প্রজ্বলিত বজ্রসদৃশ পর্ব্বত বিদারণ শক্তি নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ পাঁচ ভল্লে তাহা পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যখন সেই ছিন্ন শক্তি রথ হইতে নিপতিত হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন বিদ্যুৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া বারিদমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতেছে।

জাতক্রোধ শান্তনুতনয় সেই শক্তি ছিন্ন দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, যদি মহাত্মা মহাবল মধুসূদন পাণ্ডবগণকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমি উহাদিগকে একমাত্র শরাসনেই নিহত করিতাম; কিন্তু পাণ্ডবগণ অবধ্য, ও শিখণ্ডী স্ত্রীজাতি; এই দুই কারণে আমি উহাদিগের সহিত যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলাম। পিতা কালীর পাণি গ্রহণ সময়ে সন্তুষ্ট

হইয়া আমাকে স্বেচ্ছামরণ ও সমরে অবধ্যত্ব বর প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমার মৃত্যুর এই প্রকৃত সময় বোধ হইতেছে।

তখন আকাশস্থ ঋষি ও বসুগণ দেবব্রত ভীষ্মের এই প্রকার প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া কহিলেন, হে ভীষ্ম! তোমার এই উপস্থিত অধ্যবসায় আমাদিগেরও প্রীতিকর; অতএব তুমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান কর। হে ভারত! ঋষিগণের বাক্যাবসানে অনুকূল সমীরণ মন্দ মন্দ-ভাবে সঞ্চারিত, দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত ও ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত ঋষিগণ ও দেব-গণের বাক্য ভীষ্মব্যতীত আর কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই। হে রাজন্! মহর্ষি ব্যাসদেবের তেজোবলে আমিও উহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে নরনাথ! সর্ব্বলোকপ্রিয় শান্তনু-তনয় ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবেন বলিয়া দেবগণেরও সম্ভ্রম উপস্থিত হইল।

মহাত্মা শান্তনুতনয় দেবর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করত সর্ব্বা-বরণভেদী নিশিত শর সমূহে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও অর্জ্জু-নের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। শিখণ্ডী ক্রোধভরে ভীষ্মের উরঃস্থলে অতি তীক্ষ্ণ নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু যেরূপ ভূমিকম্পসময়ে পর্ব্বত সকল কম্পিত হয় না, তদ্রূপ ভীষ্ম শিখণ্ডীনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত শরনিকর-দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সহাস্য বদনে গাণ্ডীব আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে প্রথমতঃ পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে, পরে শত বাণে ভীষ্মের সমস্ত শরীর ও মর্ম্মস্থল সমুদায় আহত করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম অন্যান্য যে সমস্ত বীরগণের শর-নিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইতেছিলেন, এক্ষণে সন্নতপর্ব্ব শরজাল বিস্তার করিয়া ঐ সমস্ত বীরকে বিদ্ধ ও তাঁহা-

দিগের শরনিকর প্রতিহত করিতে লাগিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যে সমস্ত সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন, ভীষ্ম তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। অনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধপরবশ হইয়া শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করত ভীষ্মের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরাসন ছেদন, দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ, এক শরে ধ্বজচ্ছেদ ও দশ শরে তাঁহার সারথিকে বিকম্পিত করিলেন। ভীষ্ম অন্য শরাসন গ্রহণ করিলে, ধনঞ্জয় তাহা তৎক্ষণাৎ তিন ভল্ল দ্বারা তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন! অনন্তর ভীষ্ম যত শরাসন ধারণ করিলেন, ধনঞ্জয় নিমিষমধ্যে তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর শান্তনুতনয় ধনঞ্জয়ের প্রতি আর যুদ্ধে উদ্যত হইলেন না; কিন্তু অর্জ্জুন পুনরায় পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে সমাহত করিলেন।

তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম শর নিকরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে বীর! ঐ পাণ্ডবগণের মহারথ ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহুসহস্র শরে আমাকে আহত করিতেছেন; বজ্রহস্ত দেবরাজও সমরে উহাঁকে পরাজয় করিতে পারেন না এবং দেব, দানব ও রাক্ষসগণ একত্রিত হইলেও সংগ্রামে আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। অতএব মহারথ মানবগণ আমার কি করিবে? মহাবীর ভীষ্ম দুঃশাসনকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শাণিত শর সমূহে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের শাণিত শর সমূহে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া পুনরায় সহাস্যবদনে দুঃশাসনকে কহিলেন, হে দুঃশাসন! এই যে সকল সায়ক ধারার ন্যায় সমাগত হইয়া অশনিরূপে আমার দেহে সংলগ্ন হইতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয়; এই যে মুষল সদৃশ শর সকল দৃঢ়

আবরণ ভেদ করিয়া আমার মর্ম্মস্থান ছেদ করিতেছে, ইহা কদাচ শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে বজ্রবেগসদৃশ ব্রহ্মদণ্ডসম-স্পর্শ দুঃসহ শর সকল আমার জীবনকে রুগ্ন করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে গদা ও পরিঘোপম শর সকল যমদূতের ন্যায় নিহিত হইয়া আমার প্রাণ সংহার করিতেছে, ইহা কদাচ শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে জাতক্রোধ লেলিহান আশীবিষ সদৃশ আশুগ সকল আমার মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে শর সকল আমার গাত্র ভেদ করিতেছে; ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই সমস্ত শর অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইতেছে, সন্দেহ নাই। গাণ্ডীবধন্বা পার্থ ব্যতিরেকে আর কোন ক্ষত্রিয় আমাকে ক্লেশিত করিতে পারে না।

মহাপ্রতাপশালী ভীষ্ম এই কথা কহিতে কহিতে যেন পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার অভিলাষে ধনঞ্জয়ের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি তিন খণ্ড করিয়া নিপাতিত করিলেন। অনন্তর গাঙ্গেয় মৃত্যুমুখে গমন বা বিজয় লাভের অন্যতর পক্ষ অভিলাষে সুবর্ণভূষিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি ঐ খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে না হইতেই অর্জ্জুন শর নিকর দ্বারা উহা শতধা ছিন্ন করিলেন, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইল।

হে রাজন্! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যদিগকে কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা নির্ভীকচিত্তে সত্বর ভীষ্মকে আক্রমণ কর। তখন সৈন্যগণ যেআজ্ঞা বলিয়া তোমর, প্রাস, বাণ, পট্টিশ, খড়্গ, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভল্লসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক একমাত্র ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইল। সেই সময় পাণ্ডবেরা ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণও ভীষ্মের জয়াকাঙ্ক্ষায় একমাত্র অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রণভূমি ক্ষণকালমধ্যে গঙ্গাপাতজনিত সাগরাবর্ত্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। বসুন্ধরা শোণিতাক্ত হইয়া অতি ভীষণ রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তখন সম ও বিষম স্থান কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ভীষ্ম মর্ম্মাহত হইয়াও দশ সহস্র যোদ্ধাকে সংহার করিয়া দাণ্ডায়মান রহিলেন। মহারথ পার্থ বাহিনীমুখে অবস্থান করিয়া কৌরবসেনাদিগকে দ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার ভয়ে ভীত ও তদীয় শরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, শাল্ব, শয়, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, ও কেকয়গণ শরার্ত্ত ও ব্রণপীড়িত হইয়াও অর্জ্জুনের সহিত যুধ্যমান ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিলেন না।

এ দিকে পাণ্ডবেরা একমাত্র ভীষ্মকে পরিবৃত ও কৌরবসেনাদিগকে পরাজয় করিয়া শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্যের জীবন বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তখন রণস্থলে কেবল সংহার কর, গ্রহণ কর, যুদ্ধ কর, কর্ত্তন কর, ভীষ্মের রথের প্রতি এই প্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

হে রাজন্! ভীষ্মের শরীর অর্জ্জুনের শাণিত শরে এরূপ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল যে, দুই অঙ্গুলিমাত্র স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পূর্ব্বশিরা হইয়া আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতে রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন স্বর্গে দেবগণ

ও মর্ত্ত্যলোকে ভূপতিগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। ভীষ্মকে নিপতিত দেখিয়া আমাদের হৃদয়ও তাঁহার সহিত নিপতিত হইল। নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের ধ্বজস্বরূপ ভীষ্ম সমুত্থিত বাসবধ্বজের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলে, মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি শরজালে এরূপ আছন্ন হইয়াছিলেন যে, পতিত হইয়াও ধরাতল স্পর্শ না করিয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। তখন দিব্য ভাব সকল তাঁহাতে প্রবেশ করিল। বারিদমণ্ডল বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। ধরণী কম্পিত হইয়া উঠিল।

মহাবীর ভীষ্ম পতনসময়ে দিবাকরকে দক্ষিণদিকে অবলোকন করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত সমুচিত সময় প্রতীক্ষায় পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষ হইতে এইরূপ আকাশবাণী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল যে, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ভীষ্ম এই দিব্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি জীবিত আছি বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। এই প্রকারে কুরুপিতামহ ভীষ্ম ধরাতলে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন।

হিমালয়তনয়া ভাগীরথী ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহর্ষিগণকে হংসরূপে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। মানসবাসী হংসরূপ ঋষিগণ সত্বরে গমন করিয়া দেখিলেন, কুরুকুলভূষণ মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; তখন তাঁহারা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেবব্রত ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন? এই বলিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। মহামতি শান্তনুতনয় তাঁহাদিগকে দর্শন করত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে হংসগণ! আমি এই

স্থির করিয়াছি যে, দিবাকর যত দিন দক্ষিণায়নে অবস্থিতি করিবেন, তত দিন আমি গমন করিব না। আমি এই সত্য কহিতেছি যে, দিবাকর উত্তরায়ণস্থ হইলে আমি সেই পুরাতন স্থানে গমন করিব। এক্ষণে সেই উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় রহিলাম। পিতা আমাকে স্বেচ্ছামরণ বর দিয়াছিলেন; অদ্য তাহা সফল হউক; সেই বর প্রভাবে মরণের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব আছে; সেই জন্যই আমি জীবিত রহিয়াছি; নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলেই জীবন পরিত্যাগ করিব। ভীষ্ম হংসগণকে এই কথা বলিয়া শরশয্যাতেই শয়ান রহিলেন।

হে রাজন্! কুরুকুলতিলক মহাত্মা অবধ্য ভীষ্ম নিপতিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার তনয়গণ কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ও অন্যান্য কৌরবগণ নিতান্ত মোহাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। কৃপ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীর পুরুষগণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন ও বিষাদে বহুক্ষণ স্তব্ধেন্দ্রিয় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াও পাণ্ডবগণের সহিত আর যুদ্ধার্থ গমন করিলেন না। ফলত কৌরবগণ সহসা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দর্শন করিতে লাগিলেন। আমরাও রণস্থলে শর সমূহ দ্বারা নিতান্ত বিদ্ধ ও ধনঞ্জয়ের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলাম। আবার মহাত্মা ভীষ্মও নিহত হইলেন। সুতরাং আর কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

হে ভারত! পাণ্ডবেরা ইহলোকে জয় লাভ করিলেন এবং পরলোকে পরম গতি লাভ করিবেন বলিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমক ও পাঞ্চালগণ আনন্দে পুলকিত হইলেন। তূর্য্যসহস্র শব্দায়মান হইলে, ভীমপরাক্রম ভীমসেন বাহ্বাস্ফোট পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগি-

লেন। উভয় পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহ কেহ শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিলেন; কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইলেন; কেহ কেহ ক্ষত্রিয় বৃত্তির নিন্দা করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ বা মহাত্মা শান্তনুতনয় ভীষ্মের সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ, পিতৃগণ ও ভরতকুলের পূর্ব্ব পুরুষগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে, ধীমান্ ভীষ্ম মহোপনিষদবিহিত যোগ অবলম্বন করত জপে প্রবৃত্ত হইয়া সময় প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পক্ষীয় যোধগণ মহাত্মা দেবতুল্য ও পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী ভীষ্মবিহীন হইয়া কি করিয়াছিলেন? তিনি যখন ঘৃণা প্রযুক্ত শিখণ্ডীকে প্রহার করেন নাই, তখনই কৌরবগণ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়াছি। হায়! আমাকে পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিতে হইল; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? যাহা হউক, জয়াভিলাষী শান্তনুতনয় আহত হইয়া কি করিয়াছিলেন? এক্ষণে আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন কর। তিনি যে বারম্বার আহত হইয়াছিলেন, ইহা আমার কোনরূপেই সহ্য হইতেছে না। পূর্ব্বে পরশুরাম যাঁহাকে দিব্যাস্ত্র দ্বারা বিনাশ করিতে পারেন নাই, অদ্য তিনি দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলেন!

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! পিতামহ ভীষ্ম সায়ংকালে

ভূতলে পতিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিষণ্ণ ও পাঞ্চালগণকে আহ্লাদিত করত শরশয্যাতে শয়ন করিয়া রহিলেন। তিনি ভূমি সংস্পর্শ করেন নাই। কুরুগণের সীমাবৃক্ষ স্বরূপ মহারথ ভীষ্ম রথ হইতে নিপতিত হইলে, প্রাণিগণ হাহাকার করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের ক্ষত্রিয়গণ সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ মহাত্মা ভীষ্মকে বিশীর্ণকবচ ও ভ্রস্তধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। তখন নভোমণ্ডল অন্ধকারে অচ্ছন্ন, দিবাকর প্রভাশূন্য, ও ভূতল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইনি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনিই ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বলিয়া সকলে ভীষ্মের সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ শরশয্যাগত ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন। ইনি পূর্ব্বে পিতাকে কামার্ত্ত দেখিয়া স্বয়ং ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ কোন প্রকারে কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে না পারিয়া বিষণ্ণবদন, শ্রীহীন ও লজ্জায় অবনত মুখ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া সমরশিরে অবস্থান পূর্ব্বক হেমজালবিচিত্রিত মহাশঙ্খ নিনাদিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের হর্ষপ্রযুক্ত তূর্য্য সহস্র বাদিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন দেখিলাম, মহাবাহু ভীমসেন আহ্লাদ সহকারে ক্রীড়া করিতেছেন। কুরুগণ মোহাবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন; কর্ণ ও দুর্য্যোধন মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন এবং অন্যান্য সকলেই মর্য্যাদাশূন্য হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতেছে।

দেবব্রত মহারথ ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবামাত্র দুঃশাসন দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে স্বসৈন্যে বর্ম্মিত হইয়া তাহাদিগকে বিষাদসমুদ্রে নিমগ্ন করত দ্রুতবেগে দ্রোণা-

চার্য্যের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; কুরুগণ তাহা দর্শন করত তিনি কি কহিবেন ভাবিয়া, তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। পরে দুঃশাসন দ্রোণাচার্য্যের নিকট ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা কহিলে, আচার্য্য সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণমাত্র সহসা রথ হইতে নিপতিত হইলেন, এবং সত্বর সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া দ্রুতগামী অশ্বারূঢ় দূতগণ দ্বারা স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

অনন্তর সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইলে, মহীপাল সকল কবচ পরিহার করিয়া ভীষ্মসমীপে গমন করিলেন। যোধগণও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া, দেবগণ যেরূপ প্রজাপতির নিকট গমন করেন, সেইরূপ ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন। এইরূপে কুরুপাণ্ডবগণ শরশয্যাগত ভীষ্মের নিকট সমাগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাভাগগণ! তোমাদিগের স্বাগত? হে মহারথগণ! তোমাদিগের স্বাগত? আমি তোমাদিগকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলাম। লম্বমানশিরা শান্তনুতনয় ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে নরপতিগণ! আমার মস্তক সাতিশয় লম্বমান হইতেছে; অতএব আমাকে উপধান প্রদান কর। নরপতিগণ তৎক্ষণাৎ অতি কোমল ও উৎকৃষ্ট উপধান সকল আহরণ করিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম তাহা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক সস্মিতবদনে কহিলেন, হে পার্থিবগণ! এ সমস্ত উপধান এই বীর শয্যার উপযুক্ত নয়। তদনন্তর তিনি পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে

মহাবাহো! আমার মস্তক সাতিশয় লম্বমান হইতেছে; অতএব উপযুক্ত উপধান প্রদান কর।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তখন ধনঞ্জয় গাণ্ডীব সমুন্নত করিয়া ভীষ্মকে অভিবাদন পূর্ব্বক বাষ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, হে পিতামহ! আমি আপনার আজ্ঞাধীন; কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎস! আমার মস্তক সাতিশয় লম্বমান হইতেছে; তুমি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, ক্ষত্রধর্ম্মবেত্তা ও বুদ্ধিমান্; অতএব উপযুক্ত উপধান প্রদান কর।

ধনঞ্জয় যেআজ্ঞা বলিয়া কর্ত্তব্যাবধারণ পূর্ব্বক গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণ, সন্নতপর্ব্ব শর সমুদায় গ্রহণ ও মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শরত্রয় তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া উপধান স্বরূপ হইল। সুহৃদ্গণের আনন্দবর্দ্ধন অর্জ্জুন অভিপ্রায় অবগত হইয়াছেন দেখিয়া, তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্ম হৃষ্টচিত্তে উপধান প্রদানের জন্য তাঁহাকে সভাজন করিলেন এবং সকলের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি এই শয্যার উপযুক্ত উপধান আহরণ করিয়াছ; তুমি যদি ইহার অন্যথা করিতে, তাহা হইলে, আমি ক্রোধভরে তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। হে মহাবাহো! সংগ্রামে ধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়দিগের এইরূপ শরশয্যাতেই শয়ন করা কর্ত্তব্য।

মহাত্মা ভীষ্ম অর্জ্জুনকে এই প্রকার কহিয়া তৎপার্শ্বস্থ রাজা ও রাজপুত্রগণকে কহিলেন, হে রাজগণ! দেখ, অর্জ্জুন আমার উপধান আহরণ করিয়াছে; আমি রবির উত্তরায়ণে আবর্ত্তন পর্য্যন্ত এই শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। দিবাকর যখন সপ্তাশ্বসংযোজিত তেজঃপ্রদীপ্ত রথে সমারূঢ় হইয়া উত্তরায়ণে আবর্ত্তিত হইবেন, তখন যাঁহারা আমার সমীপে আগমন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, আমি প্রিয়তম প্রাণকে পরিত্যাগ করিব। এক্ষণে তোমরা আমার এই বাসস্থানে পরিখা খনন কর। আমি ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করি। তোমরা বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হও।

অনন্তর শল্যোদ্ধারণনিপুণ সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ নানাবিধ উপকরণ সমভিব্যাহারে ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি এই চিকিৎসকদিগকে সৎকার করিয়া ধন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় কর। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রশংসনীয় পরম গতি লাভ করিয়াছি; আমার এক্ষণে চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? হে নরপতিগণ! এক্ষণে আমি শরশয্যায় অবস্থিতি করিতেছি; অতএব এক্ষণে এই সমস্ত শরের সহিত আমাকে দগ্ধ করিতে হইবে। রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের এইরূপ বাক্য শ্রবণে বৈদ্যদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া বিদায় করিলেন। হে নরনাথ! নানাজনপদবাসী নরপতিগণ মহাতেজস্বী ভীষ্মের ধর্ম্মানুযায়ী অবস্থান দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অনন্তর ঐ সমস্ত নরপতি, পাণ্ডব ও কৌরবগণ ভীষ্ম সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম ও তিন বার প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব

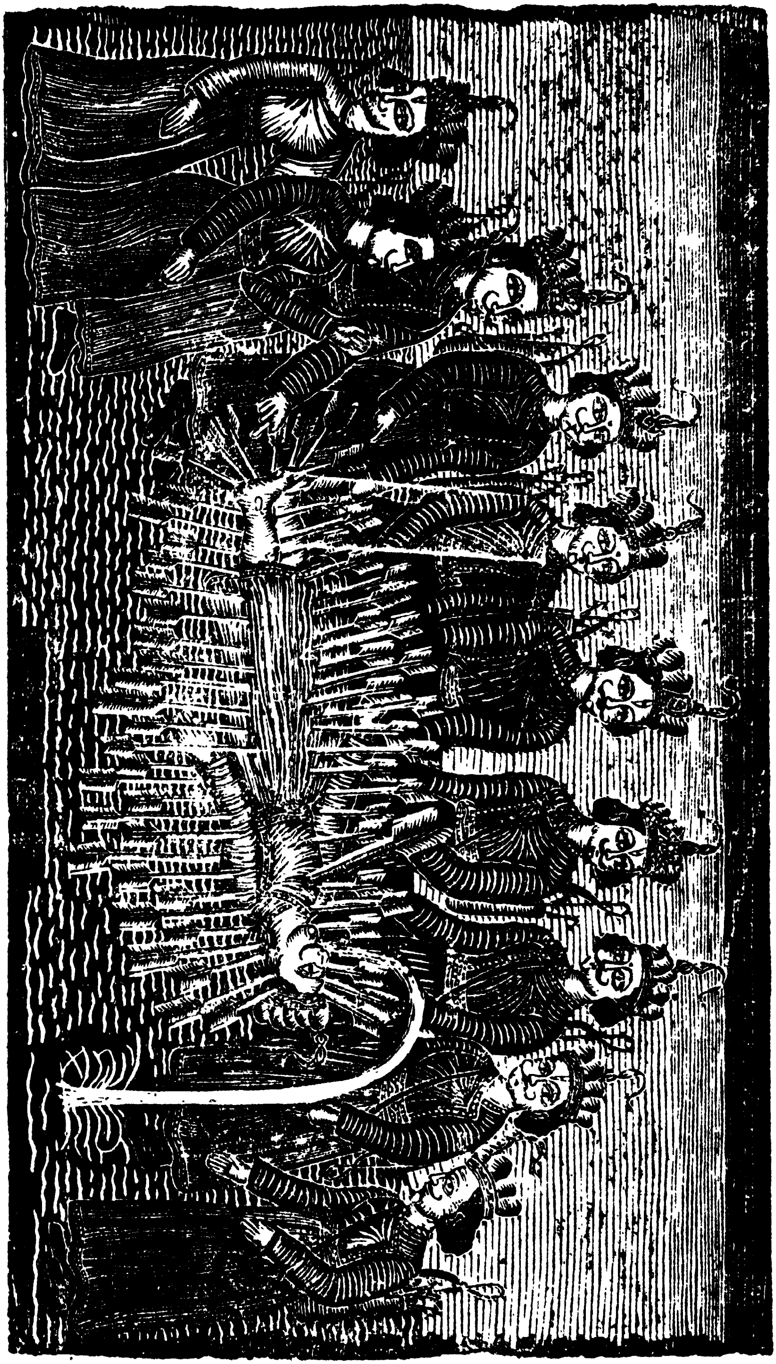
শিবিরে গমন করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সন্ধ্যা সময় সমাগত হইলে, নির্ভরনিপীড়িত বীরগণ স্ব স্ব শিবিরে উপনীত হইলেন।

ভরতকুলপিতামহ ভীষ্ম সমরে নিপতিত হইলে, মহারথ পাণ্ডবগণ হর্ষে পুলকিত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। সেই সময় মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি যে সমরে ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? কি দেবগণ কি মনুষ্যগণ কেহই ঐ রণবিশারদ সত্যসন্ধ ভীষ্মকে সংহার করিতে পারেন না; কিন্তু হে নরনাথ! আপনি যাহার উপর একবার কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহার আর কোনরূপেই নিস্তার নাই। এই মহারথ ভীষ্ম নিশ্চয়ই আপনার কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া দগ্ধ হইয়াছেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তোমারই প্রসাদে আমাদের জয়লাভ হইয়াছে এবং তোমারই ক্রোধে কৌরবদিগের পরাজয় হইয়াছে। তুমি আমাদিগের আশ্রয় এবং ভক্তিমান্‌দিগের অভয়প্রদ; তুমি যাহাদিগের হিতৈষী ও রক্ষক, তাহাদিগের জয় হইবার আশ্চর্য্য কি! তোমাকে প্রাপ্ত হইলে, কিছুই আশ্চর্য্যকর নহে।

মহাত্মা জনার্দ্দন ধর্ম্মরাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, হে মহারাজ! ইদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে।

পুটিয়ানিবাসিনী দানশীলা শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবী প্রদত্ত।



এই চিত্রপটখানি ভীষ্মপর্ব্বের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় স্থাপিত করিয়া লইবেন

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শর্ব্বরী অবসান হইলে, কৌরব, পাণ্ডব ও অন্যান্য মহীপালগণ বীর শয্যাশায়ী ক্ষত্রিয়-প্রবর ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সহস্র সহস্র কুমারীগণ সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক ভীষ্মের উপর চন্দনচূর্ণ, লাজ, মাল্য সকল বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ যেরূপ ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতে উপস্থিত হয়, সেই রূপ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও অন্যান্য দর্শকগণ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাদক, বারাঙ্গনা, নট, নর্ত্তক ও শিল্পিগণ ভীষ্ম সকাশে উপনীত হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধ ও অস্ত্র শস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া বয়ঃক্রম অনুসারে পরস্পরের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতমনা হইয়া ভীষ্মের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। অসংখ্য মহীপালগণে পরিব্যাপ্ত ভীষ্মশোভিত সেই ভারতী সভা আকাশস্থ আদিত্য মণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তখন দেবতা সকল যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে উপাসনা করেন, নরপতি সকল সেই রূপ দেবব্রত ভীষ্মের উপাসনা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম শর নিকরে নিতান্ত সন্তাপিত হইয়াও ধৈর্য্যগুণে সেই বেদনা সম্বরণ পূর্ব্বক পন্নগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত মহীপালগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পানীয় প্রার্থনা করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চারিদিক্ হইতে বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য ও সুশীতল উদকপূর্ণ কুম্ভ সকল আহরণ করিলেন। শান্তনুতনয় ভীষ্ম পানীয় উপনীত হইয়াছে, দেখিয়া নরপতিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিলেন, হে নরপালগণ ! আমি এই শরশয্যায় শয়ন করিয়া মনুষ্য লোক হইতে নিক্রান্ত হইয়াছি ; কেবল উত্ত-রায়ণ প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমার ভোগ গ্রহণের সময় নয়। এইরূপে মহাত্মা ভীষ্ম পার্থিবগণকে নিন্দা করত কহিলেন, হে পার্থিবগণ ! এক্ষণে অর্জ্জুনকে দেখিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন পিতামহ সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে পিতামহ' আমাকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন। তখন ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম পাণ্ডব ধনঞ্জয়কে পুরোবর্ত্তী দেখিয়া তাঁহাকে সৎকার করত প্রীত-মনে কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! তোমার শরানলে সংবৃত হইয়া আমার শরীর দগ্ধ, মর্ম্মস্থান সকল ব্যথিত ও মুখ পরি-শুষ্ক হইতেছে ; ফলতঃ আমি বেদনায় সাতিশয় প্রপী-ড়িত হইয়াছি ; অতএব তুমি আমাকে বারি প্রদান কর। হে মহেষ্বাস ! তুমি ভিন্ন আমাকে যথাবিধি বারি প্রদান করিতে আর কেহই সমর্থ হইবে না।

তখন মহাবীর্য্য অর্জ্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া রথে আরোহণ করত গাণ্ডীব শরাসনে জ্যারোপণ করিতে লাগিলেন ; তাঁহার সেই অশনিবিস্ফূর্জ্জিত জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈন্য ও পার্থিবগণ বিত্রাসিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মহারথ ধনঞ্জয় শরশয্যাগত সর্ব্ব শস্ত্রবিশারদ ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পিতামহকে প্রদক্ষিণ করত প্রদীপ্ত শর সন্ধান, আমন্ত্রণ ও পার্জ্জন্যাস্ত্র সংযোজন পূর্ব্বক সর্ব্বলোক সমক্ষে ভীষ্মের দক্ষিণপার্শ্বে পৃথি-বীকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই স্থান হইতে সৌগন্ধপরিপূর্ণ অমৃতকল্প সুনির্ম্মল সুশীতল সলিলধারা সমুৎপতিত হইয়া মহাত্মা ভীষ্মের পরম তৃপ্তি সাধন করিল। দেবরাজ

সদৃশ পার্থ এইরূপে শান্তনুতনয়ের তৃপ্তিসাধন করিলেন। নিখিল ভূপালগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করত সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন ও কৌরবগণ শীতার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে তুমুল শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনির্ঘোষ সমুত্থিত হইল।

হে রাজন্! এইরূপে শান্তনুতনয় তৃপ্তি লাভ করিয়া রাজগণ সমক্ষে অর্জ্জুনের প্রশংসা করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যে কার্য্য সাধন করিলে, ইহা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে। পূর্ব্বে নারদ তোমাকে পূর্ব্বতন ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া যে কার্য্য সাধন করিতে সাহসী হন না; তুমি একমাত্র বাসুদেব সহায়ে সেই কার্য্য সাধন করিবে, সন্দেহ নাই। হে পার্থ! পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে তুমিই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর; যেমন সমুদায় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, সরিৎ সকলের মধ্যে সাগর, চতুষ্পদের মধ্যে গো, তেজঃপদার্থের মধ্যে আদিত্য, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয় এবং জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তুমি সকল ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি, বিদুর, দ্রোণ, মহাত্মা বলরাম, জনার্দ্দন ও সঞ্জয় আমরা সকলে পুনঃ পুনঃ দুর্য্যোধনকে হিতবাক্য কহিয়াছিলাম; কিন্তু ঐ মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহাতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিল; অতএব সেই শাস্ত্রাতিক্রমণকারী দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন ভীমবলাভিভূত হইয়া অচিরেই বিনষ্ট হইবে।

কৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধন পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন মহাত্মা শান্তনুতনয় তাঁহাকে এইরূপ দীনমনা দেখিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি এক্ষণে ক্রোধ পরিত্যাগ কর; হে দুর্য্যোধন! ধীমান্

পার্থ আমাকে যে প্রকারে বারিপ্রদান করিলেন, ইহা তুমি প্রত্যক্ষ করিলে; ইহলোকে এইরূপ কার্য্য করিতে আর কে সমর্থ হইতে পারে? আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত এবং পারমেষ্ঠ্য প্রভৃতি অস্ত্র সকল মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে এই মনুষ্যলোকে আর কেহই অবগত নহেন। হে তাত! যাহাঁর ঈদৃশ অলৌকিক কার্য্য; তাঁহাকে সুরাসুরগণও পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। অতএব, হে রাজন্! সেই সত্য-পরায়ণ সমরবিশারদ পাণ্ডবের সহিত সন্ধি কর; মহাত্মা বাসুদেব যাঁহার পক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়স্কর। তোমার হতাবশিষ্ট সহোদরগণ ও অন্যান্য রাজগণ জীবিত থাকিতে সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। যাবৎ যুধিষ্ঠিরের ক্রোধরূপ দীপ্তহুতাশনে তোমার সৈন্য-গণ দগ্ধ না হইতেছে, তাবৎ সন্ধি করাই শ্রেয়স্কর। যাবৎ নকুল, সহদেব ও ভীমসেন তোমার সৈন্যগণকে বিনাশ না করিতেছেন, তাবৎ সেই সমস্ত মহাবীরগণের সহিত সন্ধি করাই আমার অভিপ্রেত; আমার নিধনেই যুদ্ধের অবসান হউক। হে দুর্য্যোধন! পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ শান্তির উদ্দেশে আমি তোমাকে যাহা কহিলাম ইহা তোমার ও ত্বদীয় কুলের নিতান্ত ক্ষেমকর, সন্দেহ নাই। অতএব হে রাজন্! ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত শান্তিভাব অবলম্বন কর। ফাল্গুন যাহা করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। ভীষ্মের বিনাশেই জীবক্ষয়ের শেষ হউক; এবং তোমাদিগের শান্তি স্থাপিত হউক; পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর; যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন। হে কুরুরাজ! পার্থিবগণের জঘন্যবৃত্তি অমিত্র-দ্রোহে লিপ্ত হইয়া অকীর্ত্তি সঞ্চয় করিও না, আমার অব-

সানেই প্রজাগণের শান্তি স্থাপিত হউক; পার্থিবগণ প্রীতমনে সকলে সমবেত হউন। হে রাজন্! পিতা পুত্রকে, ভাগিনেয় মাতুলকে ও ভ্রাতা ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হউন। আমি সত্য কহিতেছি, তোমরা মোহাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, পরিণামে তোমাদিগকে বিনষ্ট হহতে হইবে। মহাত্মা গাঙ্গেয় রাজগণ মধ্যে দুর্য্যোধনকে এই কথা কহিয়া শল্যাহত নিবন্ধন সাতিশয় মর্ম্ম বেদনা অনুভব করত মৌনাবলম্বন করিলেন। হে রাজন্! মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন ঔষধে অভিরুচি হয় না, তদ্রূপ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মহাত্মা শান্তনুতনয়ের ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও পরম হিতকর বাক্যে অভিরুচি হইল না।

—০:০—

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শান্তনুতনয় ভীষ্ম মৌনাবলম্বন করিলে, সেই সমস্ত রাজগণ স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে সত্বর তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, সেই কার্ত্তিকেয়-সদৃশ ভীষ্ম শরতল্পগত হইয়া নিমীলিতনেত্রে জন্ম শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, সেই সময় তিনি তাঁহার পদদ্বয়ে নিপতিত হইয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! আমি আপনার অনুগত রাধেয়।

কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম কর্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণানন্তর বল পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে নয়নদ্বয় উন্মীলন করত পুত্রের ন্যায়

তাঁহাকে এক হস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া স্নেহসহকারে কহিলেন, হে কর্ণ! এস, এস, তুমি আমার প্রতিযোগী এবং আমার সহিত সতত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক; হে রাধেয়! যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে তাহা হইলে কদাচ তোমার শ্রেয়োলাভ হইত না। হে মহাবাহো! আমি নারদ এবং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মুখে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি কৌন্তেয়, রাধেয় নহ; এবং তোমার পিতা অধিরথ নহেন। হে তাত! আমি সত্য কহিতেছি, তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র দ্বেষ নাই। আমি তেজোবধের নিমিত্তই তোমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, হে কর্ণ! অধর্ম্ম হইতে তোমার জন্ম হইয়াছে এই নিমিত্ত তুমি পাণ্ডবগণকে অশেষ দুঃখে নিপাতিত করিয়াছ, এবং সতত নীচাশ্রয়প্রযুক্ত তোমার বুদ্ধি গুণিগণ-দ্বেষিণী; সেই নিমিত্ত তুমি কুরুসভায় বহুবিধ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলে; সমরে তোমার বীর্য্য শত্রুগণের নিতান্ত দুঃসহ, ইহা আমি অবগত আছি। হে কর্ণ! তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ শৌর্য্যশীল এবং দানে তোমার সাতিশয় অনুরাগ আছে,ফলতঃ পুরুষমধ্যে তোমার সদৃশ আর কেহই নাই।তুমি অস্ত্রের সন্ধান ও লাঘবে মহাত্মা ফাল্গুন ও কৃষ্ণ সদৃশ। হে কর্ণ! কুরুরাজের কন্যার নিমিত্ত কাশিপুরে গমন করিয়া একাকী তুমিই সকল রাজগণকে মর্দ্দন করিয়াছিলে, সমরশ্লাঘী দুরাসদ বলবান্ রাজা জরাসন্ধও তোমার সদৃশ নহেন; তুমি যুদ্ধে দেব সদৃশ; হে কর্ণ! পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে; এক্ষণে যদি তুমি আমার প্রিয়াচরণে তোমার অভিলাষ হয়; তাহা হইলে স্বীয় সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত একত্রিত হও। আমা হইতেই বৈরানল নির্ব্বাপিত হউক; এবং অদ্য ভূপতিগণও নিরাময় হউন।

কর্ণ কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি যাহা কহিতেছেন,

তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি সত্যই কুন্তীর পুত্র; সূতের পুত্র নই। কিন্তু কুন্তী আমাকে পরিত্যাগ করিলে. আমি সূত কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি; পরে দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। ইহা কদাপি মিথ্যা করিতে পারিব না। দৃঢ়ব্রত জনার্দ্দন যেরূপ পাণ্ডবদিগের জন্য ধন, শরীর, পুত্র, কলত্র ও যশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও দুর্য্যোধনের জন্য পুত্র কলত্রাদি উৎসর্গ করিয়াছি। হে কৌরব! ক্ষত্রিয়দিগের ব্যাধিমৃত্যু নাই এবং পাণ্ডবেরাও দুর্য্যোধনের প্রতি সাতিশয় কুপিত হইয়াছেন, অতএব এই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার কখনই অন্যথা হইবার নহে। কোন ব্যক্তিই পুরুষ-কার দ্বারা দৈবকে নিবারণ করিতে পারে না। আপনিও পৃথিবীক্ষয়সূচক নিমিত্ত সকল উপলব্ধি করিয়া সভামধ্যে কহিয়াছিলেন। আমিও ইহা জানি যে, কোন ব্যক্তিই পাণ্ডব-গণ ও বাসুদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। তথাপি আমি তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম ও জয় লাভ করিতে বাসনা করিয়াছি। এই নিদারুণ বৈরভাব কোন প্রকারেই নিবারণ হইবার নহে; অতএব আমি স্বধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; আপনি অনুজ্ঞা করুন। আপনার অনুজ্ঞাতেই যুদ্ধ করিব। আমি ক্রোধ ও চপলতানিবন্ধন আপনাকে যাহা কিছু মন্দ বাক্য কহিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে আদিত্যনন্দন! যদি এই সুদারুণ বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে না পার, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি; স্বর্গাভিলাষী হইয়া যুদ্ধ কর; দীনভাব ও রোষপরিহার পূর্ব্বক সদাচার হইয়া উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে দুর্য্যো-ধনের কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, যাহা ইচ্ছা করিয়াছ তাহা লাভ হউক, ক্ষত্রধর্ম্মানুযায়ী লোক সকল লাভ

কর। অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল ও বীরতা অবলম্বন করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও, ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিদিগের পক্ষে আর কিছুই শুভ কর্ম্ম নাই। আমি যথার্থ কহিতেছি যে, সন্ধি করিবার জন্য বহুদিন যত্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ কহিলে, কর্ণ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া দুর্য্যোধন সমীপে প্রস্থান করিনাই।

ভীষ্মবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

ভীষ্ম পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

দ্রোণ পর্ব্ব।

ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত মূলের অনুবাদ।

শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

" মেঘ যেরূপ প্রজাবর্গের উপজীব্য এই মহাভারত সেইরূপ গৃহীগণের উপজীব্য স্বরূপ।" মহাভারত;

কলিকাতা।

ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

চিৎপুর রোড্ ৩৬৭ নং যোড়াসাঁকো।

সন১২৭৯ সাল।

পৌষ।

ধর্ম্মনিরতা দেশহিতৈষিণী পরহিতপরায়ণা।

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী

সমীপেষু

জননি!

আদি, সভা, বন, বিরাট, উদেযাগ, এবং ভীষ্মপর্ব্বে যাহা যাহা বলিয়াছি, দ্রোণ পর্ব্ব খানিও তাহাই বলিয়া মহাশয়ার মুক্ত করকমলে উপহার প্রদান করিলাম।

নিবেদন ইতি।

মাতঃ! অধিক আর কি বলিব, যাহা বিহিত হয় করুন, নিবেদন ইতি।

বিনয়াবনত আশ্রিত

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়

মহাভারত এবং হরিবংশ প্রকাশক।

বিজ্ঞাপন।

যদিচ জগৎ প্রসবিতা পরম দেবের প্রসাদে দেশ-হিতৈষী আশ্রয়দাতা ও গ্রাহকগণের কৃপাবলে আমরা ভীষ্ম পর্ব্ব পরিসমাপ্ত করিয়া ভারতরূপ মহার্ণবের অধিক দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; তথাচ সন্দেহ যে আমাদিগের হৃদয় আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি নাই। এ মহৎ কার্য্যের প্রারম্ভাবধি আমরা যে আশ্রয় অবলম্বন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, তাহা ভিন্ন তদ্বিষয়ে অন্যরূপ আর ভরসা নাই।

উপসংহার স্থলে প্রার্থনা করি, ভারতের প্রধান প্রধান উৎসাহদাতা ও গ্রাহকগণ যেমত কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের সেই স্নেহ সমভাবে অবস্থিতি করিলে আমরা সহজেই এই ভারতরূপ সমুদ্রের সম্পূর্ণরূপ তট প্রাপ্ত হইতে পারিব। নিবেদন ইতি।

বিনয়াবনত।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়।

মহাভারত ও হরিবংশ প্রকাশক।

দ্রোণ পর্ব্বের সূচী পত্র।

দ্রোণ পর্ব্বের সুচীপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

দ্রোণ পর্ব্ব।

দ্রোণাভিষেক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! অপ্রতিম সত্ত্ব ওজস্বী বল-বীর্য্য ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় শান্তনুতনয় ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি করিয়াছিলেন? তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণের সাহায্যে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্য ভোগের অভিলাষী হইয়াছিলেন, ধনুর্দ্ধরগণের কেতুস্বরূপ সেই ভীষ্ম নিহত হইলে তিনিই বা কি করিয়াছিলেন? এই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক এরূপ চিন্তা ও শোকে আক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া

নিরন্তর কেবল সেই দুঃখই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় যামিনী সমাগত হইল। সঞ্জয় শিবির হইতে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপনীত হইলেন। পুত্রগণের জয়াভিলাষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবধি বিষণ্ণহৃদয়ে বিলাপ করিতেছিলেন; তিনি সঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! কালপ্রেরিত কৌরবগণ মহাবল পরাক্রমশালী ভীষ্মের নিধনে সাতিশয় শোকাক্রান্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন? এই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর। মহাত্মা পাণ্ডবগণের সৈন্য সকল ত্রিভুবনের ভয় উৎপাদন করিতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সংগ্রামে দেবব্রত ভীষ্ম নিহত হইলে, আপনার তনয়গণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন।

হে রাজন্! সত্যপরাক্রম ভীষ্ম নিহত হইলে, আপনার এবং পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে বিশাম্পতে! আপনার পক্ষগণ বিস্ময় ও পাণ্ডবগণ আহ্লাদ সহকারে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে পিতামহকে অভিবাদন পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা তাঁহার উপধানের সহিত শয্যা রচনা করিয়া চারি দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর সম্ভাষণ পূর্ব্বক পিতামহের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত কালপ্রেরিত হইয়া কোপারুণনয়নে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পুনরায় সমরার্থ প্রস্থান করিলেন। তখন উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ তূর্য্য ও ভেরী নিনাদ করিতে করিতে বহির্গত হইল। পর দিন প্রাতঃকালে কৌরবগণ ক্রোধপরবশ ও কালোপহত হইয়া মহাত্মা ভীষ্মের হিতকর বাক্য অগ্রাহ্য করত অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মৃত্যু কর্ত্তৃক সমাহূত কৌরবগণ স্বপক্ষীয় রাজগণের সহিত সমবেত হইয়া আপনার ও দুর্য্যোধনের অজ্ঞানতা এবং ভীষ্মের নিধন হেতু শ্বাপদসমাকীর্ণ অরণ্যে রক্ষকহীন অজ ও মেষ সমূহের ন্যায় সাতিশয় বিমনা হইয়া উঠিলেন। বায়ু যেরূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া মহার্ণবস্থ নৌকা সকলকে আহত করে, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ নক্ষত্রহীন দ্যুলোকের ন্যায়, সমীরণশূন্য আকাশের ন্যায়, শস্যবিহীন পৃথিবীর ন্যায়, সংস্কারবিহীন বাক্যের ন্যায়, বলহীন অসুরসেনার ন্যায়, পতিহীনা বরবর্ণিনীর ন্যায়, শুষ্কজলা নিম্নগার ন্যায়, বৃক কর্ত্তৃক রুদ্ধ ও হতযূথ মৃগীর ন্যায়, ভীষ্মশূন্য সেই ভারতী সেনাকে সাতিশয় নিপীড়িত করিয়াছিলেন। ঐ সেনার মধ্যস্থিত অশ্ব, রথ ও গজ সকল ব্যাকুল, অধিকাংশই বিপন্ন এবং সকলেই দীন ও ভীত হইয়াছিল; এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন মহীপাল ও সৈনিকগণ ভীষ্ম ব্যতিরেকে যেন পাতালে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন।

তখন কৌরবগণ ভীষ্ম সদৃশ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। যেমন গৃহী ব্যক্তির মন সাধু অতিথির প্রতি ও আপদাক্রান্ত ব্যক্তির মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ কৌরবগণের মন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। তখন নরপতিগণ রাধেয়কে আপনাদের হিতৈষী মনে করিয়া কর্ণ! কর্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন কর্ণ, তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুগণ দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই; অতএব শীঘ্র তাঁহাকে আহ্বান কর। মহাবীর কর্ণ রথিদ্বয়ের তুল্য; রথাতিরথগণের শ্রেষ্ঠ, শূরগণের সম্মত এবং যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেও সমর্থ; তথাপি ভীষ্ম বলবিক্রমশালী রথিগণের গণনা সময়ে তাঁহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া গণনা করি-

য়াছিলেন। তিনি সেই নিমিত্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ভীষ্মকে কহিয়াছিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি জীবিত থাকিতে আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না। এই মহাসংগ্রামে পাণ্ডবগণ তোমার হস্তে বিনষ্ট হইলে, আমি দুর্য্যোধনের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিব; অথবা তুমি পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলে, আমি এক রথে তোমার অভিপ্রেত রথিগণকে সংহার করিব। এই বলিয়া মহাযশা কর্ণ দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়ানুসারে দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই। মহাবল ভীষ্মই যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংহার করিয়াছেন। তিনি নিহত হইলে, পারগামী ব্যক্তি যেমন ভেলককে স্মরণ করে, তদ্রূপ আপনার তনয়গণ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। তখন আপনার পুত্র সৈন্য ও ভূপালগণের সহিত হা কর্ণ! এই সমুচিত সময়, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কর্ণ পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন। উহাঁর পরাক্রম দুর্নিবার্য্য; এই নিমিত্ত যেরূপ বিপদ সময়ে সকলের মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ আমাদিগের মন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। যেরূপ বাসুদেব দেবগণকে সতত ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে এই মহা ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

এইরূপে সঞ্জয় বারম্বার কর্ণের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে ধৃতরাষ্ট্র ভুজঙ্গমের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, সঞ্জয়! দুর্য্যোধন প্রভৃতি তোমরা সকলে সাতিশয় কাতর ও একান্ত ভীত হইয়া যে কর্ণকে স্মরণ ও তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলে, তাহা তিনি মিথ্যা করেন নাই? কৌরবগণের আশ্রয় ভীষ্ম নিহত হইলে তোমাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, সত্য পরাক্রম মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ তাহা পূরণ করিয়াছিলেন ত? তিনি আমার পুত্রগণের

জয়াশা সকল ও অরাতিগণকে ভীত করিতে বিমুখ হন নাই ত?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! মহাবীর কর্ণ মহাত্মা ভীষ্মের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অগাধজলনিমগ্ন নৌকা সদৃশ কৌরবগণকে সহোদরের ন্যায় উদ্ধার করিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ তিনি বিপদ্গ্রস্ত কৌরব-সেনাকে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ! সুধাংশুর শশলাঞ্ছনের ন্যায় যিনি ধৃতি, বুদ্ধি, পরাক্রম ওজস্বিতা, সত্য, দম, সমুদয় বীর গুণ, দিব্য অস্ত্র, নম্রতা, হ্রী, প্রিয়বাদিতা ও কৃতজ্ঞতায় নিরন্তর অলঙ্কৃত সেই দ্বিজশত্রুনিপাতন ভীষ্ম যখন নিহত হইয়াছেন, তখন যে সমুদয় যোধগণ বিনষ্ট হইয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়াছি; যখন মহারথ দেবব্রত ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, তখন কালি যে সূর্য্যোদয় হইবে, ইহা কে বলিতে পারে? অতএব কর্ম্মের নিয়ত সম্বন্ধ নিবন্ধন এই জগতের কোন বস্তুই অবিনশ্বর নহে। বসুর ন্যায় মহাপ্রভাবশালী ও বসুতেজোদ্ভব ভীষ্ম বসুগণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে ধন, পুত্র, পৃথিবী, কৌরবগণ এবং এই সমস্ত সৈন্যের নিমিত্ত শোক কর। মহাপ্রতাপসম্পন্ন ভীষ্ম নিহত ও কৌরবগণ পরাজিত হইলে, কর্ণ বিমনা হইয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কৌরবগণকে বিশেষ রূপে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র ও সৈনিকগণ কর্ণের বাক্য শ্রবণ

করিয়া পরস্পর চীৎকার করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহাদিগের চক্ষু হইতে অবিরলধারায় শোকাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

হে রাজন্! পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, সৈন্য সকল মহীপালগণের আদেশানুসারে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন মহারথ কর্ণ রথিগণকে হর্ষান্বিত করিয়া কহিলেন, হে মহীপালগণ! এই অনিত্য জগতে সকলেই নিরন্তর মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছে, চিন্তা করিয়া আমি সমস্তই অস্থির দেখিতেছি। দেখুন, আপনারা বিদ্যমান থাকিতেও পর্ব্বত সদৃশ কুরুপুঙ্গব ভীষ্ম কিরূপে নিপাতিত হইলেন? মহারথ শান্তনুতনয় ধরাতলে পাতিত হইয়া ধরাতলস্থ দিবাকরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। প্রধান প্রধান বীরগণ বিনষ্ট হইয়াছেন; সৈন্যগণ সাতিশয় নিপীড়িত হইয়াছে। শত্রুগণ কর্ত্তৃক তাহারা সাহসবিহীন হইয়াছে; তাহারা একবারেই অশরণ হইয়া পড়িয়াছে। দ্রুম সকল যেরূপ পর্ব্বতবাহী সমীরণের বেগ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ এক্ষণে ভূপালগণ কোনরূপেই ধনঞ্জয়কে সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব মহাত্মা শান্তনুতনয়ের ন্যায় সংগ্রামে কুরুসৈন্যগণকে পালন করিব। এক্ষণে আমাতে ঈদৃশ ভার সমর্পিত হইল, কিন্তু এই জগৎ সর্ব্বপ্রকারেই অনিত্য বোধ হইতেছে; মহাত্মা রণবিশারদ ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন। অতএব আমি কি নিমিত্ত ভীত না হইব। আমি এই ঘোর সংগ্রামে বিচরণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া জগতে যশই পরম সম্পত্তি, এই বিবেচনা করত অবস্থিতি করিব। অথবা তাহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সমরক্ষেত্রে শয়ন করিব। যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য, বুদ্ধি, ধর্ম্ম এবং উৎসাহ সম্পন্ন; ভীমসেন শত মত্ত হস্তীর সদৃশ বলশালী; ধনঞ্জয়

পুরন্দরের আত্মজ ও যুবা, অতএব দেবগণও পাণ্ডবীয় সৈন্যগণকে অনায়াসে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যম সদৃশ মাদ্রীর পুত্রদ্বয় এবং সাত্যকির সহিত বাসুদেব যে সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কৃতান্তের মুখস্বরূপ; কোন কাপুরুষই তাহার সম্মুখ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পরিবে না। সুধীগণ তপস্যা দ্বারা তপ এবং বল দ্বারাই বলকে নিবারিত করিয়া থাকেন।

হে সূত! আমার মন অরাতিগণকে প্রতিহত ও আত্মীয়গণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছে; আমি অদ্য অরাতিগণের প্রভাব নিবারিত করিয়া গমনমাত্র তাহাদিগকে পরাজয় করিব। মিত্রদ্রোহ আমার একান্ত অসহ্য; সৈন্য ভগ্ন হইলে, যিনি মিলিত হইবেন, তিনিই আমার মিত্র। হয় আমি বীরোচিত কার্য্য সম্পাদন করিব, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের অনুগামী হইব; হয় আমি সমুদয় রিপুকুল নির্ম্মূল করিব, না হয় শত্রুহস্তে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করিব। যদি পুরনারী ও কুমারগণের ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হয় এবং দুর্য্যোধনের পুরুষকার পরাহত হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়াই আমার কর্ত্তব্য; অতএব আমি অদ্য রাজা দুর্য্যোধনের বিপক্ষগণকে পরাজিত করিব। এই মহাসংগ্রামে প্রাণপণে কৌরবগণকে রক্ষা করত সকল শত্রুদিগকে নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে রাজ্য প্রদান করিব। এক্ষণে আমাকে সুবর্ণময় মণিরত্ন বিভূষিত বিচিত্র কবচ, দিবাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন শিরস্ত্রাণ, অগ্নি, বিষ ও ভুজঙ্গম সদৃশ শরাসন এবং ষোড়শ তূণীর বন্ধন করিয়া প্রদান কর। দিব্য চাপ, শর, মহতী গদা ও সুবর্ণখচিত শঙ্খ আহরণ কর; এই হেমময়ী নাগকক্ষা এবং ইন্দীবরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দিব্যধ্বজ সূক্ষ্ম বস্ত্রে পরি-

মার্জ্জিত করিয়া জাল সমবেত বিচিত্রমালার সহিত আনয়ন কর; আর কতকগুলি শ্বেতাভ্রসন্নিভ হৃষ্টপুষ্ট অশ্ব মন্ত্র-পূতজলে স্নান করাইয়া তপ্তহেম ভূষণে ভূষিত করত শীঘ্র আনয়ন কর; কাঞ্চনমালা ও চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ রত্নরাজি দ্বারা বিভূষিত, সংগ্রামোচিত উপকরণ সম্পন্ন বাহনসংযোজিত রথ আবর্ত্তিত কর; ভারসহ শরাসন অরাতিকুলক্ষয়োপযোগী উৎকৃষ্ট জ্যা, শরপূর্ণ বৃহৎ তূণীর ও বর্ম্ম সকল সজ্জিত কর; প্রস্থান কালোচিত কাংস্য ও হেমঘট দধিপূর্ণ করিয়া আনয়ন কর। মালা আনয়ন পূর্ব্বক অঙ্গে বন্ধন করিয়া দাও এবং জয়ভেরী সমুদায় বাদ্য কর।

হে সূত! যেখানে অর্জ্জুন, বৃকোদর, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব অবস্থিতি করিতেছেন, শীঘ্র সেই স্থানে গমন কর; আমি তাহাদিগকে নিহত করিব, কিম্বা তাহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষ্মের সহিত সমবেত হইব। যে সৈন্যে সত্যপরায়ণ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থিতি করিতেছে, তাহা জয় করা নরপতিগণের সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি সর্ব্বসংহর্ত্তা কৃতান্ত অপ্রমত্ত হইয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে বিনাশ করিব। অথবা ভীষ্মের পথাবলম্বন পূর্ব্বক প্রেতরাজসদনে গমন করিব। আমার এই সমস্ত সহায় মিত্রদ্রোহী ভক্তিবিহীন বা পাপাত্মা নহেন।

অনন্তর সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও রত্নখচিত রথ সুসজ্জিত এবং পতাকা ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ অশ্ব সকল সংযোজিত হইল। যেরূপ দেবগণ দেবরাজকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ কৌরবগণ কর্ণের পূজা করিলেন। তখন অনলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন রাধেয় অনল সদৃশ মেঘ গম্ভীর নিস্বন রথে বিমানারূঢ় দেবরাজের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগি-লেন, এবং যেখানে ভরতকুল পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যা-

গত হইয়া রহিয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে রাজন্! অগাধজলনিমগ্নদিগের দ্বীপ স্বরূপ, সৈন্য ও ধনুর্দ্ধরগণের চিহ্ন স্বরূপ, ক্ষত্রিয়কুলের অন্তক স্বরূপ দেবব্রত ভীষ্ম মহাবাতশোষিত সাগরের ন্যায়, পুরন্দর কর্ত্তৃক নিপাতিত মৈনাকের ন্যায় গগনভ্রষ্ট দিবাকরের ন্যায়, বৃত্রাসুর পরাজিত বাসবের ন্যায় অর্জ্জুনের দিব্য শর সমূহে নিপাতিত, যমুনা প্রবাহ সদৃশ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও শরশয্যাগত হইয়াছেন অবলোকন করিয়া আপনার পুত্রগণের সুখ ও জয়াশা বর্ম্মের সহিত ভগ্ন হইয়াছিল। কর্ণ ঈদৃশ অবস্থাপন্ন ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং শোকমোহে আচ্ছন্ন ও বাষ্পাকুললোচন হইয়া তাঁহার নিকট পদব্রজে গমন করত তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, পিতামহ! আপনার মঙ্গল হউক; আমি কর্ণ; পবিত্র বাক্যে সম্ভাষণ ও নয়ন উন্মীলন করিয়া অবলোকন করুন। যখন আপনি ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ হইয়াও আহত হইয়া শয়ন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কেহ ইহলোকে সুকৃতির ফল ভোগ করিতে পারে না। হে কুরুসত্তম! কুরুগণের মধ্যে কোশবর্দ্ধন, মন্ত্রণা, ব্যূহরচনা ও অস্ত্র প্রয়োগ কুশল আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। যে বিশুদ্ধবুদ্ধি ভীষ্ম বহুবিধ যোধগণকে বধ করিয়া

কৌরবদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করিতেন, তিনি পিতৃলোকে গমন করিবেন, অতএব যেমন ব্যাঘ্রগণ মৃগ ক্ষয় করে, আজি অবধি পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেইরূপ কৌরব ক্ষয় করিবেন। আজি গাণ্ডীব ঘোষের বীর্য্যজ্ঞ কৌরবগণ বজ্রপাণি হইতে অসুরগণের ন্যায় অর্জ্জুন হইতে ভয়বিহ্বল হইবেন; আজি অশনিধ্বনি সদৃশ গাণ্ডীব বিনির্মুক্ত শরনিকরের শব্দ কৌরব ও অন্যান্য রাজগণকে বিত্রাসিত করিবে। যেমন প্রজ্বলিত মহাজ্বাল হুতাশন দ্রুমরাজি ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ কিরীটীর শর সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে দগ্ধ করিবে। ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ও বাসুদেব বায়ুর ন্যায়; অনল ও অনিল যে যে স্থানে গমন করে, তত্রত্য সমুদায় তৃণ, গুল্ম ও দ্রুম দগ্ধ হইয়া যায়।

হে বীর! সৈন্যগণ পাঞ্চজন্য ধ্বনি ও গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্ত্রাসিত হইবে। আপনি না থাকিলে নরপালগণ উৎপতিত ও রিপুঘাতী কপিধ্বজ রথের ভয়ঙ্কর রব সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। পণ্ডিতগণ যাঁহার দিব্য কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যিনি ত্রিলোচনের সহিত অলৌকিক যুদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট অকৃতাত্মাদিগের দুষ্প্রাপ্য বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং বাসুদেব যাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, আপনি ব্যতীত কোন রাজাই সেই সমরাভিমানী অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন না। আপনি ক্ষত্রিয়কুলকৃতান্ত, সুরাসুর পূজিত মহা শৌর্য্যশালী ভার্গবকে সমরে পরাজিত করিয়াছেন, অতএব আমি আপনার অনুমতি লইয়া অস্ত্র প্রভাবে পন্নগ সদৃশ রণবিশারদ পাণ্ডবকে সংহার করিতে সমর্থ হইব।

চতুর্থ অধ্যায়।

—•:•—

কুরুকুলপিতামহ ভীষ্ম কর্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে দেশকালোচিত বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কর্ণ! সাগর যেরূপ তরঙ্গিণী সকলের, প্রভাকর যেরূপ জ্যোতিঃ পদার্থ সমূহের, সাধুগণ যেরূপ সত্যের। উর্ব্বরা ভূমি যেরূপ বীজ সমুদায়ের এবং পার্জ্জন্য যেরূপ প্রাণিগণের অবলম্বন; সেইরূপ তুমি সুহৃদগণের আশ্রয়। দেবগণ যেরূপ দেবরাজের অনুজীবী, তদ্রূপ বান্ধবগণ তোমার অনুজীবী হউন। নারায়ণ যেমন অমরগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, তদ্রূপ তুমি বন্ধুবর্গের ও কৌরবদিগের আনন্দ বর্দ্ধন কর; এবং অরাতিগণকে অপমানিত কর। হে কর্ণ! তুমি পূর্ব্বে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া রাজপুরে গমন পূর্ব্বক স্বীয় বাহুবলে কাম্বোজগণ, গিরিব্রজগত নগ্নজিৎ প্রমুখ নরপালগণ, অম্বষ্ঠ, বিদেহ, গান্ধার, উৎকল, মেকল, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, নিষাদ, ত্রিগর্ত্ত ও বাহ্লীকগণকে পরাজিত এবং হিমালয় দুর্গস্থ যুদ্ধনিষ্ঠুর কিরাতগণকে দুর্য্যোধনের বশীভূত করিয়াছ। এক্ষণে বন্ধুগণপরিবৃত দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমিও কৌরবদিগের আশ্রয় হও। আমি ক্ষেমকর বাক্যে কহিতেছি, তুমি অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ কর। সংগ্রামে কৌরবগণকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করত দুর্য্যোধনকে জয়শীল কর। দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমিও আমাদিগের পৌত্র-তুল্য। পণ্ডিতগণ পরস্পর সহবাসকে যোনিকৃত সম্বন্ধ অপেক্ষাও প্রধান বলিয়া গণনা করেন। হে কর্ণ! কৌরবগণের সহিত তোমার সেইরূপ সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইয়াছে; অতএব দুর্য্যো-

ধনের ন্যায় মমতার সহিত কৌরব সৈন্যগণকে পালন কর।

কর্ণ ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন ও অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণ সমীপে গমন পূর্ব্বক সেই অতি বিস্তৃত সেনা স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ও উরস্ত্রাণে পরিশোভিত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ মহাবীর কর্ণকে সৈন্যগণের পুরোবর্ত্তী ও যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে সিংহনাদ ও বহু শরাসন শব্দে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কর্ণকে রথারূঢ় অবলোকন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি সৈন্যগণকে রক্ষা করাতে তাহাদিগকে সনাথ বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু যাহা সাধ্যায়ত্ত ও হিতজনক, তাহা অবধারণ কর।

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! আপনি প্রাজ্ঞতম ভূপতি, অতএব আপনিই কর্ত্তব্যাবধারণ করুন। রাজা স্বয়ং যেরূপ কার্য্যাবধারণ করিবেন, অন্য ব্যক্তি তাহা কদাচ করিতে সমর্থ হইবে না। রাজগণ আপনার বাক্য শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন, বোধ হয় আপনি অনুপযুক্ত বাক্য কদাচ কহিবেন না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! বয়স, বিক্রম ও শাস্ত্রসম্পন্ন ও যোধগণ পরিবৃত ভীষ্ম সেনাপতি হইয়া শত্রুসৈন্য

ক্ষয় করত দশ দিন আমার সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে অনুরূপ সেনাপতি মনোনীত কর। যেরূপ কর্ণধার বিহীন তরণী সলিলে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ নায়ক বিহীন সেনা ক্ষণকালও সমরক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না। ফলতঃ সেনাপতির অভাবে সেনাগণ নাবিকবিহীন নৌকা ও সারথিহীন রথের ন্যায় যথেচ্ছ গমন করিয়া থাকে। দেশানভিজ্ঞ সার্থগণ যেরূপ ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে; নায়কবিহীন সৈন্য সকলও সেইরূপ দোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব অস্মৎপক্ষীয় মহানুভবগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভীষ্মের পরে উপযুক্ত সেনাপতি হইতে পারেন, তুমি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। তুমি যাঁহাকে সৈনাপত্যে মনোনীত করিবে, আমরা সকলেই তাঁহাকে সেনাপতি করিব।

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! এই পুরুষসত্তমগণ কুলজ্ঞ সমরবিশারদ, মহাবল পরাক্রমশালী, বুদ্ধিমান্, উপযুক্ত, কৃতজ্ঞ ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ; অতএব ইঁহারা সকলেই সেনাপতির উপযুক্ত ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ, কিন্তু ইঁহারা সকলেই এককালে সেনাপপি হইতে পারেন না। এই সকলের মধ্যে যাঁহাতে বিশেষ গুণ আছে, তাঁহাকেই সৈনাপত্যে বরণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে এক জনকে সৈনাপত্যে বরণ করিলে, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্ষুণ্ণচিত্ত হওয়াতে তোমার হিতাভিলাষে যুদ্ধ না করিতে পারেন। এই নিমিত্ত সকল যোধগণের আচার্য, বৃদ্ধ, ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণকেই সেনাপতি করা উচিৎ। শুক্র এবং বৃহস্পতির ন্যায় অভিজ্ঞ শস্ত্রধারী প্রধান দ্রোণ বিদ্যমান থাকিতে, আর কোন্ ব্যক্তি সেনাপতি হইতে পারে?

সকল রাজগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে সমরগামী আচার্য্যের অনুগামী না হইবে? দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি ও সমুদয় অস্ত্রধারীগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্‌দিগের অগ্রগণ্য এবং আপনার গুরু, অতএব দেবগণ যেরূপ অসুরগণের জয়ার্থ কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ শীঘ্র দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি করুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সৈন্যমধ্যস্থিত দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, মহাত্মন্! বর্ণশ্রেষ্ঠ, কুল, বয়স, বুদ্ধি, বীরত্ব, দক্ষতা, অধৃষ্যতা, অর্থজ্ঞান, নীতি, জয়, তপস্যা ও কৃতজ্ঞতা হেতুক সর্ব্ব প্রকারেই শ্রেষ্ঠ; রাজগণের মধ্যে আর কেহই আপনার তুল্য উপযুক্ত রক্ষক নাই অতএব পুরন্দর যেরূপ দেবগণের রক্ষক, তদ্রূপ আপনিও আমাদিগের রক্ষক হউন। আমরা আপনাকে সেনাপতি করিয়া শত্রুগণকে পরাজয় করিতে অভিলাষ করিয়াছি। যেমন রুদ্রগণের মধ্যে কাপালী, বসুগণের মধ্যে হুতাশন, যক্ষগণের মধ্যে কুবের, দেবগণের মধ্যে পুরন্দর, বিপ্রগণের মধ্যে বশিষ্ঠ, তেজসমূহের মধ্যে দিবাকর, পিতৃগণের মধ্যে যম, যাদগণের মধ্যে বরুণ, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রমা ও দৈত্যগণের মধ্যে শুক্র প্রধান, তদ্রূপ সকল সেনাপতিগণের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ অতএব আপনি সেনাপতি হউন। হে অনঘ! এই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আপনার বশীভূত হউক; আপনি ইহাদিগকে প্রতিব্যূহিত করিয়া

দানবদল সংহারের ন্যায় অরাতিগণকে সংহার করুন। কার্ত্তি-কেয় যেরূপ দেবগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনি আমাদিগের অগ্রে গমন করুন। আমরা ঋষভের অনুগামী বৃষগণের ন্যায় সংগ্রামে আপনার অনু-গামী হইব। আপনাকে দিব্য শরাসন বিস্ফারিত ও অগ্র-গামী দেখিয়া অর্জ্জুনকদাচ প্রহার করিবে না; ফলত আপনি সেনাপতি হইলে,আমি সবান্ধব যুধিষ্ঠিরকে সবংশে পরাজয় করিব সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে রাজগণ সিংহনাদ দ্বারা তাঁহার হর্ষবর্দ্ধন করিয়া দ্রোণের জয়বাদ করিতে লাগি-লেন। সৈনিকগণও যশোলাভ বাসনায় দুর্য্যোধনকে পুরো-বর্ত্তী করিয়া আচার্য্যের সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। পরে দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

হে দুর্য্যোধন! আমি ষড়ঙ্গবেদ, মানবী অর্থবিদ্যা, ভগবান্ শূলপানির অস্ত্র ও বাণ এবং অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্র অবগত আছি। তোমরা জয়াভিলাষী হইয়া আমাতে যে সমস্ত গুণ আরোপ করিলে,এক্ষণে আমি তদনুযায়ি কার্য্য করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব। কিন্তু রাজন্! আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কদাচ বিনাশ করিতে পারিব না। ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার বধের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে। আমি সমুদয় সোমক গণকে বিনাশ ও অন্যান্য সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিব; কিন্তু পাণ্ডবগণ হৃষ্ট হইয়া আমার সহিত সংগ্রাম করিবেন না।

অনন্তর দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সেনাপতি করিলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ প্রমুখ দেবগণ যেরূপ কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সেইরূপ দুর্য্যোধন প্রমুখ ভূপালগণ আচার্য্যকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। তখন কৌরবগণ বাদিত্র ও শঙ্খনাদ দ্বারা মহান্ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুণ্যাহঘোষ ও স্বস্তিবাদন শব্দে, সূত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিগানে, ব্রাহ্মণগণের জয়শব্দে ও সূতগণের নৃত্যে দ্রোণকে সমুচিত সৎকার করত পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

মহারথ দ্রোণ সৈনাপত্য পদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করত যুদ্ধাভিলাষে আপনার পুত্রগণের সহিত যাত্রা করিলেন। জয়দ্রথ, কলিঙ্গ ও আপনার পুত্র বিকর্ণ তাঁহার দক্ষিণভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শকুনি প্রধান প্রধান সাদী ও প্রাসযোধী গান্ধারগণের সহিত তাঁহাদিগের পক্ষে গমন করিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ সাবধানে দ্রোণের বামপক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কাম্বোজগণ সুদক্ষিণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া বেগসহকারে অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শক ও যবনগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের পক্ষ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্র, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, শিবি, শূরসেন, শূদ্র, মলদ, সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ দুর্য্যোধন এবং কর্ণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের আনন্দ বর্দ্ধন করত গমন করিতে লাগিলেন।

কর্ণ সৈন্যগণের বল বর্দ্ধন করত ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তখন তদীয় সিংহলাঞ্ছিত, প্রভাকরসন্নিভ মহাকেতু সৈন্যগণের হর্ষবর্দ্ধন করত শোভিত

হইতে লাগিল। তৎকালে কর্ণকে দেখিয়া সকলেই ভীষ্ম বিয়োগজনিত ব্যসন গণনীয় করিলেন না। কৌরব ও অন্যান্য রাজগণ সকলেই শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনেকানেক যোধগণ সমবেত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, পাণ্ডবগণ কর্ণকে অবলোকন করিয়াই সমরভূমি হইতে পরাঙ্‌মুখ হইবে। বীর্য্য ও পরাক্রমহীন পাণ্ডবের কথা দূরে থাকুক, দেবগণসমবেত বাসবও কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। মহাত্মা ভীষ্ম সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু কর্ণ তাঁহাদিগকে তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা বিনষ্ট করিবেন। যোদ্ধৃবর্গ কর্ণের এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য আমাদিগের যে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার নাম শকট ব্যূহ।

এ দিকে যুধিষ্ঠির আহ্লাদ সহকারে ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। পুরুষোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বানরকেতু সমুচ্ছ্রিত করিয়া সেই ব্যূহমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সকল সৈন্যের অগ্রণী ধনুর্দ্ধরগণের তেজঃ স্বরূপ মহাবল অর্জ্জুনের বানরকেতু সৈন্যগণকে সমুজ্জ্বলিত করিল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রলয়কালীন সূর্য্য প্রজ্বলিত হইয়া মেদিনীমণ্ডল দগ্ধ করিতেছেন। ধনঞ্জয় সকল যোধগণের, বাসুদেব ভূতগণের ও সুদর্শন সমুদায় চক্রের শ্রেষ্ঠ; অর্জ্জুনের শ্বেতাশ্বযোজিত রথ এই চারি তেজ বহন করিয়া শত্রুসম্মুখে কালচক্রের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। কৌরবগণের পুরোবর্ত্তী কর্ণ ও পাণ্ডবগণের অগ্রবর্ত্তী ধনঞ্জয় ইহাঁরা পরস্পর জাতক্রোধ ও সংহারাভিলাষী হইয়া পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ আচার্য্য দ্রোণ সহসা যুদ্ধার্থ গমন করিলে, মেদিনী আর্ত্তনাদ দ্বারা কম্পিত হইতে লাগিল। কৌশেয়

নিকরোপম ধূলিপটল বায়ুবেগে সমুত্থিত হইয়া দিবাকরের সহিত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। আকাশমণ্ডল মেঘবিহীন হইলেও মাংস, অস্থি ও রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র গৃধ্র, শ্যেন, কাক ও কঙ্ক সৈন্যের উপর্য্যুপরি নিপতিত হইতে লাগিল। শৃগালগণ অতিভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, এবং মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পানাভিলাষে পুনঃ পুনঃ কৌরব সৈন্যের দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিল। উল্কাপিণ্ড সকল পুচ্ছ দ্বারা সমুদয় আবৃত করত সমরস্থলে প্রজ্বলিত হইয়া নির্ঘাত সহকারে তাপ প্রদান করিতে লাগিল। বিদ্যুৎ ও মেঘসহকৃত পরিবেশ দিবাকরকে পরিবেষ্টন করিল। কৌরব সৈন্য সকল গমন করিলে এই প্রকার ও অন্যান্য বহুবিধ জীবক্ষয়কারক নিদারুণ দুর্নিমিত্ত সকল সমুদ্ভূত হইতে লাগিল।

অনন্তর পরস্পর বধার্থী কৌরব ও পাণ্ডবসেনা শর শব্দে সমুদায় জগৎ পূর্ণ করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল। কৌরব ও পাণ্ডবগণ জয়াভিলাষে পরস্পরের প্রতি নিশিত সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাদ্যুতি ধনুর্দ্ধর প্রধান আচার্য্য দ্রোণ বহু শত শরে সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবদিগের মহা সৈন্য এবং পাঞ্চালগণকে ক্ষোভিত, ছিন্ন ভিন্ন ও ক্ষণকালমধ্যে উৎকৃষ্ট অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালগণ দেবরাজ তাড়িত দানবগণের ন্যায় দ্রোণশরে তাড়িত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ শৌর্য্যশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর বর্ষণ দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন ও তাঁহার শরজাল নিবারিত করিয়া

কৌরবগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আপনার প্রভগ্ন সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া পার্থতের প্রতি ধাবমান হইলেন। যেরূপ পুরন্দর ক্রোধভরে দানবগণের প্রতি শর বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ দ্রোণশরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া ভগ্ন হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্যও পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন উঁহা অতি অদ্ভুতরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিহিতবিধানে সজ্জিত আচার্য্যের রথ আকাশবিহারী নগরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। স্ফটিক সদৃশ বিমল ধ্বজদণ্ড শোভিত, বায়ুবেগে পতাকা সকল সঞ্চালিত, রথ নির্ঘোষ বিনির্গত ও অশ্বগণ পরিচালিত হইতে লাগিল। তখন তিনি সেই রথে আরোহণ করিয়া শত্রু সৈন্যগণকে বিত্রাসিত ও নিহত করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

দ্রোণাচার্য্য এই প্রকারে অশ্ব সূত ও সারথিগণকে নিহত করিতেছেন দর্শন করত পাণ্ডবগণ ব্যথিত না হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা সাবধান হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ কর। তখন কৈকেয়গণ, ভীমসেন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীতনয়গণ, ধৃষ্টকেতু, সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু এবং পাণ্ডবদিগের অনুযায়ি অন্যান্য রাজগণ

স্বীয় বীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণ ক্রোধভরে নয়নদ্বয় বিবর্ত্তিত করিয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যগণকে রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া বায়ু যেরূপ মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন, এবং রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও বারণগণের প্রতি প্রমত্তের ন্যায় ধাবমান হইলেন। তিনি স্থবিরভাবাপন্ন হইয়াও এই প্রকারে যুবার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগগামী তদীয় আজানেয় অশ্বগণ স্বাভাবিক শোণিতবর্ণ, তাহাতে আবার শোণিত লিপ্ত হইয়া অধিকতর শোভা ধারণ করিল।

পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাগণ দ্রোণাচার্য্যকে কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; কেহ বা দৃষ্টিপাত করিয়া একবারেই দণ্ডায়মান রহিল। বীরগণের হর্ষজনক, ভয়শীলদিগের ভয়বর্দ্ধন তাঁহাদিগের নিদারুণ শব্দে স্বর্গমর্ত্ত্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দ্রোণাচার্য্য পুনরায় আপনার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বহুশত শরে শত্রুগণকে আচ্ছন্ন করিয়া স্বয়ং নিতান্ত ভীষণ হইয়া উঠিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াও যুবার ন্যায় ও সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় যুধিষ্ঠির সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মস্তক ও অলঙ্কৃত বাহু সকল ছিন্ন, রথ সমুদয় নির্ম্মনুষ্য করত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই হর্ষজনক শব্দে ও শরবেগে যোদ্ধৃবর্গ শীতার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের রথনির্ঘোষে জ্যানিষ্পেষণে এবং শরাসন শব্দে আকাশমণ্ডলে মহাশব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তদীয় শরাসন হইতে শরসমূহ

নিঃসৃত হইয়া সকল দিক্ সমাচ্ছন্ন করত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগণের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সেই মহাবেগশালী কার্ম্মুক্ বিশিষ্ট অস্ত্রসমূহে প্রজ্বলিত হুতাশন দ্রোণাচার্য্যের সমীপবর্ত্তী হইলে, তিনি তাহাদিগকে ও তাহাদিগের কুঞ্জর, পদাতি ও অশ্বগণকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীকে শোণিত দ্বারা কর্দ্দমিত করিলেন, এবং এরূপ শরজাল বিস্তারিত করিতে লাগিলেন, যে সকল দিক্স্থ পদাতি, অশ্ব ও রথে শরসমূহ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল তদীয় রথ–ধ্বজ বারিদমণ্ডল বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় বিচরণ করিতেছে দর্শন করিলাম।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য কৈকেয়গণের প্রধান পঞ্চবীর ও দ্রুপদরাজকে শরজালে নিপীড়িত করিয়া শর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির সৈন্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভীমসেন, ধনঞ্জয়, সাত্যকি, দ্রুপদগণ, কাশিরাজ ও শিবি ইহাঁরা হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পূর্ব্বক বহু শর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের শরাসনবিমুক্ত সুবর্ণপুঙ্খ সায়ক সকল গজ ও বলশালী অশ্বগণের শরীরভেদ করিয়া শোণিত লিপ্তপক্ষে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। সমরভূমি যোদ্ধৃবর্গ, রথসমূহ ও শরনির্ভিন্ন গজবাজি সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া শ্যামবর্ণ বারিদমণ্ডল সমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এই প্রকারে দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষে সাত্যকি, ভীম, অর্জ্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দ্রুপদ ও কাশিরাজ প্রভৃতি বীরগণকে বিমর্দ্দন এবং অন্যান্য অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পাদন পূর্ব্বক প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় লোক সকলকে সন্তাপিত করত, ইহলোক হইতে সুরলোকে গমন করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের বহুসহস্র যোধ-

গণকে সংহার করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে সংহার করিয়াছিল। তিনি পাণ্ডবগণের দুই অক্ষৌহিণী সমরে অপরাঙ্মুখ মহাবীর যোধগণকে সংহার করিয়া পশ্চাৎ পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক পাণ্ডব ও ক্রূরকর্ম্মা, অমঙ্গল্য পাঞ্চালগণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর সৈন্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ঘোরনিনাদে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভূতগণের অহোধিক্! এই শব্দে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ, দিক্ ও বিদিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দেবগণ, পিতৃগণ ও মহারথ দ্রোণাচার্য্যের বান্ধবগণ তাঁহাকে জীবনবিহীন অবলোকন করিলেন। পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সিংহনাদে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল।

নবম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাদৃশ অস্ত্রবেত্তা ও সমরবিশারদ দ্রোণাচার্য্যকে কিরূপে বিনষ্ট করিলেন, মহাত্মা দ্রোণের রথভগ্ন, কি শরাসন বিশীর্ণ হইয়াছিল? অথবা তাঁহার অনবধানতা নিবন্ধন তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিলেন? যিনি অসংখ্য সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল বিকীর্ণ করিতেছিলেন, যিনি সতর্কতার সহিত দুষ্কর কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছিলেন। যিনি বহুদূরে শর নিক্ষেপ করিতে পারিতেন, যিনি শস্ত্রযুদ্ধের পারগামী হইয়াছিলেন। যিনি উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল ধারণ করিতেন, যিনি অরাতি-

গণের দুরভিভবনীয়ও লঘুহস্ত, কৃতী, চিত্রযোধী ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দান্ত, সেই মহাবীরকে ধৃষ্টদ্যুম্ন কি প্রকারে সংহার করিল? হে সঞ্জয়! পৌরুষ অপেক্ষা দৈবই বলবান্। এই নিমিত্তই মহাত্মা দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেন। যাঁহাতে চতুর্ব্বিধ অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, যিনি ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিতেন, সেই আচার্য্য দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া অদ্য আমার শোক শান্তি হইতেছে না। অন্যের দুঃখে যে কাহারও প্রাণ বহির্গত হয় না, ইহা যথার্থ; যে হেতুক, এই দুর্ভাগ্য ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণের মৃত্যু শ্রবণ করিয়াও জীবিত রহিয়াছে। এক্ষণে দৈবই প্রধান, পুরুষকার নিরর্থক বলিয়া বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় প্রস্তরসার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; এই জন্য দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু শ্রবণে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। ব্রাহ্মণগণ গুণার্থী হইয়া ও রাজতনয়গণ ব্রাহ্ম এবং দৈব শাস্ত্রের নিমিত্ত যাহার উপাসনা করিতেন, মৃত্যু তাঁহাকে কি প্রকারে আক্রমণ করিল? হে সঞ্জয়! সাগরের শোষণ, মেরুর উৎসারণ ও দিবাকরের পতনের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না।

যিনি দুষ্টদমন ও ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করিতেন, যিনি দুর্য্যোধনের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমার দুর্ম্মতি পুত্রগণের জয়াশা যাঁহার প্রতি নির্ভর করিত, যিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ ছিলেন, তিনি কি প্রকারে নিহত হইলেন? দ্রোণাচার্য্যের যে সমস্ত অশ্ব হিরণ্ময়জালে আচ্ছন্ন থাকিত, সর্ব্ব প্রকার শস্ত্রপাত অতিক্রমণ করিত, সংগ্রামকালে দৃঢ় হইয়া অবস্থিতি করিত, শঙ্খ দুন্দুভিজনিত করিবৃংহিত, জ্যাক্ষেপ, শর ও শস্ত্র সহ্য করিত; বহু পরিশ্রম করিলেও ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিত না,

কদাচ ব্যথিত হইত না এবং শত্রুগণের পরাজয় কীর্ত্তন করিত, দ্রোণাচার্য্যের সেই শোণবর্ণ বৃহৎকলেবর, বায়ুর ন্যায় বেগশালী বলবান, শান্ত, অবিহ্বল সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ অতি-শীঘ্রই কি পরাজিত হইয়াছিল? দ্রোণাচার্য্য সেই অশ্বগণকে সুবর্ণভূষিত রথে যোজনা করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক কি নিমিত্ত পাণ্ডবসেনা হইতে উত্তীর্ণ হন নাই? যে সত্য পরায়ণ বীর শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের বিদ্যা সকল ধনুর্দ্ধরের উপজীবিকা স্বরূপ, সেই মহাত্মা দ্রোণ কিরূপে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন? কোন্ রথিগণ পুরন্দর সদৃশ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য উগ্র-কর্ম্মা দ্রোণাচার্য্যকে প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিল? পাণ্ডবগণ কি সেই মহাবীরকে দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিল? অথবা সকল সৈন্য ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে তাঁহারে নিবারণ করিয়া-ছিল? কিম্বা অর্জ্জুন শরনিকরে অন্যান্য রাজগণকে নিবা-রণ করিলে, পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া-ছিল? ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত উগ্রস্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতি-রেকে আর কেহই দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিয়াছে এরূপ বোধ হয় না, যেরূপ পিপীলিকাগণ বিষধরকে ব্যাকুলিত করে, বোধ হয়, সেইরূপ কৈকেয়, চেদি ও কারূষগণ এবং অন্যান্য ভূপালসকল অসুরকর্ম্মাসক্ত দ্রোণকে আকুলিত করিলে, পাঞ্চালাপসদ ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরগণ বেষ্টিত হইয়া তাঁহাকে সংহার করিয়াছিল। যেরূপ সমুদ্র নদী সক-লের আধার, সেইরূপ যিনি ষড়ঙ্গসমবেত চারিবেদ ও আখ্যান অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় হইয়াছিলেন, এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কি নিমিত্ত অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেন। ক্রোধন-স্বভাব দ্রোণাচার্য্য আমার নিমিত্ত সর্ব্বদা ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া যে ধনঞ্জয়কে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত

হইয়াছেন। যাঁহার কর্ম্ম ধনুর্দ্ধরগণের উপজীবিকা, যিনি সত্যপরায়ণ ও পুণ্যশীল, সম্পত্তিলোভি ব্যক্তিরা কি প্রকারে তাঁহাকে বিনষ্ট করিল। পাণ্ডবগণ দেবরাজ সদৃশ, মহাসত্ত্ব, লঘুহস্ত, দৃঢ়ধন্বা, মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিল? ক্ষুদ্র মৎস্যগণ কি কখন তিমিরে সংহার করিতে সমর্থ হয়? যাঁহার নিকটে জয়ার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে জীবিত থাকিত না, বেদার্থীদিগের বেদশব্দ ও ধনুর্দ্ধর-গণের জ্যানির্ঘোষ যাঁহারে কখন পরিত্যাগ করে নাই। যিনি অদীন, পুরুষপ্রধান, শ্রীমান্, অপরাজিত এবং সিংহ ও মত্তবারণের ন্যায় বিক্রমশালী সেই আচার্য্য দ্রোণের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না।

যাঁহার যশোবল কেহই পরাভব করিতে পারে না, পুরুষ শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন কি প্রকারে সেই দ্রোণা-চার্য্যকে সংহার করিল। হে সঞ্জয়! কাহারা দ্রোণাচার্য্যের অগ্রে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিত, কাহারা পরম-গতি লাভ করত পশ্চাৎভাগে অবস্থান করিয়াছিল, কাহারা দক্ষিণচক্র ও কাহারাই বামচক্র রক্ষা করিয়াছিল? দ্রোণা-চার্য্যের সংগ্রাম সময়ে কাহারা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিয়াছিল? কাহারা সেই সংগ্রামে প্রতিকূল মৃত্যু ও কাহারা পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছে? দ্রোণাচার্য্যের রক্ষক মন্দমতি ক্ষত্রিয়গণ কি ভয়প্রযুক্তই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল? শত্রুগণ কি তাঁহাকে নির্জ্জনে বধ করিয়াছে? তিনি সাতিশয় বিপন্ন হইলেও ভয়ে পৃষ্ঠ দর্শন করিতেন না, তবে কিরূপে শত্রুগণ তাঁহাকে বধ করিল? ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইলেও আর্য্য ব্যক্তির তাহাতে যথাশক্তি পরাক্রম প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। তিনি তাহা করিতেও ত্রুটি করেন নাই. হে সঞ্জয়! আমার মন অত্যন্ত মোহাবিষ্ট

হইতেছে, অতএব এক্ষণে কথা নিবর্ত্তিত কর; পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।

দশম অধ্যায়।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া শোকে সাতিশয় কাতর, পুত্রগণের জয়লাভে নিরাশ ও সংজ্ঞাবিহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন পরিচারকগণ তাঁহাকে বীজন ও সুশীতল সুগন্ধিজলে অভিষেক করিতে লাগিল। ভরতকুলরমণীগণ রাজাকে নিপতিত দর্শন করিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক করতল দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং বাষ্পাকুলকণ্ঠে ধীরে ধীরে তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্থিত করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন। তাহাতেও তাঁহার মূর্চ্ছা অপনীত হইল না। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বীজন আরম্ভ হইল। পরে তিনি ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করত কম্পিতকলেবরে পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

হে সঞ্জয়! যেমন মত্তবারণ অন্য হস্তীরে করিণী-সমাগমে প্রসন্নবদন নিরীক্ষণ করত ক্রোধপরবশ হইয়া দ্রুতবেগে গমন করে, যিনি সমুদ্যত প্রভাকরের ন্যায় জ্যোতি দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট আগমন করিতেছিলেন। যে মহাবীর আমাদের অসংখ্য বীরকে নিহত করিয়াছেন, যে মহাবাহু একাকী ভীষণ নয়ন দ্বারা দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন, আমাদিগের কোন্ সকল বীরপুরুষ সেই দুর্দ্ধর্ষ অজাত-

শত্রুকে নিবারণ ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? যিনি মহাবলপরাক্রান্ত, মহাকায়, মহোৎসাহসম্পন্ন, বলে অযুত মাতঙ্গ সদৃশ, যিনি মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, যিনি শত্রুগণের সমক্ষে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন, কোন্ কোন্ বীরপুরুষ তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল?

যিনি মেঘের ন্যায় দীপ্তি সম্পন্ন এবং মহাবীর, যিনি মেঘের অশনি বর্ষণের ন্যায় ও দেবরাজের বারিবর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিতেছিলেন, যাঁহার তলশব্দে ও নেমিনির্ঘোষে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইতে ছিল, যাঁহার শরাসন বিদ্যুৎ সদৃশ, রথগুল্ম মেঘ সদৃশ ও নেমিনির্ঘোষ মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, যিনি শর শব্দে অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। যিনি ক্রোধরূপ মেঘনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যিনি মন ও অভিপ্রায়ের ন্যায় গমন করিতে পারেন এবং মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হন, যিনি কৃতান্তের ন্যায় মানবগণের শোণিতজলে দশ দিক্ প্লাবিত করিয়া গৃধ্রপত্র শিলাসিত শরনিকরে দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সেই মহাবীরধনঞ্জয় যখন সায়ক সমূহে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিলেন, তখন তোমাদিগের মন কিপ্রকার হইয়াছিল? তিনি কি গাণ্ডীব শব্দে সৈন্যগণকে সংহার করিয়া ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে করিতে তোমাদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন? বায়ু যেরূপ জলদমণ্ডল ও শরবন ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় কি তোমাদিগের প্রাণ বিনাশ করেন নাই? যিনি সেনার অগ্রভাগে অবস্থিতি করিতেছেন শ্রবণ করিয়াই লোক সকল চকিত হইয়া উঠে; কোন্ মানব সমরে সেই গাণ্ডীবধন্বাকে সহ্য করিতে পারে? যে যুদ্ধে সেনাগণ কম্পিত ও

বীরগণ ভীত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে কাহারা দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং কোন্ হীনবল ব্যক্তিরাই বা ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল ? ও কাহারাই বা দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিকূল মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিল ? যিনি সমরে দেবগণকেও পরাভব করিতে পারেন, আমার সৈন্যগণ সেই ধনঞ্জয়ের তেজ, তাঁহার শ্বেতাশ্বের বেগ ও বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় গাণ্ডীবধ্বনি কদাচ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। ফলত জনার্দ্দন যে রথের সারথি ও ধনঞ্জয় যাহার রথী তাহা দেবাসুরগণও পরাজয় করিতে সমর্থ হন না।

যখন সুকুমার, যুবা, শৌর্য্যশালী, দর্শনীয়, মেধাবী, সমরনিপুণ, ধীমান্, সত্যপরাক্রম নকুল মহানিনাদসহকারে সৈন্যগণকে ব্যথিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তখন কোন্ সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন ? শ্বেতাশ্ব, সমরদুর্জ্জয়, আর্য্যব্রতপরায়ণ, হ্রীমান্, অপরাজিত সহদেব আশীবিষের ন্যায় রোষপরবশ হইয়া শত্রুগণকে নিপীড়ন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে, কোন্ কোন্ বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন ? যিনি সৌবীররাজের মহতীসেনা প্রমথিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শোভনা মহিষী ভোজকন্যারে গ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহার সত্য, ধৃতি, শৌর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য সতত অব্যাহত রহিয়াছে; যিনি মহাবলশালী, সত্যকর্ম্মা, অদীন, অপরাজিত, সংগ্রামে বাসুদেব সদৃশ ও বাসুদেবের অনন্তরজাত; যিনি অর্জ্জুনের উপদেশে ও অস্ত্রাদি প্রয়োগ বিষয়ে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব এবং অর্জ্জুনের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন; কোন্ বীর সেই যুযুধানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন ? যিনি বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ, সকল ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য, অস্ত্রপ্রয়োগকুশল, যশ এবং বিক্রমে পরশুরামের তুল্য ও

বাসুদেব যেরূপ ত্রিলোকের আশ্রয় সেইরূপ যাঁহাতে সত্য, ধৃতি, বুদ্ধি, শৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে; কোন্ বীরগণ সেই ধনুর্দ্ধরপ্রধান সাত্বতকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি পাঞ্চালদিগের শ্রেষ্ঠ, কুলীনদিগের প্রীতিভাজন, সৎকার্য্যপরায়ণ, ধনঞ্জয়ের হিতকার্য্যে ব্যাপৃত, আমার অনর্থের নিমিত্ত সমুৎপন্ন; যম, কুবের, দিবাকর, ইন্দ্র এবং বরুণের সমান সেই প্রসিদ্ধ মহারথ উত্তমৌজা প্রাণপণে দ্রোণের সহিত যুদ্ধে উদ্যত হইলে, কোন্ বীরগণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাবীর একাকী চেদিগণ হইতে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টকেতু দ্রোণের নিকট আগমন করিলে কে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিল? যে বীর গিরিদ্বারে পলায়মান দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত্রকে বধ করিয়াছিলেন, কোন্ ব্যক্তি সেই কেতুমান্‌কে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারিত করিয়াছিলেন?

যে নরব্যাঘ্র স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই গুণাগুণ অবগত আছেন, যিনি মহাত্মা দেবব্রত ভীষ্মের মরণের হেতু, সেই অম্লানমানস শিখণ্ডী দ্রোণের অভিমুখীন হইলে কে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি অর্জ্জুন হইতেও সমধিক গুণশালী, যাঁহাতে অস্ত্র, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; যিনি বীরত্বে বাসুদেবের সদৃশ, বলে ধনঞ্জয়তুল্য, তেজে আদিত্যের ন্যায় ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়, সেই বিবৃতানন কৃতান্ত সদৃশ অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন হইলে কোন্ সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যখন সেই তরুণপ্রজ্ঞ যুবা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? যেমন নদ সকল সাগরাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ দ্রৌপদী-

তনয়গণ দ্রোণাচার্য্যের প্রতিধাবমান হইলে, কোন্ বীরগণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যাঁহারা বাল্যাবস্থায় দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া ভীষ্মের নিকট বাস করিয়াছিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নতনয় সেই ক্ষত্রঞ্জয়, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্মা ও মানদ এই চারি বালককে কোন্ বীরগণ নিবারণ করিয়াছিল? বৃষ্ণিবংশীয় ব্যক্তিগণ যাঁহাকে এক শত বীর অপেক্ষাও সমধিক বলবান জ্ঞান করেন, সেই মহাবল চেকিতানকে দ্রোণের নিকট হইতে কোন্ বীর নিবারণ করিয়াছিল? ধর্ম্মশীল সত্যপরায়ণ, বক্রধ্বজ, বক্রায়ুধ ও রক্তবর্ম্মে সুশোভিত ইন্দ্রগোপ সদৃশ পাণ্ডবগণের মাতৃস্বস্রীয় এবং তাহাদিগের জয়ার্থী কেকয়গণ পঞ্চভ্রতা দ্রোণাচার্য্যের বিনাশার্থ সমাগত হইলে, কোন্ বীর সকল তাঁহাদিগকে নিবারিত করিয়াছিল? বারণাবতে রাজগণ জাতক্রোধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া ছয়মাস যুদ্ধ করিয়াও যাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই, যিনি বারাণসীতে স্ত্রীলোভী মহারথ কাশিরাজ পুত্রকে ভল্ল দ্বারা রথ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলেন, কোন্ বীরগণ সেই ধনুর্দ্ধর প্রধান সত্যপরায়ণ যুযুৎসুকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাধনুর্দ্ধর পার্থগণের মন্ত্রধারী, দুর্য্যোধনের অহিতকারী; যিনি দ্রোণ বধার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের যোধগণকে দগ্ধ ও বিদীর্ণ করত তাঁহার অভিমুখীন হইলে, কোন্ কোন্ বীরগণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি দ্রুপদরাজের উৎসঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা সেই অস্ত্রক্ষিত শিখণ্ডীকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়। যিনি চর্ম্মবৎ এই সমস্ত মেদিনীমণ্ডল পরি-

বেষ্টন করিয়াছিলেন, যে পরবীরঘাতী মহারথের রথ হইতে ভীষণ শব্দ নির্গত হইত; যিনি সুস্বাদু অন্ন, পান ও সুদক্ষিণার সহিত নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্ব যজ্ঞ স্বরূপ দশ অশ্বমেধ সমাধান করিয়াছিলেন, যিনি প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন, যিনি যজ্ঞে গঙ্গা শ্রোতস্থিত সৈকতসংখ্যক ধেনু দান করিয়াছিলেন, যাঁহার সদৃশ গোদানে কেহই সমর্থ হন নাই; এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদিত হইলে দেবগণ যাঁহার নামোল্লেখ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন যে "এই চরাচরমধ্যে উশীনরতনয়ের ন্যায় আর কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই ও করিবেন না ও বর্ত্তমানেও কেহ নাই; সেই ঔশীনরনপ্তা শৈব্যকে কে নিবারণ করিয়াছিল? বিরাটরাজের সৈন্য সকল দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন হইলে, কোন্ বীরগণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী রাক্ষস ভীমসেন হইতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, আমি যাহাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকি, আমার পুত্রগণের কণ্টকস্বরূপ সেই পাণ্ডবহিতার্থী ঘটোৎকচ দ্রোণের সমীপবর্ত্তী হইলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়! এই সমস্ত এবং অন্যান্য বীরগণ যাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন ও পুরুষপ্রবর বাসুদেব যাঁহাদিগের আশ্রয় ও হিতাভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কি নিমিত্ত পরাজয় হইবে? বাসুদেব লোকগুরু, লোকনাথ, সনাতন, সমরে মানবগণের শরণ্য, দিব্যাত্মা ও প্রভু; বুধগণ ইহাঁর দিব্যকর্ম্ম সমুদয় উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমিও আত্মস্থিরতা লাভের নিমিত্ত সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিব।

একাদশ অধ্যায়।

হে সঞ্জয়! গোবিন্দের সেই সমস্ত অন্যান্য সাধারণ দিব্য কর্ম্ম শ্রবণ কর। মহাত্মা গোবিন্দ যখন বাল্যকালে গোপকুলে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তখন তদীয় বাহুবল ত্রিভুবনে বিখ্যাত ছিল। তিনি উচ্চৈঃশ্রবার তুল্য বল ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী যমুনাবাসী হয়রাজকে সংহার করিয়াছেন, তিনি গো সকলের কৃতান্ত স্বরূপ উগ্রকর্ম্মা বৃষ রূপধারী দানবকে বাল্যকালে ভুজবলে বধ করিয়াছেন; সেই মহাত্মা বাসুদেব প্রলম্ব, নরক, জম্ভ, মহাসুর পীঠ ও সুরতুল্য মুরের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। তিনি বল দ্বারা জরাসন্ধের প্রতিপালিত মহাতেজা কংসকে স্বগণের সহিত নিহত করিয়াছেন; সেই পরবীরঘাতী বাসুদেব বলদেবকে সহায় করিয়া বল বিক্রমশালী অক্ষৌহিণীশ্বর, ভোজ রাজের মধ্যস্থ, কংসের ভ্রাতা, সুনামা নামক শূরসেন রাজকে সসৈন্যে দগ্ধ করিয়াছেন; কোন সময়ে ক্রোধপরতন্ত্র মহর্ষি দুর্ব্বাসা পত্নীর সহিত তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি তাঁহাকে বর দান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ গান্ধার রাজতনয়ার স্বয়ম্বরে রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ক্রোধপরায়ণ ভূপতিগণ তাঁহার বৈবাহিক রথে যোজিত হইয়া তোদনদণ্ড দ্বারা সাতিশয় আহত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন; সেই মহাত্মা বাসুদেব অক্ষৌহিণীশ্বর মহাবাহু জরাসন্ধকে অন্য দ্বারা নিপাতিত করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সময়ে রাজসেনাপতি মহাবল পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল অর্ঘবিষয়ে বিরোধ করিয়াছিলেন, এই

জন্য তাঁহাকে পশুর ন্যায় ছেদন করিয়াছিলেন। সেই বাসুদেব দৈত্যগণের আকাশস্থিত, শাল্বপরিরক্ষিত দুর্ভেদ্য সৌভনগর সাগরগর্ব্বে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সেই পুণ্ডরী-কাক্ষ বাসুদেব অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মাগধ, কাশী, কৌশল, বাৎসল্য, গার্গ্য, করূষ, পৌণ্ড্র, আবন্ত্য, দাক্ষিণাত্য, পার্ব্বত, দশেরক, কাশ্মীরক, ঔরসিক, পিশাচ, মুদ্গল, কাম্বোজ, বাটধান, চোল, পাণ্ড্য, ত্রিগর্ত্ত, মালব, দরদ ও নানাদিক হইতে সমাগত খশ ও শকগণ এবং অনুচরগণের সহিত যবনগণকে পরাভূত করিয়াছেন। তিনি যাদোগণ পরিপূর্ণ সাগরে প্রবিষ্ট হইয়া সলিলান্তর্গত বরুণকে পরাজিত করিয়াছেন। সেই মাধব পাতালবাসী পঞ্চ জনকে বিনষ্ট করিয়া দিব্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মহাত্মা জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সহিত খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও দুর্দ্ধর্ষ চক্র লাভ করিয়াছেন; সেই মহাবীর গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক অমরাবতী বিত্রাসিত করত অমর রাজভবন হইতে পারিজাত পুষ্প আনয়ন করিয়াছেন; সুরপতি তাঁহার পরাক্রম অবগত ছিলেন বলিয়াই উহা সহ্য করিয়াছিলেন।

হে সঞ্জয়! আমি ইহা কখন শ্রবণ করি নাই যে রাজগণের মধ্যে একজনও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন নাই? সেই কমললোচন বাসুদেব সভামধ্যে যেরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি সেরূপ করিতে সমর্থ হয়? আমি পবিত্র হইয়া ভক্তিভাবে সেই ঈশ্বরকে দর্শন ও তাঁহার অনুষ্ঠান সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত করিয়াছিলাম। বিক্রমশালী ও বুদ্ধিসম্পন্ন বাসুদেবের কার্য্যের অন্ত অতি দুষ্প্রাপ্য। বোধ হয়, সেই হৃষীকেশ আহ্বান করিলে গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন বিদূরথ, অগাবহ,

অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্ণ, সারণ, উল্মুখ, নিশঠ, ঝিল্লীবভ্রু, পৃথু, বিপৃথু, শমীক এবং অরিমেজয়, প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বৃষ্ণিগণও যে কোন প্রকারেই হউক, সংগ্রাম সময়ে পাণ্ডব সেনাকেই আশ্রয় করিবেন। তাহা হইলে আমার যোধগণ সকলেই সংশয়াপন্ন হইবে; যে পক্ষে মহাত্মা বাসুদেব অবস্থিতি করিবেন, অযুত নাগসদৃশ বিক্রমশালী কৈলাস-ভূধর সদৃশ বনমালী বলদেবও সেই পক্ষে গমন করিবেন, সন্দেহ নাই।

হে সঞ্জয়! দ্বিজগণ যাঁহাকে সকলের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই জনার্দ্দন কি পাণ্ডবগণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন? তিনি যখন পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইবেন, তখন কেহই তাঁহার প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। যদি কৌরবগণ পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলে সেই নরব্যাঘ্র মহাবাহু বার্ষ্ণেয় পাণ্ডবগণের নিমিত্ত শর গ্রহণ পূর্ব্বক সকল নরপতিগণ সমবেত কৌরবগণকে নিহত করিয়া কুন্তীনন্দনগণকে এই মেদিনী প্রদান করিবেন। হৃষীকেশ যাহার সারথি ও ধনঞ্জয় যাহার রথী সংগ্রামে কোন্ রথ সেই রথের প্রতিপক্ষ হইবে? অতএব, হে সঞ্জয়! আমি কোন প্রকারেই কুরুগণের শ্রেয়োলাভ দেখিতেছি না, এক্ষণে যে প্রকারে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, আমার নিকট ঐ সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

অর্জ্জুন কেশবের ও কেশব কিরীটীর আত্মা স্বরূপ। অর্জ্জুনে বিজয় ও বাসুদেবে শাশ্বতী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে সঞ্জয়! বীভৎসু এই ত্রিলোকমধ্যে অপরাজিত, বাসুদেব অপ-রিমিত গুণশালী, দুর্য্যোধন দৈব বিড়ম্বনায় পরিমুগ্ধ ও আসন্ন মৃত্যুর বশীভূত হইয়া সেই অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে অবগত হই-তেছেন না। এই দুই মহাত্মা নর ও নারায়ণ। ইহাঁরা উত-

যেই অভেদাত্মা; দ্বিধাভূত হইয়া মানবগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। ইহাঁদিগের পরাভব স্মৃতিপথেও সমুদিত হয় না। এই যশস্বী মহাত্মা দ্বয় মনে করিলেই এই সমস্ত সৈন্য-গণকে অনায়াসে বিনষ্ট করিতে পারেন। ইহাঁরা মানব শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই সেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন না। যুগবিপর্য্যয় যেরূপ লোকের মোহ উৎপাদন করে, সেইরূপ ভীষ্ম দ্রোণের মৃত্যু মোহ উৎপাদন করিতেছে। ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যায়ন ও শস্ত্র ইহার কিছুতেই কেহ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না।

হে সঞ্জয়! যুদ্ধদুর্ম্মদ লোকপূজিত অস্ত্রকুশল মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমি কি নিমিত্ত জীবন ধারণ করিতেছি? আমি পূর্ব্বে যুধিষ্ঠি-রের ঐশ্বর্য্যশ্রী দর্শন করিয়া অসূয়া করিয়াছিলাম; অদ্য ভীষ্ম ও দ্রোণবধে তাহারই অনুজীবী হইতে হইল। আমার পাপাচারেই কুরুগণের এইরূপ ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। হে সূত! আসন্নকাল ব্যক্তিদিগের তৃণরাশি ও বজ্রের ন্যায় হইয়া উঠে। যাহার ক্রোধে মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করিলেন, সেই যুধিষ্ঠির এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকেই আশ্রয় করিয়াছেন, এবং আমার তনয়গণের প্রতি একবারেই বিমুখ হইয়াছেন। এই পাপাত্মা ক্রূর কাল সকলকে বিনাশ না করিয়া কোনমতে ক্ষান্ত হইবে না। হে তাত! মনস্বী ব্যক্তিরা মনে মনে যাহা চিন্তা করেন, দৈববশত তাহার অন্যথা হইয়া উঠে। যে দুশ্চিন্ত্য বিষয় সমুপস্থিত হইয়াছে ইহা কোনরূপেই পরি-হারের উপায় নাই যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

——•——

দ্বাদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি সমস্তই স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছি। যেরূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন, আপনার নিকট সমস্ত ক্রমান্বয়ে কীর্ত্তন করিব।

মহারথ ভরদ্বাজতনয় দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া সমুদায় সৈন্যগণের মধ্যে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! তুমি কৌরববর ভীষ্মের অস্ত্র পরিত্যাগের পরই অদ্য আমাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া আমার যে সৎকার করিলে, তাহার অনুরূপ ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। হে ভারত! অদ্য আমি তোমার অভিলষিত কি কর্ম্ম সম্পাদন করিব প্রার্থনা কর।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং দুঃশাসন প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সহিত মিলিত হইয়া বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে মহামতে! যদি আপনি বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি, যে আপনি রথিপ্রবর যুধিষ্ঠিরকে জীবিতাবস্থায় গ্রহণ করত আমার নিটক আনিয়া দিন।

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত সেনাগণকে হর্ষযুক্ত করিবার মানসে এই বাক্য কহিলেন, হে রাজন্! কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য; যে হেতুক তুমি তাঁহার বিনাশ বর প্রার্থনা না করিয়া গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছ; হে নরসত্তম! তুমি কি নিমিত্তে তাঁহার বধ কামনা পরিত্যাগ করিতেছ? হে দুর্য্যোধন!

তুমি মন্ত্রণাভিজ্ঞ হইয়া কি নিমিত্ত ইহার উল্লেখ না করিলে? কি আশ্চর্য্যের বিষয়, ধর্ম্মরাজের কি কেহই দ্বেষ্টা নাই? তুমি কি আপনার কুল রক্ষার্থই তাঁহাকে জীবিত রাখিতেছ। কিম্বা যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া অবশেষে রাজ্য প্রদান করত সৌভ্রাত্র রক্ষা করিতে বাসনা করিয়াছ? যাহা হউক, কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য; সেই ধীমানের জন্ম সার্থক এবং তাঁহার অজাতশত্রুনামও যথার্থ হইল। যে হেতুক তুমিও তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেছ।

হে ভারত! বৃহস্পতি তুল্য ব্যক্তিও হৃদ্গত ভাব গোপন করিতে সমর্থ হন না, এই জন্য দুর্য্যোধনের হৃদ্গত ভাব সহসা বহির্গত হইল। তিনি আচার্য্যের বাক্যাবসানে হৃষ্টচিত্তে কহিলেন হে আচার্য্য! রাজা যুধিষ্ঠিরের বিনাশে আমি জয়লাভ করিতে পারিব না; কারণ, তাঁহারে সংহার করিলে ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া আমাদিগের সকলকেই সংহার করিবে; তাহাদিগের বিনাশ করা সুরগণের অসাধ্য; সুতরাং যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারাই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমার নিকট আনয়ন করিলে আমি পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহারে পরাজয় করিব; তাহা হইলেই তাঁহার অনুগত পাণ্ডবগণ পুনরায় বনে গমন করিবে, এইরূপে আমার দীর্ঘকাল জয় লাভ হইবে; এই কারণেই আমি রাজা কোন ক্রমেই যুধিষ্ঠিরের বধবাসনা করিতেছি না।

অর্থতত্ত্ববিৎ ধীমান্ দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের এইরূপ অসদভিসন্ধি চিন্তা করত তাঁহার প্রার্থিত বর এই প্রকার সীমা বদ্ধ করিয়া প্রদান করিলেন।

হে দুর্য্যোধন! যদি সংগ্রামে মহাবীর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে, তাহা হইলে তুমি মনে করিবে, যুধিষ্ঠির

বশীভূত হইয়াছেন কিন্তু ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণ এবং অসুরগণ একত্রিত হইয়াও রণস্থলে পার্থকে পরাজয় করিতে পারে না; এই কারণে আমি এরূপ কার্য্যে সাহসী হইতে পারি না। ধনঞ্জয় আমার প্রিয়শিষ্য, তাহার অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত আমি আচার্য্যপদে নিযুক্ত হই, তরুণবয়স্ক অতি পুণ্যাত্মা অর্জ্জুন ইহা ভিন্ন ইন্দ্র এবং মহাদেবের নিইট হইতে বহুবিধ অস্ত্রপ্রাপ্ত এবং তোমার পাপাচারণে সাতিক্রোধিত হইয়াছে, এই কারণেই আমি যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেছি না। অতএব যে কোন উপায়ে যুদ্ধ হইতে অর্জ্জুনকে অপসারিত করিতে পারিই আমি অনায়াসে যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিতে পারি। হে পুরুষর্ষভ! যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ না করিয়া গ্রহণ করিলেই তোমার জয়লাভ হইবে, তিনিও এই উপায়ে পরিগৃহীত হইবেন। নরোত্তম অর্জ্জুন অপসারিত হইলে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির আমার সম্মুখ যুদ্ধে যদি মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করেন তাহা হইলে জানিবে আমি অদ্যই তাঁহারে গ্রহণ করত নিশ্চয় তোমার বশীভূত করিয়া দিব। হে রাজন্! অর্জ্জুনের সমক্ষে সমরে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অসুরগণকেহই যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না।

আচার্য্য দ্রোণ রাজা যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ বিষয়ে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা করিলে, আপনার পুত্রগণ মনে মনে তাঁহাকে গৃহীত বলিয়াই অবধারিত করিলেন। কিন্তু আচার্য্য দ্রোণ যে পাণ্ডবগণের পক্ষ তাঁহাও দুর্য্যোধন বিশেষ রূপ বিদিত ছিলেন, তন্নিমিত্তে তাহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিবার মানসে নানাবিধ মন্ত্রণা করত সমস্ত সৈন্যমধ্যে যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাণধ্বনি ও শঙ্খ নিনাদ করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির আত্মীয়জন দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের সেই প্রতিজ্ঞার বিষয় সত্বর অবগত হইয়া অন্যান্য লোক ও ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করত ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! তুমি অদ্য দ্রোণাচার্য্যের চিকীর্ষিত বৃত্তান্ত সমুদয় শ্রবণ করিয়াছ, অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহার ঐ প্রতিজ্ঞা সফল না হয়, এরূপ উপায় বিধান কর। হে বীর! শত্রু বিনাশন দ্রোণ যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার সীমা তোমাতেই অর্পিত হইয়াছে। অতএব অদ্য তুমি আমার নিকট অবস্থান পূর্ব্বক দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, দুর্য্যোধন যেন দ্রোণ সহায্যে সিদ্ধসঙ্কল্প না হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! যেমন আচার্য্যকে বিনষ্ট করা আমার কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ আপনাকেও পরিত্যাগ করাও আমার কর্ত্তব্য নহে। যদি আমার সংগ্রামস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি আচার্য্যের বিপক্ষে কোনক্রমেই যুদ্ধ করিতে পারিব না। কিন্তু দুর্য্যোধন যে আপনাকে গ্রহণ করত জয়লাভের অভিলাষ করিতেছে তাহা এ জীবলোকে কখনই সিদ্ধ হইবে না। যদি বজ্রধর অথবা বিষ্ণু দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া স্বয়ং সমরে উহার সাহায্য করেন, তাহা হইলেও সে আপনারে গ্রহণ করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না। হে রাজেন্দ্র!

দ্রোণাচার্য্য সকল শস্ত্র ও অস্ত্রধারীগণের প্রধান হইলেও আমি বর্ত্তমান থাকিতে আপনার তাঁহাকে শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। হে রাজন্! আমার প্রতিজ্ঞা কখনই বিফল হয় না। আমি যে কখন মিথ্যা কহিয়াছি বা পরাজিত হইয়াছি, অথবা কোন বিষয় অঙ্গীকার করত তাহার কিছু-মাত্র অন্যথা করিয়াছি, ইহা আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হয় না।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন এই প্রকার কহিলে, তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণের শিবিরে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম ও গগনস্পর্শী ভীষণ সিংহনাদ এবং ধনু, জ্যা ও তলধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন সেই পাণ্ডবগণের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যগণমধ্যেও বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল।

অনন্তর আপনার ও পাণ্ডবপক্ষীয় সমরাকাঙ্ক্ষী ব্যূহিত সৈন্যগণ সংগ্রামাভিলাষে পরস্পর সন্নিহিত হইলে কৌরব-গণ এবং পাণ্ডবগণের ও দ্রোণাচার্য্য এবং পাঞ্চালগণের পর-স্পর লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন সৃঞ্জয়গণ দ্রোণরক্ষিত সৈন্যগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সমধিক যত্নসহকারে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, এবং দুর্য্যোধনপক্ষীয় মহারথগণও অর্জ্জুনরক্ষিত সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই নিশাকালীন বিবিধ কুসুমরাজি বিরাজিত বনরাজির ন্যায় নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অনন্তর শত্রুনিপাতন দ্রোণ সুবর্ণ রথে আরোহণ করত পাণ্ডবসেনা বিমর্দ্দন করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দীপ্যমান দিবাকরের ন্যায় তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।

তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সেই রথারোহী লঘুহস্ত একমাত্র দ্রোণাচার্য্যকে নানা বিভীষিকা স্বরূপে বোধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণনিক্ষিপ্ত ভীষণ শর সমূহ সৈন্যগণকে ত্রাসিত করত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল এবং সেই মহারথ দ্রোণ মধ্যাহ্নকালীন শতাংশুজড়িত অংশুমালীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তখন যেমন দানবগণ সমরক্রুদ্ধ দেবরাজকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, সেইরূপ পাণ্ডবগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর প্রবলপ্রতাপ আচার্য্য দ্রোণ সৈন্যগণকে বিমোহিত করত সত্বর শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যগণকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং যেখানে ধৃষ্টদ্যুম্ন অবস্থিতি করিতেছিলেন; সমস্ত দিক্ ও আকাশমণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া সেই স্থানেই পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডবসৈন্যের সহিত ঘোর সংগ্রাম করত বৃক্ষ দগ্ধকারী হুতাশনের ন্যায় তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছেন দেখিয়া সৃঞ্জয়গণ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। দ্রোণাচার্য্যের আকর্ণ আকৃষ্যমাণ শরাসনের জ্যা নির্ঘোষ অশনি শব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। ক্ষিপ্রহস্ত দ্রোণা-

চার্য্য কর্ত্তৃক বিনির্মুক্ত ভয়ঙ্কর শর সকল রথী, সাদী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। যেরূপ সমীরণসহায় গর্জ্জনশীল পর্জ্জন্য বর্ষাকালে শিলারাশি বর্ষণ করে, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য শরনিকর বর্ষণ করত অরাতি-গণের ভয়াবহ হইয়া উঠিলেন এবং তিনি সৈন্যমধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্ষোভিত করিয়া শত্রুগণের অলৌকিক ভয়বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভ্রাম্যমাণ রথে হেমপরিষ্কৃত শরাসন পুনঃ পুনঃ মেঘসহকৃত বিদ্যুতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই সত্যপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, নিত্য-ধর্ম্মানুরক্ত দ্রোণাচার্য্যের ক্রোধবেগ হইতে ক্রব্যাদগণসমা-কীর্ণ,সৈন্যস্রোতপূর্ণ, বীরবৃক্ষাপহারী, শোণিতোদক, গজাশ্ব-পুলিন, কবচোৎপল, মাংসপঙ্ক, মেদমজ্জাস্থিসৈকত, উষ্ণীষ-ফেন, যুদ্ধমেঘ পরিব্যাপ্ত, নরনাগাশ্বগহন, শরবেগপ্রবাহ, দেহদারুসমাকীর্ণ রথকচ্ছপসমাকুল, মস্তকশিলাতটশোভিত, রথনাগহ্রদোপেত, নানাভরণভূষিত, মহারথশতাবর্ত্ত এবং ধূলিতরঙ্গসঙ্কুল নদী প্রবর্ত্তিত করিলেন। ঐ নদী মহাবীর-গণের সুতর ও ভীরুগণের দুস্তর; উহা শত শত শরীর দ্বারা পরিপূর্ণ। উহাতে কঙ্ক ও গৃধ্র প্রভৃতি বিচরণ করি-তেছে; উহা অসুররূপ ভুজঙ্গম দ্বারা সমাকীর্ণ, জীব-বৃন্দ সেবিত, এবং ছিন্নছত্র মহাহংসে সুশোভিত মুকুট সকল উহার বিহগ, চক্রকূর্ম্ম, গদা কুম্ভীর ও খড়্গ প্রাস উহার মৎস্য, উহা ভীষণ কাক, গৃধ্র ও শৃগাল দ্বারা অধি ষ্ঠিত ঐ নদী মহাবল দ্রোণ কর্ত্তৃক নিহত সহস্র সহস্র মহারথ ও অন্যান্য শত শত প্রাণীরে শমনভবনে বহন করিতে লাগিল। আচার্য্য দ্রোণ সৈন্যগণের প্রতি এইরূপ গর্জ্জন করিতেছেন; এমন সময় চতুর্দ্দিক্ হইতে যুধিষ্ঠির পুরোগম তাঁহার প্রতি গমন করিলেন। বিক্রমশালী

কৌরবগণেরাও চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধ অতি ভয়ানক হইয়াউঠিল।

বহু মায়াবী শকুনি সমরাঙ্গনে শাণিত বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত সহদেবকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহদেবও ক্রোধপরবশ হইয়া নিশিত শরসমূহে শকুনির ধনু, কেতু, সারথি ও অশ্বগণকে ছিন্ন ভিন্ন করত ষষ্টি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শকুনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সহদেবের সারথিকে রথ হইতে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দুই জনেই বিরথ হইয়া গদা গ্রহণ করত, শৃঙ্গশালী অচলের ন্যায় সমরাঙ্গনে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন।

আচার্য্য দ্রোণ দ্রুপদকে দশ শরে বিদ্ধ করিলে, তিনি বহুবিধ শরসমূহে আচার্য্যকে জর্জ্জরীভূত করিলেন। আচার্য্যও পুনর্ব্বার ততোধিক শরে তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভীমসেন বিবিংশতিরে শাণিত বিংশতি সায়কে বিদ্ধ করিয়াও বিকম্পিত করিতে না পারায়, ইহা অদ্ভুত রূপে প্রতীয়মান হইল। বিবিংশতি সহসা ভীমসেনের অশ্ব, কেতু ও শারাসন ছেদন করিলে, ভীমসেন বিপক্ষের এরূপ পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া গদা দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে যমসদনে প্রেরণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবল বিবিংশতি মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া চর্ম্ম গ্রহণ করত হতাশ্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন।

মহাবীর্য্য শল্য ভাগিনেয় নকুলকে কোপিত করিবার মানসে হাস্য করত যেন লালন করিতে করিতে শরনিকরে তাঁহাকে আঘাত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত

নকুল তাঁহার সমুদায় অশ্ব, ধ্বজ, আতপত্র, সারথি ও শরাসন ছেদন করিয়া শঙ্খ নাদ করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টকেতু কৃপপরিত্যক্ত শরনিকর ছেদন করত সপ্ততি শরে তাঁহারে বিদ্ধ ও তিন বাণে ধ্বজচিহ্ন ছেদন করিলেন। কৃপাচার্য্য বহুবিধ শরবর্ষণ করিয়া তাহা নিবারণ করত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সাত্যকি প্রথমতঃ হাস্য করত কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থলে নারাচ পরে সপ্ততি শর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অন্যান্য বহুবিধ শরসায়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রুতগামী মারুত যেরূপ পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে অশক্ত হয়, তদ্রূপ ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা সুশাণিত সপ্তসপ্ততি সায়কে বিদ্ধ করিয়াও সাত্যকিরে কম্পিত করিতে অশক্ত হইলেন।

সেনাপতি সুশর্ম্মার সমস্ত মর্ম্মস্থান অতিশয় আঘাত করিলে, সুশর্ম্মাও তোমর দ্বারা সেনানীকে সাতিশয় নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর বিরাট মৎস্যগণের সহিত কর্ণকে নিবারণ করিলে সকলই আশ্চর্য্য হইলেন। সূতপুত্রের ইহাই পৌরষ যে, তিনি সন্নতপর্ব্বত শাণিত সায়কসমূহে ঐ ভয়ানক সৈন্যগণকে নিরস্ত করিলেন। রাজা দ্রুপদ স্বয়ং ভগদত্তের সহিত সমরাঙ্গনে মিলিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত শর সমূহ দ্বারা সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত রাজা দ্রুপদকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদও সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক মহারথ ভগদত্তের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সমর করিতে লাগিলেন। অস্ত্রবিশারদ ভূরিশ্রবা ও শিখণ্ডী প্রাণিগণের ভয়াবহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীর্য্যবান্ ভূরিশ্রবা শর সমূহে মহারথ শিখণ্ডীরে জর্জ্জরিত করিলে শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া নবতি সায়কে ভূরিশ্রবারে কম্পিত করিলেন। ভয়প্রদায়ক,

মায়াবী, গর্ব্বিত রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ উভয়েই জয়ার্থী হইয়া মায়া প্রকাশ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করত সাতিশয় বিস্ময়োৎপাদন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেবাসুর যুদ্ধে যেরূপ আশ্চর্য্যকাণ্ড হইয়াছিল। চেকিতান ও অনুবিন্দের সহিত সেইরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বকালে বিষ্ণুর সহিত হিরণ্যাক্ষের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল। লক্ষ্মণের সহিত ক্ষত্রদেবের সেইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

অনন্তর মহাবল হার্দ্দিক্য যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া অতি ত্বরায় প্রচলিতাশ্বরথে আরোহণ করত অভিমন্যুর নিকট গমন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু তাঁহার সহিত অতি ভ াবহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হার্দ্দিক্য শরসমূহে অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিলে, অভিমন্যু তাঁহার ছত্র, ধ্বজ ও অশ্বগণকে ভূতলশায়ী করিলেন। হার্দ্দিক্য অন্য সপ্তসায়কে অভিমন্যুরে পঞ্চ বাণে তদীয় অশ্বগণ এবং সারথিরে বিদ্ধ করিয়া কৌরবগণের হর্ষ বর্দ্ধিত করত সিংহের ন্যায় বারম্বার গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। অভিমন্যু তাঁহার প্রাণান্তক সায়ক গ্রহণ করিলেই হার্দ্দিক্য সেই ভয়ানক শর সন্দর্শন করিয়া দুই বাণে তাঁহার ঐ শর শরাসনের সহিত ছেদন করিলেন। অরিন্দম অভিমন্যু ছিন্নধনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক চর্ম্ম ও শাণিত, খড়্গ গ্রহণ করত সুশোভিত হইলেন। অনন্তর সেই খড়্গ ঘূর্ণিত করিয়া বহুতারাশোভিত চর্ম্ম দ্বারা বীরপুরুষের ন্যায় বাহুবীর্য্য প্রদর্শন করত সংগ্রামে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ঐ অসিচর্ম্ম ঘূর্ণায়মান একবার উর্দ্ধে ভ্রামিত, এক বার কম্পিত ও একবার উত্থিত করাতে কেহই ঐ অসি চর্ম্মে প্রভেদ দেখিতে পাইল না। অনন্তর অভিমন্যু সিংহ-

নাদ সহকারে লম্ফপ্রদান করিয়া হার্দ্দিক্যের রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার কেশাকর্ষণ করত পদাঘাতে সারথিরে নিহত ও খড়্গাঘাতে ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং যেরূপ বৈনতেয় জলনিধিকে ক্ষোভিত করিয়া ভুজঙ্গকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, তদ্রূপ অভিমন্যু তাঁহারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তৎকালে পার্থিবগণ বিগলিত কেশপৌরবকে সিংহকর্ত্তৃক পাতিত চেতনাবিহীন বৃষভের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ পৌরবকে অনাথের ন্যায় কেশাকর্ষিত, নিপতিত ও অভিমন্যুর বশবর্ত্তী নিরীক্ষণ করত রোষপরবশ হইয়া সিংহনাদ সহকারে জালপরিবেষ্টিত ময়ূরাঙ্কিত, কিঙ্কিণী শতশোভিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অভিমন্যু জয়দ্রথকে অবলোকন করিয়া হার্দ্দিক্যকে পরিত্যাগ করত, অবিলম্বেই শ্যেনের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। অরিগণের পরিত্যক্ত প্রাস, পট্টিশ ও নিস্ত্রিংশ সমস্তই খড়্গাঘাতে ছেদন পূর্ব্বক চর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত করিলেন। এবং পাবণ্ড সৈন্যগণকে বাহুবীর্য্য প্রদর্শন করত সেই খড়্গ ও চর্ম্ম ঘূর্ণায়মান করিয়া ব্যাঘ্র যেরূপ মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ পিতৃবৈরী ক্ষত্রনন্দন জয়দ্রথের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। যেরূপ ব্যাঘ্র ও সিংহে নখ দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, সেইরূপ তাঁহারা উভয়ে উভয়কেই প্রাপ্ত হইয়া অতি হৃষ্টচিত্তে খড়্গ দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ অসিচর্ম্মের সম্পাতে, আঘাতে ও নিপাতে সেই বীরদ্বয়ের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারিল না। পরস্পরের অবক্ষেপ শস্ত্রান্তর নিদর্শন এবং বাহ্যান্তর নিপাত সমতুল্যই লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই মহাত্মা দুই মহাবীর যখন বাহ্য ও অন্তর পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগকে পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের

বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অভিমন্যু খড়্গ নিক্ষেপ করিলে, জয়দ্রথ সত্বর হইয়া তাঁহার চর্ম্মে মহা খড়্গ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ খড়্গ অভিমন্যুর চর্ম্মের কনকপত্রের মধ্যস্থলে সংলগ্ন এবং জয়দ্রথ কর্ত্তৃক বিকম্পিত হইয়া ভগ্ন হইল। তৎকালে দেখিলাম, জয়দ্রথ স্বীয় খড়্গ ভগ্ন অবলোকন করিয়া প্লুতগতি দ্বারা ছয় পদ গমন করত নিমেষ মধ্যেই স্বীয় রথে আরোহণ করিলেন।এদিকে অভিমন্যু সমর বিরত হইয়া উৎকৃষ্ট রথে অবস্থিতি করিলে, সকল ভূপালগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় চর্ম্ম ও খড়্গ উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক জয়দ্রথের প্রতি নিরীক্ষণ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন।

দিবাকর যেরূপ দিগ্মণ্ডল পরিতাপিত করেন, অরিমর্দ্দক অভিমন্যুও সিন্ধুরাজকে পরাভব করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে সেইরূপ সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। শল্য অতি ভীষণ কনক ভূষণ লৌহময় পাবকশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি অভিমন্যুর প্রতি নিক্ষেপ করিলে যেরূপ গরুড় পতনশীল পতঙ্গকে গ্রহণ করে সেইরূপ অভিমন্যু লম্ফ প্রদান করত সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় অসি কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিলেন। ভূপতিগণ অভিমন্যুর বলবীর্য্য ও অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া এককালে সকলেই সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অমিততেজা পরবীরঘাতী অভিমন্যু শল্যের প্রতি সেই অভেদ্য মণিখচিত শক্তি পরিত্যাগ করিলে, নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গমের ন্যায় সেই শক্তি শল্যের রথে গমন পূর্ব্বক সারথিরে বিনাশ করত ভূতলে নিপাতিত করিল। অনন্তর ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ, বিরাট, যুধিষ্ঠির, কৈকেয়, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপ-

দীর পুত্রগণ অভিমন্যুকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন, এবং বহুবিধ সায়ক শব্দে ও সিংহনাদে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অপরাজিত অভিমন্যু উহা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। মেঘমণ্ডল যেরূপ ধারা বর্ষণ দ্বারা শৈলশৃঙ্গকে আচ্ছন্ন করে, আপনার পুত্রগণ বিপক্ষের ঈদৃশ জয়সূচক শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা চতুর্দ্দিক হইতে সেইরূপ শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অরিন্দম শল্য সারথির প্রাণনাশ নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া আপনার পুত্রগণের বিজয়াভিলাষে অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি যে সমস্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিলে, ইহা শ্রবণ করিয়া আমি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগকে নিতান্ত স্পৃহণীয় বলিয়া বোধ করিতেছি। মানবগণ এই কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় আশ্চর্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন। এই উৎকৃষ্ট বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না। অতএব আমার নিকট শল্য ও অভিমন্যুর যুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শল্য সারথিকে বিপন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে লৌহময় গদা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ভীমসেন তাঁহাকে দণ্ডহস্ত কালান্তকের ন্যায় অবলোকন পূর্ব্বক বৃহৎ গদা গ্রহণ করিয়া অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অভিমন্যুও বজ্রতুল্য গদা ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগি-

লেন। মহা প্রতাপশালী ভীমসেন প্রযত্নসহকারে অভি-মন্যুকে নিবারণ করত শল্যের নিকট গমন করিয়া অচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেইরূপ মহাবল মদ্র-রাজও ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কুঞ্জরাভিমুখী শার্দ্দূলের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর তূর্য্য নিনাদ সহস্র সহস্র শংখ ধ্বনি সিংহনাদ ও অসংখ্য ভেরীর মহাশব্দ এবং পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান পাণ্ডব ও কৌরবগণের শত শত সাধুবাদ সমুৎপন্ন হইল। সংগ্রামে শল্য ব্যতিরেকে, কেহই ভীমসেনের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন না, সেইরূপ ভীম ভিন্ন আর কেহই মহাবীর মদ্ররাজ শল্যের গদাবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। স্বর্ণপট্টযুক্ত জনগণের হর্ষজনক বৃহৎ গদা ভীম কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া প্রজ্জ্ব-লিত হইল এবং বিভাগক্রমে মণ্ডলাকারে বিচরণকারী মহা-বীর শল্যের গদাও বিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সেই দুই বীর বৃষভদ্বয়ের ন্যায় বিঘূর্ণিত গদারূপ শৃঙ্গ পরিশোভিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে মণ্ডল গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মণ্ডলগতি ও গদা প্রহারে উভ-য়ের তুল্যরূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল। মদ্ররাজের মহতী গদা ভীম কর্ত্তৃক আহত হওয়াতে অনলশিখার সহিত ভীষণ হইয়া আশুবিশীর্ণ হইল। ভীমসেনের গদাও মদ্ররাজ কর্ত্তৃক আহত হইয়া বর্ষাপ্রদোষে খদ্যোত পরিবৃত মহী-রুহের ন্যায় সুশোভিত হইল। মদ্ররাজ শল্য কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত গদা নভোমণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়া মুহুর্মুহু অগ্নি উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল। ভীমসেনের গদা শত্রুর প্রতিপ্রযুক্ত হইয়া মহোল্কার ন্যায় মদ্ররাজ সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। সেই উভয় গদা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নিশ্বসন্তী নাগকন্যার ন্যায় অনল পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

যেরূপ দুই মহাব্যাঘ্র নখ দ্বারা ও দুই মহাগজ দন্ত দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া বিচরণ করে, সেইরূপই মদ্ররাজ শল্য ও ভীমসেন উভয়ে গদার দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্ষণকালমধ্যেই ভীম ও শল্য উভয়েই দারুণ গদাঘাতে রুধিরলিপ্ত হইয়া কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। সেই পুরুষ সিংহদ্বয়ের ভীষণ গদাঘাতজনিত বজ্রধ্বনির ন্যায় ভয়ানক শব্দে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যেরূপ অচল বিদীর্ণ হইলেও কম্পিত হয় না। সেইরূপ ভীমসেন শল্য কর্ত্তৃক গদা দ্বারা বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে আহত হইয়াও বিকম্পিত হইলেন না, এবং মদ্ররাজ শল্যও ভীমের গদাঘাতে তাড়িত হইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। বলবান্ মাতঙ্গ সমতুল্য বীরদ্বয় সেই মহাগদা উত্তোলন করত পরস্পরের প্রতি পতিত হইলেন, এবং মণ্ডলাকারে বিচরণ পূর্ব্বক পুনরায় অন্তরমার্গে অবস্থান করত মণ্ডলগতিক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অষ্টপদ গমন পূর্ব্বক সহসা লম্ফ প্রদান করত উভয়ে উভয়কে বিনাশ করিবার মানসে লৌহদণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ বার বার পরস্পরের বেগ ও গদাঘাতে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া উভয়ে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর মহারথ কৃতবর্ম্মা বারম্বার নিশ্বসন্ত বিহ্বল সেই শল্যের নিকট অতি ত্বরায় গমন করিয়া গদাঘাতে সাতিশয় পীড়িত ও চেষ্টাশূন্য ভুজঙ্গমের ন্যায় মূর্চ্ছাভিভূত সেই শল্যকে অবলোকন করিয়া অবিলম্বে স্বীয় রথে উত্তোলন পূর্ব্বক সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর মহাবাহু মত্তের ন্যায় বিহ্বল বীর্য্যশালী ভীমসেন নিমেষমধ্যেই পুন-

রায় উত্থিত হইয়াছেন অবলোকন করিলাম। মদ্রাধিপতি শল্যকে সমরপরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পুত্রগণ হস্তী, পদাতি, অশ্ব ও রথের সহিত কম্পিত হইতে লাগিলেন। জয়শীল পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক কৌরবগণ সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া সঙ্কাকুলিতচিত্তে বাতাভিহত মেঘসমূহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারথ পাণ্ডবগণ আপনার সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন এবং অতি হৃষ্টচিত্তে উচ্চস্বরে সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনকাদি নানাবিধ বাদ্য করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে রাজন্! বীর্য্যবান বৃষসেন আপনার সৈন্যগণকে এইরূপ অবলোকন করিয়া সমরাঙ্গনে একাকীই অস্ত্র মায়া দ্বারা কৌরবসৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিলেন। সংগ্রামে বৃষসেন নানাবিধ শর পরিত্যাগ করিলে সেই সমস্ত শর পাণ্ডবগণের সৈন্য, অশ্ব ও হস্তীগণকে সাতিশয় পীড়িত করিয়া ইতস্তত পর্য্যটন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! তাহার প্রদীপ্ত সহস্র সহস্র শরনিকর গ্রীষ্মকালীন রবিকিরণের ন্যায় দশ দিকে বিচরণ করত, রথী ও সাদিগণকে নিপীড়িত করিয়া মারুতাহত পাদপের ন্যায় সহসা ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিল। সেই মহারথ বহু সংখ্যক অশ্ব, রথ ও গজসমূহকে নিপাতিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ভূপালগণ সমরস্থলে তাঁহাকে একাকী নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দর্শন করত সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। তখন নকুল তনয় শতানীক বৃষসেনের অভিমুখীন হইয়া মর্ম্মভেদী দশ নারাচ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর কর্ণাত্মজ শতানীকের শরাসন ছেদন করত তাঁহার রথধ্বজ নিপাতিত করিলেন। দ্রৌপদীতনয়-গণ ভ্রাতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিবার অভিলাষে কর্ণাত্মজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং বহুশর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। হে রাজন্! জলদমণ্ডল যেরূপ ধারাবর্ষণ দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্র প্রমুখ বীরগণ কর্ণপুত্রের নিপীড়নকারী মহারথ দ্রৌপদেয়গণকে বহুবিধ শর দ্বারা আচ্ছন্ন করত ধাবমান হইলেন। অনন্তর পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কৈকেয়, মৎস্য এবং সৃঞ্জয়গণ উদ্যতায়ুধ হইয়া সত্বর তাঁহা-দিগকে গ্রহণ করিলেন। তখন দানবগণের সহিত দেবগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ কৌরব এবং পাণ্ডবগণের লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরস্পর কৃতাপ-রাধ কুরুপাণ্ডবগণ জয়াভিলাষে পরস্পর সন্দর্শন করত এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত রোষপরবশ মহাবীরের কলেবর আকাশে যুদ্ধার্থী পতত্রি ও ভুজঙ্গের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল। সমরাঙ্গন ভীম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও সাত্যকির বাহুবীর্য্য প্রভাবে প্রলয়কালীন সমু-দিত দিবাকরের ন্যায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। দেবদানব যুদ্ধের ন্যায় পরস্পর প্রহারকারী মহাবলগণের সহিত মহা-বলগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অনন্তর কৌরব-পক্ষীয় মহারথগণ পলায়ন করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির সৈন্যগণ কৌরব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে।

আচার্য্য দ্রোণ শত্রুগণ কর্ত্তৃক কৌরব সৈন্যগণকে প্রভগ্ন ও ক্ষত বিক্ষত অবলোকন করিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে শূরগণ! তোমরা পলায়ন করিও না; অনন্তর শোণাশ্ব দ্রোণাচার্য্য চতুর্দ্দন্ত হস্তীর ন্যায় পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করত যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির কঙ্কপত্রশোভিত বহুবিধ শরে আচার্য্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য অতি ত্বরায় তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিগমন করিলেন। যেরূপ বেলা জলনিধিকে গ্রহণ করে, সেইরূপ পাঞ্চালগণের যশস্কর চক্ররক্ষক কুমার দ্রোণকে ধারণ করিলেন। কুমারকর্ত্তৃক দ্রোণকে নিবারিত নিরীক্ষণ করিয়া সকলে সিংহনাদসহকারে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কুমার রোষপরবশ হইয়া সায়ক দ্বারা আচার্য্য দ্রোণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া অবিশ্রান্ত বহু সহস্র শরে তাঁহারে নিবারণ করত বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

কৌরবসৈন্যরক্ষক দ্বিজবর আচার্য্য দ্রোণ মন্ত্রে ও অস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, আর্য্যব্রত, বীর্য্যশালী, চক্ররক্ষক কুমারকে সংহার করিয়া পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিচরণ করত দ্বাদশ শরে শিখণ্ডীরে, বিংশতি সায়কে উত্তমৌজারে, পঞ্চ বাণে নকুলকে, সপ্ত শরে সহদেবকে, দ্বাদশ বাণে যুধিষ্ঠিরকে, তিন তিন শরে দ্রৌপদেয়গণকে, পঞ্চ শরে সাত্যকিরে ও দশ বাণে বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন, এবং প্রাধান্যানুসারে অন্যান্য বীরগণকে আক্রমণ ও ক্ষোভিত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণাভিলাষে গমন করিতে লাগিলেন। মহারথ যুগন্ধর, অতি ক্রোধপরায়ণ পবনোদ্ধূত সমুদ্র সদৃশ দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আচার্য্য দ্রোণ সন্নতপর্ব্ব শর সমূহে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া ভল্ল দ্বারা যুগন্ধরকে রথ হইতে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর কৈকেয়গণ, বিরাট, সাত্যকি, দ্রুপদ, শিবি, পাঞ্চাল্য,ব্যাঘ্রদত্ত,মহাবল সিংহসেন এবং অন্যান্য মহারথগণ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার মানসে নানাবিধ শর বর্ষণ পূর্ব্বক আচার্য্য দ্রোণের পথরোধ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল্য ব্যাঘ্রদত্ত, পঞ্চাশৎ শাণিত শরে আচার্য্য দ্রোণকে বিদ্ধ করিলে সমস্ত লোকে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সিংহসেন অতি হৃষ্টচিত্তে অন্যান্য বীরগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক আচার্য্য দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল আচার্য্য দ্রোণ বিস্ফারিতলোচনে শরাসনজ্যা মার্জ্জিত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে আক্রমণ করিয়া দুই ভল্ল দ্বারা সিংহসেন ও ব্যাঘ্রদত্তের সকুণ্ডল মস্তক ছেদন পূর্ব্বক বহুবিধ শরে পাণ্ডবগণের যোদ্ধাগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন, এবং কৃতান্তের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের রথসমীপে উপস্থিত হইলেন। যতব্রত আচার্য্য দ্রোণ নিকটস্থ হইলে পাণ্ডবসৈন্যগণমধ্যে ভূপতি বিনষ্ট হইয়াছে, এই মহা কলরব হইয়া উঠিল। আপনার সৈন্যগণ আচার্য্যের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধে অদ্যই বিজয়লাভ করিবেন। আচার্য্য দ্রোণ মুহূর্ত্তমধ্যেই যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করত অতি হৃষ্টচিত্তে আমাদিগের এবং দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইবেন সন্দেহ নাই।

আপনার সৈন্যগণ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় ধনঞ্জয় শোণিত সলিলে, রথাবর্ত্তে, শূরগণের অস্থি ও কলেবরে সমাকীর্ণ প্রেতকুলাপবাহী শর সমূহে ফেনময় মহানদী প্রবর্ত্তিত এবং রথঘোষে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করত ঐ ভয়ানক মহানদী সমুত্তীর্ণ হইয়া কৌরবগণকে নিপীড়ন পূর্ব্বক অতি বেগ সহকারে উপস্থিত হইলেন। মহারথ অর্জ্জুন দ্রোণসৈন্য-

গণকে যেন বিমোহিত করিয়া শরনিকরে আচ্ছন্ন করত সহসা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন এরূপ সত্বরে শরজাল নিক্ষেপ ও সন্ধান করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলনে, যে তাঁহার অবসর কেহই দৃষ্টিগোচর করিতে পারিল না। অনন্তর ধনঞ্জয়ের নিক্ষিপ্ত শরে অন্ধকার উপস্থিত হইয়া না পৃথিবী, না অন্তরীক্ষ, না স্বর্গ কিছুই নয়নগোচর হইল না। জ্ঞান হইতে লাগিল যে তৎকালে সমস্তই শরময় হইয়াছে। এমন সময় দিনকর ধূলিপটলে আচ্ছন্ন ও অস্তাচলে গমন করিলেন। সুতরাং কে মিত্র কে সুহৃৎ কেহই জানিতে পারিলেন না।

অনন্তর দ্রোণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে অবহার করিলে ধনঞ্জয় বিপক্ষগণকে ভীত, সংগ্রামপরাঙ্‌মুখ বিদিত হইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে ক্রমে ক্রমেঅবহার করিলেন। যেরূপ মুনিগণ সূর্য্যদেবের স্তব করেন, সেইরূপ পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ অতি হৃষ্টচিত্তে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে অর্জ্জুন বাসুদেবের সহিত বৈরিগণকে পরাভব করত হৃষ্টচিত্তে যোদ্ধাগণের পশ্চাতে হীরক,সুবর্ণ,রৌপ্য, সারযুক্ত ইন্দ্র নীলমণি, প্রবাল ও স্ফটিক খচিত রথে আরোহণ করিয়া আকাশস্থ নক্ষত্র পরিবেষ্টিত শশধরের ন্যায় সুশোভিত হইয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন।

দ্রোণাভিষেক পর্ব্ব সমাপ্ত।

সংশপ্তকবধ পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! অনন্তর কুরু ও পাণ্ডবগণের সৈন্যগণ শিবিরে গমন পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাগে ও স্ব স্ব গুল্মে নিয়মানুসারে অবস্থান করিতে লাগিল। মহারথ আচার্য্য দ্রোণ সেনাগণের অবহার করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করত লজ্জিতচিত্তে কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বেই আমি কহিয়াছি যে, অর্জ্জুনের সমক্ষে সুরগণও রাজা যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে পারেন না। তোমরা সাতিশয় যত্ন করিয়াছিলে, তথাপি ধনঞ্জয় সেই কার্য্য সমাপন করিলেন। এই নিমিত্ত আমার বাক্যে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই অজেয় অতএব অর্জ্জুনকে কোনরূপে অপসারিত করিলেই যুধিষ্ঠির অদ্যই তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। এক্ষণে অন্য কোন যোদ্ধাকে যুদ্ধে আহ্বান করুন; তিনি ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ স্থানান্তরিত করিলে সমরাঙ্গনে অর্জ্জুন তাহারে পরাভব না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; সেই অবসরে আমি পাণ্ডবসৈন্য ভেদ করত ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব। যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের অনবস্থানকালে আমারে অবলোকন করিয়া যদি সমরে পরাঙ্মুখ না হন, তাহা হইলে তাঁহারে গৃহীত বোধ করিবে। হে রাজন্! এইরূপে অদ্য রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুচরগণকে তোমার বশবর্ত্তী করিয়া দিব তাহার সন্দেহ নাই।

ত্রিগর্ত্তাধিপতি আচার্য্য দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ভূপতি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, রাজন্! ধনঞ্জয় বারংবার আমাদিগকে পরাজয় করিয়াছে; আমরা তাঁহার কিছুই অপরাধ করি নাই; বরং অর্জ্জুন আমাদিগের নিকট অপরাধী। সেই সকল বহুবিধ পরাজয় স্মরণ করিয়া আমরা ক্রোধানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি। যামিনীযোগে কোন ক্রমেই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারি না। ভাগ্যবশত সেই অর্জ্জুন অস্ত্র সম্পন্ন হইয়া আমাদিগের নয়নগোচর হইয়াছে। আমরা আজি ইচ্ছানুরূপ আপনার হিতকর ও আমাদের যশস্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিব সমরাঙ্গনের বহির্ভাগে গমন পূর্ব্বক তাহারে যমসদনে প্রেরণ করিব। অদ্য মেদিনী অর্জ্জুনশূন্য অথবা ত্রিগর্ত্তশূন্য হইবেন, আমি এই সত্যপ্রতিজ্ঞা করিলাম, ইহা কখনই অন্যথা হইবে না।

প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্ত সুশর্ম্মা সত্যধর্ম্মা, সত্যরথ, সত্যব্রত, সত্যেষু ও সত্যকর্ম্মা এই পঞ্চ ভ্রাতা এবং অযুত রথ সমভিব্যাহারী মাবেলক, ললিত্থ ও মদ্রকগণের সহিত নানা জনপদ হইতে আগত অত্যুত্তম অযুত রথ সমভিব্যাহারে এবং মালব ও তুণ্ডিকেরগণ তিন অযুত রথ লইয়া শপথ করিবার জন্য গমন করিলেন। অনন্তর সকলে হুতাশন আনয়ন পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ সংস্থাপন করিয়া কুশচীর ও বিচিত্র কবচ ধারণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই মহারথগণ ঘৃতাক্ত, মৌর্ব্বী মেখলালঙ্কৃত, সহস্র শত দক্ষিণাসম্পন্ন, যাজ্ঞিক, পুত্রসমবেত, কৃতকৃত্য, জীবিতনিরপেক্ষ, পুণ্যলোকলাভার্থ যশ ও বিজয়াভিলাষী এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রমুখ, শ্রুতিবিহিত, ভূরিদক্ষিণা যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য লোক সমুদায় লাভে বাসনা করিয়া সমরে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। এবং পৃথক্ পৃথক্

ধেনু, নিষ্ক ও বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের প্রীতিসাধন, পরস্পর সম্ভাষণ ও সমরব্রত ধারণ করত অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই হুতাশন স্পর্শ পূর্ব্বক অর্জ্জুনবধে প্রতিজ্ঞা করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে রাজগণ! অর্জ্জুনকে সংহার না করিয়া যদি আমরা প্রতিনিবৃত্ত হই, কিম্বা তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সমরাঙ্গনে পরাঙ্মুখ হই; তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, মদ্যপায়ী, ব্রহ্মঘাতক, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মস্ব ও রাজপিণ্ডাপহারক অগারদাহী, অর্থিঘাতী, শরণাগত পরিত্যাগী, গোহন্তা, ব্রহ্মদ্বেষী, অপকারক, ন্যস্তধনাপহারী, দীনানুসারী, শাস্ত্রবিহিত পথ পরিত্যাগী, নাস্তিক এবং অগ্নি ও মাতৃ পরিত্যাগীদিগের যে লোক, কিম্বা মোহাভিভূত হইয়া যে ব্যক্তি ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন না করে, যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ দিবসে ভার্য্যাভিগমন করে, যে ব্যক্তি ক্লীবের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদিগের যে লোক, এবং অন্যান্য পাপাত্মাগণের যে লোক আমারা তাহাই প্রাপ্ত হইব। কিন্তু সমরাঙ্গনে যদি অসুকর কার্য্যানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আজি অবশ্য অভিলষিত লোক প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই। এইরূপ সুশর্ম্মা প্রভৃতি যোধগণ শপথ করিয়া যুদ্ধার্থ গমন করিলেন, এবং দক্ষিণ দিকে অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে করিতে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন।

তৎকালে অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি সমরে আহূত হইয়া কখন নিবৃত্ত হই না; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এক্ষণে আমারে সংশপ্তকগণ আহ্বান করিতেছে, অতএব আপনি অনুচরগণের সহিত উঁহাদিগকে বিনাশ করিতে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। আমি উঁহাদিগের এরূপ আহ্বান কোন-

ক্রমেই সহ্য করিতে পারি না। এক্ষণে আপনার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি উহাদিগকে অবশ্যই সংহার করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পার্থ! মহারথ আচার্য্য দ্রোণ যেরূপ বাসনা করিয়াছেন, তুমি তাহা সমস্তই শ্রবণ করিয়াছ; এক্ষণে যেরূপে ইহা মিথ্যা হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। শিক্ষিতাস্ত্র ও জিতশ্রম, মহাবলপরাক্রান্ত আচার্য্য দ্রোণ আমারে গ্রহণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ধনঞ্জয় কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আজি সত্যজিৎ আপনাকে রক্ষা করিবেন। ইনি জীবিত থাকিতে আচার্য্য দ্রোণ প্রতিজ্ঞা পালনে কদাচ সমর্থ হইবেন না। সত্যজিৎ বিনষ্ট হইলে আপনারা কেহই সমরাঙ্গনে অবস্থান করিবেন না।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রীতি প্রফুল্ললোচনে ধনঞ্জয়কে নিরীক্ষণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক বারম্বার আশীর্ব্বাদ করত গমনে অনুমতি করিলেন। ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য মৃগগণের প্রতি যেরূপ ধাবমান হয়, অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি সেইরূপ গমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনবিহীন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় তুষ্ট হইল। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ যেরূপ বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধ সলিলা ভগবতী ভাগীরথী অতি বেগবতী হইয়া সরিদ্বরা সরযূর সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ মহাবেগে মিলিত হইতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনন্তর সংশপ্তকগণ সমতল ভূতলে অবস্থান পূর্ব্বক অতি হৃষ্টচিত্তে রথ দ্বারা চন্দ্রাকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া অর্জ্জুনকে অবলোকন করত হর্ষভরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ শব্দে চতুর্দ্দিক্ ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন হইল। কিন্তু চতুর্দ্দিক্ লোকে আবৃত ছিল বলিয়া প্রতিধ্বনি হইল না। তৎকালে অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে সাতিশয় সন্তুষ্ট অবলোকন করিয়া সহাস্যমুখে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি ঐ সমস্ত মুমূর্ষু ত্রিগর্ত্তদিগকে নিরীক্ষণ কর। উহারা ক্রন্দন করিবার স্থলে হর্ষপ্রকাশ করিতেছে; অথবা উহারা কাপুরুষ দুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ করিবে বলিয়া এরূপ হৃষ্ট হইতেছে সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় এই বলিয়া ত্রিগর্ত্তদিগের বিপুল সৈন্যগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত অতি বেগে কনকালঙ্কৃত দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকদিগের সৈন্যগণ সেই ভয়ানক শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতিশয় শঙ্কাকুলিতচিত্তে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তাঁহাদিগের তুরঙ্গগণ বিবৃত্তলোচন, স্তব্ধকর্ণ, স্তব্ধপদ ও স্তব্ধগ্রীব হইয়া শোণিত বমন ও মূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সংশপ্তকগণ চেতনা লাভ করত সৈন্যগণকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় পঞ্চদশ শরে সংশপ্তক নিক্ষিপ্ত সহস্র শর অর্দ্ধপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দশ দশ সায়কে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে, অর্জ্জুন তিন তিন

বাণে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলে তাঁহারা পঞ্চ শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় দুই দুই বাণে তাঁহাগিকে বিদ্ধ করিলে, সংশপ্তকগণ পুনর্ব্বার রোষপরবশ হইয়া বারিবর্ষণ দ্বারা যেরূপ তড়াগ সমাচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ শরসমূহে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অরণ্যমধ্যে যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ মধুকর কুসুমপরিশোভিত মহীরুহে নিপতিত হয়, সেইরূপ ধনঞ্জয়ের প্রতি সহস্র সহস্র শরসমূহ পতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সুবাহু অদ্রি সারময় ত্রিশ বাণে ধনঞ্জয়ের কিরীট বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন কিরীটস্থ কনকপুঙ্খ শর সমূহে কনকালঙ্কারে অলঙ্কৃতের ন্যায় ও উদিত দিনকরে ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন ভল্লাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার হস্তাবাপ ছেদন পূর্ব্বক বহুবিধ শর বর্ষণ করিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা, সুরথ, সুধর্ম্মা, সুধনু ও সুবাহু ইহাঁরা দশ দশ সায়কে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় তাঁহাদের সকলকেই শরজালে বিদ্ধ করত ভল্লাস্ত্রে কনকময় ধ্বজ ছেদন করিলেন। অনন্তর সুধন্বার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক অশ্বগণ সংহার করত তাঁহার শিরস্ত্রাণ পরিশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে তাঁহার অনুচরগণ সাতিশয় ভীত হইয়া যে স্থলে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ অবস্থিতি করিতেছিল, সেই স্থানে গমন করিল। যেরূপ দিনকর করজাল দ্বারা তিমিররাশি বিনাশ করেন, সেইরূপ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে নিরবচ্ছিন্ন শরজালে কৌরবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সৈন্যগণ শঙ্কিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। সংশপ্তকগণ ধনঞ্জয়কে রোষবশত একান্ত অধীর অবলোকন করিয়া সাতিশয় ভীত ও পার্থশরে আহত হইয়া ভয়ার্ত্ত

মৃগকদম্বের ন্যায় সেই স্থানে মোহাভিভূত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রোধিতচিত্তে সংশপ্তকগণকে বলিতে লাগিলেন, বীরগণ! ভীত হইয়া পলায়ন করা তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে না। কৌরবগণ সমক্ষে তোমরা সেইরূপ অতিনিদারুণ শপথ করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের নিকট গমন করত সেই প্রধান প্রধান বীরগণকে কি কহিবে? পলায়ন করিলে কি লোকে উপহাস করিবে না? অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া যথাশক্তি সংগ্রাম কর। সৈন্যগণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সকলে মহা কোলাহল সহকারে পরস্পরকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সংশপ্তক ও নারায়ণীসেনাগণ জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া মহাত্মা বাসুদেবকে কহিলেন, হে হৃষীকেশ! সংশপ্তকগণের অভিমুখে অশ্বচালনা কর, বোধ হয়, ইহারা জীবনসত্ত্বে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবে না। হে বাসুদেব! অদ্য আমার বাহুবল ও শরাসনবল অবলোকন করিবে। অদ্য আমি রুদ্রদেবের পশু নিপাতনের ন্যায় এই সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিব। তখন বাসুদেব সহাস্যবদনে মঙ্গলকামনা দ্বারা অর্জ্জুনকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে রথ চালনা করিতে লাগিলেন। তখন সেই রথ পাণ্ডুরবর্ণ অশ্বগণ দ্বারা আকাশচারী বিমানের ন্যায় শোভা ধারণ

করিল। হে রাজন্! সেই রথ দেবাসুর যুদ্ধে দেবরাজের রথের ন্যায় গতি ও প্রত্যাগতি দ্বারা মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর বিবিধায়ুধপাণি নারায়ণীসেনাগণ মুহূর্ত্তমধ্যে শরনিকর বর্ষণ দ্বারা বাসুদেবের সহিত কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে অদৃশ্য করিয়া ফেলিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই সংগ্রামে দ্বিগুণ পরাক্রম সহকারে সত্বরে গাণ্ডীব শরাসন পরিমার্জ্জন ও ক্রোধসূচক ভ্রুকুটি বিস্তার পূর্ব্বক দেবদত্ত মহা শঙ্খ বাদন করত অরিনিসূদন ত্বাষ্ট্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সহস্র সহস্র রূপ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রাদুর্ভূত হইল। বিপক্ষীয় যোধগণ সেই সমুদায় নানাপ্রকার প্রতিরূপে বিমোহিত হইয়া পরস্পরকে অর্জ্জুন বোধে বিনাশ করিতে লাগিল। এই অর্জ্জুন, এই কৃষ্ণ একত্র অবস্থিতি করিতেছেন এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহারা বিমোহিতচিত্তে পরস্পরকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন নির্ম্মুক্ত পরমাস্ত্র দ্বারা বিমোহিত হইয়া এইরূপে পরস্পর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সংগ্রামস্থ যোধগণ কুসুমিত কিংশুক পাদপের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই অর্জ্জুন নির্ম্মুক্ত অস্ত্র সেই বীরগণের বিক্ষিপ্ত শরনিকর ভস্মীভূত করিয়া তাহাদিগকে যমালয়ে নীত করিল।

তৎপরে অর্জ্জুন সহাস্যমুখে ললিত্থ, মালব, মাবেলক ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় যোধগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত মহাবীর ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়া পার্থের প্রতি বহুবিধ অস্ত্রজাল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন সেই দারুণ শরজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া অর্জ্জুন, রথ ও বাসুদেব একবারেই অদৃশ্য হইলেন। এই অবসরে সংশপ্তকগণ লব্ধলক্ষ্য হইয়া পরস্পর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল।

এবং কেশব ও অর্জ্জুন উভয়ে বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে বস্ত্র বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র যোদ্ধাগণ ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খধ্বনি করত কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে বাসুদেব নিতান্ত ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, পার্থ! তুমি কোথায়? আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি না; তুমি ত জীবিত আছ? অর্জ্জুন কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বায়ব্যাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সকল শর নিবারণ করিলেন। তখন ভগবান্ সমীরণ শুষ্ক পর্ণচয়ের ন্যায় গজ, অশ্ব, রথ ও আয়ুধের সহিত সংশপ্তকগণকে বহন করিতে লাগিলেন। সময়ানুসারে পক্ষিগণ যেরূপ বৃক্ষ হইতে উড্ডীন হয়, সেইরূপ তাঁহারা বায়ুবেগে সমুড্ডীন হইয়া পরম শোভিত হইলেন। ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে সাতিশয় ব্যাকুল করিয়া শত শত সহস্র সহস্র শরে প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক ও সশস্ত্র হস্ত ছেদন করিয়া করিশুণ্ড সদৃশ উরুদণ্ড ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন কাহার পৃষ্ঠদেশ খণ্ড খণ্ড, কাহার পদদ্বয় ছিন্ন ভিন্ন, কাহারও বা ভুজ নিকৃত্ত ও চক্ষু বিকল হইয়া গেল। মহাবীর ধনঞ্জয় অরাতিগণকে এই প্রকারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় সুসজ্জিত রথ সকল শর সমূহে খণ্ড খণ্ড করত হস্তী ও অশ্বগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে ছিন্নকেতু রথ সকল মণ্ডিত তালবনের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। কোনস্থানে উৎকৃষ্ট শরাসনবিশিষ্ট পতাকা শোভিত ধ্বজদণ্ডমণ্ডিত অঙ্কুশশালী মাতঙ্গগণ তরুরাজি সমাকীর্ণ বজ্রাহত ভূধরের ন্যায় নিপাতিত হইতে লাগিল। চামর পীড় কবচাবৃত অশ্বগণ পার্থ বাণে অন্ত্র, নেত্র ও জীবন বিনির্গত হওয়ায় আরোহী সহিত ধরাসনে শয়ন করিল। অসি

ও নখরবিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্মা, ছিন্নাস্থিসন্ধি, ছিন্নমর্ম্মা পদাতিগণ নিহত হইয়া অতি দীনভাবে শয়ন করিল। তখন কেহ নিহত, কেহ হন্যমান, কেহ নিপতিত, কেহ পাত্যমান, কেহ অবস্থিত, কেহ বা চেষ্টাবিহীন হইতে লাগিল। এই-রূপে রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। নভোমণ্ডলে উড্ডীন ধূলিজাল রুধিরধারা বর্ষণে প্রশান্ত হইয়া গেল। কবন্ধশতসঙ্কুল রণস্থল নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। তখন কালাত্যয়ে পশুসংহারে প্রবৃত্ত ভগবান্ রুদ্রের উদ্যানের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনের সাতিশয় ভয়ঙ্কর রথ বিলক্ষণ শোভা পাইতে লাগিল। নিতান্ত ব্যাকুল অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণ সমবেত অর্জ্জুনাভিমুখীন সৈন্যগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ইন্দ্রপুরের আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন সেই সমরস্থল নিহত মহারথগণে আকীর্ণ হইয়া সাতিশয় সুশো-ভিত হইল। অর্জ্জুন এইরূপে সমরমদে মত্ত হইলে দ্রোণা-চার্য্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। আয়ুধধারী বিপুল বল সমুদায় যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে সত্বরে তাঁহার অনুশরণ করিতে লাগিল। তখন রণস্থল অতি তুমুল হইয়া উঠিল।

বিংশতিতম অধ্যায়।

মহাবীর আচার্য্য দ্রোণ রজনী অতিবাহিত হইলে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমারই বশবর্ত্তী, আমি ধনঞ্জয়ের সহিত সংশপ্তকগণের যুদ্ধ উপস্থিত করি-য়াছি।

অনন্তর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত সমরানল প্রজ্ব-লিত করত তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে নির্গত হইলে, আচার্য্য দ্রোণ ব্যূহরচনা করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া পাণ্ডবসৈন্যগণের অভিমুখে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আচার্য্য দ্রোণের বিরচিত সুপর্ণ ব্যূহ অবলোকন পূর্ব্বক মণ্ডলার্দ্ধ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহারথ দ্রোণাচার্য্য সেই ব্যূহের মুখ; সানুচর সহোদরগণে পরিবেষ্টিত মহারাজ দুর্য্যোধন তাহার মস্তক; কৃতবর্ম্মা ও মহাতেজস্বী গৌতম তাহার নয়নদ্বয়; ভূতশর্ম্মা, ক্ষেম শর্ম্মা, করকাক্ষ, কলিঙ্গ, সিংহল, প্রাচ্য, শূদ্র, আভীর, দশেরক, শক, যবন, কাম্বোজ, হংসপদ, শূরসেন, দরদ, মদ্র ও কেকয়গণ এবং শত শত সহস্র সহস্র মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতি তাহার গ্রীবা। ভূরিশ্রবা, শল্য, সোমদত্ত ও বাহ্লিক অক্ষৌহিণী পরিবৃত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দানুবিন্দ ও কাম্বোজ-রাজ সুদক্ষিণ, ইহাঁরা বামপার্শ্ব অবলম্বন পূর্ব্বক অশ্বত্থামার সম্মুখে অবস্থান করিলেন। অম্বষ্ঠ, কলিঙ্গ, মাগধ, পৌণ্ড্র, মদ্রক, গান্ধার, শকুন, প্রাচ্য, পার্ব্বতীয় ও বসাতিগণ উহার পৃষ্ঠ দেশে; মহারথ কর্ণপুত্র, জ্ঞাতি, বান্ধবগণ এবং বহু দেশাগত বহুল সৈন্যপরিবৃত হইয়া উহার পুচ্ছভাগে অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ, ভীমরথ, যাজ, ভোজ, ভূমিঞ্জয়, বৃষ, ক্রাথ ও মহাবলপরাক্রান্ত নৈষধ, ইহাঁরা বহু সংখ্যক সৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া উহার বক্ষস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আচার্য্য দ্রোণ কর্ত্তৃক মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ পদাতি পরিকল্পিত সুপর্ণ ব্যূহ যেন মারুতাহত মহা সমু-দ্রের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। মহাবীরগণ যুদ্ধাভিলাষে ঐ ব্যূহের পক্ষ প্রপক্ষ হইতে বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্দামভূষিত

গর্জ্জিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। ঐ ব্যূহমধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সুসজ্জিত হস্তিতে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার ভৃত্যগণ পৌর্ণমাসী রজনীতে কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় মাল্যদাম পরিশোভিত শ্বেতছত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ করিলে, তিনি উদয়কালীন অংশুমালীর ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তাঁহার অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ মদমত্ত মাতঙ্গ বারিধারাভিষিক্ত উত্তুঙ্গশৈলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। দেবগণ যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন, সেইরূপ বিবিধায়ুধধারী বিচিত্রালঙ্কারে সুশোভিত পার্ব্বতীয় রাজগণ ভগদত্তকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুর্ভেদ্য সুপর্ণ ব্যূহ অবলোকন পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীর! আজি আচার্য্য দ্রোণ যাহাতে আমাকে বশীভূত করিতে না পারেন, তাহার উপায় কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, রাজন্! আচার্য্য দ্রোণ বহুবিধ যত্ন করিলেও আপনাকে বশীভূত করিতে শক্ত হইবেন না। আমি অনুচরগণের সহিত তাঁহারে নিবারণ করিব। আমার জীবন থাকিতে আপনি কদাচ চিন্তা করিবেন না। আচার্য্য দ্রোণ কিছুতেই আমায় পরাভব করিতে সমর্থ হইবেন না।

এই বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর বর্ষণ করত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিলে, আচার্য্য দ্রোণ এই অশুভ দর্শন ধৃষ্টদ্যুম্নকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সাতিশয় অপ্রসন্ন হইলেন। সেই সময় আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ আচার্য্য দ্রোণকে নিতান্ত বিমনায়মান অবলোকন করিয়া তাঁহার হিতাভিলাষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন দুই জনের ভয়ানক সমর উপস্থিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন

দুর্ম্মুখকে অতি ত্বরায় শরসমূহে আচ্ছন্ন করিয়া অনবরত শরবর্ষণ করত আচার্য্যকে নিবারণ করিলেন। দুর্ম্মুখ আচার্য্যকে নিবারিত অবলোকন করিয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক নানা লক্ষণাঙ্কিত শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোহিত করিলেন। তাঁহারা এইরূপে উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে আচার্য্য দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেরূপ মেঘমণ্ডল বায়ুবেগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সেইরূপ কোন কোন স্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল।

ঐ যুদ্ধ ক্ষণকাল মধুর দর্শন হইয়াছিল। পরিশেষে উন্মত্তের ন্যায় নিতান্ত মর্য্যাদাহীন হইয়া পড়িল। তৎকালে উভয়পক্ষে আত্মপর কিছুই বিবেচনা রহিল না। কেবল অনুমান ও চেতনা দ্বারা সমস্ত লোক উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের চূড়ামণি, নিষ্ক, অন্যান্য ভূষণ ও বর্ম্ম সকলে আদিত্য সঙ্কাশ প্রভাজাল উদ্ভাসিত হইল। পতাকামণ্ডিত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথ সকল বলাকাবিশিষ্ট বারিদমণ্ডলের ন্যায় অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল। মানব মানবকে, তুরঙ্গ তুরঙ্গকে, রথী রথীকে ও মাতঙ্গ মাতঙ্গকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকালমধ্যে মাতঙ্গে মাতঙ্গে ভয়ানক সংগ্রাম হইতে লাগিল। সেই সকল মদমত্ত মাতঙ্গগণের গাত্রঘর্ষণ ও দন্তাঘাতে ধূমের সহিত হুতাশন উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। তৎকালে স্খলিত পতাক বিষাণ জ্বলিত পাবক করিসমূহ গগনমণ্ডলে তড়িদ্দামভূষিত জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেরূপ শরৎকালীন নভোমণ্ডল জলদজালে সমাচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ দ্বিরদগণ সমরাঙ্গনে সমাচ্ছন্ন হইয়া ইতস্তত আকীর্ণ হইতে লাগিল। কেহ কেহ গম্ভীর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল।

কেহ কেহ সেই স্থানে পতিত হইল। কোন কোন মাতঙ্গ শর ও তোমরে আহত হইয়া প্রলয়কালীন জলদের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ বাণ ও তোমরে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কতকগুলি হস্তী দশনাঘাতে নিপীড়িত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ অন্য মাতঙ্গ দ্বারা প্রতিকূলগামী হইলে অঙ্কুশাহত হইয়া পুনর্ব্বার উন্মথিত করত অরিগণকে প্রহার করিতে লাগিল।

মহামাত্রগণ অন্য মহামাত্র পরিত্যক্ত শর ও তোমরে আহত হইয়া প্রহরণ ও অঙ্কুশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ধরাতলে পতিত হইল। মহামাত্রশূন্য মাতঙ্গগণ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিয়া ছিন্ন জলদখণ্ডের ন্যায় পরস্পর মিলিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। কতকগুলি মাতঙ্গ নিহত, পাতিত ও পতিতায়ুধ ব্যক্তিগণকে বহন পূর্ব্বক গণ্ডারের ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি মাতঙ্গ তোমর, ঋষ্টি ও পরশু দ্বারা আহত ও আহন্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করত নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের পর্ব্বত সদৃশ কলেবরে আহত হইয়া মেদিনী সহসা কম্পিত ও শব্দিত হইল। বিনাশিত মহামাত্রযুক্ত পতাকায় অলঙ্কৃত হইয়া মাতঙ্গগণ পতিত হইলে, মেদিনী যেন চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত অচল সমাকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। মাতঙ্গারূঢ় মহামাত্রগণ রথীগণ কর্ত্তৃক ভল্লাস্ত্রে আহত এবং ভিন্নহৃদয় হইয়া অঙ্কুশ ও তোমর পরিত্যাগ করত ভূতলে পতিত হইল। নারাচাহত কোন কোন মাতঙ্গ ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার পূর্ব্বক উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল।

তৎকালে মেদিনী মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথে পরিপূর্ণ, এবং মাংস, শোণিত ও কর্দ্দমে নিতান্ত দুর্গম হইল। দ্বিরদগণ সচক্র বিচক্র অতি বৃহৎ রথ সমস্ত দশনে মথিত করিয়া রথির সহিত উৎক্ষিপ্ত করিতে আরম্ভ করিল, এবং রথ সকল রথীশূন্য, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণ আরোহীশূন্য হইয়া নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই স্থানে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ঘোরতর সমর উপস্থিত হইলে তখন কেহ কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। লোহিতবর্ণ কর্দ্দমে সমস্ত মানবগণের গুল্‌ফ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইল। তৎকালে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল, যেন তরুগণ প্রদীপ্ত দাবানলে প্রোথিত হইতেছে। বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাকা সকল রুধিরসিক্ত হওয়াতে সমস্তই শোণিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিপাতিত অশ্ব, রথ ও মনুষ্য সকল রথনেমির প্রত্যাবর্ত্তনে বহুধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। সেই সৈন্যসাগর মাতঙ্গ সমূহরূপ মহাবেগশালী, বিনষ্টনররূপ শৈবালপরিশোভিত, রথ সমূহ রূপ তুমুল আবর্ত্তযুক্ত হইল। বিজয়াভিলাষী বীরগণ বাহনরূপ বৃহৎ লোক দ্বারা তাহাতে অবগাহন পূর্ব্বক নিমগ্ন না হইয়া অরিগণকে মোহাভিভূত করিতে লাগিলেন। চিহ্নধারী বীরগণ শরনিকরে সমাচ্ছাদিত হইলে, কোন ব্যক্তিই চিহ্নবিহীন হইয়াছে, উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল না। মহারথ দ্রোণাচার্য্য সেই ভয়ানক ঘোরতর সংগ্রামে অরিগণকে মোহাভিভূত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতিগমন করিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

—•—

মহারাজ! তৎকালে মহাবীর আচার্য্য দ্রোণ সমীপাগত রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হস্তি যূথপতিরে মহাসিংহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে করিগণ যেরূপ শব্দ করিয়া থাকে, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সেইরূপ কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ দ্রোণকে নিরীক্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ আচার্য্যের অভিমুখে উপস্থিত হইলে মহাবীর দ্রোণও সত্যজিৎ সৈন্যগণকে ক্ষোভিত করিয়া বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর সমর করিতে আরম্ভ করিলেন। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ নিশিত সায়কে আচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির প্রতি ভুজঙ্গবিষসদৃশ সাক্ষাৎ কালান্তকের ন্যায় পঞ্চ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারথিরে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সত্যজিৎ আচার্য্যের অশ্বগণকে দশ ও তাঁহার উভয়পার্শ্বস্থ সারথিদ্বয়কে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া মণ্ডলগতি দ্বারা বিচরণ করত ক্রোধ ভরে সেই অমিত্রকর্ষী দ্রোণের রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অরিন্দম দ্রোণ রণক্ষেত্রে তাঁহার এইরূপ কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে কালপ্রাপ্ত বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ দশ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া শরেরসহিত তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। হে রাজন্! প্রতাপশালী সত্যজিৎ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া কঙ্কপত্রশোভিত ত্রিশ শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ সত্য-

জিৎ কর্ত্তৃক দ্রোণকে আক্রান্ত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে চীৎকার পূর্ব্বক বস্ত্র কম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল বৃক সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ষষ্টি শরে আচার্য্য দ্রোণকে বিদ্ধ করিলে উহা অদ্ভুতের ন্যায় হইয়া উঠিল। এইরূপে মহারথ দ্রোণও সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া উদ্ধৃতলোচনে মহাবেগসহকারে শরবর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাদিগের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ছয় শরে অশ্বের সহিত সারথিরে এবং তাঁহাকে সংহার করিলেন। অনন্তর সত্যজিৎ অতি বেগসহকারে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত দ্রোণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ রণস্থলে সত্যজিতের প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারে সংহার করিবার মানসে অতি সত্বরে অশ্ব, ধ্বজ, শরাসনমুষ্টি ও পার্শ্বস্থ সারথিদ্বয়ের প্রতি শাণিত শর সমূহ বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্য দ্রোণ এইরূপে বারংবার শরাসন ছেদন করিলে মহাবীর সত্যজিৎ রোষভরে আচার্য্যের সহিত অতি ভয়াবহ সমর করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ বীরবর দ্রোণাচার্য্য তাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন সত্যজিৎকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহারথ সত্যজিৎ এইরূপে বিনষ্ট হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের ভয়ে শঙ্কাকুলিত হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, চেদি, করূষ ও কোশলগণ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার মানসে আচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। যেরূপ অনল তূলরাশি দগ্ধ করে, মহাবীর আচার্য্য দ্রোণ সেইরূপ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করণাভিলাষে সেই সমাগত বীরগণকে বিনষ্ট

করিতে লাগিলেন। তৎকালে মৎস্যাধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর শতানীক আচার্য্যকে বারংবার সৈন্য বিনষ্ট করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক দুষ্কর কার্য্য সম্পাদনাভিলাষে কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত, আদিত্য কিরণ সদৃশ প্রভাসম্পন্ন ছয় শরে অশ্ব ও রথের সহিত তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত পুনরায় দ্রোণের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহারথ আচার্য্য দ্রোণ অতি ত্বরায় ক্ষুরপ্রাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার কুণ্ডল পরিশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মৎস্যগণ তদ্দর্শনে ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহারথ আচার্য্য দ্রোণ মৎস্যগণকে পরাজিত করিয়া চেদী, কারূষ, কৈকেয়, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব-সেনাগণকে বারংবার পরাভব করিতে আরম্ভ করিলেন। সৃঞ্জয়গণ অতি ক্রোধাবিষ্ট আচার্য্য দ্রোণকে অরণ্যদহনকারী পাবকের ন্যায় সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে নিরীক্ষণ করিয়া সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অমিত্রহন্তা মহারথ দ্রোণাচার্য্যের শরাসন শব্দে চতুর্দ্দিক্ শব্দায়মান হইল। তাঁহার হস্ত হইতে শর সমূহ নিক্ষিপ্ত হইয়া অসংখ্য অশ্ব, মাতঙ্গ, রথ ও পদাতিগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। গ্রীষ্মকালীন প্রবলমারুতবেগ সঞ্চালিত শিলাবর্ষণকারী জলদজালের ন্যায় মহাধনুর্দ্ধর, মহাবাহু মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাবীর আচার্য্য দ্রোণ শরবর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার হেমবিচিত্রিত শরাসন মেঘমণ্ডল মধ্যস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তদীয় ধ্বজস্থিত বেদী হিমাচল শৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সুরাসুরনমস্য মহাপ্রতাপশালী বিষ্ণু যেমন দানব-

গণকে দলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডবসেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবল সত্য-পরায়ণ দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রবলে সমরক্ষেত্রে অসংখ্য শৃগাল, কুক্কুর, ক্রব্যাদ ও পিশিতাশনগণে সঙ্কীর্ণা, মানবকুলাপ-হারিণী ভীরুদিগের ভয়প্রদায়িনী শমনভবনগামিনী নদী প্রবাহিত হইল। কবচ সকল ঐ নদীর তরঙ্গ, ধ্বজ সকল আবর্ত্ত, তুরঙ্গ এবং মাতঙ্গগণ গ্রাহ, অসি সকল মীন, বীর-গণের অস্থি সমুদয় কর্কর, ভেরী ও মুরজ সকল কচ্ছপ, চর্ম্ম এবং বর্ম্ম সমুদয় প্লব, কেশকলাপ শৈবাল ও সাদ্বল, শর সকল বেগ, শরাসন স্রোত, বাহু পল্লব, মৃত মানবগণের মস্তক সমুদয় শিলা, উরু সমুদয় মীন, গদা উড়ুপ, উষ্ণীষ সমূহ ফেন, অন্ত্র সমুদয় শরীসৃপ, মাংস শোণিত কর্দ্দম, কেতু সমুদয় বৃক্ষ এবং সাদিগণ তাহার নক্র স্বরূপ হইয়া সুশো-ভিত হইতে লাগিল।

তখন পাণ্ডুতনয়গণ অন্যান্য বীরগণের সহিত আচার্য্য দ্রোণ কৃতান্তের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহার করিতেছেন দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক সেই দিবাকর সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় ভূপাল ও রাজতনয়গণ তদ্দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া দ্রোণের রক্ষার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শিখণ্ডী পাঁচ, ক্ষত্রবর্ম্মা বিংশতি, বসুদান পাঁচ, উত্তমৌজা তিন, ক্ষত্রদেব পাঁচ, সাত্যকি শত, যুধামন্যু আট, যুধিষ্ঠির দ্বাদশ, ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ এবং চেকিতান তিন শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বীরগণের শরাঘাতে মত্তকরীর ন্যায় ক্রোধভরে রথ সৈন্য অতিক্রমণ করত দৃঢ়সেনকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর সহসা ভূপতি ক্ষেমের সন্নিধানে উপনীত

হইয়া তাঁহারে নয় শরে বিদ্ধ করিলে, তিনি নিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া অন্যান্য বীরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং ঐ মহাবীর শিখণ্ডীরে দ্বাদশ ও উত্তমৌজারে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা বসুদানকে সংহার করিলেন। পরে অশীতি সায়কে ক্ষেমবর্ম্মারে ও ষড়্‌বিংশতি শরে সুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিয়া রথ হইতে ক্ষত্রদেবকে নিপতিত করিলেন, এবং যুধামন্যুর প্রতি, চতুঃষষ্টি ও সাত্যকির প্রতি ত্রিশ সায়ক নিক্ষেপ করিয়া শীঘ্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠির ত্বরা সহকারে বেগশালী অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিয়া দ্রোণের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন মহাবীর পাঞ্চালতনয় দ্রোণাভিমুখে ধাবিত হইলে মহাবাহু দ্রোণ তাঁহারে শরাসন, অশ্বগণ এবং সারথির সহিত শীঘ্র শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। তখন মহাবীর পাঞ্চালতনয় দ্রোণশরে নিহত হইয়া নভোমণ্ডল হইতে পতিত জ্যোতির ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এই প্রকারে সেই পাঞ্চাল রাজতনয় নিহত হইলে, চতুর্দ্দিকে দ্রোণকে সংহার কর, দ্রোণকে সংহার কর এইরূপ চীৎকারধ্বনি হইতে লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে পাঞ্চাল, মৎস্য, কৈকেয়, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সাত্যকি, চেকিতান্, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বার্দ্ধক্ষেমি, চৈত্রসেনি, সেনাবিন্দু, সুবর্চ্চা এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক বীরগণ সকৌরব আচার্য্যের নিকট পরাজিত হইলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে কৌরবগণ জয়লাভ করিয়া পলায়নপর পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। যেরূপ দানবগণ পুরন্দরের নিকট পরাজিত হইয়া

কম্পিত হইয়াছিল সেইরূপ পাঞ্চাল, মৎস্য ও কৈকেয়গণ দ্রোণাচার্য্যের নিকট পরাভূত হইয়া বিকম্পিত হইল।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

—○—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক সেই মহাসমরে পাণ্ডব এবং পাঞ্চালগণের সৈন্যগণ প্রভগ্ন হইলে আর কে তাঁহার অভিমুখীন হইয়াছিল? তখন কৃতজ্ঞ, সত্য-পরায়ণ, দুর্য্যোধনহিতৈষী, চিত্রযোধী, মহাধনুর্দ্ধর, শত্রু-কুলের ভয়বর্দ্ধন, জৃম্ভমান ব্যাঘ্র সদৃশ, মদস্রাবী মাতঙ্গ সদৃশ দ্রোণাচার্য্য জীবিতাশা পরিহার পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কোন বীরই ক্ষত্রিয়গণের যশস্কর, কাপুরুষের অসে-বিত ও পুরুষপ্রধানগণের সেবিত সংগ্রামাভিলাষে সদুত্তেজিত হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইল না। হে সঞ্জয়! কোন্ কোন্ বীর সমরে উদ্যত হইয়াছিল তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, সৃঞ্জয়,চেদি ও কেকয়গণকে আচার্য্যশরাঘাতে একান্ত পীড়িত হইয়া সাগরবেগ পরিচালিত প্লবের ন্যায় পলায়ন করিতে দর্শন করত কৌরবগণ সিংহনাদসহকারে বিবিধ বাদ্য বাদন পূর্ব্বক শত্রুগণের রথ, হস্তী ও মনুষ্যগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সৈন্য ও স্বজনে পরি-বেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন শত্রুপক্ষের সৈন্যগণকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে হাস্য করত কর্ণকে কহিতে লাগিলেন; হে রাধেয়! ঐ দেখ, পাঞ্চালগণ সিংহ সন্ত্রাসিত

মৃগযূথের ন্যায় দ্রোণ শরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া সাতিশয় শঙ্কাযুক্ত হইয়াছে। তরুগণ যেরূপ মারুতাহত হইয়া ভগ্ন হয়, সেইরূপ উহারা আচার্য্যশরে ভগ্ন হইয়াছে বোধ হয়, উহারা আর সমরে প্রবৃত্ত হইবে না। ঐ দেখ, অসংখ্য সৈন্য মহারথ আচার্য্যের রুক্মপুঙ্খবাণের আঘাতে পলায়ন করিতে না পারিয়া ইতস্তত ঘূর্ণিত হইতেছে। ঐ দেখ, মাতঙ্গগণ যেরূপ অনল দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলীভূত হয়, সেইরূপ বহুসংখ্যক সৈন্য মহারথ দ্রোণ ও কৌরবপক্ষ অন্যান্য বীরগণ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলীভূত হইয়াছে। ঐ দেখ, পাণ্ডবসৈন্যগণ দ্রোণের ষট্পদ সদৃশ শাণিত শরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করত পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও কৌরব বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। ঐ দুরাত্মা আজি সমস্ত লোক দ্রোণময় অবলোকন করিতেছে এবং জীবনে ও রাজ্যে নিরাশ হইয়াছে।

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর ভীম জীবিত থাকিতে কদাচ সমরে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই সমস্ত সিংহনাদও তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না এবং বলবীর্য্যসম্পন্ন যুদ্ধ দুর্ম্মদ শিক্ষিতাস্ত্র পাণ্ডবগণ যে সহসা পরাজিত হইবেন তাহাও সম্ভব নহে; উহাঁরা বিষ, অগ্নি, দ্যূত ও বনবাসজনিত ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া কদাপি সমর পরিত্যাগ করিবেন, না। অমিততেজা মহাবীর ভীম সংগ্রামে প্রত্যাগত হইতেছেন প্রধান প্রধান বীরগণকে উনি অবশ্যই শমনভবনে প্রেরণ করিবেন। উহাঁর অসি, শরাসন, শক্তি, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও লৌহময় গদা প্রভাবে এক একবারে বহুবিধ সৈন্য বিনষ্ট হইবে। মহাবীর সাত্যকি প্রমুখ রথীগণ ও পাঞ্চাল, কেকয়,

মৎস্য এবং পাণ্ডবগণ বৃকোদরের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। উহাঁরা সকলেই মহাবীর, মহাবল পরাক্রান্ত ও মহারথ; বিশেষত অমর্ষপরায়ণ মহাবীর ভীমসেন সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া ইহাঁদিগকে সমরে প্রেরণ করিয়াছেন। জলদজাল যেরূপ দিবাকরকে আবৃত করে, সেইরূপ ঐ সমস্ত বীরগণ বৃকোদরকে পরিষ্টেবন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে আচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতেছেন। মুমূর্ষু কালে পতঙ্গগণ যেরূপ দীপশিখায় নিপতিত হয়, সেইরূপ বীরগণ একাগ্রচিত্তে জীবিতাশা পরিহার পূর্ব্বক অরক্ষিত আচার্য্য দ্রোণকে নিপীড়িত করিবেন। উহাঁরা সকলেই কৃতাস্ত্র সুতরাং অচার্য্যকে নিবারণ করা উহাঁদিগের দুঃসাধ্য নহে। আমার বিবেচনায় আচার্য্য অতি ভারাক্রান্ত হইয়াছেন অতএব তাঁহার নিকট গমন করা আমাদিগের অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বৃকগণ যেরূপ মহা হস্তীকে সংহার করে, সেইরূপ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ মিলিত হইয়া যেন মহাভাগ আচার্য্য দ্রোণকে বিনষ্ট করিতে না পারে।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মহারথ দ্রোণের নিকট গমন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ বিবিধ বর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরূঢ় হইয়া একমাত্র দ্রোণবধাভিলাষে ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বৃকোদর প্রভৃতি যে সমস্ত বীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণের অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরে রথচিহ্ন আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! মহারথ ভীমসেন ঋষ্যবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি রজতবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে মহারথ যুধামন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সারঙ্গবর্ণ অশ্বযোজিত রথে ও মহাবীর দ্রৌপদেয় ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবেগশালী, সুবর্ণভূষিত, পারাবতবর্ণ, অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমরস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নতনয় মহাবীর ক্ষত্রধর্ম্মা স্বীয় পিতার রক্ষা ও সিদ্ধিলাভের উদ্দেশে রক্তবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরূঢ় হইয়া ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডীতনয় মহাবাহু ক্ষত্রদেব স্বয়ং পদ্মপত্রসন্নিভ মল্লিকা সদৃশাক্ষ অশ্বগণকে পরিচালন করত সমরস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। শুকপক্ষ বিভূষিত কাম্বোজদেশীয় দর্শনীয় হয়গণ নকুলকে বহন করত কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইল। মেঘ বর্ণ অশ্বগণ উত্তমৌজারে বহন করত ঘোরসমরে গমন করিতে লাগিল। তিত্তিরবর্ণ বায়ুবেগগামী হয়গণ উদ্যতায়ুধ মহাবীর সহদেবকে তুমুল সংগ্রামে উপস্থিত করিল। দন্তসবর্ণ, কৃষ্ণ কেশরযুক্ত মহাবেগশালী হয়গণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বহন করিতে লাগিল। সৈন্যগণ স্বর্ণভূষণ ভূষিত বায়ুবেগগামী অশ্ব সমুদায়ে সমারূঢ় হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগামী হইল। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সুবর্ণমণ্ডিত এবং যুধিষ্ঠিরের অনুগামী সৈন্যগণে পরিরক্ষিত হইয়া ধর্ম্মরাজের পশ্চাৎ সমরে গমন করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শান্তভী সর্ব্ব শব্দ সহ, দিব্যাভরণ বিভূষিত অশ্ব যোজিত রথে অধিরূঢ় হইয়া নৃপতিগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট মহারথগণের সহিত শান্তভীর পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কৈকেয়গণ, মহাবীর শিখণ্ডী ও ধৃষ্টকেতু স্ব স্ব সৈন্য লইয়া বিরাটের

অনুগামী হইলেন। পাটল কুসুম বর্ণ অশ্বগণ অরিবিঘাতী মহারাজ বিরাটকে বহন করত সাতিশয় শোভমান হইতে লাগিল। পীতবর্ণ স্বর্ণহারবিভূষিত তীব্রগামী ঘোটকগণ মৎস্যরাজের পুত্রকে বহন করিতে লাগিল। হেমবর্ণ স্বর্ণমালালঙ্কৃত সমরবিশারদ কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক লোহিত ধ্বজসম্পন্ন, ইন্দ্রগোপসন্নিভ অশ্ব সংযুক্ত স্যন্দনে আরোহণ করিয়া প্রাবৃট্‌কালীন জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। আমপাত্রবর্ণ তুম্বুরু প্রদত্ত দিব্য অশ্বগণ রিপুবিঘাতী মহাবল শিখণ্ডীকে বহন করিতে লাগিল, এবং যুদ্ধার্থ বিনির্গত দ্বাদশ সহস্র পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণের মধ্যে ষট্‌ সহস্র সমরবিশারদ মহাবীর সেই অমিততেজা দ্রুপদতনয়ের অনুগমন করিতে লাগিলেন। সারঙ্গবর্ণ অশ্বগণ শিশুপালতনয়কে বহন করিতে লাগিল। প্রভূতবল-সম্পন্ন মহাবীর চেদীশ্বর স্বীয় সৈন্যগণের সহিত কাম্বোজ-দেশীয় দিব্য অশ্বসংযুক্ত স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইলেন। কৈকেয় বৃহৎক্ষত্র পলাল ধূম সদৃশ সিন্ধু দেশীয় ঘোটকগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মল্লিকা সদৃশাক্ষ পদ্মবর্ণ দিব্যালঙ্কারভূষিত বাহ্লিজ অশ্বগণ শিখণ্ডিপুত্র ক্ষত্রদেবকে এবং হেমমণ্ডিত কৌশেয়সবর্ণ ধীরপ্রভাব অশ্বগণ অরিবিঘাতী মহাবল সেনাবিন্দুরে বহন করিতে লাগিল। অরাতি নিপাতন মহারাজ কাশীরাজতনয় ক্রৌঞ্চবর্ণ দিব্য অশ্বগণে বাহিত হইয়া সমরার্থ গমন করিতে লাগিলেন। মহাবল প্রতিবিন্ধ্য সারথির আনন্দবর্দ্ধন শুভ্রবর্ণ পবনবেগগামী কৃষ্ণগ্রীব অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সোমের নিকট যে পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই মহাবল সুতসোমকে মাষ পুষ্পবর্ণ হয়গণ বহন করিতে লাগিল। মহারাজ! ঐ অর্জ্জুনপুত্র

সুতসোম কৌরবগণের উদয়েন্দুপুরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সহস্র সোমসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এবং সোমক সভামধ্যে বিখ্যাত বলিয়া সুতসোম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে মহারাজ! মহাবীর শতানীক তরুণ সূর্য্যপ্রভ শালপুষ্পাভ অশ্বগণে, মহাবল শ্রুতকর্ম্মা কাঞ্চনযোক্ত্র সম্পন্ন ময়ূরগ্রীবা সদৃশবর্ণ অশ্বগণে এবং পার্থতুল্য মহাবীর শ্রুতনিধি শ্রুতকীর্ত্তি স্বর্ণচাতকপক্ষসদৃশ বর্ণ ঘোটকগণে বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। যিনি রণস্থলে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অপেক্ষা সার্দ্ধৈক গুণে অধিক পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু পিঙ্গলবর্ণ অশ্বগণে বাহিত হইয়া যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইলেন। যিনি শত্রু-সোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবপক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই ভবদীয় পুত্র মহাবীর যুযুৎসুকে মহাকায় অশ্বগণ বহন করিতে লাগিল। মহাবীর বার্দ্ধক্ষেমি পলালকাণ্ডবর্ণ দিব্যালঙ্কারবিভূষিত তীব্রগামী হয়গণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। হেমপত্রযুক্ত বর্ম্মালঙ্কৃত সারথির অনুগত কৃষ্ণপাদ হয়গণ কুমার সৌচিত্তিরে, হেমমণ্ডিত-পৃষ্ঠ স্বর্ণমালাবিভূষিত কৌশেয় সবর্ণ ধীরস্বভাব অশ্বগণ মহাবীর শ্রেণিমান্‌কে এবং তরুণারুণসন্নিভ অশ্বগণ ধনুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মবেদবিশারদ মহাবীর সত্যধৃতিরে বহন করিতে লাগিল। মহারাজ! যিনি রণস্থলে মহারথ দ্রোণাচার্য্যের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কপোতবর্ণ হয়সংযোজিত স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। মহাবীর সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্‌, বসুদান ও কাশীরাজতনয় বিভু ইহাঁরা বেগশালী স্বর্ণমণ্ডিত কাম্বোজদেশীয় অশ্ব লইয়া অরিযোধগণকে ভীত করত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন, এবং বিততকার্ম্মুক মহাবীর কাম্বোজদেশীয়

প্রভদ্রকগণ নানাবর্ণ হয় ও বিচিত্র ধ্বজসম্পন্ন হইয়া শরজালে শত্রুগণকে বিত্রাসিত করত মহাবীর পাঞ্চালসেনানীর অনুগমন করিতে লাগিল। স্বর্ণমালাবিভূষিত পিঙ্গলবর্ণ প্রফুল্লচিত্ত ঘোটকগণ চেকিতানকে বহন করিতে লাগিল। ধনঞ্জয়ের মাতুল, কুন্তীভোজ পুরুজিৎ ইন্দ্রায়ুধসবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। তারকানিকরবিরাজিত নভোমণ্ডলসদৃশ অশ্বগণ মহারাজ রোচমানকে বহন করিতে লাগিল। লোহিতবর্ণ অশ্বগণ গোপতিতনয় পাঞ্চালদেশীয় সিংহসেনকে বহন করিতে লাগিল। পাঞ্চালগণের মধ্যে জনমেজয় নামক মহাত্মা সর্ষপপুষ্প বর্ণোপম অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করত যুদ্ধে গমন করিলেন। হেমমালামণ্ডিত বেগশালী মাষবর্ণ, দধিপৃষ্ঠ, চন্দ্রবদন হয়গণ পাঞ্চালকে বহন করিতে লাগিল। শরস্তম্ভ সদৃশ, পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত বেগশালী হয়গণ দণ্ডধারকে বহন করিল। অরুণবর্ণ, মূষিকপৃষ্ঠ অশ্বগণ ব্যাঘ্রদত্তকে বহন করিল। বিচিত্র কৃষ্ণবর্ণ, বিচিত্রমাল্যবিভূষিত অশ্ব সকল পাঞ্চালদেশীয় সুধন্বারে বহন করিল। অশনিসমস্পর্শ ইন্দ্রগোপ সন্নিভ, বিচিত্রগতি, বিচিত্র অশ্বগণ চিত্রায়ুধের বাহন হইল। চক্রবাক সদৃশোদর হেমমালী অশ্বগণ কোশলাধিপতির পুত্র সুক্ষত্রকে বহন করিল। বিচিত্র বর্ণ সুবর্ণমালা বিভূষিত অতুচ্চ অশ্বগণ সমরবিশারদ সত্যধৃতি ক্ষেমিরে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর শুক্ল শুক্লবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু, ও অশ্বগণকে লইয়া সমরে অভিমুখীন হইলেন। সাগর সম্ভূত শশাঙ্ক সদৃশ অশ্বগণ সমুদ্রসেনের পুত্র মহাতেজা চন্দ্রসেনকে বহন করিতে লাগিল। নীলোৎপলসন্নিভ, সুবর্ণবিভূষিত বিচিত্র মাল্যধারী হয়গণ চিত্ররথকে বহন করিতে লাগিল। কলায়কুসুম সদৃশ, শ্বেত ও

লোহিত রেখায় অঙ্কিত অশ্বগণ যুদ্ধদুর্ম্মদ রথসেনকে বহন করিতে লাগিল। যিনি লোকমধ্যে শৌর্য্যশালী বলিয়া পরিগণিত, সেই পটচ্চর নিহন্তা মহাবীর শ্বেতবর্ণ অশ্ব-সংযোজিত রথে আরোহন পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ গমন করিলেন। কিংশুক সবর্ণ তুরঙ্গমগণ চিত্রমাল্য, বিচিত্র বর্ম্ম, বিচিত্র অস্ত্র ও বিচিত্র ধ্বজসম্পন্ন চিত্রায়ুধকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর নীল নীলবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু ও অশ্ব সমস্ত গ্রহণকরত সমরে গমন করিলেন। চিত্রবিচিত্র রত্নচিহ্ন সম্পন্ন মহাবীর বরূথ, রথ, ধ্বজ ও শরাসন এবং বিচিত্র অশ্ব, ধ্বজ ও পাতাকা লইয়া সংগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। পুষ্করবর্ণ তুরঙ্গগণ রোচমানতনয় হেমবর্ণকে বহন করিতে আরম্ভ করিল। রণবিশারদ শীঘ্রগামী কুক্কুটাণ্ডবর্ণসুশোভিত অশ্বগণ দন্তকেতুকে বহন করিতে লাগিল।

পিতা কৃষ্ণের হস্তে নিহত, পাণ্ড্যগণের কপাট ভিন্ন এবং সুহৃদ্গণ পলায়িত হইলে, যিনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়া অস্ত্রবিদ্যায় রুক্মি, কর্ণ, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের সমান হইয়া দ্বারকা নগর উচ্ছিন্ন ও সমুদয় মেদিনীমণ্ডল পরাজিত করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অনন্তর যিনি হিতৈষী সুহৃদ্গণের নিবারণে বৈরনির্য্যাতনে নিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে স্বীয়রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই পাণ্ড্যরাজ সারঙ্গধ্বজ বৈদূর্য্যজালসমাচ্ছন্ন চন্দ্রকিরণ সন্নিভ, অশ্বগণকে লইয়া স্বীয় বাহুবলে দিব্যশরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসক কুসুমবর্ণ অশ্বগণ পাণ্ড্যের অনুগামী চতুর্দ্দশ অযুত রথিরে বহন করিতে লাগিল। বিবিধবর্ণ, বিবিধমুখ অশ্বগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে বহন করিতে লাগিল। যিনি কৌরবগণের অভিপ্রায় ও স্বীয় অভিলষিত দ্রব্যসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে যুধি-

ষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মহাবাহু লোহিতলোচন বৃহন্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায় অশ্বগণসংযোজিত সুবর্ণময় রথে আরোহণ করত সংগ্রামে গমন করিলেন। সুবর্ণবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে মহারথ ধর্ম্মতত্ত্ব যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইতে লাগিল। দেবরূপী প্রভদ্রকগণ বিবিধ বর্ণের অশ্ব সকল লইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সমস্ত বীরগণ ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়া সুররাজ সমবেত সুরগণের ন্যায় শোভাধারণ করিল। উহারা পাঞ্চাল তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের মনোনীত হইয়াছিল।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদয় সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া শোভিত হইতে লাগিলেন। তদীয় ধ্বজদণ্ডাগ্রস্থিত কৃষ্ণাজিন ও সুবর্ণময় কমণ্ডলু সাতিশয় শোভিত হইতে লাগিল। মহাবল বৃকোদর বৈদূর্য্য মণিনির্ম্মিত লোচনযুক্ত সিংহধ্বজ অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণনির্ম্মিত গ্রহগণপরিবেষ্টিত চন্দ্রধ্বজ সাতিশয় সুশোভিত হইল। উহার ধ্বজায় নন্দ ও উপনন্দ নামে দুই বিপুল মৃদঙ্গ যন্ত্র সহকারে সুমধুরস্বরে বাদিত হইয়া হর্ষবৃদ্ধি করিতেছিল। মহারথ নকুলের ধ্বজে অতিভয়ানক অত্যুগ্র হেমপৃষ্ঠ সরভ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। মহাবীর সহদেবের ধ্বজে অরিগণের শোকবর্দ্ধন ঘণ্টা ও পতাকাযুক্ত দুর্দ্ধর্ষ হংস সাতিশয় শোভাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের পঞ্চধ্বজে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি শোভমান হইতে লাগিল। মহাবাহু অভিমন্যুর রথে তপ্তকাঞ্চনবিনির্ম্মিত শার্ঙ্গপক্ষীসনাথ ধ্বজ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু ঘটোৎকচের ধ্বজায় গৃধ্র শোভিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বকালে রাবণের হয়গণ যেরূপ

কামচারী ছিল, ঘটোৎকচের অশ্বগণ সেইরূপ কামচারী বোধ হইতে লাগিল।

হে রাজন্! যুধিষ্ঠির দিব্য মাহেন্দ্র ধনু ও ভীমসেন বায়ব্য ধনু গ্রহণকরিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি ত্রিলোক রক্ষার নিমিত্ত যে শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মহাবীর অর্জ্জুন সেই দিব্যগাণ্ডীব শরাসন গ্রহণ করিয়া সমরে অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর নকুল বৈষ্ণব শরাসন, সহদেব আশ্বিন শরাসন, ঘটোৎকচ অতিভীষণ পৌলস্ত্য শরাসন, এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রৌদ্র, আগ্নেয়, কৈবের্য্য, যাম্য, গিরিশ ধনুগ্রহণপূর্ব্বক সমরে গমন করিলেন। রোহিণীতনয় বলদেব যে ভীষণ শরাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি পরিতুষ্ট হইয়া সেই ধনু অভিমন্যুরে প্রদান করেন। মহাবীর অভিমন্যু সেই শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রামে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্ যে সমস্ত ধ্বজের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ইহা ভিন্ন মহাবীরগণের অন্যান্য অসংখ্য হেমমণ্ডিত অরাতিগণের ভয়াবহ ধ্বজসকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন সেই সুরগণপরিবৃত ধ্বজসঙ্কুল কাপুরুষশূন্য দ্রোণসৈন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। স্বয়ম্বরস্থল সদৃশ সেই সমরভূমিতে দ্রোণাচার্য্যের প্রতিধাবমান বীরগণের কেবল নাম গোত্র শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সমরভূমিস্থ বৃকোদর সমবেত ভূপালগণ দেবগণের সৈন্যগণকেও ব্যথিত করিতে পারেন। উঁহারা সংগ্রামে কখনই পরাঙ্মুখ হন না। পুরুষ

অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়াই ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার অভিলষিত বিষয় সমস্ত অন্য প্রকার দৃষ্ট হয়। দেখ, যুধিষ্ঠির এক্ষণে প্রত্যাগত হইয়া মহতীসেনা সংগ্রহ করত সমরে সম্মুখীন হইয়াছে। আমার পুত্রের দুর-দৃষ্ট ভিন্ন এ বিষয়ে অন্য আর কি কারণ হইবে? অতএব মনুষ্য নিশ্চয়ই অদৃষ্টশালী হইয়া সমুৎপন্ন হয়? আমার নিশ্চয় বোধ হয়, অদৃষ্ট কর্ত্তৃক আকৃষ্ট না হইলে স্বীয় ইচ্ছা-নুসারে কোন কার্য্য সংসাধিত হয় না। যুধিষ্ঠির দ্যূত ব্যসনে সমাসক্ত হইয়া ক্লেশিত হইয়াছিল। এক্ষণে ভাগ্যবলে তাঁহার সহায়লাভ হইয়াছে। কেকয়, কৌশিক, কোশল, চেদি ও বঙ্গদেশীয় বীরগণ এক্ষণে আমাদের পক্ষ আশ্রয় করি-য়াছে। পূর্ব্বে আমার পুত্র দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমাকে কহিয়াছিল, পৃথিবীর অধিকাংশই আমার অধিকৃত; যুধিষ্ঠি-রের অধিকার আমার অপেক্ষা ন্যূন। কিন্তু মৎপুত্রের দুর্ভাগ্য বশত দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়াও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক কি প্রকারে নিপাতিত হইলেন? সর্ব্বাস্ত্রপার দর্শী সমরাকাঙ্ক্ষী মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য নৃপগণ সন্নিধানে কিরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন? সঞ্জয়! ভীষ্ম দ্রোণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমি নিতান্ত দুঃখসন্তপ্ত ও মোহ-প্রাপ্ত হইতেছি, আর আমার ক্ষণকাল জীবিত থাকিবার বাসনা নাই। পূর্ব্বে বিদুর আমাকে পুত্রগৃধ্নু দর্শন করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন হইতে আমার তৎসমুদয় ঘটি-য়াছে। এক্ষণে যদি আমি নৃশংস দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পুত্রগণকে রক্ষা করি, তাহা হইলে এককালে সমুদায় বিনষ্ট হয় না। যে রাজা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থ-পরায়ণ হন, তাঁহাকে ইহলোক হইতে হীন ও ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইতে হয়। হে সঞ্জয়! যখন বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ নিহত হইয়া-

ছেন, তখন এই হতোৎসাহ রাজ্যে আর নিস্তার নাই। আমরা যে প্রধান পুরুষদ্বয়ের প্রভাবে জীবন ধারণ করিতে-ছিলাম, সেই ধনুর্দ্ধরদ্বয় যখন বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন আর আমরা কি প্রকারে পরিত্রাণ লাভ করিব?

সে যাহা হউক, এক্ষণে যে প্রকারে যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। কোন্ কোন্ বীর যুদ্ধ করিয়াছিল? কে কে আক্রমণ করিয়াছিল? এবং কোন্ কোন্ ক্ষুদ্রাশয়েরা পলায়ন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন যাহা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কীর্ত্তন কর। মহাবীর ধনঞ্জয় এবং ভীমসেনই আমার মহাভয়ের কারণ। পাণ্ডবগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আমার সৈন্যগণ কি প্রকারে ঐ নিদারুণ সংগ্রাম করিয়াছিল? পাণ্ডবেরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমাদের মন কিরূপ হইয়াছিল? ও আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিবারণ করিয়াছিল?

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন রাজন্! পাণ্ডবগণ সমরাঙ্গনে গমন পূর্ব্বক আচার্য্য দ্রোণকে মেঘাচ্ছাদিত দিনকরের ন্যায় সমাবৃত করিলে আমাদিগের মহাবিপদ্ উপস্থিত হইল। পাণ্ডব-সৈন্য কর্ত্তৃক সমুত্থিত ধূলিপটলপ্রভাবে কৌরবসেনাগণ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আমরা আচার্য্যকে দেখিতে না পাইয়া নিহত বলিয়া স্থির করিলাম। তৎকালে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসেনাগণকে দুষ্কর ক্রূরকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া কৌরব-সৈন্যগণকে সমরে প্রেরণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৈন্যগণ!

তোমরা মহোৎসাহ সহকারে যথাশক্তি পাণ্ডবসেনাগণকে নিবারণ কর। সেই সময় আপনার পুত্র মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ দূর হইতে বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়া আচার্য্যের জীবন রক্ষা করিবার অভিলাষে ভীমের প্রতি অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় রোষাবিষ্ট মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ যেরূপ ভীমের প্রতি বাণবর্ষণ করিলেন, মহাবীর ভীমসেনও তদ্রূপ দুর্ম্মর্ষণের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই জনের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

এ দিকে অন্যান্য সমরবিশারদ মহারথগণ স্বীয় স্বীয় প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজ্য ও মৃত্যুভয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অরিগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। রণোন্মত্ত মহাবীর কৃতবর্ম্মা মত্তমাতঙ্গবিক্রান্ত সাত্যকিরে, সিন্ধুরাজ ক্ষত্রবর্ম্মারে ও উগ্রধন্বা মহেষ্বাসকে শাণিত শর সমূহে দ্রোণাভিমুখ হইতে নিবারিত করিলেন। ক্ষত্রবর্ম্মা সিন্ধুরাজের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক রোষভরে দশ নারাচাঘাতে তাঁহার সমস্ত মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সিন্ধুপতি সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক লৌহময় শরদ্বারা ক্ষত্রবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুবাহু পাণ্ডবগণের হিতাভিলাষে সমরে যত্নশীল হইয়া স্বীয় ভ্রাতা মহারথ যুযুৎসুরে আচার্য্যের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ যুযুৎসু সুশাণিত ক্ষুরপ্রদ্বয়ে সুবাহুর ধনুর্ব্বাণপরিশোভিত বাহুদ্বয় ছেদন করিলেন। সাগরবেগ প্রতিরোধিত বেলার ন্যায় মদ্ররাজ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ ও মদ্ররাজের প্রতি অসংখ্য মর্ম্মভেদী শর নিক্ষেপ করিলেন। মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ

তাহার চীৎকার শ্রবণ করত সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া দুই ক্ষুরপ্রদ্বারা মদ্ররাজের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিলেন। মহারাজ বাহ্লিক অসংখ্য সেনায় পরিবৃত মহারাজ কৃপ-দকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মদমত্ত মহাযূথাধিপতি করিযুগলের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য সমবেত ঐ বৃদ্ধ ভূপতি-দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পূর্ব্বকালে ইন্দ্র ও অগ্নি যেরূপ বলিকে শরবিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মৎস্যরাজ বিরাটকে শর সমূহে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মৎস্য ও কৈকেয়গণের সংগ্রাম দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল।

নকুলতনয় শতানীক শরসমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক দ্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় সভাপতি ভূতকর্ম্মা তাঁহারে নিবারিত করিলেন। তৎকালে নকুলনন্দন অতিশয় রোষভরে তিন সুশাণিত ভল্লদ্বারা ভূতকর্ম্মার বাহুযুগল এবং মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিবিংশতি আচার্য্যাভি-মুখে ধাবমান বলবিক্রমশালী সুতসোমকে নিবারণ করি-লেন। তখন সুতসোম ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অজিহ্মগ শর-নিকরে স্বীয় পিতৃব্য বিবিংশতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমরথ সুশাণিত লৌহময় শরসমূহ বর্ষণপূর্ব্বক শাল্ব ও তাঁহার সারথি এবং অশ্বগণকে বিনষ্ট করিলেন। মহারথ চিত্রসেনের পুত্র ময়ূর সদৃশ অশ্বযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক রণস্থলে ধাবমান মহাবীর শ্রুতকর্ম্মাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার পৌত্র-গণ স্ব স্ব পিতৃকুলের নামরক্ষার্থ পরস্পর নিধনবাসনায় তুমুল সমর করিতে আরম্ভ করিল। সিংহপুচ্ছধ্বজ মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃমান রক্ষার্থ বহুবিধ শরবর্ষণ করিয়া প্রতি-বিন্ধ্যকে নিবারিত করিলে, মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধ-

ভরে তাঁহারে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দ্রৌপদীনন্দনগণ ক্ষেত্রে বীজবপনকারী কৃষকের ন্যায় অশ্বত্থামার প্রতি বহুশর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুননন্দন মহাবাহু শ্রুতকীর্ত্তি যুদ্ধার্থ আচার্য্যাভিমুখে ধাবমান হইলে, দুঃশাসননন্দন তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনতুল্য বলবিক্রমশালী শ্রুতকীর্ত্তি সুশাণিত তিন ভল্লদ্বারা দুঃশাসনতনয়ের শরাসন, ধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদন পূর্ব্বক দ্রোণাভিমুখে গমন করিলেন। হে রাজন্! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ যাঁহাকে প্রধান বীর বলিয়া গণ্য করে, মহাবাহু লক্ষ্মণ সেই পটচ্চরহন্তারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পটচ্চরনিহন্তা রোষপরবশ হইয়া লক্ষ্মণের শরাসন ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ যুবা বিকর্ণ সমরাঙ্গনে ধাবমান যজ্ঞসেননন্দন শিখণ্ডীকে নিবারিত করিলে, তিনি বিকর্ণের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবাহু বিকর্ণ অনায়াসে শিখণ্ডিপরিত্যক্ত শরসমস্ত নিরাকৃত করিলেন। মহাবীর উত্তমৌজা আচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবাহু অঙ্গদ শরনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ উভয় বীরের সমর ক্রমে ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিল। তাহা দর্শন করিয়া সমস্ত সৈন্যগণের আহ্লাদের সীমা রহিল না।

মহাবীর দুর্ম্মুখ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান মহারথ পুরজিৎকে বৎসদন্তদ্বারা নিবারিত করিলেন। মহাবীর পুরজিৎ রোষভরে দুর্ম্মুখের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নারাচ নিক্ষেপ করিলে দুর্ম্মুখের মুখমণ্ডল সুনাল পঙ্কজের ন্যায় পরিশোভিত হইল। মহারথ কর্ণ আচার্য্যাভিমুখে ধাবমান লোহিত ধ্বজ কৈকেয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতাকে শরবর্ষণদ্বারা নিবারণ

করিলেন। তাঁহারা কর্ণের বাণাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও তাঁহাদিগকে বারংবার শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করিলেন। এইরূপে কর্ণ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা পরস্পরের শরনিকরে পরস্পর অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত অদৃশ্য হইলেন। হে রাজন্! আপনার তিন পুত্র দুর্জ্জয়, জয় ও বিজয় নীল, কাশ্য ও জয়ৎসেন এই তিন বীরকে নিবারণ করিলেন। যেরূপ সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরক্ষুর সহিত ভল্লুক, মহিষ ও বৃষভের সংগ্রাম হয়, সেই রূপ আপনার তিন পুত্রের সহিত ঐ বীরত্রয়ের তুমুল যুদ্ধ অবলোকন করিয়া দর্শকগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্ষেমধূর্ত্তি ও বৃহন্ত এই ভ্রাতৃদ্বয় আচার্য্যাভিমুখে ধাবমান সাত্বতকে সুতীক্ষ্ণ শর সমূহে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। যেমন মহারণ্যে সিংহের সহিত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের যুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ সাত্বতের সহিত ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যদ্ভুত সংগ্রাম হইতে লাগিল। চেদিরাজ ক্রোধভরে অসংখ্য শর বর্ষণ দ্বারা সমরাভিনন্দী অম্বষ্ঠরাজকে দ্রোণের অভিমুখ হইতে নিবারণ করিলেন। তৎকালে মাহারাজ অম্বষ্ঠ অস্থিভেদিনী শলাকা দ্বারা চেদিরাজকে বিদ্ধ করিলে, চেদিরাজ তিনি সেই নিদারুণ শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। শারদ্বত কৃপ ক্ষুদ্রক সমুদায় দ্বারা ক্রোধাভিভূত বার্দ্ধক্ষেমিকে নিবারিত করিলেন। হে রাজন্! চিত্রযোধী সমরমদমত্ত কৃপ ও বার্দ্ধক্ষেমিকে যে সমস্ত ব্যক্তি দেখিতে ছিল, তাহারা সকলেই সমরাসক্তচিত্ত ও অনন্যমতি হইয়া কার্য্যান্তরবিমূঢ় হইয়া উঠিল। মহারথ সোমদত্ত আচার্য্যের যশোবর্দ্ধনপূর্ব্বক মহারাজ মণিমানকে নিবারণ করত ঝটিতি তাঁহারে শরাসন, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র ও

সারথিকে রথ হইতে ভূতলশায়ী করিলেন। তৎকালে অরিন্দম যূপকেতু মণিমান্ সত্বরে রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক খড়্গাঘাতে সোমদত্তের রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অশ্বচালন করত পাণ্ডবীয় সেনাগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ যেরূপ অসুরগণের বধ সাধনার্থ ধাবমান হইয়াছিলেন, সেই রূপ বৃষসেন পাণ্ড্যকে শর বর্ষণদ্বারা নিবারণ করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ গদা, পরিঘ, খড়্গ, পট্টিশ, আয়োধন, প্রব, মুষল, মুদ্গর, চক্র, ভিন্দিপাল, পরশু, পাংশু, বায়ু, অগ্নি, সলিল ভস্ম, লোষ্ট্র, তৃণ ও বৃক্ষ সকল দ্বারা সৈন্যগণকে রুগ্ন, ভগ্ন, বিনষ্ট, বিদ্রাবিত, বিক্ষিপ্ত ও ভীত করিয়া দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন রাক্ষসপ্রধান অলম্বুষ ক্রোধভরে বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ ও বহুবিধ যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া হিড়িম্বাতনয়কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে সম্বর ও দেবরাজের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে সেই রাক্ষসদ্বয়ের সেই রূপ ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

হে রাজন্! এই প্রকারে শত শত রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। দ্রোণাচার্য্যের বধের নিমিত্ত তৎকালে যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, সেরূপ সংগ্রাম পূর্ব্বে আর কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তখন চতুর্দ্দিকে কেবল বহুবিধ ঘোরতর আশ্চর্য্য সংগ্রাম দৃষ্ট হইতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই প্রকারে সৈন্য গণ রণভূমিতে গমন পূর্ব্বক অংশক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে, পাণ্ডব এবং আমার পক্ষীয় বীরগণ কি প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিল? মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে কিপ্রকারে আক্রমণ করিলেন? এবং সংসপ্তকগণইবা কিপ্রকার তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন? সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সেনাগণ এইরূপে সমরাসক্ত হইয়া অংশক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে, আপনার তনয় দুর্য্যোধন স্বয়ং গজসৈন্য লইয়া মহাবীর ভীমসেনসমীপে গমন করিলেন।

যেরূপ মাতঙ্গ মাতঙ্গকে ও বৃষ বৃষকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধন বৃকোদরকে আক্রমণ করিলে, সমরনিপুণ অসাধারণ বাহুবীর্য্যশালী মহাবীরগণ রোষভরে গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া অবিলম্বে মাতঙ্গগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার কুঞ্জরগণ বৃকোদরের নারাচাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মদক্ষরণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। জলদজাল মারুতবেগে যেরূপ ছিন্ন ভিন্ন হয়, সেইরূপ কুঞ্জরসৈন্যগণ ভীমসেনের নিদারুণ প্রহারে শ্রেণীভঙ্গ হইয়া ধাবমান হইল। দিবাকর সমুদিত হইয়া যেরূপ অবনীমণ্ডলে কিরণজাল বিস্তীর্ণ করেন, মহাবাহু বৃকোদর সেইরূপ কুঞ্জরগণের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ বৃকোদরের শরপ্রহারে ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া দিনকরকিরণ-

সংশ্লিষ্ট গগনমণ্ডলস্থ পর্ব্বতরাজির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল।

রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বৃকোদরকে করিকুল বিনাশ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহাবাহু ভীমসেন ক্রোধরক্তাক্ষ হইয়া অবিলম্বে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবার অভিলাষে তাঁহার কলেবরে সুশাণিত সায়ক সমূহ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমশরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহার প্রতি মার্ত্তণ্ডকিরণ সদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবহু বৃকোদর ত্বরান্বিত হইয়া দুই ভল্লে দুর্য্যোধনের ধ্বজস্থিত মণিময় রত্নখচিত নাগ ও তাঁহার করস্থ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন ম্লেচ্ছ অঙ্গরাজ দুর্য্যোধনকে ভীমকর্ত্তৃক নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া গজারোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদর অঙ্গাধিপতির হস্তিকে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত আগমন করিতে দেখিয়া তাহার কুম্ভান্তরে শাণিত নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। তখন ভীমপরিত্যক্ত সেই নিদারুণ নারাচ মাতঙ্গের কলেবর ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। মাতঙ্গ বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। হস্তী পতিত হইলেই অঙ্গাধিপতি ধরাতলে পতিত হইতেছিলেন, ইত্যবসরে লঘুহস্ত ভীমসেন ভল্লদ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, মহাবীর আঙ্গাধিপতি বিনষ্ট হইলে সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অশ্ব, গজ ও রথিগণ সমস্ত্রমে ইতস্তত ধাবমান হইয়া অসংখ্য পদাতির প্রাণ নাশ করিতে আরম্ভ করিল।

সৈন্যগণ এইরূপে সমরে ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন

করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত কুঞ্জর লইয়া বৃকোদরের প্রতি বেগসহকারে গমন করিলেন। ক্রোধব্যারক্তাক্ষ সেই করিরাজ চরণদ্বয় উৎক্ষিপ্ত ও শুণ্ড সংহত করিয়া ভীমকে দগ্ধ করত যেন তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক এককালে রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর বৃকোদর অঞ্জলিকাবেধবিদ্যা বিদিত ছিলেন, এই জন্য পলায়ন না করিয়া পাদচারে ধাবমান হইয়া সেই গজরাজের কলেবরে বিলীন হইলেন। এইরূপে বৃকোদর করিবরের গাত্রমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক করদ্বারা তাঁহারে প্রহার করিতে লাগিলেন। গজরাজ বৃকোদরের দারুণ আঘাতে কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে অযুত মদমত্ত মাতঙ্গসদৃশ বিক্রমশালী ভীমসেন মাতঙ্গের গাত্র হইতে বহির্গত হইয়া তাহার অভিমুখীন হইলেন। নাগরাজ অবসর পাইয়া শুণ্ডদ্বারা ভীমের গ্রীবা আক্রমণ ও জানুদ্বারা তাঁহাকে নিপাতন করিয়া তাঁহার প্রাণ নাশ করিতে উদ্যত হইলে, ভীমসেন সত্বরে গজরাজের করবেষ্টন মোচন করিয়া পুনরায় তাহার কলেবরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বপক্ষ মাতঙ্গের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার তাহার গাত্র হইতে বহির্গত হইয়া অতিবেগসহকারে গমন করিলেন। এ দিকে সমস্ত সৈন্যগণ, হা ধিক্! বৃকোদর মাতঙ্গ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন! বলিয়া, ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। পাণ্ডবসৈন্যগণ মাতঙ্গের ভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনের সন্নিধানে ধাবমান হইল।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে নিহত জ্ঞান করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে ভগদত্তের অভিমুখে সমাগত হইয়া অসংখ্য রথদ্বারা তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র সুতীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথ ভগদত্ত অঙ্কুশ

দ্বারা বিপক্ষনিক্ষিপ্ত শর সমূহ নিবারণ পূর্ব্বক গজ দ্বারা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। আমরা বৃদ্ধ ভগদত্তকে সমরাঙ্গনে অসঙ্কুচিতভাবে মাতঙ্গ চালন করিতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। সেই সময় মহারাজ দশার্ণাধিপতি বক্রগামী মহাবেগশালী মদস্রাবী মাতঙ্গ লইয়া ভগদত্তের প্রতি অতিবেগে গমন করিলেন। পূর্ব্বকালে যেমন সবৃক্ষ পর্ব্বতদ্বয়ের সংগ্রাম হইত, এক্ষণে ঐ বীর-দ্বয়ের মাতঙ্গদ্বয় সেইরূপ সংগ্রাম করিতে লাগিল। ভগদত্তের গজ অতিবেগে অপাবৃত্ত হইয়া দশার্ণাধিপতির কুঞ্জরের পার্শ্ব ভেদ পূর্ব্বক তাহারে সংহার করিল। এই অবসরে মহাবীর ভগদত্ত দিবাকর করসঙ্কাশ সপ্ত তোমরে স্বীয় শত্রু দশার্ণাধিপতিকে মাতঙ্গের উপরেই বিনষ্ট করিলেন।

সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অসংখ্য রথসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভগদত্তকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলে কুঞ্জরস্থ মহা-বীর ভগদত্ত রথিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলোপরি অরণ্যমধ্যস্থিত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। চতুর্দ্দিকে রথিগণ মণ্ডলাকারে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অজস্র শরবর্ষণ করিলে তিনি মাতঙ্গের সহিত নির্ভয়চিত্তে তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর রণদুর্ম্মদ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সাত্যকির রথসমীপে সেই মহামাতঙ্গ প্রেরণ করিলেন। গজরাজ সাত্যকির রথ গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে নিক্ষেপ করিলেই সাত্যকি লম্ফ প্রদান করত রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথিও বৃহৎ-সিন্ধুদেশীয় হয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। ঐ অবসরে করিবর রথমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া

ভূপতিগণকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নরপতিগণ ঐ দ্রুতগামী কুঞ্জর কর্তৃক শঙ্কাকুলিত হইয়া তাহারে শত শত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

গজারোহী মহাবীর ভগদত্ত এইরূপে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সমরে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে গজ ও অশ্বগণের ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই সময় মহাবীর ভীমসেন পুনরায় ভগদত্তের সম্মুখীন হইলে, তদীয় মাতঙ্গ শুণ্ডনিক্ষিপ্ত সলিল দ্বারা ভীমসেনের বাহনগণকে সন্ত্রাসিত করিতে লাগিল। বাহনগণ মহাবাহু ভীমকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

সেই সময় কুন্তীর পুত্র রুচিপর্ব্বা রথারোহণ পূর্ব্বক শরজাল নিক্ষেপ করত সাক্ষাৎ কালান্তকের ন্যায় বৃকোদরের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পর্ব্বতরাজ সুবর্চ্চা আনত পর্ব্ব শরনিকরে তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর রুচিপর্ব্বা সমরে নিহত হইলে, মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়গণ, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু ও যুযুৎসু হস্তীকে বিনষ্ট করিবার অভিলাষে ভীষণধ্বনি করত বারিধারার ন্যায় শরসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহারে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তখন রণনিপুণ মহাবীর ভগদত্ত পার্ষ্ণি, অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা হস্তীকে সঞ্চালিত করিলেন। গজরাজ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া করপ্রসারণ পূর্ব্বক কর্ণ ও নয়ন স্তব্ধ করিয়া অতিবেগে গমন করত যুযুৎসুর বাহনগণকে আক্রমণ ও সারথিকে বিনষ্ট করিল। মহাবীর যুযুৎসু ত্বরান্বিত হইয়া রথ হইতে পলায়ন করিলেন। তৎকালে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অতিভয়ঙ্কর নিনাদ করিয়া শরসমূহে সত্বরে করিবরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন

আপনার পুত্রগণ সসম্ভ্রমে অভিমন্যুর রথাভিমুখে অতিবেগে গমন করিলেন।

হে রাজন্! সেই সময় মহাবীর ভগদত্ত কুঞ্জরপৃষ্ঠ হইতে শত্রুগণের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিয়া প্রসৃতকর আদিত্যের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তখন অভিমন্যু দ্বাদশ, যুযুৎসু দশ ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং ধৃষ্টকেতু তিন তিন শরে ভগদত্তের কুঞ্জরকে বিদ্ধ করিলেন। গজরাজ বীরগণ কর্ত্তৃক অতি যত্নসহকারে শরবিদ্ধ হইয়া দিবাকর কিরণসংশ্লিষ্ট জলধরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর নিয়ন্তা কর্ত্তৃক চালিত হইয়া স্বীয় সব্যাপসব্যস্থিত সৈন্যগণকে ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গোপাল অরণ্যমধ্যে দণ্ডাঘাতে যেরূপ পশুগণকে তাড়না করে, সেইরূপ মহাবীর ভগদত্ত পাণ্ডব সৈন্যগণকে বারংবার তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে পাণ্ডবসৈন্যগণ শ্যেনকর্ত্তৃক আক্রান্ত বায়সগণের ন্যায় চীৎকার করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় ভগদত্তের মহামাতঙ্গ অঙ্কুশাহত হইয়া সপক্ষ অচলের ন্যায় অতিবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। বণিক্‌গণ আপনাদের উভয় পার্শ্বে সাগরতরঙ্গ সন্দর্শন করিয়া যেরূপ শঙ্কিত হয়, সেইরূপ বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণ ঐ করিবরকে অবলোকন করিয়া শঙ্কাকুলিত হইয়া উঠিল। মহাভয়ে পলায়মান হস্তী, অশ্ব, রথ ও পার্থিবগণের কোলাহলে ভূমণ্ডল, গগনমণ্ডল, ও সমস্ত দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। যেমন পূর্ব্বকালে দানবাধিপতি বিরেচন সুরক্ষিত সুরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর ভগদত্ত গজরাজ লইয়া বিপক্ষসেনাগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পার্থিব ধূলিজাল বায়ুবেগে আকাশ মণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া সৈন্যগণকে

সমাচ্ছন্ন করিলেন। তত্রত্য মানবগণ সেই এক কুঞ্জরকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান অসংখ্য মাতঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! আপনি আমাকে ধনঞ্জয়ের রণনিপুণতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অতএব মহাবীর অর্জ্জুন যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, শ্রবণ করুন—মহাবাহু ভগদত্ত সমরাঙ্গনে অতি ভীষণ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মহারথ অর্জ্জুন সমুদ্ধৃত ধূলিজাল সন্দর্শন ও সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কেশব! মহাবীর ভগদত্ত কুঞ্জর লইয়া সত্বরে নিষ্ক্রান্ত হওয়াতেই এই ভয়ঙ্কর নিনাদ উত্থিত হইতেছে। মহারাজ ভগদত্ত কুঞ্জরযান বিশারদ ও ইন্দ্রসদৃশ; উনি অবনীমণ্ডলে কুঞ্জরযোধীদিগের প্রধান; উহাঁর মাতঙ্গের প্রতিমাতঙ্গ নাই। ঐ কুঞ্জর কৃতকর্ম্মা, জিতক্লম, অস্ত্রাঘাত ও অগ্নিস্পর্শ সহিষ্ণু। অস্ত্রাঘাতে উহাকে বিনাশ করা দুঃসাধ্য। আজি ঐ মাতঙ্গ একাকীই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিবে। আমরা দুই জন ভিন্ন আর কেহই উহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব ত্বরায় ভগদত্তের অভিমুখে গমন কর। আমি অদ্য গজবলে দর্পিত বয়ঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ভগদত্তকে ইন্দ্রপুরে আতিথ্য গ্রহণ করাইব। মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের বাক্যানুসারে ভগদত্তাভিমুখে রথ সঞ্চালিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর অর্জ্জুন ভগদত্তের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে

তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন, এমন সময় ত্রিগর্ত্তদেশীয় দশসহস্র ও কৃষ্ণের পূর্ব্বানুচর চারি সহস্র মহারথ, এই চতুর্দ্দশ সহস্র সংশপ্তক তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। এ দিকে ভগদত্ত সেনাগণকে বিনষ্ট করিতেছে, ওদিকে সংশপ্তকগণ সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতেছে; এই উভয় শঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে মহাবীর অর্জ্জুনের চিত্ত দোলার ন্যায় উভয় দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কি করি, এই স্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই কিম্বা ধর্ম্মরাজের সমীপে গমন করি, মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ চিন্তায় সাতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন। পরিশেষে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, একাকী বহু সহস্র সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ও কর্ণ ধনঞ্জয়ের বধসাধনার্থ দুই দিকে যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তক বধে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহাদের সে আশা নিষ্ফল করিলেন।

তৎকালে মহাবীর সংশপ্তকগণ ধনঞ্জয়ের প্রতি সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব শর বর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের শরনিকরে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছাদিত হইলে, ধনঞ্জয়, বাসুদেব, অশ্বগণ ও রথ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। বাসুদেব সংশপ্তকগণের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইলে ধনঞ্জয় ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণকে প্রায় বিনষ্ট করিলেন। শত শত শর, শরাসন ও জ্যাসনাথ হস্ত এবং শত শত কেতু, অশ্ব, সারথি ও রথিগণ ছিন্ন কলেবর হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বৃক্ষ, পর্ব্বত ও জলধরসদৃশ কলেবর, সুসজ্জিত, আরোহী শূন্য, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুঞ্জরগণ পার্থশরে বিনষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ধনঞ্জয়ের শরনিকরে আরোহীর সহিত মাতঙ্গগণ

ছিন্নকুথ, ছিন্ন আভরণ ও গতাসু হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণের ঋষ্টি, প্রাস, অসি, মুদ্গর ও পরশু সকল ভল্লাঘাতে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বালাদিত্য অম্বুজ ও চন্দ্রসদৃশ নরমস্তক সমস্ত পার্থশরে ছিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

মহাবীর অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলে, সৈন্যগণ প্রাণনাশক শরসমূহে সাতিশয় সন্তাপিত হইয়া উঠিল। মহাবীর অর্জ্জুনকে কমলবনদলনকারী মাতঙ্গের ন্যায় সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহারে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রশংসা করিতে লাগিল। মহামতি বাসুদেব ধনঞ্জয়কে ইন্দ্রের ন্যায় কর্ম্ম করিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়! অদ্য তুমি সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য্য করিলে, জ্ঞান হয়, তাহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরেরও দুষ্কর। তুমি এককালে শত শত ও সহস্র সহস্র মহাবীর সংশপ্তকগণকে নিহত করিয়াছ।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় বহুসংখ্যক সংশপ্তককে বিনষ্ট করিয়া বাসুদেবকে ভগদত্তাভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে আদেশ করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! মহামতি বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায়ানুসারে কাঞ্চনভূষণে পরিশোভিত বায়ুবেগগামী তুরঙ্গগণকে দ্রোণা-

চার্য্যের সৈন্যাভিমুখে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন দ্রোণশরাভিহত স্বীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থ গমন করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবীর সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরার্থ তাহার অনুগামী হইলেন। তৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, হে অরিন্দম! ঐ দেখ, সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সংগ্রামার্থ আমাকে আহ্বান করিতেছে এবং উত্তরদিকে সৈন্যগণ আচার্য্যশরে বিদীর্ণ হইতেছে। সংশপ্তকগণ এইরূপে আমার চিত্তকে দোলায়মান করিয়াছে। এক্ষণে উহাদিগকে সংহার করি কিম্বা দ্রোণশরার্দ্দিত স্বীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করি, এই উভয়ের মধ্যে কি কর্ত্তব্য বিবেচনা পূর্ব্বক আমাকে বল।

মহামতি কেশব ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রণদুর্ম্মদ অর্জ্জুন সপ্তশরে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার শরাসন ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক ছয় শরে তাঁহার অশ্বগণ ও সারথির সহিত ভ্রাতৃগণকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর সুশর্ম্মা ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি অতি ভয়ানক সর্পাকার লৌহময় শক্তি এবং কেশবের প্রতি তোমর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তিন শরে তাঁহার শক্তি ও তোমর ছেদন করত শরসমূহে তাঁহাকে বিমোহিত করিয়া শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তাঁহারে কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না।

মহারথ ধনঞ্জয় শরনিকরে মহাবীরগণকে বিনষ্ট করিয়া কক্ষরাশি দহনকারী হুতাশনের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুনের অনলস্পর্শ সদৃশ দারুণ বেগ সহ্য করিতে নিতান্ত অসক্ত হইয়া উঠিল। মহাবীর অর্জ্জুন শর সমূহে

সৈন্যগণকে এইরূপে বিমর্দ্দিত করিয়া গরুড়ের ন্যায় অতি বেগসহকারে ভগদত্তের অভিমুখে গমন করিলেন। তখন রণবিজয়ী ধনঞ্জয় দুর্দ্যূতদেবী দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধজনিত ক্ষত্রিয় সংহার জন্য পাণ্ডবগণের ক্ষেমঙ্কর, অরিগণের অশ্রুবর্দ্ধন গাণ্ডীব শরাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৌরবসৈন্যগণ পার্থশরে বিদ্রাবিত হইয়া শৈলসংশ্লিষ্ট নৌকার ন্যায় বিপন্ন হইতে লাগিল।

সেই সময় ক্রূরমতি দশ সহস্র কৌরবসৈন্য জয় ও পরাজয়ে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া অক্ষুব্ধভাবে ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বভারসহ ধনঞ্জয় মাতঙ্গের কমলবন প্রবেশের ন্যায় সেই সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ পার্থশরে প্রমথিত হইলে মহারথ ভগদত্ত রোষাবিষ্টচিত্তে সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। নরশার্দ্দূল ধনঞ্জয় রথদ্বারা তাঁহারে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। রথ ও নাগে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর ভগদত্ত ও অর্জ্জুন সুসজ্জিত গজ ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ ভগদত্ত মেঘসন্নিভ মাতঙ্গের উপর হইতে ইন্দ্রের ন্যায় অর্জ্জুনের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধবিশারদ ধনঞ্জয় শরজাল দ্বারা অর্দ্ধপথে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরসমূহ নিবারিত করিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর অনায়াসে ধনঞ্জয়ের শরসমূহ নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহারে ও কেশবকে বহুবিধ শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে সংহার করিবার অভিলাষে হস্তী সঞ্চালন করিলেন। মহামতি বাসুদেব কালান্তক যমের ন্যায় ভগদত্তের হস্তীকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দক্ষিণ

পার্শ্বস্থ হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ঐ সুযোগে ঐ গজ ও তাহার আরোহী ভগদত্তকে পশ্চাৎ হইতে সংহার করিতে পারিতেন, কিন্তু ধর্ম্মকে স্মরণ করত তাহা করিলেন না। তৎকালে সেই গজ অসংখ্য হস্তী, রথ ও অশ্বের উপর আরোহণ পূর্ব্বক সমুদায় বিনষ্ট করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় তাহা অবলোকন করিয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অর্জ্জুন রোষাবিষ্ট হইয়া ভগদত্তের কি করিলেন এবং ভগদত্তই বা তাঁহার কি করিয়াছিলেন? যথাযথ বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহারথ ধনঞ্জয় ও বাসুদেব ভগদত্তের নিকট গমন করিলে তত্রত্য সমস্ত লোকই তাঁহাদিগকে কৃতান্তদশন সন্নিহিত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত গজস্কন্ধ হইতে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর অনবরত শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং স্বীয় কার্ম্মুক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত কৃষ্ণায়সবিনির্ম্মিত শরসমূহে দেবকীতনয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত পরিত্যক্ত অনলস্পর্শ শরসমূহ বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। তৎকালে মহারথ ধনঞ্জয় ভগদত্তের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক রথরক্ষককে সংহার করিয়া যেন তাঁহার সহিত ক্রীড়া করতই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সমর বিশারদ ভগদত্ত ধনঞ্জয়ের উপর চতুর্দ্দশ অতি তীব্র তোমর নিক্ষেপ করিলে সব্যসাচী অর্জ্জুন

তাঁহার পরিত্যক্ত প্রত্যেক তোমর তিন তিন খণ্ডে ছেদন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে তাঁহার হস্তীর বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহামাতঙ্গ ধনঞ্জয়ের শরজালে ছিন্নবর্ম্মা ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বারিধারাভিসিক্ত মেঘহীন শৈলরাজের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। তৎকালে মহারথ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর কেশবের প্রতি লৌহময় সুবর্ণদণ্ডভূষিত শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। রণবিশারদ অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ ঐ শক্তি দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের কঙ্কপত্রযুক্ত শাণিত শরনিকরে দৃঢ়তর বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত রোষাবিষ্টচিত্তে তাঁহার মস্তকে অসংখ্য তোমর নিক্ষেপ করত উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগদত্তের শরসমূহে অর্জ্জুনের কিরীট পরিবর্ত্তিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন ঐ পরিবর্ত্তিত কিরীট যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর! এই সময় উত্তমরূপে সকলকে অবলোকন করিয়া লও।

মহারথ ভগদত্ত ধনঞ্জয়ের বাক্যে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া অতি ভয়াবহ শরাসন গ্রহণ করত তাঁহার ও বাসুদেবের প্রতি নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তৎকালে রণবিশারদ ধনঞ্জয় অতি ত্বরায় ভগদত্তের শরাসন ও তূণীর ছেদন পূর্ব্বক দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহার সমুদয় মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত ধনঞ্জয়ের শরসমূহে নিতান্ত বিমর্দ্দিত হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে বৈষ্ণবাঙ্কুশ অস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া ধনঞ্জয়ের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব পার্থকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং ঐ সর্ব্বঘাতী বৈষ্ণবাস্ত্র বক্ষস্থলে ধারণ করিলেন। ঐ অস্ত্র বাসুদেবের বক্ষ-

স্থলে বৈজয়ন্তী স্বরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন সাতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া কেশবকে কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, যুদ্ধ করিবে না; কেবল আমার অশ্ব সংযমন করিবে। এক্ষণে কি নিমিত্ত সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে না। আমি ব্যসনাপন্ন বা অরাতি নিবারণে যদি অসক্ত হইতাম, তাহা হইলে তোমার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য হইত; আমি বর্তমানে তোমার যুদ্ধ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আমি যে শরাসন গ্রহণ করিয়া অসুর ও মানবগণ সমবেত সমস্ত লোক পরাজয় করিতে পারি, তাহা তোমার অবিদিত নাই।

তখন মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পার্থ! আমি তোমার নিকট গোপনীয় পুরাবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি লোকের হিতসাধন ও পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বীয় মূর্ত্তি চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। ঐ মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে এক মূর্ত্তি অবনীমণ্ডলে তপোনুষ্ঠান, দ্বিতীয় মূর্ত্তি জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম্ম অবলোকন, তৃতীয় মুর্ত্তি মর্ত্ত্যলোক আশ্রয় করিয়া মানব কার্য্য সাধন এবং চতুর্থ মূর্ত্তি শয়ন পূর্ব্বক সহস্র বর্ষব্যাপী নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। সহস্র বৎসরের পর ঐ চতুর্থ মূর্ত্তি সমুত্থিত হইয়া বরার্হ ব্যক্তিদিগকে অত্যুত্তম বরপ্রাদান করে। ঐ কালে মেদিনী আমার বরপ্রদানকাল অবগত হইয়া স্বীয় পুত্র নরকের জন্য আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবী কহিল, হে নারায়ণ! তোমার বরে মৎপুত্র নরক বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দেব ও অসুরগণের যেন অবধ্য হয়। আমি বলিলাম, হে বসুন্ধরে! ঐ বৈষ্ণবাস্ত্র নরকের রক্ষার জন্য অমোঘ হউক; ইহার প্রভাবে নরককে কেহই সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার পুত্র এই অস্ত্র কর্ত্তৃক

পরিরক্ষিত হইয়া সর্ব্বলোকের দুরাধর্ষ ও পরবল মর্দ্দনক্ষম হইবে। বসুন্ধরা আমার নিকট এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়া তথাস্তু বলিয়া গমন করিলেন। তদবধি নরকাসুরও অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। মহাবীর প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর নরকের নিকট হইতে সেই অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ত্রিলোকমধ্যে ইন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি কেহই ঐ অস্ত্রের অবধ্য নন; এই জন্য আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিয়া স্বয়ং ঐ অস্ত্রের বেগ ধারণ করিলাম। দেবদ্বেষী মহাসুর ভগদত্ত এক্ষণে সেই বৈষ্ণবাস্ত্র বিহীন হইয়াছে; অতএব আমি লোকের হিতার্থে যেরূপ নরকাসুরকে সংহার করিয়াছিলাম, সেইরূপ তুমি ঐ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বিনষ্ট কর।

মহাবীর অর্জ্জুন কেশব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সহসা ভগদত্তের প্রতি শাণিত শরসমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ভগদত্তের হস্তীর কুম্ভান্তরে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভুজঙ্গ যেরূপ বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত বজ্রসদৃশ ঐ নারাচ করিকুম্ভমধ্যে প্রবেশ করিল। ভগদত্ত ঐ হস্তীরে বারম্বার চালিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু যেরূপ দরিদ্রের ভার্য্যা পতিবাক্যে কর্ণপাত করে না, তদ্রূপ গজরাজ ভগদত্তের বাক্যে কর্ণপাত করিল না। কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই করিবর স্তব্ধগাত্র ও দশন দ্বারা ধরাতলগত হইয়া আর্ত্ত স্বরে চীৎকার পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল।

সেই সময় মহাবীর ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত ধনঞ্জয়ের বাণাঘাতে ভিন্ন-হৃদয় হইয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সন্তাড়িত পদ্মনাল হইতে যেরূপ পত্র নিপতিত হয়, সেইরূপ ভগদত্তের মস্তক হইতে মহার্ঘ বস্ত্র ভূতলে পতিত হইল। সুকুসুমিত কর্ণিকার তরু যেরূপ মারুতাহত হইয়া

পর্ব্বকাগ্র হইতে নিপতিত হয়, সেইরূপ হেমমালামণ্ডিত ভগদত্ত সুবর্ণ ভূষণে সুশোভিত হস্তী হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তৎ কালে মহারথ অর্জ্জুন ইন্দ্রের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রসখা মহাবীর ভগদত্তকে বিনষ্ট করিয়া বলবান বায়ু যেরূপ তরুগণকে ভগ্ন করে, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তকে সংহার করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বৃষক ও অচল নামে গান্ধাররাজনন্দনদ্বয় অর্জ্জুনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ সম্মুখে, কেহবা পৃষ্ঠভাগে অবস্থান পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে মহাবেগশালী নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকরে গান্ধাররাজতনয় বৃষকের অশ্ব, সারথি, শরাসন, ছত্র, ধ্বজ ও রথ তিল তিল করিয়া ছেদন পূর্ব্বক নানাবিধ আয়ুধদ্বারা সৌবলপ্রমুখ গান্ধারগণকে বারংবার ব্যাকুল করিতে লাগিলেন। অনন্তর রোষাবিষ্টচিত্তে উদ্যতাস্ত্র পঞ্চশত গান্ধারকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। বৃষক অতিত্বরায় হতাশ্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতৃরথে আরোহণ করত অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অর্জ্জুন এক রথারূঢ় বৃষক ও অচলকে বারম্বার শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃত্র ও বলাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে

যেরূপ আঘাত করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহারা ধনঞ্জয়কে শর সমূহে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যেমন গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালীন মাসদ্বয় তাপ ও অম্বুদ্বারা মানবগণকে নিতান্ত ব্যাকুল করে, সেইরূপ তাঁহারা আহত না হইয়া ধনঞ্জয়কে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় এক রথারূঢ় সংশ্লিষ্টকলেবর বৃষক ও অচলকে একশরে সংহার করিলেন। সেই সময় ঐ সিংহসন্নিভ রক্তাক্ষ এক লক্ষণাক্রান্ত বীরদ্বয় প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে পতিত হইলেন। তাঁহাদের মৃত দেহ দশ দিকে অতি পবিত্র যশ বিস্তার পূর্ব্বক ভূতল প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর আপনার পুত্রগণ সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বন্ধুজন-প্রিয় দুই মাতুলকে ভূতলাশায়ী অবলোকন পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের প্রতি নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মায়াবি-শারদ শকুনি ভ্রাতৃদ্বয়কে নিহত দেখিয়া কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিমোহিত করত মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তৎ কালে লগুড়, অয়োগুড়, প্রস্তর, শতঘ্নী, গদা, পরিঘ, খড়গ, শূল, মুদ্গর, পট্টিশ, কম্পন, ঋষ্টি, নখর, মুষল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক, বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি, চক্র, বিশিখ, প্রাস, ও অন্যান্য বহুবিধ আয়ুধ সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ হইতে ধনঞ্জয়ের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। খর, উষ্ট্র, মহিষ, ব্যাঘ্র, সিংহ, সৃমর, চিল্লক, ঋক্ষ, শালাবৃক, গৃধ্র, কপি, সরীসৃপ ও বহুবিধ ক্রব্যাদগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রোষভরে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইল। তৎকালে দিব্যাস্ত্রবেত্তা ধনঞ্জয় শরজাল বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা অর্জ্জুনের শরাঘাতে তাড়িত হইয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে যমালয়ে গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর ঘোরতর অন্ধকার আবির্ভূত হইয়া ধনঞ্জয়ের

রথ সমাচ্ছাদিত করিলে, সেই অন্ধকার হইতে অতি কঠোর বাক্য অর্জ্জুনকে ভৎসনা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন জ্যোতিষ্ক অস্ত্রে তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার নিরাকৃত করিলেন। অনন্তর অতি ভয়াবহ জলপ্রবাহ প্রাচুর্ভূত হইল। ধনঞ্জয় বারি শোষণ করিবার জন্য আদিত্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্রের প্রভাবে প্রায় সমস্ত জলই শুষ্ক হইয়া গেল। এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্য করত অস্ত্রবলে সৌবলবিহিত বিবিধ মায়া নিরাকরণ করিলেন। তৎকালে সৌবল অর্জ্জুনশরে তাড়িত ও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া অতি বেগগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সামান্য লোকের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবাহু ধনঞ্জয় আপনার হস্তলাঘব সন্দর্শন করিয়া কৌরব সৈন্যগণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেরূপ ভাগীরথীপ্রবাহ পর্ব্বতে সংশ্লিষ্ট হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়, সেইরূপ কৌরবসৈন্যগণ অর্জ্জুনশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইল। এবং কতকগুলি আচার্য্যের সমীপে ও কতকগুলি দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিল। পরে সৈন্যগণ ধূলিজালে আচ্ছাদিত হইলে, আমরা ধনঞ্জয়কে আর দেখিতে পাইলাম না; কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকে নিরন্তর গাণ্ডীবনিস্বন শ্রবণ করিতে লাগিলাম। সেই গাণ্ডীবনির্ঘোষ শঙ্খ, দুন্দুভি ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনিতে মিলিত হইয়া গগনমণ্ডল স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর দক্ষিণদিকে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। আমি আচার্য্য দ্রোণের অনুসরণ করিলাম। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কৌরবসেনাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। প্রাবৃট্‌কালে মারুত যেরূপ জলদজালকে অপবাহিত করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় কৌরবসৈন্যদিগকে তাড়িত করিতে

লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই ভূরি বর্ষণকারী ত্রিদশাধিপতি দেবরাজের ন্যায় শরসমূহবর্ষী অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কৌরবপক্ষীয় বীরগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিবার সময় স্বপক্ষীয়দিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনবিনির্ম্মুক্ত কঙ্কপত্র পরিশোভিত তনুচ্ছেদী শর সমুদায় শলভের ন্যায় দশদিক্ সমাচ্ছাদিত করিয়া নিপতিত হইল। সর্পরাজি যেরূপ বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ সমস্ত শর অশ্ব, নাগ, পদাতি ও রথিগণকে ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। অর্জ্জুন হস্তী, অশ্ব ও মানবগণের প্রতি দ্বিতীয় শর নিক্ষেপ করেন নাই; তাহারা প্রত্যেকেই একমাত্র শরে নিতান্ত ব্যথিত ও বিনষ্ট হইয়া নিপতিত হইয়াছিল। নিহত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইল; শৃগাল ও কুক্কুরগণ কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সমরস্থল অতি বিচিত্র হইয়া উঠিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও সুহৃৎ সুহৃৎকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মরক্ষার্থ যত্নশীল হইলেন। অধিক কি, সেই সময় অনেকেই পার্থশরে নিপীড়িতহইয়া স্ব স্ব বাহনগণকেও পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

—•—

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন কৌরবসৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইলে তোমরা দ্রুতপদসঞ্চারে প্রস্থান করিতে লাগিলে, তখন তোমাদিগের চিত্ত কি রূপ হইল? ছিন্ন ভিন্ন

ও স্থান লাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল সেনাগণকে একত্র করা নিতান্ত দুষ্কর; তাহাই বা কি রূপে সম্পাদিত হইল? তুমি আমার নিকট এই সমুদায় বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সৈন্যগণ এইরূপ বিশৃঙ্খল হইলেও মহারাজ দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষী বীরগণ যশ রক্ষা করিবার জন্য আচার্য্য দ্রোণের অনুগমন করিলেন, এবং অস্ত্র সকল সমুদ্যত, মহারাজ যুধিষ্ঠির সন্ত্রান্ত ও সমরাঙ্গন নিতান্ত ভীষণ হইলে নির্ভীকের ন্যায় সাধুসম্মত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মহাবীর ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে নিপতিত হইলে, ক্রূরমতি পাঞ্চালগণ দ্রোণকে আক্রমণ কর, দ্রোণকে আক্রমণ কর বলিয়া সৈন্যগণকে প্রেরণ করিল এবং আপনার পুত্রগণ দ্রোণাচার্য্যকে যেন সংহার করে না, দ্রোণাচার্য্যকে যেন সংহার করে না বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতে লগিলেন। পাণ্ডবগণ কহিতে লাগিলেন, আচার্য্যকে বধ কর, কৌরবগণ কহিতে লাগিল, দ্রোণকে যেন বিনাশ করে না। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যকে লইয়া যেন দ্যূত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পঞ্চালগণের যে সমস্ত রথিগণকে মথিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সমস্ত রথিগণের সমীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট ভাগের বিপর্য্যয় ও সমরাঙ্গন সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। বীরগণ অতি ভীষণ শব্দ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষীয় বীরগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

পাণ্ডবগণ শত্রুপক্ষদিগের নিতান্ত দুরাক্রম্য হইয়া উঠিলেন এবং আপনাদিগের ক্লেশপরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর

তাঁহারা ক্রোধভরে দ্রোণাচার্য্যকে সংহার করিবার মানসে প্রাণপণে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সংগ্রাম লৌহশিলা সম্পাতের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এরূপ সংগ্রাম বৃদ্ধগণেরও স্মৃতিপথে উদিত হয় না এবং কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণও করে নাই। সেই বীরবিনাশন সমরে ধরণী সেনাভরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান কৌরবসৈন্যগণের কলরব গগনমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন আচার্য্য দ্রোণ সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া সুশাণিত শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধভরে স্বয়ং আচার্য্যকে নিবারণ করিলেন। আমরা দ্রোণাচার্য্য ও পাঞ্চালরাজের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন করিয়া নিশ্চয় বোধ করিলাম যে, এই সমরের উপমা নাই।

অনন্তর পাবক সন্নিভ, শরস্ফুলিঙ্গসম্পন্ন, শরাসন জ্বালা করাল, মহাবীর নীল পাবকের তৃণরাশি দহনের ন্যায় কৌরব-সেনাগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে প্রবল-প্রতাপশালী অশ্বত্থামা সর্ব্বাগ্রে হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, হে নীল! যোধগণকে শরানলে দগ্ধ করিলে তোমার কি হইবে? তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রোধ সহকারে সত্বরে আমারে প্রহার কর।

তখন মহাবীর নীল কমলনিকরাকর, পদ্মপলাশলোচন, প্রফুল্ল কমলানন অশ্বত্থামাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিলে, অশ্বত্থামা শাণিত তিন ভল্লাস্ত্রে নীলের শরাসন, ধ্বজ ও ছত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নীল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পক্ষীর ন্যায় তাঁহার গাত্র হইতে মস্তক উৎপাটনের বাসনা করিলে, তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামা সহাস্যবদনে নীলের

সুন্দর নাসাপরিশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ভল্লাস্ত্রে ছেদন করিলেন। সেই পূর্ণেন্দু নিভানন পদ্মলোচন নীল ভূতলশায়ী হইলে, পাণ্ডবসৈন্যগণ নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তৎকালে পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ধনঞ্জয় অবশিষ্ট সংশপ্তকগণ ও নারায়ণীসেনার সহিত দক্ষিণদিকে সংগ্রাম করিতেছেন; সুতরাং তিনি এক্ষণে কি রূপে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।

—•—

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন স্বীয় সৈন্য সংহার সহ্য করিতে না পারিয়া ষষ্টি শরে বাহ্লিক ও দশ শরে কর্ণকে প্রহার করিলেন। আচার্য্য দ্রোণ বৃকোদরের জীবন নাশের বাসনায় তীক্ষ্ণধার সায়কে তাঁহার মর্ম্মে আঘাত করিয়া উপর্য্যুপরি ষড়্‌বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলে, কর্ণ দ্বাদশ, অশ্বত্থামা সপ্ত ও রাজা দুর্য্যোধন ছয় বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদরও শরনিকরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পঞ্চাশৎ শরে আচার্য্যকে, দশ শরে কর্ণকে, দ্বাদশ শরে দুর্য্যোধনকে ও অষ্ট শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ সহকারে তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সুলভমৃত্যু অতি ভীষণ সমরাঙ্গনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে রক্ষা করিবার মানসে যোধগণকে প্রেরণ করিলেন। নকুল, সহদেব ও যুযুধান প্রভৃতি মহাবীরগণ বৃকোদরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভীমসেন

প্রভৃতি মহাবীরগণ মিলিত হইয়া ক্রোধভরে সুরক্ষিত দ্রোণসৈন্যদিগকে সংহার করিবার অভিলাষে গমন করিলে, মহারথ দ্রোণ সেই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরগণকে অনায়াসে গ্রহণ করিলেন। সেই সময় কৌরবগণ রাজ্যাশা ও মৃত্যুভয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সমীপে উপনীত হইলে, গজারোহী গজারোহীকে ও রথী রথীকে সংহার করিতে লাগিল। বীরগণ শক্তি, অসি ও পরশুর দ্বারা আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কুঞ্জরসৈন্যগণ তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল। কেহ গজপৃষ্ঠ হইতে কেহ বা অশ্ব হইতে অধঃশিরা হইয়া কেহ কেহ বা রথ হইতে শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কোন ব্যক্তি বিমর্দ্দকলেবর, কর্ম্মশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইলে, একটি কুঞ্জর তাঁহার বক্ষস্থল আক্রমণ পূর্ব্বক মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। অন্যান্য মাতঙ্গগণ নিপতিত বহুসঙ্খ্য মানবগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি গজ ধরাতলে পতিত হইয়া বিশাল দশন দ্বারা বহুসংখ্য রথীকে ভেদ করিল। কতকগুলি কুঞ্জর দশন সংশ্লিষ্ট নারাচ দ্বারা শত শত মনুষ্যকে মর্দ্দিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। কুঞ্জরগণ নিপতিত অশ্ব, রথ, গজ ও পিহিত লৌহতনুত্র নরগণকে স্থূল নলের ন্যায় প্রোথিত করিয়া ফেলিল। লজ্জাশীল রাজগণ কালবশতঃ গৃধ্রপক্ষাস্তীর্ণ একান্ত ক্লেশকর শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন পিতা পুত্রকে আক্রমণ পূর্ব্বক সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং পুত্র মোহপরবশ হইয়া পিতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে রথের অক্ষ ভগ্ন, ধ্বজ ছিন্ন ও ছত্র নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। কোন অশ্ব ছিন্ন যুগার্দ্ধ লইয়া অতিবেগে গমন করিল। অসিদণ্ডপরিশোভিত বাহু নিপতিত ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছিন্ন

ভিন্ন হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত কুঞ্জরগণ রথ সমুদায় আকর্ষণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। কোন স্থলে তুরঙ্গম মাতঙ্গ কর্ত্তৃক আহত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইতে লাগিল।

এই রূপে মর্য্যাদাবিহীন অতি ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। হা তাত! হা পুত্র! হা সখে! তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ? ঐ স্থানে অবস্থান কর; ধাবমান হইও না; ইহাকে প্রহার কর; উহাকে এই স্থানে আনয়ন কর; ঐ ব্যক্তিকে সংহার কর; এই রূপ ও অন্যান্য বহুবিধ বাক্য হাস্য, সিংহনাদ ও গর্জ্জন সহকারে সমুত্থিত হইতেছে, শ্রবণ করিলাম। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল; পার্থিবধূলিজাল উপশমিত হইয়া উঠিল। ভীরুস্বভাব মানবগণ বিমোহিত হইল। কোন বীরের রথচক্র অন্য বীরের রথচক্রে সংলগ্ন হওয়াতে অস্ত্রপ্রয়োগাবসর অতীত হইলে, তিনি গদাদ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। নিরাশ্রয় সংগ্রামে আশ্রয় লাভার্থী বীরগণ নিদারুণ কেশাকর্ষণ, মুষ্টিযুদ্ধ এবং নখ ও দশনাঘাতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন বীরের খড়্গসনাথ উদ্যত বাহুদণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। কাহারও বা শর, ধনু ও অঙ্কুশ পরিশোভিত বাহু ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কেহ বা কাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। কোন ব্যক্তি যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হইল; কেহ বা সমকক্ষ ব্যক্তির মস্তক ছেদন করিল। কেহ কেহ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি বেগে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বা নিতান্ত ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুতীক্ষ্ণ শরে স্বপক্ষকে কেহ বা বিপক্ষকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। শৈলশৃঙ্গ সদৃশ কোন কোন কুঞ্জর নারাচাহত হইয়া প্রাবৃট্‌কালীন নদীতটের ন্যায় নিপতিত

হইল। প্রস্রবণশালী শৈলসদৃশ মদমত্ত অন্য এক মাতঙ্গ রথী, অশ্ব ও সারথীকে নিপীড়িত করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। ভীরু-স্বভাব দুর্ব্বলহৃদয় মানবগণ শোণিতসিক্ত মহাবীরগণকে সংহার করিতে দেখিয়া মোহাভিভূত হইতে লাগিল। সকলেই উদ্বিগ্ন হইল; কিছুই বিদিত হইল না। সৈন্যপদোদ্ধূত ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে, সমর বিশৃ-ঙ্খল হইয়া উঠিল।

অনন্তর পাণ্ডবসেনাপতি নিত্যোৎসাহী পাণ্ডবগণকে "এই সমুচিত সময়" বলিয়া ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। বাহুবীর্য্যশালী পাণ্ডবগণ তাঁহার আদেশানুসারে সৈন্য বিনাশ করিয়া হংসগণ যেরূপ সরোবরে বিচরণ করে, তদ্রূপ আচার্য্য দ্রোণের রথাভিমুখে গমন করিলেন। উহাকে গ্রহণ কর; ধাবমান হইও না? শঙ্কা ত্যাগ কর; উহাকে সংহার কর; দ্রোণের রথাভিমুখে এইরূপ ভয়ঙ্কর ধ্বনি হইতে লাগিল। পরে দ্রোণ কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং জাতক্রোধ, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ দুর্নিবার পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত শরজালে একান্ত প্রপীড়িত হইয়াও আর্য্যধর্ম্মানুসারে দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া শত শত সায়ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক চেদি পঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বজ্রশব্দ সদৃশ মানবগণের ভয়প্রদ মৌর্ব্বী ও তলধ্বনি চতুর্দ্দিকে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। হে রাজন্! এই প্রকারে দ্রোণ পাণ্ডবগণকে বিমর্দ্দিত করিতেছেন, এই অবসরে মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য সংশপ্তককে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া শোণিতোদক সম্পন্ন শরৌঘমহাবর্ত্ত মহা হ্রদ হইতে সমুত্তীর্ণ

হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, অবলোকন করিলাম এবং সেই কীর্ত্তিশালী সূর্য্যসঙ্কাশ অর্জ্জুনের কপিধ্বজও দৃষ্টিগোচর হইল, পাণ্ডবমধ্যবর্ত্তী যুগান্তকালীন দিবাকর স্বরূপ সেই মহাবীর ধনঞ্জয় সায়ক সমূহ রূপ করজালে সংশপ্তক সাগর শুষ্ক করিয়া কৌরবগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। যেমন প্রলয়কালে ধূমকেতু সমুত্থিত হইয়া প্রাণিগণকে দগ্ধ করে, সেই রূপ ধনঞ্জয় অস্ত্রতেজে কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহিগণ বহু শরে তাড়িত হইয়া আলুলিতকেশ নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ আর্ত্তনাদ, কেহ কেহ বা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি অর্জ্জুনশরে সমাহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করত নিপতিত হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় যোধগণের নিয়ম স্মরণ করিয়া উত্থিত, নিপতিত ও পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণকে বিনাশ করিলেন না। কৌরবগণ প্রায় সকলেই বিস্মিত ও সমরে বিমুখ হইয়া হাহাকার ও কর্ণ! কর্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ কর্ণ তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে ছিলেন না। এক্ষণে শরণাগত কৌরবগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয় নাই বলিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন প্রদীপ্ত শরাসনধারী নিশিত শরনিকরসম্পন্ন কর্ণের শরনিকর সায়ক সমূহ দ্বারা নিবারণ করিলেন। কর্ণও তাঁহার শর সকল শর সমূহে নিবারণ ও শরবর্ষণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম ও সাত্যকি তিন তিন শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ সায়ক সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের শর নিবারণ করিয়া তিন শরে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি তিন বীরের শরাসন ছেদন করিলেন। তখন সেই বীরগণ ছিন্নায়ুধ হইয়া বিষহীন পন্ন-

গের ন্যায় রথ হইতে শক্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই বিষধর সদৃশ মহাবেগশালী শক্তি সকল প্রজ্বলিত হইয়া মহাবেগ সহকারে কর্ণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ তিন তিন শরে সেই সকল শক্তি ছেদন করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সপ্ত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সংহার করিলেন। তৎপরে ছয় শরে শত্রুঞ্জয়কে সংহার করিয়া এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিপাটের মস্তক ছেদন করিলেন। এইরূপে কর্ণের ভ্রাতৃত্রয় ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সাক্ষাতে ও কর্ণের সম্মুখে এক মাত্র ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

অনন্তর মহাবলশালী ভীমসেন খগরাজ বিনতাসুতের ন্যায় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা কর্ণপক্ষীয় পঞ্চ দশ বীরকে সংহার করিলেন; পরে রথারোহণ ও অন্য শরাসন ধারণ করিয়া দশ বাণে কর্ণ, পাঁচ বাণে তাঁহার সারথী ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া চন্দ্রবর্ম্মা ও নিষধদেশীয় বৃহৎক্ষত্রকে সমাহত করিলেন; এবং রথারোহণ পূর্ব্বক অন্য সরাশন গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ সহকারে এক বিংশতি শর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি অন্য শরাসন গ্রহণ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুঃষষ্টি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; পরে এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার শরাসন কর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার তিন শরে তাঁহার হস্তদ্বয় ও স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থলে প্রহার করিলে, রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য এবং জয়দ্রথ, সাত্যকিরূপ মহাসমুদ্রে নিমগ্ন কর্ণের উদ্ধার সাধন করিলেন। তাঁহার শত শত পদাতি, অশ্ব এবং হস্তী সাতিশয় ভীত হইয়া তাঁহারই পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ধৃষ্ট-

দ্যুম্ন, ভীম, অভিমন্যু, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এইরূপে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সংহারার্থ ঘোর সংগ্রাম হইতে লাগিল। সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পদাতি, রথী, হস্তী ও অশ্বগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। কোন স্থানে মাতঙ্গগণ রথী ও পদাতির সহিত, কোন স্থানে বা অশ্বের সহিত অশ্ব, হস্তীর সহিত হস্তী, রথীর সহিত রথী ও পদাতির সহিত পদাতিগণ মাংস-গৃধ্নু পশুগণের আনন্দজনক যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরে মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হস্তী কর্ত্তৃক বহুসংখ্য হস্তী, রথ, পদাতি ও অশ্বগণ নিহত হইল। কোন স্থানে হস্তী কর্ত্তৃক হস্তী, রথী কর্ত্তৃক রথী, অশ্ব কর্ত্তৃক অশ্ব, পদাতি কর্ত্তৃক পদাতি, কোথাও বা রথী কর্ত্তৃক হস্তী, হস্তী কর্ত্তৃক অশ্ব ও অশ্ব কর্ত্তৃক মনুষ্য ছিন্নজিহ্ব, ভগ্নদশন, গলিতনয়ন, প্রমথিত-কবচ ও ভ্রস্তভূষণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভীমদর্শন মাতঙ্গ সকল বহুশস্ত্রশালী অরাতিগণ কর্ত্তৃক গজপদে তাড়িত, অশ্ব ও রথনেমি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত, ভূতলে প্রোথিত ওসাতিশয় ব্যাকুল হইয়া বিনষ্ট হইল। এই প্রকারে পক্ষী, শ্বাপদ এবং রাক্ষসগণের আহ্লাদজনক অতি ভীষণ লোক-ক্ষয় উপস্থিত হইলে, মহাবল বীরগণ সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া বলপূর্ব্বক পরস্পরকে বিনাশ করত রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন, এবং শোণিতলিপ্ত ও সাতিশয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচল গত হইলে, কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ মৃদুমন্দসঞ্চারে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

সংশপ্তক বধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

অভিমন্যুবধ পর্ব্বাধ্যায়।

—০—

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অমিততেজা ফাল্গুনির প্রভাবে আমাদিগের সৈন্যগণ প্রভগ্ন, দ্রোণের সঙ্কল্প ব্যর্থ এবং যুধিষ্ঠির সুরক্ষিত হইলে সমরনির্জিত, বর্ম্মশূন্য, ধূলি-ধূসরিত সমরবিজয়ী বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সাতিশয় হাস্যাস্পদ কৌরবগণ উদ্বিগ্নচিত্তে দশ দিক্ অবলোকন করত দ্রোণাচার্য্যের অনুমতিক্রমে সংগ্রাম অবহার করিয়া মহারথ ধনঞ্জয়ের গুণ সমূহের প্রশংসা এবং তাঁহার সহিত বাসুদেবের সখ্যভাব শ্রবণে চিন্তা ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অভিশপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রজনী অবসান হইলে, মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধন বিপক্ষের উন্নতি দর্শনে একান্ত বিমনা ও ক্রুদ্ধ হইয়া যোদ্ধৃবর্গের সাক্ষাতে প্রণয় ও অভিমান সহকারে দ্রোণাচার্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে আচার্য্য! আমরা আপনার বধ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছি; যেহেতু আপনি যুধিষ্ঠিরকে সম্মুখীন দেখিয়া অদ্যাপি গ্রহণ করিলেন না। আপনি যাহার গ্রহণাভিলাষী, সে আপনার সমীপস্থ হইলে, যদি পাণ্ডবগণ অমরবৃন্দের সহিত একত্রিত হইয়া তাহারে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও তাহার কোনরূপেই নিস্তার নাই। আপনি প্রথমতঃ প্রসন্নচিত্তে আমাকে বর প্রদান করি-

য়াছেন, কিন্তু এক্ষণে কিপ্রকারে তাহার অন্যথাচরণ করিতেছেন? আর্য্য ব্যক্তিরা কখনই ভক্তজনকে নিরাশ করেন না।

সেই সময় দ্রোণাচার্য্য সাতিশয় লজ্জিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে নরপতে! আমি সতত তোমার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া অবস্থান করিতেছি; আমাকে কখনই এ প্রকার বোধ করিও না। কি দেব, কি দানব, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস ও কি উরগগণ কেহই পার্থরক্ষিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিতে পারেন না। যে স্থলে বিশ্বকর্ত্তা বাসুদেব বিরাজমান রহিয়াছেন ও ধনঞ্জয় সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছেন, সে স্থলে শূলপাণি মহাদেব ব্যতীত আর কাহারও বল সফল হইবে না। আমি যথার্থই কহিতেছি যে, অদ্য বিপক্ষগণের মধ্যে বীরবর এক মহারথকে নিহত ও অমরগণের দুর্ভেদ্য এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন রূপ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের সমীপ হইতে অপনীত কর। সমরে তাঁহার অবিদিত ও অসাধ্য কিছুই নাই। অর্জ্জুন নানা দেশ হইতে নানাবিধ বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছে।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এই প্রকার অনুমতি করিলে, সংশপ্তকগণ পুনর্ব্বার মহারথ পার্থকে সংগ্রামার্থ দক্ষিণ দিকে আহ্বান করিতে লাগিল। তখন সংশপ্তকদিগের সহিত ধনঞ্জয়ের অতি ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঈদৃশ সংগ্রাম কেহ কখন শ্রবণ বা দর্শন করে নাই। এ দিগে আচার্য্য দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। উহা মধ্যাহ্নকালীন প্রতপস্ত দিবাকরের ন্যায় সাতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অভিমন্যু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই ঐ দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ বারম্বার ভেদ করি

লেন। তৎপরে তিনি অতি দুষ্কর কার্য্যের সাধন ও সহস্র সহস্র বীরপুরুষকে সংহার করত ছয় বীরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ও দুঃশাশন পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাহাতে আমরা নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। পাণ্ডবেরা শোকে অতিশয় বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। তৎপরে আমরা অবহার করিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অপ্রাপ্তযৌবন অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুর নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; রাজ্যাভিলাষী বীরগণ যে ক্ষত্রধর্ম্মের অনুসরণক্রমে বালকের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, ধর্ম্মকর্ত্তারা ঐ ক্ষত্রধর্ম্মকে কি নিদারুণ করিয়াই সৃজন করিয়াছেন! অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ, সাতিশয় সুখী ও নিঃশঙ্কচিত্তে সঞ্চরণকারী বালক অভিমন্যুকে কিরূপে সংহার করিল? এবং পুরুষসিংহ অভিমন্যু রথ সৈন্য নিহত করিবার অভিলাষে যে প্রকারে রণাঙ্গনে বিচরণ করিয়াছিল, তাহা আমার নিকট বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমাকে যে সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সবিস্তরে আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু সেনাগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত যে রূপে সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিয়াছিলেন, জয়াভিলাষী দুর্নিবার বীরপুরুষগণ যে রূপে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন, এবং আপনার পক্ষীয় বীরগণ তৃণ, গুল্ম ও পাদপ সমাকীর্ণ কাননমধ্যে দাবানল পরিবেষ্টিত অরণ্যবাসিগণের ন্যায় যেরূপে ভয়ে একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র ও বাসুদেব সংগ্রামে সাতিশয় উগ্রকর্ম্মা ও অমরগণের দুরধিগম্য এবং কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারাশ্রমশীলতার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির সত্ত্ব, কর্ম্ম, অন্বয়, বুদ্ধি, কীর্ত্তি, যশ ও সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, সতত সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও দান্ত। তিনি বিপ্র পূজা প্রভৃতি সদ্গুণে সুশোভিত হইয়া অবিরত স্বর্গ ভোগ করিতেছেন। যুগক্ষয়কালীন কৃতান্ত, জামদগ্ন্য ও রথারূঢ় ভীমসেন এই তিন জন সমকক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। পৃথিবী-মধ্যে সত্যসন্ধ গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের উপমা নাই। গুরুভক্তি, মন্ত্ররক্ষণ, বিনয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অনুকৃতি ও শূরতা এই ছয় প্রকার গুণ নকুলে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। সহদেব শ্রুত, গম্ভীরতা, মধুরতা, সত্ত্ব, রূপ ও পরাক্রমে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের সদৃশ। বাসুদেব ও পঞ্চপাণ্ডবে যে সমস্ত গুণ অবস্থান করে, সেই সমস্ত গুণ এক অভিমন্যুতেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রাজা যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য, বাসুদেবের স্বভাব, ভীমসেনের কার্য্য, ধনঞ্জয়ের রূপ, বিক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞান এবং নকুল ও সহদেবের নম্রতার সাদৃশ্য নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! রণদুর্জ্জয় অভিমন্যু কি প্রকারে যুদ্ধস্থলে নিহত হইল, আমি তাহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

সঞ্জয় কহিলেন হে নরনাথ! আপনি দুঃসহ শোক সম্বরণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিত হউন। আমি আপনার সুহৃদ্গণের সংহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আচার্য্য

দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে ইন্দ্রসদৃশ ভূপালগণকে সংস্থাপিত করিলেন। উহার দ্বারদেশে দিবাকর সন্নিভ রাজপুত্রগণ সন্নিবেশিত হইলেন। তখন সমস্ত রাজপুত্র মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই রক্তপতাকা সুশোভিত, রুক্মহারমণ্ডিত, চন্দন ও অগুরুচর্চ্চিত, রক্তভূষণসম্পন্ন, সূক্ষ্মরক্তাম্বরধারী, মাল্যদামশোভিত, হেম খচিত ধ্বজদণ্ডে শোভিত ও কৃতপ্রতিজ্ঞ। ঐ দশ সহস্র রাজতনয় সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবার মানসে পার্থতনয় অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা পরস্পর সমদুঃখ সুখ, সমসাহস ও প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে পুরোবর্ত্তী করত পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে সমরে সমুদ্যত হইলেন। শ্বেতছত্র ও চামরে উদয়মান প্রভাকরের ন্যায়, দেবরাজ সদৃশ শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধন মহাবীর কর্ণ, কৃপ ও দুঃশাসন কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রোণাধিকৃত বাহিনীমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সিন্ধুপতি জয়দ্রথ সৈন্যমধ্যে সুমেরু গিরির ন্যায় স্থিরচিত্তে অবস্থান করিলেন। দেবপ্রতিম আপনার ত্রিংশৎ পুত্র অশ্বত্থামাকে অগ্রসর করিয়া জয়দ্রথের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্যূতদেবী গান্ধারপতি শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রবা সিন্ধুপতির পার্শ্বে শোভমান হইলেন। তদনন্তর উভয়পক্ষীয় বীরপুরুষগণ জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অতি ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কুন্তিভোজ, দ্রুপদ, অভিমন্যু, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিশুপালনন্দন, ক্ষত্রধর্ম্মা, বৃহৎক্ষত্র, চেদিপতি, ধৃষ্টকেতু, মাদ্রীর তনয়দ্বয়, ঘটোৎকচ, যুধামন্যু, মহাবলশালী কৈকেয়গণ, শত সহস্র সৃঞ্জয় ও অন্যান্য রণদুর্ম্মদ বীরগণ যুদ্ধাভিলাষে দ্রোণের প্রতি সহসা ধাবমান হইলেন। মহাবলশালী দ্রোণাচার্য্য অসম্ভ্রান্তচিত্তে সমীপস্থ বীরদিগকে শরবৃষ্টি দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রবল বারিপ্রবাহ যেরূপ দুর্ভেদ্য পর্ব্বতকে অতিক্রমণ করিতে পারে না, সাগর সকল যে পরূ বেলা অতিক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ পাণ্ডবীয় বীরগণ আচার্য্যকে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইলেন না। ফলতঃ তাঁহারা সৃঞ্জয়দিগের সহিত দ্রোণনির্ম্মুক্ত শর সমূহে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহার অভিমুখে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। তৎকালে আমরা আচার্য্যের অদ্ভুত বাহুবল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধান্বিতচিত্তে দ্রোণকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দ্রোণকে নিবারণ করা অন্যের সাধ্য নয়, ইহা বিবেচনা করত অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ সদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন অভিমন্যুর প্রতি দুর্ব্বহ ভার সমর্পণ করিয়া কহিলেন, হে বৎস! আমরা কি প্রকারে এই চক্রব্যূহ ভেদ করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে ধনঞ্জয় আসিয়া যাহাতে

আমাদিগকে নিন্দা না করে, এরূপ উপায় বিধান কর। তুমি ধনঞ্জয়, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন এই চারি জন ভিন্ন আর কোন-ব্যক্তিকে এই চক্র ব্যূহ ভেদ করিতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এক্ষণে পিতৃগণ, মাতুলগণ ও সৈন্যগণ তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি ইহাঁদিগকে বর প্রদান কর। তুমি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে দ্রোণের সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হও। নতুবা অর্জ্জুন আসিয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিবে।

অভিমন্যু কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি পিতৃগণের জয় প্রাপ্তির অভিলাষে সত্বর হইয়া দ্রোণের সুদৃঢ় ভয়াবহ সেনাসাগরে অবগাহন করিব। হে আর্য্য! আপনি আমাকে দ্রোণসৈন্য বিনাশে অনুমতি করিলেন, কিন্তু কোন বিপদাবহ কার্য্যে অগ্রসর হইতে আমার সাহস হয় না। রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! তুমি সৈন্য ভেদ করিয়া আমাদিগের প্রবেশদ্বার প্রস্তুত কর। তুমি তথায় গমন করিলে, আমারা তোমার অনুগামী হইব; তুমি সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের সদৃশ, তোমকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়া আমরা চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করত তোমার পশ্চাদ্গামী হইব। ভীম কহিলেন, বৎস! তুমি একবার যে ব্যূহ ভেদ করিবে, আমরা তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রধান প্রধান বীরগণকে বিনষ্ট করিব।

অভিমন্যু কহিলেন, যেরূপ পতঙ্গ ক্রোধ ভরে অনল-মধ্যে প্রবেশ করে, সেই রূপ আমি নিতান্ত দুরধিগম্য দ্রোণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিব। অদ্য আমি পিতৃ মাতৃ-কুলের হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠান করিব। মাতুল ও পিতার প্রিয়ানুষ্ঠানে অবশ্যই প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে প্রাণিগণ একমাত্র শিশুর হস্তে শত্রু কুল বিনষ্ট হইতে দর্শন করিবেন। যদি অদ্য কেহ আমার হস্তে প্রাণত্যাগ না করে, তাহা হইলে,

আমি সুভদ্রার গর্ব্ভজাত ও ধনঞ্জয়ের ঔরসে সঞ্জাত হই নাই। যদি আমি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া নিখিল ক্ষত্রিয় গণকে অষ্টধা খণ্ড খণ্ড করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি আর আপনাকে অর্জ্জুনের আত্মজ বলিয়া স্বীকার করিব না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! তুমি আজি সাধ্য, রুদ্র ও দেবকল্প, মহাবল পরাক্রান্ত, বসু, হুতাশন ও সূর্য্যসদৃশ বিক্রমশালী মহাবীরগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত নিতান্ত দুরধিগম্য দ্রোণসৈন্য বিনাশ করিতে উৎসাহান্বিত হইয়াছ, অতএব তোমার বল বর্দ্ধিত হউক; মহাবীর অভিমন্যু রাজা যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুমিত্র! তুমি শীঘ্র দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে অশ্ব চালন কর।

—•—

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! অভিমন্যু যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক চল চল বলিয়া বারম্বার আদেশ করিলে, সারথি তাঁহাকে কহিল, আয়ুষ্মন্! পাণ্ডব-গণ আপনার প্রতি গুরুভার সমর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে এই কার্য্য আপনার উপযুক্ত কি না, সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন; আচার্য্য দ্রোণ কার্য্যনিপুণ, দিব্যাস্ত্র কুশল; আপনি নিরন্তর সুখ সম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। তখন অভিমন্যু সহাস্য বদনে কহিলেন, হে সারথে! ক্ষত্রিয়গণ ও দ্রোণাচার্য্যের কথা দূরে থাকুক, অমর-গণ পরিবৃত ঐরাবতসমারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ

করিব। অদ্য ক্ষত্রিয়গণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আমার কিছুই বিস্ময় নাই। এই সকল শত্রুসৈন্য আমার ষোড়শাংশের উপযুক্ত হইতেছে না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, বিশ্ববিজয়ী মাতুল ও পিতার সহিত সংগ্রাম করিতেও আমি ভীত হই না। অভিমন্যু এই প্রকারে সারথির বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূত! তুমি সত্বর দ্রোণ সৈন্যের অভিমুখে গমন কর।

পরে সারথি সাতিশয় অসন্তুষ্টচিত্তে ত্রিবর্ষ বয়স্ক সুবর্ণ-মণ্ডিত হয়গণকে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে সঞ্চালন করিল। মহা-বেগবলশালী অশ্বগণ সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইল। কৌরবগণ অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুকে আগমন করিতে দেখিয়া আচার্য্যকে অগ্রসর করত গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণ অভি-মন্যুর অনুগামী হইলেন। যে রূপ সিংহশিশু হস্তিযূথ প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ কর্ণিকার লাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ডশালী সুবর্ণ-রত্নালঙ্কৃত অভিমন্যু সংগ্রামাভিলাষী হইয়া নির্ভীকের ন্যায় দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন কৌরবগণ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া অভিমন্যুকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সরিদ্বরা গঙ্গার আবর্ত্ত যে রূপ সাগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তুমুল হইয়া থাকে, সেই রূপ পরস্পর প্রহরণশীল বীরগণের অতি ভয়াবহ সংগ্রাম হইতে লাগিল উঠিল। এই অবসরে মহাবলশালী অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাতে ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ মহা-বীর অভিমন্যুকে বিপক্ষমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বীরসংহারে সমুদ্যত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন ক-রিলে, বীরগণ নানাবিধ বাদ্যধ্বনি, সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফোটন,

গভীর গর্জ্জন, হুঙ্কার, থাক্ থাক্ শব্দ, অতি ভীষণ হলহলা রব, গমন করিও না, আমার সমীপে অবস্থান কর, আমি এই স্থানে রহিয়াছি, এই প্রকার কোলাহল, হস্তিবৃংহিত, অলঙ্কারশিঞ্জিত, হাস্য ও অশ্বের খুরধ্বনি দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল নিনাদিত করিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু তাঁহাদিগকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া মর্ম্মচ্ছেদী শর সমূহ দ্বারা সংহার করিতে লাগিলেন। তাহারা নানাবিধ লক্ষণাঙ্কিত শরনিকরে নিহত হইয়া শলভের বহ্নিপ্রবেশের ন্যায় সংগ্রামস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল। সেই সময় রণাঙ্গন তাহাদিগের অবয়বে কুশসমাচ্ছন্ন যজ্ঞবেদীর ন্যায় সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু গোধাচর্ম্মবিনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, শর, কার্ম্মুক, অসি, বর্ম্ম, অঙ্কুশ, অভীষু, তোমর, পরশু, গদা, অয়োগুড়, প্রাস, ঋষ্টি, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শক্তি, কম্পন, প্রতোদ, মহাশঙ্খ, কুন্ত, কবচগ্রহ, মুদ্গর, ক্ষেপণীয়, পাশ, উপল, কেয়ূর ও অঙ্গদে সুশোভিত মনোহর গন্ধানুলিপ্ত সহস্র সহস্র করযুগল ছেদন করিলেন। খগরাজছিন্ন, পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের ন্যায় রুধিরসিক্ত হস্ত সমূহ দ্বারা রণস্থল অতি শোভমান হইতে লাগিল। যে সকল মস্তক মনোহর নাসিকা, আস্য ও কেশকলাপে সুশোভিত, রমণীয় কুণ্ডল, মাল্য, মুকুট, উষ্ণীষ ও মণিরত্নে বিভূষিত পদ্মসদৃশ এবং চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী ও ব্রণ বিহীন; যাহা রোষভরে ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া রহিয়াছে; যাহা হইতে অনবরত শোণিতধারা বিনির্গত হইতেছে; জীবিতাবস্থায় যাহা হইতে হিতকর ও প্রীতিজনক বাক্য নির্গত হইত, মহাবল অভিমন্যু বিপক্ষগণের সেই মস্তক সমূহ দ্বারা মেদিনীমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধর্ব্বনগরাকার যে সকল রথ ঈশামুখ, বিচিত্র বেণু ও দণ্ডে

উত্তমরূপে সজ্জিত ছিল। অভিমন্যুর শরজাল দ্বারা তাহার রথী সকল বিনষ্ট; জঙ্ঘা, অক্ষি, নাসা, দশন, চক্র, উপস্কর ও উপস্থ সকল ছিন্ন, উপকরণ সমস্ত ভগ্ন, আস্তরণ সমুদয় নিক্ষিপ্ত, অবশেষে রথ সকল খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। পরে তিনি পতাকা, অঙ্কুশ এবং ধ্বজসম্পন্ন, তূণবর্ম্মধারী, শত্রুপক্ষীয় গজারোহী, গজ ও পাদরক্ষকগণকে গ্রীবা বন্ধন রজ্জু, কম্বল, ঘণ্টা, শুণ্ড, দশনাগ্রভাগের সহিত শাণিত সায়ক সমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন। বানায়ুজ কাম্বোজ, বাহ্লিক এবং পর্ব্বতীয়, স্থিরপুচ্ছ, স্থিরকর্ণ, স্থিরলোচন, বেগসম্পন্ন যে সকল অশ্ব শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসযোধী সুশিক্ষিত যোদ্ধৃবর্গে সমারূঢ় ছিল, তাহাদিগের মুকুট ও চামর বিনষ্ট, জিহ্বা ও নয়ন ছিন্ন, অন্ত্র ও যকৃৎ নিষ্কাশিত, আরোহী সকল নিহত এবং চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকল নিকর্ত্তিত হইল। তাহারা মল, মূত্র ও শোণিতধারায় পরিপ্লুত এবং বিগতপ্রাণ হইয়া ক্রব্যাদগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। যেরূপ ভগবান্ ত্রিলোচন দুর্দ্দান্ত অসুর সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিষ্ণুতুল্য প্রভাসম্পন্ন অভিমন্যু এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া অঙ্গত্রয়শালী আপনার সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত ও পদাতিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কার্ত্তিকেয় যে রূপ অসুর সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ একমাত্র অভিমন্যুকে কৌরব সৈন্য সংহার করিতে দর্শন করিয়া আপনার পক্ষীয় বীরগণ ও আপনার পুত্রগণ দশ দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদিগের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল; নেত্রদ্বয় সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল; শরীর কণ্টকিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল। তখন তাহারা শত্রুবিজয়ে একান্ত উৎসাহবিহীন ও পলায়নপর হইয়া জীবিতাভিলাষে গোত্র এবং নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক

পরস্পরকে আহ্বান, নিহত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু ও সম্বন্ধীদিগকে পরিত্যাগ এবং হস্তী ও অশ্বে আরোহণ করত সত্বর প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে নরনাথ! রাজা দুর্য্যোধন অভিমন্যুর শরনিকরে স্বীয় সেনাগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান দেখিয়া যোধগণকে কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা সত্বরে দুর্য্যোধনের অনুগমন কর। অভিমন্যু আমাদিগের সাক্ষাতেই বীরগণকে সংহার করিতেছেন। এক্ষণে তোমরা নির্ভয়চিত্তে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইয়া কৌরবদিগকে পরিত্রাণ কর। তখন মহাবলশালী রণবিজয়ী সুহৃদ্গণ তাঁহার আজ্ঞানুসারে ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদনন্তর আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, বৃহদ্বল, মদ্ররাজ, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল্য ও পৌরব বৃষসেন নিরন্তর শরবৃষ্টি দ্বারা অভিমন্যুকে নিবারিত ও বিমোহিত করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে পরিমুক্ত করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু আস্যদেশ হইতে আচ্ছিন্ন কবলের ন্যায় এই ব্যাপার সহ্য করিতে না পারিয়া শরজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক অশ্ব, সারথী ও মহারথগণকে পরাঙ্মুখ করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দ্রোণপ্রমুখ মহারথগণ আমিষলিপ্সু সিংহ সদৃশ অভিমন্যুর সেইগর্জ্জন সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না; সুতরাং বহুসংখ্য রথদ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নানাবিধ লাঞ্ছনযুক্ত শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু সায়ক নিচয় দ্বারা আকাশপথেই সেই সমস্ত শরজাল নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদিগেকে বিদ্ধ করিলেন। তখন এই ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পরে দ্রোণপ্রমুখ মহাবীরগণ ক্রোধপরবশ হইয়া সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যুকে সংহার করিবার নিমিত্ত বিষধর সদৃশ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু একাকী বেলার ন্যায় বিক্ষোভিত সাগর সদৃশ সেই বল ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত উভয় পক্ষের কেহই রণস্থল হইতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। সেই সময় দুঃসহ নয়, দুঃশাসন দ্বাদশ, কৃপাচার্য্য তিন, দ্রোণ সপ্ত দশ, বিবিংশতি সপ্ততি, কৃতবর্ম্মা সাত, বৃহদ্বল আট, অশ্বত্থামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্ররাজ ছয়, শকুনি দুই ও দুর্য্যোধন তিন শরে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলে, মহাপ্রতাপশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতেই তাঁহাদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধনপ্রভৃতি বীরগণ অভিমন্যুকে এই প্রকার ভয় প্রদর্শন করিলেও, তিনি নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া অভ্যাসকৃত বল প্রদর্শন পূর্ব্বক খগরাজ গরুড় ও পবনতুল্য মহাবেগসম্পন্ন, সারথির নিয়োগবর্ত্তী অশ্ব দ্বারা ত্বরমাণ অশ্মকেশ্বরকে নিবারণ করিলেন। শ্রীমান্ অশ্মকেশ্বর অভিমন্যুর সম্মুখীন হইয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে, মহাবীর অভিমন্যু হাস্য করিতে করিতে দশ শরে তাহার সারথি, অশ্ব, ধ্বজ, বাহুদ্বয়, শরা-

সন ও মস্তক ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। এই অবসরে অশ্মকেশ্বরের সৈন্য সকল পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পরে কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, সুষেণ, কুণ্ডভেদি, প্রতর্দ্দন, বৃন্দারক, ললিত্থ, প্রবাহ, দীর্ঘলোচন ও দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমন্যুর প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু ঐ সকল শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া কর্ণের প্রতি কবচ ও দেহভেদী এক শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর কর্ণের কবচ ভেদ করিয়া বল্মীকমধ্যে সর্প প্রবেশের ন্যায় ধরাতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর কর্ণ সেই দারুণ আঘাতে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিকম্পকালীন পর্ব্বতের ন্যায় বিকম্পিত হইয়া উঠিলেন। পরে অভিমন্যু ক্রোধপরবশ হইয়া অন্য শাণিত তিন শর দ্বারা দীর্ঘলোচন, সুষেণ ও কুণ্ডভেদিকে বিদ্ধ করিলে, মহাবীর কর্ণ তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি নারাচ, অশ্বত্থামা বিংশতি শর ও কৃতবর্ম্মা সাত শর নিক্ষেপ করিলেন। সৈন্য সকল শরাচ্ছন্ন দেহ, নিতান্ত ক্রুদ্ধ অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুকে পাশহস্ত যমের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে অবলোকন করিল। মহাপ্রতাপবান্ অভিমন্যু সমীপস্থ শল্যকে শর সমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া কুরুসৈন্যদিগকে বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক আক্রোশ করিতে লাগিলেন। শল্য মর্ম্মভেদী শরনিকরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে বিষণ্ণ ও বিমোহিত হইলেন। হে রাজন্! আপনার সৈন্যগণ শল্যকে শরবিদ্ধ অবলোকন করিয়া সিংহ নিপীড়িত মৃগের ন্যায় আচার্য্যের সাক্ষাতে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে দেবতা, চারণ, সিদ্ধ ও পিতৃগণ এবং ধরাতলগত ভূত সমস্ত সাংগ্রা-

ম্নিক যশে অভিমন্যুকে অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি হুত হুতাশনের ন্যায় অতি মনোহর শোভা ধারণ করিলেন।

—•—

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! অর্জ্জুন তনয় মহাবীর অভিমন্যু এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর গণকে বিমর্দ্দন করিতেছে দেখিয়া অস্মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়া ছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর অর্জ্জুন তনয় যে রূপে দ্রোণ পরিরক্ষিত রণসৈন্য ভেদ করিবার মানসে সমর ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠকে অভিমন্যুশরে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া রোষভরে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লঘুহস্ত মহাবীর অর্জ্জুনতনয় শাণিত সায়ক সমূহ নিক্ষেপ করিয়া এক কালে তাঁহার মস্তক, হস্ত, পাদ, অশ্বচতুষ্টয়, ছত্র, ধ্বজ, ত্রিবেণু, তল্প, চক্র, যুগ, ঈষা, তূণীর অনুকর্ষ, পতাকা ও অন্যান্য রথোপকরণ এবং দুইজন চক্র গোপ্তা ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কেহই তাঁহারে নয়নগোচর করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর শল্যানুজ এইরূপে অর্জ্জুনতনয়ের শরে নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তথাকার লোক সকল অর্জ্জুনতনয়ের সেই অলৌকিক কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে শল্যের কনিষ্ঠভ্রাতা বিনষ্ট হইলে তদীয় সৈন্য গণ অভিমন্যুকে স্ব স্ব কুল, অধিবাস ও নাম শ্রবণ করাইয়া

বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। সেই সকল সৈন্যের মধ্যে কতকগুলি রথে, কতকগুলি অশ্বে, কতকগুলি গজে ও পদব্রজে গমন পূর্ব্বক বাণশব্দ, রথনেমি নিস্বন, হুঙ্কার, সিংহনাদ, জ্যানিস্বন, তলধ্বনি ও ঘোরতর গর্জ্জন করত অদ্য জীবিতাবস্থায় আমাদের হস্তে নিস্তার নাই বলিয়া অভিমন্যুর প্রতি গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন অভিমন্যু তাহাদিগকে এই রূপ কহিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং সেই সমস্ত তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে অগ্রে প্রহার করিল, তাহাকে অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধকরিয়া বিচিত্র হস্ত লাঘব প্রদর্শন করিবার মানসে মৃদুতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের নিকট যে অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের ন্যায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ কালে তাঁহার শর নিক্ষেপ ও শর গ্রহণ ও উভয়ের কিছুই প্রভেদ রহিল না। অর্জ্জুন তনয়ের প্রস্ফুরিত শরাসন চতুর্দ্দিকে শরৎকালীন সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার জ্যা ও তলধ্বনি বর্ষাকালীন জলদমণ্ডল বিনির্ম্মুক্ত অশনি নিস্বনের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। হ্রীমান্, অমর্ষী, প্রিয়দর্শন সুভদ্রা তনয় অভিমন্যু বীরগণের সম্মান রক্ষার্থ শর ও অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রভাকর যেরূপ প্রাবৃট্ কাল অতিক্রান্ত হইলে খরতর হইয়া উঠেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুন তনয় অভিমন্যু প্রথমে মৃদুভাবে পরে ক্রমে তীক্ষ্ণতা অবলম্বন পূর্ব্বক দিবাকর কিরণের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ রুক্মপুঙ্খ বিচিত্র শরনিকর বর্ষণকরিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সহস্র সহস্র ক্ষুরপ্র, বৎসদণ্ড, বিপাঠ, অর্দ্ধচন্দ্র সন্নিভ নারাচ, ভল্ল, ও অঞ্জলিক দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষে রথ সৈন্যকে আচ্ছাদিত করিলেন।

এই প্রকারে কৌরব সৈন্যগণ মহাবীর অভিমন্যুর ভয়ঙ্কর সায়ক সমূহে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল।

—— ০ ——

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অর্জ্জুননন্দন মৎ-পুত্রের সৈন্যগণকে অনায়াসে নিবারণ করিতেছে শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় লজ্জা ও সন্তোষে যুগপৎ আক্রান্ত হইতেছে। এক্ষণে অসুরগণের সহিত কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধের ন্যায় কৌরবগণের সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ বিস্তার করিয়া বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর অভিমন্যু একাকী যে বহুসংখ্য যোধগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারথ অভিমন্যু উৎসাহ সহকারে রথারোহণ পূর্ব্বক সমরোৎসাহী শত্রুনিপাতন কৌরবপক্ষ বীরগণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমরাঙ্গনে ঐ মহাবীর অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ পূর্ব্বক দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভোজ, বৃহদ্বল, দুর্য্যোধন, সোমদত্তি, শকুনি, অন্যান্য বহুসংখ্যক ভূপতি ও রাজতনয় এবং সেনাগণকে অতি ত্বরায় শরবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তিনি এরূপ শীঘ্র পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন যে, তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে রাজন্! অমিততেজা অভিমন্যুর এইরূপ অসাধারণ সমর নিপুণতা দর্শন করিয়া কৌরব সৈন্যগণ একান্ত ভীত ও বিকম্পিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় প্রতাপশালী মহারথ আচার্য্য দ্রোণ অভিমন্যুর অসামান্য পরাক্রম নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে দুর্য্যোধনের মর্ম্ম বিঘটিত করিয়াই যেন কৃপাচার্য্যকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন, হে ভদ্র! ঐ দেখ, মহাবীর অর্জ্জুননন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও অন্যান্য বান্ধব, সম্বন্ধী এবং মধ্যস্থগণকে সন্তোষিত করিয়া পাণ্ডবগণের সম্মুখে গমন করিতেছে। আমার মতে উহার সদৃশ সমরবিশারদ ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে সমস্ত কৌরব সৈন্যকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ, কিন্তু কি জন্য তাহা করিতেছে না, বলিতে পারি না।

তখন রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ, বাহ্লিক, দুঃশাসন, শল্য ও অন্যান্য নৃপতিগণকে কহিতে লাগিলেন, হে নৃপগণ! দেখ, সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য দ্রোণ মোহপ্রযুক্ত অর্জ্জুন নন্দনকে সংহার করিতে বাসনা করিতেছেন না। আমি সত্যই কহিতেছি যে, আচার্য্য নিধনোদ্যত হইয়া যুদ্ধ করিলে মানবের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নিকট কৃতান্তেরও নিস্তার নাই। কিন্তু ধনঞ্জয় তাঁহার প্রিয় শিষ্য; শিষ্য, পুত্র ও তাহাদের ধার্ম্মিক অপত্য একান্ত স্নেহের ভাজন হয় বলিয়াই আচার্য্য অভিমন্যুকে রক্ষা করিতেছেন। অর্জ্জুন তনয় আচার্য্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই আপনাকে বীর্য্যশালী বোধ করিতেছে; অতএব ঐ পৌরুষাভিমানী নরাধমকে সত্বরে নিধন কর।

মহাবীরগণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে অভিমন্যুকে সংহার করিবার অভিলাষে ত্বরান্বিত হইয়া আচার্য্য দ্রোণের সমক্ষে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় দুঃশাসন গর্ব্বিত বাক্যে দুর্য্যোধনকে কহিলেন।

হে রাজন্! রাহু যেরূপ দিবাকরকে গ্রাস করে, সেইরূপ অদ্য আমি সমস্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সমক্ষে অভিমন্যুকে সংহার করিব। তখন অভিমানী বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আমার হস্তে অভিমন্যুর নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবশ্যই জীবন পরিত্যাগ করিবে; পরে কৃষ্ণার্জ্জুনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে অন্যান্য পাণ্ডবগণ বন্ধু বান্ধবের সহিত জড়ের ন্যায় অসমর্থ হইয়া এক দিনেই কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! এই রূপে এক অভিমন্যু বিনষ্ট হইলে তোমার সমস্ত শত্রু বিনষ্ট হইবে, অতএব আমার মঙ্গল চিন্তাকর, আমি তোমার অরিগণকে সংহার করিতেছি।

মহারাজ! আপনার তনয় দুঃশাসন এই বলিয়া উচ্চ-স্বরে আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ চিত্তে অভিমন্যুর অভিমুখে গমন করত তাঁহার প্রতি শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারথ অভিমন্যুও তাঁহার প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন রোষভরে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অভিমন্যুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ রথশিক্ষাবিশারদ মহাবীর দ্বয় রথ দ্বারা সব্য ও দক্ষিণে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে পণব, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, ক্রকচ, মহানক, ঝর্ঝরি, ও ভেরীধ্বনি এবং সাগর সদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

—o—

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! শরবিক্ষতাঙ্গ মহাবীর অভিমন্যু দর্প সহকারে স্বীয় শত্রু মহাবীর দুঃশাসনকে কহিতে লাগিলেন, হে বৃথা রোষপরায়ণ, অধর্ম্মানুরক্ত বীরাভিমানী পুরুষ! আজি সৌভাগ্যক্রমে সমরাঙ্গনে তোমারে নিরীক্ষণ করিতেছি; তুমি যে সভামধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে কটূক্তি দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কোপিত করিয়াছিলে, এবং কপট দ্যূত অবলম্বন পূর্ব্বক বলমদে মত্ত হইয়া মহাবীর ভীমসেনকে যে কুবাক্য কহিয়াছিলে, আজি তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। অরে দুর্ম্মতি! অদ্য অচিরাৎ পরবিত্তাপহরণ, রোষ, অশান্তি, লোভ, অজ্ঞানতা, দ্রোহ, অত্যাহিত এবং আমার গুরুগণের রাজ্য হরণ প্রভৃতি অধর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। আমি সমরে সেনাগণের সমক্ষে অতি সত্বরে শরনিকর দ্বারা তোমারে শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক ক্রোধপরায়ণ দ্রুপদাত্মজা ও অমর্ষপরবশ মহাবীর ভীমসেনের নিকট অঋণী হইব। যদি তুমি সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না কর, তাহা হইলে আমার নিকট কোনক্রমেই তোমার জীবন রক্ষা হইবে না।

মহাবীর অর্জ্জুননন্দন এইরূপে তর্জ্জন করিয়া দুঃশাসনের সংহার জন্য কাল, অগ্নি ও অনিল সদৃশ তেজঃসম্পন্ন অতি নিদারুণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যুর পরিত্যক্ত সায়ক দুঃশাসনের জত্রুদেশ ভেদ করিয়া ভুজঙ্গের বল্মীক প্রবেশের ন্যায় পুঙ্খের সহিত ধরাতলে প্রবেশ করিল। পুনরায় মহাবীর অভিমন্যু শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক

দুঃশাসনকে পঞ্চবিংশতিশরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন অভিমন্যুর শরনিকরে বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপরি শয়ান ও মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তৎকালে সারথি তাঁহারে অচেতন দেখিয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত করিলে, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও কৈকেয়গণ এবং বিরাট সকলেই ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ সমরাঙ্গনে সন্তুষ্ট হইয়া নানাবিধ বাদ্য বাদন পূর্ব্বক বিস্মিতমনে প্রধান শত্রু দুঃশাসনপরাজয়কারী মহাবীর অভিমন্যুর পরাক্রম দর্শন করিতে লাগিল। ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি লক্ষিত ধ্বজমণ্ডিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবীর দ্রৌপদী তনয়গণ, মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কৈকেয়, ধৃষ্টকেতু, মৎস্য, পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয়গণ যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণে সমবেত হইয়া দ্রোণ সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার অভিলাষে সত্বরে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বিজয়াভিলাষী উভয়পক্ষ বীরগণের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। এইরূপে অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকে কহিলেন, অঙ্গরাজ! ঐ দেখ, ভাস্করের ন্যায় প্রতাপশালী মহাবীর দুঃশাসন রণস্থলে বিপক্ষসৈন্যগণকে সংহার করিয়া অবশেষে অভিমন্যুর বশতাপন্ন হইয়াছে এবং পাণ্ডবগণ মহাবল কেশরীর ন্যায় ক্রুদ্ধচিত্তে অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার মানসে সমরাঙ্গনে অতি বেগে গমন করিতেছে।

হে রাজন্! সেই সময় আপনার পুত্রের পরমহিতৈষী মহাবীর কর্ণ রোষভরে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমূহে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অনুচরগণের প্রতি তীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আচার্য্যাভিমুখে গমনাভিলাষী

মহাবীর অর্জ্জুননন্দন সত্বরে ত্রিসপ্ততি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরব পক্ষীয় রথিপ্রবরদিগকে ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি কৌরব সৈন্যের মধ্যে কেহই ঐ মহাবীর পুরন্দর পৌত্রকে দ্রোণাভিমুখ গমনে নিবারণ করিতে পারিলেন না। সেইসময় সমস্ত ধনুর্দ্ধর অপেক্ষা অভিমানী বিজয়াভিলাষী পরশুরাম শিষ্য মহাবীর কর্ণ শত শত উত্তমাস্ত্রে অভিমন্যুকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাপরাক্রান্ত দেবতুল্য অর্জ্জুন তনয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি শিলাশিত আনত পর্ব্ব বহু ভল্ল দ্বারা বীরগণের শরাসন ছেদন করত বলপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং শরাসন পরিত্যক্ত বিষধর সদৃশ শরনিকরে তাঁহার ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব সকল ও সারথিরে ছেদন করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অভিমন্যুর প্রতি সন্নত পর্ব্ব পঞ্চশর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জ্জুন কুমার অনায়াসে সেই সমস্ত শর সহ্য করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তৎকালে কর্ণের ভ্রাতা তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করত সত্বরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। সানুচর পাণ্ডবগণ কর্ণের ঐ রূপ দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ, বাদিত্র বাদন ও অভিমন্যুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এক চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! কর্ণের ভ্রাতা বারংবার গর্জ্জন ও শরাসনজ্যা আকর্ষণ পূর্ব্বক অতি ত্বরায় অভিমন্যু ও কর্ণের রথমধ্যস্থলে

উপস্থিত হইয়া দশ বাণ নিক্ষেপ করত অভিমন্যুকে ও তাঁহার সারথিকে ছত্র, ধ্বজ ও তুরঙ্গের সহিত বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু স্বীয় পিতা ও পিতামহ সদৃশ অমানুষ কার্য্য করিয়া পরিশেষে কর্ণের ভ্রাতার শরে নিপীড়িত হইলেন দর্শন করিয়া কৌরবগণ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সেই সময় মহাবীর অভিমন্যু সদর্পে এক বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণের ভ্রাতার মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। কর্ণ অভিমন্যুশরনিহত ভ্রাতাকে বায়ুবেগে পর্ব্বত হইতে পতিত কর্ণিকারের ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অভিমন্যু কর্ণকে সমরপরাঙ্মুখ করিয়া কঙ্কপত্রপরিশোভিত শর সমূহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অন্যান্য বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সেই বিবিধ চতুরঙ্গ কৌরব সৈন্যগণকে রোষভরে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণ অভিমন্যুর শরসমূহে আহত ও ব্যথিত হইয়া মহাবেগে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে সমরে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর অভিমন্যুর বারিধারা ও শলভ সমূহ সদৃশ শরনিকরে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইলে, কিছুই নয়নগোচর হইল না। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ অভিমন্যুর বাণে জর্জ্জরীভূত হইয়া সকলেই পলায়ন করিল। কেবল মহাবীর সিন্ধুরাজ সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর অভিমন্যু শঙ্খধ্বনি করত কৌরব সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইয়া কক্ষদহন হুতাশনের ন্যায় শরানলে বিপক্ষগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে বিনাশ করিয়া ধরাতল কবন্ধময় করিলেন। কৌরব সেনাগণ অভিমন্যুর শরনিকরে একান্ত

ব্যাকুল হইয়া জীবন রক্ষার্থ মহাবেগে চতুর্দ্দিকে গমন পূর্ব্বক স্বপক্ষগণকেই বিনাশ করিতে লাগিল। অভিমন্যু-বিক্ষিপ্ত বিষম বিপাঠ সকল রথ, নাগ ও অশ্ব সমস্ত সংহার করিয়া ভূতলে পতিত হইল। আয়ুধ, অঙ্গুলিত্রাণ, গদা ও অঙ্গদ সমবেত, সুবর্ণাভরণমণ্ডিত সহস্র সহস্র ছিন্ন বাহু এবং অসংখ্য সায়ক, শরাসন, খড়্গ, মানবকলেবর ও মাল্যকুণ্ডল সনাথ নরমস্তক সমস্ত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি দিব্যাভরণভূষিত আসন, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, চক্র, যুগ, শক্তি, চাপ, অসি, ধ্বজ, চর্ম্ম ও শর সকল এবং অসংখ্য মৃত ক্ষত্রিয়, মৃত মাতঙ্গ ও মৃত তুরঙ্গ নিপতিত হওয়াতে রণাঙ্গন ক্ষণকালমধ্যে অগম্য ও অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। নিহন্যমান রাজপুত্রগণ পরস্পর রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, রণস্থলে ভীরুজনভয়াবহ অতি তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অসংখ্য শত্রুসৈন্য এবং রথ, অশ্ব ও কুঞ্জর সমস্ত সংহার করিয়া কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পাবকের কক্ষ দহনের ন্যায় শত্রুগণকে বিনাশ করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। সৈন্যগমনসম্ভূত প্রভূত পার্থিব ধূলি সমুত্থিত হওয়াতে আমরা সেই সময় সেই অসংখ্য গজ, অশ্ব ও নরগণের প্রাণনাশক মহাবীর অভিমন্যুকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মহাবীর অর্জ্জুন নন্দন মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় বিপক্ষগণকে তাপিত করিয়া সৈন্যমধ্যে দৃষ্ট হইয়া শোভাপাইতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অত্যন্ত সুখী, বাহুবল-দর্পিত, রণবিশারদ অর্জ্জুনতনয় ত্রিহায়ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার অভি-লাষে সমরসাগরে অবগাহন করিলে, পাণ্ডবসৈন্যগণের মধ্যে কোন্ কোন্ মহাবীর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, মৎস্যদেশীয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, কৈকেয় ও ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি অভিমন্যুর আত্মীয়গণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার বাসনায় তাঁহার অনুসরণক্রমে যুদ্ধে ধাবমান হই-লেন। কৌরবসেনাগণ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে যুদ্ধে গমন করিতে দেখিয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন আপনার জামাতা উগ্রধন্বা অমিততেজা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কৌরবসেনা-গণকে সুস্থির করিবার অভিলাষে দিব্যাস্ত্র সকল প্রয়োগ করত পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিয়া মত্তহস্তীর ন্যায় সমরস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবাহু জয়দ্রথ একাকী পুত্রহিতৈষী ক্রোধপরায়ণ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিয়া সংগ্রামে অতিভার বহন করিয়াছেন। আমি জয়দ্রথের বল-বীর্য্য অদ্ভুত জ্ঞান করিতেছি। তুমি তাঁহার যুদ্ধবৃত্তান্ত সবি-স্তরে বর্ণন কর। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ বা তপস্যা করিয়াছিলেন যে, তিনি একাকী ক্রোধাসক্ত পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে

হরণ করিয়াছিলেন, তখন মহাবীর ভীমসেন তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছিলেন; মহাবীর জয়দ্রথ সেই অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া নিতান্ত দুঃখিতমনে ভোগ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত ও ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং আতপ ক্লেশ সহ্য করিয়া নিতান্ত কৃশ ও শিরাচ্ছন্ন দেহ হইয়া তপোনুষ্ঠান এবং বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক বরলাভের নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ পশুপতি জয়দ্রথের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় কহিলেন, হে জয়দ্রথ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন জয়দ্রথ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহাদেব! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে একাকী রথারোহণ পূর্ব্বক মহাবলশালী পঞ্চপাণ্ডবকে নিবারিত করিতে সমর্থ হই। তখন ভূতপতি কহিলেন, হে সিন্ধুরাজ! আমি বরপ্রদান করিতেছি, তুমি ধনঞ্জয় ব্যতীত আর চারিজন পাণ্ডবকে নিবারণ করিতে পারিবে। জয়দ্রথ মহাদেবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক জাগরিত হইলেন।

হে রাজন্! মহাবীর সিন্ধুরাজ শূলপাণির সেই বরপ্রভাবে ও দিব্যাস্ত্রবলে একাকী পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিবারিত করিলেন। তাঁহার জ্যা নির্ঘোষ ও তল ধ্বনি শ্রবণে বিপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ ভীত এবং কৌরবসৈন্যগণ আহ্লাদিত হইলেন। কৌরবীয়বীরগণ জয়দ্রথের প্রতি যুদ্ধের সমস্ত ভার সমর্পিত দেখিয়া সাহস পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করত যুধিষ্ঠিরের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! আপনি আমাকে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পরাক্রমের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; অতএব তিনি যেরূপে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সিন্ধুরাজ গন্ধর্ব্ব নগরোপম, বিবিধ ভূষণে ভূষিত, মারুতবেগগামী সারথির বশীভূত সিন্ধুদেশীয় বৃহৎকায় অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। তদীয় রথের উপরিভাগে রজতময় বরাহকেতু সাতিশয় শোভিত হইতে লাগিল। তিনি শ্বেতছত্র, পতাকা ও ব্যজনাদি রাজচিহ্ন দ্বারা আকাশমণ্ডলস্থিত তারাপতির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তদীয় লৌহময় বরূথ মুক্তা, হীরক, মণি এবং স্বর্ণে বিভূষিত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলশালী নভোমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর জয়দ্রথ চাপ বিস্ফারণ পূর্ব্বক বহুসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ করত অভিমন্যু বিদারিত ব্যূহ পরিপূর্ণ করিলেন এবং সাত্যকিকে তিন, ভীমকে আট, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ষষ্টি, বিরাটকে দশ, দ্রুপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীকে দশ, যুধিষ্ঠিরকে সপ্ততি, কৈকেয়গণকে পঞ্চবিংশতি ও দ্রৌপদীতনয়গণকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে অসংখ্য শর দ্বারা তাড়িত করিতে লাগিলেন। উহা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহাপ্রতাপবান্ যুধিষ্ঠির হাস্য করিতে করিতে সুশাণিত ভল্ল দ্বারা জয়দ্রথের শরাসন কর্ত্তন করিলে, রণবিশারদ সিন্ধুপতি ক্ষণকালমধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মরাজকে দশ ও অন্যান্য বীর-

গণকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন জয়দ্রথের সমরলাঘব পরিজ্ঞাত হইয়া সত্বরে তিন ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার ধনু, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সিন্ধুরাজ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসনে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভীমসেনের কেতু, ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন করিলে, মহাবাহু বৃকোদর সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সিংহের পর্ব্বতাগ্র আরোহণের ন্যায় সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন।

হে রাজন্! আপনার সৈন্যগণ জয়দ্রথের সেই কার্য্য দর্শন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদভরে উচ্চস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাবীর সিন্ধুরাজ একাকী ক্রোধভরে পাণ্ডবগণকে অস্ত্র শস্ত্র প্রভাবে নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর অভিমন্যু যোধগণের সহিত কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য মাতঙ্গ সংহার করিয়া পাণ্ডবগণকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মহাবীর সিন্ধুরাজ স্বীয় প্রভাবে সেই পথ নিরোধ করিলেন। মৎস্য, পাঞ্চাল, কৈকেয় ও পাণ্ডবগণ যত্ন সহকারে জয়দ্রথের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভাব সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন বিপক্ষীয় যে যে বীর দ্রোণের সৈন্যগণকে ভেদ করিতে চেষ্টা করিল, মহাবীর জয়দ্রথ বর প্রভাবে সেই সমস্তই নিবারণ করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে নরেন্দ্র! সিন্ধুপতি জয়দ্রথ জয়লাভার্থী পাণ্ডবগণকে এইরূপে নিরোধ করিলে, উভয়পক্ষীয় বীরগণের অতি ভীষণ

সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অমিততেজা অভিমন্যু সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মকরবিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় সৈন্যদিগকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরগণ প্রাধান্যানুসারে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর কৌরবগণের সহিত অভিমন্যুর দারুণ সংমর্দ্দ আরম্ভ হইল। কৌরবগণ অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক রথসমূহ দ্বারা অভিমন্যুকে রুদ্ধ করিলে, অভিমন্যু বৃষসেনের সারথিকে সংহার ও তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তদীয় অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিলেন। পবন সদৃশ বেগসম্পন্ন অশ্বগণ সহসা বৃষসেনকে যুদ্ধস্থল হইতে অপসারিত করিল। ইত্যবসরে অভিমন্যুর সারথিও রথ লইয়া স্থানান্তরে গমন করিল। মহাবীরগণ অতি হৃষ্টচিত্তে সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবাহু বসাতীয় ক্রোধাসক্ত কেশরীর ন্যায় অভিমন্যুরে শরসমূহে অরাতিগণকে বিমর্দ্দন করত আগমন করিতে দেখিয়া অতি বেগে তাঁহার অভিমুখীন হইয়া ষষ্টি শরে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং কহিলেন, হে বীর! আমার জীবন থাকিতে তুমি কখনই জীবিতাস্থায় আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবে না। তখন অভিমন্যু শরনিকরে সেই লৌহময় বর্ম্মধারী বসাতীয়ের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণপরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। বসাতীয়কে নিহত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় বীরগণ বহুবিধ শরাসন বিস্ফারিত করিয়া অভিমন্যুকে সংহার করিবার মানসে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। ঐ যুদ্ধ সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। মহাবীর অভিমন্যু রোষপরবশ হইয়া তাঁহাদিগের শর, শরাসন, কলেবর ও মাল্যদামভূষিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সমুদায় ছেদন করিলেন।

খড়্গ, অঙ্গুলিত্রাণ, পট্টিশ ও পরশুসম্পন্ন, স্বর্ণাভরণমণ্ডিত ছিন্ন হস্ত সমস্ত ইতস্তত দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই সময় মাল্যদাম, আভরণ, বস্ত্র, ধ্বজদণ্ড, চর্ম্ম, হার, মুকুট, ছত্র, চামর, উপস্কর, অধিষ্ঠান, ঈষাদণ্ড, বিমথিত অক্ষ, ভগ্ন চক্র, ভগ্নযুগ, অনুকর্ষ, পতাকা, অশ্ব, সারথি, ভগ্ন রথ ও মাতঙ্গ দ্বারা মেদিনী পরিপূর্ণ হইল। সমরাঙ্গন বিজয়াভিলাষী মহাবল পরাক্রান্ত নানা দেশীয় ভূপতিগণের মৃতকলেবরে পরিপূর্ণ ও অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। যখন ক্রোধাবিষ্ট অভিমন্যু সমরাঙ্গনে দিক্ বিদিক বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। কেবল সুবর্ণ বর্ম্ম, আভরণ, শরাসন ও শর সমূহ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবাহু অভিমন্যু যখন ভাস্করের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক বীরগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন, তৎকালে কেহই তাঁহারে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইল না।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! যেরূপ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে কৃতান্ত সমস্ত প্রাণিগণের জীবন সংহার করিয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্র সদৃশ পরাক্রমশালী অভিমন্যু মহাবীরগণকে সংহার করিতে লাগিলেন এবং সেনাগণকে আলোড়িত করিয়া অতি অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ব্যাঘ্র যেরূপ সমুদ্যত হইয়া মৃগকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তিনি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সত্যশ্রবাকে গ্রহণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ

করিলে, মহাবীরগণ নানা প্রকার অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইয়া আমিই সর্ব্বাগ্রে, আমিই সর্ব্বাগ্রে এই বলিয়া স্পর্দ্ধা করত তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমুদ্রমধ্যে তিমি যেরূপ ক্ষুদ্র মৎস্যগণকে গ্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জ্জুন-তনয় ধাবমান ক্ষত্রিয় সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। যেরূপ নদী সমুদায় সাগর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যুর সমীপস্থ সৈন্যগণ আর প্রতি-নিবৃত্ত হইল না। তৎকালে কৌরবসৈন্যগণ মহাগ্রাহ গৃহীতের ন্যায়, বায়ুবেগবিক্ষোভিত ঘূর্ণায়মান সমুদ্রস্থিত নৌকার ন্যায় নিতান্ত ভীত হইয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত নিঃশঙ্কচিত্ত মদ্ররাজ-তনয় রুক্মরথ, বিত্রাসিত সৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমার জীবন থাকিতে অভিমন্যু কিছুই করিতে পারিবে না। আমি উহারে জীবিতাবস্থায় গ্রহণ করিব, সন্দেহ নাই। তিনি এই বলিয়া সুসজ্জিত রথারূঢ় হইয়া অতিবেগে অভিমন্যুর অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহার হৃদয়, তিন শরে দক্ষিণ বাহু ও তিন শরে বাম বাহু বিদ্ধ করিয়া সিংহ-নাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনতনয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরাসন, করযুগল এবং সুন্দর নয়ন ও সুন্দর ভ্রূ পরিশোভিত মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ধরাতলে পাতিত করিয়া ফেলিলেন। রণদুর্ম্মদ শল্যতনয় রুক্মরথের প্রিয় বয়স্য কাঞ্চনখচিত ধ্বজ-সম্পন্ন রাজপুত্রগণ তাঁহাকে নিহত দেখিয়া তালপ্রমাণ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করত অভিমন্যুর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন। সুশিক্ষিত তরুণবয়স্ক একান্ত অমর্ষণ স্বভাব বীরগণ কর্ত্তৃক অভিমন্যু শরনিকরে সমাচ্ছাদিত হই-

য়াছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং অভিমন্যুকে নিহত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রগণ নানা লক্ষণাঙ্কিত কনকপুঙ্খমণ্ডিত শরনিকরে নিমেষমধ্যে অভিমন্যুরে নয়নপথের অতীত করিলেন। আমরা রথ, ধ্বজদণ্ড, তাঁহার সারথিরে ও তাঁহারে শলভ সমাচ্ছন্নের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলাম। তৎকালে অভিমন্যু তোদনদণ্ডপীড়িত কুঞ্জরের ন্যায় গাঢ়বিদ্ধ ও একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গান্ধর্ব্বাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মায়াজাল বিস্তার করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তপোনুষ্ঠান করিয়া তুম্বুরু প্রমুখ গন্ধর্ব্ব হইতে এই অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ঐ অস্ত্র নিক্ষেপ করিবামাত্র অরাতিগণ মোহাভিভূত হইল। অভিমন্যু ক্ষিপ্রহস্তে গান্ধর্ব্ব অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অলাতচক্রের ন্যায় কখন এক কখন শত কখন বা সহস্র প্রকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি রথসঞ্চালন ও অস্ত্র মায়াদ্বারা ভূপালগণকে মোহাভিভূত করিয়া তাঁহাদের দেহ শতধা খণ্ড খণ্ড করিলেন। প্রাণিগণের জীবন শাণিত শরসমূহে নির্গত হইয়া পরলোকে গমন করিল এবং কলেবর ভূতলে নিপতিত রহিল। পরে অর্জ্জুনতনয় শাণিত ভল্লে কতকগুলি রাজকুমারের শরাসন, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, অঙ্গদপরিমণ্ডিত বাহু ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিলেন। যেরূপ পঞ্চবর্ষীয়, ফলবিশিষ্ট আম্রবন ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ এক শত রাজকুমার অভিমন্যুশরে বিনষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন একমাত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমসদৃশ, সুখোচিত রাজপুত্রদিগকে নিহত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন এবং অভিমন্যুকে রথী, গজ, অশ্ব ও পদাতি সমুদায় বিমর্দ্দন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ঐ বীরদ্বয়ের অসম্পূর্ণ যুদ্ধ

ক্ষণকালের জন্য অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন শরনিকরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি বহুজনের সহিত একের বিপুল সংগ্রাম ও বিজয় লাভ কীর্ত্তন করিতেছ। এক্ষণে তাহার পরাক্রম বিশ্বাসের অযোগ্য ও নিতান্ত আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ হইতেছে; কিন্তু যাঁহাদিগের ধর্ম্মই অবলম্বন, তাঁহাদিগের এরূপ পরাক্রম অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে একশত রাজকুমার বিনষ্ট ও দুর্য্যোধন বিমুখ হইলে, মৎপক্ষীয় সৈন্যগণ অভিমন্যুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় মহাবীরগণের মুখমণ্ডল শুষ্ক, নয়নদ্বয় চঞ্চল, দেহ রোমাঞ্চিত ও নিরন্তর ঘর্ম্মজল বিনির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহারা জয় লাভে নিতান্ত নিরুৎসাহ ও পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিনষ্ট ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সুহৃৎ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গজ ও অশ্বগণকে ত্বরান্বিত করত গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা ও সৌবল তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অতি ক্রুদ্ধচিত্তে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি ঐ সমস্ত বীরগণকে বিমুখপ্রায় করিলে, সুখ ভোগ প্রবৃদ্ধ, বাল-

কতা ও দর্পপ্রযুক্ত নিঃশঙ্কচিত্ত অমিততেজা লক্ষ্মণ, একাকী অভিমন্যুর প্রতি অতি বেগে গমন করিলেন। পুত্রবৎসল দুর্য্যোধন তাঁহার অনুগামী হইলেন এবং অন্যান্য মহাবীরগণ রাজা দুর্য্যোধনের অনুগমন করিতে লাগিলেন। জলদজাল যেরূপ শৈলোপরি বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ বীরগণ অভিমন্যুর প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুননন্দন বায়ুর বারিদ মন্থনের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিমথিত করিতে লাগিলেন। পরে যেরূপ মদস্রাবী মাতঙ্গ অন্যান্য মদমত্ত মাতঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ অভিমন্যু পিতৃসন্নিহিত, সমুদ্যতশরাসন, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, কুবেরপুত্র সদৃশ প্রিয়দর্শন, মহাবাহু লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মণ শাণিত শরসমূহে অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে ও করযুগলে প্রহার করিলে, তিনি দণ্ডাহত বিষধরের ন্যায় সাতিশয় রোশপরবশ হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! তোমাকে পরলোকে গমন করিতে হইবে। এক্ষণে উত্তম রূপে ইহলোক সন্দর্শন করিয়া লও; আমি তোমার বান্ধবগণের সমক্ষেই তোমাকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া তিনি নির্ম্মোকপরিত্যক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় এক ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্মণের নাসাবংশ সুশোভিত, ভ্রূযুগলযুক্ত, কেশকলাপ ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিলেন।

বীরগণ লক্ষ্মণকে বিনষ্ট দেখিয়া হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন উচ্চস্বরে রাজগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অভিমন্যুকে বিনাশ কর। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয়জন রথী অভিমন্যুর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন। অর্জ্জুনতনয় সুশাণিত শরসমূহে ঐ ছয় জনকে বিদ্ধ ও পরা-

মুখ করিয়া মহাবেগ সহকারে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কলিঙ্গ ও নিষাদগণ এবং মহাবল পরাক্রান্ত ক্রাথনন্দন কুঞ্জরসৈন্য দ্বারা তাঁহার গমন পথ রোধ করিলে, উভয় পক্ষে অতি তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবাহু অভিমন্যু অতি দুর্দ্ধর্ষ কুঞ্জরসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন; তখন বোধ হইল যেন পবন প্রবল-বেগে গগনমণ্ডলে মেঘকদম্ব ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। পরে ক্রাথ-নন্দন শরসমূহে অভিমন্যুকে নিবারণ করিলে, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ পুনর্ব্বার গমন করিয়া দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক অভিমন্যুর অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অভিমন্যু শরনিকরে ঐ বীরগণকে নিবারণ পূর্ব্বক ক্রাথনন্দনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া বহুবিধ শরে তাঁহার ছত্র ও ধ্বজ ছেদন এবং সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করত কুল, শীল, শ্রুত, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও অস্ত্রবলবিশিষ্ট ক্রাথনন্দনকে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য বীরগণ প্রায় সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বংশানুরূপ কার্য্যকারী ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট তরুণবয়স্ক অপরাজিত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যু ত্রিহায়ণ, বলশালী কুলীন হয়গণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যেন গগনমণ্ডলে সন্তরণ করিতেছেন দেখিয়া, কোন্ কোন্ রথিগণ তাহাকে নিবারণ করিয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অভিমন্যু ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার পক্ষ ভূপালগণকে শাণিত শরসমূহে পরাঙ্মুখ করিলে, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য ঐ ছয় জন রথী অভিমন্যুকে বেষ্টন করিলেন। সৈন্যগণ সিন্ধুরাজের প্রতি গুরুভার অর্পিত হইয়াছে দেখিয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। অন্যান্য বীরগণ তাল-প্রমাণ কার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া অভিমন্যুর প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু ঐ সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ বীরগণকে শরসমূহে স্তম্ভিত করিয়া পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণাচার্য্যকে, বিংশতি শরে বৃহদ্বলকে, অশীতি শরে কৃতবর্ম্মাকে, ষষ্টি শরে কৃপাচার্য্যকে এবং আকর্ণাকৃষ্ট রুক্ম-পুঙ্খ অতি বেগগামী দশ শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া অরাতিগণ মধ্যে পীত শাণিত কর্ণি অস্ত্রে কর্ণের কর্ণ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণি সারথিদ্বয় ও হয়-গণকে পাতিত করিয়া দশ শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করত আপনার পুত্র ও বীরগণের সমক্ষে কৌরবকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বৃন্দারক নামে মহাবীরকে সংহার করিলেন। অভিমন্যু নির্ভয়চিত্তে প্রধান প্রধান কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে বিম-র্দ্দিত করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্বত্থামা পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে; তিনিও আপনার পুত্র-গণের সমক্ষে অবিলম্বে নিশিত শরসমূহে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ ষষ্টি সায়কে মৈনাক পর্ব্বত সদৃশ অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিয়াও বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে পুনরায় কনকপুঙ্খ দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। পুত্রবৎসল আচার্য্য দ্রোণ এক শত শর, পিতৃহিতৈষী অশ্বত্থামা ষষ্টি শর, কর্ণ দ্বাবিংশতি ভল্ল, কৃতবর্ম্মা চতুর্দ্দশ ভল্ল, বৃহদ্বল পঞ্চাশৎ ভল্ল এবং শারদ্বত দশ ভল্ল,

তাঁহার প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। অভিমন্যু তাঁহাদিগকে দশ দশ শরে আহত করিলেন। কোশলপতি কর্ণি অস্ত্রে তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলে, অভিমন্যু তাঁহার ধ্বজ, শরাসন, সারথি ও অশ্বগণকে ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কোশলাধিপতি বিরথ হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিবার বাসনা করিলে, অভিমন্যু শরনিকরে কোশলরাজ বৃহদ্বলের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিবামাত্র তিনি ধরাতলে পতিত হইলেন। সেই সময় অশুভ বাক্য প্রয়োগকারী খড়্গ শরাসনধারী দশ সহস্র রাজগণ সমরাঙ্গনে ভগ্ন হইতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্যু বৃহদ্বলকে সংহার করিয়া নিশিত শর সমূহে সৈন্যগণকে স্তম্ভিত করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! মহাবীর অর্জ্জুননন্দন কর্ণের কর্ণদেশে নিশিত কর্ণিকাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কলেবরে পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ কর্ণ অভিমন্যুর শরাঘাতে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহার শরীরে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রাতনয় তাঁহার শরে বিদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ পূর্ব্বক রোষভরে কর্ণের প্রতি নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অভিমন্যুর নিদারুণ শরাঘাতে কর্ণের ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ হইতে শোণিতধারা বিনির্গত হওয়াতে তিনিও অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পর-

স্পরের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া উভয়েই শোণিতাক্ত কলেবরে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

মহাবাহু অভিমন্যু কর্ণের ছয় জন মহাবল পরাক্রমশালী অমাত্যের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ ছেদন করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করত অন্যান্য মহাবীরগণকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহা অতি অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অভিমন্যু ছয় শরে মাগধনন্দনকে সংহার করিয়া অশ্ব ও সারথির সহিত তরুণবয়স্ক অশ্বকেতুকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করত ক্ষুরপ্র দ্বারা কুঞ্জরকেতু মার্ত্তিকাবতিক ভোজকে বিনষ্ট করিলেন এবং শর সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবীর দুঃশাসননন্দন চারি শরে অভিমন্যুর চারি অশ্ব ও এক শরে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুননন্দন দুঃশাসন পুত্রের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধারুণনয়নে উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দুঃশাসননন্দন! তোমার পিতা নিতান্ত কাপুরুষ; তিনি সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তুমি এই সমরে আমার হস্ত হইতে কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।

মহাবীর অর্জ্জুননন্দন দুঃশাসনতনয়কে এই বলিয়া কর্ম্মকারপরিমার্জ্জিত নারাচ সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অশ্বত্থামা অতি ত্বরায় সুশাণিত তিন শরে তাঁহার পরিত্যক্ত নারাচ ছেদন করিলেন। মহাবাহু অভিমন্যু তাঁহারে প্রহার না করিয়া শল্যের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর মদ্রাধিপতি অতি ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল গৃধ্রপক্ষ পরিশোভিত নয় শরে

বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই সময় যুদ্ধবিশারদ অর্জ্জুনতনয় সত্বরে শল্যের কার্ম্মুক ছেদন এবং উভয় পার্শ্বস্থ সারথিরে নিহত করিয়া লৌহময় ছয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শল্য অভিমন্যুর শরে নিপীড়িত হইয়া ঐ হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য রথে সমারূঢ় হইলেন। সমরদক্ষ অর্জ্জুননন্দন শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, সুবর্চ্চা ও সূর্য্যভাস এই পাঁচ মহাবীরকে বিনষ্ট করিয়া শকুনিকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুবলতনয় অভিমন্যুকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্। এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া সুভদ্রাতনয়কে নিধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; নচেৎ অভিমন্যু একাকীই এক এক করিয়া আমাদিগকে সংহার করিবে; অতএব দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ সমবেত হইয়া উহার বধোপায় চিন্তা কর। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অচিরাৎ অভিমন্যু বিনাশের উপায় নির্দ্দেশ করুন; নতুবা অর্জ্জুননন্দন আমাদিগের সমস্ত মহারথগণকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর আচার্য্য দ্রোণ কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত কৌরবপক্ষীয় মাহাবীরগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কি এপর্য্যন্ত অভিমন্যুর অণুমাত্র অবকাশ দেখিয়াছ? অর্জ্জুননন্দনের লঘুচারিত্ব নিরীক্ষণ কর। এই মহাবীর চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু উহার কিছুমাত্র অবশর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। মহাবাহু অভিমন্যু এরূপ শীঘ্র শর সন্ধান ও নিক্ষেপ করিতেছে যে, রথোপরি কেবল মাত্র উহার শরাসনমণ্ডল নয়নগোচর হইতেছে। অরিন্দম মহাবীর সুভদ্রানন্দন শরজালে আমারে নিতান্ত জর্জ্জরিত ও বিমোহিত করিয়াও সন্তুষ্ট করিতেছে। কৌরবপক্ষীয় মহাবীরগণ

রোষপরবশ হইয়াও উঁহার যে কিছুমাত্র অবসর প্রাপ্ত হই-তেছেন না, তাহাতে আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। মহাবীর অভিমন্যু ক্ষিপ্রকরে শর দ্বারা দিঙ্ম-ণ্ডল সমাচ্ছন্ন করাতে গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুন হইতে উঁহার অণুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না।

সেই সময় মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুননন্দনের শরে আহত হইয়া পুনর্ব্বার দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বীরগণের সংগ্রাম পরিত্যাগ করা বিধেয় নয় বলিয়া আমি অভিমন্যুর শরে একান্ত ব্যথিত হইয়াও রণাঙ্গনে অবস্থান করিতেছি। ঐ অমিততেজা অর্জ্জুনতনয়ের অনল সদৃশ অতি নিদারুণ শরনিকরে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

মহারথ আচার্য্য দ্রোণ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, হে রাধেয়! মহাবীর অভিমন্যুর কবচ নিতান্ত অভেদ্য; আমি উঁহার পিতাকে কবচ ধারণে সুশিক্ষিত করিয়াছি। ঐ বীরও তাহার নিকট ঐ বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বহু যত্নে সুশাণিত শর সমূহ পরিত্যাগ করিয়া উঁহার শরাসন, জ্যা, অশ্ব, সারথি ও উভয় পার্ষ্ণি সারথিকে ছেদন করা যাইতে পারে; অতএব যদি সমর্থ হও, তাহা হইলে উঁহার ঐ সমুদায় ছেদন করিয়া উঁহাকে পরাঙ্মুখ কর; পরে যুদ্ধ করিও। যত-ক্ষণ উঁহার হস্তে শরাসন থাকিবে, ততক্ষণ দেবগণও উঁহারে পরাভব করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব যদি উঁহারে পরাজয় করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ উঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক উঁহাকে বিরথ কর।

মহারথ কর্ণ আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি সত্বরে শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে, ভোজরাজ তাঁহার সমস্ত অশ্ব ও কৃপাচার্য্য তাঁহার পার্ষ্ণি

সারথি দ্বয়কে নিহত করিলেন। অন্যান্য মহাবীরগণ তাঁহার প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই নির্দ্দয় ছয় জন মহারথ অতি ত্বরান্বিত হইয়া একবারে একাকী বালক অভিমন্যুকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় ছিন্নশরাসন বিরথ অভিমন্যু স্বীয় বীরোচিত ধর্ম্ম প্রতি-পালন করত খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক গগনমার্গে সমুত্থিত হইয়া অতি বেগ সহকারে কৌশিকাদি গতি দ্বারা গরুড়ের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। রন্ধ্রদর্শী মহাধনুর্দ্ধরগণ এই অভিমন্যু অসিহস্তে আমার উপর নিপতিত হইবে, এই-রূপ চিন্তা করত ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করত তাঁহারে শরদ্বারা বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অরিন্দম মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ত্বরায় তাঁহার খড়্গের মণিময় মুষ্টিদেশে সুতীক্ষ্ন নারাচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহা ছেদন করিলেন এবং কর্ণ সুশাণিত শর সমূহে তাঁহার চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে অসি, চর্ম্ম ও বাণ সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইলে, মহাবীর অভিমন্যু চক্র গ্রহণ করত পুনরায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া রোষভরে দ্রোণাভিমুখে ধাব-মান হইলেন। তখন চক্ররেণুসমুজ্জ্বলশরীর অর্জ্জুনতনয় চক্র ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে বাসুদেবের অনুকরণ করত সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিলেন। তখন অমিততেজা সিংহনাদকারী বীরগণমধ্যস্থিত মহাবীর অভিমন্যুর কলেবর হইতে শোণিত নির্গত হইয়া বসন রক্তবর্ণ ও ভ্রূকুটি দ্বারা ললাটফলক কুটিল হওয়াতে আশ্চর্য্য শোভা হইল।

—— ০ ——

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সুভদ্রানন্দন মহাবীর অভিমন্যু চক্র ধারণ করত সংগ্রামে দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার কেশকলাপ বায়ুবেগে সমুদ্ধূত হইতে লাগিল। আয়ুধপ্রধান চক্র সমুদ্যত হইয়া শোভিত হইতে লাগিল। তখন তিনি সকলের দুর্দ্দর্শন হইয়া উঠিলেন। নৃপতিগণ তাঁহার সেই অলৌকিক রূপ সন্দর্শন পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার চক্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলে, মহাবাহু দ্রোণতনয় প্রজ্বলিত অশনির ন্যায় সেই অভিমন্যুর গদা অবলোকন পূর্ব্বক রথোপস্থ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পলায়ন করিলেন। তখন মহাবীর অভিমন্যু গদা দ্বারা তাঁহার অশ্ব সকল ও পার্ষ্ণি সারথিদ্বয়কে সংহার করিয়া বীরগণের শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধকলেবর হইয়া শল্লকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অনন্তর সুবলতনয় কালিকেয়কে সংহার করিয়া তাঁহার অনুচর সপ্ত সপ্ততি গান্ধারকে নিহত করিলেন। পরে ব্রহ্মবসাতীয় দশ রথী এবং কৈকেয়গণের সাত রথী ও দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট করিয়া গদা দ্বারা দুঃশাসনতনয়ের রথ ও হয়গণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর দুঃশাসনতনয় ক্রোধে ভীষণ গদা উদ্যত করত তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে মহাদেব ও অন্ধক যেরূপ পরস্পরের প্রতি গদাঘাত করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ও দুঃশাসনপুত্র পরস্পরকে সংহার করিবার অভিলাষে পরস্পরের প্রতি গদাঘাত

করিতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় গদাঘাতে পরস্পর ভূতলে পতিত হইয়া নিপতিত বাসবধ্বজ দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন কুরুকুল যশোবর্দ্ধন মহাবীর দুঃশাসনতনয় শীঘ্র সমুত্থিত হইয়া উত্তিষ্ঠমান অভিমন্যুর মস্তকে গদাঘাত করিলেন। অরাতিনিপাতন অভিমন্যু দুঃশাসনতনয়ের দারুণ গদাঘাত ও সমর পরিভ্রমে মোহিত এবং চেতনা বিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় একাকী বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করত অসংখ্য শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ব্যাধহস্তে নিহত কমলবনপ্রমাথী আরণ্য-গজের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। তখন আপনার পক্ষীয় মহাবল পরাক্রমশালী মহারথগণ সমরক্ষেত্রে নিপতিত মহাবীর অর্জ্জুনতনয়ের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং গ্রীষ্মকালীন দাবদহনানন্তর প্রশান্ত অনলের ন্যায়, অস্তগত দিবাকরের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায়, শুষ্ক সাগরের ন্যায় ও তরুশৃঙ্গ মর্দ্দনানন্তর নিবৃত্ত সমীরণের ন্যায় সেই পূর্ণচন্দ্রানন, কাকপক্ষাবৃত নেত্র অভিমন্যুরে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া পরমাহ্লাদের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের নয়ন হইতে অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তখন আকাশবিহারী ভূতগণ অভিমন্যুকে আকাশ-চ্যুত চন্দ্রমার ন্যায় নিপতিত দর্শন করিয়া উচ্চস্বরে কহিতে লাগিল যে, মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি ছয় জন মহারথ এই বালক অভিমন্যুকে নিহত করিয়াছেন। ঐ মহাবীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত এবং রুধির পরিপ্লুত রুক্মপুঙ্খ সায়ক সমূহ, বীরগণের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক, বিচিত্র উষ্ণীষ, পতাকা,

চামর, চিত্রকম্বল, উত্তম আয়ুধ, রথ, অশ্ব, এবং গজগণের অলঙ্কার, নির্ম্মোক মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ নিশিত খড়্গ, শরাসন, ছিন্ন শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, কম্পন এবং আয়ুধ সকল চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে ভূমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রভূষিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। অভিমন্যুশরে নিপতিত শোণিত লিপ্তাঙ্গ, আরোহী সমবেত, জীবন বিহীন ও শ্বাসমাত্রাবশিষ্ট অশ্ব সমুদায়ে রণভূমি বন্ধুর হইয়া উঠিল। মহামাত্র, অঙ্কুশ, চর্ম্ম, আয়ুধ ও কেতুযুক্ত শরনিহত পর্ব্বতাকার গজ সকল অশ্ব, সারথি ও যোধগণ সমবেত বিক্ষোভিত হ্রদ সদৃশ রথ সমুদায় ও বিবিধায়ুধধারী পদাতিগণে সমরভূমি ভীরুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

হে রাজন্! বালক অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইলে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সাতিশয় আহ্লাদিত ও পাণ্ডবগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনতনয়ের নিধন হেতু, বীরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, বীরগণ! সমরবিশারদ মহাবাহু অভিমন্যু যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইয়া শত্রুহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছে। তোমরা স্থির হও, ভয়েপলায়ন করিও না। আমরা শীঘ্র বিপক্ষগণকে পরাজয় করিব; কৃষ্ণার্জ্জুনের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সংগ্রামে আশীবিষ সদৃশ রাজপুত্রগণ, দশ সহস্র সৈন্য, মহারথ কোশলতনয় বৃহদ্বল এবং অসংখ্য রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ ও নরগণকে সংহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় নাই। ঐ মহাবীর অগ্রে শত্রুপক্ষদিগকে নিহত করিয়া পরে শত্রুহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চয় সুররাজ পুরে অথবা অন্য কোন নির্জ্জিত পবিত্র সনাতন স্থানে গমন করিয়াছে। সেই পুণ্যাত্মা অভিমন্যুর নিমিত্ত শোক

করা কদাপি বিধেয় নহে। অমিততেজা ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়া সমুদয় দুঃখিত সৈন্যের দুঃখমোচন করিতে লাগিলেন।

—o—

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! আমরা এই প্রকারে শত্রুপক্ষীয় প্রধান বীরগণকে নিহত করত তাঁহাদের শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া রুধিরসিক্ত কলেবরে সায়ংকালে শিবিরে যাত্রা করিলাম। ভগবান্ ভাস্কর রক্তোৎপল সদৃশ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক অস্তগিরিশিখর অবলম্বন করিলেন। দিবস ও রজনীর সন্ধি সমাগত হইল। চতুর্দ্দিকে শিবাগণের অমঙ্গল ধ্বনি হইতে লাগিল। ক্রমে ভগবান্ দিবাকর উৎকৃষ্ট অসি, শক্তি, ঋষ্টি, বরূথ, চর্ম্ম ও অলঙ্কার সমুদায়ের প্রভা হরণ পূর্ব্বক ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল একাকার করিয়াই যেন স্বীয় প্রিয় কলেবর পাবক মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন বিপক্ষগণ এবং আমরা উভয়পক্ষই সংগ্রামে বিমোহিতপ্রায় হইয়া সমরক্ষেত্র দর্শন করত মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সমরভূমি বজ্রাহত অভ্রংলিহাগ্র অচলশৃঙ্গ সদৃশ, পতাকা, অঙ্কুশ, বর্ম্ম ও সাদিগণের সহিত নিপতিত মাতঙ্গ সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং রথী, যন্ত্রী, বিভূষণ, অশ্ব, সারথি, পতাকা ও কেতু বিহীন চূর্ণীকৃত প্রকাণ্ড রথ সমূহে শোভিত হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন, বিপক্ষীয় সায়ক সমূহে সেই রথ সমুদায়ের প্রাণনাশ করিয়াছে। বীরগণের শর সমূহে সাদিগণের সহিত মহামূল্য ভূষণে ভূষিত বিবিধ রথাশ্ব সকল বিস্ফারিতলোচন, বিনির্গতান্ত্র ও বহিষ্কৃত জিহ্বা দশন হইয়া ভূতলে নিপতিত

থাকাতে সমরক্ষেত্র ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছে। মহার্হ চর্ম্ম, আভরণ, বসন, অস্ত্র ও শস্ত্রে বিভূষিত মহার্ঘ শয়নোচিত মহাবীরগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও অনুচরগণের সহিত অনাথবৎ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন।ভীষণাকার শৃগাল, কুক্কুর, কাক, বক, সুপর্ণ, বৃক, তরক্ষু, শোণিতপায়ী পক্ষী, রাক্ষস ও পিশাচগণ আনন্দিতমনে সংগ্রামনিহত প্রাণিগণের চর্ম্ম ভেদ করিয়া রুধির, বসা, মজ্জা ও মাংস ভক্ষণ করিতেছে। রাক্ষসগণ শর সমূহ আকর্ষণ করিয়া হাস্য করিতেছে।

হে রাজন্! রণক্ষেত্রে বীরগণ কর্ত্তৃক দুস্তর বৈতরিণীর ন্যায় অতি ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। রথ সমুদয় ঐ নদীর প্লব, হস্তি সকল পর্ব্বত, নরগণের মস্তক সমূহ উৎপল, মাংস কর্দ্দম ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় মালা স্বরূপে শোভিত হইতে লাগিল। উহাতে অসংখ্য প্রাণি শরীর ভাসমান হইতে লাগিল। ভীষণ দর্শন শৃগাল, কুক্কুর ও মাংসভোজী পক্ষিগণ পরমাহ্লাদ সহকারে ঐ নদীতে পান ভোজন করত ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ সায়ংসময়ে স্রস্তভূষণ পুরন্দর সদৃশ সমরনিহত মহাবীর অভিমন্যুকে হব্য বিহীন যজ্ঞীয় হুতাশনের ন্যায় দর্শন করিয়া যমরাষ্ট্রবর্দ্ধন নৃত্যপরায়ণ কবন্ধপূর্ণ ভীষণ দর্শন রণভূমি ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! এইরূপে রথযূথপতি অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু সংগ্রামে নিহত হইলে, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ রথ,

কবচ ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিতমনে অভি- মন্যুকে চিন্তা করত যুধিষ্ঠিরের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতৃপুত্র বিনাশে সাতিশয় কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; হায়! মহাবীর অভিমন্যু আমার হিতাভিলাষে ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক সিংহের গোগণমধ্যে প্রবেশের ন্যায় দুর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যাহার প্রভাবে মহাধনুর্দ্ধর রণদুর্ম্মদ অস্ত্র শস্ত্রবিশারদ বিপক্ষ পক্ষ বীরগণ সমরে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছে, যে মহাবীর আমাদিগের প্রধান শত্রু দুঃশাসনকে সমরে অতি অল্প কালমধ্যেই সংজ্ঞাবিহীন ও বিমুখ করিয়াছে এবং অনায়াসে দ্রোণসৈন্যরূপ মহাসাগর পার হইয়াছে, সেই রণপণ্ডিত অভিমন্যু দুঃশাসনতনয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া শমনভবনে গমন করিল! অদ্য আমি কি প্রকারে পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় ও পুত্রের অদর্শনে নিতান্ত কাতরা সুভদ্রাকে দর্শন করিব! কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় এখানে আগমন করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব? আমিই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জয়লাভ এবং প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি! লুব্ধ ব্যক্তি কদাচ দোষ অবগত হইতে পারে না; লোভ মোহ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আমি রাজ্যলোভ বশতই ঈদৃশ অনিষ্টাপাত দর্শন করিতে সমর্থ হই নাই। যে সুকুমারকে ভোজ্য, যান, শয্যা ও ভূষণ প্রদান করা উচিত, আমরা তাহার প্রতি যুদ্ধের প্রধান ভার সমর্পণ করিয়াছিলাম। সৎস্বভাব অশ্ব যেরূপ বিষম সঙ্কটে পতিত হইলে, তাহার মঙ্গল হয় না, সেইরূপ সংগ্রামানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যু কি প্রকারে ঈদৃশ বিষম সঙ্কটে মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে?

যাহা হউক, অদ্য আমরা অর্জ্জুনের ক্রোধোজ্বলিত নয়ন হুতাশনে দগ্ধ হইয়া অভিমন্যুর সহিত ভূতলশায়ী হইব। যে ধনঞ্জয় একান্ত অলুব্ধ, অতি মতিমান্, লজ্জাশীল, ক্ষমাশালী রূপবান্, মানপ্রদ, সত্যপরায়ণ, ধীরপ্রকৃতি ও মহাবলপরাক্রান্ত পণ্ডিতগণ যাঁহার উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন; যে মহাবীর হিরণ্যপুরবাসী ইন্দ্রবৈরী নিবাত কবচ ও কালকেয়-গণকে নিহত করিয়াছেন, যিনি নিমেষ মধ্যে পুলোমনন্দনকে সগণে নিহত করিয়াছেন এবং যিনি শরণাপন্ন শক্রগণকেও অভয় প্রদান করেন; অদ্য আমরা সেই অর্জ্জুনতনয়কে ভীষণ কৌরবসৈন্যের ভয় হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম না? মহাবীর অর্জ্জুন পুত্রবধজনিত ক্রোধে নিশ্চয়ই কৌরবগণকে সংহার করিবেন। ক্ষুদ্রসহায় নীচাশয় স্বপক্ষ ক্ষয়কারী দুরাত্মা দুর্য্যোধনও স্বজনগণকে নিহত দেখিয়া নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এই অসাধারণ পুরুষকারসম্পন্ন অভিমন্যুকে সমরক্ষেত্রে নিপতিত দেখিয়া, অদ্য আমাদিগের জয়লাভ বা সুরলোক প্রাপ্তি কিছুই প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইতেছে না।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মহর্ষি বেদব্যাস বিলাপকারী রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির সমুচিত উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করত উপবিষ্ট হইয়া ভ্রাতৃপুত্র বধজনিত শোকসন্তপ্তমনে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! নিশ্চলমতি বালক অভিমন্যু সাতিশয় নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ করিতে

ছিল; এই সময়ে অসংখ্য অধার্ম্মিক তাহারে বেষ্টন করিয়া বিনাশ করিয়াছে। আমি অভিমন্যুকে কহিয়াছিলাম, তুমি আমাদিগের সমরদ্বার প্রস্তুত কর। অভিমন্যু আমার বাক্যে ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, আমরা তাহার অনুশরণ করিতেছিলাম; কিন্তু জয়দ্রথ আমাদিগকে নিবারণ করিল। সংগ্রামজীবী ব্যক্তিরা সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু বিপক্ষগণের সংগ্রাম নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে; তন্নিবন্ধন আমি সাতিশয় শোক সন্তপ্ত হইয়াছি। বারম্বার চিন্তা করিয়াও কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না।

তখন ভগবান্ মহর্ষি বেদব্যাস শোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ! ভবাদৃশ মহাত্মারা কদাচ বিপদে বিমোহিত হন না। এই মহাশূর বহুসংখ্যক শত্রু সংহার করিয়া বালকের অসদৃশ কার্য্য সাধন করত সুরলোকে গমন করিয়াছে। মৃত্যু দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগকেও হরণ করিয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! মৃত্যুকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাত্মন্! এই সমস্ত মহাবলশালী ভূপতিগণ সমরে সংহত হইয়া ধরাতলে সৈন্যমধ্যে নিপতিত রহিয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি অযুত মাতঙ্গ সদৃশ পরাক্রমবান্ ও কোন কোন ব্যক্তি বায়ুবেগ সদৃশ বলবান্। ইহাঁরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়াই বিনষ্ট হইয়াছেন। অন্য কোন ব্যক্তি ইহাঁদিগকে রণস্থলে সংহার করিতে সমর্থ হন না। ইহাঁরা সর্ব্বদাই পরস্পরকে পরাজয় করিবার অভিলাষ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন। এই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণ বিনষ্ট হওয়াতে অদ্য মৃত্যু এই শব্দের সার্থকতা সম্পাদিত

হইল। এক্ষণে ইহাঁরা নিশ্চেষ্ট নিরভিমান ও অরাতিগণের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। হে মহর্ষে! এই নিহত মহীপালগণকে দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, মৃত্যু কে, কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং কি জন্যই বা প্রজাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার হৃদয়স্থিত সংশয় দূরীভূত করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ ব্যাসদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, হে নরপতে! পূর্ব্বকালে মহর্ষি নারদ এ বিষয়ে রাজা অকম্পনের সমীপে যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই পূর্ব্বতন ইতিহাস শ্রবণ করুন। আমি ইহা অবগত আছি যে, রাজা অকম্পনও নিতান্ত অসহ্য পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আমি মৃত্যুর প্রভব কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে, আপনি স্নেহবন্ধনজনিত দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। হে বৎস! এই পুরাবৃত্ত অতি পবিত্র; শত্রুবিনাশক, মঙ্গলেরও মঙ্গল, আয়ুষ্কর, শোকঘ্ন, পুষ্টিবর্দ্ধন ও বেদাধ্যয়নের ন্যায় ফলপ্রদ; আপনি ইহা শ্রবণ করুন। হে রাজন্! আয়ুষ্মান্ পুত্র, রাজ্য ও সম্পদ্ অভিলাষী দ্বিজগণের এই উপাখ্যান প্রতি দিন প্রাতঃকালে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বকালে সত্যযুগে অকম্পন নামে এক নরপতি ছিলেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষগণের বশীভূত হইলেন; এবং নারায়ণ সদৃশ বলশালী, শ্রীমান্, শিক্ষিতাস্ত্র, মেধাবী ও পুরন্দর তুল্য হরি নামে তাঁহার এক পুত্রও যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মাতঙ্গ ও বহুসংখ্য যোধগণের উপর ভূরি ভূরি শর বর্ষণ পূর্ব্বক অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়া সৈন্যমধ্যে

বিনষ্ট হইলেন। নরপতি অকম্পন পুত্রের প্রেতকার্য্য সমাধান করত দিবানিশি শোকে যৎপরোনাস্তি বিহ্বল হইয়া কোন রূপেই শান্তি লাভে সমর্থ হইলেন না। তদনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহার পুত্রনাশ জনিত শোক অবগত হইয়া তাঁহার নিকট সমাগত হইলেন। নরপতি অকম্পন দেবর্ষি নারদকে আগমন করিতে দেখিয়া যথোচিত উপচার দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করত শত্রুগণের জয় প্রাপ্তি ও স্বীয় পুত্রের বিনাশ বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! বিপক্ষ-গণ স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আমার মহাবলশালী পুত্রকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে এই মৃত্যু কে এবং ইহার পরাক্রম ও পৌরুষই বা কি রূপ? আমি ইহার যাথার্থ্য শ্রবণে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি। বরপ্রদ দেবর্ষি তাঁহার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সুতবিয়োগজনিত শোক বিনাশক এই উপাখ্যান বর্ণন করিতে লাগিলেন, হে নরনাথ! আমি এই বিস্তীর্ণ উপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি; আপনি তাহা শ্রবণ করুন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রথমে প্রজাগণকে সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে এই জগৎ বিনষ্ট হইতেছেনা দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে সাতিশয় চিন্তা উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি সৃষ্টি সংহার বিষয়ে কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে তাঁহার ক্রোধ-প্রভাবে অন্তরীক্ষ হইতে এক অগ্নি সমুত্থিত হইয়া এই সংসা-রস্থ দেশ সমুদায় দগ্ধ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল।

এই রূপে ভগবান্ কমলযোনি রোষভরে সকলকে বিত্রা-সিত করিয়া জ্বালাসমাকুল চরাচর সমস্ত জগৎ ও নভোমণ্ড-লকে দগ্ধ করিলেন, তাহাতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায় বিনষ্ট হইল।

অনন্তর জটাজুটধারী নিশাচরপতি মহাদেব পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ভগবান্ কমলযোনি ভূতপতিকে প্রজাগণের হিতাভিলাষে সমাগত দেখিয়া তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার ইচ্ছানুসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; এক্ষণে বল, তোমার কি রূপ মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে হইবে; আমি তোমার প্রিয়কার্য্য সকল সাধন করিব।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন, হে বিভো! প্রজাগণকে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত একমাত্র তুমিই যত্ন করিয়াছিলে এবং তুমিই নানাবিধ ভূতগণকে সৃষ্টি করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ। এক্ষণে সেই সমস্ত প্রজা তোমার ক্রোধাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইতেছে। হে ভগবন্! তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে করুণোদয় হইয়াছে, অতএব তুমি প্রসন্ন হও।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাদেব! সৃষ্টি সংহার বিষয়ে আমার বাসনা ছিল না; কিন্তু পৃথিবীর হিতকামনায় আমার ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে। এই বসুন্ধরা দেবী দুর্ভর ভারে নিতান্ত নিপীড়িতা হইয়া ভূতগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করেন; কিন্তু আমি এই অখিল জগতের সংহার কারণ কিছুই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। এই জন্য আমার অন্তঃকরণে ক্রোধোদয় হইল।

মহাদেব কহিলেন, হে বিশ্বনাথ! তুমি প্রসন্ন হইয়া বিশ্বসংহারার্থ ক্রোধ পরিহার কর; স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত

সকল সংহার করিও না। তোমার প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধি জগৎ বিদ্যমান থাকুক। তুমি ক্রোধপরবশ হইয়া যে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা নদী, প্রস্তর, বৃক্ষ, পল্লল, তৃণ ও উলূপ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ দগ্ধ করিতেছে। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া যাহাতে ক্রোধের শান্তি হয়, ইহাই আমার অভিলষণীয় বর। হে ভগবন্! সৃষ্ট পদার্থ সকল বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি স্বীয় তেজ সংহার কর; ইহা তোমাতেই বিলীন হউক; প্রজাদিগের হিত কামনায় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এই উৎপন্ন প্রাণিগণ যাহাতে বিদ্যমান থাকে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও; ইহারা যেন সমূলে বিনষ্ট না হয়। তুমি আমাকে লোকমধ্যে অধিদেব-পদে নিযুক্ত করিয়াছ। হে জগন্নাথ! এই চরাচর বিশ্ব সংহার করিও না। তুমি প্রসাদোন্মুখ হইয়াছ বলিয়া তোমাকে এই প্রকার কহিতেছি।

তদনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাদিগের হিত-কামনায় পুনর্ব্বার অন্তরাত্মাতে স্বীয় তেজ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নির উপসংহার করিয়া সৃষ্টি হেতু প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও মোক্ষ হেতু নিবৃত্তি ধর্ম্ম বর্ণন করিলেন। রোষজনিত হুতাশন উপ-সংহারকালে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে কৃষ্ণ, রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণা, রক্তজিহ্বা, রক্তবদনা, রক্তলোচনা নির্ম্মল কুণ্ডল-মণ্ডিতা এবং নানাবিধ ভূষণে বিভূষিতা এক নারী প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তিনি বিনির্গত হইয়াই ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে দর্শন করত দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে মৃত্যু বলিয়া আহ্বান করত কহিলেন, তুমি আমার সংহার বুদ্ধি প্রভাবে ক্রোধ হইতে আবির্ভূত হইয়াছ; অতএব তুমি আমার আদেশানুসারে কি জড়, কি পণ্ডিত এই পৃথি-বীর সমস্ত প্রজাবর্গকে বিনাশ কর; তাহা হইলেই তোমার

মঙ্গল লাভ হইবে। কমলাক্ষ মৃত্যু কমলযোনি ব্রহ্মার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মধুরস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্রহ্মা লোকের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত অঞ্জলিপুটে তাঁহার নয়নজল গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে অনুনয় করিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর ঐ নারী দুঃখ আপনয়ন পূর্ব্বক লতার ন্যায় অবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি এই পাপীয়সীকে কি নিমিত্ত সৃষ্টি করিলেন; আমি এই অহিত ক্রূর কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্মাত্মক জানিয়া কি রূপে অনুষ্ঠান করিব। অধর্ম্মানুষ্ঠানে আমার সাতিশয় ভয় উপস্থিত হইতেছে; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি যাহাদিগের পরমপ্রিয় পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, পিতা ও ভর্ত্তাদিগকে বিনাশ করিব, তাহারা অবশ্যই আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে; এই নিমিত্ত আমার যৎপরোনাস্তি শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। আমি প্রিয় বিচ্ছেদে রোরুদ্যমান্ প্রজাগণের অবিরত নিপতিত নয়নজল হইতে শঙ্কিত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম। এক্ষণে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। আমি কদাপি শমনভবনে গমন করিতে পারিব না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই মনোরথ পরিপূর্ণ করুন। আমি ধেনুকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনার আরাধনা করিতে সাতিশয় উৎসুক হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমারে তদ্বিষয়ে আদেশ প্রদান করুন। আমি

আপনার নিকট এই মাত্র বর প্রার্থনা করি যে, আমি কখন বিলপমান প্রাণীদিগের প্রাণ সংহার করিতে পারিব না। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যো! তুমি প্রজাবর্গকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সমুৎপন্ন হইয়াছ; অতএব আমার আদেশানুসারে অবিচারিতচিত্তে লোকদিগকে বিনাশ কর। লোক সকল অবশ্য ক্ষয় হইবে; ইহার অন্যথা হইবে না। অতএব আমার আদেশ রক্ষা কর; ইহাতে কেহই তোমাকে নিন্দা করিবে না।

মৃত্যু ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি লোকের হিতসাধনার্থ কোনরূপেই লোকসংহারে অভিলাষী হইলেন না। পিতামহ ব্রহ্মা ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং অবিলম্বেই সহাস্যবদনে লোকরক্ষার্থ প্রসন্ন হইলেন।

এইরূপে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ক্রোধ পরিহার করিলে, সমুদয় লোক অপমৃত্যুগ্রস্ত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ঐ কন্যা প্রজাবর্গকে সংহার করণে অঙ্গীকার না করিয়া ব্রহ্মার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করত অচিরাৎ ধেনুকাশ্রমে উপনীত হইয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সেব্য সমস্ত প্রিয় বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া প্রজাদিগের হিতকামনায় একবিংশতি পদ্ম বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে এক পদ্ম বিংশতি বৎসর এক পদে অবস্থান করিলেন। তদনন্তর অর্ব্বুত পদ্ম বৎসর মৃগদিগের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার প্রসন্নসলিলা অতি পবিত্র নন্দা তীর্থে গমন

পূর্ব্বক যথানিয়মে অষ্টোত্তর সহস্র বৎসর সলিলে কালাতিপাত করিলেন। এই প্রকারে নন্দা তীর্থে নিষ্পাপ হইয়া প্রথমতঃ অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্থে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে বায়ু ভক্ষণ ও জলপান করিয়া পুনর্ব্বার নিয়মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে পঞ্চগাঙ্গ ও বেতস তীর্থে তপোবিশেষ দ্বারা শরীর পরিশুষ্ক করিলেন। তদনন্তর ভাগীরথী ও প্রধান মহামেরু তীর্থে গমন পূর্ব্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া শিলার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে হিমাদ্রির শিখরদেশে উপনীত হইয়া অঙ্গুলির উপর নির্ভর করত নিখর্ব্ব বৎসর রহিলেন। পূর্ব্বে ঐ স্থানে দেবতা সকল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তদনন্তর ঐ কন্যা পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষ ও মলয় তীর্থে অভিলষিত নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক শরীর পরিশুষ্ক করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিনি অনন্যচিত্তে একমাত্র ব্রহ্মাকে ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিলেন।

তখন ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা শান্ত ও প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মৃত্যো! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছ? তখন মৃত্যু কহিলেন, হে ভগবন্! প্রজাগণ স্থিরচিত্তে কালযাপন করিতেছে; তাহারা বাক্য দ্বারাও অন্যের অপকার করে না; এক্ষণে আপনার সমীপে এই বরই প্রার্থনা করি, আমি তাহাদিগকে কদাচ বিনাশ করিতে পারিব না। অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়াই তপস্যা করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে অভয় প্রদান করুন। আমার কোন অপরাধ নাই; আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। বাসনা করি, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার আশ্রয় হউন। তখন ত্রিকালজ্ঞ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা কহিলেন, হে কন্যে! এই সমুদায় প্রজা বিনাশ করিলে,

তুমি অণুমাত্র অধর্ম্মে লিপ্ত হইবে না; আমার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। অতএব তুমি নির্ভয়চিত্তে চতুর্ব্বিধ প্রজা নিধন কর; তোমার সনাতন ধর্ম্ম লাভ হইবে। লোকপাল, কৃতান্ত, ব্যাধি সমুদায় ও দেবগণ এবং আমি তোমার সাহায্য করিব। তুমি পাপ শূন্য ও রজোগুণ বিহীন হইয়া যেরূপে খ্যাতি লাভ করিতে পারিবে, আমি পুনর্ব্বার এইরূপ একটী বরও তোমারে প্রদান করিব।

অনন্তর ঐ কন্যা প্রণতি পূর্ব্বক পিতামহ ব্রহ্মাকে সুপ্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি ভিন্ন যদি এই কার্য্যের অনুষ্ঠান না হয়, তবে অগত্যা আপনার এই বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম। কিন্তু আপনি আমার একটি নিবেদন শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ ও নির্লজ্জতা এই সমুদায় পুরুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তি জীবগণের তনু ভেদ করিবে। সেই সময় ব্রহ্মা কহিলেন, হে কন্যে! তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে; এক্ষণে তুমি প্রজা সংহারে প্রবৃত্ত হও। তাহাতে তুমি অধর্ম্মে লিপ্ত হইবে না এবং আমিও তোমার অনিষ্ট সম্পাদন করিব না। তোমার যে সমস্ত অশ্রুবিন্দু আমার করতলে নিপতিত হইয়াছে, উহা জীবগণের আত্মসম্ভূত ব্যাধিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাণ নাশ করিবে; ইহাতে তোমার অনুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না। এক্ষণে তুমি ভীত হইও না। তুমি প্রাণিগণের ধর্ম্ম, ধর্ম্মের অধিপতি, ধর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্মের কারণ; ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এক্ষণে প্রাণিগণের জীবন সংহারে প্রবৃত্ত হও। তুমি কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবগণের প্রাণ বিনাশ কর; তাহাতে তুমি অক্ষয় ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে। অধর্ম্ম দুরাচারগণকে নির্ম্মূল করিবে; তুমি আমার আদেশানুসারে

কার্য্য করিয়া আপনাকে প্রীত কর; তুমি অসাধু প্রাণিগণকে পাপে নিমগ্ন করিবে।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সেই কন্যা আপনার 'মৃত্যু' এই নাম হইল দেখিয়া একান্ত ভীত ও অভিশাপভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিলন। সেই মৃত্যু কাম ক্রোধ বিসর্জন পূর্ব্বক অসংসক্ত-রূপে অন্তকালে ভূতগণের জীবন নাশ করিয়া থাকেন; প্রাণিগণেরই মৃত্যু হয়; রোগ নামধারী ব্যাধি প্রাণিগণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা প্রাণিগণ সাতিশয় ব্যথিত হয়। অতএব আপনি প্রাণান্তে প্রাণিগণের জন্য বৃথা শোক করিবেন না। ইন্দ্রিয়গণ জীবনান্তে প্রাণিগণের সহিত পর-লোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। এইরূপ দেবগণও মানবের ন্যায় পরলোকে গমন পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। ঘোররূপ, ভীমনাদ, সর্ব্বচারী, উগ্র, অনন্ততেজা প্রাণবায়ু কেবল কলেবরই ভেদ করিয়া থাকে, উহার গমনাগমন নাই। সমস্ত দেবতারাও মর্ত্ত্যসংজ্ঞাধারী। হে রাজন্! এক্ষণে আপনি স্বীয় পুত্রের জন্য আর শোক করিবেন না। তিনি সুরলোকে অতি মনোহর বীরলোক লাভ করিয়া দুঃখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সাধু সমাগমে সর্ব্বদাই আনন্দে বাস করিতেছেন। প্রজাগণের মৃত্যু দৈবনির্দ্দিষ্ট; মৃত্যু, কাল উপস্থিত হইলে প্রজাগণকে সংহার করিয়া থাকে; প্রাণিগণ স্বয়ংই বিনষ্ট হয়। মৃত্যু দণ্ড ধারণ করিয়া প্রাণীদিগকে বিনষ্ট করেন না। ব্রহ্মসৃষ্ট এই সত্যটী পণ্ডিতগণ সম্যক্ বিদিত হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের জন্য কখনই শোক করেন না। হে রাজন্! আপনি এইরূপ দৈববিহিত সৃষ্টি বিদিত হইয়া পুত্রের নিধন নিমিত্ত সত্বরে শোক পরিত্যাগ করুন।

মহারাজ অকম্পন প্রিয়সখা নারদের সমীপে এইরূপ অর্থ সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আমি এই ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া শোক সম্বরণ পূর্ব্বক পরম প্রীত ও কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে আপনাকে অভিবাদন করি। মহারাজ অকম্পন এই রূপে শোক সম্বরণ করিলে তৎক্ষণাৎ দেবর্ষি নারদ নন্দনবনে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই ইতিহাস শ্রবণ অথবা অন্যের নিকট কীর্তন উভয়ই ধন্য, পুণ্যজনক, যশস্কর, আয়ুষ্কর ও স্বর্গ লাভের হেতুভূত; হে রাজন্! তুমি এই অর্থ বহুল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও বীরগণের পরম গতি বিদিত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর। চন্দ্রসম্ভূত মহাবীর অভিমন্যু অসংখ্য বীরগণের সমক্ষে শত্রুগণকে সংহার করিয়া সংগ্রাম করত অসি, গদা, শক্তি ও শরাসন দ্বারা নিহত ও রজোগুণ বিহীন হইয়া পুনর্ব্বার শশধরে বিলীন হইয়াছেন। অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ত্বরায় সংগ্রাম করিতে গমন কর।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির মৃত্যুর উৎপত্তি ও অদ্ভুত কার্য্য সকল শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেবকে প্রসন্ন করত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বকালে রাজর্ষি সমুদায় ইন্দ্রের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত, পুণ্যশীল, সত্যবাদী ও পাপ বিহীন ছিলেন; আপনি তাঁহাদিগের কার্য্য ও শোকাপনোদন বাক্যে আমারে আশ্বাস প্রদান

করুন এবং কোন্ কোন্ রাজর্ষি কি পরিমাণে দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণন করুন।

ব্যাস কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ভূপতি শ্বিত্যের সৃঞ্জয় নামে এক পুত্র ছিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ও নারদের সহিত তাঁহার সখ্যভাব ছিল। এক দিবস তাঁহারা সৃঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাত করণাভিলাষে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সৃঞ্জয় সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিলে, তাঁহারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পরম সুখে কিছু দিন সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক দিবস নরপতি সৃঞ্জয় তাহাদের সহিত পরম সুখে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার একটী অবিবাহিতা কন্যা সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সৃঞ্জয় পার্শ্বস্থ দুহিতাকে অভিলাষানুরূপ আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ঐ অবলারে সন্দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, মহারাজ! এই সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না চঞ্চলাপাঙ্গী দুহিতা কাহার? ইনি আদিত্যের প্রভা, অথবা পাবকের শিখা, কিম্বা শশধরের কান্তি নতুবা শ্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি ও সিদ্ধির অন্যতম হইবেন!! মহারাজ সৃঞ্জয় দেবর্ষি পর্ব্বতের বাক্যাবসানে কহিলেন, হে সখে! এইটী আমার কন্যা; এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছে। সেই সময় নারদ কহিলেন, হে রাজন্! তোমার যদি শ্রেয়োলাভে বাসনা থাকে, তবে এই কন্যাটী আমারে ভার্য্যার নিমিত্ত প্রদান কর। নৃপতি সৃঞ্জয় তৎক্ষণাৎ পরমাপ্যায়িত হইয়া তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হইলেন।

সেই সময় মহর্ষি পর্ব্বত ক্রোধপরবশ হইয়া দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বেই এই কন্যাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি; পরে তুমি ইহাঁকে বরণ করিলে; অতএব

তুমি বাসনানুসারে আর স্বর্গ গমনে সমর্থ হইবে না। নারদ কহিলেন, ইনি আমারই পত্নী এইরূপ বোধ, এইরূপ কথন ও এইরূপ অধ্যবসায় এবং বারি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দান ও পাণি-গ্রহণমন্ত্র এই কয়েকটি বিবাহের লক্ষণ বলিয়া বিখ্যাত আছে। এই সমুদয় সম্পন্ন হইলেই যে ভার্য্যাত্ব সম্পাদিত হয়, এমন নহে; সপ্তপদীগমনই ভার্য্যাত্ব সম্পাদক বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই কন্যা তোমার ভার্য্যা না হই-তেই তুমি যখন আমারে অভিশাপ প্রদান করিলে, তখন তুমিও আমা ভিন্ন স্বর্গ গমনে সমর্থ হইবে না। এই রূপে ঐ দেবর্ষিদ্বয় পরস্পরকে অভিশম্পাত করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নরপতি সৃঞ্জয় পুত্র কামনায় বিশুদ্ধচিত্তে পরম যত্নপূর্ব্বক অন্ন, পান ও বস্ত্র প্রদান করত ব্রাহ্মণগণের আরা-ধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিবস বেদ বেদাঙ্গ পার-দর্শী স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণ সৃঞ্জয়ের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্র প্রদান করিবার মানসে দেবর্ষি নারদের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি নরপতি সৃঞ্জয়কে অভিলষিত এক পুত্র প্রদান করুন। নারদ ব্রাহ্মণগণের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া ভূপতি সৃঞ্জয়কে কহিলেন, রাজন্! ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া তোমার একটী পুত্র কামনা করিতে-ছেন। এক্ষণে যেরূপ পুত্রলাভে তোমার বাসনা আছে, প্রার্থনা কর; তোমার কুশল লাভ হইবে। তখন নরপতি সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার বরে যেন আমি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, কীর্ত্তিসম্পন্ন, যশস্বী ও মহাবল পরা-ক্রান্ত এক পুত্র লাভ করিতে পারি এবং তাহার মূত্র, পুরীষ ক্লেদ ও স্বেদ যেন সুবর্ণময় হয়। নারদ সৃঞ্জয়ের বাক্যে অঙ্গী-কৃত হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিলে, অচি অল্প

দিনের মধ্যে তাঁহার অভিলাষানুরূপ এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ঐ পুত্র অবনীমণ্ডলে সুবর্ণষ্ঠীবী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মহর্ষি নারদের বরে ঐ পুত্র ক্রমে অপরিমিত ধন পরিবর্দ্ধিত করিলে, নরপতি সৃঞ্জয় অভিলষিত সমুদায় বস্তু কাঞ্চনময় করিয়া লইলেন। তৎকালে তাঁহার গৃহ, প্রাকার, দুর্গ, ব্রাহ্মণালয়, শয্যা, আসন, স্থান ও স্থালী সমুদায় সুবর্ণময় হইয়া কালসহকারে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে দস্যুগণ রাজকুমারের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া নরপতির অনিষ্ট সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ কহিল, আমরা স্বয়ং গমন করিয়া রাজপুত্রকে গ্রহণ করিব। ঐ নৃপনন্দনই কাঞ্চনের আকর; অতএব তাহাকে বশবর্ত্তী করিতে যত্ন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।

অনন্তর লোভপরায়ণ দস্যুগণ এইরূপ বিবেচনা করত রাজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া বলপূর্ব্বক নৃপনন্দন সুবর্ণষ্ঠীবীকে গ্রহণ করিয়া কাননমধ্যে পলায়ন করিল। সেই স্থানে তাহারা কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া রাজপুত্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল। কিন্তু কিছুমাত্র অর্থ লাভ করিতে পারিল না। নৃপনন্দনের প্রাণ বিনষ্ট হইলে, সেই বরসম্ভূত সমস্ত বিত্তও বিনষ্ট হইয়া গেল। সেই সময় নির্ব্বোধ দস্যুগণ জ্ঞান বিহীন হইয়া পরস্পরকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে দস্যুগণ অদ্ভুতপূর্ব্ব রাজপুত্রকে নিধন পূর্ব্বক পরস্পর নিহত হইয়া ভীষণ নিরয়ে গমন করিল।

এ দিকে নরপতি সৃঞ্জয় বরলব্ধ পুত্রকে বিনষ্ট অবলোকন করিয়া অতি দুঃখিতচিত্তে সকরুণ বাক্যে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি নারদ পুত্র শোকসন্তপ্ত

নরপতির নিকট গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে সৃঞ্জয়! আমরা ব্রহ্মবাদী মহর্ষি; আমরা সর্ব্বদাই তোমার আবাসে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু তুমিও বিষয়বাসনায় তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া করাল কালকবলে নিপতিত হইবে। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অবিক্ষিতের পুত্র মরুত্তও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছিলেন। সেই মহাত্মা সুরাচার্য্য বৃহস্পতির প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক মহর্ষি সম্বর্ত্ত দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগবান্ ভবানীপতি তাঁহাকে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া হিমালয়ের কাঞ্চনময় এক প্রত্যন্ত শৈল প্রদান করেন। যজ্ঞাবসানে বৃহস্পতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার নিকট গমন করিতেন। তাঁহার যজ্ঞভূমির পরিচ্ছদ সমুদায় কাঞ্চনময় ছিল। তাঁহার যজ্ঞকালে অন্নার্থী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় বাসনানুরূপ পবিত্র অন্নব্যাঞ্জনাদি ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন এবং বেদ পারদর্শী প্রহৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু প্রভৃতি অতি উত্তম ভোজ্য ও বস্ত্রভূষণ প্রভৃতি সমুদায় বাসনানুরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। সুরগণ ভূপতি মরুত্তের আবাসে সমস্ত দ্রব্যাদি পরিবেশন করিতেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। দেবগণ ঘৃত দ্বারা পরম প্রীতি লাভ করিয়া প্রচুর বারিবর্ষণ করত তাঁহার শস্য সমুদায় পরিবর্দ্ধিত করিতেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা সর্ব্বদাই ঋষি, দেবতা ও পিতৃলোকের সন্তোষ সাধন এবং অভিলাষানুরূপ শয়ন, আসন, যান ও দুস্ত্যজ কাঞ্চনরাশি বহু পরিমাণে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। সুররাজ ইন্দ্র সর্ব্বদা তাঁহার মঙ্গল চিন্তা করিতেন। তিনি প্রজাগণকে পরমসুখে রাখিয়া শ্রদ্ধাসহকারে জিত অক্ষয় লোক সমুদায় লাভ করিয়াছেন। তিনি তরুণ।

বস্থায় পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, সচিব ও প্রজাবর্গ সমভি-ব্যাহারে সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যাত্মা সেই নরপতি মরুত্তও কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি রহিত পুত্রের জন্য আর শোক করিও না।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! অতিদুর্দ্ধর্ষ অদ্বিতীয় বীর নরপতি সুহোত্রও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। দেবগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য অধিকার করিয়া ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে স্বীয় হিতকর বিষয় সমুদায় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগের মত গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রজা পালন, ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ ও অরিবিজয় ইহা বিশেষরূপে বিদিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জনের বাসনা করিতেন। যথা-বিধানে দেবগণের আরাধনা ও বাহুবলে শত্রুগণকে পরা-জয় করিয়া ম্লেচ্ছ ও তস্কর বিহীন মেদিনী উপভোগ পূর্ব্বক স্বীয় গুণে প্রজা রঞ্জনে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার নিমিত্ত পর্জ্জন্য সম্বৎসর সুবর্ণ বর্ষণ করিতেন। সেই নিমিত্ত পূর্ব্ব-কালে তাঁহার রাজ্যে হিরণ্ময়ী স্রোতস্বতী সমুদায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইত। সেই সমস্ত নদীতে রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজা-রই অধিকার ছিল। কুব্জ ও বামনগণ সেই সকল নদী হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপালিত হইত। পর্জ্জন্য হিরণ্ময় গ্রাহ,

কর্কট, বিবিধ মৎস্য ও অন্যান্য বহুবিধ জলজন্তু বর্ষণ করিতেন। সেই রাজ্যে হিরণ্ময়ী বাপী সমুদয় ক্রোশ পরিমিত ছিল। মহারাজ সুহোত্র কাঞ্চনময় সহস্র সহস্র নক্র, মকর ও কচ্ছপ সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি কুরুজাঙ্গলে অতি উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে কাঞ্চন প্রদান করিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত দক্ষিণা দানের সহিত শত সহস্র অশ্বমেধ, রাজসূয়, অতি-পবিত্র ক্ষত্রিয় যজ্ঞ ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করত অভিলষিত গতিপ্রাপ্ত হইলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা অধিক সত্য, তপ, দান ও দয়াশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই সুহোত্রও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি রহিত পুত্রের জন্য আর শোক করিও না।

—০:০—

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! অমিততেজা নরপতি পৌরবও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। সেই ভূপতি শুক্লবর্ণ দশলক্ষ অশ্ব প্রদান করেন। তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে নানা দেশ হইতে অধ্যয়নশীল, রীতিজ্ঞ ও ব্রহ্মানুষ্ঠাননিরত অসংখ্য বুধগণের সমাগম হয়। সেই সমুদয় বেদস্নাত, বিদ্যাস্নাত ও ব্রতস্নাত, বদান্য, প্রিয় দর্শন বুধগণ পৌরবের নিকট অত্যুম ভিক্ষা, আচ্ছাদন, গৃহ, শয্যা, আসন ও বাহন প্রাপ্ত হইয়া পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। সতত উদ্যোগ

পরায়ণ, ক্রীড়ানুরত নট, নর্ত্তক ও গন্ধর্ব্ব এবং কনক-চূড় পক্ষী ও বর্দ্ধমানক গৃহ সর্ব্বদা তাঁহাদিগের অনন্দবর্দ্ধন করিত। নরপতি পৌরব প্রত্যেক যজ্ঞে মদস্রাবী কাঞ্চন বর্ণ অযুত সংখ্য কুঞ্জর, ধ্বজপতাকা পরিমণ্ডিত রথ, সহস্র সহস্র কাঞ্চনালঙ্কার পরিশোভিত কন্যা, রথযুক্ত উৎকৃষ্ট তুরঙ্গম ও মাতঙ্গ এবং গৃহ, ক্ষেত্র, শত গো, সুবর্ণালঙ্কৃত গাত্র সহস্র ধেনু ও ভৃত্য সমুদয় প্রদান করিতেন। পুরাণবেত্তা মহাত্মাগণ এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, মহারাজ পৌরব সেই সুপ্রসিদ্ধ যজ্ঞে সুবর্ণশৃঙ্গ, রজতখুর, কাংস্য দোহন পাত্রের সহিত সবৎস ধেনু, দাস, দাসী, খর, উষ্ট্র, ঘৃত, মেষ, ছাগ, বহুবিধ রত্ন, ও অন্নপর্ব্বত সমুদয় দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। ঐ যাজ্ঞিক অঙ্গাধিপতি পৌরব ক্রমশ স্বধর্ম্মানুসারে সর্ব্বকামপ্রদ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান ও দয়াশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই মহা-রাজ পৌরবও করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি রহিত পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! উশীনরনন্দন নরপতি শিবিও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি নিরন্তর প্রধান অরাতি-গণকে সংহার করিয়া অদ্রি, দ্বীপ, সমুদ্র, ও কানন সমাচ্ছন্ন এই মেদিনী রথ ঘর্ঘরশব্দে নিনাদিত ও স্বয়ং অধি-

কৃত করিয়াছিলেন এবং বিপুল বিত্ত অধিকার পূর্ব্বক ভূরি দক্ষিণার সহিত বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সমস্ত রাজগণই তাঁহাকে সংগ্রামের উপযুক্ত বলিয়া বোধ করিতেন। মহাত্মা শিবি রাজা স্বীয় ভুজবলে সমস্ত ধরণীমণ্ডল পরাভব করিয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, পশু, মৃগ, গো, ছাগ ও মেষ প্রদান পূর্ব্বক বহু ফলসম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাধান করত সহস্র কোটি নিষ্ক ও বহুসংখ্যক ভূমি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ষার যতগুলি ধারা, গগনমণ্ডলের যতগুলি তারা, গঙ্গার যতগুলি বালুকা, সুমেরুর যতগুলি উপলখণ্ড এবং সাগরের যতগুলি রত্ন ও জলজন্তু আছে, তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে ততগুলি গো দান করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা শিবিরাজার কার্য্যভার বহন করিতে পারে এরূপ ভূপতি কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ ও কি বর্ত্তমান কোনকালেই প্রাপ্ত হন নাই। নরপতি শিবি সর্ব্বকার্য্য সমন্বিত বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সকল যজ্ঞে বহুসংখ্যক কাঞ্চনময় যূপ, আসন, গৃহ, প্রাকার ও তোরণ নির্ম্মিত এবং পবিত্র সুস্বাদু অন্ন পান প্রস্তুত হইত। অযুত প্রযুত প্রিয়বাদী ব্রাহ্মণগণ সেই যজ্ঞে আগমন করিতেন। তাঁহার যজ্ঞস্থলে দধি দুগ্ধের হ্রদ ও নদী এবং শুক্লবর্ণ অন্নের পর্ব্বত নির্ম্মিত হইত। সেই সময় স্নান কর এবং বাসনানুসারে ভোজন কর কেবল এই প্রকার শব্দ নিরন্তর সমুত্থিত হইত। রুদ্রদেব সেই দানশীল নরপতির পবিত্র কার্য্যে সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া তোমার ধন, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, প্রাণিগণের প্রিয়তা ও স্বর্গ অক্ষয় হউক, এই বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। নরপতি শিবি এরূপ অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়া যথাসময়ে সুরলোকে গমন করিয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক

সত্য, তপ, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ নরপতি শিবিও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক অধ্যানাদি রহিত পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

একোন ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্। দশরথতনয় রাজা রামচন্দ্রও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। প্রজাগণ ঐ মহাত্মাকে ঔরস পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিত। ঐ সর্ব্বগুণশালী মহাতেজা রামচন্দ্র পিতার আদেশক্রমে ভার্য্যা সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি জনস্থানে অবস্থিতি করত তত্রত্য তপস্বিগণের রক্ষার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে নিহত করেন। রাক্ষস দশানন ঐ স্থানে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে বিমোহিত করত তদীয় ভার্য্যা জানকীরে অপহরণ করেন। মহা বলশালী রাজা রামচন্দ্র রাবণের এই অপরাধে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া শত্রুগণের অপরাজিত, দেবাসুরের অবধ্য, দেবব্রাহ্মণ কণ্টক ঐ দুরাত্মাকে সবংশে নিধন করিয়াছিলেম।

প্রজাহিতৈষী দেবর্ষিগণসেবিত দেবগণাভিপূজিত মহানুভব রামচন্দ্রের কীর্ত্তি অবনিমণ্ডলে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেই সর্ব্বভূতহিতৈষী মহাত্মা বহুবিধ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন পূর্ব্বক মহাযজ্ঞ ও ত্রিগুণদক্ষিণ শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত ঘৃত দ্বারা ইন্দ্রের প্রীতি সম্পাদন এবং অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ক্ষুৎ-

পিপাসা পরাজয় করত দেহিগণের সমস্ত ব্যাধি নিবারণ করিয়াছিলেন। সেই অসামান্য গুণশালী স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান দাশরথি রামচন্দ্র তৎকালে সমস্ত জীবগণকে অতিক্রম করিয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই মহাত্মার রাজ্য শাসনকালে ধরাতলে ঋষি, দেবতা ও মানবগণের একত্র সহবাস হইয়াছিল। প্রাণিগণের তেজ এবং প্রাণ, অপান, উদান ও সমান বায়ুর হ্রাসতা হয় নাই; তেজঃ পদার্থ সমস্তই দেদীপ্যমান হইয়াছিল; কোন অনিষ্ট ঘটনা হইত না। প্রজাগণ সকলেই দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিল; তরুণাবস্থায় কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। দেবগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়া বেদ বিধানানুসারে বিবিধ হব্য, কব্য নিষ্পূর্ত্ত ও হুত লাভ করিতেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে দংশ, মশক ও হিংস্র সরীসৃপ সমূহের সম্পর্কও ছিল না। জলমধ্যে কাহারও মৃত্যু হইত না; হুতাশন অকালে দগ্ধ করিতেন না। কেহই ধর্ম্মবর্জিত লুব্ধ বা মূর্খ ছিল না এবং সর্ব্ব-বর্ণের প্রজাগণ সজ্জনোচিত ইষ্ট কার্য্যে সর্ব্বদাই নিরত থাকিত।

সেই সময় রাক্ষসগণ জনস্থানে স্বধা ও পূজা বিনষ্ট করাতে মহাত্মা দশরথাত্মজ তাহাদিগকে নিধন করিয়া পিতৃ ও দেবগণকে স্বধা ও পূজা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যকালে মানবগণ সহস্র পুত্র সম্পন্ন হইত এবং সহস্র বৎসর জীবিত থাকিত। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণ দ্বারা শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পন্ন করিত না। তরুণবয়স্ক, শ্যামাঙ্গ লোহিতলোচন, মত্ত-মাতঙ্গপরাক্রম, আজানুলম্বিত বাহু, সিংহস্কন্ধ, সর্ব্বজনহিতৈষী, বলশালী রামচন্দ্র একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য শাসনকালে প্রজাদিগের রাম, রাম ভিন্ন প্রায় অন্য কোন বাক্য ছিল না এবং জগৎ একান্ত অভিরাম

হইয়াছিল। মহাত্মা রামচন্দ্র পরিশেষে আপনার দুই পুত্র এবং ভ্রাতৃত্রয়ের ছয় পুত্রকে আট রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রজাগণকে লইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা রামচন্দ্রও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নরপতি ভগীরথও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। সেই মহাত্মা ভাগীরথী তীর সুবর্ণযূপে সুশোভিত করিয়াছিলেন। তিনি নরপতি ও নরপতিপুত্রগণকে পরাজয় করিয়া সুবর্ণাভরণমণ্ডিত দশ লক্ষ কন্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। সেই সমস্ত কন্যা রথারূঢ়; রথ সমস্ত চারি চারি অশ্বে সংযুক্ত; প্রত্যেক রথের পশ্চাদ্ভাগে হেমমালী শত কুঞ্জর, প্রত্যেক কুঞ্জরের পশ্চাদ্ভাগে সহস্র তুরঙ্গ, প্রত্যেক তুরঙ্গের পশ্চাদ্ভাগে শত গো এবং গোগণের পশ্চাদ্ভাগে বহুবিধ অজ ছিল। নরপতি ভগীরথের ভূরি ভূরি দক্ষিণাদান কালে গঙ্গা জলৌঘ আক্রমণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহার অঙ্কে উপবেশন করিলেন। তদবধি গঙ্গা ভগীরথের কন্যা হইয়া ভাগীরথী নামে বিখ্যাতা হইলেন এবং পুত্র সদৃশ ভগীরথের পিতৃগণের উদ্ধার সাধন করেন। ভগবতী ভাগীরথী

যে স্থানে ভগীরথের উরুদেশে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই স্থান উর্ব্বশী তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয়! আদিত্য সদৃশ তেজঃশালী গন্ধর্ব্বগণ মধুরভাষী দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট এই গাথা কীর্ত্তন করেন।

হে শ্বিত্যতনয়! এই রূপে ভগবতী গঙ্গা ইক্ষ্বাকুকুলাবতংস ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা মহাত্মা ভগীরথকে পিতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ভগীরথের যজ্ঞ অলঙ্কৃত করিয়া যজ্ঞাংশ গ্রহণ ও যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ করিতেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ যে স্থানে অবস্থান করিয়া যে সমুদয় অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করিতেন, মহাত্মা ভগীরথ সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে সেই স্থানেই সেই সমুদয় বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার কিছুমাত্র অদেয় ছিল না। পরিশেষে সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগের প্রসাদে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। মরীচিপায়ী মহর্ষিগণ মোক্ষ ও স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা ও কর্ম্ম বিদ্যাবিশারদ মহাত্মা ভগীরথ সমীপে গমন করত তাহার উপাসনা করিতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা ভগীরথও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই যাগহীন অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

এক ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! ইলবিলনন্দন মহাত্মা দিলীপও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। সেই মহাত্মা তত্ত্ব-

জ্ঞানশালী পুত্রপৌত্রসম্পন্ন অযুত অযুত ব্রাহ্মণ দ্বারা শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই নরপতি বহুবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে এই বসুপূর্ণা বসুন্ধরা প্রদান করেন। তাঁহার যজ্ঞে সমস্ত পথ কাঞ্চনময় হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই মহাত্মার যজ্ঞকালে ক্রীড়া করিতে করিতে যেন চষাল, প্রচষাল ও সুবর্ণময় যূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে সমাগত মানবগণ অপরিমিত রাগখাণ্ডব ভোজনে মত্ত হইয়া পথিমধ্যে শয়ন করিতেন। মহাত্মা দিলীপ সলিলের উপরে রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেন; কিন্তু তাঁহার রথচক্রদ্বয় জলমধ্যে নিমগ্ন হইত না। মহাত্মা দিলীপ ভিন্ন এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা আর কাহারও ছিল না। যাঁহারা দৃঢ়ধন্বা, সত্যপরায়ণ, দাক্ষিণ্যবিশিষ্ট নরপতি দিলীপকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও স্বর্গ লাভ হইয়াছিল। নরপতি দিলীপের আবাসে স্বাধ্যায়ঘোষ, জ্যানির্ঘোষ এবং পান কর, ভোজন কর ও আহার কর এই রূপ শব্দ কখনই বিলুপ্ত হইত না। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা দিলীপও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই যাগহীন অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! যুবনাশ্বনন্দন সুর, অসুর ও মানবগণের বিজেতা নরপতি মান্ধাতাও মৃত্যুমুখে

নিপতিত হইয়াছেন। স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় মান্ধাতাকে তদীয় পিতৃগর্ভ হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন। একদা মান্ধাতার জনক ভূপতি যুবনাশ্ব মৃগয়ার্থ গমন করত একান্ত পিপাসাক্রান্ত ও শ্রান্তবাহন হইয়াছিলেন। তখন তিনি যজ্ঞধূম লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞস্থানে গমন পূর্ব্বক পৃষদাজ্য ভক্ষণ করেন। সেই পৃষদাজ্য প্রভাবে মহীপতি যুবনাশ্বের গর্ভ সঞ্চার হয়। ভিষগ্‌বর অশ্বিনীকুমারদ্বয় যুবনাশ্বকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া তাঁহার গর্ভ হইতে অতি উৎকৃষ্ট নবকুমার নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার অঙ্কে স্থাপন করিলেন। সুরগণ ঐ দেবতুল্য বলশালী নবকুমারকে পিতৃক্রোড়ে শয়ন করিতে দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে, এই নবকুমার কি পান করিয়া জীবিত থাকিবে? সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করুক। দেবরাজ এই বাক্য কহিবামাত্র তাঁহার সমস্ত অঙ্গুলি হইতে অমৃতময় দুগ্ধ বিনির্গত হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র অনুগ্রহ করিয়া এই বালক মাংধাতা অর্থাৎ আমার অঙ্গুলি পান করুক বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত দেবগণ যুবনাশ্বতনয়ের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। সেই সময় দেবরাজের হস্ত হইতে ঘৃত ও দুগ্ধধারা বিনির্গত হইয়া যুবনাশ্ব কুমারের মুখে নিপতিত হইতে লাগিল। মান্ধাতা এইরূপে ইন্দ্রের অঙ্গুলি পান করিয়া প্রতিদিন অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ হস্ত পরিমিত এবং মহাবলশালী হইলেন।

হে সৃঞ্জয়! ধর্ম্মপরায়ণ, ধৃতিমান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহাবল পরাক্রান্ত যুবনাশ্বকুমার মান্ধাতা একদিনে সমস্ত মেদিনী পরাভব করিয়াছিলেন। ভূপতি জনমেজয়, সুধন্বা, গয়, শূল, বৃহদ্রথ, অসিত ও নৃগ মান্ধাতার শরাসনবলে

পরাজিত হন। আদিত্যের উদয়াচল অবধি অস্তাচল পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রদেশ আছে, সেই সমস্ত অদ্যাবধি মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মহাত্মা মান্ধাতা শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করত পদ্মরাগ খনিবিশিষ্ট কাঞ্চনাকরযুক্ত দশযোজন দীর্ঘ, এক যোজন বিস্তৃত মৎস্য সমুদয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞদর্শনার্থ সমাগত মানবগণ ব্রাহ্মণ ভোজনাবশিষ্ট বহুবিধ সুস্বাদু ভক্ষ্য, ভোজ্য ও অন্ন ভক্ষণ করিয়া সাতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। যজ্ঞস্থলে বিবিধ ভক্ষ্য, পান এবং অন্নগিরির অত্যাশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল! সূপরূপ পঙ্ক, দধিরূপ ফেন ও গুড়রূপ সলিলশালিনী মধুক্ষীর বাহিনী নদী সমুদয় ঘৃত রূপ হ্রদে গমন পূর্ব্বক অন্নাচল সমস্ত অবরোধ করিত। অসংখ্য দেব, অসুর, নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পক্ষী এবং বহু সংখ্যক বেদ বেদাঙ্গবিশারদ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ সেই যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন। সেই স্থানে কেহই মূর্খ ছিল না। অমিততেজা মান্ধাতা সাগর মেখলা বসুপূর্ণা বসুন্ধরা ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করত স্বীয় যশে দিঙ্মণ্ডল আবরণানন্তর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্যার্জ্জিত লোকে গমন করিয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া, ও দান সম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যশালী মহাত্মা মান্ধাতাও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি যাগহীন অধ্যায়নাদি শূন্য সেই পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সঞ্জয়! নহুষ নন্দন যযাতিও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। সেই মহাত্মা শত রাজসূয়, শত অশ্বমেধ, সহস্র পুণ্ডরীক ও শত বাজপেয়, সহস্র অতিরাত্র অসংখ্য চাতুর্ম্মাস্য, বহুবিধ অগ্নিষ্টোম ও অন্যান্য অসংখ্য ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবনীমণ্ডলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণদ্বেষী ম্লেচ্ছগণকে পরাভব করত তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা যযাতি দেবাসুরের সংগ্রামকালে দেবগণের সাহায্য করিয়া এই মেদিনীমণ্ডল চতুর্দ্ধা বিভাগ করত চারি জন ঋত্বিক্‌কে প্রদান, বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মানুসারে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে অপত্যোৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই দেব সদৃশ মহীপতি দ্বিতীয় সুররাজের ন্যায় স্বীয় বাসনানুসারে সমস্ত দেবারণ্যে বিহার করিতেন। অবশেষে তিনি বহুবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়াও বিষয় বাসনার শান্তি না হওয়াতে স্বীয় পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভার্য্যার সহিত অরণ্যে গমন করিলেন। বনগমনকালে তিনি এই বাক্য কহিয়াছিলেন যে, এই অবনীমণ্ডলমধ্যে যাবতীয় ব্রীহি, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, সেই সমস্তই যদি এক জনের উপভোগ্য হয়, তাহা হইলেও তাহার বিষয় বাসনার শান্তি হয় না। ইহা বিবেচনা করিয়া মানবগণের শান্তিপথ অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপে মহীপতি যযাতি সমস্ত বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়!

তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা যযাতিও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই যাগহীন অধ্যায়নাদিশূন্য পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

—•—

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নাভাগতনয় অম্বরীষও কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা একাকী দশ লক্ষ নরপতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অস্ত্রযুদ্ধবেত্তা, ভীষণ দর্শন বিপক্ষগণ জয় লাভার্থী হইয়া অশিব বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে তাহাদিগের ছত্র, আয়ুধ, ধ্বজ ও রথ সকল ছেদন এবং অনেকের জীবন বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। হতাবশিষ্ট বিপক্ষগণ প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, এই বলিয়া অম্বরীষের শরণাপন্ন হইল।

এই রূপে মহাবলশালী রাজা অম্বরীষ নরপতিগণকে বশবর্ত্তী ও বসুন্ধরা অধিকৃত করিয়া শাস্ত্রানুসারে শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। সেই যজ্ঞে সমাগত মনুষ্যগণ অতি সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা যথাবিধি পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক সুস্বাদু মোদক, পূরিক, পূপ, শস্কুলী, করম্ভ, পৃথুমূর্দ্ধীক, সুপক্ক সূপ, অন্ন, মৈরেয়ক, রাগখাণ্ডবপালক, মৃদু সুরভি মিষ্টান্ন, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, তোয়, দধি এবং সুস্বাদু

ফল, মূল, ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। বহুসংখ্য লোক মদ্য পান পাপজনক জানিয়াও সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত যথাসময়ে সুরা পান করত গীত বাদ্য করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি নাভাগ পুত্রের স্তুতি সংযুক্ত গাথা গান করত হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ বা ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

এই যজ্ঞে রাজা অম্বরীষ দশ অযুত যাজককে শত সহস্র নরপতির রাজ্য এবং বিপ্রগণকে দক্ষিণা স্বরূপ হেমকবচ সংযুক্ত, শ্বেত ছত্র সুশোভিত, হেমরথারূঢ় অনুযাত্র, পরিচ্ছদসম্পন্ন কোষদণ্ড সমবেত বহুসংখ্য ভূপাল ও ভূপাল-পুত্র প্রদান করিলেন। মহর্ষিগণ তাঁহার ঈদৃশ যজ্ঞ দর্শনে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া কহিয়াছিলেন যে, মহাত্মা অম্বরীষ যে প্রকার অমিত দক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, এরূপ যজ্ঞ পূর্ব্বে কেহ কখন করিতে পারে নাই এবং পরেও কেহ করিতে পারিবে না। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা অধিক তপ, সত্য, দয়া, ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যশীল মহাত্মা অম্বরীষও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি শূন্য স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! রাজা শশবিন্দুও শমনসদনে গমন করিয়াছেন। ঐ সত্যবিক্রম শ্রীমান্ নরপতি নানাবিধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এক লক্ষ পত্নী ছিল।

তাঁহাদের এক এক জনের গর্ভে নরপতির এক এক সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রাজকুমারেরা সাতিশয় পরাক্রমশালী, বেদশাস্ত্রবিশারদ, হিরণ্য কবচধারী ও ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বহুসংখ্যক অশ্বমেধ ও নিযুত সংখ্যক অন্যান্য প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজা শশবিন্দু স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ সকল পুত্র ব্রাহ্মণদিগেকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিলেন। ঐ সকল এক এক রাজপুত্রের পশ্চাৎ বহুসংখ্যক রথ, মাতঙ্গ, ও সুবর্ণালঙ্কৃত রাজকন্যা গমন করিয়াছিল। এক এক কন্যার সহিত শত মাতঙ্গ, এক এক মাতঙ্গের সহিত শত রথ, এক এক রথের সহিত শত অশ্ব, এক এক অশ্বের সহিত সহস্র গাভী এবং এক এক গাভীর সহিত পঞ্চাশৎ অজ গমন করিয়াছিল।

হে সৃঞ্জয়! নরপতি শশবিন্দু এই রূপে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মণগণকে অপরিমিত ধন প্রদান করিয়াছিলেন। লোক সকল অশ্বমেধ যজ্ঞে যতগুলি বৃক্ষের যূপ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, নরপতি শশবিন্দুর ঐ যজ্ঞে ততগুলি বৃক্ষের যূপ এবং আর ততগুলি হিরণ্ময় যূপ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই মহাযজ্ঞে এক ক্রোশ উর্দ্ধ অসংখ্য অন্ন পর্ব্বত ও পানীয় হ্রদ নির্ম্মিত হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, নরপতি শশবিন্দুর ত্রয়োদশ রাজ্য অবশিষ্ট ছিল। ঐ মহাত্মা বহু দিবস রাজ্য ভোগ ও প্রজাপালন করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা অধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার তনয় অপেক্ষা সমধিক পুণ্যশালী মহাত্মা শশবিন্দুও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি শূন্য স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! অমূর্ত্তরয়ার নন্দন গয়কেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। সেই মহাত্মা শত বৎসর কেবল হুতাবশেষ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হুতাশন গয়ের উৎকৃষ্ট নিয়ম সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে আগমন করিলে, তিনি কহিলেন, হে হুতভুক্! আমার এই বাসনা যে, আমি যেন তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়ম ও গুরুগণের প্রসাদে বেদশাস্ত্রের পারদর্শী হইতে পারি এবং ধর্ম্মানুসারে অবস্থান পূর্ব্বক অন্যের হিংসা না করিয়া যেন অক্ষয় ধন লাভ ও শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন প্রদান করিতে সমর্থ হই; ব্রাহ্মণগণকে প্রতিদিন ধন দান করিতে যেন আমার বাসনা থাকে; কেবল সবর্ণা জায়ার গর্ব্ভেই যেন আমার অপত্যোৎপত্তি হয়; আমার চিত্ত যেন সর্ব্বদাই ধর্ম্মে নিরত থাকে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান কালে যেন কোন বিঘ্ন না জন্মে। ভগবান্ হুতাশন গয়ের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে অভিলাষানুরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

এই রূপে রাজা গয় ভগবান্ হুতাশনের বরপ্রভাবে সমস্ত অভিলষিত বিষয় লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে শত্রুদিগকে পরাভব করত এক শত বৎসর কেবল দর্শপৌর্ণমাস, নবশস্যেষ্টি, চাতুর্মাস্য প্রভৃতি বহুবিধ ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে বিপ্রগণকে এক লক্ষ, ছয় অযুত গো, দশ সহস্র তুরঙ্গম ও এক লক্ষ নিষ্ক প্রদান করিলেন এবং সমস্ত নক্ষত্রে নক্ষত্র দক্ষিণা

প্রদান ও সোম এবং অঙ্গিরার ন্যায় বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মণিরূপ কর্কর সমবেত হিরণ্ময়ী মেদিনী নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে বহুরত্ন পরিশোভিত, সর্ব্বভূতমনোরম, বহুমূল্য, কাঞ্চনময় যূপ সমুদয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাজ গয় সেই সমস্ত যূপ অতি হৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য মানবগণকে প্রদান করিতে লাগিলেন। সাগর, বন, দ্বীপ, নদী, নদ, নগর, রাজ্য, স্বর্গ ও গগনমণ্ডলে যে সমস্ত জীবগণ বাস করে, তাহারা সকলেই গয়ের যজ্ঞে পরম তৃপ্তিলাভ করত কহিয়াছিল যে, মহীপতি গয় যেরূপ যজ্ঞ করিলেন, এরূপ যজ্ঞ আর কেহই করিতে পারে নাই। সেই যজ্ঞে ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, ষড়্‌বিংশ যোজন আয়ত, চতুর্ব্বিংশ যোজন ঊর্দ্ধ এবং মণি, মুক্তা ও হীরকে খচিত হিরণ্ময়ী বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাজ গয় ব্রাহ্মণদিগকে সেই বেদী, বহুবিধ বসন, ভূষণ ও যথোচিত দক্ষিণা প্রদান করিলেন। সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, পঞ্চবিংশতি অন্ন পর্ব্বত, অসংখ্য রস নদী এবং রাশি রাশি বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধ দ্রব্য অবশিষ্ট ছিল। মহাত্মা গয়ের কীর্ত্তি স্বরূপ অক্ষয্যকরণ বট ও পবিত্র ব্রহ্মসর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কীর্ত্তিদ্বয়ের প্রভাবেই মহারাজ গয় ত্রিভুবনে খ্যাত হইয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা গয়কেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি সেই যাগহীন অধ্যয়নাদি শূন্য স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতিনন্দন মহামতি রন্তিদেবকেও কৃতান্তভবনে গমন করিতে হইয়াছে; সেই মহাত্মার আবাসে তুই লক্ষ পাচক অভ্যাগত অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে অহোরাত্র পক্ক ও অপক্ক খাদ্য দ্রব্য পরিবেশন করিত। মহামতি রন্তিদেব ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত অপর্য্যাপ্ত বিত্ত ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। তিনি বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে অরাতিগণকে পরাজয় করেন। সেই মহাত্মার যজ্ঞকালে পশুগণ স্বর্গলাভ বাসনায় স্বয়ং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইত। তাঁহার অগ্নিহোত্র যজ্ঞে এত পশু বিনষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাদিগের চর্ম্মরস মহানস হইতে বিনিঃসৃত হইয়া এক মহানদী নির্ম্মিত হয়। সেই নদী চর্ম্মন্বতী নামে অদ্যাপি বিখ্যাত রহিয়াছে। মহামতি রন্তিদেব তোমাকে নিষ্ক প্রদান করিতেছি, তোমাকে নিষ্ক প্রদান করিতেছি। বারম্বার এই বাক্য বলিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণদিগকে নিরন্তর নিষ্ক প্রদান করিয়াছিলেন! তিনি এক দিনে এক কোটি নিষ্ক প্রদান করিয়াও, অদ্য অতি অল্পদান করা হইল বিবেচনা করিয়া, পুনরায় নিষ্কদানে প্রবৃত্ত হইতেন। ফলত তাঁহার সদৃশ দাতা আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। সঙ্কৃতিতনয় এই বলিয়া বিপ্রগণকে ধন প্রদান করিতেন যে, যদি আমি ব্রাহ্মণগণকে বিত্ত দান না করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে চিরস্থায়ী মহা দুঃখে নিপতিত হইতে হইবে। তিনি শত বৎসর পঞ্চদশ দিন প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রত্যেক ব্রাহ্ম-

ণকে গোশত সমবেত সুবর্ণ বৃষভ ও অষ্টশত সুবর্ণ নিষ্ক প্রদান করিতেন। সেই মহামতি সমস্ত অগ্নিহোত্রোপকরণ, যজ্ঞোপকরণ, করক, কুম্ভ, স্থালী, পিঠর, শয়ন, আসন, যান, প্রাসাদ, গৃহ, বহুবিধ বৃক্ষ ও বিবিধ অন্ন মুনিগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রন্তিদেবের সমস্ত দ্রব্যই কাঞ্চনময় ছিল। পুরাণবেত্তা মানবগণ রন্তিদেবের অতুল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া এই বাক্য বলিয়াছিলেন যে, মহামতি রন্তিদেবের যেরূপ সমৃদ্ধি, এরূপ বিভব অন্য কোন মানবের কথা দূরে থাকুক, কুবেরের আবাসেও নয়নগোচর হয় না; অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, রন্তিদেবের ভবন অমরাবতী; ঐ মহাত্মার আবাসে প্রতিদিন এত অধিক অতিথির সমাগম হইত যে, মণি কুণ্ডলধারী পাচকগণ এক বিংশতি সহস্র বৃষভের মাংস পাক করিয়াও অতিথিদিগকে কহিত, অদ্য আপনারা অধিক পরিমাণে সূপ ভোজন করুন, আজি অন্য দিনের ন্যায় যথেষ্ট মাংস নাই। পরিশেষে যে কিছু সুবর্ণ অবশিষ্ট ছিল, মহাত্মা রন্তিদেব যজ্ঞে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। সেই মহাত্মার সমক্ষেই দেবগণ হব্য ও পিতৃগণ কব্য এবং বিপ্রগণ যথাসময়ে সমস্ত অভিলাষানুরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা রন্তিদেবকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব, তুমি যাগহীন অধ্যয়নাদি শূন্য সেই পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

—০—

অষ্ট ষষ্টিতম অধ্যায়।

—০—

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্ত নন্দন ভরতকেও শমন ভবনে গমন করিতে হইয়াছে। সেই মহাত্মা বাল্যাবস্থায় কাননমধ্যে অন্যের দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি হিম সদৃশ শুভ্রবর্ণ নখ দংষ্ট্রায়ুধ মহাবল বিক্রমশালী কেশরিগণকে স্বীয় ভুজবলে বীর্য্যহীন করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক বন্ধন করিতেন; ক্রূরস্বভাব ভীষণাকার ব্যাঘ্রগণকে দমন পূর্ব্বক বশবর্ত্তী করিতেন; মনঃশিলা বিশিষ্ট ধাতুরাশি বিলিপ্ত বহুবিধ ভুজঙ্গ ও মাতঙ্গগণের দশন গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিমুখ ও শুষ্কাস্য করিয়া বশবর্ত্তী করিতেন এবং মহাবল পরাক্রমশালী মহিষদিগকে আকর্ষণ, শত শত বলদর্পিত কেশরিগণকে বলপূর্ব্বক দমন ও সৃমর, গণ্ডার এবং অন্যান্য জন্তুগণকে বন্ধন ও দমন পূর্ব্বক জীবনমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া পরিত্যাগ করিতেন। তপোবনবাসী ব্রাহ্মণগণ দুষ্মন্তনন্দনের ঐ ভয়ঙ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহারে সর্ব্বদমন বলিয়া আহ্বান করিতেন। ভরতজননী শকুন্তলা তাঁহারে সর্ব্বদা পশুগণকে ক্লেশ প্রদান করিতে দেখিয়া পশুহিংসা করিতে নিষেধ করিলেন।

মহারাজ ভরত যমুনাতীরে এক শত, সরস্বতীতীরে তিন শত ও ভাগীরথীতীরে চারি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরে পুনরায় সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন করত ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উক্থ্য বিশ্বজিৎ এবং সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এইরূপে শকুন্তলাতনয় ভরত বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া

ব্রাহ্মণগণকে অপরিমিত ধন দান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিলেন। সেই সময় তিনি মহর্ষি কণ্বকে বিশুদ্ধ কাঞ্চন বিনির্ম্মিত সহস্র পদ্ম মুদ্রা প্রদান করেন। ভরতের যজ্ঞকালে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত সমাগত হইয়া শতব্যাম পরিমিত হিরণ্ময় যূপ সমুচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন। অদীনচিত্ত, অরিন্দম, অপরাজিত, মহারাজ চক্রবর্ত্তী মহাত্মা ভরত, মনোরম রত্নে পরিশোভিত বহুসংখ্যক তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ এবং অসংখ্য দাস, দাসী, ধন, ধান্য, সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু, গ্রাম, গৃহ, ক্ষেত্র, বিবিধ পরিচ্ছদ ও অপর্য্যাপ্ত সুবর্ণ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যশীল মহাত্মা ভরত ও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি শূন্য স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

একোন সপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! বেণরাজসুত পৃথুও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। মহর্ষিগণ তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মহাপ্রতাপশালী বেণতনয় স্বীয় বাহুবলে ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বীরগণকে পরাজয় করেন; তাঁহা দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল প্রথিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তিনি পৃথু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা প্রাণীদিগকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিয়া স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব সার্থক

করিয়াছিলেন। প্রজাগণ পৃথুকে দর্শন করিয়া কহিত, আমরা সকলেই ইহাঁর প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছি; এই জন্য তিনি প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইয়া রাজো-পাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে ভূমি সকল কৃষ্ট না হইয়াও অভীষ্ট ফল প্রদান করিত; ধেনু সকল কামদুঘা হইয়াছিল; কমল সকল সর্ব্বদা মধু দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত; দর্ভ সকল সুবর্ণময় ও সুখজনক ছিল; প্রজাগণ সেই সকল দর্ভের চীর পরিধান ও দর্ভাস্তরণে শয়ন করিত; তাহারা কেহই অনাহারে থাকিত না; সকলেই অমৃততুল্য স্বাদু ও মৃদু ফল সকল ভক্ষণ করিত এবং সকলেই নীরোগ ও পূর্ণকাম হইয়া নির্ভয়চিত্তে স্বেচ্ছানুসারে বৃক্ষ ও গিরি-গুহায় বাস করিত। তৎকালে রাজ্য ও পুরের বিভাগ ছিল না। প্রজাগণ আনন্দিতমনে সুখসচ্ছন্দে স্ব স্ব অভিলাষানু-রূপ কাল যাপন করিত। যখন পৃথুরাজা সমুদ্রযাত্রা করি-তেন, তখন সলিলরাশি স্তম্ভিত হইয়া থাকিত; অচল সকল তাঁহার গমনকালে পথ প্রদান করিত; তোরণাদি দ্বারা তদীয় রথধ্বজ ভগ্ন হইত না।

একদা সমস্ত পর্ব্বত, বনস্পতি, দেবতা, অসুর, নর, উরগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সপ্তর্ষি ও পিতৃগণ সুখাসীন পৃথুরাজসমীপে গমন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! তুমি আমাদের সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, রাজা, রক্ষাকর্ত্তা, প্রভু ও পিতা; এক্ষণে আমরা যাহাতে সতত তৃপ্তি লাভ করিতে পারি, আমাদিগকে এইরূপ অভিপ্রেত বর প্রদান কর।

তখন মহাত্মা পৃথু তাঁহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া আজগব ধনু, ভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পৃথি-বীকে কহিলেন, হে বসুন্ধরে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ইহাঁদিগের নিমিত্ত অভিলষিত দুগ্ধ ক্ষরণ কর। তাহা হইলে

আমি ইহাঁদিগকে অভিলাষানুসারে অন্ন প্রদান করিব। পৃথিবী কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমাকে কন্যা বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তখন পৃথুরাজ তথাস্তু বলিয়া দোহনের সমস্ত উদ্যোগ করিলেন। তখন ভূতগণ তাঁহাকে দোহন করিতে আরম্ভ করিল।

বনস্পতি সকল দোহনাভিলাষে সর্ব্বাগ্রে সমুত্থিত হইল। বৎসলা বসুন্ধরা বৎস, দোগ্ধা ও পাত্রলাভের অভিলাষে উত্থিত হইলেন। তখন পুষ্পিত শালতরু বৎস, বট বৃক্ষ দোগ্ধা, ছিন্ন অঙ্কুর দুগ্ধ ও উড়ুম্বর পবিত্র পাত্র হইল। পর্ব্বতগণের দোহনকালে, উদয় পর্ব্বত বৎস, মহাশৈল সুমেরু দোগ্ধা এবং রত্ন ও ওষধি সকল দুগ্ধ এবং পাত্র প্রস্তরময় হইয়াছিল। অনন্তর দেবগণ দোগ্ধা, তেজস্বী প্রিয় বস্তু সকল দুগ্ধ হইল। পরে অসুরগণ আমপাত্রে মদ্য দোহন করিলেন; তখন দ্বিমূর্দ্ধা দোগ্ধা ও বিরোচন বৎস হইয়াছিলেন। মানবগণ কৃষি ও শস্য দোহন করিলেন; তখন স্বায়ম্ভুব মুনি বৎস ও পৃথু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। নাগগণ অলাবুপাত্রে বিষ দোহন করিলেন; তখন ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা ও তক্ষক বৎস হইয়াছিলেন। সপ্তর্ষিগণ বেদ দোহন করিলেন; তখন বৃহস্পতি দোগ্ধা, ছন্দ পাত্র এবং সোমরাজ বৎস হইয়াছিলেন। যক্ষগণ আমপাত্রে অন্তর্ধান দোহন করিল; তখন কুবের দোগ্ধা ও বৃষধ্বজ বৎস হইয়াছিলেন। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ পদ্মপাত্রে পবিত্র গন্ধ দোহন করিলেন; তখন চিত্ররথ বৎস, এবং বিশ্বরুচি দোগ্ধা হইয়াছিলেন। পিতৃগণ রজত পাত্রে স্বধা দোহন করিলেন; তখন বৈবস্বত বৎস এবং অন্তক দোগ্ধা হইয়াছিলেন। হে শিনিন্যনন্দন! বনস্পতি প্রভৃতি দোগ্ধা সকল যে সমস্ত পাত্র ও বৎস দ্বারা অভিলষিত দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত পাত্র ও বৎস অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

মহাপ্রতাপশালী মহারাজ পৃথু বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত প্রাণিগণকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে মেদিনীমণ্ডলস্থ সমুদায় বস্তুর সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বিপ্রগণকে প্রদান করেন; তিনি ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি শত সুবর্ণময় হস্তী এবং মণিরত্নবিভূষিত সুবর্ণময়ী পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া দ্বিজাতিদিগকে দান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! রাজা পৃথু তোমা অপেক্ষা অধিক সত্য, তপ, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যশীল; সেই নরপতি পৃথুও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদিবিহীন পুত্রের নিমিত্ত আর বৃথা শোক করিও না।

——০:০——

সপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহাযশা, শূর ও বীরলোকনমস্কৃত যমদগ্নিতনয় পরশুরামও অবিতৃপ্ত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইবেন। তিনি এই পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট সুখ ও শ্রী লাভ করিয়াও কিছুমাত্র বিকৃত হন নাই। তাঁহার উত্তম চরিত্র চিরকালই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার পিতাকে পরাভব ও বৎস অপহরণ করিলে, তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত সমরদুর্জ্জয় কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে সংহার করেন। তিনি স্বকীয় শরাসনবলে একাদিক্রমে চতুঃষষ্টি অযুত, কালগ্রস্ত ক্ষত্রিয় সংহার করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণদ্বেষী অন্য চতুর্দ্দশ সহস্র ক্ষত্রিয়-

গণকে আক্রমণ ও নিধন করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর মুষল দ্বারা সহস্র, অসি দ্বারা সহস্র এবং উদ্বন্ধনে সহস্র হৈহয়কে সংগ্রামে সংহার করেন। ঐ সময়ে পিতৃবধামর্ষপ্রদীপ্ত জামদগ্ন্য কর্ত্তৃক অসংখ্য রথ ভগ্ন এবং অশ্ব, গজ ও বীরগণ বিনষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল। সেই সময়ে পরশুরাম পরশু দ্বারা দশ সহস্র বীরকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছিলেন। হে রাম! মহর্ষি ভৃগুর প্রতি ধাবমান হও, বিপ্রগণ এই কথা বলিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া কাশ্মীর দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবাহ, বীতহোত্র, ত্রিগর্ত্ত, মার্ত্তিকাবত, শিবি ও অন্যান্য বহু দেশসম্ভূত সহস্র সহস্র ভূপালগণকে সায়ক সমূহ দ্বারা বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে তাঁহার হস্তে শত সহস্র কোটি ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হয়।

অনন্তর জামদগ্ন্য ইন্দ্রগোপ সদৃশ, বন্ধুজীবসন্নিভ শোণিতপ্রবাহে সরোবর সকল পরিপূর্ণ ও অষ্টাদশ দ্বীপ আত্মবশীভূত করিয়া প্রচুর দক্ষিণা দান পূর্ব্বক শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ জামদগ্ন্যের সমীপে অষ্টনল পরিমিত সমুন্নত, বিধানানুসারে সর্ব্ব রত্নে পরিমণ্ডিত, পতাকাশত শোভিত, হিরণ্ময়ী বেদী এবং গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুগণ পরিপূর্ণ এই অখণ্ড অবনীমণ্ডল প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাবীর পরশুরাম অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক এই মেদিনী দস্যুবিহীন ও শিষ্টজনে পরিব্যাপ্ত করত মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করেন। সেই যজ্ঞে তিনি সুবর্ণাভরণ মণ্ডিত শত সহস্র মাতঙ্গ মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করিয়াছিলেন।

হে শ্বিত্যতনয়! অমিততেজা পরশুরাম একবিংশতিবার এই অবনীকে ক্ষত্রিয় বিহীন করিয়া শত শত যাগযজ্ঞের

অনুষ্ঠান করত সমস্ত অবনীমণ্ডল ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করেন। মহর্ষি কশ্যপ এই সপ্তদ্বীপা মেদিনী রামের নিকট প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে রাম! আমার আদেশানুসারে তুমি এই অবনী হইতে বিনির্গত হও। সেই সময় মহাবাহু রাম ব্রহ্মণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রত্নাকরকে উৎসারিত করত মহেন্দ্র পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা অধিক সত্য, তপ, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ভৃগুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাযশা রামও কালকবলে নিপতিত হইবেন; অতএব তুমি সেই যাগহীন অধ্যয়নাদিরহিত পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। হে মহারাজ! এই সমুদায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহীপতিগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন এবং আরও কত শত ভূপালগণ কৃতান্ত কবলে নিপতিত হইবেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! নরপতি সৃঞ্জয় অতি পবিত্র, আয়ুষ্কর এই ষোড়শ ভূপতি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি নারদ তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি যে সমুদায় উপাখ্যান বর্ণন করিলাম, তুমি ত সেই সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাহার মর্ম্মাবধারণ করিয়াছ? কিম্বা ঐ সমুদয় উপাখ্যান শূদ্রাপতির শ্রাদ্ধের ন্যায় একান্ত বিফল হইল?

সেই সময় নরপতি সৃঞ্জয় অতি বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, হে তপোধন! পূর্ব্বতন যাজ্ঞিক রাজর্ষি-গণের অত্যুত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিস্ময়প্রযুক্ত আমার সমস্ত শোক আদিত্য কিরণাপসারিত তিমিরের ন্যায় দূরীভূত হইয়াছে; এক্ষণে অনুমতি করুন, আমারে কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে? নারদ কহিলেন, রাজন্! ভাগ্য-বলে তোমার শোক অপনীত হইয়াছে। এক্ষণে স্বেচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই তাহা লাভ করিবে। আমাদিগের বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। সৃঞ্জয় কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি চরিতার্থ ও পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। আপনি যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহার সমুদায় বিষয়ই সুলভ হইয়া থাকে। তখন নারদ কহিলেন, রাজন্! দস্যুগণ তোমার তনয়কে অনর্থ সংহার করিয়াছে; আমি তাহারে প্রোক্ষিত পশুর ন্যায় ঘোর নিরয় হইতে উদ্ধার করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি।

অনন্তর প্রহৃষ্টমনা মহর্ষি নারদের প্রভাবে নরপতি সৃঞ্জয়ের সেই কুবের পুত্র সদৃশ অদ্ভুত পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। সৃঞ্জয় পুত্র লাভে পরম প্রীত ও সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভূরি-দক্ষিণ বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। হে ধর্ম্ম-রাজ! সেই সুবর্ণষ্ঠীবী অকৃতকার্য্য, সাতিশয় ভীত, যাগশূন্য ও পুত্রবিহীন ছিলেন এবং সংগ্রামেও নিহত হন নাই; এই জন্যই তিনি পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মহাবীর অভিমন্যু সৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়া সহস্র সহস্র অরাতিগণকে নিপীড়িত করত কৃতার্থতা লাভ করিয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, প্রজ্ঞা, শাস্ত্র-জ্ঞান ও প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে

সমুদায় অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, মহাবীর অভিমন্যুও সেই সমস্ত লোক লাভ করিয়াছেন। সাধুগণ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নিরন্তর স্বর্গলাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বর্গবাসিগণ কখনই এই মর্ত্ত্যলোকে বাস করিতে অভিলাষ করেন না; অতএব সেই স্বর্গস্থ অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুকে সামান্য পার্থিবসুখ উপভোগের জন্য পৃথিবীতে আনয়ন করা কোন ক্রমেই সুসাধ্য নহে। যোগিগণ সমাধি দ্বারা পবিত্র দর্শন হইয়া যে গতি লাভ করিয়া থাকেন এবং প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ও তপস্বিগণের যে গতি হইয়া থাকে, মহাবীর অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুও সেই অক্ষয় গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাবীর অভিমন্যু দেহাবসানে দেহান্তর লাভ পূর্ব্বক স্বীয় অমৃতময় রশ্মি প্রভাবে বিরাজিত হইতেছেন। সেই মহাবীর এক্ষণে স্বীয় চান্দ্রমসী তনু লাভ করিয়াছেন; অতএব তাঁহার নিমিত্ত আর শোক করা বিধেয় নহে।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি এই সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করত শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হও। বরং জীবিত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত আমাদের শোক করা কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বর্গ প্রাপ্ত মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক করা কোন মতেই বিধেয় নহে; অনুতাপ করিলে, তাহার পাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই নিমিত্ত সাধুগণ শোক সম্বরণপূর্ব্বক শ্রেয়োলাভার্থ যত্নবান্ হইবেন। হর্ষ, অভিমান ও সুখলাভার্থ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া শোক পরিত্যাগ করিবেন; ফলত শোক শোকান্তরের উৎপাদন করিয়া থাকে। তুমি এক্ষণে এই সমুদায় অবগত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যত্নবান্ হও; বৃথা আর অনুতাপ করিও না। তুমি মৃত্যুর উৎপত্তি, অনুপম তপ ও সর্ব্বভূত-

সমতা এবং সম্পত্তির অস্থিরতা ও সৃঞ্জয়ের মৃত তনয়ের পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্তির বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে আর অনুতাপ করিও না; আমি স্থানান্তরে গমন করিলাম; ভগবান্ ব্যাস এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

নির্ম্মল নভোমণ্ডলপ্রভ ভগবান্ ব্যাসদেব এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে, ধর্ম্মতনয় মহারাজ যুধিষ্ঠির মহেন্দ্র সদৃশ তেজস্বী, ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত, পূর্ব্বতন ভূপতিগণের যজ্ঞ সম্পত্তির বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে উহার প্রশংসা করত শোক পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয়কে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব, এইরূপ মনে করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন।

অভিমন্যু বধ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

প্রতিজ্ঞা পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! জীবগণের ক্ষয়কর সেই ভয়ঙ্কর দিবস অবসান হইলে, ভগবান্ ভাস্কর অস্তগিরি শিখরে গমন করিলেন। সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল। সেই সময় সৈন্যগণ শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন কপিধ্বজ অর্জ্জুন দিব্যাস্ত্র সমূহে সংশপ্তকদিগকে বিনাশ করিয়া জয়শীল রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্বীয় শিবিরোদ্দেশে

গমন করিতে করিতে মহাত্মা গোবিন্দকে সাশ্রুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাসুদেব! কি নিমিত্ত আজ আমার হৃদয় সন্ত্রস্ত, বাক্য স্খলিত, অঙ্গ স্পন্দিত ও শরীর অবসন্ন হইতেছে! অনিষ্টজনক চিন্তা আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে না; আমি চতুর্দ্দিকে অতি ভয়ঙ্কর উৎপাত লক্ষণ সকল অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইতেছি। হে গোবিন্দ! এই সমস্ত অমঙ্গল সূচক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া অমাত্য সমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শ্রেয়ো বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে।

কেশব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! অমাত্য সমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। তুমি দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর; তোমাদিগের অতি অল্পমাত্র অনিষ্ট হইবে।

অনন্তর মহাত্মা কেশব ও অর্জ্জুন সন্ধ্যোপাসনাদি সমাধানানন্তর স্যন্দমারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, শিবির নিরানন্দ, দীপ্তিবিহীন ও নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। সেই সময় অরিন্দম অর্জ্জুন সাতিশয় ব্যাকুলিত চিত্তে বাসুদেবকে কহিলেন, হে কেশব! অদ্য মঙ্গল তূর্য্য নিস্বন এবং দুন্দুভিধ্বনি সহকৃত শঙ্খ ও পটহের শব্দ হইতেছে না! করতাল সমবেত বীণাবাদন এবং বন্দিগণ আমার সমীপে স্তুতিযুক্ত, মনোরম, মঙ্গল গীত সমুদয় গান ও পাঠ করিতেছে না! যোধগণ আমাকে দেখিয়াই অধোবদনে পলায়ন করিতেছে! উহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকট স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে না। হে বাসুদেব! আজি আমার ভ্রাতৃগণ কি কুশলে আছেন? আত্মীয়গণকে দর্শন করিয়া আমার মনে বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত হইতেছে। হে মধুসূদন! পাঞ্চালরাজ, বিরাট ও আমার যোধগণ সকলে কি কুশলে

আছেন? আমি রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিতেছি, কিন্তু অভিমন্যু ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে অতি হৃষ্টচিত্তে সহাস্য-বদনে কি নিমিত্ত আমার প্রত্যুদ্গমন করিল না?

অর্জ্জুন ও বাসুদেব এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, পাণ্ডবগণ একান্ত অসুস্থ ও বিচেতনপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছেন। বিমনায়মান অর্জ্জুন শিবির মধ্যে সমস্ত ভ্রাতা ও পুত্রগণকে দর্শন করিলেন; কিন্তু অভিমন্যুকে দেখিতে না পাইয়া একান্ত বিষণ্নভাবে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমাদিগের সকলেরই মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও অপ্রসন্ন অবলোকন করিতেছি এবং তোমরা কেহই আমারে সমাদর করিতেছ না। বৎস অভিমন্যু কোথায়? আমি শুনিয়াছি, দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তরুণবয়স্ক অভিমন্যু ব্যতিরেকে তোমাদিগের মধ্যে কেহই সেই ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু আমি তাহারে ব্যূহ হইতে বিনির্গমনের উপদেশ প্রদান করি নাই। তোমরা কি সেই বালককে ব্যূহমধ্যে প্রবেশিত করিয়াছিলে? পরবীরহা মহাধনুর্দ্ধর সুভদ্রাতনয় কি বিপক্ষগণের বহু সৈন্য ভেদ করিয়া সংগ্রামে নিহত হইয়াছে? লোহিতলোচন মহাবীর পর্ব্বতজাত সিংহের ন্যায় উপেন্দ্রোপম মহাবাহু অভিমন্যু কি প্রকারে সংগ্রামে বিনষ্ট হইল? কোন্ ব্যক্তি কালমোহিত হইয়া দ্রৌপদী, বাসুদেব ও কুন্তীর নিরন্তর প্রীতিভাজন, সুভদ্রার প্রিয় পুত্রকে সংহার করিল? পরাক্রম, শ্রুতি ও মাহাত্ম্যে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা মধুসূদনের সমকক্ষ মহাবীর অভি-মন্যু কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল? সুভদ্রার স্নেহভাজন, আমার নিরন্তর লালিত, শৌর্য্যশালী পুত্রকে যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই যমলোক অবলোকন করিব। মৃদুকুঞ্চিতকেশান্ত, মৃগশাবকাক্ষ, মত্তমাতঙ্গ বিক্রান্ত, শাল-

পোতের ন্যায় সমুন্নত, মহাবীর অভিমন্যু নিরন্তর সস্মিত, প্রিয়বাদী, শান্ত, গুরুবাক্যানুরত, অমৎসর, মহোৎসাহ, ভক্তানুকম্পী, দান্ত, অনীচানুসারী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, কৃতাস্ত্র, সমরপ্রিয়, শত্রুগণের ভয়বর্দ্ধন, আত্মীয়গণের প্রিয় ও হিতাচারণে নিযুক্ত, পিতৃগণের বিজয়াভিলাষী, অভূত-পূর্ব্ব যোদ্ধা ও সংগ্রামে নিঃশঙ্ক ছিল এবং বালক হইয়াও যুবার ন্যায় কার্য্য করিত। আমি যদি সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত প্রিয় পুত্রকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। যদি প্রদ্যুম্ন, কেশব ও আমার একান্ত প্রীতিভাজন, রথীগণনায় মহারথ বলিয়া পরিগণিত, সংগ্রামে আমা অপেক্ষা অর্দ্ধ গুণ অধিক, তরুণবয়স্ক, মহাবীর পুত্রকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। প্রিয় পুত্রের সেই সুন্দর নাসা, সুন্দর ললাট, সুন্দর নয়ন, সুন্দর ভ্রূ ও সুন্দর ওষ্ঠ সমবেত মুখচন্দ্র সন্দর্শন, সেই তন্ত্রীরব সদৃশ পুংস্কোকিল শব্দের ন্যায় মনোরম বাণী শ্রবণ এবং দেবদুর্লভ, নিরুপম রূপ সন্দ-র্শন না করিলে, আমার শান্তি লাভ হইবে না। অভিবাদন-কুশল ও পিতৃগণের বাক্যে অনুরক্ত অভিমন্যুকে অবলোকন না করিলে আমি কোনক্রমেই সুস্থির হইতে পারিব না।

বোধ হয়, আজি মহার্হ শয়নোচিত, সুকুমার মহাবীর অভিমন্যু অসংখ্য সহায়সম্পন্ন হইয়াও ধারতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। যে বীর শয্যাশায়ী হইয়া সুরনারী-গণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইত, অদ্য অশিব শিবাগণ বিচ-রণ করত সেই শরবিদ্ধাঙ্গ কলেবর মহাবীরকে আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ সুমধুরস্বরে স্তুতি পাঠ পূর্ব্বক যে মহাবীরকে জাগরিত করিত; অদ্য শিবাগণ

সেই মহাবীর অভিমন্যুর চতুর্দ্দিকে বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতেছে; পূর্ব্বে যে মুখমণ্ডল ছত্রচ্ছায়ায় আবৃত হইত, অদ্য নিশ্চয়ই সেই মুখমণ্ডল ধূলিজালে সমাচ্ছাদিত হইবে। হা পুত্র! আমি তোমাকে বারম্বার অবলোকন করিয়াও তৃপ্তি লাভে সমর্থ হইতাম না। এক্ষণে কাল এই হতভাগ্যের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক তোমাকে অপহরণ করিল! অদ্য পুণ্যাত্মাদিগের আশ্রয়, স্বীয় প্রভায় প্রদীপ্ত মনোহর যমপুরী তুমি সাতিশয় সুশোভিত করিতেছ এবং যম, বরুণ, ইন্দ্র ও কুবের তোমাকে প্রিয় অতিথি প্রাপ্ত হইয়া অর্চ্চনা করিতেছেন, সন্দেহ নাই।

নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্ যেরূপ বিলাপ করিয়া থাকে, অর্জ্জুন সেইরূপ বিলাপ করিয়া সাতিশয় দুঃখিতমনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! অভিমন্যু কি অরাতিগণকে নিপীড়িত করিয়া মহাবীরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করত স্বর্গের অভিমুখীন হইয়াছে? নিঃসহায় অভিমন্যু সাতিশয় যত্নসহকারে মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষগণের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সাহায্য লাভের নিমিত্ত আমারে চিন্তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, আমার অল্প বয়স্ক পুত্র অভিমন্যু কর্ণ, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি নৃশংসগণের বহুলক্ষণাঙ্কিত, সুধৌতাগ্র, সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে সাতিশয় নিপড়িত হইয়া, হা তাত! এক্ষণে আমাকে পরিত্রাণ কর, বারম্বার এই বাক্য বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে ধরাতলে নিপাতিত হইয়াছে! অথবা মহাবীর অভিমন্যু যখন আমার ঔরসে সুভদ্রার গর্ব্ভে সঞ্জাত এবং বাসুদেবের ভাগিনেয়, তখন সে ব্যক্তি এরূপ আর্ত্তনাদ করিবার পাত্র নয়।

আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারময়; এই জন্যই সেই

আজানুলম্বিতবাহু আরক্তনয়ন পুত্রের অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। হায়! নৃশংসগণ কি রূপে কেশবের ভাগিনেয়, আমার তনয়, সেই বালকের উপর মর্ম্মভেদী শরসমূহ পরিত্যাগ করিল! অদীনাত্মা অভিমন্যু প্রতি দিন প্রত্যুদ্গমন করিয়া আমারে অভিনন্দন করিত। অদ্য আমি অরাতিগণকে নিহত করিয়া আগমন করিতেছি, কিন্তু অভিমন্যু কি নিমিত্ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে না। নিশ্চয়ই সে শোণিতাক্ত কলেবরে রণস্থলে শয়ন করিয়া নিপতিত দিবাকরের ন্যায় স্বীয় শরীরপ্রভায় ভূমিতল সুশোভিত করিতেছে। সুভদ্রার জন্য আমার সাতিশয় সন্তাপ জন্মিতেছে; সুভদ্রা সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ তনয়কে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিবে। হায়! আজি সুভদ্রা ও দ্রৌপদী অভিমন্যুকে অবলোকন না করিয়া আমারে কি বলিবে এবং তাহারা শোকার্ত্ত হইলে আমিই বা কি বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিব। যদি বধূকে শোকাকুলিতচিত্তে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় সহস্রধা হইয়া না যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার হৃদয় বজ্রসারময়, সন্দেহ নাই।

আমি গর্ব্বিত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়াছি। কেশবও বৈশ্যাতনয় যুযুৎসুরে বীরগণের প্রতি এইরূপ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, হে অধার্ম্মিক মহারথগণ! তোমরা ধনঞ্জয়কে পরাভব করিতে অসমর্থ হইয়া একমাত্র বালকের প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক মিথ্যা আনন্দ প্রকাশ করিতেছ; শীঘ্রই পাণ্ডবদিগের বলবিক্রম সন্দর্শন করিবে। তোমরা সংগ্রামে কেশবার্জ্জুনের বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছ বলিয়াই তোমাদিগের এই নিদারুণ শোক সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব কি

নিমিত্ত বৃথা প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করি-তেছ? তোমরা অচিরাৎ এই পাপ কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে। অধর্ম্মের ফল অবিলম্বেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মহামতি যুযুৎসু কোপাবিষ্ট ও দুঃখিত হইয়া তাহা-দিগকে এই কথা কহিতে কহিতে অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি যুযুৎসুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কি নিমিত্ত আমাকে অবগত করিলে না? আমি ঐ বৃত্তান্ত বিদিত হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত মহারথদিগকে শরা-নলে দগ্ধ করিতাম।

মহামতি বাসুদেব পুত্রশোকার্দ্দিত পার্থকে সাশ্রুলোচনে চিন্তা করিতে দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে পার্থ! এরূপ কাতর হইও না; অপলায়ী শূরগণের বিশে-ষতঃ সমরে যুদ্ধোপজীবী, ক্ষত্রিয়দিগের এই পথ। ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ বুধগণ অপরাঙ্মুখ যুদ্ধ্যমান শূরগণের এইরূপ গতিই বিধান করিয়াছেন; অতএব তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে। অভিমন্যু পুণ্যাত্মাদিগের লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। সমস্ত বীরগণই সংগ্রামে অভিমুখীন হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়া থাকেন। মহাবাহু অভিমন্যু মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্রগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া বীরগণের অভিলষিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! অতএব তুমি শোক পরি-ত্যাগ কর। পূর্ব্বে ধর্ম্মসংস্থাপকগণ ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রাম মৃত্যুই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া অবধারিত করিয়া গিয়াছেন। তুমি শোকসমাক্রান্ত হইয়াছ বলিয়া এই তোমার ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ্‌গণ ও নৃপতিগণ সকলেই দীনমনা হইয়া-ছেন। তুমি প্রবোধ বাক্যে ইহাদিগকে আশ্বাসিত কর। তুমি

জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অবগত হইয়াছ; অতএব তোমার শোক করা কোন মতেই বিধেয় নহে।

অদ্ভুতকর্ম্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে এইরূপ আশ্বাসিত করিলে, মহাবীর পার্থ শোকাকুলিত ভ্রাতৃগণকে গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! সেই দীর্ঘবাহু রাজীবলোচন অভিমন্যু যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছিল, আমি তাহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। আমি তোমাদের সমক্ষে আমার পুত্রের শত্রুগণকে হস্তী, রথ, অশ্ব, ও পরিবারগণের সহিত সংগ্রামে সংহার করিব। তোমরা সকলে কৃতাস্ত্র ও শস্ত্রপাণি; তোমাদের সমক্ষে বজ্রপাণি ইন্দ্রও সমাগত হইয়া যুদ্ধ করিলে কি অভিমন্যুকে নিধন করিতে পারেন? হায়! যদি জানিতাম ,পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহা হইলে আমি স্বয়ংই তাঁহাকে রক্ষা করিতাম। তোমরা রথারোহণ পূর্ব্বক শরজাল বর্ষণ করিলেও অরাতিগণ কি প্রকারে অন্যায় যুদ্ধ করিয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিল? কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে বুঝিলাম যে, তোমাদিগের কিছুমাত্র পৌরুষ বা পরাক্রম নাই; এই নিমিত্ত অভিমন্যু তোমাদের সাক্ষাতেই নিহত হইয়াছে। অথবা সকলই আমার দোষ; কারণ, তোমাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বল, ভীরু ও অকৃতনিশ্চয় জানিয়াও আমি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম। তোমরা যদি আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে, তাহা হইলে তোমাদিগের বর্ম্ম, শস্ত্র ও আয়ুধ সমুদায় কি ভূষণের নিমিত্ত? এবং বাক্য কি সভামধ্যে বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত?

পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে গাণ্ডীব ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট কৃতান্তের ন্যায় বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব ভিন্ন আর কোন সুহৃদ্ই তাঁহার সহিত আলাপ কিম্বা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই দুই মহাত্মা সকল অবস্থাতেই ধনঞ্জয়ের অনুকূল ছিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে মান্য করিতেন। এই নিমিত্তই তাঁহারা তৎকালে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সময় যুধিষ্ঠির পুত্রশোকাকুলিত ও রোষসন্তপ্তচিত্ত ধনঞ্জয়কে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

—০ঃ০—

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহাবাহো! তুমি সংশপ্তকসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিলে, আচার্য্য দ্রোণ সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে সাতিশয় যত্নবান্ হইলেন। সেই সময় আমরা রথসৈন্য প্রতিব্যূহিত করিয়া আচার্য্যকে নিবারণ করিতে উদ্যত হইলাম। বহুসংখ্যক বীরপুরুষ আমাকে রক্ষা করত দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে সুশাণিত শরসমূহে সাতিশয় নিপীড়ন করত প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আমরা আচার্য্য কর্ত্তৃক এরূপ নিপীড়িত হইলাম যে, তাঁহার সৈন্য ভেদ করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলাম না। সেই সময় অমিতবল, সুভদ্রাতনয়কে কহিলাম, বৎস! আচার্য্যের সৈন্য ভেদ কর। মহাবীর অভিমন্যু আমাদের আদেশানুসারে উৎকৃষ্ট তুরঙ্গমের ন্যায় ঐ অসহ্য ভার বহনের উপক্রম করিল। গরুড় যেরূপ সাগরমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ

সেই বালক আচার্য্যসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা তাহার অনুগমন করিতে লাগিলাম এবং অভিমন্যু যেরূপে সেই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপে প্রবেশ করিতে বহুবিধ যত্ন করিলাম; কিন্তু ক্ষুদ্র জয়দ্রথ মহাদেবের বরপ্রভাবে আমাদের সকলকেই নিবারিত করিল। তখন মহাবীর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশলরাজ, বৃহদ্বল ও কৃতবর্ম্মা এই ছয় জন রথী সেই নিঃসহায় বালককে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু যথাসাধ্য যত্ন করিয়াও তাঁহাদিগের শরে বিরথ হইল। সেই সময় দুঃশাসনের পুত্র অতি সত্বরে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক স্বয়ং সংশয়াপন্ন হইয়া তাঁহারে সংহার করিল। ধার্ম্মিকবর মহাবীর অভিমন্যু প্রথমতঃ সহস্র মনুষ্য, হয়, রথ, ও কুঞ্জর তৎপরে পুনরায় অষ্ট সহস্র রথ, নয় শত গজ, দুই সহস্র রাজপুত্র এবং অলক্ষিত বহুবীর ও নরপতি বৃহদ্বলকে বিনাশ পূর্ব্বক স্বয়ং স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! এইরূপে আমাদিগের এই শোকজনক ব্যাপার সমুৎপন্ন হইয়াছে।

তখন পুত্রবৎসল অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে হা পুত্র! বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। তত্রত্য বীরগণ বিষণ্নবদন হইয়া অনিমিষলোচনে ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর অর্জ্জুন সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং জ্বরগ্রস্তের ন্যায় বিকম্পিত হইয়া বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তৎকালে অর্জ্জুন করে কর নিপীড়ন ও উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টি পাত করত যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,

হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কালি জয়দ্রথকে সংহার করিব। জয়দ্রথ যদি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগের পুরুষোত্তম বাসুদেবের অথবা আপনার শরণাগত না হয়, তাহা হইলে জয়দ্রথ কল্য আমার শরে নিশ্চয়ই নিহত হইবে। ঐ দুরাত্মা আমার সৌহৃদ্য বিস্মরণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, এবং সেই পাপাত্মাই অভিমন্যু বিনাশের হেতু; অতএব কল্যই সেই নরাধমকে সংহার করিব। দ্রোণই হউন, কিম্বা কৃপই হউন, যে কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমার শরনিকরে সমাচ্ছাদিত হইতে হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! আমি যাহা কহিলাম, রণস্থলে যদি এইরূপ কার্য্য না করি, তাহা হইলে, যেন আমার পুণ্যলব্ধ লোক সমুদয় লাভ না হয়। যদি জয়দ্রথকে সংহার না করি, তাহা হইলে মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, গুরুদার রত, খল, সাধুগণের প্রতি অসূয়াপরবশ, তাঁহাদিগের পরিবাদদাতা, গচ্ছিত ধনাপহারী, বিশ্বাসঘাতী, ভুক্তপূর্ব্ব স্ত্রীর নিন্দক, অযশস্বী, ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, বৃথা পায়সভোজী, বৃথা যাবান্নভোজী, বৃথা শাকভোজী, বৃথা তিলান্নভোজী, বৃথা সংযাবভোজী, বৃথা পিষ্টকভোজী, বৃথা মাংসভোজী এবং বেদাধ্যায়ী, প্রসংশিত ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও গুরুর অবমন্তা যে লোক প্রাপ্ত হয়, আমি যেন সেই লোকে গমন করি। যদি জয়দ্রথকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণ, গো ও অনল স্পর্শ করে এবং যে ব্যক্তি জলে শ্লেষ্ম, বিষ্ঠা ও মূত্র বিসর্জ্জন করে, আমিও যেন তাহাদিগের ক্লেশকর গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথ বিনাশ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি নগ্ন হইয়া স্নান করে, যাহার নিকট অতিথি বিমুখ হয়, যে ব্যক্তি

উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ ও বঞ্চনা করে এবং যে নীচাশয় ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী ও আশ্রিতদিগকে প্রদান না করিয়া তাহাদিগের প্রত্যক্ষে স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, আমি যেন তাহাদিগের অতি ভীষণ গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে সংহার না করি, তাহা হইলে যে নৃশংসাত্মা আশ্রিত, সাধু ও বাক্যানুবর্ত্তীদিগকে প্রতিপালন না করিয়া পরিত্যাগ করে, যে পাপাত্মা উপকারকের নিন্দা করে, যে পূজনীয় প্রাতিবেশ্যদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান না করিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে, যে ব্যক্তি মদ্যপায়ী, যে মর্য্যাদাভেদী, যে বৃষলীগামী, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, এবং যে ভ্রাতৃনিন্দক; আমি অতি সত্বরে যেন তাহাদিগের গতিপ্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে এই স্থানে যে সমুদয় অধার্ম্মিকের নাম উল্লেখ করিলাম এবং যে সমস্ত অধার্ম্মিকের নাম উল্লিখিত হইল না, আমি যেন তাহাদিগের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই।

আমি পুনর্ব্বার অন্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদি কল্য পাপিষ্ঠ জয়দ্রথের জীবন থাকিতে সূর্য্যদেব অস্তমিত হন, তাহা হইলে আমি সেইস্থানেই প্রদীপ্ত পাবকে প্রবেশ করিব। অসুর, সুর, মনুষ্য, পক্ষী, ভুজঙ্গ, পিতৃলোক, রাক্ষস, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক অন্যান্য ভূতগণ কেহই আমার শত্রুরে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। অভিমন্যুর বৈরী যদি পৃথিবী, আকাশ, দেবপুর, দৈত্যপুর ও রসাতলে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও আমি শতশরে তাহার মস্তক ছেদন করিব।

মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপ কহিয়া বামে ও দক্ষিণে গাণ্ডীব শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। সেই শরাসনের শব্দ অর্জ্জুনের শব্দকে অতিক্রম করিয়া গগন মণ্ডল স্পর্শ করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, মহাত্মা কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খের

ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও দেবদত্ত শঙ্খেরধ্বনি করিতে আরম্ভ হইলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাসুদেবের বদন সমীরণে পরিপূর্ণ হইলে, তাহার ছিদ্র হইতে নির্ঘোষ নিসৃত হইয়া ধরাতল, পাতাল, গগন ও দিকপালগণকে বিকম্পিত করিল। তৎকালে পাণ্ডবগণের সহস্র সহস্র বাদ্য ধ্বনি ও সিংহনাদ হইতে লাগিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

চরগণ বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবদিগের ঐ মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া সংবাদ প্রদান করিলে, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাতিশয় দুঃখিত, বিমুগ্ধ ও শোকার্ণবে মগ্নপ্রায় হইয়া নানা প্রকার বিবেচনা করত মহীপালগণের সভায় সমুপস্থিত হইলেন এবং ধনঞ্জয়ের ভয়ে সাতিশয় ভীত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে মহীপালগণ! পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কামপরবশ দেবরাজের ঔরসে সঞ্জাত দুর্ম্মতি অর্জ্জুন আমাকে সংহার করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছে; অতত্রব আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আমি জীবন রক্ষার্থে স্বস্থানে প্রস্থান করি; অথবা হে বীরগণ! আ পনারা সকলে সমবেত হইয়া অস্ত্রবলে আমাকে রক্ষা করুন; ধনঞ্জয় আমারে সংহার করিবার অভিলাষ করিয়াছে; আপনারা আমাকে অভয় দান করুন। দ্রোণ, দুর্য্যোধন কৃপ, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক, ও দুঃশাসন প্রভৃতি মহীপাল কৃতান্ত নিপীড়িত ব্যক্তিকেও রক্ষা করিতে সমর্থ; কিন্তু আমার নিধনাভিলাষী একমাত্র ধনঞ্জয় হইতে আমাকে তাঁহারা পরিত্রাণ করিতে

পারিবেন না। আমি পাণ্ডবদিগের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইয়াছি; মুমূর্ষুর ন্যায় আমার কলেবর অবসন্ন হইতেছে। গাণ্ডীবধন্বা নিশ্চই আমাকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই জন্য পাণ্ডবগণ শোক সময়েও হৃষ্টচিত্তে চীৎকার করিতেছে; রাজগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, ভুজঙ্গ, ও রাক্ষসগণও ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিতে সমর্থ হন না। অতএব হে রাজগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আপনারা আমাকে অনুমতি করুন, আমি পলায়ন পূর্ব্বক লুকায়িত হইয়া থাকি; তাহা হইলে পাণ্ডবগণ আমাকে দেখিতে পাইবে না।

জয়দ্রথ শঙ্কাকুলিত চিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে আত্মকার্য্যসমাসক্ত রাজা দুর্য্যোধন তাঁহারে কহিলেন, সিন্ধুরাজ! ভীত হইও না; তুমি ক্ষত্রিয়বীরগণের মধ্যে অবস্থান করিলে তোমার সহিত কে সংগ্রাম করিতে সাহসী হইবে? আমি, কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, শল্য, শল, দুর্দ্ধর্ষ বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, কাম্বোজ-রাজ সুদক্ষিণ, সত্যব্রত, মহাবাহু বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, সুবাহু, উদ্যতায়ুধ কলিঙ্গ, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনু-বিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা শকুনি ও অন্যান্য অসংখ্য মহীপাল আমারা সকলে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তোমার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিব। তুমি দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর। তুমি স্বয়ং রথিপ্রধান ও শৌর্য্যসম্পন্ন হইয়া কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে ভয় করিতেছ? আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্নসহকারে সংগ্রাম করিবে। অতএব তুমি শঙ্কিত হইওনা; তোমার ভয় তিরোহিত হউক।

হে মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার সহিত সেই রজনীতে

আচার্য্য দ্রোণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহারে অভিবাদন করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আচার্য্য! দূরস্থিত লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ, লঘুত্ব ও দৃঢ় বেধনে ধনঞ্জয়ের সহিত আমার প্রভেদ কি বলুন। আমি আপনার সমীপে ধনঞ্জয় ও আমার বিদ্যার তারতম্য বিদিত হইতে বাসনা করি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের ও আমার যথার্থ বিদ্যা ব্যাখ্যা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, বৎস! ধনঞ্জয়ের ও তোমার গুরূপদেশ সমান; কিন্তু ধনঞ্জয় যোগ ও দুঃখাবস্থান নিবন্ধন তোমা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুনের নিমিত্ত কিছুমাত্র ভীত হইও না। আমি তোমারে ভয় হইতে রক্ষা করিব, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আমার ভুজবলে রক্ষিত হয়, দেবগণও তাহার প্রতি প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি এরূপ ব্যূহ ব্যূহিত করিব যে, অর্জ্জুন তাহা কোন ক্রমেই ভেদ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া পিতৃ পৈতামহ পথে অনুগমন কর। তুমি বিধানানুসারে বেদাধ্যায়ন, হোম ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব মৃত্যু তোমার ভয়জনক নহে। যদ্যপি তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবন পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে, মূঢ় মানবগণের দুর্লভ মহাভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ভুজবীর্য্যার্জিত পরম পবিত্র দিব্য লোক সমুদয় লাভ করিবে। কৌরব, পাণ্ডব, বৃষ্ণি এবং আমি, অশ্বত্থামা ও অন্যান্য মানবগণ কেহই চিরস্থায়ী নহে। আমরা সকলেই পর্য্যায়ক্রমে করাল কালকবলে কবলিত হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম লইয়া পরলোক গমন করিব। হে সিন্ধুরাজ! তপস্বিগণ, তপস্যা দ্বারা যে সমুদয় লোক লাভ

করিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় বীরগণ ক্ষত্রধর্ম্মানুসারী হইয়া সেই সকল লোকে গমন করেন।

সিন্ধুপতি জয়দ্রথ আচার্য্যবাক্যে এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া ধনঞ্জয়ের ভয় পরিহার পূর্ব্বক সমরার্থ কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

এ দিকে মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের জয়দ্রথ বিনাশের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা ব্যতিরেকে ভ্রাতৃগণের সম্মতিক্রমে জয়দ্রথবধার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া সাতিশয় সাহসের কার্য্য করিয়াছ। উপস্থিত এই বিষম ভার হইতে কিরূপে আমরা সমস্ত লোকের উপহাস হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। মৎপ্রেরিত চরগণ দুর্য্যোধনের শিবির হইতে অতিসত্বরে প্রত্যাগমন করিয়া এই বার্ত্তা কহিতেছে যে, তুমি জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞা করিলে, সবান্ধব কৌরবগণ অস্মৎপক্ষীয় বাদিত্র বাদন সহকৃত সুমহান্ সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া একান্ত শঙ্কাকুলিত হইলেন এবং মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যুবধ শ্রবণে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধবশতঃ এই রজনীতেই সংগ্রাম করিতে বিনির্গত হইবেন সন্দেহ নাই; এইরূপ চিন্তা করিয়া সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। কৌরবগণের গজ, অশ্ব, পদাতি ও রথ সমুদয়ের অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল। হে রাজীব-

লোচন! এইরূপে সত্যব্রত কৌরবগণ যত্ন সহকারে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইতেছেন। এমন সময় তোমার জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইল। রাজা দুর্য্যোধনের মন্ত্রিগণ তোমার নিদারুণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ পূর্ব্বক সকলেই ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় শঙ্কিত ও দুর্ম্মণায়মান হইতে লাগিল।

সেই সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সাতিশয় কাতর হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত স্বীয় শিবিরে আগমন পূর্ব্বক শুভ কার্য্যের মন্ত্রণা করিয়া রাজগণ সমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! অর্জ্জুন আমারে তদীয় পুত্রঘাতী বিবেচনা করিয়া কল্য আক্রমণ করিবে। ধনঞ্জয় সৈন্যমধ্যে আমার নিধনার্থ কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি নাগ, কি রাক্ষস কেহই সব্যসাচীর ঐ প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনারা সমরে আমাকে রক্ষা করুন। অর্জ্জুন যেন আপনাদিগের মস্তকে পাদার্পণ করিয়া লক্ষ্য গ্রহণ করিতে না পারে। আপনারা যদি আমাকে সমরে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে অনুমতি করুন, আমি স্বস্থানে গমন করি।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন সিন্ধুসৌবীরাধিপতি জয়দ্রথের এই বাক্য শ্রবণে তাহারে নিতান্ত ভীত জ্ঞান করিয়া অবাক্‌শিরা ও বিমনায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দুর্য্যোধনকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া মৃদুস্বরে স্বীয় হিতকর বাক্য কহিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! মহাসংগ্রামে অস্ত্র দ্বারা ধনঞ্জয়ের অস্ত্র সমস্ত প্রতিহত করিতে পারে, এরূপ ধনুর্দ্ধর আমাদিগের মধ্যে কেহই নাই। কেশবের সাহায্যে ধনঞ্জয় গাণ্ডীব শরাসন বিকম্পিত করিলে, সাক্ষাৎ দেবরাজও তাহার অভিমুখীন হইতে সমর্থ হন না। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে ধনঞ্জয় হিমালয় পর্ব্বতে পাদচারে

মহাবীর ভগবান্ শূলপাণির সহিত যুদ্ধ এবং পুরন্দরের আদেশানুসারে এক রথে হিরণ্যপুরনিবাসী সহস্র দানবের জীবন সংহার করিয়াছে। আমার বোধ হয়, ধনঞ্জয় মহামতি কেশবের সহিত একত্রিত হইলে, দেবগণ সমবেত ত্রিভুবনকেও বিনষ্ট করিতে পারে। এই নিমিত্ত আমি বাসনা করিতেছি যে, হয় আপনারা আমাকে প্রস্থানে অনুমতি করুন না হয়, পুত্র সমবেত মহাত্মা দ্রোণ আমাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন। হে ধনঞ্জয়! মহারাজ দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্যানুসারে তাহার রক্ষার্থ দ্রোণের নিকট বহুবিধ প্রার্থনা করিয়াছেন। সদুপায় সমুদয় বিহিত এবং তুরঙ্গম ও রথ সমস্ত সজ্জিত হইয়াছে। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, দুর্জ্জয় বৃষসেন, কৃপ, শল্য, এই ছয় জন সংগ্রামে অগ্রগামী হইবেন। মহাবীর আচার্য্য এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবেন। তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ শকট, ও পশ্চার্দ্ধ পদ্ম সদৃশ হইবে। এই পদ্মের মধ্যস্থলে সূচী নামে গূঢ় ব্যূহ রচিত হইবে এবং সেই সূচী ব্যূহের পার্শ্বে জয়দ্রথ অসংখ্য বীরগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিবেন। হে ধনঞ্জয়! এই ছয় জন রথী শরাসন, অস্ত্র, বল, বীর্য্য ও ঔরস প্রভাবে নিতান্ত অসহনীয়। ঐ ছয় জনকে পরাভব না করিলে, জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। হে পার্থ! উল্লিখিত ছয় জনের প্রত্যেকের বলবিক্রমের বিষয় বিবেচনা কর। তাঁহারা সমবেত হইলে, তাহাদিগকে আশু পরাজয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব স্বীয় হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত সুবিবেচক অমাত্য ও সুহৃদ্‌বর্গের সহিত পুনর্ব্বার নীতি মন্ত্রণা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ধনঞ্জয় কহিলেন, হে কেশব! রাজা দুর্য্যোধনের যে ছয় জন রথীকে অধিকতর বলশালী বলিয়া তোমার বোধ হইতেছে; আমি বোধ করি, তাহাদিগের বীরতা আমার বীরতার অর্দ্ধভাগেরও তুল্য নহে। তুমি দেখিবে, আমি জয়দ্রথবধার্থ সংগ্রামে গমন পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র শমূহে উক্ত ছয় জন রথীকে ছিন্নাস্ত্র করিয়া সিন্ধুপতির মস্তক ধরাতলে নিপাতিত করিব। দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে আত্মীয়বর্গের সহিত বিলাপ করিবেন। যদ্যপি দেবরাজ ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিনতাসুত, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং সমস্ত সাধ্য, রুদ্র, বসুদেবতা, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, সাগর, ধরাধর, দিক্, দিক্‌পতি, গ্রাম্য ও আরণ্য প্রাণী এবং অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমগণ সিন্ধুপতিকে পরিত্রাণ করেন, তাহা হইলেও কল্য আমি তোমার সাক্ষাতেই শরসমূহ দ্বারা তাহাকে সংহার করিব। হে কৃষ্ণ! আমি সত্য দ্বারা শপথ ও আয়ুধ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ঐ পাপাত্মা জয়দ্রথের রক্ষক, মহাধনুর্দ্ধর আচার্য্যকে সর্ব্বাগ্রে আক্রমণ করিব। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন দ্রোণের উপরেই এই যুদ্ধের জয় পরাজয় ভার সমর্পণ করিয়াছে; অতএব আমি আচার্য্যেরই সেনাগ্রভাগ ভেদ করিয়া জয়দ্রথ সমীপে গমন করিব। কালি তুমি দেখিবে, যে শৈলশৃঙ্গ যেরূপ বজ্র দ্বারা বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ মহাধনুর্দ্ধরগণ আমার সুতীক্ষ্ণ নারাচ সমূহে বিদীর্ণ হইতেছে এবং মানব, হস্তী ও অশ্ব সকল সুশাণিত শরনিকরে বিদীর্ণদেহ ও ধরাশায়ী হইয়া রুধিরধারা মোক্ষণ করিতেছে। গাণ্ডীব-

নির্ম্মুক্ত মনোমারুতগামী শরসমূহ সহস্র সহস্র মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গের জীবন বিনাশ করিবে। আমি যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে যে সকল ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, ভূপালগণ এই যুদ্ধে সেই সকল অস্ত্র দর্শন করিবেন। কালি তুমি দেখিবে যে, সিন্ধুপতির রক্ষকদিগের অস্ত্র সকল আমার ব্রাহ্মাস্ত্রে বিনাশিত এবং ভূপালগণের মস্তক সমূহ শরবেগে ছেদিত হইয়া পৃথিবীমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে। আমি নিশাচরদিগকে প্রীত, অরাতিদিগকে বিদ্রাবিত, সুহৃদ্দিগকে আনন্দিত ও সিন্ধুপতিকে সংহার করিব। নানাপরাধী, অনাত্মীয়, পাপদেশসমুদ্ভব সিন্ধুপতি আমার হস্তে নিহত হইয়া স্বজনগণকে শোকাকুল করিবে। কালি, সমস্ত রাজগণের সহিত পাপাত্মা জয়দ্রথকে শরসমূহে বিদীর্ণ দেখিতে পাইবে। আমি কালি প্রভাতে এরূপ কার্য্য করিব যে, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন এই অবনীমণ্ডলে আমাকেই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর বলিয়া জ্ঞান করিবে। গাণ্ডীব দিব্য শরাসন, আমি যোদ্ধা ও তুমি সারথি; অতএব আমার অজেয় আর কি আছে? হে বাসুদেব! তোমার প্রসাদে সংগ্রামে আমার কিছুমাত্র অপ্রাপ্ত নাই। তুমি আমার নিতান্ত অসহ্য পরাক্রম জানিয়াও কি নিমিত্ত আমাকে তিরস্কার করিতেছ? শশধরে শোভা ও সাগরে জল যেরূপ স্থির; আমার প্রতিজ্ঞাও সেই রূপ অচল জানিবে। হে বাসুদেব! তুমি আমার এবং আমার অস্ত্র, দৃঢ় শরাসন ও বাহুবলের অবমাননা করিও না। আমি সংগ্রামে এইরূপে গমন করিব যে, আমার অবশ্যই জয়লাভ হইবে; কখনই পরাজিত হইব না, আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে, জয়দ্রথ বিনষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণে সত্য, সাধুতে বিনয়, যজ্ঞে শ্রী ও কৃষ্ণে জয় নিরন্তর বিরাজমান আছে।”

ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুন মহাত্মা বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া আদেশ করিলেন যে, হে কেশব! রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র যাহাতে আমার রথ সুসজ্জিত হয়, সাতিশয় যত্নসহকারে তাহার উদ্যোগ কর।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শোকদুঃখার্ত্ত কেশব ও অর্জ্জুন সেই রজনীতে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে না পারিয়া ক্রোধাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় নিরন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ নর ও নারায়ণকে জাত-ক্রোধ জানিয়া, না জানি কি দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবে, এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া একান্ত কাতর হইলেন। তখন নিদারুণ রুক্ষ অমঙ্গলজনক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিন-করে কবন্ধ ও অর্গল দৃষ্ট এবং বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল। মেদিনী পর্ব্বত ও অরণ্যের সহিত কম্পিত, সকল সমুদ্র বিক্ষুব্ধ এবং নদী সমুদায় প্রতিকূল স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল; রাক্ষসগণের আমোদ ও যমরাজ্য প্রবর্দ্ধিত হইবার নিমিত্ত রথী, তুরঙ্গম, মাতঙ্গ ও মানবগণের ওষ্ঠাধর প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল এবং বাহনগণ বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন্! আপনার সৈন্যগণ এই সমুদয় লোমহর্ষণ নিদারুণ উৎপাত অবলোকন ও মহাবাহু ধনঞ্জয়ের কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় কাতর হইয়া উঠিল।

এ দিকে মহাবীর সব্যসাচী গোবিন্দকে কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি তোমার ভগিনী সুভদ্রাকে এবং আমার পুত্রবধূ ও তাঁহার বয়স্যাগণকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাদিগের শোকাপনোদন কর।

সেই সময় কেশব সাতিশয় দুর্ম্মণায়মান হইয়া ধনঞ্জয়ের গৃহে গমন পূর্ব্বক পুত্রশোকার্দ্দিতা ভগিনী সুভদ্রাকে আশ্বাস প্রদান করত কহিতে লাগিলেন, হে ভগিনি! তুমি স্নুষার সহিত অভিমন্যুর নিমিত্ত আর শোক করিও না; কাল সমস্ত ভূতগণকেই সংহার করিয়া থাকে। সৎকুলোদ্ভব ধৈর্য্যাবলম্বী ক্ষত্রিয়গণের জীবন পরিত্যাগ করা যেরূপে বিধেয়, তোমার কুমার সেইরূপেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে; অতএব তাহার জন্য আর অনুতাপ করিবার আবশ্যক নাই। মহাধীর পিতৃতুল্য বলবিক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি লাভ করিয়াছে। মহাবাহু অভিমন্যু বহুসংখ্যক শত্রু বিনাশ করিয়া পবিত্র সর্ব্বকামদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার পুত্রের সেইরূপ গতিই লাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা; অতএব তোমার পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করা কোনমতেই বিধেয় নহে। তোমার কুমার পরম গতি লাভ করিয়াছে। হে বরারোহে! পাপাত্মা বালকহন্তা জয়দ্রথও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত এই পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। সেই পাপিষ্ঠ যামিনী প্রভাতে অমরপুরীতে প্রবেশ করিলেও অর্জ্জুনের হস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে না। তুমি কালি নিশ্চয়ই শ্রবণ করিবে যে, সিন্ধুরাজের মস্তক স্যমন্তপঞ্চকের বহির্দ্দেশে নীত হইয়াছে। অতএব শোক পরিত্যাগ কর; ক্রন্দন

করিও না। শস্ত্রজীবী বীরগণ যেরূপ গতি প্রাপ্ত হন, শৌর্য্য-সম্পন্ন অভিমন্যু ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে সেইরূপ গতি লাভ করিয়াছে। বিশালবক্ষা, মহাবাহু, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ, রথিগণের নিহন্তা, পিতৃ ও মাতৃকুলের অনুগত, বীর্য্যবান্ শৌর্য্যশালী, মহারথ অভিমন্যু সহস্র সহস্র শত্রুকে বিনাশ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর। হে সুভদ্রে! অর্জ্জুন যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে; কখনই মিথ্যা হইবে না। তোমার স্বামীর চিকীর্ষিত বিষয় কখনই বিফল হয় নাই। যদি সকল মানব, ভুজঙ্গ, পিশাচ, রাক্ষস, পতঙ্গ, সুর ও অসুরগণ সমরগত সিন্ধুরাজের সহিত সমবেত হন, তথাপি জয়দ্রথ তাঁহাদিগের সহিত নিহত হইবে।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! পুত্রবৎসলা সুভদ্রা পুত্রশোকে সাতিশয় কাতরা হইয়া মহাত্মা বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন—হা বৎস হতভাগিনীর পুত্র! তুমি পিতৃতুল্য মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া সংগ্রামে কি প্রকারে বিনষ্ট হইলে? আমি কিরূপে তোমার ইন্দীবরশ্যাম, সুদর্শন, চারুলোচন মুখমণ্ডল রণরেণুসমাচ্ছন্ন নিরীক্ষণ করিব! হে সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ মহাবীর! অদ্য তুমি রণস্থলে নিপতিত হওয়াতে; মানবগণ তোমাকে ধরাতলে সমুদিত শশধরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বে যাহার শয্যা মনোরম আস্তরণে সমাচ্ছাদিত হইত, আজি সেই

সুখলালিত অভিমন্যু শরবিদ্ধ হইয়া কি প্রকারে ধরাতলে শয়ন করিয়াছে! পূর্ব্বে যে মহাবাহু বীর বরাঙ্গনাগণের সহ-বাসে কাল যাপন করিত; অদ্য সেই মহাবীর সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া কি প্রকারে শিবাগণের সহিত সহবাস করিতেছে! সূত, মাগধ ও বন্দিগণ হৃষ্টচিত্তে যাহারে স্তব করিত, রাক্ষসগণ তাহার সমীপে আজি ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছে। হা বৎস! পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ তোমার সহায় থাকিতেও কে তোমায় অনাথের ন্যায় বিনাশ করিল! হা পুত্র! তোমাকে সন্দর্শন করিয়া এই হতভাগিনীর নয়নযুগল তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। অতএব আমি তোমার চন্দ্রবদন সন্দর্শন করিবার অভিলাষে আজি নিশ্চয়ই কৃতান্তভবনে গমন করিব। তোমার বিশাল লোচনবিশিষ্ট মনোরম, কেশকলাপশালী, সুমধুর বাক্যযুক্ত, সুগন্ধ ও ব্রণশূন্য সেই বদনমণ্ডল আর কখন কি দেখিতে পাইব? ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের পরাক্রমে ধিক্! বৃষ্ণি বীরগণের বীরত্বে ধিক্! পাঞ্চালগণের সামর্থ্যে ধিক্ এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকেও ধিক্! তুমি সমরাঙ্গনে গমন করিলে, ইঁহারা তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন! আমার শোকাকুলিত লোচন, অভিমন্যুকে দর্শন না করিয়া সমস্ত পৃথিবী শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছে। হে বীর! তুমি কেশবের ভাগিনেয়, ধনঞ্জয়ের পুত্র ও স্বয়ং অতিরথ; তুমি আজি সংগ্রামে নিহত হইয়াছ, ইহা আমি কি রূপে নিরীক্ষণ করিব! হে বীর! তুমি স্বপ্নপ্রাপ্ত ধনের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইলে! হায়! এক্ষণে জানিলাম, মানবগণের সমস্ত দ্রব্যই জলবিম্বের ন্যায় অনিত্য। হা বৎস! তোমার এই তরুণী ভার্য্যা মনোবেদনায় সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে; আমি কি প্রকারে ইহারে সান্ত্বনা করিব। বৎস! আমি

তোমাকে দর্শন করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি, কিন্তু তুমি আমারে কলকালে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকালে পলায়ন করিলে! যখন তুমি বাসুদেব সহায় হইয়াও সমরাঙ্গনে অনাথের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছ, তখন কালের গতি প্রাজ্ঞগণেরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই। হে বৎস! যাজ্ঞিক, দানসম্পন্ন, ব্রাহ্মণ, কৃতাত্মা, ব্রহ্মচারী, পুণ্যতীর্থাবগাহী, কৃতজ্ঞ, বদান্য, গুরুশুশ্রূষানিরত ও সহস্র দক্ষিণাপ্রদগণের যে গতি, তুমি সেই গতি লাভ কর। সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বীরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুগণকে সংহার করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইলে, যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তোমার সেই গতি লাভ হউক। যাঁহারা সহস্র গো দান, যজ্ঞার্থে দান, উপকরণবিশিষ্ট অভিমত গৃহ দান, শরণ্য ব্রাহ্মণগণকে রত্নদান এবং দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করেন; তাঁহাদিগের যে পবিত্র গতি, তুমি সেই গতি লাভ কর। সংশিতব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা এবং মানবগণ একমাত্র ভার্য্যা পরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তোমার সেই গতি লাভ হউক। রাজগণ সদাচার, চতুর্ব্বর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্যাত্মাগণ পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি লাভ করেন, তোমার সেই গতি লাভ হউক। যাঁহারা দীনগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা সতত ব্রতানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুশীলন ও গুরুশুশ্রূষায় অনুরত থাকেন, যাঁহাদিগের নিকট হইতে অতিথিগণ বিমুখ না হন, যাঁহারা অতিশয় ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া থাকেন; যাঁহারা পিতা মাতার শুশ্রূষায় সর্ব্বদা অনুরত হন এবং স্বীয় ভার্য্যাতে নিরত থাকেন, যে মনীষিগণ পরভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া

ঋতুকালে স্বীয় ভার্য্যা গমন করেন, যাঁহারা নির্ম্মৎসর হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, যাঁহারা অন্যকে মর্ম্মবেদনা না দেন, যাঁহারা ক্ষমাশীল হন, এবং যাঁহারা মধু, মাংস, মদ, দম্ভ, মিথ্যা ও পরপীড়ন পরিত্যাগ করেন, তুমি তাঁহাদিগের গতি প্রাপ্ত হও। হ্রীমান্ সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, তুমিও সেই গতি লাভ কর।

সুভদ্রা দীন ও শোকসন্তপ্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় দ্রুপদনন্দিনী উত্তরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা সকলেই সাতিশয় ব্যাকুলিতচিত্তে রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে উন্মত্তার ন্যায় জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কেশব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সংজ্ঞাহীন, রোদনশীল, মর্ম্মবিদ্ধ, বিকম্পিত কলেবর ভগিনীর গাত্রে জল সেচন ও তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, সুভদ্রে! তুমি পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না; পাঞ্চালি! তুমি উত্তরারে আশ্বাসিত কর। ক্ষত্রিয়বর অভিমন্যু ক্ষত্রিয়গণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে! হে বরাননে! আমার এই মানস যে, মহাযশস্বী অভিমন্যু যে গতি লাভ করিয়াছেন, আমাদিগের বংশসম্ভূত পুরুষগণ সকলেই সেই গতি লাভ করুন। তোমার মহারথ পুত্র একাকী যেরূপ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, আমরা সুহৃদ্‌গণের সহিত সমবেত হইয়া সেইরূপ কার্য্য সাধন করিতেছি।

মহামতি হৃষীকেশ ভগিনী, দ্রৌপদী ও উত্তরাকে এই রূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন পূর্ব্বক ভূপতিগণ, বন্ধুগণ ও অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহারাও স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন।

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক উদক স্পর্শ করিয়া সুলক্ষণসম্পন্ন স্থণ্ডিলে বৈদূর্য্যসন্নিভ কুশ সমূহে বিরচিত মঙ্গল শয্যা বিস্তৃত করত যথাবিধানে মঙ্গল মাল্য, লাজ ও গন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং উৎকৃষ্ট আয়ুধ সকলে পরিবৃত করিলেন। তখন পরিচারকগণ বিনীতভাবে নিশা-কর্ত্তব্য ও ত্রৈয়ম্বক বলি সম্পাদন করিল। অনন্তর অর্জ্জুন উদক স্পর্শ পূর্ব্বক প্রীতমনে গন্ধ মাল্য দ্বারা বাসুদেবকে সুশোভিত করিয়া নিশাসমুচিত উপহার প্রদান করিলেন। বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন তোমার কল্যাণ হউক; তুমি শয়ন কর; আমি গমন করিলাম।

অর্জ্জুনের প্রিয়চিকীর্ষু ভগবান্ বাসুদেব তাহাকে এই কথা বলিয়া দ্বারদেশে অস্ত্রধারী রক্ষকগণকে নিযুক্ত করত দারুকের সহিত স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং বহুবিধ কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া শুভ্র শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক পার্থের হিত সাধনার্থ যোগাবলম্বন করত তেজোদ্যুতি বিবর্দ্ধন শোক-দুঃখাপনোদন উপায় বিধান করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! সেই রজনীতে পাণ্ডবগণের শিবিরে কেহই নিদ্রিত না হইয়া এই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, মহাত্মা ধনঞ্জয় পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া সহসা যে জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তাহা কি প্রকারে সফল করি-বেন। তিনি অতি দুষ্কর বিষয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সামান্য বীর নন; বিশেষতঃ দুর্য্যোধন

তাঁহাকে অসংখ্য সৈন্য ও মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা ধনঞ্জয় পুত্রশোকে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া যে দুস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, জয়দ্রথ ও অন্যান্য শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যাগমন করুন। তিনি কালি যদি জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে না পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই হুতাশনে প্রবেশ করিবেন। তিনি কদাচ স্বীয় প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জয়ের নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ধনঞ্জয় যদি জীবন পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইবে ?

আমরা যদি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান অথবা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সমুদয় পুণ্যফলে ধনঞ্জয় শত্রুগণকে পরাজয় করুন। এইরূপে পাণ্ডবীয় বীরগণ বিজয় বিষয়ক কথোপকথন করিয়া অতিকষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত করিল।

এ দিকে মহাত্মা কেশব সেই যামিনীমধ্যে জাগরিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক দারুককে কহিলেন, হে দারুক! ধনঞ্জয় পুত্রশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া কালি জয়দ্রথের বধ সাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দুর্য্যোধন অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে যাহাতে জয়দ্রথ বিনষ্ট না হয়, অমাত্যগণের সহিত তদ্বিষয়িণী মন্ত্রণা করিবে। দুর্য্যোধনের সেই বহু অক্ষৌহিণী সেনা ও সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ সপুত্র আচার্য্য জয়দ্রথের রক্ষার্থ নিযুক্ত হইবেন। আচার্য্য যাহাকে রক্ষা করেন, দৈত্যদানব দর্পহা অদ্বিতীয় বীর দেবরাজও তাহারে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন না; কিন্তু পার্থ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যাহাতে জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে পারেন, আমি কল্য

নিশ্চয়ই তাহার উপায় বিধান করিব। কি দারা, কি মিত্র, কি জ্ঞাতি, কি বান্ধবগণ কেহই অর্জ্জুন অপেক্ষা আমার প্রিয়তর নয়। আমি ক্ষণকালের নিমিত্তও অর্জ্জুনবিহীন পৃথিবী অবলোকন করিতে সমর্থ হইব না। ফলতঃ কল্য সংগ্রামে ধনঞ্জয় অবশ্যই জয় লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের হিতসাধনার্থ অসংখ্য নাগাশ্ব সমবেত বীরগণকে কর্ণ ও দুর্য্যোধনের সহিত পরাজয় করত শমনসদনে প্রেরণ করিব। কল্য লোকত্রয়বাসিগণ মহাসংগ্রামে আমার বলবিক্রম সন্দর্শন করিবে। কল্য সহস্র সহস্র মহীপাল, শত শত রাজপুত্র এবং অসংখ্য তুরঙ্গম, মাতঙ্গ ও রথ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিবে। আমি তোমার প্রত্যক্ষে পাণ্ডবগণের হিতসাধনার্থ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সকল কৌরবসৈন্য চক্র দ্বারা প্রমথিত ও বিনষ্ট করিব। কল্য দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, ও রাক্ষসগণ প্রভৃতি সকলেই বিদিত হইবেন যে, আমি ধনঞ্জয়ের কিরূপ সুহৃৎ। যে ব্যক্তি ধনঞ্জয়ের দ্বেষ করে, সে আমার দ্বেষ্টা এবং যে ব্যক্তি ধনঞ্জয়ের বশবর্ত্তী হয়, সে আমারও বশবর্ত্তী। ফলতঃ তুমি ধনঞ্জয় আমার অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া স্থির জানিবে।

হে দারুক! এই রজনী প্রভাত হইলে, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট সুসজ্জিত রথ লইয়া আমার সমভিব্যাহারে গমন করিবে এবং রথমধ্যে ছত্র, দিব্য কৌমোদকী গদা, শক্তি, চক্র, ধনু ও শর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উপকরণ সংস্থাপন পূর্ব্বক রথোপস্থে রথশোভী, বীর্য্যশালী গরুড়ের ধ্বজস্থান পরিকল্পিত, সূর্য্যাগ্নি সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত দিব্য রত্নজালে পরিমণ্ডিত বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব এই চারি অশ্ব রথে সংযোজিত করিয়া স্বয়ং কবচ ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিবে। ঋষভ রাগপূরিত পাঞ্চজন্য শঙ্খের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণমাত্র সত্বরে আমার নিকট আগমন

করিবে। আমি এক দিনেই পৈতৃস্বস্রেয়ের ক্রোধ ও দুঃখ সমস্ত দূরীকৃত করিব। পার্থ যাহাতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে জয়দ্রথকে সংহার করিতে পারেন, আমি সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইব। হে সারথে! আমি কহিতেছি, পার্থ যে যে ব্যক্তিকে বিনাশ করিতে যত্নবান্ হইবেন, সেই সেই ব্যক্তিকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে।

দারুক কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! আপনি যাহার সারথি, তাঁহার নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে; কখনই তাহা অন্যথা হইবার নহে। এক্ষণে আপনি যাহা অনুমতি করিলেন, আমি তাহাই করিব। অদ্য ধনঞ্জয়ের বিজয়লাভের নিমিত্তই রজনী সুপ্রভাত হইল।

অশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এ দিকে অমিতবল ধনঞ্জয় আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত চিন্তা ও ব্যাসদত্ত মন্ত্র স্মরণ পূর্ব্বক নিদ্রিত হইলে, মহাত্মা কেশব স্বপ্নে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ ধনঞ্জয় কেশবেরপ্রতি ভক্তি ও প্রেম বশত সকল অবস্থাতেই তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র প্রত্যুত্থান করিতেন সুতরাং এক্ষণেও প্রত্যুত্থান করিয়া কেশবকে আসন প্রদান করিলেন; কিন্তু তৎকালে স্বয়ং উপবেশনের বাসনা করিলেন না।

অমিততেজা বাসুদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত ছিলেন; এক্ষণে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, ধনঞ্জয়! কাল অতি দুর্জ্জয়; কাল সমুদায় ভূতকেই

অবশ্যম্ভাবি বিষয়ে নিয়োজিত করে; অতএব তুমি বিষণ্ণ হইও না। হে পার্থ! তুমি কি নিমিত্ত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ? হে পণ্ডিতবর! তোমার শোক করা কোন মতেই বিধেয় নহে। শোক করিলে কার্য্য হানি হইয়া থাকে। অতএব শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; শোক চেষ্টাহীন ব্যক্তির শত্রু। শোককারী ব্যক্তি বিপক্ষগণকে আনন্দিত ও মিত্রগণকে ক্ষীণ করে এবং স্বয়ংও সংহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব আর শোক করিও না।

ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে কহিলেনন, হে কৃষ্ণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার পুত্রহন্তা দুর্ম্মতি জয়দ্রথকে কালি বিনাশ করিব; কিন্তু মহাবীর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই এই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত সিন্ধুরাজকে পৃষ্ঠভাগে সংস্থাপন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। দুরাত্মা জয়দ্রথ একাদশ অক্ষৌহিণীর হতাবশিষ্ট অতি দুর্জ্জয় সৈন্য ও মহাবীরগণে পরিবৃত হইলে, তাহার সহিত সাক্ষাত করা অতি দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ এই সময় দক্ষিণায়ন, সূর্য্যদেব সত্বরেই অস্তগত হন; অতএব বোধ হয়, আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না, প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হইলে, মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে জীবন ধারণ রবে? এক্ষণে আমার দুঃখ বিমোচনের বাসনা পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের শোকহেতু শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার কল্যাণ ও সিন্ধুপতির বিনাশের নিমিত্ত জলস্পর্শকরিয়া পূর্ব্বাভি মুখে অবস্থানপূর্ব্বক কহিলেন, হে পার্থ! দেবাদিদেব মহাদেব যাহা দ্বারা সমস্ত দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, যদি সেই সনাতন পাশুপত অস্ত্র তোমার স্মৃতি পথারূঢ় থাকে, তাহা হইলে কালি অবশ্যই তাহা দ্বারা জয়দ্রথকে

বিনাশ করিতে পারিবে। আর যদি উহা বিস্মৃত হইয়া থাক, তবে সাবধানে মনে মনে মহাদেবকে স্মরণ ও ধ্যান কর। তুমি তাঁহার ভক্ত নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাসাদে সেই পরম অস্ত্র লাভ করিবে।

মহাবহু ধনঞ্জয় বাসুদেবের এই কথা শ্রবণে জলস্পর্শ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ধরাতলে উপবেশন করত মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শুভ লক্ষণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সন্নিহিত হইলে, অর্জ্জুন দেখিলেন যে, বাসুদেবের সহিত আপনি গগনমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় বাসুদেব তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলে, তিনি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে সমাকীর্ণ, সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে ও মণিমান পর্ব্বতে পবনবেগে উপনীত হইলেন, তথা হইতে উত্তরদিকে শ্বেতশৈল, কুবেরের বিহারদেশস্থ প্রফুল্ল কমল বিশিষ্ট সরোবর এবং পুষ্প ফল সমাকীর্ণ তরুরাজি বিরাজিত, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বহুবিধ মৃগগণে পরিপূর্ণ, পবিত্র আশ্রম সম্পন্ন, মনোরম পক্ষিগণে পরিশোভিত, স্ফটিকতুল্য অগাধ জলপরিপূর্ণ, নদী শ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কিন্নর গীত ধ্বনিত সুবর্ণ রৌপ্যময় শৃঙ্গ পরিমণ্ডিত কুসুমিত মন্দার দ্রুমে সুবাসিত বহুবিধ ওষধিদ্বারা সন্দীপিত মন্দর পর্ব্বতের প্রদেশ প্রভৃতি অদ্ভুত দর্শন পদার্থ সমুদায় নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সুচিক্কণ অঞ্জন রাশি সন্নিভ কাল পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মতুঙ্গ, বহুসংখ্যক তরঙ্গিণী, জনপদ, সুশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, শর্য্যাতিবন, পবিত্র অশ্বশিরস্থান, আথর্ব্বণের স্থান, বৃষদংশ শৈল, অপ্সরা ও কিন্নরগণে সমাকীর্ণ মহামন্দর পর্ব্বত এবং মনোরম প্রস্রবণ, সুবর্ণ ও নগর সমূহে মণ্ডিত, শশধর কিরণের ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট মেদিনী ও বহুরত্নের আকর অদ্ভুতাকার সাগর

সমুদায় তাঁহার নয়ন গোচর হইল। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে বাসুদেবের সহিত অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও গগন মণ্ডলে বিচরণ করিয়া বিস্মিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালপরে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত এক শৈল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তথায় তিনি সেই শৈলের শিখর দেশে গমন করিয়া দেখিলেন, মহাত্মা বৃষধ্বজ সেইস্থানে তপস্যা করত অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার তেজ, একত্র দেদীপ্যমান সহস্র সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার করে শূল, শিরে জটা, পরিধান বল্কল ও অজিন এবং কলেবর শ্বেতবর্ণ ও সহস্র লোচনে পরিশোভিত। তাঁহার সহিত ভগবতী পার্ব্বতী ও ভূতগণ অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন গান, কখন বাদ্য, কখন রব, কখনহাস্য, কখন নৃত্য, কখন হস্ত পদাদির আস্ফালন, কখন আস্ফোটন, কখন বা চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার কলেবর সুগন্ধে সুবাসিত হইয়াছে এবং দিব্য ঋষি ও ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন।

মহাত্মা কেশব সেই কার্ম্মুকধারী ভূতপতিকে দর্শন করিয়া সনাতন ব্রহ্মনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত ধরাতলে মস্তকাবনত করিলেন। যে মহাত্মা সকল লোকের আদি, অজ, ঈশান, অব্যয়, মনের পরম কারণ, আকাশ ও বায়ু স্বরূপ, সমুদায় জ্যোতিঃ পদার্থের আধার, পরপ্রকৃতি, দেব, দানব, যক্ষ ও মানবগণের সাধনীয়, যোগের আধার, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞগণের আশ্রয়, বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিহর্ত্তা এবং বীরত্ব ও প্রচণ্ডতার উদয় স্থান; সূক্ষ্ম, অধ্যাত্ম পদ প্রার্থীজ্ঞানিগণ যাঁহাকে লাভ করেন এবং সংহারকালে যাঁহার কোপের উদয় হইয়া থাকে; মহাত্মা বাসুদেব বাক্য, মন, বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা

করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহাকে সমস্ত জীবের আদি এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কারণ জ্ঞান করিয়া বারম্বার অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে সেই কারণস্বরূপ, আত্মস্বরূপ, মহাদেবের শরণাগত হইলেন।

তৎকালে দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণকে সমুপস্থিত অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে সস্মিতবদনে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে নরোত্তমদ্বয়! তোমরা গাত্রোত্থান কর; তোমাদের ক্লেশ অপনীত হউক। তোমাদিগের মনোগতভাব ত্বরায় ব্যক্ত কর; যাহার নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, আমি তাহা সম্পাদন করিব। তোমরা আপনাদের কল্যাণ প্রার্থনা কর; আমি তাহা প্রদান করিতেছি।

মহাত্মা কেশব ও ধনঞ্জয় ভগবান্ শূলপাণির এই বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অতি বিনীত বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেনঃ—হে দেব! তুমি সর্ব্ব, ভব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, উগ্র, কপর্দ্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্ত, ঈশান ও মখঘ্ন; তুমি অন্ধকহন্তা, কার্ত্তিকেয়ের পিতা, নীলগ্রীব ও বেধা; তুমি পিণাকী, হবিষ্য, সত্য, বিভু, বিলোহিত, ধূম্র, ব্যাধ ও অপরাজিত; তুমি নিত্য নীলশিখণ্ড, শূলধারী, দিব্য চক্ষু, হর্ত্তা, পাতা, ত্রিনেত্র ও বসুরেতা; তুমি অচিন্ত্য, অম্বিকানাথ, সর্ব্বদেবস্তুত, বৃষধ্বজ, মুণ্ড, জটিল ও ব্রহ্মচারী; তুমি সলিলমধ্যস্থ তপস্বী, ব্রহ্মণ্য, অজিত, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বব্যাপী; তুমি সর্ব্বভূতের সেবনীয়, প্রভু, ও বেদমুখ; তুমি সর্ব্ব, শঙ্কর ও শিব; তুমি বাক্যের পতি, প্রজাপতি, বিশ্বপতি ও মহতের পতি; তুমি সহস্র শিরা, সহস্রভুজ, সহস্রনেত্র, সহস্রপাদ ও অসংখ্যেয় কর্ম্মা; তুমি সংহর্ত্তা, হিরণ্য বর্ণ, হিরণ্য কবচ, ও ভক্তানুকম্পী;

তোমারে নমস্কার; হে প্রভো! আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর।

হে রাজন্! কেশব ও ধনঞ্জয় অস্ত্রলাভার্থ এইরূপ স্তব করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! সেই সময় মহানুভব অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রীত মনে উৎফুল্ল নেত্রে অখিল তেজোনিধান মহাদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে বাসুদেব নিবেদিত স্বকৃত নিশার্হ নিত্য উপহার দর্শন করিলেন এবং মনে মনে বৃষভধ্বজ ও নারায়ণকে পূজা করিয়া মহাদেবকে কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমি দিব্য অস্ত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি।

ভগবান্ মহেশ্বর অর্জ্জুনের অভিপ্রায় বিদিত হইয়া সহাস্য বদনে তাঁহাকে ও বাসুদেবকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করত কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি তোমাদিগের মনোগত ভাব অবগত হইয়াছি; তোমরা যে কামনায় আগমন করিয়াছ, আমি সত্বরে তাহা প্রদান করিতেছি। পূর্ব্বে আমি যে শর ও শরাসন দ্বারা সমরে দেবারিগণকে নিহত করিয়াছিলাম, সেই দিব্য শর ও শরাসন এই স্থানের সমীপবর্ত্তী এক অমৃতময় দিব্য সরোবরে নিহিত রহিয়াছে: তোমরা ঐ সশর শরাসন আনয়ন কর।

তখন ঐ বীরদ্বয় তথাস্তু বলিয়া মহেশ্বরের পারিষদ্‌গণের সহিত শত শত বিস্ময়জনক দিব্য পদার্থ সমাকুল, অতি পবিত্র, সর্ব্বার্থসাধক, সূর্য্যমণ্ডল সন্নিভ, বৃষভধ্বজ নির্দ্দিষ্ট

সরোবরে গমন করিলেন; এবং দেখিলেন, সেই সরসীর জল মধ্যে দুইটি ভুজঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি অতি ভয়ঙ্কর এবং দ্বিতীয়টি সহস্র শীর্ষ ও অনলসন্নিভ; উহার মুখ হইতে অবিরত অগ্নিশিখা বিনির্গত হইতেছে। তখন বেদবিশারদ অর্জ্জুন ও নারায়ণ জলস্পর্শ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া পরম যত্ন সহকারে বৃষভধ্বজকে স্মরণ ও অসংখ্য নমস্কার এবং শত রুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ করিয়া সেই ভুজঙ্গ-দ্বয়কে প্রণাম করত উপাসনা করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে ঐ নাগদ্বয় ভগবান্ রুদ্রের প্রভাবে ভুজঙ্গ রূপ পরিহার করিয়া শত্রুবিনাশন শর ও শরাসন রূপ পরিগ্রহ করিল। তদ্দর্শনে মহাত্মা নারায়ণ ও অর্জ্জুন নিতান্ত প্রীত হইয়া সেই ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক আনয়ন করত মহাদেবকে প্রদান করিলেন। সেই সময় পিঙ্গলাক্ষ, ধূমলবর্ণ, তপোনিধান এক মহাবল-শালী ব্রহ্মচারী মহাদেবের পার্শ্ব হইতে বিনির্গত হইয়া ঐ শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষিণ জংঘা প্রসারণ ও বামপদ সঙ্কোচ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শরের সহিত ঐ শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্যপরাক্রম অর্জ্জুন তাঁহার মৌর্ব্বী আকর্ষণ, ধনুর্ধারণ ও পাদ সংস্থাপন অবলোকন এবং ভবমুখনিঃসৃত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তখন মহাপ্রতাপবান্ ব্রহ্মচারী সেই সরোবরেই ঐ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন। স্মৃতিমান্ ধনঞ্জয় মহা-দেবকে প্রসন্ন জানিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি পূর্ব্বে অরণ্যানীমধ্যে মহেশ্বরের নিকট যে বরলাভ করিয়াছিলাম, সেই বর এবং উঁহার সন্দর্শন সফল হউক। মহেশ্বর ধনঞ্জয়ের মনোগত ভাব অবগত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে ঘোরতর পাশুপত অস্ত্র সমর্পণ পূর্ব্বক " প্রতিজ্ঞা

হইতে উদ্ধার হও” এই বলিয়া, বর প্রদান করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুন ঈশ্বর হইতে পুনর্ব্বার পাশুপত অস্ত্র লাভ করত রোমাঞ্চিত হইয়া আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় ও বাসুদেব উভয়ে নিতান্ত প্রীত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে অভিবাদন করিলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেরূপ জম্ভাসুর বধের নিমিত্ত মহাসুরঘাতী মহেশ্বরের অনুমতিক্রমে প্রীত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারাও তাহার অনুমতি লইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় শিবিরে উপনীত হইলেন।

——০:০——

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর কৃষ্ণ ও দারুকের কথোপকথনে সেই রজনী অতিক্রান্ত হইল। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জাগরিত হইলেন। পাণিস্বনিক, মাগধ, মাধুপর্কিক, বৈতালিক ও সূতগণ স্তবপাঠ, নর্ত্তকগণ নৃত্য, সুস্বর গায়কগণ কুরুবংশের স্তুতিগর্ব্ভক মধুর সঙ্গীত এবং সুশিক্ষিত বাদকগণ মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতে লাগিল। মহার্হ শয্যাশায়ী মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই জলদ নির্ঘোষ সদৃশ গগনস্পর্শী মহাশব্দে প্রবোধিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত স্নান গৃহে গমন করিলেন। তখন শ্বেতাম্বরধারী, স্নাত, তরুণ বয়স্ক অষ্টাধিক শত স্নাপকগণ পরিপূর্ণ কাঞ্চনকুম্ভ সমু-

দয় লইয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির লঘু বস্ত্র পরিধান করত নৃপাসনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রপূত সচন্দন সলিলে স্নান করিলেন। সুশিক্ষিত মহাবল ভৃত্যগণ কষায় দ্রব্যে তাঁহার গাত্র পরিমার্জ্জিত ও পরিশেষে অধিবাসিত সুগন্ধি জলে ধৌত করিল। তিনি জলশোষণার্থ মস্তকে রাজহংস সদৃশ শুভ্র উষ্ণীষ বেষ্টন করিলেন। তদনন্তর অঙ্গে মনোহর চন্দন লেপন, মাল্য ধারণ এবং বসন পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করত সাধুরীতির অনুসরণক্রমে জপ সমাপন করিয়া বিনীত-ভাবে প্রজ্বলিত অনলগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং পবিত্র সমিধ ও মন্ত্রপূত আহুতি দ্বারা হুতাশনের অর্চ্চনা করত তথা হইতে বিনির্গত হইয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন; সেই স্থানে বেদবেত্তা, বেদব্রত, স্নাত, দীক্ষান্ত স্নাত, সহস্র অনুচর সমবেত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও গৌরীগর্ভসম্ভূত অষ্ট সহস্র পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া মধু, ঘৃত, ফল, পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগের স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক এক এক ব্রাহ্মণকে এক এক সুবর্ণ নিষ্ক, অলঙ্কৃত এক শত অশ্ব, বস্ত্র, অভিলষিত দক্ষিণা ও দোহনশীল সবৎস সুবর্ণশৃঙ্গ রৌপ্যখুর কপিলা ধেনু প্রদান এবং প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে স্বস্তিক, বর্দ্ধমান ও হিরণ্ময় নন্দ্যাবর্ত্ত গৃহ, মাল্য, জলকুম্ভ, প্রদীপ্ত পাবক, পরিপূর্ণ অক্ষত পাত্র, মাঙ্গল্য দ্রব্য, রোচনা, অলঙ্কৃত সুলক্ষণ রমণীগণ, দধি, ঘৃত, মধু, বারি ও মাঙ্গল্য পক্ষী প্রভৃতি অর্চ্চিত দ্রব্য সমুদায় দর্শন ও স্পর্শ করিয়া বাহ্য কক্ষায় আগমন করিলেন। সেই স্থানে তাঁহার পরিচারকগণ কাঞ্চনময়, মুক্তা ও বৈদূর্য্য মণি সুশোভিত, মনোরম আস্তরণে আস্তীর্ণ, উত্তরচ্ছদ সমবেত, বিশ্বকর্ম্ম বিনির্ম্মিত, সর্ব্বতোভদ্র আসন

আনয়ন করিল। মহামতি যুধিষ্ঠির সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে, তাঁহার শুক্লবর্ণ মহার্হ ভূষণ সকল সমানীত হইল। তখন তিনি মুক্তাভরণে বিভূষিত হইয়া শক্রগণের শোকবর্দ্ধন করিলেন। ভৃত্যগণ সুধাংশু সদৃশ পাণ্ডুর হেমদণ্ড মণ্ডিত চামর গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে বীজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি বিদ্যুদ্বিলসিত জলদমণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অভিমুখে স্তাবকগণ স্তব, বন্দিগণ বন্দনা ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল। সেই সময় বন্দিগণের অতি তুমুল শব্দ, রথ সমুহের নেমিশব্দ ও হয়গণের খুর শব্দ সম্ভূত হইল এবং কুঞ্জরঘণ্টা নিনাদ, শঙ্খধ্বনি ও মানবগণের পদ শব্দে মেদিনী যেন বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল মধ্যে ঐ সমস্ত শব্দ তিরোহিত হইলে, বদ্ধখড়্গ কুণ্ডলধারী সন্নদ্ধকবচ তরুণবয়স্ক দ্বারবান্ যুধিষ্ঠির সমীপে গমন পূর্ব্বক জানু দ্বারা ধরাতলে অবস্থান ও মস্তক দ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করত বাসুদেবের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। তৎকালে পুরুষবর যুধিষ্ঠির পরম পূজিত হৃষীকেশের নিমিত্ত উত্তম আসন এবং অর্ঘ্য আনয়নার্থ অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারে প্রবেশিত ও উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশিত করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা এবং বিধানানুসারে পূজা করিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে প্রত্যভিনন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি ত সুখে যামিনী যাপন করিয়াছ? তোমার জ্ঞান সকল ত প্রসন্ন

হইয়াছে ? মহামতি কেশবও তাঁহাকে সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর দৌবারিক যুধিষ্ঠিরের নিকট সমাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, হে ধর্ম্মরাজ! বীরগণ আগমন করিয়াছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের গমনবার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রবেশিত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সেই সময় বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, মহারথ দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান্, কৈকেয়গণ, কুরুকুলসম্ভূত যুযুৎসু, পাঞ্চালতনয় উত্তমৌজা, সুবাহু, যুধামন্যু, দ্রৌপদীর তনয়গণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক নির্ম্মল আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহাত্মা মহাদ্যুতি মহাবল পরাক্রান্ত কেশব ও সাত্যকি একাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঐ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে কমললোচন বাসুদেবকে মধুরবাক্যে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমরা তদ্রূপ তোমাকে একমাত্র আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে জয় ও সনাতন সুখ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগের রাজ্য নাশ, শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান ও বহুবিধ ক্লেশ সমস্তই অবগত আছ। হে জগৎপতে! হে ভক্তবৎসল! হে বাসুদেব! আমাদিগের সমুদায় সুখ ও সংগ্রামে গমন তোমাতেই নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আমার চিত্ত যেন তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকে এবং তোমার প্রসাদে যেন ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা সফল হয়। হে বাসুদেব! আজি তুমি তরণী স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে দুঃখ ও ক্রোধরূপ মহাসাগর হইতে উদ্ধার কর। সারথির যত্নে সংগ্রামে যেরূপ কার্য্য সাধন হয়, শত্রুবধোদ্যত রথী কর্ত্তৃক কখনই সেরূপ কার্য্য সাধন

হয় না; অতএব হে শঙ্খচক্রগদাধর! তুমি এই অতলস্পর্শ কুরুসাগরে নিমগ্ন তরণীবিহীন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। তুমি যেরূপ আপদ্ কালে বৃষ্ণিগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাক, এক্ষণে সেইরূপ আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। হে দেবদেবেশ! হে সনাতন! হে ক্ষেমঙ্কর! হে বিষ্ণো! হে জিষ্ণো! হে হরে! হে কৃষ্ণ! হে বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। নারদ তোমাকে পুরাতন ঋষি, বরদ, শার্ঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার বাক্য সার্থক কর।

যুধিষ্ঠির সভামধ্যে এই কথা কহিলে, বাগ্মী বাসুদেব মেঘগম্ভীর শব্দে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় যে প্রকার ধনুর্দ্ধর, বীর্য্যশালী, অস্ত্রসম্পন্ন, রণবিখ্যাত, অমর্ষী, ও তেজস্বী, দেবলোকেও তদ্রূপ কেহ নাই। সেই তরুণবয়স্ক বৃষস্কন্ধ দীর্ঘবাহু মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার অরাতিগণকে বিনাশ করিবেন। আমিও ধনঞ্জয়ের ন্যায় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজি মহাবীর অর্জ্জুন সেই পাপিষ্ঠ ক্ষুদ্রাশয় অভিমন্যুহন্তা জয়দ্রথকে সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা ভূতল হইতে অপসারিত করিবেন। গৃধ্র, শ্যেন ও প্রচণ্ড গোমায়ু প্রভৃতি নরমাংসাশী হিংস্র জন্তুগণ তাহার মাংস ভোজন করিবে। অধিক কি বলিব, যদি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন, তথাপি আজি এই সঙ্কুল যুদ্ধে তাহাকে জীবন পরিত্যাগ করিয়া শমন সদনে গমন করিতে হইবে। হে রাজন্! আজি অর্জ্জুন অবশ্যই জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়া আপনার সমীপে আগমন করিবেন। আপনি বিশোক, বিজ্বর ও ঐশ্বর্য্যশালী হউন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন সময়ে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের অভিমুখে উপনীত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই সময় যুধিষ্ঠির প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া বাহু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করত সহাস্যবদনে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমার যেরূপ কান্তি এবং বাসুদেব আমাদের প্রতি যেরূপ প্রসন্ন, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তুমি সংগ্রামে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, রাজন্! আপনি কল্যাণ লাভকরুন, আমি বাসুদেবের প্রভাবে অতিআশ্চর্য্য বিষয় সন্দর্শন করিয়াছি। মহাবীর ধনঞ্জয় এইকথা বলিয়া সুহৃদ্গণকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত স্বপ্নদৃষ্ট শিব সমাগমের বিষয় আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। সেইবৃত্তান্ত শ্রবণে তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া মস্তক দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করত ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির সমস্ত সুহৃদ্গণকে যুদ্ধার্থ গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলে, তাঁহারা তাঁহার আদেশানুসারে অতি সত্বরে সুসংরব্ধ ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া সংগ্রামার্থ বিনির্গত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকে অভিবাদন করিয়া প্রীতমনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুরাধর্ষ সাত্যকি ও কেশব এক রথে আরোহণ করত

অর্জ্জুননিবেশনে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে বাসুদেব সারথির ন্যায় অর্জ্জুনের কপিধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। মেঘগম্ভীর নির্ঘোষ তপ্তকাঞ্চন সন্নিভ সেই উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত হইয়া তরুণাদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তদনন্তর অর্জ্জুনের আহ্নিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! রথ সজ্জীভূত হইয়াছে। তখন মহাবলশালী অর্জ্জুন কিরীট, সুবর্ণবর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তপঃপরায়ণ, বিদ্যাসম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ, ক্রিয়াশালী জিতেন্দ্রিয়গণ জয়বাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সেই জৈত্রে ও সাংগ্রামিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হেমময় রথে আরোহণ করিয়া মেরুশৃঙ্গস্থ দিবাকরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেরূপ শর্য্যাতির যজ্ঞে আগমন কালে ইন্দ্রের সহিত রথারোহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুযুধান ও বাসুদেব ধনঞ্জয়ের সহিত রথারোহণ করিলেন। বৃত্রাসুর নিধনার্থ গমন সময়ে মাতলি যেরূপ দেবরাজের অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সারথিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনের অশ্বরশ্মি ধারণ করিলেন। নিশাকর যেরূপ তমোবিনাশার্থ বুধ ও শুক্রের সহিত গমন করেন এবং দেবরাজ যেরূপ তারকাময় সমরে বরুণ ও সূর্য্যের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অরিকুলকৃতান্ত অর্জ্জুন জয়দ্রথ বধের নিমিত্ত সাত্যকি ও বাসুদেবের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। বাদ্যকর বাদিত্র ধ্বনি এবং সূত ও মাগধগণ মাঙ্গল্য স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। জয়াশীর্ব্বাদ পুণ্যাহ ধ্বনি এবং সূত ও মাগধদিগের স্তুতিনিঃস্বন বাদ্যশব্দের সহিত মিলিত হইয়া বীরগণের

প্রীতি বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তখন পুণ্যগন্ধি শুভ সমীরণ পাণ্ডবদিগকে প্রীত ও তদীয় শত্রুগণকে শোষিত করিয়া অর্জ্জুনের অনুকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং নানাবিধ জয়সূচক নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল।

অর্জ্জুন জয়লাভের লক্ষণ সকল সন্দর্শন করিয়া দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিকে কহিলেন, হে যুযুধান! অদ্য যেরূপ নিমিত্ত সকল সন্দর্শন করিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমার নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে; অতএব জয়দ্রথ আমার বীর্য্য প্রভাবে শমনভবনে গমনার্থ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, আমি সেই স্থানে গমন করিব। কিন্তু জয়দ্রথকে সংহার করা যেরূপ আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম-রাজকে রক্ষা করাও আমার সেইরূপ আবশ্যক; অতএব অদ্য তোমাকে ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলাম। আমি যে রূপ তাঁহাকে রক্ষা করি, তুমিও সেই রূপ রক্ষা করিবে, সন্দেহ নাই। সংগ্রামে তোমাকে পরাজয় করিতে পারে, এরূপ লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি যুদ্ধে বাসুদেব সদৃশ; দেব-রাজ ইন্দ্রও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। তুমি অথবা মহারথ প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মরাজের রক্ষার ভার গ্রহণ করিলে, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে পারি। আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই; আমি যে স্থানে বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করি, সে স্থানে কোন প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হয় না; অতএব তুমি আমার নিমিত্ত কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া সাধ্যানু-সারে মহারাজকে রক্ষা করিবে; শত্রুহন্তা সাত্যকি অর্জ্জুন বাক্যে স্বীকৃত হইয়া সত্বর যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করিলেন।

প্রতিজ্ঞা পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

জয়দ্রথবধ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ অভিমন্যু শোকে কাতর হইয়া পর দিন কি করিয়াছিলেন? অস্মৎ-পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই লেন? কৌরবগণ শক্রহন্তা ধনঞ্জয়ের অদ্ভুত কার্য্য সকল অবগত হইয়াও কি প্রকারে তাদৃশ গর্হিত কার্য্যের অনু-ষ্ঠান পূর্ব্বক নির্ভয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন? পুত্রশোকার্ত্ত কৃতান্ত সদৃশ কপিধ্বজ সব্যসাচী রোষভরে শরাসন বিকম্পিত করত যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলে, আমাদের পক্ষীয় বীর-গণ কি রূপে তাঁহারে দর্শন করিলেন ও দর্শন করিয়াই বা কি করিলেন? এবং রণস্থলে দুর্য্যোধনেরই বা কি অবস্থা ঘটিয়াছে? হে সঞ্জয়! এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

অদ্য আর আনন্দধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হইতেছে না। জয়দ্রথের ভবনে যে সমস্ত শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইত, অদ্য তাহা তিরোহিত হইয়াছে। অদ্য আমার পুত্রগণের শিবির হইতে সূত ও মাগধগণের স্তুতিপাঠ এবং নর্ত্তকগণের শব্দ শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে না। কৌরবগণের যে বীরনাদে আমার শ্রবণ বিবর নিয়ত নিনাদিত হইত, আজি তাহারা দীনভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আমি পূর্ব্বে সত্যধৃতি সোমদত্তের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতাম; কিন্তু অদ্য তাহা

শ্রবণগোচর হইতেছে না। হে সঞ্জয়! আমার এই সমস্তই পরিদেবনের কারণ; হায়! আমি কি পুণ্যহীন! অদ্য পুত্রগণের নিবেশন উৎসাহশূন্য ও আর্ত্তস্বরে নিনাদিত অবলোকন করিতেছি! বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ. চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অন্যান্য পুত্রগণের তাদৃশ বীরনাদ আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া যাঁহার উপাসনা করেন, যে মহাধনুর্দ্ধর আমার তনয়গণের প্রধান অবলম্বন, যিনি বিতণ্ডা, আলাপ, সংলাপ ও বহুবিধ মনোহর গীত বাদ্য দ্বারা দিবা রাত্রকাল যাপন করিতেন এবং কৌরব, পাণ্ডব ও সাত্বতগণ সর্ব্বদা যাঁহার উপাসনা করিত, অদ্য সেই অশ্বত্থামার নিবেশনে পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ হইতেছে না। যে সমুদয় গায়ক ও নর্ত্তক মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামাকে সতত উপাসনা করিত, আজি তাহাদের শব্দ শ্রবণ করিতেছি না। বিন্দ ও অনুবিন্দের শিবিরে সায়ংকালে যে মহাশব্দ হইত এবং কৈকয়গণের নিবেশনে আনন্দিত সৈন্য সেনাগণ নৃত্যকালে যে মহান্ তাল ও গীত ধ্বনি করিত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। যে সমস্ত যাজক যজ্ঞ করিতে করিতে শ্রুতনিধি ভূরিশ্রবার উপাসনা করিতন, অদ্য তাঁহাদিগের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বে আচার্য্য দ্রোণের গৃহে যে নিরন্তর মৌর্ব্বীধ্বনি, বেদ-ধ্বনি এবং তোমর, অসি ও রথধ্বনি হইত, অদ্য তাহা শ্রুত হইতেছে না। অদ্য নানাদেশীয় গীত ও বাদিত্র ধ্বনিও তিরোহিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! মহাত্মা বাসুদেব যৎকালে সমুদায় লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ সন্ধি স্থাপন করিবার মানসে বিরাট নগর হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে আমি মূর্খ দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, হে দুর্য্যোধন! এই সময়

কেশবের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। আমার মতে সন্ধি সংস্থাপন করিবার এই যথার্থ সময়; অতএব আমার বাক্য লঙ্ঘন করিও না। মহাত্মা বাসুদেব তোমার হিত সাধনার্থই সন্ধি প্রার্থনা করিতেছেন। যদি তুমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে তুমি সংগ্রামে কখনই জয়লাভ করিতে পারিবে না। হে সঞ্জয়! এইরূপে আমি বারম্বার সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধনকে অনুরোধ করিলাম; কিন্তু ঐ কুলাঙ্গার কালপরিপাক বশতঃ আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করত কর্ণ ও দুঃশাসনের মতাবলম্বী হইয়া বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিল। দেখ, আমার কিম্বা মহাত্মা বিদুর, জয়দ্রথ, ভীষ্ম, শল্য, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, অশ্বত্থামা, কৃপ ও দ্রোণের আমাদের কাহারও দ্যূতক্রীড়ায় সম্মতি ছিল না। তখন যদি আমার পুত্র আমাদিগের মতাবলম্বী হইত, তাহা হইলে জ্ঞাতি ও মিত্রগণের সহিত চিরজীবী হইয়া নিরাপদে পরম সুখে কালযাপন করিত।

আমি আরও তাহাকে কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ স্নিগ্ধ স্বভাব, মিষ্টভাষী, প্রিয়ম্বদ, কুলীন, মান্য ও প্রাজ্ঞ; তাহারা নিশ্চয়ই সুখ লাভ করিবে। যাঁহার ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাঁহার ইহলোকে সর্ব্বকালে সমস্ত সুখসম্ভোগ এবং পরকালে মঙ্গল ও প্রসন্নতা লাভ হয়। সামর্থ্যশালী পাণ্ডবগণ পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ ভোগ করিবার উপযুক্ত; এই কুরুকুলোপভুক্ত সসাগরা পৃথিবীতে তোমাদের ন্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে। আর তাহারা রাজ্য লাভ করিয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখনই তোমাদিগকে পরাজয় করিবে না, ধর্ম্মানুগত হইয়াই অবস্থান করিবে। আমার জ্ঞাতিগণ, শল্য, সোমদত্ত, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ,

বাহ্লিক, কৃপ ও অন্যান্য মহাত্মা ভরতবংশীয় বীরগণ তোমার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যে সমস্ত হিতকর কথা কহিবেন, তাহারা নিশ্চয়ই তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। কেহই তোমার বিপক্ষতাচরণে পাণ্ডবগণকে অনুরোধ করিবে না, যদিও করে, তাহাও কোন কার্য্য কারক হইবে না; কারণ, বাসুদেব কখনই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। পাণ্ডবগণ তাঁহার একান্ত অনুগত, এবং আমি ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মানুগত বাক্য কহিলে, তাহারা কদাচ তাহার অন্যথা করিবে না।

হে সঞ্জয়! আমি বিলাপ করিতে করিতে বারম্বার দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়াছিলাম; কিন্তু সেমূঢ় কালপ্রেরিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিল না! অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমাদের আর কোন রূপেই পরিত্রাণ নাই। দেখ, যে সংগ্রামে মহাবীর ভীমসেন, অর্জ্জুন, বৃষ্ণিবীর সাত্যকি, পাঞ্চালপতি উত্তমৌজা, দুর্জ্জয় যুধামন্যু, দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, সোমক পুত্র ক্ষত্রধর্ম্মা, কেকয়দেশীয় রাজগণ, চৈদ্য, চেকিতান, কাশ্যতনয় বিভু, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব যোদ্ধা এবং বাসুদেব মন্ত্রী, সে সমরে কোন্ জীবিতার্থী ব্যক্তি অভিমুখীন হইতে সাহসী হয়? ফলতঃ দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন ব্যতীত অস্মৎপক্ষীয় আর কোন বীরই সংগ্রামে শত্রুগণ নির্ম্মুক্ত সুশাণিত শরসমূহ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। হে সঞ্জয়! ভগবান্ মধুসূদন যাহাদের অশ্বরশ্মি ধারণ করেন, কবচধারী ধনঞ্জয় যাহাদের যোদ্ধা, কদাচ তাহাদিগের পরাভবের সম্ভাবনা নাই। তোমার মুখে ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বোধ করিতেছি যে, এক্ষণে আমার তনয়গণ, বহুদর্শী মহামতি বিদুরের পূর্ব্বোক্ত

বাক্য সফল হইতেছে দেখিয়া এবং মূঢ় দুর্য্যোধন আমার সেই বিলাপ স্মরণ করত সাতিশয় অনুতাপ করিতেছে। শৈল ও ধনঞ্জয়ের শরে সৈন্যগণকে অভিভূত ও রথ সমুদায় বীরশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া আমার পুত্রগণ নিশ্চয়ই বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। যেরূপ হিমাপগমে মারুত সহায় হুতাশন শুষ্কতৃণ সমুদয় দগ্ধ করে, সেইরূপ ধনঞ্জয় আমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছে।

হে সঞ্জয়! অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু সমরে বিনষ্ট হইলে, তোমাদিগের চিত্ত কিরূপ হইয়াছিল? আমাদের পক্ষে এমন কেহই নাই যে, মহাবীর অর্জ্জুনের অপকার করিয়া তাহার ক্রোধবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়। হায়! লোভপরবশ, ক্রোধবিকৃতাত্মা, রাজ্যাভিলাষী দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের দুর্নীতি প্রযুক্তই আমার পুত্রগণ এই বিপদে নিপতিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে অভিমন্যু বিনাশানন্তর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, সৌবল ও কর্ণ ইহারা এই বিষম বিপদ্‌কালে কিরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিল এবং দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তখন সুনীতি অথবা দুর্নীতির অনুবর্ত্তী হইল; সেই সমস্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূরীভূত কর।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিল, হে রাজন্! আমি যুদ্ধসম্বন্ধীয় সমুদায় বিষয়ই দর্শন করিয়াছি এবং এক্ষণে সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন:—আপনার দুর্নীতি নিবন্ধনই

এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। মহারাজ! যেরূপ বিগত-সলিল প্রদেশে সেতু বন্ধন কোন ফলোপধায়ক হয় না, এক্ষণে আপনার অনুতাপও সেইরূপ নিতান্ত বিফল হই-তেছে; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। কৃতান্তের অদ্ভুত নিয়ম অতিক্রম করা সাতিশয় দুঃসাধ্য। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! আপনি যদি পূর্ব্বে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ও স্বীয় পুত্রগণকে দ্যূত হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যুদ্ধ কাল উপস্থিত হইলে, যদি ক্রুদ্ধ কুরু ও পাণ্ডবদিগকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি পূর্ব্বে কৌরবগণকে অবাধ্য দুরাত্মা দুর্য্যোধ-নের বিনাশে অনুমতি করিতেন, কিম্বা ঐ দুরাত্মাকে যদি সৎপথে সংস্থাপন করিয়া পিতার উচিত কার্য্য করত ধর্ম্মানু-যায়ী কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে আপনাকে কখনই নিদারুণ ব্যসনে নিমগ্ন হইতে হইত না এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, বৃষ্ণি ও অন্যান্য ভূপতিগণও আপনার বুদ্ধি ব্যভিচার অব-গত হইতে পারিতেন না। মহারাজ! আপনি ইহলোকে বিজ্ঞতম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, তবে কি নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মতাবলম্বী হইলেন? অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আপনি একান্ত বিষয়াসক্ত; এক্ষণে আপনার এই বিলাপ বাক্য বিষ-মিশ্রিত মধু বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে মহাত্মা মধুসূদন আপনাকে যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও সমধিক সম্মান করিতেন। কিন্তু যদবধি আপনাকে অধার্ম্মিক বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তদবধি আর তাদৃশ সম্মান করেন না। হে রাজন্! আপনার কুসন্তানগণ পাণ্ডবগণের প্রতি যৎপরো-নাস্তি কটুবাক্য প্রযোগ করিলেও তৎকালে আপনি পুত্রগণের রাজ্য কামনায় অনায়াসে সেই সমস্ত উপেক্ষা করিয়াছি-লেন। এক্ষণে আপানাকে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে

হইবে। তখন আপনি পাণ্ডবগণকে প্রবঞ্চনা করিয়া পিতৃ পৈতামহোপভুক্ত রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল উপভোগ করুন। পূর্ব্বে রাজা পাণ্ডু কৌরবগণের বিপক্ষাপহৃত রাজ্য ও যশ প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহা অপেক্ষা অধিক যশোলাভ করত রাজ্য করেন; কিন্তু এক্ষণে আপনি রাজ্য লোভপ্রযুক্ত তাঁহাদিগকে পৈতৃক রাজ্য চ্যুত করিয়া তাহাদিগের যশ বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধ সময়ে পুত্রগণকে তিরস্কার ও তাহাদের দোষ কীর্ত্তন করা আপনার বিধেয় নহে। কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রমশালী বীরগণ জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অগাধ পাণ্ডবসৈন্য সমুদ্রে অবগাহন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন। হে রাজন্! বাসুদেব, ধনঞ্জয়, সাত্যকি ও ভীমসেন যে সমস্ত সৈন্যকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, কৌরবগণ ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে সাহসী হইতে পারে? ধনঞ্জয় যাহাদিগের যোদ্ধা, বাসুদেব যাহাদিগের মন্ত্রী এবং ভীমসেন ও সাত্যকি যাহাদিগের রক্ষক; কৌরবগণ অথবা তাহাদিগের বশবর্ত্তী বীরগণ ভিন্ন আর কোন্ ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তি সেই পাণ্ডবগণের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয়? ফলতঃ ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ বীরগণ যাহা করিতে পারে, কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ প্রাণপণে তাহাই করিতেছে, কোনক্রমে ক্রটি করিতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের যেরূপ অতি ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

—•—

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সেই শর্ব্বরী অতিবাহিত হইলে, শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সৈন্য সকল লইয়া ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মহাবল পরাক্রান্ত ক্রোধপূর্ণ সৈন্যদিগের নানাবিধ কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে শরাসন বিস্ফারণ এবং কেহ কেহ জ্যা পরিমার্জ্জন ও নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুন কোথায় বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; কেহ কেহ সুনির্ম্মিত গগনসন্নিভ উৎকৃষ্ট মুষ্টিসম্পন্ন সুশাণিত অসি কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; সহস্র সহস্র বীর সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত অসিমার্গে ও শরাসনমার্গে বিচরণ করত শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ চন্দনদিগ্ধ কাঞ্চন ও হীরকে সুশোভিত ঘণ্টাযুক্ত গদা উত্তোলন করিয়া ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলমদে মত্ত হইয়া উচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ পরিঘ দ্বারা গগনমার্গ সমাচ্ছন্ন করিল এবং অনেকে যুদ্ধ করিবার অভিলাষে বিচিত্র মাল্যে পরিমণ্ডিত হইয়া বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন কোথায়, মানী বৃকোদর কোথায়, বাসুদেব কোথায় এবং তাহাদের সুহৃদ্গণই বা কোথায় এই বলিয়া মহা আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সেই সময় মহাবীর আচার্য্য শঙ্খধ্বনি ও স্বয়ং দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক বিচরণ করত ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত

হইলে, সমরোৎসাহী দ্রোণ জয়দ্রথকে কহিলেন, হে সিন্ধুরাজ! তুমি সৌমদত্তি, মহাবীর কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন, কৃপ, এক লক্ষ অশ্ব, ছয় অযুত রথ, চতুর্দ্দশ সহস্র মত্ত মাতঙ্গ ও একবিংশতি সহস্র বর্ম্মধারী পদাতি লইয়া আমার ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর। তথায় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবেন না; অতএব তুমি আশ্বাসিত হও। সিন্ধুপতি জয়দ্রথ আচার্য্যবাক্যে আশ্বাসিত হইয়া গান্ধারদেশীয় মহারথ ও বর্ম্মধারী পাশহস্ত অশ্বারোহিগণ সমভিব্যাহারে আচার্য্যনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। চামরালঙ্কৃত কাঞ্চনপরিশোভিত সিন্ধুদেশীয় তিন সহস্র অশ্ব ও অন্যবিধ সপ্ত সহস্র অশ্ব তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! তখন আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ বর্ম্মধারী ভীষণাকার আরোহি সমারূঢ় সার্দ্ধ সহস্র মত্ত মাতঙ্গ লইয়া সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত সমস্ত সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার তনয় দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজের অর্থ সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্রগামী সৈন্যগণের মধ্যে রহিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য নরপতি এবং বহুসংখ্য রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি দ্বারা এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। সেই ব্যূহের পূর্ব্বার্দ্ধ শকটাকার ও পশ্চার্দ্ধ চক্রাকার। উহার দীর্ঘ চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশ ও পশ্চার্দ্ধের বিস্তৃতি দশ ক্রোশ। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই ব্যূহের পশ্চার্দ্ধস্থিত পদ্মাকৃতি ব্যূহমধ্যে সূচী নামে দুর্ভেদ্য গূঢ় এক ব্যূহ রচনা করিলেন। মহাবীর ধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা সূচীমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে কাম্বোজ ও জলসন্ধ এবং তৎপশ্চাতে মহারাজ দুর্য্যোধন ও কর্ণ অবস্থিত হইলেন। যুদ্ধবিশারদ শত সহস্র বীরপুরুষ শকটের

অগ্রভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সকলের পশ্চাতে ঐ সূচী নামক গূঢ় ব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিলেন। মহাবীর দ্রোণ শ্বেতবর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ ধারণ করত শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় শকটের মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা ভোজ আচার্য্যের পশ্চাৎ সমবস্থিত হইলেন। মহাবাহু দ্রোণ স্বয়ং তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ দ্রোণের লোহিতাশ্বসংযোজিত রথ এবং বেদী ও কৃষ্ণাজিনসম্পন্ন ধ্বজ সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ ক্ষুব্ধার্ণব সদৃশ দ্রোণবিনির্ম্মিত সেই অদ্ভুত ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সমস্ত ভূতগণের বোধ হইল যে, ঐ ব্যূহ, শৈল, সাগর ও অরণ্য সমাকুল বহুবিধ জনপদপূর্ণ এই ধরণীকে গ্রাস করিতে পারে। সেই অসংখ্য রথী, পদাতি, অশ্ব ও নাগে সমাকীর্ণ, ভয়ঙ্কর, শত্রুগণের হৃদয়ভেদী অদ্ভুত শকট ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! সৈন্যগণ এইরূপে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে, সমরক্ষেত্রে ভেরী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। সৈন্যগণের গভীর গর্জ্জন, বাদিত্রের নিঃস্বন ও শঙ্খের ভীষণ রবে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভরতবংশীয় বীরগণ ক্রমে ক্রমে সমরক্ষেত্র সমাচ্ছাদিত করিলে

লাগিলেন। হে মহারাজ! সব্যসাচী অর্জ্জুন সেই ভীষণ সংগ্রামে লক্ষিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে বহুসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ বায়স ক্রীড়া করিতে লাগিল এবং আমাদিগের সৈন্যগণের দক্ষিণ পার্শ্বে অমঙ্গল দর্শন শিবা ও ভয়ঙ্কর দর্শন অন্যান্য পশুগণ অতি ভীষণ রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে সহস্র সহস্র নির্ঘাত ধ্বনিও সমুত্থিত হইতে লাগিল। সসাগরা মেদিনী বিকম্পিত হইয়া উঠিল। সনির্ঘাত রুক্ষ সমীরণ প্রবলবেগে কর্কর সকল সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সেই সময় নকুলতনয় সুবিজ্ঞ শতানীক ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবসৈন্যের ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! তৎকালে আপনার তনয় দুর্ম্মর্ষণ সহস্র রথ, শত কুঞ্জর, তিন সহস্র তুরঙ্গম ও দশ সহস্র পদাতি দ্বারা সার্দ্ধ সহস্র ধনু পরিমিত ভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়া সৈন্যগণের অগ্রভাগে অবস্থান পূর্ব্বক গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, হে বীরগণ! বেলাভূমি যেরূপ সাগরবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ আজি আমি গাণ্ডীবধারী রণদুর্ম্মদ প্রতাপশালী অর্জ্জুনকে নিবারণ করিব। অদ্য তোমরা সমরে অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুনকে প্রস্তরসংলগ্ন শৈল শৃঙ্গের ন্যায় নিরীক্ষণ করিবে। হে সংগ্রামাভিলাষী বীরগণ! তোমাদের কাহারও সংগ্রাম করিবার প্রয়োজন নাই। আমি একাকী পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয় যশ ও মান বর্দ্ধন করিব। ধনুর্ধারী দুর্ম্মর্ষণ এই কথা বলিয়া ধনুর্দ্ধরগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় বিচিত্র কবচ, শুক্ল মালা, শুক্ল বসন, কাঞ্চনময় কিরীট, উত্তম অঙ্গদ ও মনোহর কুণ্ডলে পরিশোভিত, উত্তম রথারূঢ়, খড়্গধারী, বাসুদেবসনাথ, নিবাতকবচঘাতী, মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় দুর্ম্মর্ষণের সেই বাক্য শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া

গাণ্ডীব বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহারে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায়, কুলিশধারী দেবরাজের ন্যায়, কালপ্রেরিত দণ্ডপাণি যমের ন্যায়, অক্ষোভ্য শূলপাণির ন্যায়, পাশহস্ত বরুণের ন্যায়, প্রজা সংজিহিক্ষু যুগান্তকালীন পাবকের ন্যায় ও সমুদিত দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের সম্মুখে রথ সংস্থাপন পূর্ব্বক শঙ্খ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, মহাত্মা বাসুদেবও অশঙ্কিত চিত্তে শঙ্খ প্রধান পাঞ্চজন্য প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত দেহ, কম্পিতকলেবর ও বিচেতনপ্রায় হইল। প্রাণিগণ কুলিশের ভীষণ শব্দে যেরূপ ভীত হয়, সৈন্যগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খ নিনাদে সেইরূপ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। বাহনগণ মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হে রাজন্! এইরূপে সমস্ত বাহন ও সৈন্যগণ সেই নিদারুণ শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। কেহ কেহ ভয়ে চেতনশূন্য হইল এবং অনেকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! তৎকালে ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত কপি তত্রত্য অন্যান্য জন্তুগণের সহিত মুখ ব্যাদান করত কৌরব সৈন্যদিগের অন্তঃকরণে ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক অতি ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। সেই সময় কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ পুনরায় শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক প্রভৃতি বহুবিধ হর্ষজনক বাদিত্র বাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বাদিত্রনিনাদ, সিংহনাদ, আস্ফোট ও মহারথগণের চীৎকারে সেই সমরভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হে রাজন্! পুরন্দরতনয় ধনঞ্জয় সেই ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধন তুমুল শব্দ শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন।

———•———

ঊননবতিতম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! যে স্থানে দুর্ম্মর্ষণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে সত্বর রথ সঞ্চালন কর। আমি এই কুঞ্জরসৈন্য ভেদ করিয়া অরিবাহিনীমধ্যে প্রবেশ করিব। তখন মহাবাহু কেশব অর্জ্জুনের আদেশানুসারে দুর্ম্মর্ষণের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয়ের সহিত কৌরবগণের অতি ভয়াবহ যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। সেই সংগ্রামে অসংখ্য রথী, নর ও মাতঙ্গ জীবন পরিত্যাগ করিল। মহাবীর ধনঞ্জয়, মেঘের শৈলোপরি বারিবর্ষণের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপর অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় রথিগণও বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া সায়কসমূহে রথিগণের মস্তক ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দংশিতাধর, উদ্‌ভ্রান্তনয়ন, কুণ্ডল ও উষ্ণীষ সুশোভিত নরমস্তকে ভূতল সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। সমন্তাৎ বিকীর্ণ যোধগণের মস্তক সমুদয় কমলবনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। স্বর্ণ নির্ম্মিত বর্ম্ম সমুদায় শোণিতাক্ত হইয়া বিদ্যুন্মালাবিলসিত মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সুপক্ক তাল ফল ভূতলে পতিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, রণক্ষেত্রে বীরগণের মস্তক সমুদায় নিপতিত হওয়াতে সেইরূপ শব্দ সমুত্থিত হইল। কবন্ধ সকল কেহ কেহ শরাসন অবলম্বন ও কেহ কেহ খড়্গ নিষ্কাশন পূর্ব্বক প্রহারোদ্যত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল; বীরগণ অর্জ্জুনকে পরাভব করিতে

একাগ্রচিত্ত হইয়া স্ব স্ব শিরঃপতন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিলেন না। অশ্বগণের মস্তক, গজগণের শুণ্ড এবং বীরগণের বাহু ও মস্তক সমুদায়ে রণস্থল সমাচ্ছাদিত হইয়া উঠিল।

হে রাজন্! তখন আপনার সৈন্যগণ সমুদায় জগৎ অর্জ্জুনময় অবলোকন করত, কেহ কেহ এই পার্থ, কেহ কেহ পার্থ কোথায় গমন করিতেছে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এই প্রকারে সেই যোদ্ধৃবর্গ কালপ্রভাবে সকলকেই অর্জ্জুন বোধ করিয়া আপনারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ স্বীয় শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। শোণিতাক্ত কলেবর সংজ্ঞাবিহীন বীরগণ সমর শয্যায় শয়ান ও দারুণ বেদনায় একান্ত কাতর হইয়া স্ব স্ব বান্ধবগণের নাম কীর্ত্তন করত আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ভিন্দিপাল, প্রাশ, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, নির্ব্যূহ, খড়্গ, কার্ম্মুক, তোমার, শর, কবচ, আভরণ, গদা ও অঙ্গদযুক্ত ভীষণ ভুজগাকার অর্গল সদৃশ বাহু সকল বাণ দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া কখন সমুত্থিত কখন বা বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে যে সকল ব্যক্তি পার্থের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পার্থের শরজাল তাহাদিগের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। সেই সময় মহাবীর ধনঞ্জয় কখন যে, রথোপরি নৃত্য করিতেছেন, কখনই বা শরাসন গ্রহণ করিতেছেন, তাহার কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। তিনি হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সত্বরে শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে, রণ ভূমিস্থিত সকল ব্যক্তিই বিস্ময়াপন্ন হইল। অসংখ্য হস্তী, গজনিয়ন্তা, অশ্ব, অশ্বারোহী, রথী ও সারথি ধনঞ্জয়ের শাণিত শরে বিনষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন সেই সমরস্থলে কি ভ্রমণ-

কারী, কি যুধ্যমান, কি সম্মুখে উপস্থিত সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মরীচিমালী আকাশমণ্ডলে সমুদিত হইয়া যেমন গাঢ় তিমির বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কঙ্কপত্র সুশোভিত শর সমূহ দ্বারা সমস্ত গজসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনশরনির্ভিন্ন হস্তী সকল সমরক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, পৃথিবীমণ্ডল প্রলয়-কালীন ভূধরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

হে রাজন্! তখন ক্রোধাবিষ্ট মহাবীর সব্যসাচী মধ্যাহ্ন-কালীন দিবাকরের ন্যায় শত্রুগণের একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। কৌরবসৈন্যগণ তাঁহার শরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া শঙ্কিত মনে রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। প্রবল বায়ু যেরূপ মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, মহাবীর অর্জ্জুন সেইরূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। রথী ও অশ্বারোহিগণ অর্জ্জুনশরে নিপীড়িত হইয়া প্রতোদ, চাপ, কোটী, হুঙ্কার, কশাঘাত, পার্ষ্ণিঘাত ও উগ্র বাক্য দ্বারা অশ্ব পরিচালন পূর্ব্বক সত্বরে পলায়ন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ পাদাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ প্রহার দ্বারা করিগণকে সঞ্চালিত করত প্রবলবেগে ধাবমান হইল এবং অনেকে অর্জ্জুনশরে বিমোহিত হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। হে রাজন্! এই প্রকারে আপনার পক্ষীয় বীরগণ ভগ্নোৎসাহ ও বিমনায়মান হইল।

—•:•—

নবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় আমাদিগের সৈন্যগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কোন্ কোন্ বীর সেই সংগ্রামে অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইয়াছিল? তখন কি কোন মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিলেন? অথবা সকলেই তাঁহার নিকট পরাজিত এবং হতাশ্বাস হইয়া অকুতোভয় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শকট ব্যূহে প্রবিষ্ট হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহেন্দ্রতনয় মহাবীর অর্জ্জুন সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, অস্মৎপক্ষীয় বহুসংখ্য বীর নিহত এবং সকলেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়ন করিল; কেহই অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন আপনার তনয় মহাবীর দুঃশাসন সৈন্যগণের সেই প্রকার অবস্থা অবলোকন করত রোষপরবশ হইয়া যুদ্ধার্থ অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সুবর্ণ কবচ সমাচ্ছন্ন সুবর্ণ শিরস্ত্রাণধারী মহাবীর বহুসংখ্যক করি সৈন্য দ্বারা ধনঞ্জয়কে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। গজ ঘণ্টার নিনাদ, শঙ্খের ধ্বনি, জ্যাস্ফালন শব্দ এবং করিবৃংহিত দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। হে রাজন্! ঐ মুহূর্ত্ত অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। দুঃশাসনের নাগসৈন্য যেন মেদিনীমণ্ডল গ্রাস করিতে লাগিল। পুরুষোত্তম অর্জ্জুন অঙ্কুশপরিচালিত, লম্বিত শুণ্ড গজগণকে পক্ষশালী পর্ব্বতের ন্যায় রোষভরে আগমন করিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহা-

দের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করত মকর যেরূপ উত্তাল বীচিমালা সমাকুল বায়ুবিকম্পিত মহাসাগরে প্রবেশ করে, সেই রূপ সেই করিসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন রণভুমিস্থ সকল ব্যক্তিই তাঁহাকে প্রলয়কালীন দিবাকরের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। অশ্বগণের খুর-শব্দ, রথ সকলের চক্রনির্ঘোষ, জনগণের চীৎকার, শরাসনের জ্যাশব্দ, বহুবিধ বাদিত্রের নিস্বন, গাণ্ডীবের নিনাদ এবং পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ধ্বনি দ্বারা মনুষ্য ও করিগণ মন্দ-বেগ ও বিচেতন হইয়া পড়িল। মহাবীর অর্জ্জুন বহুশর দ্বারা তাহাদের শরীর ভেদ করিতে লাগিলেন। বারণগণ গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শত শত তীক্ষ্ণ শর প্রহারে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া ঘোরতর চীৎকার করত ছিন্নপক্ষ অচলের ন্যায় অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক হস্তী দন্ত ও শুণ্ডের সন্ধি, কুম্ভ এবং গণ্ডদেশে সাতিশয় আহত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় নিরন্তর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা গজারোহি-গণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। গজারোহিগণের কুণ্ডল শোভিত মস্তক সমুদায় ধরাতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে, বোধ হইল যেন, মহাত্মা ধনঞ্জয় কমলরাজি দ্বারা দেবার্চ্চনা করিতেছেন। মাতঙ্গগণ সমরক্ষেত্রে পরি-ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, মনুষ্যগণ যন্ত্রবদ্ধ, ব্রণার্ত্ত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া করিগণের অঙ্গে লম্বমান হইতে লাগিল। ঐ সংগ্রামে অর্জ্জুনের এক মাত্র শরে দুই তিন জন মনুষ্য বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। করিগণ নারাচ দ্বারা গাঢ় বিদ্ধ হইয়া শোণিত বমন করত আরোহীর সহিত সপাদপ শৈলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

মহাবীর ধনঞ্জয় সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা রথিগণের মৌর্ব্বী, ধ্বজ, শরাসন, যুগ ও ঈষা ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে কখন শরগ্রহণ, কখন শর সন্ধান, কখন শর আকর্ষণ, ও কখন বা শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল এইমাত্র বোধ হইতে লাগিল যে, যেন মহাবীর অর্জ্জুন শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া সমরস্থলে নৃত্য করিতেছেন। তৎকালে বহুসংখ্যক মাতঙ্গ অর্জ্জুনের নারাচাঘাতে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া রুধিরধারা বমন করত ভূতলশায়ী হইতে লাগিল।

হে রাজন্! সেই সমরক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। কার্ম্মুক, অঙ্গুলিত্র, খড়্গ, কেয়ূর ও সুবর্ণাভরণভূষিত ছিন্নবাহু সমুদয় লক্ষিত হইতে লাগিল। দিব্যাভরণ পরিমণ্ডিত আসন, ঈষাদণ্ড, চক্রবিমথিত অক্ষ, ভগ্নযুগ, নিপতিত মহাধ্বজ, ভূরি ভূরি মালা, আভরণ ও বস্ত্র এবং রণনিহত অসংখ্য গজ, অশ্ব ও চর্ম্মচাপধারী বীরগণ ইতস্ততঃ সঙ্কীর্ণ হওয়াতে সমরাঙ্গন অতি ভীষণ দর্শন হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! দুঃশাসনের সৈন্যগণ এই রূপে পার্থশরে সাতিশয় নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুঃশাসনও অর্জ্জুনশরে বিদীর্ণাঙ্গ হইয়া শঙ্কাকুলিত চিত্তে সৈন্যগণের সহিত আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত শকটব্যূহে প্রবিষ্ট হইলেন।

একনবতিতম অধ্যায়।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় দুঃশাসনের সৈন্য সংহার করিয়া জয়দ্রথকে আক্রমণ করিবার অভিলাষে আচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন এবং দ্রোণাচার্য্যকে ব্যূহের সম্মুখীন দেখিয়া বাসুদেবের আদেশানুসারে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার হিত-চিন্তা ও কল্যাণ করুন। আপনার প্রসাদে আমি এই দুর্ভেদ্য ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে বাসনা করিতেছি। যথার্থ কহিতেছি যে, আমি আপনাকে পিতার সদৃশ, বাসুদেবের সদৃশ ও জেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকি। হে তাত! আপনি যেরূপ অশ্বত্থামাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সর্ব্বদা আমাকেও রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুগ্রহে সমরাঙ্গনে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে সংহার করিতে বাসনা করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

মহাবীর দ্রোণ অর্জ্জুনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অগ্রে আমাকে জয় না করিয়া কদাচ জয়দ্রথকে পরাজয় করিতে পারিবে না। দ্রোণাচার্য্য এই কথা বলিয়া সহাস্যবদনে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা অর্জ্জুন এবং তাঁহার রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে স্বীয় শর-দ্বারা আচার্য্যের শরজাল নিরাকরণ পূর্ব্বক ভীষণ শর সকল নিক্ষেপ করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য স্বীয় শর দ্বারা অর্জ্জু-

নের শর ছেদন পূর্ব্বক বিষাগ্নি সদৃশ শর দ্বারা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অর্জ্জুন কি প্রকারে আচার্য্যের শরাসন ছেদন করিবেন, এই চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে বীর্য্যশালী দ্রোণ সত্বরে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক শর দ্বারা রথধ্বজ, ঘোটক ও সারথিরে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে তাঁহাকে শরসমূহে আবৃত করিলেন। তখন অস্ত্রবিদ্ শ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে শরাসনে অন্য জ্যা আরোপণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে হস্ত লাঘব প্রদর্শনার্থ এক-বারে ছয় শত শর পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে কখন সপ্ত শত, কখন সহস্র ও দশ সহস্র সংখ্যক শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচার্য্যের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। অসংখ্য মানব, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ ধনঞ্জয়ের শরে বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। রথিগণ অর্জ্জুনের শর প্রভাবে অস্ত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্ববিহীন এবং সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপ-তিত হইতে লাগিল। কুঞ্জরগণ কুলিশাহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায়, মারুতাহত জলদজালের ন্যায় ও অনলদগ্ধ গৃহের ন্যায় রণস্থলে নিপতিত হইল। সহস্র সহস্র অশ্ব হিমালয়ের প্রস্থে বারিবেগাহত হংস সমূহের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। যেমন যুগান্তকালীন দিবাকর কিরণজাল দ্বারা অগাধ জলরাশি ক্ষয় করেন, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শর-জাল বিস্তার পূর্ব্বক অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিদিগকে সংহার করিলেন।

তখন মেঘ যেরূপ সূর্য্যকিরণ সমাচ্ছন্ন করে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেইরূপ স্বীয় শর সমূহ দ্বারা পার্থের শরজাল সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক শত্রু সংহারক নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্যের নারাচা-

ঘাতে ভূমিকম্পকালীন পর্ব্বতের ন্যায় ব্যাকুলিত হই-লেন এবং তৎক্ষণাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আচার্য্যকে শর-বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণা-চার্য্য পাঁচ বাণে কেশবকে ও ত্রিসপ্তিতি শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া তিন শর প্রহারে তাঁহার রথ ধ্বজ ছেদন করিলেন। এবং হস্ত লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিমেষমধ্যে শরবর্ষণ করত তাঁহারে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। তখন আমরা দেখিলাম, আচার্য্যের সায়ক সমুদয় নিরন্তর নিপতিত হইতেছে এবং তাঁহার ভয়ঙ্কর শরাসন মণ্ডলাকারই রহি-য়াছে। হেরাজন্! দ্রোণাচার্য্যবিসৃষ্ট, কঙ্কপত্রপরিশোভিত শরসমূহ কেবল কেশব ও অর্জ্জুনের প্রতিই দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল।

সেই সময় মহাত্মা বাসুদেব দ্রোণ ও ধনঞ্জয়ের ঐ ভীষণ সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিয়া প্রকৃত কার্য্য সাধনার্থ চিন্তা করত ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! আমাদের আর কালক্ষেপ করা বিধেয় নহে। আচার্য্যের সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করা হইয়াছে; অতএব চল, উহাঁরে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করি। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তোমার যাহা অভিরুচি তাঁহারে এই কথা বলিয়া আচার্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবৃত্তমুখে গমন করিতে লাগি-লেন। মহাবীর দ্রোণ ধনঞ্জয়কে অন্যত্র গমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পার্থ! এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ? তুমি না সংগ্রামে শত্রুকে পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও না? তখন ধনঞ্জয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার গুরু, শত্রু নহেন। আমি আপনার পুত্র তুল্য শিষ্য। বিশেষতঃ আপনাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারে, এমন কেহই নাই।

জয়দ্রথবধাভিলাষী মহাবাহু ধনঞ্জয় আচার্য্যকে এই কথা বলিয়া অবিলম্বে কৌরব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল দেশীয় মহামতি যুধামন্যু ও উত্তমৌজা চক্র রক্ষক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুত্র-শোকসন্তপ্ত মহাবীর অর্জ্জুন জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে কৌরবপক্ষীয় জয়, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, কাম্বোজ ও শ্রুতায়ু, তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বীরগণের অনুগামী দশ সহস্র রথী এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, মাবেল্লক, ললিথ, কৈকেয়, মদ্রক, নারায়ণ, গোপাল ও পূর্ব্বে কর্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত কাম্বোজ দেশীয় বীরগণ আচার্য্যকে পুরস্কৃত করিয়া জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিচিত্র যোদ্ধা নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরস্পর স্পর্দ্ধাভিলাষী যোধগণ এইরূপে সকলে সমবেত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম করত ঔষধাদি যেরূপ ব্যাধি নিবারণ করে, জয়দ্রথ বধাভিলাষী অর্জ্জুনকে সেইরূপ নিবারণ করিতে লাগিল।

—•:•—

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! এইরূপে কৌরব সৈন্যগণ ধনঞ্জয়কে প্রতি-রোধ এবং মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দ্রুতবেগে তাঁহার অনু-সরণ করিতে আরম্ভ করিলে, রথিশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন, যেরূপ ব্যাধিগণ দেহ সন্তাপিত করে, সেইরূপ দিবাকর করসন্নিভ নিশিত শরসমূহ দ্বারা শত্রুগণকে সন্তি-

শয় তাপিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী পাণ্ডুপুত্রের নিদারুণ শরপ্রভাবে কৌরবপক্ষীয় অশ্বগণ গাঢ় বিদ্ধ, রথ সকল ছিন্ন ভিন্ন, আরোহি সমবেত মাতঙ্গগণ ভূতলে নিপতিত, ছত্র সমস্ত নিকৃত্ত ও রথ সমুদয় চক্রবিহীন হইল। সৈন্যগণ ধনঞ্জয় শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে নরনাথ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার শরজাল প্রভাবে সমরাঙ্গনে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎকালে তিনি আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার অভিলাষে অজিহ্মগামী বাণ দ্বারা সেই কৌরববাহিনী বিকম্পিত করিয়া মহাবীর আচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বশিষ্য অর্জ্জুনের প্রতি মর্ম্মভেদী অজিহ্মগামী পঞ্চবিংশতি শর পরিত্যাগ করিলেন। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য ধনঞ্জয় শর বর্ষণ পূর্ব্বক আচার্য্যের শরবেগ নিবারণ করত ধাবমান হইলেন এবং সন্নতপর্ব্ব ভল্লদ্বারা দ্রোণের ভল্লাস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। হে রাজন্! সেই সময় সমরাঙ্গনে আচার্য্যের এই এক নিপুণতা দেখিলাম যে, যুবা ধনঞ্জয় সংগ্রামে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও কোনক্রমে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না। মহামেঘ যেরূপ শৈলোপরি নিরন্তর বারি বর্ষণ করে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেইরূপ ধনঞ্জয়ের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দ্রোণের সায়ক সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে আচার্য্য ধনঞ্জয়কে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া কেশবের বক্ষঃস্থলে ও বাহুযুগলে সপ্ততি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহামতি ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করত শাণিত সায়কবর্ষী দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ কেশব ও ধনঞ্জয় কল্পান্তকালীন পাবকের ন্যায় আচার্য্যের শরাঘাতে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোজরাজের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় আচার্য্যের শরনিকর হইতে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক সৈন্যের প্রতি শর বর্ষণ করিয়া কৃতবর্ম্মা ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরবর কৃতবর্ম্মা অনাকুলিত চিত্তে কঙ্কপত্রযুক্ত দশ শরে দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলে, ধনঞ্জয়ও শর নিপীড়িত হইয়া প্রথমে শত ও তৎপরে তিন শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবাহু কৃতবর্ম্মা কেশব ও ধনঞ্জয়ের প্রত্যেকের প্রতি পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতবর্ম্মার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ সদৃশ অনলশিখাকার একবিংশতি শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করত পঞ্চ শরে ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থল ভেদ ও পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি নিশিত পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কৃতবর্ম্মার সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদের আর কাল বিলম্ব করা বিধেয় নহে। সেই সময় তিনি ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! কৃতবর্ম্মার প্রতি দয়া করিবার আবশ্যক নাই; সম্বন্ধের অনুরোধ পরিত্যাগ করত অবিলম্বে উহারে বিনাশ কর। মহাবাহু ধনঞ্জয় বাসুদেবের আদেশানুসারে সত্বরে শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে মূর্চ্ছিত করিয়া দ্রুতবেগে কাম্বোজ সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহা-

বীর কৃতবর্ম্মা অর্জ্জুনকে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া শরাসন কম্পিত করত তাঁহার চক্র রক্ষক পাঞ্চালদেশীয় যুধামন্যু ও উত্ত-মৌজাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনি যুধামন্যুর প্রতি তিন ও উত্তমৌজার প্রতি চারি শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে কৃতবর্ম্মাকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তিন তিন শর পরিত্যাগ করত তাঁহার রথের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই বীরদ্বয়ের কার্ম্মুক ছেদন করত তাঁহাদের প্রতি অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তাঁহারাও অন্য শরাসনে জ্যা রোপণ করিয়া নিশিত শর-নিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবাহু যুধামন্যু ও উত্তমৌজা কৌরবসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিতে সাতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতবর্ম্মার শরে নিবারিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শত্রুনিপাতন অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সত্বরে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কৃত-বর্ম্মাকে সম্মুখীন দেখিয়াও সংহার করিলেন না। মহা-বীর নরপতি শ্রুতায়ুধ অর্জ্জুনকে কৌরবসৈন্য মধ্যে গমন করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে কার্ম্মুক বিকম্পিত করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি তিন ও কেশবের প্রতি সপ্ততি শর পরিত্যাগ করত সুশা-ণিত ক্ষুরপ্র দ্বারা ধনঞ্জয়ের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুন তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া মহাগজের প্রতি অঙ্কুশাঘাতের ন্যায় শ্রুতায়ুধের প্রতি নতপর্ব্ব নবতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর শ্রুতা-

যুধ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সন্দর্শন পূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি সপ্তসপ্ততি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ক্রোধে অধীর হইয়া শ্রুতায়ুধের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া সাত শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ অর্জ্জুনের পরাক্রম দর্শন পূর্ব্বক সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ করত নয় শরে ধনঞ্জয়ের হস্ত ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় শত্রুনিপাতন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন শ্রুতায়ুধের প্রতি সপ্ততি নারাচ ও সহস্র সহস্র শর বর্ষণ পূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। বলবীর্য্যশালী মহারাজ শ্রুতায়ুধ এই প্রকারে অর্জ্জুন শরে অশ্ব ও সারথি বিহীন হইয়া রোষভরে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদাহস্তে পার্থের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে রাজন্! শ্রুতায়ুধ বরুণের তনয়; শীতসলিলা মহানদী পর্ণাশা উহাঁর জননী। মহানদী পর্ণাশা এই পুত্র শত্রুগণের অবধ্য হউক, বলিয়া বরুণের নিকট বর প্রার্থনা করিলে, তিনি প্রীতি লাভ করত কহিলেন, হে সরিদ্বরে! আমি এই দিব্যাস্ত্র প্রদান করিতেছি; ইহার প্রভাবে তোমার পুত্র অবধ্য হইবে; হে ভদ্রে! মনুষ্য কদাচ অবধ্য হইতে পারে না। এই ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিলে, অবশ্যই তাহাকে কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, আমি বলিতেছি, তোমার পুত্র রণস্থলে শত্রুগণের অজেয় হইবে। তুমি মানসিক দুঃখ পরিত্যাগ কর।

বরুণ দেব এই বলিয়া শ্রুতায়ুধকে মন্ত্রের সহিত গদা প্রদান করিলেন। শ্রুতায়ুধ গদা গ্রহণ করিলে, ভগবান্ বরুণ কহিলেন, বৎস শ্রুতায়ুধ! যে ব্যক্তি সংগ্রামে প্রবৃত্ত না

হইবে, তাহার প্রতি কদাচ এই গদা পরিত্যাগ করিও না; যদি কর, তাহা হইলে ইহা প্রতীপগামিনী হইয়া তোমাকেই সংহার করিবে।

হে রাজন্! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সেই বরুণদত্ত গদা-প্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সেই গদা উদ্যত করিয়া ধনঞ্জয়ের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ বরুণের বাক্য রক্ষা না করিয়া সেই গদা দ্বারা বাসুদেবকে প্রহার করিলেন। মহাবীর হৃষীকেশ স্বীয় পীন স্কন্ধে সেই গদাঘাত অনায়াসে সহ্য করিলেন। প্রবল বায়ু যেরূপ বিন্ধ্যাচলকে কম্পিত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সেই গদা বাসুদেবকে কম্পিত করিতে সমর্থ হইল না। প্রত্যুত বরুণের বাক্যানুসারে উহা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অমর্ষপরায়ণ শ্রুতায়ুধকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। গদা প্রতিনিবৃত্ত ও শত্রু নিপাতন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া কৌরব সৈন্য মধ্যে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। হে রাজন্! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বাসুদেবকে গদা প্রহার করিয়াছিলেন বলিয়াই বরুণের বাক্যানুসারে স্বীয় গদাঘাতেই জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদয় বীরগণের সমক্ষে বাতভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় সমুদয় সৈন্য ও সেনাপতিগণ শত্রুতাপন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন কাম্বোজাধিপতি তনয় মহাবীর সুদক্ষিণ মহাবেগশালী অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রুবিঘাতন ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সুদক্ষিণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে, সেই সমস্ত বাণ মর্ম্মভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল।

মহাবীর সুদক্ষিণ গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শাণিত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধাবেশে প্রথমত ধনঞ্জয়কে দশ ও বাসুদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া তৎপরে পুনরায় ধনঞ্জয়ের উপর পাঁচ শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবাহু অর্জ্জুন সুদক্ষিণের কার্ম্মুক ও রথধ্বজ কর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে দুই সুতীক্ষ্ণ ভল্লে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুদক্ষিণ পার্থের ভল্ল প্রহারে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক ভীষণ ঘণ্টাযুক্ত অয়োময় শক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। সুদক্ষিণ প্রেরিত ঐ মহাশক্তি প্রদীপ্ত মহোল্কার ন্যায় পার্থের উপর নিপতিত হইয়া তদীয় শরীর বিদারণ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইল। মহাতেজস্বী ধনঞ্জয় শক্তি প্রহারে বিচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সৃক্কণীলেহন করিতে করিতে কঙ্কপত্রযুক্ত চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা সুদক্ষিণকে এবং তদীয় অশ্ব, ধ্বজ, কার্ম্মুক ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। পরে পুনরায় ভূরি ভূরি শর ও অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া সুশাণিত শর দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পার্থের বিষম শরে সুদক্ষিণের তনুত্রাণ ছিন্ন, শরীর অবসন্ন এবং মুকুট ও অঙ্গদ পরিভ্রষ্ট হইল। তিনি যন্ত্রমুক্ত ধ্বজের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন; হিমাত্যয়ে শৈল শৃঙ্গসঞ্জাত, শাখাবৃত্ত কর্ণিকার তরু যেরূপ পবনবেগে ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, তদ্রূপ মহাবীর সুদক্ষিণ রণস্থলে নিপতিত হইলেন। সেই মহামূল্য ভূষণে বিভূষিত, সুবর্ণময় মাল্যে অলঙ্কৃত, সুন্দর দর্শন, লোহিতাক্ষ, সুদক্ষিণ পার্থ শরে গতাসু হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলে বোধ হইল যেন, সানুমান্ শৈল রণস্থলে

অবস্থিত হইয়াছে। হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর শ্রুতায়ুধ ও কাম্বোজ পুত্র সুদক্ষিণ সমরে বিনষ্ট হইলে, মহারাজ দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল প্রবলবেগে ধাবমান হইতে লাগিল।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর সুদক্ষিণ ও শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া কৌরব পক্ষীয় সৈনিক পুরুষগণ ক্রোধভরে মহাবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসাতি দেশীয় বীরগণ সকলেই অর্জ্জুনের উপর সত্বরে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এককালে তাহাদিগের ষষ্টিশত সেনাকে শর দ্বারা সাতিশয় নিপীড়িত করিলেন। যেরূপ ক্ষুদ্রমৃগ ব্যাঘ্র ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সমর বিজয়ী শত্রু বিনাশন অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন মহাবলশালী ধনঞ্জয় গাণ্ডীব বিনির্ম্মুক্ত সায়ক সমূহ দ্বারা শত্রুসৈন্যগণের বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরে বহুসংখ্যক নরমস্তক ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে রণভূমি মধ্যে মস্তক শূন্য স্থান লক্ষিত হইল না। সহস্র সহস্র কাক ও গৃধ্র উড্ডীন হওয়াতে রণক্ষেত্র মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

হে রাজন। এইরূপে কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনশরে উৎ-

সম হইতে আরম্ভ হইলে, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বিপুল পরাক্রমশালী সৎকুলোদ্ভব বীরদ্বয় মহতী কীর্ত্তি লাভের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার অভিলাষে সত্বর উভয় পার্শ্ব হইতে শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যেরূপ বারিধারা বর্ষণ দ্বারা বারিদমণ্ডল তড়াগ পরিপূর্ণ করে, সেইরূপ নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর শ্রুতায়ু রোষভরে ধনঞ্জয়ের প্রতি নিশিত তোমর নিক্ষেপ করিলেন। শত্রুকর্ষণ ধনঞ্জয় দারুণ অস্ত্রাঘাতে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া কেশবকে মোহিতপ্রায় করত স্বয়ং বিমোহিত হইলেন। এই অবসরে মহাবীর অচ্যুতায়ু সুতীক্ষ্ণ শূল দ্বারা ধনঞ্জয়কে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ক্ষতপ্রদেশে ক্ষার প্রদান করিলে যেরূপ ক্লেশ অনুভূত হয়, মহাবীর অর্জ্জুন অচ্যুতায়ুর শূলদ্বারা আহত হইয়া সেইরূপ ক্লেশ অনুভব করত ধ্বজ যষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কৌরবসৈন্যগণ অর্জ্জুনের সেইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা বাসুদেব পার্থকে বিচেতন দেখিয়া শোক সন্তপ্ত চিত্তে মধুর বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় লব্ধ লক্ষ্য হইয়া মহাবীর শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু বাণবৃষ্টি দ্বারা ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথ, চক্র, যুগন্ধর অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকার সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন পুনর্জীবিতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক আপনার রথ ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন এবং শত্রুদ্বয়কে সম্মুখে অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান দেখিয়া ঐন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই

অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র নত পর্ব্ব শর সমুৎপন্ন হইয়া শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পার্থশরে বিনষ্ট হইয়া পবনবেগভগ্ন বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন। তাঁহাদিগের সায়ক নিচয়ও অর্জ্জুনশরে বিদারিত হইয়া শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে অমিততেজা ধনঞ্জয় ঐ বীরদ্বয়কে সংহার ও তাঁহাদিগের বাণ সকল ছিন্ন করিয়া মহারথদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন! শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর বিনাশ সাগর শোষণের ন্যায় একান্ত বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তৎকালে মহামতি অর্জ্জুন ঐ বীরদ্বয়ের পদানুগ পঞ্চশত রথ বিনষ্ট করিয়া প্রধান প্রাধন যোধগণকে সংহার করত কৌরবসৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রুতায়ুতনয় নিত্যায়ু ও অচ্যুতায়ু তনয় দীর্ঘায়ু স্ব স্ব পিতার বিনাশ দর্শনে শোকার্ত্ত হইয়া ক্রোধলোহিতলোচনে নানাবিধ শরবর্ষণ করত অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবাহু ধনঞ্জয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই সন্নতপর্ব্ব শরনিক্ষেপ করত তাঁহাদিগকে সংহার করিলেন এবং মত্তহস্তীর কমলবিরাজিত সরোবর আলোড়নের ন্যায় কৌরবসেনা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। কোন বীরই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। সেই সময় সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ক্রুদ্ধচিত্ত গজারোহী এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশসমুদ্ভূত মহীপালগণ দুর্য্যোধনের অনুমতি ক্রমে শৈল প্রমাণ মাতঙ্গ সমূহ দ্বারা ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অচিরাৎ তাঁহাদিগের মস্তক ও আভরণভূষিত বাহু সমস্ত কর্ত্তন করিয়া ফেলি-

লেন। সেই সকল বাহু ও মস্তক দ্বারা সংগ্রামভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া ভুজঙ্গবেষ্টিত সুবর্ণ শিলার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শরোম্মথিত মস্তক ও বাহু সকল বীরগণের কলেবর হইতে স্খলিত হইয়া তরু হইতে পতনোম্মুখ খগকুলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শরবিদ্ধ রুধিরস্রাবী কুঞ্জরগণ প্রাবিট্‌কালীন গৈরিকধাতুযুক্ত জলস্রাবী শৈলরাজির ন্যায় দৃষ্ট হইল। কুঞ্জরপৃষ্ঠস্থিত, বিকৃত দর্শন বিবিধ বেশধারী ম্লেচ্ছগণ বিচিত্র শাণিত শরে বিনষ্ট হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। আরোহী ও পাদরক্ষক সমবেত, নারাচাদি বিবিধ অস্ত্র সম্পন্ন, তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গ সদৃশ সহস্র সহস্র কুঞ্জর ধনঞ্জয়ের শরে সাতিশয় বিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া কতকগুলি রুধির বমন, কতকগুলি উৎক্রোশ, কতকগুলি শয়ন ও কতকগুলি ভ্রমণ এবং অধিকাংশ নিতান্ত ভীত হইয়া আপনাদিগকেই বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল।

সেই সময় বিকটবেশ, বিকটলোচন, আসুরিক মায়াভিজ্ঞ যবন, পারদ, শক, বাহ্লিক ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ সম্ভূত বিবিধ যুদ্ধবিশারদ, কালান্তক শমন সদৃশ ম্লেচ্ছগণ এবং দার্বাতিসার দরদ ও পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে সমুৎপন্ন অসংখ্য সৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবাহু ধনঞ্জয় তাহাদিগকে সমরোদ্যত দেখিয়া সত্বরে তাহাদিগের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসননির্ম্মুক্ত শর সমূহ শলভশ্রেণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি জলদচ্ছায়াসদৃশ শরচ্ছায়া বিস্তার পূর্ব্বক নিশিত শরনিকর দ্বারা মুণ্ডিত, অর্দ্ধমুণ্ডিত অপবিত্র, জটিলবক্ত্র, একত্র সমবেত সমস্ত ম্লেচ্ছদিগকে বিনষ্ট করিলেন। শৈলগহ্বরনিবাসী শৈলচারিগণ

তাঁহার শরসমূহে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও ভয়ব্যাকুলিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শোণিতাভিলাষী কাক, কঙ্ক ও বৃক প্রভৃতি প্রাণিগণ আনন্দিত হইয়া ধনঞ্জয়ের নিশিত শরে নিপাতিত কুঞ্জর ও অশ্বারোহী ম্লেচ্ছগণের শোণিত পান করিতে আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! মহারথ অর্জ্জুনের নিদারুণ শর প্রভাবে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথারূঢ় অসংখ্য রাজপুত্রের কলেবর হইতে নিরন্তর রুধিরধারা বহির্গত হওয়াতে সমরাঙ্গনে শোণিত তরঙ্গ সম্পন্ন, বিনষ্ট করিকুল সমাকীর্ণ সাক্ষাৎ যুগান্তকালীন কৃতান্ত সদৃশ মহানদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। রণনিহত কুঞ্জর, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণ তাহার সংক্রম স্বরূপ, শর সমূহ প্লব স্বরূপ, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল স্বরূপ এবং ছিন্ন অঙ্গুলি সমস্ত ক্ষুদ্র মৎস্যের স্বরূপ শোভা প্রাপ্ত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, যেরূপ কি উন্নত কি অবনত সমস্ত প্রদেশই একাকার হইয়া যায়, কৌরবগণের গাত্রবিনির্গত রুধির প্রবাহে সেইরূপ সমরাঙ্গন একাকার হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে ক্রমে ক্রমে ছয় সহস্র অশ্ব ও এক সহস্র ক্ষত্রিয় বীর পুরুষকে কৃতান্ত সদনে প্রেরণ করিলেন। সুসজ্জিত কুঞ্জরগণ শরনিকরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া কুলিশাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ নলবন বিমর্দ্দন করিয়া বিচরণ করে, মহাবীর অর্জ্জুন সেইরূপ অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ বিনষ্ট করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হুতাশন যেরূপ সমীরণ সাহায্যে ভূরি ভূরি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণসমাকীর্ণ মহারণ্য দগ্ধ করে, মহাবীর ধনঞ্জয় সেইরূপ বাসুদেবের সাহায্যে

সুশাণিত শর সমূহে অসংখ্য কৌরবসৈন্য বিনষ্ট করিয়া রথ সকল শূন্য এবং মানব- দেহে ভূতল সমাচ্ছন্ন করত চাপহস্তে সমরাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে বজ্রসদৃশ শর প্রভাবে সংগ্রাম-স্থল শোণিতময় করিয়া ক্রোধভরে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অম্বষ্ঠাধিপতি মহাবীর শ্রুতায়ু তাঁহারে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন অতি সত্বরে কঙ্কপত্র পরিশোভিত নিশিত শরসমূহ দ্বারা অম্বষ্ঠাধিপতির সমস্ত অশ্ব সংহার ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অম্বষ্ঠাধিপতি ধনঞ্জয়ের কার্য্য সন্দর্শন করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহারথ বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিকট গমন করত তদ্দ্বারা রথের গতি নিবারণ ও কেশবকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় বাসুদেবকে গদাতাড়িত দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং মেঘ যেরূপ উদয়োন্মুখ আদিত্যকে সমাচ্ছন্ন করে, সেইরূপ তিনি হেম পুঙ্খ শর-দ্বারা গদাহস্ত মহাবীর অম্বষ্ঠপতিকে সমাচ্ছাদিত করিয়া অপর শরসমূহে তাঁহার গদা খণ্ড খণ্ড করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠ সেই গদা ছিন্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য মহতী গদা গ্রহণ করত বারংবার অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সময় রণ-বিশারদ ধনঞ্জয় দুই ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার গদাযুক্ত পুরন্দর ধ্বজ-সদৃশ বাহুযুগল ছেদন করিয়া অন্য এক শরে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠ পার্থশরে নিহত হইয়া পৃথিবী অনুনাদিত করত যন্ত্রমুক্ত শক্র ধ্বজের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন শত্রুনাশন অর্জ্জুন অসংখ্য রথ,

হস্তী ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়া ঘনঘটাচ্ছন্ন দিনকরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে জয়দ্রথকে সংহার করিবার নিমিত্ত দুর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্য ও ভোজসৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট এবং কাম্বোজরাজ তনয় সুদক্ষিণ ও মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতায়ু নিহত হইলে, আপনার সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সত্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক আচার্য্যের নিকট গমন করত কহিলেন হে ব্রহ্মন্! পুরুষব্যাঘ্র অর্জ্জুন এই সমস্ত সৈন্য প্রমথিত করিয়া গমন করিয়াছে। এক্ষণে দারুণ জনক্ষয়কর কালে অর্জ্জুনের সংহারার্থ বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যাবধারণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে; আপনিই আমাদিগের প্রধান আশ্রয়; অতএব ধনঞ্জয় যাহাতে জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করুন। বহ্নি যেরূপ মারুতের সাহায্যে শুষ্কতৃণ দগ্ধ করে, সেইরূপ অর্জ্জুন ক্রোধভরে আমার সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে। পূর্ব্বে জয়দ্রথরক্ষক নরপতিগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ধনঞ্জয় জীবন সত্ত্বে কখনই দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিবেন না; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারে সৈন্য ভেদ করত আপনাকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাঁহারা নিতান্ত সংশয়াবিষ্ট হইয়াছেন। হে মহাত্মন্! আমি ধনঞ্জয়কে আপনার সমক্ষে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অস্মৎপক্ষীয় বীরগণকে নিতান্ত অক্ষম এবং আপনাকে বিবেচনা ও বলশূন্য বলিয়া মনে করিয়াছি।

হে মহাভাগ! আমি আপনাকে পাণ্ডবগণের হিতসাধনে, নিরত জানিয়া ইতি কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইতেছি। আমি যথাশক্তি আপনার সহিত সদ্ব্যবহার এবং আপনাকে প্রীত করি; কিন্তু সেই সমস্ত আপনার হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা আপনার নিতান্ত ভক্ত; তথাচ আপনি আমাদিগের হিতসাধন করেন না; প্রত্যুত আমাদিগের অপকারে প্রবৃত্ত পাণ্ডবগণের নিরন্তর হিত সাধন করিয়া থাকেন। আপনি আমাদিগের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আমাদিগেরই অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি যে মধুলিপ্ত ক্ষুর সদৃশ, তাহা আমি এপর্য্যন্ত অবগত হইতে পারি নাই। পূর্ব্বে যদি আপনি ধনঞ্জয়ের নিগ্রহে অঙ্গীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমি গৃহগমনোদ্যত সিন্ধুপতি জয়দ্রথকে কখনই নিবারণ করিতাম না। আমি দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত আপনার অস্ত্রবলে পরিত্রাণ লাভার্থী হইয়া মোহবশত সিন্ধুরাজকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছি; বরং মানবগণ কৃতান্তের করাল দশনে নিপতিত হইয়া পরিত্রাণ পাইতে পারে, কিন্তু সিন্ধুরাজ ধনঞ্জয়ের বশবর্ত্তী হইলে, কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না। অতএব হে ব্রহ্মন্! জয়দ্রথ যাহাতে ধনঞ্জয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করুন। আমার এই আর্ত্তপ্রলাপে ক্রোধ করিবেন না।

দ্রোণাচার্য্য নরপতি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! তুমি আমার পুত্র অশ্বত্থামার সদৃশ, আমি তোমার বাক্যে দোষারোপ করি না। এক্ষণে আমি যাহা নিশ্চয় করিতেছি, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক তুমি তদনুসারে কার্য্য কর। কৃষ্ণ সারথি শ্রেষ্ঠ; তাঁহার অশ্বগণ মহাবেগগামী এবং ধনঞ্জয়ও অত্যল্পমাত্র পথ প্রাপ্ত হইয়া আশু গমনে সমর্থ হন। তুমি কি দেখিতেছ না যে, অর্জ্জুনের গমনকালে

তাঁহার নির্ম্মুক্ত শরসমূহ তদীয় রথের এক ক্রোশ পশ্চাতে নিপতিত হইতেছে? হে রাজন্! এ ক্ষণে আমি নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি; সুতরাং সত্বর গমনে সমর্থ নহি। বিশেষতঃ পাণ্ডবদিগের সৈন্যগণ আমাদিগের সৈন্যাভিমুখে উপস্থিত হইয়াছে। আরও আমি সমুদায় বীরগণের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরের গ্রহণার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এ ক্ষণে যুধিষ্ঠিরও ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঐ অগ্রে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমি এ সময় ব্যূহমুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিব না। তুমি এই জগতের অধিপতি ও মহাবল পরাক্রান্ত এবং জয় লাভে সুনিপুণ; অতএব যেস্থানে অর্জ্জুন অবস্থান করিতেছে, তুমি স্বয়ং সহায় সম্পন্ন হইয়া নির্ভয়-চিত্তে সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক সেই তুল্যাভিজন তুল্যকর্ম্মা একমাত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সমস্ত শস্ত্রধারি-গণের অগ্রগণ্য; পার্থ আপনাকেও অতিক্রম করিয়াছে। অতএব আমি কি প্রকারে তাহাকে নিবারণ করিব; আমি বজ্রপাণি দেবরাজকেও সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু ধনঞ্জয়কে কোন ক্রমেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইব না। যে মহাবীর অস্ত্র বলে ভোজরাজ, হার্দ্দিক্য ও আপনাকে পরাজয় এবং সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ুধ, শ্রুতায়ু, অচ্যু-তায়ু, অম্বষ্ঠপতি ও অসংখ্য ম্লেচ্ছগণকে সংহার করিয়াছে, আমি সেই দহনোন্মুখ পাবকসদৃশ, সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্রবিশারদ ধনঞ্জয়ের সহিত কিরূপে সংগ্রাম করিব? অদ্য আপনিই বা কি রূপে তাহার সহিত আমার যুদ্ধ সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করিলেন? হে আচার্য্য! আমি ভৃত্যের ন্যায় আপনার নিতান্ত অধীন; এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার যশ রক্ষা করুন।

আচার্য্য কহিলেন, হে রাজন্! অর্জ্জুন যথার্থই দুর্দ্ধর্ষ; কিন্তু তুমি যেরূপে তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহার উপায় বিধান করিতেছি। অদ্য বীরগণ এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করুন যে, মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের সমক্ষে তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হইতেছে। হে রাজন্! আমি তোমার কলেবরে এই কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি, ইহার প্রভাবে মানবাস্ত্র তোমার কলেবরে বিদ্ধ হইবে না। যদি সমস্ত সুর, অসুর, যক্ষ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস ও মানবগণ তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। কি কেশব, কি ধনঞ্জয়, কি অন্য কোন অস্ত্রধারী বীর কেহই তোমার এই কবচে শর ক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। অতএব তুমি অবিলম্বে এই কবচ ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হও; সে কখনই তোমার বাহুবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।

ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্রোণ এই কথা বলিয়া স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে সেই ভয়াবহ সমরস্থলস্থিত বীরগণের বিস্ময়োৎপাদন ও দুর্য্যোধনের জয়লাভার্থ সত্বরে উদক স্পর্শ করত যথাবিধি মন্ত্রজপ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের শরীরে এক তেজঃপ্রজ্বলিত অদ্ভুত কবচ সংযোজিত করিয়া কহিতে লাগিলেন; হে রাজন্! সমুদয় শ্রেষ্ঠতর সরীসৃপ এবং এক-চরণ বহুচরণ ও চরণহীন জীবগণের নিকট তুমি সর্ব্বদা কল্যাণ লাভ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, স্বাহা, স্বধা, শচী, লক্ষ্মী, অরুন্ধতী, অসিত দেবল, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, লোকপাল, ধাতা, বিধাতা, দিক্ সকল, দিক্‌পাল-গণ, ষড়ানন কার্ত্তিকেয়, ভগবান্ ভাস্কর, দিগ্‌গজ চতুষ্টয়, ক্ষিতি, গগন, গ্রহগণ, এবং যযাতি, নহুষ, ধুন্ধুমার ও

ভগীরথ প্রভৃতি সমুদয় রাজর্ষিরা তোমার কল্যাণ বিধান করুন। যিনি রসাতলে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা ধরা ধারণ করিতেছেন, সেই পন্নগবর অনন্ত তোমার শুভানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধে পরাভব, ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও বলবীর্য্য বিহীন হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে লোকেশ! আপনি বৃত্রনিপীড়িত দেবগণের একমাত্র গতি স্বরূপ হইয়া ইহাদিগকে এই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন; তৎকালে ভগবান্ কমলযোনি স্বীয় পার্শ্বস্থিত বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সুরগণ! তোমাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এক্ষণে আমি বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিতে অসমর্থ। বিশ্বকর্ম্মার অতি দুঃসহ তেজঃপ্রভাবে বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বিশ্বকর্ম্মা দশ লক্ষ বৎসর তপশ্চরণ করিয়া মহেশ্বরের নিকট অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সেই অসুরের সৃষ্টি করিয়াছেন। দুরাত্মা বৃত্রাসুর দেবাদিদেব মহাদেবের প্রভাবে তোমাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছে। হে দেবগণ! মন্দর পর্ব্বতে গমন করিলে, তপশ্চরণ নিদান, দক্ষযজ্ঞ বিনাশন, সর্ব্বভূতপতি, ভগনেত্র নিপাতন, ভগবান্, পিনাকপাণির সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। অতএব তোমরা সত্বরে সেইস্থানে গমন কর; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইলেই বৃত্রাসুরকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। তখন দেবগণ ব্রহ্মার অনুমতি অনুসারে তাঁহার সহিত মন্দর পর্ব্বতে আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, সেই স্থানে কোটি সূর্য্যসঙ্কাশ তেজোরাশি ভগবান্ পিনাকপাণি বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি

সুরগণকে সমাগত অবলোকন পূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! আমাদিগকে কি কার্য্য করিতে হইবে? আমার দর্শন অমোঘ; অতএব অবশ্যই তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সুরগণ মহেশ্বরের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! দুরাত্মা বৃত্রাসুর আমাদিগের তেজ ক্ষয় করিয়াছে। এই দেখুন, আমাদিগের দেহ তাহাদিগের প্রহারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা পুনরায় আপনার শরণাপন্ন হইলাম; আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। তখন মহাদেব কহিলেন, হে দেবগণ! মহাবলশালী প্রাকৃত জনের দুর্নিবার্য্য বৃত্রাসুর যে বিশ্বকর্ম্মার তেজঃ প্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তোমাদিগের অবিদিত নাই; যাহা হউক, দেবগণের সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব হে দেবরাজ! তুমি আমার কলেবরস্থিত এই ভাস্বর কবচ গ্রহণ করিয়া মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করত ধারণ কর।

বরপ্রদ মহাদেব এই বলিয়া ইন্দ্রকে বর্ম্ম ও বর্ম্মধারণ মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন সুররাজ সেই বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক বৃত্রসৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। বৃত্রাসুর তাঁহার উপর বহুবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপেই তাঁহার সন্ধিস্থল ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সুররাজ অবসর পাইয়া সেই সংগ্রামে বৃত্রাসুরকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। হে দুর্য্যোধন! সুররাজ বৃত্রাসুর নিধনানন্তর সেই শিবদত্ত বর্ম্ম ও মন্ত্র অঙ্গিরাকে প্রদান করেন। তদনন্তর অঙ্গিরা স্বীয় মন্ত্রবেত্তা পুত্র বৃহস্পতিকে এবং বৃহস্পতি ধীসম্পন্ন অগ্নিবেশ্যকে ঐ মন্ত্র সমবেত বর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা অগ্নিবেশ্য উহা আমারে

প্রদান করিয়াছেন। অদ্য তোমার দেহ রক্ষার্থ সেই বর্ম্ম মন্ত্রপূত করিয়া তদীয় কলেবরে বন্ধন করিতেছি।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে এই বলিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে কহিলেন, হে পার্থিব! পূর্ব্বে ব্রহ্মা সংগ্রাম সময়ে বিষ্ণুশরীরে এবং তারকাময় যুদ্ধে ইন্দ্রের শরীরে যেমন দিব্য কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি তোমার গাত্রে ব্রহ্মসূত্র দ্বারা কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া যথাবিধি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের শরীরে কবচ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে সেই ভীষণ সংগ্রামে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! মহাবাহু দুর্য্যোধন এই প্রকারে আচার্য্য কর্ত্তৃক বদ্ধকবচ হইয়া ত্রিগর্ত্তদেশীয় সহস্র রথ, মহাবলশালী সহস্র মত্তমাতঙ্গ, নিযুত অশ্ব এবং অন্যান্য মহারথগণের সহিত বহুবিধ বাদিত্র বাদন পূর্ব্বক বিরোচনসুত বলির ন্যায় মহাড়ম্বরে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে দুর্য্যোধন অগাধ সাগরের ন্যায় ধাবমান হইলে, কৌরবসৈন্যমধ্যে মহাশব্দ সমুত্থিত হইল।

—o—

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! মহারাজ দুর্য্যোধন ঐইরূপে সমরপ্রবিষ্ট বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, পাণ্ডবগণ সোমকদিগের সহিত ঘোরতর গভীর ধ্বনি করত দ্রুতবেগে মহাবীর আচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! তৎকালে

ভগবান্ অংশুমালী গগনমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ব্যূহের অগ্রভাগে কৌরব ও পাণ্ডবগ-ণের যেরূপ লোমহর্ষণ অদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, পূর্ব্বে আর কখন আমরা সেইরূপ সংগ্রাম দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। অসংখ্য সৈন্য সমবেত পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কৌরবগণও আচার্য্যকে অগ্রসর করিয়া নিশিত শর সমূহে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ নিদাঘকালীন মারুতাহত সমুদ্ধত মহামেঘদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক প্রাবৃট্কালীন সলিল-পূর্ণ ভাগীরথী ও যমুনার ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। পবনবেগসঞ্চালিত পয়োধর যেরূপ বারি বর্ষণ দ্বারা অগ্নিকে প্রশমিত করে, সেইরূপ সমরস্থলে অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথে পরিবৃত মহাবীর আচার্য্য শর বর্ষণ পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রাবৃট্-কালে প্রবল বায়ু যেরূপ সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সলিল-রাশিকে ক্ষুব্ধ করে, দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য সেইরূপ পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংক্ষুব্ধ করিলেন। তখন যেমন সলিলরাশি প্রবলবেগে মহাসেতু ভেদ করিতে ধাব-মান হয়, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যগণ আচার্য্যকে ভেদ করিবার নিমত্ত তাঁহার প্রতি পরম যত্নসহকারে ধাবমান হইল। যেরূপ পর্ব্বত সলিলের বেগ নিবারণ করে; মহাবীর আচার্য্যও সেইরূপ সংক্রুদ্ধ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়-গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে পাঞ্চালদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় নরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন অরাতিসৈন্য-

দিগকে ভেদ করিবার অভিলাষে পাণ্ডবগণের সাহায্যে মহাবীর আচার্য্যকে বারম্বার প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবল দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি যেরূপ শর পরিত্যাগ করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁহার প্রতি সেইরূপ শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মাহারাজ! শক্তি, প্রাস ও ঋষ্টিসম্পন্ন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ সময় রণস্থলে মহামেঘের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার তরবারি পুরেবর্ত্তী মারুতের ন্যায়, মৌর্ব্বী বিদ্যুতের ন্যায়, শরাসননিস্বন বজ্রনির্ঘোষের ন্যায়, বোধহইতে লাগিল। ঐ মহাবীর উপলখণ্ডের ন্যায় নিশিত শরসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন, অসংখ্য রথী ও অশ্ব সমস্ত কর্ত্তন করত সৈন্যগণকে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যে যে রথমার্গে গমন করিলেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও স্বীয় অস্ত্রবলে সেই সেই স্থান হইতে তাঁহারে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহামতি দ্রোণাচার্য্য এইরূপে সমরাঙ্গনে সাতিশয় যত্ন করিলেও তাঁহার সৈন্যগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইল। কতকগুলি সৈন্য ভোজরাজের নিকট গমন করিল, কতকগুলি জরাসন্ধের শরণাগত হইল এবং অবশিষ্ট আচার্য্যের নিকট অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য যতবার সৈন্যগণকে সংযোজিত করিলেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ততবারই তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কাননে রক্ষকবিহীন পশুগণ যেরূপ ক্রূর শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সেইরূপ পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণের হস্তে জীবন পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন সকলেরই মনে এইরূপ উদয় হইল যে, এই ভীষণ সংগ্রামে সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ধৃষ্ট-

দ্যুম্ন শরবিমোহিত যোধগণকে গ্রাস করিতেছে। হে রাজন্! কুনৃপের রাজ্য যেরূপ দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও তস্কর দ্বারা উৎসন্ন হয়, তদ্রূপ আপনার সৈন্যগণ পাণ্ডবগণের দারুণ শরাঘাতে নিহত হইতে লাগিল। তৎকালে দিবাকর কিরণ মিশ্রিত শস্ত্র ও বর্ম্ম সমস্ত এবং সৈন্যগণের পদসমুত্থিত ধূলিপটল দ্বারা সমরভূমিস্থ ব্যক্তিগণের চক্ষুপীড়া সমুৎপন্ন হইয়া উঠিল।

পাণ্ডবগণ এইরূপে সেই ত্রিধাভূত কৌরবসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, বীরবর আচার্য্য দ্রোণ ক্রোধকম্পিত কলেবরে শর বর্ষণ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সায়ক দ্বারা সৈন্যদিগকে বিদ্ধ ও বিনষ্ট করত সমরাঙ্গনে দেদীপ্যমান কালাগ্নির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এক এক শরে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগণকে ভেদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় আচার্য্যের শরাসনবিনির্ম্মুক্ত শর সমুহ সহ্য করিতে সমর্থ হয়, পাণ্ডবদিগের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই লক্ষিত হইল না। পাণ্ডবসৈন্যগণ আচার্য্যের সায়ক ও দিনকরকিরণে যুগপৎ সন্তাপিত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিল। হুতাশন যেরূপ শুষ্ক বন উৎসন্ন করে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সেইরূপ কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ এইরূপে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের শরনিকরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে লাগিল; কেহই প্রাণভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল না। হে রাজন্! আপনার তিন পুত্র মহাবীর বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ মহাবীর ভীমসেনকে অবরোধ করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বীর্য্যবান্ ক্ষেমধূর্ত্তি এই তিন জন আপনার তিন পুত্রের

ক্রোধপরবশ হইয়া তাহার প্রতি হেমপুঙ্খ শিলাশাণিত নতপর্ব্ব নয় শর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদিগের যুদ্ধ ভীরুগণের ভয়াবহ ও বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন হইয়া উঠিল। তাহাদিগের শরসমূহে দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। কুঞ্জর যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী কুঞ্জরের সহিত সংগ্রাম করে, সেইরূপ শিবিরাজ গোবাসন মহারাজ কাশিরাজ পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। প্রাণিগণের চিত্ত যেরূপ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পরাভব করিতে যত্নবান্ হয়, সেইরূপ মহারাজ বাহ্লিক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে পরাজয় করিতে যত্নবান্ হইলেন। ইন্দ্রিয়গণ যেরূপ কলেবরের সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করে, তাঁহারাও সেইরূপ শরবর্ষণ পূর্ব্বক মহারজ বাহ্লিকের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুঃশাসন নতপর্ব্ব নয় তীক্ষ্ণ শরে বৃষ্ণিবংশাবতংস সত্যবিক্রম সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলে, তিনি ঈষৎ মূর্চ্ছিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ চেতনা লাভ করিয়া কঙ্কপত্র পরিশোভিত দশ শরে দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে ঐ বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বাণে বিদ্ধ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক তরুদ্বয়ের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ক্রোধপরায়ণ মহাবীর অলম্বুষ মহাবল পরাক্রান্ত কুন্তিভোজের শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বহুবিধ শরে বিদ্ধ করত কৌরবসৈন্যাভিমুখে ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। সৈন্যগণ, পূর্ব্বকালীন জম্ভাসুর ও ইন্দ্রের সংগ্রামের ন্যায় মহাবীর কুন্তিভোজ ও অলম্বুষের সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া কৃতবৈর বলবান্ শকুনির প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সমরাঙ্গনে ঘোরতর জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবগণের ক্রোধানল আপনার দুর্নীতি প্রভাবে সমুৎপন্ন, কর্ণ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া এক্ষণে এই সসাগরা পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মহাবীর শকুনি মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবের শর প্রহারে রণবিমুখ হইয়া পরাক্রম প্রকাশে অসমর্থ ও কিংকর্ত্তব্যতাবধারণে বিমূঢ় হইলেন। মহারথ মাদ্রীসুতদ্বয় শকুনিকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ দেখিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি সলিলধারার ন্যায় অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সুবলতনয় সেই বীরদ্বয়ের সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে অশ্বসঞ্চালন করত দ্রোণসৈন্য মধ্যে গমন করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ মহাবেগশালী অলায়ুধ রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে রাম ও রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, মহাবল পরাক্রান্ত ঐ রাক্ষসদ্বয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির মদ্রাধিপতি শল্যকে প্রথমত পঞ্চশত শরে বিদ্ধ করিয়া পরে সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরের সহিত দেবরাজের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, মদ্ররাজের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সেইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন্! আপনার পুত্র বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ ইহাঁরা বহুসংখ্যক সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

—০ঃ০—

সপ্ত নবতিতম অধ্যায়।

—-—০—-—

হে রাজন্! এইরূপে সেই লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, পাণ্ডবগণ সেই ত্রিধাভূত কৌরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদর মহাবাহু জলসন্ধকে ও অসংখ্য সৈন্য সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃতবর্ম্মাকে এবং দিবাকর সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক আচার্য্যকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় সংগ্রামতৎপর ক্রোধপরায়ণ ধনুর্দ্ধর কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। হে রাজন্! সেই অসংখ্য জন সংক্ষয়কালে সৈন্যগণ এইরূপে নির্ভয়চিত্তে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে, বলবীর্যশালী আচার্য্য দ্রোণ মহাবল পরাক্রান্ত পাঞ্চালতনয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেরই বিস্ময় জন্মিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্যগণের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইল যেন, রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে পুণ্ডরীক বন সমুদ্ভূত হইয়াছে। তখন রণস্থলের চতুর্দ্দিকে বীরগণের বস্ত্র, আভরণ, শস্ত্র, ধ্বজ, বর্ম্ম ও আয়ুধ সমুদয় বিকীর্ণ হইল। বীরগণের রুধিরাক্ত কাঞ্চন বিনির্ম্মিত তনুত্রাণ সমুদয় চপলাসনাথ জলদজালের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই সময় অন্যান্য মহাবীরগণ তাল প্রমাণ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শর দ্বারা মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মানবগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য

বীরগণের মস্তক, অসি, চর্ম্ম, চাপ ও কবচ সমুদায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

হে রাজন্! তখন সমরস্থলে অসংখ্য বকন্ধ সমুত্থিত হইল। গৃধ্র, কঙ্ক, বল, শ্যেন, বায়স ও শৃগালগণ মাংস লোলুপ হইয়া কুঞ্জর, অশ্ব ও মানবগণের মাংস ভোজন, শোণিত পান, কেশ ছেদন, মজ্জা ভক্ষণ এবং কলেবর ও মস্তক সকল আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় রণবিশারদ, কৃতাস্ত্র, সমরদীক্ষিত যোধগণ বিজয়াভিলাষী হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষ-গণ নির্ভীকচিত্তে অসিমার্গে ভ্রমণ এবং রোষভরে ঋষ্টি, শক্তি, প্রাস, শূল, তোমর, পট্টিশ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ এবং বাহু দ্বারা পরস্পরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রথিগণ রথিদিগের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত, কুঞ্জরগণ কুঞ্জরদিগের সহিত ও পদাতিগণ পদাতিদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। মদমত্ত মাতঙ্গগণ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া পরস্পরের প্রতি আঘাত ও পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল।

হে রাজন্! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ ভীষণ সংগ্রামকালে আচার্য্যের অশ্বগণের সহিত আপনার অশ্ব সমুদয় সমবেত করিলেন। বায়ুবেগগামী পারাবতসবর্ণ ও লোহিত বর্ণ অশ্বগণ একত্র সমবেত হইয়া সৌদামিনী সম্বলিত জলদের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। তখন শত্রুনিপাতন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যকে সমীপবর্ত্তী অবলোকন করিয়া দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অভিলাষে শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং রথদণ্ড অবলম্বন করত আচা-র্য্যের রথে গমন করিয়া কখন অশ্বগণের উপরে, কখন অশ্ব-গণের পশ্চাতে ও কখন যুগমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অসিহস্তে আচার্য্যের লোহিতবর্ণ অশ্বগণের উপর ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আচার্য্য তাঁহার কিছুমাত্র রন্ধ্র অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। শ্যেন পক্ষী যেরূপ আমিষ লোলুপ হইয়া কাননে ভ্রমণ করে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেইরূপ আচার্য্যকে সংহার করিবার অভিলাষে সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে বীরবর আচার্য্য দ্রোণ শত শরে ধৃষ্টদ্যুম্নের চর্ম্ম, দশ বাণে খড়্গ, চতুঃষষ্টি শরে অশ্ব সমস্ত এবং দুই ভল্লে তাঁহার ধ্বজ, ছত্র, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে ছেদন করত শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কুলিশ সদৃশ জীবিতান্তক শর পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দশ শর নিক্ষেপ করত, সেই আচার্য্য নির্ম্মুক্ত শর ছেদন পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে সিংহমুখে নিপতিত মৃগের ন্যায় আচার্য্য হইতে রক্ষা করিলেন। সেই ভীষণ সময়ে মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া, বীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্য অবিলম্বে তাঁহার প্রতি ষড়্বিংশতি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া আচার্য্যের বক্ষঃস্থলে ষড়্বিংশতি শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন বিজয়াভিলাষী পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণ সাত্যকিরে আচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

—০ঃ০—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বৃষ্ণিপ্রবীর মহারথ সাত্যকি আচার্য্যনিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলে, শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কিরূপে সংগ্রাম করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সেই সময় মহারথ আচার্য্য রোষপরবশ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হেমপুঙ্খ শর ও নারাচ সমূহ পরিত্যাগ করত ব্যাদিতানন, বিকটিত দশন, তাম্রাক্ষ মহাভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সাত্যকির অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। তাঁহার রক্তবর্ণ অশ্ব সকল এরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন, উহারা গগনমার্গে গমন বা শৈলোপরি সমুত্থান করিতেছে। সেই সময় অরাতিনিপাতন মহাবীর সাত্যকি শক্তিখড়্গধারী অমর্ষপরায়ণ আচার্য্যকে বেগগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ এবং বহুবিধ শর ও নারাচ পরিত্যাগ করিয়া বজ্রনির্ঘোষশালী সলিলধারাবর্ষী পবনবেগচালিত বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত মহামেঘের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত সারথিকে কহিলেন, হে সূত! তুমি সত্বরে এই স্বধর্ম্মপরিবর্জিত, দুর্য্যোধনের আশ্রিত, রাজপুত্রগণের আচার্য্য, বীরাভিমানী ব্রাহ্মণের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। সারথি তৎক্ষণাৎ সাত্যকির আদেশানুসারে রজতসন্নিভ পবনবেগগামী অশ্বগণকে আচার্য্যের অভিমুখে উপনীত করিল।

হে রাজন্! অনন্তর শত্রুনিপাতন আচার্য্য দ্রোণ ও

শিনিবংশসমুদ্ভূত সাত্যকি উভয়ে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি সলিলধারার ন্যায় বহু সহস্র শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বীরদ্বয়ের শর সমূহে গগনমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে, প্রভাকরের প্রভা বিনাশ ও পবনের গতি রোধ হইল। এইরূপে উভয়ের শর বর্ষণে সংগ্রাম স্থল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, অন্যান্য বীরগণ উহা নিতান্ত অনিবার্য্য বোধ করিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে নরব্যাঘ্র দ্রোণাচার্য্য ও সাত্যকি পরস্পরের প্রতি সমভাবে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের শরধারা নিপাতের গভীর ধ্বনি সুররাজ ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নারাচবিদ্ধ বীরগণের গাত্র আশীবিষ দষ্ট সর্পের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। রণোন্মত্ত মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও সাত্যকির অনবরত জ্যা নির্ঘোষ কুলিশাহত পর্ব্বতশৃঙ্গনিস্বনের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উভয়ের রথ, সারথি ও অশ্ব সমস্ত হেমপুঙ্খ শরে বিদ্ধ হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। অকুটিল নির্ম্মল নারাচ নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত উরগের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক মদস্রাবী মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া বিজয়াভিলাষে পরস্পরের প্রতি প্রাণান্তকর শর সমূহ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! তখন সৈন্যগণের গর্জ্জন ও উৎক্রোশ এবং শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি এককালে তিরোহিত হইল। সৈন্যগণ নিস্তব্ধ ও যোধগণ সংগ্রাম বিমুখ হইয়া কৌতূহলাবিষ্ট-চিত্তে আচার্য্য ও সাত্যকির দ্বৈরথ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। যাবতীয় রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও

পদাতিগণ তাহাদের উভয়ের চতুর্দ্দিকে ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষলোচনে যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। মুক্তাবিদ্রুম পরিশোভিত মণি কাঞ্চন বিভূষিত ধ্বজ, বিচিত্র আভরণ, সুবর্ণময় কবচ, পতাকা, বিচিত্র কম্বল, নির্ম্মল সুশাণিত শস্ত্র, অশ্বগণের চামর এবং কুঞ্জরগণের কাঞ্চন ও রজত বিনির্ম্মিত কুম্ভমালা ও দশন বেষ্টনের প্রভা দ্বারা সৈন্যগণ বলাহক রাজিবিরাজিত খদ্যোত সমুদ্যোতিত সৌদামিনীসম্বলিত প্রাবৃট্কালীন জলধরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ এইরূপে মহাত্মা সাত্যকি ও দ্রোণাচার্য্যের সেই অদ্ভুত সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং সমস্ত সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ বিমানাগ্রে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ বীরদ্বয়ের বিচিত্র গমন প্রত্যাগমন ও আক্ষেপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় স্ব স্ব লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি সুশাণিত সায়ক সমূহে আচার্য্যের শর সকল ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অরিন্দম দ্রোণ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে জ্যারোপিত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি অবিলম্বে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শিনিবংশাবতংস সাত্যকি এইরূপে ষোড়শবার আচার্য্যের শরাসন ছেদন করিলে, দ্রোণাচার্য্য তাঁহার অলৌকিক কার্য্য ও পুরন্দরের ন্যায় হস্তলাঘব অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাবীর পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্য ও বীরবর ভীষ্মের যেরূপ অস্ত্রবল, মহাত্মা সাত্যকিরও সেইরূপ অস্ত্রবল লক্ষিত হইতেছে। মহাবীর দ্রোণ এইরূপে মনে মনে সাত্যকির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরম সন্তোষ

লাভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ দ্রোণাচার্য্যের হস্তলাঘব পরিজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু সাত্যকির লঘুহস্ততা বিদিত ছিলেন না। এক্ষণে তাঁহার অসাধারণ কার্য্য সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অরাতিবিমর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অস্ত্র সন্ধান করিলেন। সাত্যকিও অতি সত্বরে স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে তাঁহার অস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিশিত শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। রণকৌশলাভিজ্ঞ কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সাত্যকির যুদ্ধকৌশল ও অমানুষ কর্ম্ম সকল অবলোকন করিয়া তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য যে সকল অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর সাত্যকিও সেই সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনুর্ব্বেদবিশারদ শত্রুবিঘাতী দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে কথঞ্চিৎ সম্ভ্রান্ত হইলেন। পরে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সাত্যকির নিধন বাসনায় দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন মহাবল সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে শত্রুবিঘাতী অতি ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিতে দেখিয়া দিব্য বারুণাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই উভয় বীর এইরূপে দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন খেচর প্রাণিগণও আকাশ বিহার পরিহার করিল। ঐ মহাবীরদ্বয়ের শরাসনসমর্পিত দিব্যাস্ত্রদ্বয় পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর ব্যর্থ হইয়া গেল। হে রাজন্! ঐ সময় ভগবান্ মরীচিমালী অস্তগমনে উন্মুখ হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ, কেকয়াধিপতি এবং মৎস্য ও শাল্যদেশীয় বীরগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি

বীরগণের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সহস্র সহস্র রাজকুমার দুঃশাসনকে অগ্রসর করিয়া অরিগণ পরিবৃত দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিলেন। উভয়পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পার্থিব ধূলি ও বীরগণের শরজালে রণস্থল পরিব্যাপ্ত হইলে, সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সমরকার্য্য অনিয়মে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

একোন শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! ঐ সময় দিবাকর অস্তগিরিশিখরের অভিমুখীন হইলেন। দিবস ক্রমে অবসন্ন ও মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ মন্দীভূত হইতে লাগিল। তখন যোধগণের মধ্যে কেহ কেহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত, কেহ কেহ যুদ্ধে বিরত, কেহ কেহ পুনরায় সমাগত এবং কেহ কেহ রণস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই প্রকারে সেই দিবাবসানকালে সৈন্যগণ পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, মহাবীর বাসুদেব ও অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা বাসুদেব যে যে স্থলে রথ সঞ্চালন করিলেন, মহাবীর অর্জ্জুন সুশাণিত শরনিকর দ্বারা সৈন্যগণকে অপসারিত করত সেই সেই স্থানে রথ গমনের পথ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা পার্থের রথ যে যে স্থানে গমন করিল, কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই সেই স্থানে তদীয় শরনিকরে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বীর্য্যবান্ বাসুদেব উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মণ্ডলা-

কার গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় রথ শিক্ষার নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কালাগ্নি সন্নিভ, স্নায়ুনদ্ধ, নামাঙ্কিত, মারুতবেগগামী বৈণব ও আয়স শর সকল পতত্রিগণের সহিত অরাতিগণের শোণিতপানে প্রবৃত্ত হইল। মহাত্মা বাসুদেব এরূপ বেগে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, রথারূঢ় ধনঞ্জয়ের ক্রোশগামী শরনিকর অরাতিগণকে সংহার না করিতে করিতেই উহা এক ক্রোশ অন্তরে উপনীত হইল। হৃষীকেশ গরুড় ও বায়ুবেগ সম্পন্ন অশ্ব সঞ্চালন দ্বারা অখিল লোক বিস্ময়াবিষ্ট করত আগমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অর্জ্জুনের মনোমারুতবেগগামী রথ যেরূপ বেগে গমন করিয়াছিল, তপন, পুরন্দর, রুদ্র, বৈশ্রবণ বা অন্য কাহারও রথ সেই রূপ বেগে গমন করিতে পারে না। এইরূপে পরবীরহা কেশব রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া সত্বরে সৈন্যমধ্যে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন। অশ্বগণ যুদ্ধবিশারদ শূরগণের শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও ক্ষুৎপিপাসায় সাতিশয় কাতর হইয়াছিল, সুতরাং সমরভূমিস্থ রথ সমুহের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া অতিকষ্টে রথ আকর্ষণ পূর্ব্বক বিচিত্র মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করত নিহত মনুষ্য, নাগ,অশ্ব, ও রথ সমূহের উপরিভাগ দিয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিল।

হে রাজন্! তখন অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবীর ধনঞ্জয়কে শ্রান্তবাহন অবলোকন করিয়া সেনাগণের সহিত তাঁহার অভিমুখে গমন করত তাঁহারে চতুঃষষ্ঠি, বাসুদেবকে সপ্ততি ও তাঁহাদের অশ্বগণকে শতশরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন রোষপরবশ হইয়া তাঁহাদের প্রতি মর্ম্মভেদী নত পর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলশালী বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁ-

হাকে ও বাসুদেবকে শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন দুই ভল্ল দ্বারা শীঘ্র তাঁহাদিগের বিচিত্র শরাসনদ্বয় ও কনকোজ্জ্বল ধ্বজদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল বিন্দ ও অনুবিন্দ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করত রোষভরে অর্জ্জুনের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া পুনরায় দুই শরে তাঁহাদের উভয়ের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত শরজালে তাঁহাদিগের সারথি, পদাতি, পৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্বগণকে সংহার করত ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা বিন্দের মস্তক ছেদন করিলেন। মহাবীর বিন্দ অর্জ্জুনশরে বিগতপ্রাণ হইয়া বাতভগ্ন মহীরুহের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহারথ অনুবিন্দ জ্যেষ্ঠের নিধন দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদাহস্তে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করত মধুসূদনের ললাটে গদাঘাত করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন অনুবিন্দের গদাঘাতে কিছুমাত্র বিকম্পিত না হইয়া মৈনাক ভূধরের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় ক্রোধপরবশ হইয়া ছয় শরে অনুবিন্দের বাহুদ্বয়, পাদদ্বয়, মস্তক ও গ্রীবা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে মহাবলশালী বিন্দ ও অনুবিন্দ নিহত হইলে, তাঁহাদের অনুগামিগণ ক্রোধভরে শর বর্ষণ করত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর অর্জ্জুন সত্বরে সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিয়া গ্রীষ্মকালীন অরণ্যদহনকারী হুতাশনের ন্যায়, মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ সাতিশয় ভীত হই-

লেন; কিন্তু পরে তাঁহারে শ্রান্ত ও জয়দ্রথকে দূরবর্ত্তী বিবেচনা করিয়া প্রসন্ন চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় তাহাদিগকে রোষভরে আগমন করিতে দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমাদিগের অশ্ব সকল শরতাড়িত ও শ্রান্ত হইয়াছে; জয়দ্রথও অতি-দূরে অবস্থান করিতেছে। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞতম ও পাণ্ডবগণের লোচনস্বরূপ; অতএব এক্ষণে তোমার মতে কি করা কর্ত্তব্য। পাণ্ডবেরা তোমার বুদ্ধিকৌশলেই সং-গ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষণে আ-মার মতে অশ্বগণকে বন্ধন হইতে বিমুক্ত করত তাহাদের শল্য মোচন করা কর্ত্তব্য। মধুসূদন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা আমারও অভিপ্রেত। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! তুমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর; আমি সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছি।

মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করত অচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন বিজয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়-গণ অর্জ্জুনকে ভূতলস্থ দেখিয়া এই আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়, এইরূপ বিবেচনা করত অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে শরাসন আকর্ষণ ও বিচিত্র অস্ত্র সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া মাতঙ্গ যেমন সিংহের অভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ তাঁহার অভিমুখে গমন ও তাঁহারে অবরোধ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষত্রিয়গণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছন্ন দিন-করের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। তখন সংগ্রাম-স্থলে পরবীরহা পার্থের অদ্ভুত বাহুবল দৃষ্ট হইতে লাগিল।

তিনি স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে বিপক্ষাস্ত্র নিরাকৃত ও সমুদায় যোধগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। শর সকলের প্রগাঢ় সংঘর্ষণে আকাশমার্গে প্রজ্বলিত পাবকের আবির্ভাব হইল। অসংখ্য বীরগণ বিজয়াভিলাষী হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে বহুসংখ্যক শোণিতোক্ষিত মদস্রাবী মাতঙ্গ ও অশ্বগণ সমভিব্যাহারে একমাত্র অর্জ্জুনকে পরাভব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের রথ সকল সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। শর সকল ঐ সমুদ্রের তরঙ্গ, ধ্বজ আবর্ত্ত, হস্তী নক্র, পদাতি মৎস্য, উষ্ণীষ কমঠ এবং ছত্র ও পতাকা সকল ফেনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন বেলা স্বরূপ হইয়া সেই অক্ষোভ্য রথসাগর নিবারণ করিলেন। সেই সময় মহাত্মা মধুসূদন অশঙ্কিত চিত্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! অশ্বগণ জল পানের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে; এক্ষণে ইহাদিগের জল পান করা নিতান্ত আবশ্যক; অবগাহনের তাদৃশ প্রয়োজন নাই; কিন্তু সমরভূমিতে একটিমাত্র কূপও দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব ইহারা কোথায় জল পান করিবে? মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে এই জলাশয় রহিয়াছে বলিয়া, তৎক্ষণাৎ অশ্বগণের জলপানার্থ অস্ত্র দ্বারা পৃথিবী বিদারণ পূর্ব্বক হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক সুশোভিত, মৎস্য ও কূর্ম্ম সমাকীর্ণ, ঋষিগণনিসেবিত, নির্ম্মল সলিলশালী, বিকসিত কমলদলবিরাজিত এক সুবিস্তীর্ণ সরোবর নির্ম্মাণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই সরোবর সন্দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন। বিশ্বকর্ম্ম সদৃশ অদ্ভুতকর্ম্মা ধনঞ্জয় তথায় শরবংশ, শরস্তম্ভ ও শরাচ্ছাদনসম্পন্ন অদ্ভুত শরগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থের ঐ আশ্চর্য্য কার্য্য

দর্শনে চমৎকৃত হইয়া হাস্য করত তাঁহারে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! এইরূপে মহামতি ধনঞ্জয়ের প্রভাবে রণস্থলে সলিল সমুৎপন্ন, শরগৃহ নির্ম্মিত ও শত্রুসৈন্যগণ নিবারিত হইলে, মহাত্মা কেশব রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কঙ্কপত্র সমাযুক্ত শরে নির্ভিন্ন অশ্বগণকে মুক্ত করিলেন। যাবতীয় সিদ্ধ ও চারণগণ এবং সৈনিকপুরুষ সকল মহাবীর অর্জ্জুনের সেই অভূতপূর্ব্ব কার্য্য দর্শনে তাঁহারে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাবীরগণ কোনক্রমেই ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে পারিলেন না দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথের আক্রমণেও ভীত না হইয়া সমস্ত বীরগণকে অতিক্রম করত অদ্ভুত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতিগণ ধনঞ্জয়ের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহামতি পুরন্দরতনয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। যেরূপ সাগর নদীগণকে অনায়াসে ধারণ করে, তদ্রূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন অর্জ্জুন বীরগণের নিক্ষিপ্ত শত শত শর, গদা ও প্রাস সমস্তই অব্যগ্রচিত্তে ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরবেগ ও স্বীয় ভুজবলে রাজগণের উত্তম উত্তম শর সমুদয় বিফল হইয়া গেল। যেরূপ একমাত্র লোভ সমস্ত সদ্‌গুণকে নিবারণ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন একাকী ভূতলস্থ হইয়াও রথারূঢ় অসংখ্য নরপতিকে নিবা-

রণ করিলেন। ঐ সময় কৌরবগণও অর্জ্জুন ও বাসুদেবের অত্যদ্ভুত পরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, মহাপ্রভাব অর্জ্জুন ও বাসুদেব সমরক্ষেত্রে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে। ঐ মহাবীরদ্বয় রণক্ষেত্রে অসাধারণ তেজঃ প্রকাশ করত আমাদিগকে ভয়ে নিতান্ত অভিভূত করিয়াছেন।

হে রাজন্! তখন অশ্ববিদ্যাবিশারদ মহামতি বাসুদেব সৈন্যগণ সমক্ষে সেই অর্জ্জুননির্ম্মিত শরগৃহে অশ্বগণকে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদের শ্রমাপনোদন করিলেন এবং স্বহস্তে তাহাদিগের শল্যোদ্ধার ও গাত্র পরিমার্জ্জন করত তাহাদিগকে জল পান করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বগণের জলপান, স্নান, ভোজন ও শ্রম বিনোদন সমাধান হইলে, মহামতি বাসুদেব হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার উৎকৃষ্ট রথে সংযোজিত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ মহাবীর পার্থের রথে বিগততৃষ্ণ অশ্বগণকে সংযোজিত দেখিয়া পুনরায় বিমনায়মান হইলেন। তাঁহারা ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! কেশব ও ধনঞ্জয় গমন করিয়াছে; আমাদিগকে ধিক্। তখন এক রথারূঢ় বর্ম্মাচ্ছাদিত কলেবর শত্রুনিপাতন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ক্রীড়া করিতে করিতে যেন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিনাশ করত ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে স্বীয় বাহু বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে অন্যান্য সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে প্রবলবেগে গমন করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে কৌরবগণ! ঐ

দেখ, বাসুদেব ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে রথ সঞ্চালন পূর্ব্বক আমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া জয়দ্রথের অভিমুখে গমন করিতেছেন; অতএব তোমরা সত্বরে কেশব ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিতে যত্নবান্ হও।

হে রাজন্! তখন কোন কোন নরপতি রণস্থলে ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের অপরাধেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সমস্ত সৈন্য, ক্ষত্রিয়গণ ও সমুদয় পৃথিবী এককালেই উৎসন্ন হইল; উপায়ানভিজ্ঞ দুর্য্যোধন ইহা অবগত হইতেছেন না। কেহ কেহ কহিলেন, সিন্ধুরাজের আর কোনরূপেই নিস্তার নাই। তিনি নিশ্চয়ই কৃতান্তভবনে গমন করিবেন; তাঁহার নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য হয়, কুরুরাজ এক্ষণে তাহার অনুষ্ঠান করুন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় অক্লান্ত অশ্ব যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক জয়দ্রথের অভিমুখে অতি বেগসহকারে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য করাল কৃতান্তোপম মহাবীর অর্জ্জুনকে কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। আরাতিনিপাতন অর্জ্জুন সিন্ধুরাজের অভিমুখে গমন করিবার নিমিত্ত মৃগকুলঘাতী কেশরীর ন্যায় কৌরব সৈন্যদিগকে বিদ্রাবণ ও বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। মহামতি বাসুদেব সৈন্যসাগরমধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের অশ্ব সকল এরূপ দ্রুতবেগে গমন করিল যে, তৎকর্ত্তৃক বিনির্ম্মুক্ত শর সমূহ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর ভূপতিগণ ও অন্যান্য বীর সকল জয়দ্রথ বধোৎসুক অর্জ্জুনকে চতুর্দ্দিক্ হইতে পুনরায় আক্রমণ করিলেন। সৈন্যগণ এইরূপে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলে, রাজা দুর্য্যো-

ধন তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। সৈন্যগণ মহাবাহু অর্জ্জুনের বাতোদ্ধূতপতাকান্ত, জলধরগম্ভীরনিস্বন, কপিধ্বজ রথ অবলোকন পূর্ব্বক বিষণ্ণ হইলেন। তৎকালে পার্থিব ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া দিবাকরকে আচ্ছাদিত করিলে শূরগণ শরনিপীড়িত হইয়া কেশব ও ধনঞ্জয়কে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না।

একাধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! কৌরবপক্ষীয় নরপতিগণ কেশব ও অর্জ্জুনকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। তদনন্তর তাঁহারা সত্বসন্ধুক্ষিত হইয়া রোষভরে স্থিরচিত্তে অর্জ্জুনের সম্মুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ক্রোধে সমুত্তেজিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিলেন, তাঁহারা সমুদ্রে নিপতিত তরঙ্গিণীর ন্যায় আর প্রত্যাগমন করিলেন না। তদ্দর্শনে অসাধু ক্ষত্রিয়গণ বেদবিমুখ নাস্তিকের ন্যায় নিরয় গমনের ভয় পরিহার পূর্ব্বক সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় পুরুষোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আচার্য্যের সৈন্য সমূহ বিদারণ ও রথিগণকে অতিক্রম করত অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া রাহুবদন বিনির্গত চন্দ্রার্কের ন্যায় ও মহাজাল বিমুক্ত মকরাস্য বিনিঃসৃত মৎস্যদ্বয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং মকর যেরূপ সাগর সংক্ষোভিত করে, তদ্রূপ অস্ত্র প্রভাবে কৌরব সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিলেন।

হে রাজন্! যে সময় মহাবাহু ধনঞ্জয় ও মধুসূদন আচার্য্যের সৈন্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় আপনার পুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গ এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বাসুদেব ও ধনঞ্জয় কখনই আচার্য্য ও হার্দ্দিক্যের নিকট পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব সিন্ধুপতির আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। জয়দ্রথের রক্ষার্থে কৌরবগণের মনে এরূপ বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলে, তাঁহাদিগের সে আশা একবারেই নির্ম্মূল হইল। তাঁহারা প্রজ্বলিত অনল সদৃশ মহাপ্রতাপশালী মহাবীর মধুসূদন ও অর্জ্জুনকে দ্রোণসৈন্য এবং ভোজসৈন্য অতিক্রম করিতে দেখিয়া এককালে জয়দ্রথের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন শত্রুকুল ভয়বর্দ্ধন নির্ভীকচেতা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পর জয়দ্রথ বধ বিষয়ক পরামর্শ করত কহিলেন, কৌরব পক্ষীয় ছয় জন মহারথ জয়দ্রথের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক উহারে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু ঐ দুরাত্মা একবার আমাদের নয়নগোচর হইলে, কখনই মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে না। অধিক কি, যদি অমররাজ ইন্দ্র স্বয়ং অমরগণের সহিত সমবেত হইয়া সমরে উহাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও আজি উহার পরিত্রাণ নাই। হে রাজন্! মহাবাহু কেশব ও ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে অন্বেষণ করত এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। উহাঁদিগের ঐ সকল কথা আপনার পুত্রগণের শ্রবণগোচর হইল। তৎকালে মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মরুভূমি অতিক্রমণানন্তর জলপানে পরিতৃপ্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। বণিক্‌গণ সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজসমাকীর্ণ শৈল অতিক্রম করিয়া যেরূপ প্রসন্নচিত্ত হয়,

জরামৃত্যুবিহীন বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত বোধ হইতে লাগিল। কৌরবগণ তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ও অর্জ্জুন প্রদীপ্ত হুতাশন সদৃশ আশীবিষ তুল্য দ্রোণ, হার্দ্দিক্য ও অন্যান্য ভূপতিগণের শরজাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাসব ও অনলের ন্যায়, দ্যুতিমান্ সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। লোকে সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, ঐ বীরদ্বয় মহাবীর দ্রোণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেইরূপ আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা দ্রোণাচার্য্যের তীক্ষ্ণশরে শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া অচলদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পুষ্পিত কর্ণিকার তরুর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীরদ্বয় শক্তিরূপ আশীবিষ, নারাচরূপ মকর ও ক্ষত্রিয়রূপ উদক সম্পন্ন, দ্রোণরূপ হ্রদ এবং জ্যানির্ঘোষ রূপ বজ্র নিস্বন, গদা ও খড়্গ রূপ সৌদামিনী সম্বলিত দ্রোণাস্ত্র রূপ মেঘ হইতে মুক্ত হইয়া তিমিরনির্ম্মুক্ত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রজাল হইতে মুক্তি লাভ করিলে, সকলেরই বোধ হইল যেন, ঐ মহাবীরদ্বয় বাহুদ্বারা প্রাবৃট্কালীন উদকপূর্ণ গ্রাহগণসঙ্কুল সাগরগামী নদী সমুদায় হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। হে রাজন্! ব্যাঘ্রদ্বয় যেরূপ মৃগবধ বাসনায় দণ্ডায়মান থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় সমীপস্থ জয়দ্রথ জিঘাংসায় তাঁহাকে দর্শন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ তাঁহাদিগের মুখবর্ণ দর্শন করিয়া মনে মনে এইরূপ স্থির করিতে লাগিলেন যে, মহাবীর জয়দ্রথ নিহত হইয়াছেন।

তখন লোহিতলোচন মধুসূদন ও ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বারম্বার সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে রশ্মিহস্ত শৌরী ও ধনুষ্মান

ধনঞ্জয় ভাস্কর ও হুতাশনের ন্যায় প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। হে রাজন্! এইরূপে শক্রনিপাতন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আচার্য্যসৈন্য হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক সিন্ধুরাজকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং আমিষাভিলাষী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করত রোষভরে জয়দ্রথের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণসন্নদ্ধ কবচধারী অশ্বসংস্কারবিৎ মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ঐ বীরদ্বয়কে সিন্ধুরাজের সমীপে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে এক রথে কেশব ও অর্জ্জুনকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সময় কৌরবসৈন্যমধ্যে বহুবিধ বাদ্যধ্বনি, শঙ্খনিস্বন ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। অগ্নি সদৃশ তেজস্বী যে বীরগণ জয়দ্রথকে রক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে দুর্য্যোধনকে কেশব ও ধনঞ্জয়ের অগ্রবর্ত্তী দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। তখন মহামতি বাসুদেব অনুচর পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া ধনঞ্জয়কে তৎকালোচিত কথা কহিতে লাগিলেন।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াছে। দুর্য্যোধন অদ্ভুত পরাক্রমশালী; আমার মতে ইহার সদৃশ রথী আর কেহই নাই। ঐ মহাধনুর্দ্ধর অতিশয় অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ও রণদুর্ম্মদ। উহার অস্ত্রসমুদয় অত্যন্ত দৃঢ়। সমস্ত মহারথেরাই উহার সাতিশয় সম্মান করিয়া

থাকে। ঐ কৃতী ভূপতিতনয় চিরকাল সুখে লালিত হই-য়াছে। ঐ দুর্ম্মতি সর্ব্বদাই তোমাদিগের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে। অতএব হে অনঘ! এক্ষণে উহার সহিত সংগ্রাম করা তোমার কর্ত্তব্য। এই সংগ্রামে জয় ও পরাজয় তোমারই আয়ত্ত। হে ধনঞ্জয়! তুমি সত্বরে দুর্য্যোধনের প্রতি সেই চিরসঞ্চিত রোষবিষ পরিত্যাগ কর। যে দুর্ম্মতি পাণ্ডবগণের অনর্থের কারণ, সেই পাপাত্মা আজি তোমার সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইতে যত্নবান্ হও। দুর্য্যোধন রাজ্যাভিলাষী হইয়া কিনিমিত্ত তোমার সহিত যুদ্ধার্থ সমাগত হইল? যাহা হউক, এক্ষণে ঐ পাপিষ্ঠ ভাগ্যবশতই তোমার শর গোচর হইয়াছে, অতএব ঐ দুরাত্মা যাহাতে অবিলম্বে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সত্বর তাহার উপায়বিধান কর। ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দুর্য্যোধন অণুমাত্রও কষ্ট ভোগ করে নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার যুদ্ধ বিষয়ক পরাক্রম কিছুই পরিজ্ঞাত নহে। হে ধন-ঞ্জয়! একমাত্র দুর্য্যোধনের কথা কি বলিব, সমস্ত সুর, অসুর ও মানবগণ একত্র সমবেত হইলেও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। ভাগ্যবশত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আজি তোমার রথ সমীপে সমাগত হইয়াছে, অতএব দেবরাজ যেরূপ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি ইহাকে সংহার কর। ঐ পাপিষ্ঠ সর্ব্বদাই তোমার অনিষ্ট চেষ্টা এবং শঠতা পূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে প্রবঞ্চনা ও নিরন্তর তোমাদিগের প্রতি ভূরি ভূরি নৃশংস ব্যবহার করি-য়াছে। অতএব তুমি অবিচারিতচিত্তে ঐ পাপাত্মা নৃশংসকে বিনাশ কর। হে পার্থ! শঠতা সহকারে রাজ্যাপহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর সেই সমুদয় ক্লেশ স্মরণ পূর্ব্বক যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। দুর্ম্মতি

দুর্য্যোধন সৌভাগ্যবশত আজি তোমার কার্য্যে ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত যুদ্ধাভিলাষে তোমার বাণপাতের পথবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করিতেছে। আজি দৈববশত তোমাদিগের মনোরথ সমুদয় সফল হইল। অতএব হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র, যেরূপ জম্ভাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজি তুমি কুরুকুলের কলঙ্ক স্বরূপ ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে বিনাশ করিয়া দুরাত্মাদিগের মূলোচ্ছেদ ও শত্রুতার শেষ কর। ঐ দুর্ম্মতিকে নিধন করিলে, তাহার সৈন্য সকল অনাথ হইবে; তখন তুমি অনায়াসে তাহাদিগকে সংহার করিতে পারিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিলে, ধনঞ্জয় তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, হে কেশব! তুমি যাহা কহিলে, ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্থানে দুর্য্যোধন অবস্থান করিতেছে, তথায় সত্বর গমন কর। হে গোবিন্দ! যে পাপিষ্ঠ দীর্ঘকাল নিষ্কণ্টকে আমাদিগের রাজ্য ভোগ করিতেছে, সমরাঙ্গনে আজি কি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক সেই ক্লেশ ভোগের অযোগ্যা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইব? হে রাজন্! বাসুদেব ও ধনঞ্জয় পরস্পর এইরূপ কহিতে কহিতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে রণস্থলে শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের অভিমুখীন হইয়া সেই নিদারুণ ভীষণ সমরে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না; প্রত্যুত অগ্রসর হইয়া ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ তদ্দর্শনে তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে

লাগিলেন। তখন কৌরবসৈন্য মধ্যে ভীষণ সিংহনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল। আপনার তনয় দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। দুর্য্যোধনও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ভীষণমূর্ত্তি ভূপতিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই পরস্পরের প্রতি ক্রোধাশক্ত দুর্য্যোধন ও ধনঞ্জয়কে দর্শন করিতে লগিলেন। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন কেশব ও ধনঞ্জয়কে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সহাস্যবদনে সংগ্রামার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের আহ্বানে সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ঐ বীরদ্বয়কে আনন্দিত দেখিয়া এককালে দুর্য্যোধনের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাকে অগ্নিমুখে আহুত স্থির করিয়াএকান্ত শোকাকুল হইলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ শঙ্কাকুলিতচিত্তে রাজা নিহত হইলেন, রাজা নিহত হইলেন, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় সৈন্য গণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেনঃ—হে বীরগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি শীঘ্রই কেশব ও ধনঞ্জয়কে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিতেছি। কুরুরাজ এইরূপে সৈনিকগণকে আশ্বাসিত করিয়া রোষভরে ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি পাণ্ডুরাজের ঔরসে জাত হইয়া থাক, তাহা হইলে দিব্য পার্থিব প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, সেই সমুদায় আমারে প্রদর্শন কর। কৃষ্ণের যতদূর ক্ষমতা আছে, তিনি তাহা প্রকাশ করুন। হে পার্থ! তুমি আমার অসাক্ষাতে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, সেই সকল আমার সাক্ষাতে ব্যক্ত কর।

—০ঃ০—

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

—০ঃ০—

হে নরনাথ! রাজা দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে এই কথা বলিয়া মর্ম্মভেদী তিন শরে তাঁহারে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে ও দশ শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রতোদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের প্রতি বিচিত্রপুঙ্খ শিলাশাণিত চতুর্দ্দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুননির্ম্মুক্ত শরনিকর দুর্য্যোধনের বর্ম্মে সংলগ্ন হইবামাত্র ব্যর্থ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার চতুর্দ্দশ শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই সমুদায়ও দুর্য্যোধনের বর্ম্মে সংলগ্ন হইয়া ব্যর্থ হইল। তখন অরাতিনিসূদন কেশব পার্থনির্ম্মুক্ত অষ্টাবিংশতি শর ব্যর্থ হইল দেখিয়া, তাঁহাকে কহিতে লাগিলেম, হে ধনঞ্জয়! আজি যে অচলের গতি সদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিতেছি; কি আশ্চর্য্য! তোমার বাণ সমুদয় বিফল হইল। আজি কি পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার গাণ্ডীব, মুষ্টি ও বাহুদ্বয় বলহীন হইয়াছে। আজি কি তোমার সহিত দুর্য্যোধনের শেষ দর্শন হইবে না? হে পার্থ! আজি আমি তোমার শর সমূহ বিফল দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতেছি। তোমার শত্রুশরীরবিদারক বজ্র সদৃশ শর সমুদয় কোন কার্য্যকারকই হইল না? হয়! এ কি বিড়ম্বনা?

ধনঞ্জয় কহিলেন, হে কেশব! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের কলেবরে আমার অস্ত্রের অভেদ্য নিদারুণ কবচ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কেবল মহামতি দ্রোণই ঐ কবচ পরি-

জ্ঞাত আছেন এবং আমি তাঁহার নিকট পরিজ্ঞাত হইয়াছি; এতদ্ব্যতীত ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই উহার বৃত্তান্ত অবগত নহেন। হে বাসুদেব! মনুষ্যনির্ম্মুক্ত শরের কথা কি বলিব, পুরন্দরবজ্রেও উহা বিভিন্ন হইবার নহে। হে মাধব! তুমি ত্রিভুবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত আছ। ফলতঃ এই কবচ বিষয় তুমি যেরূপ অবগত আছ, এরূপ আর কেহই নাই, তবে কি জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া মুগ্ধ করিতেছ। হে বাসুদেব! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন দ্রোণের প্রদত্ত কবচ ধারণ পূর্ব্বক নির্ভয়চিত্তে সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু এ কবচ ধারণ পূর্ব্বক কি করা কর্ত্তব্য তাহার কিছুই বিদিত নহে; কেবল যোষিদ্‌গণের ন্যায় ইহা শরীরে ধারণ করিয়াছে। অতএব তুমি আজি আমার গাণ্ডীব ও ভুজদ্বয়ের বীর্য্য সন্দর্শন কর। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কবচ দ্বারা রক্ষিত হইলেও আজি উহারে পরাজয় করিব। আমি যে কবচ শরীরে ধারণ করিয়াছি, দেবাদিদেব মহাদেব প্রথমতঃ ইহা অঙ্গিরাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তৎপরে অঙ্গিরা সুরগুরু বৃহস্পতিকে ও বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করেন। সুররাজ উপহারের সহিত ইহা আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন। যাহা হউক, দুর্য্যোধনের কবচ যদি দেবসম্ভূত হয়, কিম্বা ব্রহ্মা স্বয়ং যদি উহা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও দুরাত্মা দুর্য্যোধন আজি উহা দ্বারা পরিরক্ষিত হইতে পারিবে না।

মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপ কহিয়া শর সকল মন্ত্রপূত করত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, অশ্বত্থামা দূর হইতে সর্ব্বাস্ত্রনাশক অস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে মাধব! আমি পুনরায় এ অস্ত্র প্রয়োগ

করিতে পারিব না। আমা কর্ত্তৃক এই অস্ত্র পুনর্ব্বার পরিত্যক্ত হইলে, ইহা আমাকে কিম্বা আমার সৈন্যদিগকে সংহার করিবে। হে নরনাথ! ধনঞ্জয়ের শর সকল এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন হইলে, মহাবীর দুর্য্যোধন আশীবিষ সদৃশ নয় শরে কেশবকে ও নয় শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের প্রতি শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে লাগিলেন। তখন অমিততেজা মহাবীর অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৃকণী লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার আপাদ মস্তক বর্ম্মরক্ষিত অবলোকন করিয়া তাঁহার শরীরে শর ক্ষেপন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে কৃতান্ত সদৃশ শর সমূহে দুর্য্যোধনের শরমুষ্টি, শরাসন, অশ্ব সমস্ত, পার্ষ্ণি ও সারথিকে ছেদন করত সুতীক্ষ্ণ শরদ্বয়ে রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া সত্বরে তাঁহার হস্ততলদ্বয় বিদ্ধ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণ অর্জ্জুনশরনিপীড়িত দুর্য্যোধনকে সাতিশয় বিপদ্গ্রস্ত অবলোকন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে সহস্র সহস্র রথ, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও ক্রোধাবিষ্ট পদাতিগণ সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে বেষ্টন করিয়া তাঁহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব এইরূপে সেই মহারথগণের অস্ত্রজালে ও জনসমূহে পরিবেষ্টিত হইলে, আর কেহই তাঁহাদের রথ ও তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। সেই সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সুশাণিত অস্ত্র দ্বারা সেই সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শত শত রথী ও কুঞ্জর বিকলাঙ্গ হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের শরতাড়িত হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ ভূমি অবরোধ করিয়া

তাঁহার প্রতি শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার রথের গতি রোধ করিল। তখন বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব পার্থকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি ধনুর্বিস্ফারণ কর; আমি শঙ্খধ্বনি করিতেছি। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্যানুসারে গাণ্ডীব ধনু বিস্ফারিত করিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অরাতিগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূলিধূসরিত পক্ষ্মপটল বাসুদেব ঘর্ম্মাক্তবদনে পাঞ্চজন্য বাদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুসূদনের শঙ্খধ্বনি ও অর্জ্জুনের শরাসন নিস্বনে কৌরবপক্ষীয় কি বলবান্ কি দুর্ব্বল সকলেই ক্ষিতিতলে নিপতিত হইল। তখন ধনঞ্জয়ের রথ সেই সেনাজাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পবনেরিত অম্বুদের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল।

সেই সময় জয়দ্রথের রক্ষক মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণ সহসা অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া অনুচরগণের সহিত মিলিত হইয়া শরশব্দ, শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করত পৃথিবী কম্পিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই রবে ধরাধর, সমুদ্র ও দ্বীপ সমবেত সমুদায় ভূতল, পাতাল এবং দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন; কিন্তু ক্ষণকালপরেই নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেরই বিস্ময় জন্মিল।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! কৌরবগণ এইরূপে কাঞ্চন পরিশোভিত, শব্দায়মান, প্রদীপ্ত পাবক সদৃশ, ব্যাঘ্রচর্ম্মসমাবৃত রথ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল সন্দীপিত এবং রুক্মপৃষ্ঠ দুর্নিরীক্ষ্য ক্রোধাবিষ্ট ভুজঙ্গ সদৃশ শব্দায়মান শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবীর ধনঞ্জয় ও কেশবের বিনাশার্থ অবিলম্বে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। কবচসন্নদ্ধ মহাবীর ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, মদ্ররাজ ও রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা এই আট জন মহারথ পবনবেগগামী অশ্ব সংযোজিত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম সমাবৃত, মেঘগম্ভীর নিস্বন, সুবর্ণ বিচিত্রিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শাণিত শরসমূহ পরিত্যাগ করত মহাবাহু ধনঞ্জয়ের দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। সৎকুলোদ্ভব বায়ুবেগগামী বিচিত্র অশ্বগণ সেই মহাবীরগণকে বহন পূর্ব্বক দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইল। কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ শৈল, নদী ও সাগর সম্ভূত সৎকুলোদ্ভব বেগগামী অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া আপনার পুত্রকে রক্ষা করিবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি অতি বেগসহকারে গমন পূর্ব্বক শঙ্খ ধ্বনি করত সসাগরা পৃথিবী ও স্বর্গ পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সর্ব্ব দেবশ্রেষ্ঠ মহামতি কেশব পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাঁদিগের সেই শঙ্খ নিনাদে সমস্ত শব্দ তিরোহিত এবং পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

হে নরনাথ! ভীরুজনের ত্রাসজনক ও বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন

সেই নিদারুণ শঙ্খধ্বনি কালে ভেরী, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর ও আনক প্রভৃতি বাদিত্র সমুদয় বাদিত হইলে, দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষী মহাধনর্দ্ধর নানাদেশীয় ভূপতিগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ গমন পূর্ব্বক কেশব ও ধনঞ্জয়ের শঙ্খধ্বনি সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রোধভরে স্ব স্ব শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের নির্ঘাতনিস্বন সদৃশ সেই শঙ্খ নিনাদে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় রথী ও কুঞ্জরগণ সেই ভীষণ নিস্বনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন ও সেই আট জন মহারথ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার মানসে ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কেশবের প্রতি ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ করত ধনঞ্জয়ের প্রতি তিন এবং তাঁহার ধ্বজ ও অশ্বগণের প্রতি পাঁচ ভল্ল পরিত্যাগ করিলেন। মহাবহু অর্জ্জুন বাসুদেবকে শরার্দ্দিত দেখিয়া ক্রোধকষায়িত লোচনে অশ্বত্থামাকে ছয় শত, কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া শল্যের মুষ্টিস্থিত শরের সহিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শল্য সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মহাবাহু ভূরিশ্রবা হেমপুঙ্খ শিলাশিত তিন শরে, কর্ণ দ্বাত্রিংশৎ শরে, বৃষসেন সাত শরে, জয়দ্রথ ত্রিসপ্তি শরে, কৃপ দশ শরে এবং মদ্ররাজ পুনর্ব্বার দশ শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা প্রথমতঃ অর্জ্জুনের প্রতি ষষ্টি শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে পাঁচ ও কৃষ্ণকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কেশবসারথি ধনঞ্জয় ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সমুদায় বীরগণকে শরসমূহে তাড়না করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ণকে দ্বাদশ,

বৃষসেনকে তিন, সৌমদত্তিকে তিন, শল্যকে দশ, গৌতমকে পঞ্চবিংশতি ও সৈন্ধবকে শত শরে বিদ্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ শল্যের মুষ্টিস্থিত শরের সহিত শরাসন ছেদন করিলেন। তৎপরে প্রথমতঃ অশ্বত্থামাকে অনলশিখাকার আট শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি সপ্ততি শর পরিত্যাগ করিলে, মহাবীর ভূরিশ্রবা সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া বাসুদেবের হস্তস্থিত অশ্বরশ্মি ছেদন করত ধনঞ্জয়ের প্রতি ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধে অধীর হইয়া, প্রচণ্ড বায়ু যে রূপ জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে সেইরূপ সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও অস্মৎপক্ষীয় সেই বহুবিধাকার অসামান্য শোভা সম্পন্ন ধ্বজ সমূহের বিষয় বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! বীরগণের রথস্থিত বহুবিধ ধ্বজ সমূহের নাম এবং আকার ও বর্ণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রণস্থলে মহারথগণের রথোপরি কাঞ্চনাভরণ ভূষিত, সুবর্ণমাল্যপরিশোভিত সুবর্ণময় নানা প্রকার ধ্বজ সমূহ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ও সুমেরু শৈলের সুবর্ণ শৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত ধ্বজের উপরিস্থিত বিবিধ রাগরঞ্জিত শক্রায়ুধাকার বিচিত্র পতাকা সমূহ পবনবেগে বিকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নর্ত্তকীগণ রঙ্গমধ্যে নৃত্য করিতেছে।

গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত পতাকা পরিমণ্ডিত, সিংহলাঙ্গুলধারী, বিকটানন ভীষণাকার কপিবর সমরাঙ্গনে কৌরব সৈন্যদিগের ভয়োৎপাদন করিতে লাগিল। মহাবীর অশ্বত্থামার ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ, বায়ুবিকম্পিত, বালার্কসন্নিভ, অত্যুচ্ছ্রিত, হিরণ্ময় ধ্বজের অগ্রভাগ কৌরবগণের হর্ষবর্দ্ধন করিল। মহারথ কর্ণের মাল্য ও পতাকা সমলঙ্কৃত কাঞ্চনময় করিকক্ষাধ্বজ পবনকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা গগনমার্গ ভেদ করত নৃত্য করিতেছে। পাণ্ডবগণের আচার্য্য তপঃপরায়ণ গোতমতনয়ের রথে বৃষধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। ত্রিপুরবিজয়ী দেবাদিদেব মহাদেব বৃষদ্বারা যেরূপ সুশোভিত হন, গোতমতনয় মহামতি কৃপাচার্য্য ঐ রথস্থিত বৃষধ্বজ দ্বারা সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হইলেন। মহামতি বৃষসেনের ধ্বজে মণিরত্নাদি দ্বারা বিভূষিত ময়ূর সেনাগ্রভাগ সুশোভিত করিয়া বিরাজিত হইতে লাগিল। সেই ময়ূর সহসা দৃষ্টিগোচর হইলে, বোধ হয় যেন, কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। মহাত্মা বৃষসেন ঐ ময়ূর দ্বারা সংগ্রামক্ষেত্রে ষড়াননের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। মদ্ররাজ শল্যের ধ্বজাগ্রভাগে সর্ব্ববীজপ্রসবিনী শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় অনলশিখাকার হিরণ্ময় লাঙ্গল শোভা পাইতে লাগিল। সিন্ধুপতি জয়দ্রথের ধ্বজের উপরিভাগে বালার্ক সদৃশ সুবর্ণাভরণ মণ্ডিত বরাহ লক্ষিত হইল। পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধকালে মার্ত্তণ্ড যেরূপ সুশোভিত হইয়াছিলেন, মহারথ জয়দ্রথ ঐ বরাহ দ্বারা সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। যজ্ঞপরায়ণ ধীমান্ সোমদত্তির সুবর্ণময় যূপধ্বজ মখশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞের উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐরাবত যেরূপ সুররাজের সৈন্যগণকে সুশোভিত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাবীর শলরাজের ধ্বজস্থিত বিচিত্র

হিরণ্ময় ময়ূর সমূহে পরিশোভিত মাতঙ্গ ধ্বজ কৌরবসৈন্যগণকে সুশোভিত করিল। হে রাজন্! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন রথস্থিত সুবর্ণ পরিমণ্ডিত শব্দায়মান কিঙ্কিণীশতশোভিত মণিময় নাগধ্বজ দ্বারা সাতিশয় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! কৌরবপক্ষীয় এই মহাধ্বজ যুগান্তকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় আপনার বাহিনীমণ্ডল উদ্দীপিত করিতে লাগিল। তন্মধ্যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের একমাত্র কপিধ্বজ শোভা ধারণ করিল। অনলদ্বারা হিমাচল যেরূপ দীপ্যমান হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় ধ্বজস্থ কপিদ্বারা সেইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর অরাতিনিপাতন মহাবীরগণ ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবার মানসে বিচিত্রাকার বৃহৎ শরাসন সকল গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় অদ্ভুতকর্ম্মা মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় শত্রুবিঘাতন গাণ্ডীব শরাসন গ্রহণ করিয়া শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শর সমূহ দ্বারা আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা নিবন্ধন নানাদিগ্‌দেশ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক গজাশ্বরথ সম্পন্ন প্রভূত নরপতিগণ করাল কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনপ্রমুখ মহাবীরগণ ও মহাবাহু ধনঞ্জয় পরস্পর গর্জ্জন পূর্ব্বক অরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! তৎকালে কেশবসারথি মহারথ অর্জ্জুন ঐ সমস্ত মহাবীরদিগকে পরাভব ও জয়দ্রথকে বিনাশ করিবার বাসনায় একাকী তাঁহাদিগের সহিত সমরে সমবেত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু বিকম্পন ও শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে অদৃশ্য করিলেন। তাহারাও চতুর্দ্দিক হইতে শর বর্ষণ করত শত্রুনিসূদন ধনঞ্জয়কে অদৃশ্য

করিয়া ফেলিলেন। পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় এইরূপে শত্রুগণের শর সমূহে অদৃশ্য হইলে, সৈন্যমধ্যে মহান্ কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল।

ষড়ধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবাহু অর্জ্জুন জয়দ্রথ সমীপে উপনীত হইলে, আচার্য্যসমাক্রান্ত পাঞ্চালগণ কৌরবগণের সহিত কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ঐ আপরাহ্নিক ঘোরতর যুদ্ধকালে পাঞ্চালগণ আচার্য্যকে সংহার ও কৌরবগণ তাঁহাকে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণের নিধন বাসনায় গর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুরের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে পাঞ্চাল ও কৌরবগণের সেইরূপ অদ্ভুত সংগ্রাম হইতে লাগিল। পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত সমবেত হইয়া আচার্য্য দ্রোণের রথ সমীপে আপনাদিগের রথ সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যদিগকে ভেদ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের প্রতি অসংখ্য মহাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দ্রোণের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৈকয়দেশীয় মহাবীর বৃহৎক্ষেত্র বজ্রসদৃশ সুশাণিত শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় যশস্বী ক্ষেমধূর্ত্তি সুশাণিত শর সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃহৎক্ষেত্রের অভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু সাতিশয়

রোষপরবশ হইয়া শম্বরাসুরের প্রতি ধাবমান দেবরাজের ন্যায় ক্ষেমধূর্ত্তির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবাহু বীরধন্বা তাঁহাকে বিবৃতানন কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি গমন করিলেন।

তখন মহাবীর্য্যশালী দ্রোণাচার্য্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার তনয় বলবান্ বিকর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত রণবিশারদ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। অরাতিনিসূদন দুর্ম্মুখ শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক সমাগত সহদেবকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবাহু ব্যাঘ্রদত্ত নিশিত শরনিকরে নরব্যাঘ্র সাত্যকিরে বারম্বার বিকম্পিত করিলেন। মহাবীর সৌমদত্তি সায়কবর্ষী নরব্যাঘ্র দ্রৌপদীর পুত্রগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ঋষ্যশৃঙ্গতনয় ক্রোধপরায়ণ বৃকোদরকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে রাম রাবণের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, ঐ বীরদ্বয়ের সেইরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নতপর্ব্ব নবতি শরে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের মর্ম্মস্থান সকল বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্যও রোষপরবশ হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে তদীয় দেহ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে লক্ষ্য করত বিংশতি শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শর দ্বারা দ্রোণনির্ম্মুক্ত শর সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে ধনুর্দ্ধরপ্রধান দ্রোণাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বরে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক অসংখ্য শরে তাঁহার সর্ব্ব শরীর সমাচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠির আচার্য্যশরে সমাচ্ছাদিত হইয়া দৃষ্টিপথের বহির্ভূত

হইলে, সমরভূমিস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে নিহত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বিবেচনা করিলযে, ধর্ম্মরাজ দ্রোণের শর প্রহারে সংগ্রামবিমুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন দ্রোণশরে বিপন্ন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আচার্য্যনির্ম্মুক্ত শর সমুদয় ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আচার্য্যের শর সমূহ ছেদন পূর্ব্বক ক্রোধকম্পিত কলেবরে হেমদণ্ডমণ্ডিত অষ্টঘণ্টাপরিশোভিত গিরিবিদারণে সমর্থ ভীষণ শক্তি পরিত্যাগ করত হৃষ্টচিত্তে গম্ভীর ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ ও ভীষণ শক্তি সন্দর্শন করিয়া সমস্ত প্রাণীই শঙ্কাকুলিতচিত্তে দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক, বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ঐ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত উরগসদৃশ ভীষণ শক্তি যুধিষ্ঠিরের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া গগনমণ্ডল ও দিগ্বিদিক্ প্রজ্বলিত করত দ্রোণাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইল। অস্ত্রবিদ্‌শ্রেষ্ঠ আচার্য্য সহসা ঐ শক্তি সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহার নিবারণার্থ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র যুধিষ্ঠিরনিক্ষিপ্ত ভীষণ শক্তিকে ভস্মীভূত করিয়া তাঁহার রথাভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নতপর্ব্ব নয় শরে বিদ্ধ করত সুশাণিত ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবাহু আচার্য্য দ্রোণ সত্বরে ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা যুধিষ্ঠিরের প্রতি মহতী গদা নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ঐ আচার্য্যনির্ম্মুক্ত মহতী গদা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহার নিবারণের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ স্বীয় গদা গ্রহণ করত নিক্ষেপ

করিলেন। তৎকালে ঐ বীরদ্বয়নির্ম্মুক্ত ভয়ঙ্কর দগাদ্বয় পরস্পর সংঘর্ষিত হইয়া অনলোৎপাদন পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া চারি শরে তাঁহার অশ্ব সমস্ত, এক ভল্লে শরাসন ও অন্য এক শরে শক্রধ্বজ সদৃশ কেতু ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। যুধিষ্ঠির অবিলম্বে হতাশ্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধহস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাবাহু দ্রোণ তাঁহাকে রথ ও শস্ত্র বিহীন দেখিয়া শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং ভয়ঙ্কর কেশরী যেরূপ মৃগের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে আচার্য্য কর্ত্তৃক অভিদ্রুত হইলে, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ ধর্ম্মরাজ আচার্য্য কর্ত্তৃক হৃত হইলেন বলিয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। সেই সময় কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সহদেবের রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করত পলায়ন করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! মহারথ ক্ষেমধূর্ত্তি রণস্থলে সমাগত কেকয় দেশীয় অতুলবিক্রম বৃহৎক্ষেত্রের বক্ষঃস্থলে অসংখ্য শর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভূপতি বৃহৎক্ষেত্রও আচার্য্যের সৈন্য ভেদ করিবার মানসে ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহাকে নতপর্ব্ব নবতি শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষেমধূর্ত্তি সাতি-

শয় রোষপরবশ হইয়া সুশাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা মহাত্মা বৃহৎ-ক্ষেত্রের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক আনতপর্ব্ব শর সমূহে তাঁহার সর্ব্ব শরীর বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় মহাবীর বৃহৎক্ষেত্র সহাস্যবদনে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবাহু ক্ষেমধূর্ত্তির অশ্ব, সারথি ও রথ ছেদন করত নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রজ্বলিত কুণ্ডলপরিশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। ক্ষেমধূর্ত্তির কুঞ্চিত কেশ বিরাজিত কিরীটপরিশোভিত ছিন্ন মস্তক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইয়া আকাশচ্যুত জ্যোতিঃ-পদার্থের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর বৃহৎ-ক্ষেত্র এইরূপে ক্ষেমধূর্ত্তিকে বিনষ্ট করিয়া প্রফুল্লচিত্তে পাণ্ডবগণের সাহায্য করিবার নিমিত্ত সত্বরে কৌরব সৈন্যাভি-মুখে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ধৃষ্টকেতু আচার্য্যকে আক্রমণ করিবার মানসে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত বীরধন্বা তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরাক্রম-শালী সেই মহাবীরদ্বয় বহু সহস্র শর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ-করত নিবিড় অরণ্যচারী মদোন্মত্ত যূথপতি মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ও শৈলকুহরস্থিত শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর নিধন বাসনায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ চারণগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাঁহাদিগের ঐ অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহাবীর বীরধন্বা ক্রোধভরে অম্লান বদনে ভল্লাস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টকেতুর শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক হেমদণ্ডমণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ করত বীরধন্বার রথ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বীরধন্বা সেই বীর-ঘাতিনী শক্তির আঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া ধরাতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহাবীর

বীরধন্বা এইরূপে বিনষ্ট হইলে, পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ আপনার সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবাহু দুর্ম্মুখ সহদেবের প্রতি ষষ্টি শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে তর্জ্জন করত বীরনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাদ্রীতনয় তাঁহার তর্জ্জনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া নিশিত শরসমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দুর্ম্মুখকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে নয় শরে তাঁহাকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ ভল্লে তাঁহার কেতু, চারি শরে অশ্বচতুষ্টয় শাণিত ভল্লে সারথির মস্তক ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করত পুনর্ব্বার পাঁচ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্ম্মখ সেই অশ্ববিহীন স্বীয় রথ পরিত্যাগ করিয়া বিমর্ষচিত্তে নিরমিত্রের রথে সমারূঢ় হইলেন। অরাতিনিসূদন সহদেব নিরমিত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে বিনষ্ট করিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজতনয় নিরমিত্র সহদেবের নিদারুণ শরাঘাতে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সাতিশয় ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে নরনাথ! দশরথতনয় রামচন্দ্র নিশাচর খরের জীবন সংহার করিয়া যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সহদেবও ত্রিগর্ত্তরাজতনয় নিরমিত্রের জীবন সংহার করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সৈন্যগণ রাজপুত্রকে বিনষ্ট দেখিয়া অনবরত আর্ত্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল।

হে নরনাথ! মহাবাহু নকুল আপনার তনয় পৃথুলোচন বিকর্ণকে মুহূর্ত্তমধ্যে পরাজয় করিয়া লোক সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিলেন। তখন মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত নতপর্ব্ব শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক সৈন্যমধ্যগত অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির

সহিত সাত্যকিকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকিও হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শর দ্বারা ব্যাঘ্রদত্তের সমস্ত শর নিবারণ এবং তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিলেন। এইরূপে মগধরাজতনয় নিহত হইলে, মগধদেশীয় বীরগণ ক্রোধভরে সাত্যকির অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বহুসংখ্যক শর, তোমর, ভিন্দিপাল, প্রাস, মুষল, ও মুদ্গর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। রণবিশারদ সাত্যকি হাস্য করত অনায়াসে সেই সমস্ত বীরগণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট মাগধগণ প্রাণভয়ে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে আপনার সৈন্যগণও সমরে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! মধুবংশাবতংস সাত্যকি এইরূপে আপনার সৈন্যগণকে সংহার করিয়া শরাসন বিকম্পন পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে আর কেহই সাহস করিল না। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য রোষপরবশ হইয়া নয়নদ্বয় বিঘূর্ণন পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

হে নরনাথ! যশস্বী সোমদত্ততনয় মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদীর পুত্রগণের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সাত সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদীর পুত্রগণ সৌমদত্তির শর সমূহে সাতিশয় নিপীড়িত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া যুদ্ধে

ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। অনন্তর নকুলতনয় শতানীক নরব্যাঘ্র সোমদত্ততনয়কে দুই শরে বিদ্ধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সতানীকের অন্য চারি ভ্রাতা অকুটিল তিন তিন শরে সৌমদত্তিকে প্রহার করিলেন। মহাবীর সৌমদত্তিও তাঁহাদিগের পাঁচ জনের বক্ষঃস্থলে পাঁচ শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই পঞ্চ ভ্রাতা সৌমদত্তির শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন-নন্দন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরচতুষ্টয়ে সৌমদত্তির অশ্ব সকলকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। ভীমতনয় তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরতনয় তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নকুলতনয় তাঁহার সারথিকে রথ হইতে ভূতলশায়ী করিলেন। ঐ সময় সহদেবতনয় সৌমদত্তিকে স্বীয় ভ্রাতৃগণের শরে বিমুখীকৃত অবগত হইয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তরুণা-দিত্যপ্রভ সুবর্ণাভরণভূষিত সৌমদত্তির মস্তক ধরাতলে নিপতিত হইয়া সমরাঙ্গন আলোকময় করিল। সেই সময় আপনার সৈন্যগণ সৌমদত্তিকে বিনষ্ট দেখিয়া শঙ্কিত-চিত্তে নানা স্থানে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! যেরূপ রাবণতনয় ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ বীরদ্বয়ের সেই ভয়াবহ যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন ও আহ্লাদিত হইল। সেই সময় মহা-বীর ভীমসেন সহাস্যমুখে নয় শরে ক্রোধপরায়ণ রাক্ষস-রাজ অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গতনয় অলম্বুষ

শরবিদ্ধ হইয়া গভীর ধ্বনি করত ভীমসেন ও তাঁহার অনুগামি-গণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ তাঁহাকে নতপর্ব্ব পাঁচ বাণে বিদ্ধ ও তাঁহার ত্রিংশৎ রথ বিনষ্ট করিল; পরে পুনরায় তাঁহার চারি শত রথ বিনাশ করত তীক্ষ্ণ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। মহাবীর ভীমসেন রাক্ষসের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইলেন, এবং ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া ক্রোধকম্পিত কলে-বরে ভীষণ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শরে অলম্বুষকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। নীলাঞ্জন সদৃশ নিশাচর ভীমের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে প্রফুল্ল কিংশু-কের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। হে নরনাথ! তৎকালে অলম্বুষের ভ্রাতৃবধবৃত্তান্ত স্মৃতি পথে সমারূঢ় হইল। তখন রক্ষাসরাজ ভীষণ রূপ পরিগ্রহ করিয়া বৃকোদরকে কহিল, রে নরাধম! আজি সমরস্থলে আমার পরাক্রম দর্শন কর্, তুই পূর্ব্বে আমার ভ্রাতা মহাবীর বক রাক্ষসের জীবন সংহার করিয়া ভাগ্যবশতঃ পরিত্রাণ পাইয়াছিস্। আমি সেই সময় তথায় উপস্থিত থাকিলে, নিশ্চয়ই তোরে কৃতান্ত-ভবনে প্রেরণ করিতাম। মহাবীর অলম্বুষ বৃকোদরকে এই কথা বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন রাক্ষসকে অদৃশ্য জানিয়া নতপর্ব্ব শর সমূহে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। নিশাচর ভীমশরে বিদ্ধ হইয়া সত্বরে রথারোহণ পূর্ব্বক কখন ধরাতলে ও কখন গগনমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল এবং কখন সূক্ষ্ম, কখন বৃহৎ ও কখন স্থূল আকার ধারণ করত জলধরের ন্যায় গর্জ্জন ও বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া আকাশ হইতে চারি দিকে নানাপ্রকার শর বর্ষণ করিতে লাগিল। নিশাচরবিসৃষ্ট শক্তি, কুণপ, প্রাস, শূল, পট্টিশ,

তোমর, শতঘ্নী, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশু, শিলা, খড়্গ, গুড়, ঋষ্টি, বজ্র প্রভৃতি শস্ত্র সমস্ত রণস্থলে জলধারার ন্যায় নিপতিত হইয়া পাণ্ডুতনয়ের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। তখন অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও পদাতি নিহত হইয়া গেল। রথিগণ রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাবীর অলম্বুষ এই রূপে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া রণস্থলে রাক্ষসগণ সমাকুল শোণিতনদী প্রবাহিত করিল। রথ সমুদয় উহার আবর্ত্ত, কুঞ্জর সমুদয় গ্রাহ, ছত্র সমুদয় হংস ও বাহু সমুদয় ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ঐ নদীর ভীষণ প্রবাহে ভাসমান হইল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পাণ্ডবগণ নিশাচরের নির্ভয়চিত্তে বিচরণ ও অদ্ভুত পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া লোমহর্ষণ তুমুল বাদিত্র নিস্বন করিতে লাগিল। ভুজঙ্গ যেরূপ করতালি ধ্বনি সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, ভীমসেন সেইরূপ কৌরবগণের বাদিত্র নিস্বন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে রোষকষায়িত লোচনে ত্বাষ্ট্র অস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হওয়াতে কৌরবসৈন্যগণ সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। সেই সময় ভীমসেনের নির্ম্মুক্ত ঐ ত্বাষ্ট্র অস্ত্র রণস্থলে রাক্ষসের মহামায়া বিনষ্ট করিয়া তাহারে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। নিশাচর শরনিপীড়িত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষার্থ আচার্য্যসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল।

হে রাজন্! এই প্রকারে রাক্ষস ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, পাণ্ডবগণ আহ্লাদিত চিত্তে সিংহনাদ করিয়া দশ দিক্

পরি পূর্ণ করিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাভব হইলে, সুরগণ পুরন্দরকে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভীমসেনকে সেইরূপ অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

—০—

নবাধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! মহাবীর অলম্বুষ এই রূপে বৃকোদরের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া রণস্থলে নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ দ্রুতবেগে গমন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শরে তাহারে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অলম্বুষও সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া ঘটোৎকচকে তাড়িত করিতে লাগিল। ঐ রাক্ষসদ্বয় এইরূপে পরস্পর মিলিত হইয়া বহুবিধ মায়া ধারণ পূর্ব্বক সুরেন্দ্র ও শম্বরের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত. হইল। পূর্ব্বে রাম ও রাবণের যেমন তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ ভীষণ রাক্ষসদ্বয়ের সেইরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ঘটোৎকচ বিংশতি নারাচাস্ত্রে অলম্বুষের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া বারংবার সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। অলম্বুষও রণদুর্ম্মদ হিড়িম্বাতনয়কে মুহুর্ম্মুহু শর বিদ্ধ করিয়া বীরনাদে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। সেই মায়াযুদ্ধবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসদ্বয় রোষপরবশ হইয়া শত শত মায়া বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে বিমোহিত করিয়া মায়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঘটোৎকচ যে যে মায়া প্রকাশ করিল, অলম্বুষ স্বীয় মায়াপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত মায়া বিনষ্ট করিতে লাগিল। সেই সকল

ভীম প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মায়াযুদ্ধবিশারদ অলম্বুষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অসংখ্য রথ দ্বারা তাহারে অবরোধ করত তাহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিশাচর বীরগণের শরাঘাতে উল্কাহত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অস্ত্রমায়া প্রভাবে বিপক্ষনির্ম্মুক্ত অস্ত্র সমস্ত নিবারণ করত দগ্ধ কানন হইতে বিনির্গত দন্তীর ন্যায় চতুর্দ্দিকস্থ রথ সমূহের মধ্য হইতে বিনির্গত হইল এবং পুরন্দরের বজ্র সদৃশ শব্দায়মান ভীষণ শরাসন বিস্ফারণ করত ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি, যুধিষ্ঠিরকে তিন, সহদেবকে সাত, নকুলকে ত্রিসপ্ততি, প্রত্যেক দ্রৌপদেয়কে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ভীমসেন নয়, সহদেব পাঁচ, যুধিষ্ঠির সাত, নকুল চতুঃষষ্টি, দ্রৌপদেয়গণ প্রত্যেকে তিন তিন শরে সেই রাক্ষসকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবলশালী হিড়িম্বাতনয়ও তাহারে প্রথমতঃ পঞ্চাশত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ততি শরে নিপীড়িত করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। তাহার ভীষণ নিনাদে পর্ব্বত, বন ও জলাশয়াদি সম্বলিতা এই বসুন্ধরা এককালে বিকম্পিত হইল।

হে রাজন্! নিশাচর অলম্বুষ এইরূপে রথিগণের নিশিত শর সমূহে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া পাঁচ পাঁচ শরে তাঁহাদের সকলকে বিদ্ধ করিল। সেই সময় রাক্ষস ঘটোৎকচ রোষপরায়ণ হইয়া পুনর্ব্বার সাত শরে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিল। মহাবল রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষও শর নিপীড়িত হইয়া সত্বরে ঘটোৎকচের প্রতি রুক্মপুঙ্খ শিলাশিত সায়ক সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহাবল ক্রোধাবিষ্ট পন্নগগণ যেরূপ শৈলশৃঙ্গে প্রবেশ করে, নতপর্ব্ব শর সকল

সেইরূপ ঘটোৎকচের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তখন পাণ্ডব-গণ ঘটোৎকচ সমভিব্যাহরে চতুর্দ্দিক্ হইতে অলম্বুষের প্রতি নিশিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মানবের ন্যায় হীনবীর্য্য ও কর্ত্তব্যাবধারণে অক্ষম হইল। সমরবিশারদ মহাবলশালী ভীমতনয় অলম্বুষকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া তাহাকে সংহার করিবার মানসে স্বীয় রথ হইতে তাঁহার ভিন্নাঞ্জনরাশি সন্নিভ দগ্ধ শৈলশৃঙ্গ সদৃশ রথে গমন করত গরুড় যেরূপ পন্নগকে উত্তোলন করে, সেইরূপ অলম্বুষকে উত্তোলন পূর্ব্বক ধরাতলে বারম্বার নিক্ষেপ করিয়া প্রস্তর নিক্ষিপ্ত পূর্ণ কুম্ভের ন্যায় তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। সৈন্যগণ তাহার এই অদ্ভুত পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। এইরূপে অতি ভীষণ রাক্ষস অলম্বুষ ঘটোৎকচের দারুণ প্রহারে বিস্ফুটিত কলেবর ও চূর্ণিতাস্থি হইয়া কৃতান্তভবনে গমন করিল। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া পতাকা বিধূনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কুরুপক্ষীয় সৈন্য ও শূরগণ মহাবল রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় রণস্থলে নিপতিত দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত লোক সকল কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই রণস্থলে নিপতিত রাক্ষসকে যদৃচ্ছাক্রমে ধরাতলে নিপতিত মঙ্গল গ্রহের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ এইরূপে অমিততেজা অলম্বুষকে পক্ক অলম্বুষ ফলের ন্যায় ধরাতলে নিপাতিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলনিসূদন বাসবের ন্যায় ভীষণ নিনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার পিতা ও পিতৃব্যেরা বন্ধু বান্ধব-

গণ সমভিব্যাহারে তাহাকে সেই দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া ভূয়োভূয় সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে শঙ্খধ্বনি ও নানাবিধ শরনিস্বন সমুত্থিত হইল। কৌরবগণ সেই শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষের ঘোরতর নিনাদে ত্রিভুবন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যুদ্ধবিশারদ সাত্যকি ভরদ্বাজতনয় দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে কি প্রকারে নিবারণ করিলেন। তুমি তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন কর; উহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় কৌতুক জন্মিয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত আচার্য্য দ্রোণের যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য সত্যবিক্রম সাত্যকিকে সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি মহারথ ভরদ্বাজতনয় দ্রোণকে সহসা তথায় আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও সত্বরে হেমপুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সেই শত্রুনিপাতন শর সকল সাত্যকির সুদৃঢ় বর্ম্ম ভেদ করত নিশ্বসন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন

দীর্ঘবাহু সাত্যকি অঙ্কুশাহত কুঞ্জরের ন্যায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিসন্নিভ পঞ্চাশত নারাচাস্ত্র দ্বারা আচার্য্য দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। ভরদ্বাজতনয় দ্রোণ সাত্যকির শর প্রহারে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ বহু শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণকে তাঁহার উপর নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে দেখিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় ও নিরতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। মহারাজ! তখন আপনার পুত্র ও সৈন্যগণ সাত্যকিকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ঐ ভীষণ সিংহনাদ শ্রবণ ও সাত্যকিকে সাতিশয় নিপীড়িত অবলোকন করিয়া সৈন্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে যোধগণ! রাহু যেমন সূর্য্যদেবকে পীড়ন করে, মহাবীর দ্রোণ সেইরূপ বৃষ্ণিপ্রবর সাত্যকিকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছেন; অতএব তিনি যে স্থানে দ্রোণের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তোমরা অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেনাগণকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি এখনও কি নিমিত্ত নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছ? শীঘ্র দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। আচার্য্য দ্রোণ হইতে আমাদিগের বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি কি তাহা অবগত হইতে পার নাই? বালক যেরূপ সূত্রসংযত বিহঙ্গম লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেইরূপ সাত্যকি সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তুমি ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণের সহিত শীঘ্র সাত্যকির রথাভিমুখে দ্রুতবেগে গমন কর। আমি সৈন্য লইয়া তোমার অনুগমন করিব। হে পাঞ্চালরাজতনয়! আজি তুমি কৃতান্তের দশনান্তর্গত সাত্যকিকে পরিত্রাণ কর।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সাত্যকির রক্ষার্থ বীরগণ সমভিব্যাহারে আচার্য্যের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এইরূপে একমাত্র আচার্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সমরাঙ্গনে মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া আচার্য্যের প্রতি কঙ্ক-পত্র ও ময়ূরপুচ্ছ পরিশোভিত সুতীক্ষ্ণ শর সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকে যেরূপ অভ্যাগত অতিথিগণকে বারি ও আসন প্রদান পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করে, দ্রোণাচার্য্য হাস্যমুখে সেইরূপ ঐ বীরগণকে প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের প্রতি অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহারা মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ড সদৃশ সেই দ্রোণাচার্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইলেন। দিনকর যেরূপ প্রখর করজালে সকলকেই সন্তাপিত করেন, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেইরূপ শর সমূহে বীরগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মার্ত্তণ্ডের করনিকর সদৃশ দ্রোণাচার্য্যের শরনিকর পাণ্ডবসৈন্যগণকে সন্তাপিত করিয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। পাঞ্চালদেশীয় ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রিয় সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি মহারথ আচার্য্যের শরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও পাঞ্চালসৈন্যদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান বীরকে সংহার পূর্ব্বক কৈকেয়দেশীয় এক শত বীরকে নিধন করত অন্যান্য সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া বিস্তৃতাস্য কৃতা-ন্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও কৈকয়দেশীয় বহুসংখ্যক বীর পুরুষগণ তদীয় শর-নিকরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর ও পরাজিত হইয়া অরণ্যমধ্যে অনল পরিবৃত বনবাসীদিগের ন্যায় আর্ত্তস্বরে চীৎকার

করিতে আরম্ভ করিল। তখন সমরদর্শী অমর, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ স্বীয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতেছেন। মহারাজ! মহাপ্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য অরাতিবধে সমুদ্যত হইলে, কেহই তাঁহার সমীপে গমন কিম্বা তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। দ্রোণের সহিত পাণ্ডবদিগের এইরূপ বীরবিনাশন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, পাঞ্চজন্য শঙ্খের গভীর ধ্বনি সহসা ধর্ম্মরাজের শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ শঙ্খ মহাত্মা মধুসূদনের বদনমারুতে প্রপূরিত হইয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন জয়দ্রথ রক্ষক বীরপুরুষগণ সমর ক্রিয়া সম্পাদন ও কৌরবগণ পার্থের রথ সমীপে সিংহ নাদ করিতেছিলেন; সুতরাং সব্যসাচীর গাণ্ডীবনিস্বন একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের শঙ্খ ধ্বনি ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক বিষণ্ণ হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যখন বাসুদেব শঙ্খ ধ্বনি ও কৌরবগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতেছে, তখন অর্জ্জুনের কোন অমঙ্গল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মরাজ ব্যাকুলিতচিত্তে এইরূপ চিন্তা করত বারংবার মোহে অভিভূত হইয়াও তৎকালে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত বাষ্প গদগদবচনে সাত্যকিকে কহিলেন, হে শৈনেয়! পূর্ব্বে সাধুগণ সংগ্রামকালে সুহৃদ্গণের কর্ত্তব্য বিষয়ে যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত হইয়াছে। হে মহাত্মন্! আমি সম্যক্ অনুসন্ধান করত সমস্ত যোধগণের মধ্যে তোমার সদৃশ প্রিয় সুহৃৎ আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। হে শিনিপুঙ্গব! যে ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত ও অনুগত হয়, আমার মতে তাহাকেই সংগ্রামে নিযুক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি

বাসুদেবের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত এবং তাঁহারই ন্যায় সর্ব্বদা আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক; অতএব আমি তোমাকে যে ভার অর্পণ করিতেছি, তুমি তাহাই বহন কর; আমার বাসনা বিফল করিওনা। মহাবীর ধনঞ্জয় তোমার ভ্রাতা, বয়স্য ও গুরু; অতএব তুমি বিপদ্ সময়ে তাঁহার সাহায্য কর। তুমি সত্যব্রত, বলবীর্য্য সম্পন্ন ও মিত্রগণের প্রিয়দর্শন এবং স্বীয় কার্য্য প্রভাবে জনসমাজে সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে শিনিবংশাবতংস। যে ব্যক্তি সুহৃদের নিমিত্ত সংগ্রাম করত জীবন পরিত্যাগ করেন এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে সমুদয় পৃথিবী দান করেন, তাঁহারা উভয়েই সমান ফল ভোগ করিয়া থাকেন। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অসংখ্য ভূপাল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সমস্ত পৃথিবী প্রদান পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সমরে মিত্রের সাহায্য করিয়া পৃথিবী দান সদৃশ অথবা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ কর। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি। হে শিনিপুঙ্গব! কেবল মহারথ কেশব ও তুমি এই দুই জনে সুহৃদ্গণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়া থাক। আর দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষই সংগ্রামে যশোলাভার্থী বীরপুরুষের সাহায্য করিয়া থাকেন, প্রাকৃত ব্যক্তি কখনই তদ্বিষয়ে সমর্থ হয় না। অতএব এই বিপদ্ কালে তোমা ভিন্ন অন্য কাহারেই ধনঞ্জয়ের রক্ষক দেখিতেছিনা।

হে বীর! অর্জ্জুন আমার হর্ষ বর্দ্ধন পূর্ব্বক পুনঃপুন তোমার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন। একদা তিনি দ্বৈতবনে সজ্জনসমাজে তোমার অসাক্ষাতে তোমার প্রকৃত গুণ বর্ণন করত আমারে কহিয়াছিলেন যে, মহারাজ! সাত্যকি

মহাবল, চিত্রযোধী, প্রাজ্ঞ, সর্ব্বাস্ত্রকুশল ও মহাবীর; তিনি কদাচ যুদ্ধে বিমোহিত হন না। ঐ বিশালবক্ষা বৃষস্কন্ধ মহাবলশালী মহারথ আমার শিষ্য ও সখা; আমি তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং তিনিও আমার সাতিশয় প্রিয়তম। তিনি আমার সহায় হইয়া কৌরবগণকে বিমর্দ্দিত করিবেন। যদি মহাবীর কৃষ্ণ, রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, গদ, সারণ ও সাম্ব এবং সমুদয় বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ যুদ্ধস্থলে আমার সাহায্য করেন, তথাপি আমি নরপুঙ্গব সত্যবিক্রম সাত্যকিকে সহায্যার্থ নিয়োগ করিব। তাঁহার সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই নাই। হে সাত্যকি! অর্জ্জুন এইরূপ তোমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব তুমি সেই ধনঞ্জয়ের, বৃকোদরের ও আমার এই মনোরথ নিষ্ফল করিও না। আমি তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে দ্বারকায় উপনীত হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি দর্শন করিয়াছি। বিশেষতঃ আমাদের এই বিপদ্ সময়ে তুমি যেরূপ সখ্যভাব প্রদর্শন করিতেছ, আমি আর কাহাতেও সেইরূপ দর্শন করি না। তুমি সৎকুলোদ্ভব, একান্ত ভক্ত, সত্যবাদী ও মহাবীর্য্য সম্পন্ন; অতএব এক্ষণে স্বীয় প্রিয়সখা বিশেষতঃ আচার্য্য অর্জ্জুনের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আপনার অনুরূপ কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। দুর্য্যোধন আচার্য্যদত্ত কবচ ধারণ পূর্ব্বক পার্থসমীপে গমন করিয়াছে এবং কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণ পূর্ব্বেই তথায় উপনীত হইয়াছেন। ঐ দেখ, পার্থরথের অভিমুখে মহান্ কোলাহল হইতেছে; অতএব শীঘ্র তথায় গমন করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। যদি মহাবল দ্রোণাচার্য্য তোমাকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে, আমরা মহাবীর বৃকোদর ও অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে নিবারণ করিব।

হে সাত্যকি! ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় সৈন্যসকল পর্ব্ব-

কালীন মারুতবেগে বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহান্ কোলাহল করত পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, মনুষ্য, অশ্ব ও রথ সকল ধাবমান হওয়াতে রজোরাশি সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত সিন্ধুসৌবীরগণ তোমর ও প্রাস ধারণ পূর্ব্বক পরবীরঘাতী ধনঞ্জয়কে বেষ্টন করিয়াছে। উহাদিগকে নিবারণ না করিলে, কদাচ জয়দ্রথকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। উহারা জয়দ্রথের পরিত্রাণের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিবে। ঐ দেখ, শর, শক্তি, ধ্বজ সম্পন্ন, নাগাশ্ব সমাকুল, নিতান্ত দুরধিগম্য কৌরবসৈন্য সমরক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছে। দুন্দুভি নির্ঘোষ, গভীর শঙ্খ ধ্বনি, সিংহনাদ, রথনেমির ঘর ঘর রব, করিবৃংহিত ও সহস্র সহস্র পদাতিগণের পদশব্দ শ্রুত হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তিপক সকল মহীতল বিকম্পিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। পুরোভাগে সৈন্ধবসৈন্য ও পশ্চাদ্ভাগে দ্রোণ অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহারা বহুত্ব বশতঃ অমররাজ ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে পারে।

অমিততেজা ধনঞ্জয় ঐ অসীম সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার জীবন নাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ধনঞ্জয় সমরে নিহত হইলে, আমি কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব। হে সাত্যকি! তুমি জীবিত থাকিতেও আমারে এরূপ কষ্ট অনুভব করিতে হইল! প্রিয়দর্শন ধনঞ্জয় সূর্য্যোদয় সময়ে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; এক্ষণে দিবাও প্রায় অতিবাহিত হইল। মহাবাহু ধনঞ্জয় এখন জীবিত আছেন, কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কৌরবসৈন্য সাগরসদৃশ ও দেবগণেরও দুরধিগম্য; ধনঞ্জয় একাকী তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার অমঙ্গল আশংকায় আমার কোন রূপেই যুদ্ধবিষয়ে বুদ্ধি প্রস্ফুরিত হই-

তেছে না। ঐ দেখ, মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইয়া তোমার সাক্ষাতে আমার সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতেছেন। হে সাত্যকি! তুমি দুর্ব্বোধ কার্য্যের অবধারণে বিলক্ষণ সমর্থ; অতএব এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। কিন্তু আমার সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে পরিত্রাণ করাই কর্ত্তব্য। আমি জগৎপতি কৃষ্ণের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র শোক করি না। আমি তোমার নিকট যথার্থ কহিতেছি যে, এই দুর্ব্বল কৌরবসৈন্যের কথা দূরে থাকুক, এই ত্রিলোক একত্রে সমবেত হইলেও তিনি তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় রণস্থলে অসংখ্য যোধনির্ম্মুক্ত শর সমূহে নিপীড়িত হইয়া পাছে জীবন পরিত্যাগ করেন, কেবল এই চিন্তায় আমি নিতান্ত মুগ্ধ হইতেছি। অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে ধনঞ্জয়ের অনুগামী হও। ভবাদৃশ বীরগণের অর্জ্জুনের অনুগামী হওয়াই কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন্! তুমি ও প্রদ্যুম্ন তোমরা বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি অস্ত্রবলে নারায়ণ ও বাহুবলে মহাত্মা বলদেবের সদৃশ এবং পরাক্রম প্রকাশে মহাবীর অর্জ্জুনের তুল্য। সাধুগণ সাত্যকির অসাধ্য কিছুই নাই, মহাবীর সাত্যকি সমরবিশারদ, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও মহাপ্রতাপশালী, এই বলিয়া তোমার প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব তুমি আমার বাক্যানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। জনগণের, অর্জ্জুনের ও আমার অভিলাষ নিষ্ফল করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে প্রিয়তর প্রাণ রক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া বীরের ন্যায় সমরে বিচরণ কর। হে শিনিতনয়! যাদবগণ কদাচ সমরে প্রাণ রক্ষণে যত্নবান্ হন না। সমরক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক যুদ্ধ না করা, অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করা ও সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা

যাদবগণের অভ্যস্ত নহে। ঐ সকল ভীরুস্বভাব অসৎলোকেরই কার্য্য। ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন তোমার গুরু এবং বাসুদেব তোমার ও অর্জ্জুনের গুরু; আমি এই নিমিত্তই পার্থ-সমীপে গমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমার গুরুর গুরু; অতএব আমার বাক্যে অশ্রদ্ধা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে শৈনেয়! আমি তোমাকে যাহা কহিলাম, ইহা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অনুমোদিত; অতএব এ বিষয়ে আর তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। এক্ষণে তুমি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া ন্যায়ানুসারে সমুচিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! শিনিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতিপ্রদ, তৎকালোচিত, ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি মহাবীর ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত যে সমস্ত নীতিগর্ব্ভ যশস্কর বাক্য বলিলেন, সেই সমস্তই শ্রবণ করিলাম। এই সময়ে পার্থের ন্যায় আমারে অনুরোধ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি অর্জ্জুনের রক্ষার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত; বিশেষতঃ আপনি যখন অনুরোধ করিতেছেন, তখন সংগ্রামস্থলে যে কোন কার্য্য হউক না কেন, সকলই আমার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুমতিক্রমে দেবতা, অসুর ও মনুষ্যপরিপূর্ণ এই ত্রিলোকের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি; অতএব আজি হীনবল দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমি নিশ্চয়ই সমরস্থলে ইহাদিগকে পরাজিত

করিব। হে মহারাজ! আমি নির্ব্বিঘ্নে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিব এবং দুর্ম্মতি জয়দ্রথ নিহত হইলে, পুনর্ব্বার আপনার নিকট সমুপস্থিত হইব। কিন্তু বাসুদেব ও অর্জ্জুন যাহা বলিয়াছেন, তাহা আপনারে জ্ঞাপিত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাবীর অর্জ্জুন সৈন্যগণ ও বাসুদেবের সাক্ষাতে বারম্বার আমারে কহিয়াছেন, হে শিনিতনয়! আমি যাবৎ জয়দ্রথকে সংহার না করিতেছি, তাবৎ তুমি অপ্রমত্তচিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। আমি তোমার বা প্রদ্যুম্নের হস্তে ধর্ম্মরাজকে সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথের প্রতি গমন করিতে পারি। তুমি কৌরবপক্ষীয়দিগের প্রধান দ্রোণাচার্য্যকে সমকৃরূপে বিদিত ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়াছ। তিনি ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিরতিশয় যত্নপরায়ণ হইয়াছেন এবং তাহা সম্পাদন করিতেও অসমর্থ নহেন। অতএব এক্ষণে আমি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া জয়দ্রথ বিনাশের নিমিত্ত প্রস্থান করিতেছি; তাহাকে সংহার করিয়া সত্বরেই প্রতিনিবৃত্ত হইব। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধর্ম্মরাজকে যাহাতে গ্রহণ করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হইবে; ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিলে, আমি জয়দ্রথবধে অকৃতকার্য্য ও অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। সত্যব্রত যুধিষ্ঠির সংগ্রামে গৃহীত হইলে, নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনরায় অরণ্যবাসী হইতে হইবে; সুতরাং আমাদিগের জয় লাভও কোন ফলদায়ক হইবে না। অতএব, হে সাত্যকি! আজি তুমি আমার প্রিয়কার্য্য সাধন, জয়লাভ ও যশোলাভার্থ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর।

ধর্ম্মরাজ! মহাবাহু অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের আশঙ্কায় আপনারে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে

মহাবীর প্রদ্যুম্ন ব্যতীত আর কাহারেও সেই দ্রোণাচার্য্যের প্রতিযোদ্ধা দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ আমারেও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ করিয়া থাকেন; অতএব আমি এই আত্মোৎকর্ষ ও আচার্য্য ধনঞ্জয়ের আদেশ ব্যর্থ করিতে কোন রূপেই সমর্থ হইতে পারি না। এবং আপনারেই বা কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব। দুর্ভেদ্য কবচধারী দ্রোণাচার্য্য হস্তলাঘব বশতঃ সংগ্রামস্থলে আপনারে প্রাপ্ত হইয়া শিশু যেরূপ পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ আপনার সহিত ক্রীড়া করিবেন। বাসুদেবনন্দন প্রদ্যুম্ন যদি এই স্থানে অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে আপনারে তাঁহার হস্তে নিক্ষেপ করিতাম। তিনি মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যায় আপনাকে রক্ষা করিতেন। আমি ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিলে, মহাবীর আচার্য্যের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে, আপনার এরূপ রক্ষক আর কেহই নাই। অতএব আত্মরক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন্! মহাবাহু ধনঞ্জয় ভার গ্রহণ করিয়া কখনই অবসন্ন হন নাই; অতএব আজি আপনি তাঁহার নিমিত্ত কিছুমাত্র শঙ্কা করিবেন না। সৌবীরক, সৈন্ধব, পৌরব, উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য যোধগণ এবং কর্ণ-প্রমুখ বীরগণ মহাবীর ধনঞ্জয়ের ষোড়শাংশেরও উপযুক্ত নহেন। সুর, অসুর, মানব, রাক্ষস, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল সমরাঙ্গনে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ নহেন। অতএব আপনি তাঁহার জন্য আর শঙ্কা করিবেন না। যে স্থলে মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ও বাসুদেব অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় কোন কার্য্যবিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। আপনি আচার্য্য ধনঞ্জয়ের দৈববল, কৃতাস্ত্রতা, অভ্যাস, অমর্ষ, কৃতজ্ঞতা ও দয়ার বিষয় বিবেচনা করুন এবং আমি ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করিলে, দ্রোণ যেরূপ

অস্ত্রবল প্রদর্শন করিবেন, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন। মহাবীর দ্রোণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফলার্থ আপনাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত যত্নবান্ হইয়াছেন। অতএব আত্মরক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য; হে রাজন্! এক্ষণে আমি যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করিব, এরূপ রক্ষক আপনার আর কে আছে? আমি সত্যই বলিতেছি, আপনাকে কাহারও হস্তে সমর্পন না করিয়া কখনই অর্জ্জুনের নিকট গমন করিব না। অতএব আপনি ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বোধ করেন, তাহা আমাকে অনুমতি করুন।

ধর্ম্মরাজ সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে শৈনেয়! তুমি যাহা বলিলে, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ধনঞ্জয়ের অনিষ্টাশঙ্কা নিরন্তর আমার মনে সমুদিত হইতেছে। অতএব আমি স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইব। তুমি আমার অনুমতিক্রমে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন কর। আমি আত্মরক্ষণ ও অর্জ্জুনরক্ষার্থ তোমারে প্রেরণ এই দুইটি বিষয়ের তারতম্য বিবেচনা পূর্ব্বক অর্জ্জুন নিকটে তোমারে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছি। অতএব তুমি সত্বরে অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিতে প্রস্তুত হও। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম, দ্রুপদ, তাঁহার সহোদর, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, কেকয় দেশীয় পঞ্চভ্রাতা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, বিরাট, মহাবল পরাক্রান্ত শিখণ্ডী, ধৃষ্টকেতু, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য মহীপালগণ সাবধান পূর্ব্বক আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন; সুতরাং আচার্য্য দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা আমারে আক্রমণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। যেরূপ বেলাভূমি মহাসমুদ্রকে নিবারণ করিয়া থাকে, সেই-

রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন বলবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিবেন। তিনি যে স্থানে অবস্থান করিবেন, দ্রোণাচার্য্য সেই স্থানে মহাবল সৈন্যগণকে কখনই আক্রমণ করিতে পারিবেন না। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে সংহার করিবার নিমিত্তই অগ্নি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। হে শৈনেয়! এক্ষণে তুমি কবচ, শর, শরাসন ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বস্তচিত্তে গমন কর। আমার নিমিত্ত তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই ক্রোধাবিষ্ট দ্রোণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! রণদুর্ম্মদ শিনিবংশাবতংস সাত্যকি ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণ করত মনে মনে এইরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, আমি ধর্ম্মরাজকে পরিত্যাগ করিলে, ধনঞ্জয়ের নিকট অপরাধী হইব এবং লোকেও আমাকে পার্থ সমীপে গমন করিতে দেখিয়া ভীত বলিয়া অপবাদ প্রদান করিবে। তিনি বারম্বার এইরূপ চিন্তা করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! যদি আপনি আত্মরক্ষণে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন, তবে আপনার কল্যাণ হউক, আমি আপনার বাক্যানুসারে মহাবাহু ধনঞ্জয়ের অনুসরণ করি। মহাবীর ধনঞ্জয় অপেক্ষা এই ত্রিভুবনে আমার প্রিয়তর আর কেহই নাই। অতএব আমি যথার্থ কহিতেছি, আপনার আজ্ঞানুসারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিব। আপনার হিতসাধনের নিমিত্ত

আমার সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করা কর্ত্তব্য; গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালনের ন্যায় আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আপনার ভ্রাতা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যেরূপ আপানার প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর, আমিও সেইরূপ তাঁহাদের প্রিয়ানুষ্ঠানে যত্নবান্; অতএব হে প্রভো! আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মহাবীর পার্থের নিমিত্ত ক্রোধাবিষ্ট মৎসের সাগর সলিল ভেদের ন্যায় এই দুর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্য ভেদ করিয়া যে স্থানে দুর্ম্মতি জয়দ্রথ পার্থভয়ে ভীত হইয়া অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণ এবং অসংখ্য সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছেন, সেই স্থানে গমন করিব। মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথ সংহারার্থ যেস্থানে অবস্থান করিতেছেন, বোধ হয়, এস্থান হইতে সেই স্থান তিন যোজন অন্তরে হইবে; কিন্তু আমি দৃঢ়ান্তঃকরণে কহিতেছি যে, পার্থ তিন যোজন অন্তরে অবস্থান করিলেও আমি তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক সিন্ধুরাজ বধ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। হে রাজন্! গুরুজনের আজ্ঞা ভিন্ন কোন্ বীর পুরুষ সংগ্রামে গমন করিয়া থাকেন? আর তাঁহাদিগের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে, মাদৃশ কোন্ ব্যক্তিই বা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয়?

মহারাজ! আমাকে যে স্থানে গমন করিতে হইবে, আমি সেই স্থান বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। অদ্য আমি অসংখ্য হল, শক্তি, গদা, প্রাস, বর্ম্ম, খড়্গ, ঋষ্টি, তোমর ও শরসমাকুল এই অগাধ সৈন্যসাগর বিক্ষোভিত করিব। যে সকল রণশৌণ্ড বহুতর ম্লেচ্ছাধিষ্ঠিত অঞ্জনকুলোদ্ভব সলিলবর্ষী মেঘ সদৃশ মাতঙ্গগণ সাদিগণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে, তাহারা আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিবে না। তাহাদিগকে সংহার না করিলে, আমাদিগের জয়লাভ

হইবে না। আর যে সকল হেমমণ্ডিত রথারূঢ় মহাবীর রাজ-পুত্রগণকে দর্শন করিতেছেন, ইহাঁরা সকলেই ধনুর্ব্বেদবিশারদ এবং রথযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, নাগযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ নিপুণ; এই সমস্ত কৃতবিদ্য বীরগণ কর্ণ ও দুঃশাসনের নিতান্ত অনুগত। ইহাঁরা সর্ব্বদাই সমরে জয়-লাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন। মহামতি বাসুদেবও ইহাঁদিগকে মহারথ বলিয়া প্রশংসা করেন। ঐ শ্রমক্লমহীন বীরপুরুষেরা প্রতিনিয়ত কর্ণের হিতসাধনার্থ তদীয় বাক্যানু-সারে ধনঞ্জয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দুর্ভেদ্য কবচ ধারণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের আদেশক্রমে আমাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অবস্থিতি করিতেছেন। হে কুরুকুলচূড়ামণি! অদ্য আমি আপনার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত এই বীরগণকে সমরে বিমর্দ্দিত করিয়া অর্জ্জুনের পদবীতে পদার্পণ করিব। যে সকল কিরাতগণসমারূঢ় দিব্য ভূষণভূষিত বর্ম্মসমাচ্ছন্ন সপ্ত শত হস্তী অবলোকন করিতেছেন, পূর্ব্বে কিরাতরাজ স্বীয় জীবন রক্ষার্থ মহাবীর ধনঞ্জয়কে ঐ সমস্ত প্রদান করেন। পূর্ব্বে ইহারা আপনার কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল; কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি! এক্ষণে ইহারা আপনার বিপক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের মহামাত্র ম্লেচ্ছ কিরাতগণ সকলেই গজযুদ্ধ ও সমর বিশারদ। উহারা পূর্ব্বে ধনঞ্জয়ের নিকট পরা-জিত হইয়াছিল; কিন্তু অদ্য দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের বশীভূত হইয়া আপনার প্রতিকূলে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অবস্থিতি করিতেছে। অদ্য আমি সমরদুর্ম্মদ ঐ কিরাত-গণকে সায়ক সমূহে নিপাতিত করিয়া সিন্ধুরাজবধার্থী পার্থের অনুগামী হইব।

মহারাজ! যে সকল সুবর্ণময় বর্ম্মবিভূষিত অঞ্জন কুল-সঞ্জাত সুশিক্ষিত কর্কশগাত্র ঐরাবততুল্য মত্ত মাতঙ্গ সকল

অবলোকন করিতেছেন, এই সমস্ত গজে অতি কর্কশ স্বভাব লৌহ বর্ম্মধারী দস্যুগণ আরোহণ করত উত্তরগিরি হইতে সমাগত হইয়াছে। ঐ দস্যুদলে গোযোনি, বানরযোনি ও মানুষযোনি প্রভৃতি বহুযোনিসম্ভূত লোক অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সমস্ত হিমদুর্গনিবাসী পাপাচারপরায়ণ ম্লেচ্ছগণ একত্র থাকাতে সমস্ত সৈন্য ধূম্রবর্ণ বোধ হইতেছে। মহারাজ! কালপ্রেরিত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন এই সমস্ত রাজগণ এবং কৃপ, সৌমদত্তি, মহারথ দ্রোণ, সিন্ধুপতি জয়দ্রথ ও কর্ণকে সহায় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ ও পাণ্ডবগণকে অবমাননা করিতেছে; কিন্তু যদি ঐ সমস্ত বীর মনের ন্যায় বেগগামী হয়, তাহা হইলেও অদ্য আমার নারাচমুখ হইতে পলায়ন করিতে পারিবেন না। পরবলোপজীবী দুর্য্যোধন নিরন্তর তাঁহাদিগকে সম্মান করেন; কিন্তু অদ্য তাঁহারা আমার শরসমূহে নিপীড়িত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিবেন। আর যে সকল হেমধ্বজ মহারথিগণকে দর্শন করিতেছেন, ইহাঁরা সকলেই কাম্বোজদেশীয় মহারথ, কৃতবিদ্য, ধনুর্ব্বেদবিশারদ; এক্ষণে ইহাঁদিগকে নিবারণ করা সহজ নহে। আপনি ইহাঁদিগের বলবিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। ইহাঁরা পরস্পরের হিত সাধনের নিমিত্ত সকলে সমবেত হইয়াছেন। এই সকল মহাবীর এবং কৌরবগণ রক্ষিত দুর্য্যোধনের বহু অক্ষৌহিণী সেনা ক্রুদ্ধ ও অপ্রমত্তচিত্তে আমার নিবারণের নিমিত্ত অবস্থিতি করিতেছেন; কিন্তু আমি হুতাশনের তৃণরাশি দহনের ন্যায় ইহাঁদিগকে বিমর্দ্দিত করিব; অতএব রথসজ্জাকারিগণ অচিরাৎ শরপূর্ণ তূণীর ও অন্যান্য উপকরণ সকল আমার রথের যথাস্থানে সংস্থাপিত করুক। এই সময়ে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আচার্য্য রথসজ্জা বিষয়ে যে প্রকার উপ-

দেশ প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা পঞ্চগুণে রথ সজ্জিত করা কর্ত্তব্য। কারণ, অত্যুগ্র আশীবিষ সদৃশ কম্বোজগণ, নানাস্ত্রধারী বিষকল্প কিরাতগণ, সতত দুর্য্যোধনপ্রতিপালিত ও তাঁহার হিতৈষী। পুরন্দর সম পরাক্রম শকগণ এবং প্রজ্বলিত হুতাশন তুল্য, দুর্জ্জয়, কালপ্রতিম, রণদুর্ম্মদ, অন্যান্য নানাবিধ যোদ্ধৃবর্গের সহিত আজি যুদ্ধস্থলে সম্মিলিত হইতে হইবে। এক্ষণে রথপরিচারকগণ সুলক্ষণসম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ অশ্বগণকে জল পান ও ভ্রমণ করাইয়া পুনর্ব্বার আমার রথে সংযোজিত করুক।

হে রাজন্! মহাবীর সাত্যকির এইরূপ বাক্যাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তূণীর, বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ সকল তাঁহার রথের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবার নিমিত্ত পরিচারকগণকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন তাহারা তাঁহার রথযোজিত অশ্বচতুষ্টয়কে মুক্ত করিয়া মত্তকর মদ্যপান এবং স্নান, ভোজন, ও ভ্রমণ করাইয়া তাহাদের শল্যোদ্ধার করিলেন। ঐ সময় সাত্যকির প্রিয়সখা সারথি দারুকানুজ সেই হৃষ্টচিত্ত সুবর্ণসন্নিভ, হেমমাল্য বিভূষিত, দ্রুতগামী অশ্বগণকে মণি, মুক্তা, প্রবাল বিভূষিত, পাণ্ডুরবর্ণ পতাকায় সুশোভিত, উন্নত ছত্রদণ্ড সমাযুক্ত, সিংহধ্বজ সম্পন্ন, স্বর্ণাভরণ মণ্ডিত রথে যোজিত করিয়া সাত্যকিকে নিবেদন করিল, হে মহাত্মন্! রথ সজ্জীভূত হইয়াছে; তখন শ্রীমান্ সাত্যকি স্নান করত পবিত্র হইয়া সহস্র স্নাতককে স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। বিপ্রগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর যুযুধান কিরাতদেশোদ্ভব মদ্যপানে মত্ত ও অরুণনেত্র হইয়া দর্পণ স্পর্শ পূর্ব্বক শরের সহিত শরাশন গ্রহণ করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় দ্বিগুণতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। বিপ্রগণ তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগি-

লেন। লাজ, গন্ধ ও মাল্য প্রভৃতি নানাবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন রথিপ্রধান সাত্যকি কবচ ধারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বন্দনা করত রথারোহণ করিলেন। হৃষ্টপুষ্ট কলেবর পবনবেগগামী সিন্ধুদেশোদ্ভব অশ্বগণ তাঁহারে বহন করিতে লাগিল। তখন মহাবলশালী ভীম ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করত সাত্যকি সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তৎকালে দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ঐ অরাতিনিপাতন বীরদ্বয়কে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সকলেই অবহিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি বর্ম্মধারী বৃকোদরকে আপনার অনুগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, হে ভীমসেন! আমার বিবেচনায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। আমি একাকী কৌরবসৈন্য ভেদ করত ইহার মধ্যে প্রবেশ করি। তুমি আমার পরাক্রমের বিষয় বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছ; আমিও তোমার পরাক্রমের বিষয় সবিশেষ অবগত আছি। অতএব যদি আমার হিতসাধনে অভিলাষ থাকে, তবে তুমি ধর্ম্মরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষায় নিযুক্ত হও। রাজাকে রক্ষা করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাবীর বৃকোদর সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! তুমি যাহা কহিলে, আমি তাহাই করিব। এক্ষণে তুমি অচিরাৎ গমন কর। তোমার কার্য্য সিদ্ধি হউক। ঐ সময় সাত্যকি পুনর্ব্বার ভীমকে কহিলেন, হে বৃকোদর! তুমি ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ শীঘ্র গমন কর। আজি যখন তুমি আমার বশতাপন্ন হইয়াছ এবং সুলক্ষণ সমুদয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই যুদ্ধে আমার জয় লাভ হইবে।

হে ভীমসেন! আজি দুর্ম্মতি সিন্ধুরাজ বিনষ্ট হইলেই মহাবাহু ধনঞ্জয়ের সহিত আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিব। মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া বৃকোদরকে বিদায় করত ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগগণকে অবলোকন করে, সেইরূপ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সাত্যকিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পুনরায় জ্ঞানশূন্য ও বিকম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সাত্যকি ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে অর্জ্জুন দর্শন বাসনায় তৎক্ষণাৎ কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে নরনাথ! মহারথ সাত্যকি এইরূপে আপনার সৈন্যগণের অভিমুখে গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে বলসংবৃত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালরাজতনয় এবং নরপতি বসুদান এই দুই জনে সত্বর আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও, রণদুর্ম্মদ সাত্যকি যেন অনায়াসে কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারেন, এই বলিয়া পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে মহারথগণ আজি সমস্ত বীরগণ সাত্যকির বিজয় লাভে যত্নবান্ হইবেন, এই বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে কৌরব সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে কৌরব সৈন্যগণও বিজয়াভিলাষী হইয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন সাত্যকির রথসমীপে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল।

দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে যুযুধানের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহাবীর সাত্যকি ঐ সকল সৈন্যদিগকে শতধা ছিন্ন ভিন্ন করত অনলোপম শর দ্বারা সম্মুখবর্ত্তী ধনুর্দ্ধর সাত জন মহাবীর ও নানাজনপদস্থ অন্যান্য রাজগণকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। তিনি কখন এক শরে শত ব্যক্তিকে, কখন এক শত শরে এক ব্যক্তিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারুদ্র যেমন প্রাণিদিগকে সংহার করেন, তদ্রূপ তিনি গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী, রথ ও রথীদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় কোন বীরই সেই শর সমূহবর্ষী সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা তৎকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত ও তাঁহার প্রভাবে বিমোহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ তন্ময় অবলোকন করত সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ভগ্ননীড় রথ, রথচক্র, ছত্র, ধ্বজ, অনুকর্ষ, পতাকা, কাঞ্চনময় শিরস্ত্রাণ, কুঞ্জরকরসদৃশ অঙ্গদযুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, ভুজগাকার ঊরু ও শশধর সদৃশ কুণ্ডল মণ্ডিত মুখমণ্ডল ছিন্ন ও ধরাতলে নিপতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইল। পর্ব্বতাকার কুঞ্জরগণ ভূতলশায়ী হইলে, বোধ হইতে লাগিল যেন, রণস্থল অচল সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মুক্তারাজিবিরাজিত সুবর্ণ যোক্ত্র ও বিচিত্রাকার বর্ম্মবিভূষিত অশ্বগণ মহাবীর সাত্যকির শরনিকরে প্রমথিত ও ধরাতলে নিপতিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য শোভা প্রাপ্ত হইল।

হে রাজন্! মহাবীর সাত্যকি এইরূপে আপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত ও বিদ্রাবিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যে পথে অর্জ্জুন প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে গমনোদ্যত

হইলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবাহু সাত্যকি প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া দ্রোণের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মর্ম্মভেদী নিশিত পাঁচ শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকিও কঙ্কপত্র পরিশোভিত শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ সাত বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন আচার্য্য ছয় বাণে তাঁহাকে ও তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি আচার্য্যের পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া প্রথমতঃ ক্রমে ক্রমে দশ, ছয় ও আট শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে পুনর্ব্বার তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে অশ্ব, এক শরে ধ্বজ, ও এক শরে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য একবারে পতঙ্গকুল সদৃশ শরসমূহে তাঁহারে এবং তাঁহার অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথিকে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকিও তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শৈনেয়! তোমার আচার্য্য ধনঞ্জয় আজি যেরূপ কাপুরুষের ন্যায় আমার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে, তুমি যদি সেইরূপ অদ্য আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার ন্যায় সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না কর, তাহা হইলে তুমি জীবন থাকিতে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইবে না।

সাত্যকি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক, আমি ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে ধনঞ্জয়ের পথে গমন করিতেছি। আমার আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। শিষ্যেরাই আচার্য্যের অনুগত পথ অনুসন্ধান করিয়া থাকে; অতএব

আমার গুরু যে পথে গমন করিয়াছেন, আমিও সেই পথে গমন করিব।

হে রাজন্! শিনিতনয় সাত্যকি এই কথা বলিয়া দ্রোণাচার্য্যকে পরিহার পূর্ব্বক সহসা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে সারথিকে কহিলেন, হে সূত! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আমার নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করিবেন; অতএব তুমি যত্ন সহকারে অশ্বরশ্মি ধারণ পূর্ব্বক রণ মধ্যে গমন করিবে। হে সারথি! এই যে অবন্তি-দেশীয় মহাপ্রভাবশালী সৈন্যগণ, তৎপরে দাক্ষিণাত্য-গণের মহদ্বল, তৎপরে, বাহ্লিকগণের মহদ্বল এবং তৎ-সমীপে মহাবীর কর্ণের সৈন্যসকল দর্শন করিতেছ, ইহারা ভিন্ন হইলেও সংগ্রামে পরস্পর কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে। হে সারথি! এই যে, প্রহরণোদ্যত বাহ্লিকগণ, সূতপুত্র-প্রমুখ দাক্ষিণাত্যগণ এবং নানাদেশসমাগত পদাতি-গণাধিষ্ঠিত হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল বাহিনী দর্শন করিতেছ, তুমি আচার্য্যকে পরিহার করত ইহার মধ্যে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক আমাকে লইয়া চল!

মহাবীর সাত্যকি সারথিকে এইরূপ আদেশ করিলে, সারথি তৎক্ষণাৎ রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সেই সময় দ্রোণাচার্য্য রোষপরবশ হইয়া সেই অব্যাহতগতি যুযুধানের প্রতি অসংখ্য শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি নিশিত শর নিকর দ্বারা কর্ণ সেনা অভিহত করিয়া সেই ভারতী সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে তিনি সেই সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, অমর্ষপরায়ণ কৃতবর্ম্মা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বীর্য্যশালী সাত্যকিও সেই কৃতবর্ম্মাকে আপতিত দেখিয়া ছয় শর দ্বারা তাঁহাকে আহত করত

পুনরায় শাণিত ষোড়শ শরে কৃতবর্ম্মার স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল বিদ্ধ করিলেন। কৃতবর্ম্মা এইরূপে সাত্যকির সুতীক্ষ্ণ শর-নিকরে নির্ভর নিপীড়িত হইলেও ক্ষান্ত না হইয়া বায়ুবেগ-গামী ভুজঙ্গ সদৃশ বৎসদন্ত আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সাত্য-কির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই সায়ক সাত্যকির বর্ম্মের সহিত দেহ ভেদ করত রুধিরাক্ত হইয়া পৃথ্বীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। হে রাজন্! তখন পরমাস্ত্রবিৎ কৃতবর্ম্মা বহু শর দ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ক্রোধভরে পুনরায় তীক্ষ্ণ দশ শর দ্বারা তাঁহার স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবল সাত্যকি ছিন্ন শরাসন হইয়া শক্তি দ্বারা কৃতবর্ম্মার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করত শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিরন্তর শত সহস্র শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে রথের সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে তিনি হার্দ্দিক্য কৃত-বর্ম্মাকে শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া তীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। তখন সারথি নিহত হইয়া হার্দ্দিক্যের মহারথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলে, অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। ঐ সময় ভোজরাজ সসম্ভ্রমে স্বয়ং তুরগগণকে গ্রহণ পূর্ব্বক শরাসন ধারণ করিয়া সৈন্যগণকে সমুত্তেজিত করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে অশ্বগণকে সুস্থ করিয়া শত্রুগণের ভয় বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সেই ভোজসৈন্যের প্রতি অভিক্রান্ত হইলেন। এবং তথা হইতে বিনির্গত হইয়া শীঘ্র কাম্বোজ সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তথায় মহাবল মহারথ বীরগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। হে রাজন্! তখন সত্যপরাক্রম সাত্যকি আর বিচলিত হইতে পারিলেন না। এ দিকে দ্রোণাচার্য্য ভোজরাজের প্রতি স্বীয় সৈন্য রক্ষার ভার

সমর্পণ করিয়া যুযুধানের সহিত যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন। এই প্রকারে তিনি পাণ্ডুসৈন্য মধ্যে যুযুধানের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, মহাবীরগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন বিগতোৎসাহ ভীমসেনপ্রমুখ পাঞ্চালগণ মহারথ হার্দ্দিক্যকে প্রাপ্ত হইলে, কৃতবর্ম্মা বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যত্নশীল সেই সমস্ত পাঞ্চালসেনাদিগকে নিবারিত করত বেচেতন প্রায় ও চতুর্দ্দিকে বহুশরবর্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে শ্রান্তবাহন করিলেন। তখন ভীমসেন পরিরক্ষিত পাঞ্চাল সৈন্যগণ রথিপ্রধান কৃতবর্ম্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া তৎ-কর্ত্তৃক নিবারিত ও হতোৎসাহ হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা সেই সংগ্রামাভিলাষী বীরগণকে শরনিকরে তাপিত ও তাঁহাদের বাহনগণকে নিতান্ত ক্লান্ত করিলেন। কিন্তু সেই মহাবীরগণ এই প্রকারে কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক সাতিশয় আহত হইয়াও যশোলাভার্থ সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া ভোজসৈন্য-দিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমার সৈন্যগণ মহাবল, লঘু, দৃঢ়, আয়তকলেবর, ব্যাধিশূন্য, বর্ম্মাচ্ছাদিত, পরিচ্ছদ-সম্পন্ন, শস্ত্রগ্রহণে সুনিপুণ ও ন্যায়ানুসারে ব্যূহিত। তাহারা নাতি বৃদ্ধ, অবালক, অকৃশ ও অস্থূল। তাহারা আমাদিগের নিকট সৎকৃত হইয়া আমাদেরই ইচ্ছানুসারে সতত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা আরোহণ, অধিরোহণ, প্রস-

রণ, প্লুতগমন, সম্যক্ প্রহার, প্রবেশ ও নির্গম বিষয়ে সুনিপুণ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথচর্য্যায় পরীক্ষিত; তাহারা পরস্পর বিদ্যাশিক্ষাভিলাষ, সৎকার এবং বিবাহাদি সম্বন্ধ নিবন্ধন আমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। তাহারা আহত হয় নাই এরূপ নহে। আমরা যথাবিধি পরীক্ষা পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছি। তাহারা সকলেই কুলীন, তুষ্ট, পুষ্ট ও অনুদ্ধত এবং সকলেই যশোভাজন ও মনস্বী। লোকপাল সদৃশ পুণ্যকর্ম্মা অনেকানেক প্রধান প্রধান সচিবগণ নিরন্তর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমাদিগের হিতকারী মহাবল অসংখ্য ভূপতিগণ স্বেচ্ছানুসারে আমাদিগের একান্ত অনুগত হইয়া তাহাদিগকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন। তাহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত নদী সমূহে পরিপূর্ণ মহাসমুদ্রের ন্যায় পক্ষশূন্য পক্ষিসদৃশ রথ, অশ্ব ও মদস্রাবী মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত সৈন্যগণ যখন বিনষ্ট হইতেছে, তখন আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। যোধগণ ঐ সৈন্যসাগরের অক্ষয় সলিল, বাহন সকল তরঙ্গ, অসি ক্ষেপণী; গদা, শক্তি, শর ও প্রাস সমুদয় মৎস্য, ধ্বজ এবং ভূষণ সমুদয় রত্ন ও উৎপল; আচার্য্য দ্রোণ উহার গভীর পাতাল; কৃতবর্ম্মা মহাহ্রদ এবং জলসন্ধ মহাগ্রাহ স্বরূপ। ঐ সৈন্যসাগর কর্ণরূপ চন্দ্রোদয়ে উচ্ছলিত, ধামবান এবং বাহনরূপ বায়ুবেগে বিকম্পিত হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও যুযুধান আমার সেই সৈন্যসাগর ভেদ করিয়া যখন গমন করিয়াছে, তখন বোধ হয়, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। যাহা হউক, কৌরবগণ এই দুই মহাবীরকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে গাণ্ডীব বিনির্ম্মুক্ত বাণের সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিয়া

সেই ভীষণ বিপৎকালে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি তাহাদিগকে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। তাহাদিগের বলবিক্রম আর পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে না। মহাবীর কৃষ্ণার্জ্জুন অক্ষত শরীরে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে এমন আর কোন বীর দৃষ্টিগোচর হয় না। হে সঞ্জয়! আমি অসংখ্য যোধগণকে নিয়মানুসারে বেতন দিয়া ও কতকগুলিকে কেবল প্রিয়বাক্য দ্বারা নিযুক্ত করিয়াছি। আমার সৈন্যমধ্যে কেহই অসৎকৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে না, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যানুসারে অন্ন ও বেতন প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ সংগ্রামে অপটু, অল্প বেতনে নিযুক্ত কিম্বা অবৈতনিক নহে। আমি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত তাহাদিগকে দান, মান ও আসন প্রদান দ্বারা যাথাসাধ্য সৎকার করিয়া থাকি। কিন্তু তাহারা সাত্যকির বাহুবলে বিমর্দ্দিত ও মহাবীর ধনঞ্জয়ের দর্শনমাত্রেই পরাজিত হইয়াছে; সুতরাং আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। আমি সংগ্রামে রক্ষ্য ও রক্ষকের গতি একই প্রকার দেখিতেছি।

হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মূঢ়মতি দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয়দ্রথের সমীপে অবস্থান ও সাত্যকিকে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় রণস্থলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তৎকালোচিত কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল? এবং অস্মৎপক্ষীয় বীরগণই বা বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সমস্ত শরজালে নিবারণ পূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া কিরূপ অবধারণ করিলেন? বোধ হয়, আমার পুত্রগণ কৃষ্ণ সাত্যকিকে অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ উদ্যত দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইতেছে এবং সাত্যকি ও ধনঞ্জয়কে সৈন্য সকল অতিক্রমণ ও কৌরব-

গণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শোক সম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহারা অস্মৎপক্ষীয় রথিগণকে শক্রশরে উৎসাহবিহীন ও পলায়নে উদ্যত, সাত্যকি ও অর্জ্জুনশরে রথোপস্থ সমুদয় সারথি শূন্য, যোধগণকে নিহত, অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ এবং বীরগণকে ব্যগ্রচিত্তে ধাবমান হইতে দেখিয়া সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইতেছে। তাহারা কতকগুলি মাতঙ্গকে অর্জ্জুনশরে পলায়িত ও কতকগুলিকে ভূতলে নিপতিত এবং সাত্যকি ও পার্থশরে অশ্বগণকে আরোহিশূন্য এবং মনুষ্যগণকে রথশূন্য দর্শন করিয়া সাতিশয় অনুতাপ করিতেছে। পদাতিগণকে সমর পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে জয়াশা এককালেই তিরোহিত এবং নিতান্ত দুর্জ্জয় মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে ক্ষণকালমধ্যে দ্রোণসৈন্য অতিক্রমণ করিতে দেখিয়া তাহাদিগের শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! আমি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সাত্যকির সহিত সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিমূঢ় হইতেছি। যাহা হউক, মহাবীর শিনিতনয় সাত্যকি ভোজসৈন্য ভেদ করিয়া বাহিনী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সৈন্যগণ কিরূপ কার্য্য করিলেন? এবং পাণ্ডবগণ দ্রোণশরে নির্ভর নিপীড়িত হইলে কিরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল? এক্ষণে সেই সকল বিষয় কীর্ত্তন কর। মহাবীর দ্রোণ বলবান্‌গণের প্রধান, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধ বিশারদ; পাঞ্চালগণ কি রূপে তাহারে শর দ্বারা বিদ্ধ করিল? তাহারা অর্জ্জুনেরই জয়াভিলাষী সুতরাং দ্রোণাচার্য্যের সহিত তাহাদের শক্রতা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। মহারথ দ্রোণাচার্য্যও তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! তুমি সকলই পরিজ্ঞাত

আছ; অতএব এক্ষণে এই সকল বৃত্তান্ত এবং মহাবীর সিন্ধু-রাজের বধের নিমিত্ত যেরূপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! আপনার অপরাধেই এই নিদারুণ ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার নিমিত্ত দুঃখিত হইয়া শোক প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রাজ্ঞতম বিদুর প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণ পূর্ব্বে আপনারে পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি তাঁহাদের সেই বাক্যে শ্রুতিপাত করেন নাই। যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী সুহৃদ্‌গণের বাক্য শ্রবণ না করে, তাহাকে আপনার ন্যায় শোকগ্রস্ত হইতে হয়। পূর্ব্বেও সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞ বাসুদেব সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করেন নাই। তিনি আপনার নির্গুণত্ব, পুত্রগণের প্রতি পক্ষপাত, ধর্ম্মে দ্বৈধভাব ও পাণ্ডবগণের প্রতি মৎসরতা, ও কুটিল অভিপ্রায় এবং আর্ত্তপ্রলাপ এই সকল অবগত হইয়া কৌরবগণের পক্ষে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপনার অপরাধেই এই বিপুল লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে রাজা দুর্য্যোধনকে অপরাধী করা আপনার উচিত হইতেছে না। অগ্রে, মধ্যে অথবা শেষে আপনার কোন সৎকার্য্যই দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ আপনি এই পরাজয়ের মূল কারণ; অতএব এক্ষণে স্থিরচিত্তে লোকের অনিত্যতা পরিজ্ঞাত হইয়া এই দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় ঘোর সমর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন।

সত্যপরাক্রম সাত্যকি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, ভীমসেন পুরোগম পাণ্ডবগণও আপনার সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র মহারথ কৃতবর্ম্মা রোষপর-

বশ অনুচরগণ সমবেত পাণ্ডবগণকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেরূপ বেলাভূমি উচ্ছলিত সাগরকে অবরুদ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অনন্তর ভীমসেন কৃতবর্ম্মাকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণের আনন্দোৎপাদন করত শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব বিংশতি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, নকুল এক শত, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ত্রিসপ্ততি, ঘটোৎকচ সাত ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন শরে কৃতবর্ম্মাকে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর বিরাট ও দ্রুপদ তিন তিন শরে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিলে, শিখণ্ডী তাঁহাকে প্রথমে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহাস্য বদনে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিয়া তদীয় ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে সেই ছিন্নশরাসন ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে নিশিত সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল ভীমসেন হার্দ্দিক্যশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভূকম্পকালীন শৈলের ন্যায় একান্ত বিচলিত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির পুরোগম মহাবীর সকল ভীমসেনকে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষার্থ কৃতবর্ম্মারে রথসমূহে অবরুদ্ধ করিয়া শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণ দণ্ডমণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ নির্ম্মোক

নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ ভীমভুজনিক্ষিপ্ত অতি ভীষণ শক্তি কৃতবর্ম্মার অভিমুখে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। মহাবীর হার্দ্দিক্য ঐ যুগান্তকালীন অগ্নি সদৃশ কনকভূষিত শক্তি দুই বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় কৃতবর্ম্মার শর বিচ্ছিন্ন শক্তি গগনমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ভীম-পরাক্রম ভীমসেন ঐ শক্তিকে নিষ্ফল হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ-চিত্তে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হার্দ্দিক্যকে নিবারণ করত পাঁচ শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ভোজ-রাজ কৃতবর্ম্মা ভীমশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া বিকসিত রক্তাশোকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে তিনি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া হাস্য করত বৃকোদরকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া ঐ সমুদয় যত্নবান্ মহারথগণকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সাত সাত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা ক্রোধভরে হাস্য করত ক্ষুরপ্রাস্ত্রে শিখণ্ডীর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহারথ শিখণ্ডী সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অসি ও সুবর্ণালঙ্কৃত ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ চর্ম্ম বিঘূর্ণিত করত কৃতবর্ম্মার রথাভি-মুখে অসি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ অসি কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক গগনপরিভ্রষ্ট জ্যোতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। এই অবসরে মহারথগণ শরনিকর দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করত পাণ্ডবগণকে তিন শরে ও শিখণ্ডীকে আট শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার শর-সমূহে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কূর্ম্ম-

মখ শর দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে হৃদিকাতনয় কৃতবর্ম্মা রোষভরে ব্যাঘ্র যেরূপ মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মহাত্মা ভীষ্মের নিধনকারী মহাবীর শিখণ্ডীর প্রতি বল প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন ঐ দিগ্‌গজসন্নিভ প্রজ্বলিত অনল সদৃশ বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কোন সময় কার্ম্মুক আস্ফালন, কোন সময় শর সন্ধান এবং কোন সময় বা মার্ত্তণ্ডকর সঙ্কাশ অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই যুগান্তকাল সদৃশ বীরদ্বয় এইরূপে পরস্পরকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া মার্ত্তণ্ডদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা মহাবাহু শিখণ্ডীকে ত্রিসপ্ততি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী হার্দ্দিক্যের শরে গাঢ় বিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মোহে অভিভূত হইয়া শরের সহিত শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ শিখণ্ডীকে বিষণ্ণ দেখিয়া কৃতবর্ম্মাকে যথোচিত সৎকার করত পতাকা সকল বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় শিখণ্ডীর সারথি তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সমরাঙ্গন হইতে অপসারিত করিল।

হে রাজন্! পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে সাতিশয় অবসন্ন অবলোকন করিয়া সত্বরে রথ সমূহ দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে অবরোধ করিলেন; কিন্তু মহাবীর কৃতবর্ম্মা একাকী হইয়াও অদ্ভুত বল বিক্রম পূর্ব্বক অনুচরের সহিত পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে পরাভব করিয়া চেদী, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কৈকয়দিগকে পরাজয় করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃতবর্ম্মার শরে নিতান্ত নিপীড়িত

হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন; কোনক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণকে পরাভব করিয়া ধূমহীন হুতাশনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ এইরূপে হার্দ্দিক্যের শরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। সেই পাণ্ডবসৈন্য সকল কৃতবর্ম্মার শরাঘাতে বিদ্রাবিত ও ব্রীড়ায় একান্ত অবনত হইলে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সেই সময় যিনি অগাধ সৈন্যসাগর মধ্যে আশ্রয়লাভার্থী পাণ্ডবগণের দ্বীপ স্বরূপ হইয়াছিলেন, সেই মহাবাহু সাত্যকি কৌরবগণের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কৃতবর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা সাত্যকির উপর শাণিত শর সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সাত্যকি সাতিশয় রোষপরতন্ত্র হইয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও নিশিত ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক শরজাল বিস্তার করত তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে বিরথ করিয়া নতপর্ব্ব শর সমূহে তাঁহার সৈন্যগণকে বিমর্দ্দন করিতে আরম্ভ

করিলেন। সৈন্যগণ সাত্যকির শরজালে নিপীড়িত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকিও অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন্! তৎপরে মহাবীর সাত্যকি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি এইরূপে দ্রোণসৈন্য অতিক্রম ও কৃত-বর্ম্মাকে পরাভব করিয়া হৃষ্টচিত্তে সারথিকে কহিলেন, হে সূত! তুমি নির্ভয় চিত্তে মন্দবেগে রথ সঞ্চালন কর। মহাবাহু সাত্যকি প্রথমতঃ সারথিকে এই বাক্য বলিয়া অসংখ্য রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিগণসঙ্কুল কৌরবসৈন্য অবলোকন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে সারথে! ঐ যে আচার্য্যসৈন্যের বামভাগে হেমধ্বজমণ্ডিত মহামেঘসন্নিভ কুঞ্জরারোহী বিপুল সৈন্য সকল অবলোকন করিতেছ, উহাঁরা ত্রিগর্ত্তদেশীয় রাজপুত্র, মহাবল পরাক্রান্ত, বিচিত্র যোদ্ধা ও মহারথ; উহাঁদিগকে নিবারণ করা অতি দুঃসাধ্য। ঐ সমস্ত রাজপুত্র দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে প্রাণপণে রুক্মরথকে অগ্রবর্ত্তী করত আমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব তুমি শীঘ্র উহাঁদের অভিমুখে আমার অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি দ্রোণের সমক্ষে উহাঁদিগের সহিত সংগ্রাম করিব।

অনন্তর সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মন্দবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কুন্দেন্দুরজতপ্রভ বায়ুবেগ-গামী সারথির বশবর্ত্তী বল্গমান অশ্বগণ সাত্যকিকে বহন করিতে লাগিল। সেই সময় শত্রুপক্ষীয় লঘুবেধী মহারথ-গণ তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সুশাণিত বহুবিধ সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক কুঞ্জরসৈন্য দ্বারা তাঁহারে অবরোধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি গ্রীষ্মাবসানে

জলদজাল যেরূপ পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ কুঞ্জর সৈন্যের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ শিনিবংশাবতংস সাত্যকির নির্ম্মুক্ত বজ্র সদৃশ স্পর্শ শরসমূহে সাতিশয় নিপীড়িত, শীর্ণদশন, ভগ্নকুম্ভ ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া সমরাঙ্গন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কাহার কর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, কাহার মুখ নিকৃত্ত, কাহার নিয়ন্তা বিনষ্ট, কাহার পতাকা পতিত, কাহার চর্ম্ম ছিন্ন ও ঘণ্টা চূর্ণ, কাহার ধ্বজদণ্ড সমস্ত খণ্ড খণ্ড এবং কাহার ও বা আরোহী নিহত ও কম্বল পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। এইরূপে সেই সমুদায় জলদোপম নিস্বন কুঞ্জরগণ সাত্যকির নারাচ, বৎস দন্ত, ভল্ল, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্র ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিদারিত হইয়া আর্ত্ত স্বরে চীৎকার, মলমূত্র পরিত্যাগ ও রুধির ধারা বর্ষণ করত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কতগুলি ভ্রমণ করিতে লাগিল, কতকগুলি স্খলিত, কতকগুলি নিপতিত ও কতকগুলি নিতান্ত ম্লান হইয়া উঠিল।

হে রাজন্! সেই কুঞ্জর সৈন্য এইরূপে বিনষ্ট হইলে, মহাবলশালী জলসন্ধ পরম যত্ন সহকারে সাত্যকির রথাভিমুখে স্বীয় হস্তী প্রেরণ করিলেন। সেই হেম কর্ণধারী সুবর্ণাঙ্গদ পরিশোভিত, কিরীট ও কুণ্ডল বিভূষিত রক্তচন্দন চর্চ্চিত মহাবীর মস্তকে কনকময়ী মালা এবং বক্ষঃস্থলে নিষ্ক ও কণ্ঠসূত্র ধারণ পূর্ব্বক কুঞ্জরারূঢ় হইয়া হেমময় শরাশন বিকম্পন করত বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত পয়োধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় সাত্যকি সেই জল সন্ধের কুঞ্জরকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া বেলাভূমি যেরূপ মহাসমুদ্রের বেগ অবরোধ করে, সেইরূপ সেই করিবরকে অবিলম্বে নিবারণ করিলেন। মহাবীর জলসন্ধ সাত্যকির শরজালে স্বীয় মাতঙ্গকে নিবারিত

দেখিয়া সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া নিশিত শর সমূহে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ ও শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছেদন পূর্ব্বক হাস্য মুখে সুতীক্ষ্ণ পাঁচ শরে পুনরায় বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি জলসন্ধের শরজালে বিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। সেই সময় মহাবীর সাত্যকি স্থিরচিত্তে তৎকালে কোন্ শর নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ ও অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক জলসন্ধকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেম। এবং হাস্যমুখে তাহার বক্ষঃস্থলে ষষ্টিশর পরিত্যাগ ও সুশাণিত ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাহার শরাসনের মুষ্টি ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর জলসন্ধ সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সাত্যকির প্রতি এক তোমর নিক্ষেপ করিলেন। জলসন্ধ নির্ম্মুক্ত তোমর সাত্যকির বাম বাহু ভেদ করত নিশ্বসন্ত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি জলসন্ধের তোমরে নির্ভিন্নভুজ হইয়াও তাঁহাকে নিশিত ত্রিংশৎ শরে সমাহত করিলেন। তখন মহাবীর জলসন্ধ খড়্গ ও শত চন্দ্রক সঙ্কুল আর্ষভচর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক খড়্গ ঘূর্ণিত করত সাত্যকির অভিমুখে পরিত্যাগ করিলেন। সেই খড়্গ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সাত্যকির শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইয়া অলাত চক্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবল সাত্যকি ক্রুদ্ধচিত্তে অবিলম্বে শালস্কন্ধ সন্নিভ বজ্রতুল্য নিস্বন অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরদ্বারা জলসন্ধকে বিদ্ধ করিয়া হাস্য মুখে দুই ক্ষুর দ্বারা তাহার বিচিত্র ভূষণ বিভূষিত ভুজদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জলসন্ধের অর্গল সদৃশ বাহুদ্বয় শৈলপরিভ্রষ্ট পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় কুঞ্জর পৃষ্ঠ হইতে

নিপতিত হইল। তৎপরে মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি অন্য ক্ষুর দ্বারা জলসন্ধের মনোহর কুণ্ডলযুগলমণ্ডিত দশনরাজি বিরাজিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ঐ জলসন্ধের ভীষণদর্শন কবন্ধ শোণিতধারায় তাঁহার কুঞ্জরকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল সাত্যকি তৎক্ষণাৎ গজস্কন্ধ হইতে মহামাত্রকে নিপাতিত করিলেন। সেই সময় ঐ শোণিতাক্ত কলেবর কুঞ্জর সাত্যকির শরনিকরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃষ্ঠসংশ্লিষ্ট বিলম্বনান আসন বহন ও স্বীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দন করত ধাবমান হইল। হে রাজন্! তদ্দর্শনে আপনার সৈন্যগণ হাহাকার ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। যোধগণ মহাবীর জলসন্ধকে বিনষ্ট দেখিয়া বিজয় লাভে নিরুৎসাহ ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রোণ এই অবসরে মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবগণও সাত্যকিকে একান্ত উদ্ধত দেখিয়া ক্রোধভরে আচার্য্যের সহিত ধাবমান হইলেন। তখন মহামতি দ্রোণাচার্য্য ও কৌরবগণের সহিত সাত্যকির তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! রণবিশারদ বীরগণ এইরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সাত্যকির প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ সপ্তসপ্ততি, দুর্ম্মর্ষণ দ্বাদশ, দুঃসহ

দশ, বিকর্ণ ত্রিংশৎ, দুর্ম্মুখ দশ, দুঃশাসন আট ও চিত্রসেন দুই শরে তাঁহার বাম পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ও অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরবর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল সাত্যকি ঐ বীরগণের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে তিন, দুঃসহকে নয়, বিকর্ণকে পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেনকে সাত, দুর্ম্মর্ষণকে দ্বাদশ, বিবিংশতিকে আট, সত্যব্রতকে নয় ও বিজয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে কলিঙ্গাধিপতি রুক্মাঙ্গদকে বিকম্পিত করত সত্বরে আপনার পুত্র মহাবল দুর্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া অসংখ্য শরে তাঁহাকে সাতিশয় নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তাঁহারা সুশানিত শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে অদৃশ্য করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনের শরপ্রভাবে শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া রসস্রাবী রক্তচন্দন তরুর ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া হেমময় শিরোভূষণভূষিত উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি অনায়াসে ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা দুর্য্যোধনের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক শরজালে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধনও বিপক্ষের শরসমূহে সাতিশয় নিপীড়িত ও তাঁহার বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শত বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাবল সাত্যকি দুর্য্যোধনের শরাঘাতে ব্যথিত ও ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহারে সাতিশয় প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন আপনার অন্যান্য তনয়গণ কুরুরাজকে নিপীড়িত দেখিয়া শরবর্ষণপূর্ব্বক

সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শরনিকরে সমাচ্ছাদিত হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রথমতঃ পাঁচ পাঁচ শরে, পরে সাত সাত শরে বিদ্ধ করিয়া সত্বরে বেগগামী আট শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করত হাস্যমুখে তাঁহার ভীষণ শরাসন ও মণিমান্ নাগধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য নিশিত চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বের প্রাণ সংহার করত ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তদীয় সারথিকে নিধন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদী বহুশরে সেই মহারথকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সাত্যকিশরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক সহসা ধনুর্দ্ধর চিত্রসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন। লোক সকল সাত্যকির শরে সমাচ্ছাদিত দুর্য্যোধনকে রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় অবলোকন পূর্ব্বক হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা ঐরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া শরাসন বিধূনন ও অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক সারথিকে ভৎ-সনা করত কহিলেন, হে সূত! সত্বরে অগ্রসর হও। অনন্তর মহারথ সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে বিবৃতাস্য কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! ঐ দেখ, কৃতবর্ম্মা রথারূঢ় হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ আগমন করিতেছে। তুমি সত্বরে উহার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে সুসজ্জিত অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিয়া কৃতবর্ম্মার অভিমুখে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর জ্বলন্ত অনল সদৃশ ঐ বীরদ্বয় বলবান্ শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায় একত্র সমবেত হইলেন। সুবর্ণ ধ্বজসম্পন্ন মহাবীর কৃতবর্ম্মা সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন বিকম্পন পূর্ব্বক সাত্যকিরে ষড়্বিংশতি, তাঁহার সারথিরে পাঁচ এবং অশ্ব চতুষ্টয়কে চারি শরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রতি হেমপুঙ্খ শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শিনিবংশাবতংস

সাত্যকি অর্জ্জুনের দর্শনাভিলাষে সত্বরে কৃতবর্ম্মার প্রতি নিশিত অশীতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা বলবান্ বিপক্ষের শরাঘাতে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভূকম্পকালীন ভূধরের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। এই অবসরে সত্যবিক্রম সাত্যকি ত্রিষষ্টি শরে তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় ও সাত শরে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রতি এক ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ সদৃশ হেমপুঙ্খ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালদণ্ড সদৃশ শর কৃতবর্ম্মার সুবর্ণময় বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন ও দেহ ভেদ করত শোণিতসিক্ত হইয়া ভূগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর হার্দ্দিক্যও সেই ভীষণ শরে নিপীড়িত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইলেন।

হে রাজন্! সত্যবিক্রম সাত্যকি এইরূপে সহস্র বাহু কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ, অক্ষোভ্য সমুদ্র তুল্য কৃতবর্ম্মারে নিবারণ পূর্ব্বক দেবরাজ যেরূপ অসুরসৈন্য অতিক্রম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে সেই খড়্গ, শক্তি ও শরাসন বিকীর্ণ এবং হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল শোণিতাভিষিক্ত কৌরবসৈন্য অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবল কৃতবর্ম্মা সংজ্ঞা লাভ করিয়া অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! কৌরব সৈন্যগণ এইরূপে সাত্যকি কর্ত্তৃক বিকম্পিত হইলে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্য-

কিরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলিরাজার সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, সর্ব্ব সৈন্যের সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকিরও সেইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবলশালী দ্রোণ সাত্যকির ললাটে পন্নগাকার লৌহময় বিচিত্র তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শরত্রয় তাঁহার ললাট বিদ্ধ করাতে তিনি ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে ভরদ্বাজতনয় তাঁহার প্রতি বজ্র সদৃশ শব্দায়মান শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ সাত্যকি তৎপ্রেরিত প্রত্যেক শরের প্রতি দুই দুই শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির এইরূপ হস্তলাঘব দর্শনে হাস্য করত স্বীয় হস্তলাঘব সন্দর্শনার্থ প্রথমতঃ বিংশতি শরে ও তৎপশ্চাৎ নিশিত পঞ্চাশৎ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। ক্রোধাবিষ্ট পন্নগগণ যেরূপ বল্মীক হইতে বিনির্গত হয়, তদ্রূপ ঐ শাণিত শর সমুদয় দ্রোণের রথ হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল। সাত্যকির নিক্ষিপ্ত শোণিতপায়ী শর সমূহও আচার্য্যের রথ সমাচ্ছন্ন করিল। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই সমভাবে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। হস্তলাঘব বিষয়ে কেহ কাহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে নতপর্ব্ব নয় শরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজে অসংখ্য শর ও তাঁহার সারথির প্রতি এক শত শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির ক্ষিপ্রকারিতা অবলোকন পূর্ব্বক সপ্ততি শরে তাঁহার সারথিকে ও তিন শরে অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও সুবর্ণপুঙ্খ ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া শরাসন

পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করত আচার্য্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দ্রোণাচার্য্য নিশিত শরনিকর দ্বারা সহসা সমাগত পট্টবদ্ধ লৌহময় গদা নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে সাত্যকি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শিলানিশিত অসংখ্য শরে আচার্য্যকে বিদ্ধ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সাত্যকির রথাভিমুখে হেমদণ্ডমণ্ডিত লৌহনির্ম্মিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালসন্নিভ শক্তি সাত্যকির কলেবর স্পর্শ না করিয়া রথ ভেদ পূর্ব্বক ভীষণ ধ্বনি করত ভূগর্ত্তে প্রবেশ করিল। তখন মহাবীর সাত্যকি শাণিত শর সমূহে আচার্য্যের দক্ষিণবাহু সমাহত করিলেন। মহাবীর দ্রোণও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ দ্বারা মাধবের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা সারথিকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন। সারথি সেই ভয়াবহ রথ শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া কিয়ৎক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে রথোপরি অবস্থিতি করিতে লাগিল। সাত্যকি স্বয়ং রথরশ্মি ধারণ করত সারথ্য কার্য্যের নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহারে শত বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথ দ্রোণাচার্য্যও শরসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমুদয় শর সাত্যকির কবচ ভেদ করিয়া তাঁহার রুধির পান করিতে লাগিল। সাত্যকি আচার্য্যের শর নিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহার প্রতি অসংখ্য শর বর্ষণ পূর্ব্বক এক বাণে তাঁহার সারথিকে নিহত ও অন্য শরনিকরে অশ্বগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। এইরূপে অশ্বগণ শরনিপীড়িত ও পলায়নপর হইয়া দ্রোণের সেই রজতনির্ম্মিত রথ সমরাঙ্গনে দীপ্যমান

দিবাকরের ন্যায় সহস্র সহস্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন কৌরবপক্ষীয় ভূপাল ও ভূপালগণ সত্বরে গমন কর, আচার্য্যের পলায়মান অশ্বগণকে ধারণ কর, বলিতে বলিতে সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচার্য্যের অভিমুখে ধাবমাম হইলেন। হে রাজন্! আপনার সৈন্যগণ মহাবীরগণকে সাত্যকির শরনিকরে সমাহত ও পলায়নপর দেখিয়া ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। আচার্য্য দ্রোণও সেই সাত্যকি শরনিপীড়িত বায়ুবেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক ব্যূহমুখে উপস্থিত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ত্তৃক ঐ ব্যূহ ভগ্ন দেখিয়া আর সাত্যকির নিবারণে যত্ন না করিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক ব্যূহ রক্ষা করত সমুদ্যত কালসূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন! শিনিপ্রবর পুরুষাগ্রগণ্য সাত্যকি দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণকে পরাভব করিয়া সহাস্যবদনে সারথিকে কহিলেন, হে সূত! কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় পূর্ব্বেই আমাদিগের শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়াছেন। আমরা নিমিত্তমাত্র হইয়া এই পার্থ নিহত সৈন্যগণকে সংহার করিতেছি। শত্রুনিসূদন সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক আমিষলোলুপ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই সুরেন্দ্রসম প্রভাব, প্রভূত পরাক্রম, পুরুষা-

গ্রগণ্য সাত্যকিরে শশিশঙ্খসন্নিভ, শ্বেতবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরৎকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমরাঙ্গনে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন। কেহই তাঁহাকে পরাভব করিতে পারিলেন না। অনন্তর বিচিত্র সমরবিশারদ স্বর্ণ বর্ম্মধারী মহাবীর সুদর্শন রোষভরে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ মহাবীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে দেবগণ বৃত্রাসুরের সহিত পুরন্দরের সংগ্রাম দর্শনে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৌরবপক্ষীয় যোধগণ সাত্যকি ও সুদর্শনের যুদ্ধ অবলোকন করিয়া সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির প্রতি পুনঃ পুনঃ সুশাণিত শর সমূহ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি ঐ সমস্ত শর গাত্র স্পর্শ করিতে না করিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পুরন্দরসদৃশ প্রভাবশালী সাত্যকি সুদর্শনের প্রতি যে সমস্ত শর নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর সুদর্শন উৎকৃষ্ট শরে সেই সমুদয় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির শরবেগে স্বীয় শরনিকর নিরাকৃত দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহার প্রতি হিরণ্ময় বিচিত্র শরবৃষ্টি করত শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি পাবকসদৃশ তিন শর পরিত্যাগ করিলেন। সুদর্শনের নির্ম্মুক্ত সায়কত্রয় সাত্যকির দেহাবরণ ভেদ করত তাঁহারা কলেবরে প্রবেশ করিল। তখন রাজপুত্র সুদর্শন জ্বলন্ত শর চতুষ্টয় নিক্ষেপ করত সাত্যকির রজতসন্নিভ শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে বিনষ্ট করিলেন। বাসবসদৃশ পরাক্রমশালী সাত্যকি সুদর্শনের শরে এইরূপে তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুশাণিত শর সমূহে তাঁহার অশ্বগণকে সংহার

করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুরন্দর-বজ্রসদৃশ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন করত কালাগ্নি প্রতিম ক্ষুর দ্বারা সুদর্শনের কুণ্ডলপরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে কুলিশপাণি পুরন্দর যেরূপ মহাবল বলদানবের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শিনিবংশাবতংস সাত্যকি সুদর্শনের মস্তক ছেদন করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই সদশ্বসংযুক্ত রথে উপবিষ্ট হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা কৌরবসৈন্যগণকে নিবারণ ও নিহত করত সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া ধনঞ্জয় সমীপে ধাবমান হইলেন। সেই সময় যোধগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল।

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! বৃষ্ণিবীর মহামতি সাত্যকি এইরূপে সুদর্শনকে সংহার করিয়া পুনরায় সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! যখন শরশক্তিরূপ তরঙ্গ, খড়্গরূপ মৎস্য ও গদারূপ গ্রাহযুক্ত, অসংখ্য হস্ত্যশ্বরথ সঙ্কীর্ণ, বহুবিধ আয়ুধের নিস্বন ও বাদিত্রের ধ্বনি সম্পন্ন, বীরগণের অসুখস্পর্শ, জিগীষুদিগের দুর্দ্ধর্ষ, রাক্ষস সদৃশ জলসন্ধসৈন্যে সমাবৃত আচার্য্যসৈন্যরূপ মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছি, তখন এই অবশিষ্ট সৈন্য অল্প সলিলসম্পন্ন ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় বোধ হইতেছে। অতএব তুমি সত্বর অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি অচিরাৎ তাহাদিগকে অতিক্রম করিব। যখন দুর্জ্জয় দ্রোণ ও হার্দ্দিক্যকে পরাভব করিয়াছি, তখন ধনঞ্জয়কে সম্মুখস্থিত বোধ হই-

তেছে। এই সকল সৈন্য অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না। উহারা জ্বলন্ত হুতাশনদগ্ধ শুষ্কতৃণের ন্যায় আমার শরনিকরে দগ্ধ হইতেছে। ঐ দেখ, পাণ্ডবাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথে অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথ নিপতিত রহিয়াছে। কৌরব সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদয় মহাবেগে গমন করাতে, কৌশেয়ারুণ ধূলিপটল সমুদ্ধূত হইয়াছে এবং মহাতেজসম্পন্ন গাণ্ডীবের গভীর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব বোধ হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন, হে সারথে! এক্ষণে যেরূপ নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, সূর্য্যদেব অস্তমিত না হইতে হইতেই ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে সংহার করিবেন। এক্ষণে যে স্থানে বিপক্ষসৈন্যগণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রূরকর্ম্মা বর্ম্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী যবনগণ এবং বহুবিধ অস্ত্রসম্পন্ন শক, কিঁরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ আমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত অবস্থিতি করিতেছে, তুমি ঐ স্থানে অশ্ব সঞ্চালন কর। তুমি বিবেচনা কর যে, আমি সেই সমস্ত বীরগণকে রথ, নাগ ও অশ্বের সহিত বিনষ্ট করিয়া এই বিষম শঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

সারথি সাত্যকির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! যদি যমদগ্নিতনয় পরশুরাম, মহারথ দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য অথবা মদ্রাধিপতি শল্য ক্রোধভরে আপনার সমীপে আগমন করেন, তথাপি আপনার আশ্রয়ে' আমার কিছুমাত্র শঙ্কা হয় না। আজি আপনি সমরে রণদুর্ম্মদ ক্রূরকর্ম্মা বর্ম্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী যুদ্ধপ্রহার-

কুশল যবনগণ এবং বিবিধাস্ত্রধারী কিরাত, দরদ, বর্ব্বর, ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়াছেন; সুতরাং আমার কিছুতেই ভয়ের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে কোন সংগ্রামেই কখন আমার ভয়সঞ্চার হয় নাই। অতএব আজি কি নিমিত্ত এই সামান্য সংগ্রামে ভীত হইব? যাহা হউক, এক্ষণে আমাকে অনুমতি করুন; আপনারে কোন্ পথ দিয়া অর্জ্জুনের নিকট লইয়া যাইব। হে আয়ুষ্মন্! আপনি কাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে? কাহারা কৃতান্তভবনে গমন করিবার অভিলাষ করিয়াছে? কাহারা আপনাকে কালান্তক যমের ন্যায় অবলোকন পূর্ব্বক পলায়ন করিবে? যমরাজ কাহাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন? অনুমতি করুন, আমি তাহাদিগের রথাভিমুখে রথ সঞ্চালন করি।

সাত্যকি কহিলেন, হে সারথে! তুমি সত্বর রথ সঞ্চালন কর। পুরন্দর যেরূপ দানবগণকে নিহত করিয়াছেন, সেইরূপ আজি আমি ঐ মুণ্ডিতমস্তক কাম্বোজদিগকে সংহার পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া প্রিয়তম ধনঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আজি দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ এই সকল সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া সমরে আমার পরাক্রম অনুভব করিবেন। আজি শরবিক্ষত গাত্র কৌরবসৈন্যগণের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হইবে। আজি আমি পাণ্ডবাগ্রগণ্য শ্বেতাশ্ব মহাত্মা ধনঞ্জয়কে তদুপদিষ্ট পথ প্রদর্শন করিব। আজি মহা-রাজ দুর্য্যোধন সহস্র সহস্র বীরপুরুষকে আমার শরে নিহত অবলোকন করিয়া অবশ্যই অনুতাপ করিবেন। আজি কৌরবগণ আমার শর বর্ষণে লঘুহস্ততা ও শরাসনের অলাতচক্র সদৃশ আকার দর্শন করিবেন। আজি রাজা দুর্য্যোধন

আমার শরবিদ্ধ রুধিরস্রাবী সৈনিকগণের সংহার দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া সংগ্রামে আমার ভীষণ রূপ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই বিবেচনা করিবেন যে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় অর্জ্জুন অবতীর্ণ হইয়াছেন। আজি আমি কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র নরপতির প্রাণ সংহার করিয়া দুর্য্যোধনকে অনুতাপিত এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তি ও স্নেহের নিদর্শন প্রদর্শিত করিব। আজি কৌরবগণ আমার বলবীর্য্য এবং কৃতজ্ঞতা বিশেষরূপে অবগত হইবেন।

হে রাজন্! শৈনেয় সাত্যকির সারথি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক চন্দ্র সদৃশ শ্বেতবর্ণ সাধুবাহী সুশিক্ষিত অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে লাগিল। অশ্বগণ আকাশ পান করিবার নিমিত্তই যেন বায়ুবেগে ধাবমান হইল। তখন সাত্যকি সত্বর যবনগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহারা অনেকে সমবেত হইয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সৈন্যগণের পুরোবর্ত্তী সাত্যকির প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শিনিবংশ সম্ভূত সাত্যকি নতপর্ব্ব শর দ্বারা অর্দ্ধ পথে সেই বিপক্ষীয় শরজাল ছেদন পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ অজিহ্মগ সুশাণিত শর সমূহে যবনগণের ভুজ ও মস্তক সকল ছেদন করিলেন। সাত্যকির শরনিকর তাহাদের লৌহময় ও কাংস্যময় বর্ম্ম এবং দেহ ভেদ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইল। এই প্রকারে শত শত যবন সাত্যকির শরাঘাতে বিগতপ্রাণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শরবৃষ্টি দ্বারা এক এক বারে পাঁচ, ছয়, সাত বা আট জন যবনকে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র কাম্বোজ, শক, শবর, কিরাত ও বর্ব্বর সাত্যকির শর প্রহারে গতাসু হইয়া ধরাশায়ী হইল। সংগ্রামভূমি তাহাদিগের মাংস ও রুধিরে কর্দ্দমময় এবং দস্যুগণের ছিন্ন কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু সংযুক্ত, বর্হবিহীন পক্ষী

সদৃশ মস্তক সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শোণিতাক্ত কলেবর কবন্ধ সকল সমুত্থিত হওয়াতে রণস্থল শোণমেঘ সমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই রূপে সেই মহাবীরগণ সাত্যকির বজ্রসমস্পর্শ সুপর্ব্ব অজিহ্মগামী শরসমূহে নিহত ও নিপীড়িত হইয়া ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিল। হতাবশিষ্ট বর্ম্মধারী যোধগণ সম্ভ্রম ও বিচেতনপ্রায় হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পার্ষ্ণি ও কশাঘাত করত ভীতচিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন্! এইরূপে সত্যবিক্রম সাত্যকি দুর্জ্জয় কাম্বোজ, শক, ও যবনদিগকে বিদ্রাবিত করত জয় লাভ করিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! তুমি রথ সঞ্চালন কর। তখন সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ সেই ধনঞ্জয়ের পৃষ্ঠরক্ষার্থ গমনোদ্যত সাত্যকির অমানুষ কার্য্য ও অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! এই প্রকারে মহারথ যুযুধান সংগ্রামে যবন ও কাম্বোজগণকে পরাজিত করিয়া কৌরবসেনা অতিক্রমণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় সেনাগণ মৃগবিঘাতী শার্দ্দূল সদৃশ বিচিত্র কবচ ও ধ্বজসম্পন্ন নরশার্দ্দূল বৃষ্ণিবীরকে দর্শন করিয়া সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। সুবর্ণাঙ্গদ, সুবর্ণশিরস্ত্রাণ ও সুবর্ণধ্বজ পরিশোভিত মহাবীর সাত্যকি রথোপরি সুবর্ণ শরাসন

সঞ্চালন পূর্ব্বক মেরুশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদীয় শরাসন মণ্ডল শরৎকালীন সমুদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বিরাজমান হইতে লাগিল। মত্তমাতঙ্গগামী বৃষস্কন্ধ বৃষভাক্ষ নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি গোগণমধ্যস্থ বৃষের ন্যায় ও যূথ মধ্যবর্ত্তী প্রভিন্ন মাতঙ্গের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে শোভমান হইতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য, ভোজভূপতি জলসন্ধ ও কাম্বোজগণের দুস্তর সৈন্য এবং মহাবীর হার্দ্দিক্যকে অতিক্রম পূর্ব্বক দুস্তর কৌরবসৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হইলে, রাজা দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, শকুনি, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ ও ক্রথ প্রভৃতি কৌরবযোধগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধারুণনেত্রে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনন্তর পর্ব্বকালীন পবনোদ্ধূত অর্ণবের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। শিনিবংশাবতংস সাত্যকি ঐ বীরগণকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সারথিরে অশ্ব চালনের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক সস্মিতমুখে কহিলেন, হে সূত! ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গিণী সেনা রথঘোষে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত, সাগরসমবেত সমুদয় ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিকম্পিত করত আমার সম্মুখে আগমন করিতেছে। বেলাভূমি যেমন পৌর্ণমাসীতে সংক্ষুব্ধ সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ আমিও ঐ সৈন্যসাগর নিবারিত করিব। আমার দেবরাজ সদৃশ পরাক্রম সন্দর্শন কর; এক্ষণে আমি সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা বিপক্ষবাহিনী বিদীর্ণ করিয়া তোমারে স্বীয় পুরন্দর সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছি।

তুমি অচিরাৎ এই চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে মদীয় অনল সদৃশ শরনিকরে নিহত অবলোকন করিবে। মহাবলশালী সাত্যকি সারথিকে এই কথা কহিতেছিলেন; এমন সময়ে যুযুৎসু সৈনিকগণ ধাবিত হও, জয় লাভ কর, অবস্থান পূর্ব্বক অবলোকন কর; এইরূপ ননাবিধ শব্দ করিতে করিতে মহাবীর সাত্যকির অভিমুখীন হইল। সেই সময় শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা শক্রপক্ষীয় অসংখ্য বীর, ত্রিশত অশ্ব ও চারিশত কুঞ্জরকে সমাহত করিলেন। মহাবীর সাত্যকির সহিত কৌরবগণের এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, বোধ হইল যেন, দেবাসুর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। বৃষ্ণিবীর সাত্যকি সেই জলদজাল সদৃশ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হুতাশনস্পর্শ শরজালে অনেকের জীবন বিনষ্ট করিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকির একটি শরও বিফল হইল না; তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল।

এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি বেলাস্বরূপ হইয়া সেই অসংখ্য হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল, পদাতিরূপ তরঙ্গ সমাকীর্ণ কৌরব সেনারূপ মহাসাগর নিবারণ করিলেন। ঐ চতুরঙ্গিণী কৌরব বাহিনী সত্যকির সায়ক সমূহে নিপীড়িত ও শঙ্কিত হইয়া শীতার্দ্দিত গোগণের ন্যায় ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই সময় এমন কোন পদাতি, রথ, হস্তী, অশ্ব বা অশ্বারোহী দৃষ্টিগোচর হইল না যে, তাহারা সাত্যকির শর সমূহে বিদ্ধ হয় নাই। সাত্যকি নির্ভয়চিত্তে লঘুহস্ততা ও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যেরূপ সৈন্যগণকে নিহত করিলেন, মহাবীর অর্জ্জুনও তদ্রূপ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন নাই।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রথমতঃ তিন ও তৎপরে আট শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথি

ও চারিশরে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন ষোড়শ, শকুনি পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেন পাঁচ ও দুঃসহ পঞ্চদশ শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণি-প্রবর সাত্যকি শরবিদ্ধ হইয়া গর্ব্বিতচিত্তে তিন তিন সুশাণিত শরে সমস্ত শত্রুদিগকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সমরক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শকুনির শরাসন ও শরমুষ্টি ছেদন করত দুর্য্যোধনকে তিন, চিত্রসেনকে এক শত, দুঃসহকে দশ ও দুঃশাসনকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় শকুনি অন্য শরাসন গ্রহণ করত প্রথমতঃ আট ও তৎপরে পাঁচ শর পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে দুঃশাসন দশ, দুঃসহ তিন ও দুর্ম্মুখ দ্বাদশ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধনও সাত্যকিরে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিয়া শাণিত তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে মহারথ সাত্যকি ঐ সমস্ত বীরগণকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনের সারথির প্রতি ভল্লাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সারথি শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া ধরাতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অশ্বগণ সারথিশূন্য হইয়া দ্রুতবেগে রণস্থল হইতে দুর্য্যোনকে অপনীত করিল। সেই সময় অন্যান্য বীরগণও তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি সেই সকল বীরগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত তীক্ষ্ণ শরজালে তাহাদিগকে বিদারণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের রথাভিমুখে মহাবেগে গমন করিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ তাঁহারে লঘুহস্তে শরগ্রহণ, সারথির সংরক্ষণ ও আত্মরক্ষা করিতে অবলোকন করিয়া ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হেসঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি কৌরব সৈন্যগণকে বিদারণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের রথাভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হইলে আমার নির্লজ্জ তনয়গণ কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল? অর্জ্জুন সদৃশ সাত্যকি সংগ্রামে উপনীত হইলে তাহারা মুমূর্ষু হইয়া কি প্রকারে সেই নিদারুণ সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিল? ঐ সমস্ত সমর পরাজিত বীরগণই বা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমার পুত্রগণ জীবিত থাকিতে সাত্যকি কি প্রকারে সংগ্রামে অগ্রসর হইল? এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট বর্ণন কর। হে বৎস! সাত্যকি একাকী শত্রুপক্ষীয় অসংখ্য মহারথের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিতেছে, তোমার নিকট এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে; আমার পুত্রগণের প্রতি দৈব নিতান্ত প্রতিকূল হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আমার সৈন্যগণ সমস্ত পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, একমাত্র সাত্যকি অপেক্ষাও কি বলহীন হইল? এক্ষণে স্পষ্টই জ্ঞান হইতেছে, সাত্যকি একাকিই সমরবিশারদ কৃতী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিয়া পশুঘাতী সিংহের ন্যায় আমার পুত্রদিগকে নিহত করিবে। যখন কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ কোন ক্রমেই সাত্যকিরে সংহার করিতে পারেন নাই, তখন সে নিশ্চয়ই আমার পুত্রদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক; মহাবীর সাত্যকি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছেন, মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ও তদ্রূপ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! কেবল আপনার কুমন্ত্রণা ও

দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধিই এই ঘোরতর জনক্ষয়ের কারণ। এক্ষণে যে সমুদয় ঘটনা হইয়াছে, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি; অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। সংশপ্তকগণ আপনার পুত্রের শাসনানুসারে সংগ্রামে দৃঢ়চিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার উপনীত হইল, তিন সহস্র শক, কাম্বোজ, বাহ্লিক, যবন, পারদ, কুলিঙ্গ, তুঙ্গণ, অম্বষ্ঠ, পিশাচ, বর্ব্বর ও পাষাণহস্ত পার্ব্বতীয়গণ এবং পঞ্চ শত মহাবীর দুর্য্যোধনকে অগ্রসর করিয়া অনলপতনোন্মুখ শলভের ন্যায় সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন মহাবীরগণ সহস্র রথ, শত মহারথ, সহস্র হস্তী ও দ্বিসহস্র অশ্ব সমভিব্যাহারে বহুবিধ শর বর্ষণ করত তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। দুঃশাসন ঐ সমস্ত বীরগণকে সাত্যকির সংহারার্থ অনুমতি করিয়া তাঁহারে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শিনিবংশাবতংস সাত্যকি একাকী সেই সমস্ত বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া অসংখ্য রথ, গজ, গজারোহী, অশ্বারোহী ও দস্যুগণের জীবন সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরজালে বিমথিত চক্র, আয়ুধ, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, কুঞ্জর, ধ্বজ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, মাল্য, বস্ত্র, আভরণ ও রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ ইতস্তত নিপতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন শরৎকালীন গ্রহগণ পরিবৃত গগনমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইল। অঞ্জন, বামন, সুপ্রতীক, মহাপদ্ম ও ঐরাবত প্রভৃতি মহাগজের বংশোদ্ভব পর্ব্বতাকার মাতঙ্গগণ সমরে নিপতিত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিল। মহাবীর সাত্যকি শর প্রয়োগানভিজ্ঞ বহুসংখ্যক পার্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও বাহ্লিকগণ নানা দেশীয় নানা জাতীয় পদাতিগণ এবং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বগণের জীবন সংহার করিতে লাগিলেন।

সৈন্যগণ এই রূপে নিহত হইলে হতাবশিষ্ট সেনাগণ

পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তাহাদিগকে ভগ্ন অবলোকন করিয়া দস্যুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মানভিজ্ঞগণ! তোমরা কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ, তোমরা পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তাহারা দুঃশাসনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও নিবৃত্ত হইল না। ঐ সময় দুঃশাসন পাষাণবর্ষী পার্ব্বতীয়গণকে সংগ্রামার্থ প্রেরণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা পাষাণযুদ্ধে সুনিপুণ, কিন্তু সাত্যকি ঐ যুদ্ধ কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নহে; অতএব তোমরা পাষাণ দ্বারা সত্বরে উহার প্রাণ সংহার কর। কৌরবগণ পাষাণ যুদ্ধে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা ঐ যুদ্ধে পারদর্শী হইলে তোমাদিগের সাহায্য করিতেন; অতএব তোমরা সত্বরে ধাবমান হও। পর্ব্বতবাসীগণ দুঃশাসনের আদেশানুসারে সেই সাত্যকি শরার্দ্দিত সৈন্যগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া কুঞ্জরমস্তক সদৃশ উপলখণ্ড গ্রহণ ও উত্তোলন করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অন্যান্য সৈন্যগণ দুঃশাসনের আদেশানুসারে সাত্যকির সংহারার্থ ক্ষেপণীয় দ্বারা দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছিত করিল। শিনিপ্রবীর সাত্যকি তাহাদিগকে শিলাবর্ষণ করত আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত শর ও নাগসদৃশ নারাচাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত পাষাণ সমস্ত চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। প্রস্তর চূর্ণ সমুদয় খদ্যোত রাশির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অসংখ্য সৈন্যের জীবন সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সমরাঙ্গনে হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। তখন প্রথমত পঞ্চশত শিলাবর্ষী বীরপুরুষ সাত্যকি শরে ছিন্নবাহু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তৎপরে একাধিক শত সহস্র বীর সাত্যকিকে আহত না করিয়াই তাঁহার শরে ছিন্ন বাহু হইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত ধরাতলে

নিপতিত ও বিনষ্ট হইল। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি বহুসংখ্যক পাষাণ যুদ্ধবিশারদ পার্ব্বতীয় বীরগণের জীবন সংহার করত সকলকে চমৎকৃত করিলেন।

সেই সময় শূলধারী অসংখ্য দরদ, তুঙ্গণ, খশ, লম্পক ও পুলিন্দগণ সমবেত হইয়া চতুর্দ্দিকে শিলা বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর সাত্যকিও নারাচাস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত প্রস্তর ভেদ করিতে লাগিলেন। তখন শাণিত শর দ্বারা ভিদ্যমান পাষাণের শব্দ আকাশমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইয়া রণ ভূমিস্থিত রথী, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিগণকে ভীত এবং বিদ্রাবিত করিল। মনুষ্য, অশ্ব ও গজগণ শিলাচূর্ণে আচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমরদংশিতের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইল। তখন হতাবশিষ্ট রুধিরাপ্লুত ভিন্ন মস্তক গজগণ যুযুধানের রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পর্ব্বকালে সমুদ্রের যে প্রকার শব্দ হইয়া থাকে, সাত্যকি শরার্দ্দিত কৌরব সৈন্যগণের সেই রূপ মহাশব্দ হইতে লাগিল।

হে রাজন্! সেই সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সূত! সাত্বতবংশীয় মহারথ সাত্যকি ক্রোধপূর্ণ হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে নানা প্রকারে বিদীর্ণ করত সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। বোধ হয়, সাত্যকি শিলাবর্ষী যোদ্ধৃবর্গের সহিত সমাগত হইয়াছে, অতএব তুমি শীঘ্র তথায় রথ সঞ্চালন কর। ঐ দেখ, পলায়নপর অশ্বগণ শস্ত্রহীন ও বর্ম্মবিহীন রথিগণকে রণক্ষেত্র হইতে অপনীত করিতেছে; সারথিরা কোন রূপেই উহাদিগকে সংযমন করিতে সমর্থ হইতেছে না। তখন সারথি শস্ত্রধর প্রধান দ্রোণাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, আয়ুষ্মন্! ঐ দেখুন,

কৌরবপক্ষীয় সেনা ও যোদ্ধৃবর্গ সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে; এ দিকে মহাবল পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার বিনাশ কামনায় আগমন করিতেছে; সাত্যকিও অতিদূর দেশে গমন করিয়াছে; অতএব এক্ষণে তাহার নিকটে গমন করা অথবা এই স্থানে অবস্থান করা এ উভয়ের যাহা কর্ত্তব্য হয়, অবধারণ করুন। তাঁহাদের উভয়ের এইরূপ কথোপ-কথন হইতেছে, এমন সময়ে মহাবীর সাত্যকি সেই রথি-গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। রথিগণ সমরে যুযুধানের শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহার রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণ-সৈন্য মধ্যে পলায়ন করিতে লাগিল। দুঃশাসন যে সমস্ত রথীগণের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, তাহারা ভীত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল।

—•—

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুঃশাসনের রথ সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুঃশাসন! রথিগণ কি নিমিত্ত পলায়ন করি-তেছে? মহারাজের কুশল ত? সিন্ধুরাজ ত জীবিত আছেন? তুমি রাজতনয়, রাজ সহোদর ও একজন মহারথ; তবে কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া কৌথরাজ্যে অভিষিক্ত হও। তুমি পূর্ব্বে দ্রৌপদীরে কহিয়া-ছিলে; যে রে দাসি! আমরা তোকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়াছি, অতএব এক্ষণে তুই স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আমার

জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা দুর্য্যোধনের বস্ত্র বহন কর্; তোর পতিগণ ষণ্ডতিল সদৃশ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। তাহারা আর জীবিত নাই। হে যুবরাজ! পূর্ব্বে দ্রুপদ তনয়াকে এইরূপ বলিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সমর পরিহার পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ? তুমি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর বৈরোৎপাতের মূলীভূত; কিন্তু এক্ষণে রণস্থলে একমাত্র সাত্যকিরে অবলোকন করিয়া কিনিমিত্ত ভীত হইতেছ? পূর্ব্বে দ্যূত ক্রীড়াকালে অক্ষ গ্রহণ করিয়া কি জানিতে পার নাই যে এই অক্ষই পরিণামে ভীষণ ভুজঙ্গমাকার শররূপে পরিণত হইবে; তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি বহু প্রকার অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে, দ্রুপদ রাজতনয়া তোমার নিমিত্তই সাতিশয় ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়াছেন; হে মহারথ! এক্ষণে তোমার সে মান, সে দর্প ও সে বীর্য্য কোথায়? তুমি সর্পসদৃশ পাণ্ডবগণকে রোষিত করিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? তুমি দুর্য্যোধনের সাহসী ভ্রাতা ইহায়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলে কুরুরাজের এবং কৌরব পক্ষীয় বীর গণের নিতান্ত শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল। হে বীর! আজি স্বীয় বাহুবলে এই ভয়ার্ত্ত কৌরব সৈন্যগণকে রক্ষা করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি তাহা না করিয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল বিপক্ষগণের হর্ষোৎপাদন করিতেছ। হে শক্রন্তপ! তুমি সেনাপতি হইয়া ভীতচিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলে, আর কোন্ ব্যক্তি রণভূমিতে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে? হে কৌরব! তুমি অদ্য একমাত্র সাত্যকির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পলায়ন করিতেছ, কিন্তু গাণ্ডীব ধন্বা অর্জ্জুন মহাবীর ভীমসেন ও মাদ্রীতময় নকুল ও সহদেবের সহিত রণস্থলে সাক্ষাৎ হইলে কি করিবে? সাত্যকির শরজাল,

মহাবীর ধনঞ্জয়ের সূর্য্যানল সদৃশ শরজালের সমান নহে। তুমি ঐ শর সমূহের আঘাতেই ভীতচিত্তে পলায়ন করিলে? যদি পলায়নে একান্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তাহা হইলে মহাবাহু ধনঞ্জয়ের নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত পন্নগাকার নারাচ তোমার দেহ মধ্যে প্রবেশ না করিতে করিতে, মহাবীর পাণ্ডবগণ তোমাদের শত ভ্রাতাকে সংহার করিয়া রাজ্য গ্রহণ না করিতে করিতে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং সংগ্রাম-বিজয়ী বাসুদেব ক্রুদ্ধ না হইতে হইতে ও মহাবীর ভীম-সেন এই মহতী চমূমধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক তোমার ভ্রাতৃ-গণকে কৃতান্ত সদনে প্রেরণ না করিতে করিতে তুমি পাণ্ডব গণের সহিত সন্ধি স্থাপন করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান কর। পূর্ব্বে মহামতি ভীষ্ম তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলেন, যে সমরস্থলে পাণ্ডবগণকে কোন ক্রমেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। কিন্তু মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের তাহাতে সম্মতি হয় নাই। অতএব তুমি ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক যত্নসহকারে পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এবং সাত্যকি যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, সত্বরে সেই স্থলে গমন কর, নচেৎ সমস্ত সৈন্য পলায়ন করিবে।

হে রাজন্! আপনার তনয় দ্রোণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। আচার্য্যের বাক্য সকল যেন তাঁহার শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তিনি এইরূপ ভান করিয়া অপ্রতিনিবৃত্ত ম্লেচ্ছগণের সহিত যে পথে সাত্যকি গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন। তথায় সাত্যকির সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। এ দিকে মহাবীর আচার্য্য দ্রোণ সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া বেগসহকারে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন,

এবং তাঁহাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অসংখ্য বীরগণকে বিদ্রাবিত করত স্বীয় নাম বিশ্রাবিত করিয়া পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর দ্যুতিমান্ পাঞ্চাল তনয় বীরকেতু সৈন্য বিজয়ী দ্রোণাচার্য্যকে আহ্বান পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া একশরে তাঁহার ধ্বজ ও সাত শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ দ্রোণাচার্য্য সাতিশয় যত্ন করিয়াও বীরকেতুকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ঐ সময় ধর্ম্মরাজের বিজয়াভিলাষী পাঞ্চালগণ সমরাঙ্গনে আচার্য্যকে রুদ্ধ দেখিয়া সকলে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনল সদৃশ সুদৃঢ় শত শত তোমর ও বহুবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদিগের ঐ শর সমূহ আচার্য্যের শর জালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গগনমণ্ডলে মারুতাহত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য মার্ত্তণ্ড ও পাবক সদৃশ অতি ভীষণ শর সন্ধান পূর্ব্বক বীরকেতুর প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। আচার্য্য নিক্ষিপ্ত শর বীরকেতুর কলেবর বিদারণ পূর্ব্বক শোণিতসিক্ত হইয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। পাঞ্চাল তনয় বীরকেতুও বাতাহত চম্পকতরু যেরূপ শৈলাগ্র হইতে নিপতিত হয়, সেইরূপ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এইরূপে ধনুর্দ্ধর মহাবল পরাক্রান্ত রাজতনয় বীরকেতু বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালগণ অবিলম্বে চতুর্দ্দিক্ হইতে আচার্য্যকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর সুধর্ম্মা, চিত্রকেতু, চিত্রকর্ম্মা ও চিত্ররথ ভ্রাতৃনিধনে সাতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া আচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে প্রাবৃট্কালীন সলিলধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শর বর্ষণ

পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। দ্বিজবর দ্রোণ ঐ মহাবীর ভূপাল তনয়গণের শরজালে বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবার মানসে ক্রোধকম্পিত কলেবরে তাহাদের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল রাজপুত্রগণ আচার্য্যের আকর্ণ পূরিত শরাসন নির্ম্মুক্ত শরসমূহে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। মহাযশস্বী দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগকে বিমোহিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত তাহাদিগের অশ্ব, রথ, ও সারথিকে সংহার পূর্ব্বক ভল্ল ও নিশিত শরনিকরে তাঁহাদিগের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজতনয়গণ এইরূপে আচার্য্যের শরে নিহত হইয়া দেবাসুর রণস্থলস্থিত দানবগণের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া দুরাসদ সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন বিঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি নিশিত শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে সমাচ্ছাদিত হইলে সমরাঙ্গনে সহসা হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। কিন্তু মহারথ দ্রোণাচার্য্য তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া ঈষৎ হাস্য করত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব নবতি শর পরিত্যাগ করিলে, মহাযশস্বী ভারদ্বাজ সেই শর সমূহে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধারুণলোচনে শরাসন পরিত্যাগ করিয়া করবারি ধারণ করত তাঁহার মস্তক

ছেদন করিবার মানসে তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় রথ হইতে তাঁহার রথে আরোহণ করিলেন। তৎকালে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য চেতনা লাভ পূর্ব্বক বধাভিলাষী ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া পুনরায় শরাসন গ্রহণ করত আসন্ন যুদ্ধোপযোগী বিতস্তি প্রমাণ শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার শরে বিদ্ধ হইয়া অবিলম্বে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় রথে আরোহণ ও মহা শরাসন গ্রহণ করত আচার্য্যকে শরবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্যও তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রৈলোক্যাভিলাষী দেবরাজ ও প্রহ্লাদের ন্যায় ঐ বীরদ্বয়ের অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ রণবিশারদ মহাবীরদ্বয় বিচিত্রমণ্ডল ও যমক প্রভৃতি বহুবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ পর্য্যটন করত শরজালে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে বীরগণকে বিমোহিত করিয়া প্রাবৃট্কালীন জলদনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় শর সমূহ বর্ষণ করত একবারে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। তত্রত্য সমস্ত ক্ষত্রিয় ও সৈনিক বীরপুরুষগণ ঐ অদ্ভুত যুদ্ধের ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ, যখন আচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন উনি নিশ্চয়ই আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবেন। এই বলিয়া চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের পরিপক্ক ফলের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ সারথিশূন্য হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। তখন মহারথ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। প্রবল প্রতাপ শত্রুনিসূদন ভারদ্বাজ

এইরূপে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে পরাভব করিয়া পুনরায় স্বীয় ব্যূহ মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! এ দিকে দুঃশাসন ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক সৈনেয়ের প্রতি ধাবমান হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে ষষ্টি ও তৎপরে ষোড়শ শরে সমাহত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাঁহার শরে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভরতাগ্রগণ্য দুঃশাসন বহু দেশীয় মহাবীরগণের সহিত মিলিত হইয়া সায়ক সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক জলদনিঃস্বন গভীরগর্জ্জনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধচিত্তে ধাবমান হইয়া শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। দুঃশাসনের অগ্রবর্ত্তী অন্যান্য বীরগণ সাত্যকির শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীতচিত্তে আপনার পুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় একাকী দুঃশাসন নির্ভয়চিত্তে সমরাঙ্গনে অবস্থান পূর্ব্বক সাত্যকিকে শরবিদ্ধ করত তাঁহার অশ্বগণের প্রতি শত বাণ পরিত্যাগ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শত্রুনিসূদন সাত্যকি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃশাসনের রথ, সারথি ও ধ্বজ অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। এবং ঊর্ণনাভ যেরূপ সমাগত মশককে স্বীয় জালে জড়িত

করে, তিনিও সেইরূপ দুঃশাসনকে শরজালে জড়িত করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! তখন রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে শরাচ্ছাদিত অবলোকন করিয়া যুদ্ধবিশারদ তিন সহস্র ক্রূরকর্ম্মা ত্রিগর্ত্তকে সাত্যকির সহিত সংগ্রামার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা দুর্য্যোধনের অনুমতিক্রমে তথায় গমন পূর্ব্বক দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা সাত্যকিরে অবরোধ করিতে লাগিল। ঐ সময় শিনিবংশাবতংস সাত্যকি ঐ শরবর্ষী ত্রিগর্ত্তদিগের প্রধানতম পাঁচ শত যোদ্ধাকে সংহার করিলেন। তাহারা বায়ুবেগভগ্ন বিপুল বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। যুযুধানের শরে নিকৃত্ত, রুধিরাক্তকলেবর অসংখ্য কুঞ্জর, ধ্বজ ও সুবর্ণাভরণমণ্ডিত তুরঙ্গমগণ নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি বিকসিত কিংশুক সমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা সকল সাত্যকির শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন কুঞ্জরের ন্যায় নিঃসহায় হইয়া পড়িল। মহোরগগণ যেরূপ গরুড়ভয়ে ভীত হইয়া বিবর মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ঐ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সাত্যকির ভয়ে ভীত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট পলায়ন করিল।

এইরূপে বৃষ্ণিবীর সাত্যকি আশীবিষ সদৃশ সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা পাঁচ শত যোদ্ধাকে নিপাতিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অর্জ্জুন সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আপনার পুত্র দুঃশাসন সন্নতপর্ব্ব নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও রুক্মপুঙ্খ সুশাণিত পাঁচ শরে তাঁহাকে আঘাত করিলেন। তখন দুঃশাসন হাসিতে হাসিতে সাত্যকিকে তিন শরে সমাহত করিয়া পুনরায় পাঁচ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবলাশলী সাত্যকি তদ্দর্শনে

ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপর পাঁচ শর পরিত্যাগ ও তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করত সহাস্যমুখে অর্জ্জুনের নিকট ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে লৌহময়ী এক শক্তি নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর সাত্যকি অবিলম্বে কঙ্কপত্র যুক্ত সুতীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা ঐ ভীষণ শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অমিততেজা দুঃশাসন অন্য এক কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক শরনিকরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি তাঁহার ঐ সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে অনল শিখাকার বহুল শর নিক্ষেপ করত পুনরায় আট শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন বিংশতি শর দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য সাত্যকি দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলে সন্নতপর্ব্ব তিন শর পরিত্যাগ করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়কনিকরে তাহার অশ্ব ও সারথিকে নিহত করিলেন। এবং এক ভল্লে তাঁহার শরাসন, পাঁচ ভল্লে শরমুষ্টি, দুই ভল্লে ধ্বজ ও রথশক্তি ছেদন পূর্ব্বক অন্যান্য শাণিত শরে তদীয় পৃষ্ঠরক্ষক দ্বয়কে সংহার করিলেন। ত্রিগর্ত্ত সেনাপতি মহাবীর দুঃশানকে ছিন্ন শরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি অবলোকন করিয়া অবিলম্বে স্বীয় রথে আরোপিত করত যুদ্ধস্থল হইতে অপসারিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসনের নিধন বাসনায় ক্ষণকাল তাহার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু ভীমকর্ম্মা ভীমসেন সভামধ্যে সর্ব্ব সমক্ষে আপনার পুত্রগণকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন স্মরণ করিয়া আর তাঁহাকে প্রহার করিলেন না। হে রাজন্! শিনি বংশাবতংস সত্যপরাক্রম সাত্যকি দুঃশাসনকে পরা-

জিত করিয়া যে পথ দিয়া মহারথ ধনঞ্জয় গমন করিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার সৈন্যমধ্যে কি এমন কোন মহারথ ছিল না যে, সেই ধনঞ্জয় সমীপগামী সাত্যকিকে প্রহার বা নিবারণ করে? ইন্দ্রসমপরাক্রম সত্যবিক্রম সাত্যকি, দানবনিহন্তা দেবরাজের ন্যায় কি রূপে একাকী রণস্থলে সেই বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করিল? কিম্বা সাত্যকি কৌরবসেনা বিমর্দ্দিত করত পথ শূন্য করিয়া গমন করিয়াছিল? তাহাকে তথায় আক্রমণ করে, এরূপ কেহই ছিল না। যাহা হউক, সাত্যকি একাকী কি রূপে সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাত্মাদিগকে অতিক্রম করিয়া গমন করিল, তাহা বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনার সেনামধ্যে বহুসংখ্যক রথ, হস্তী, অশ্ব, ও পদাতি বিদ্যমান ছিল। তাহাদিগের পরাক্রম দর্শন ও কোলাহল শ্রবণ করিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন যুগান্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। প্রতি দিন আপানার সৈন্যগণের যেরূপ ব্যূহ হইত, বোধ করি পৃথিবীতলে এরূপ ব্যূহ আর কোথাও হয় নাই। সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ ও চারণগণ ঐ সকল ব্যূহ অবলোকন করিয়া কহিয়াছিলেন যে, এরূপ ব্যূহ আর কখন হইবে না। বিশেষতঃ জয়দ্রথ বধ কালে দ্রোণাচার্য্য যেরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেরূপ ব্যূহ আর কখনই দৃষ্টিপথে

নিপতিত হয় নাই। ঐ ব্যূহমধ্যে পরস্পর ধাবমান সেনাগণের প্রবল বায়ুসমাহত সাগর ধ্বনির ন্যায় শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। হে নররাজ! কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সৈন্যমধ্যে অসংখ্য মহীপালগণ সমবেত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ভীষণ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইঁহারা সকলেই সৈন্যগণকে কহিতে লাগিলেন, হে যোধগণ! তোমরা অবিলম্বে আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও। অমিততেজা ধনঞ্জয় ও সাত্যকি শত্রুকুলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহারা যাহাতে অচিরাৎ অনায়াসে জয়দ্রথের প্রতি গমন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। অদ্য মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকি নিহত হইলে, কৌরবগণ কৃতার্থ হইবে এবং আমরাও পরাজিত হইব। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া, প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ মহাসাগরকে বিক্ষোভিত করে, তদ্রূপ কৌরব সেনাগণকে বিক্ষোভিত কর। মহাতেজা সৈন্যগণ এই রূপ আদিষ্ট হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌরবগণকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা সুহৃদের হিতসাধনার্থ অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া স্বর্গগমনে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইল না। কৌরব যোধগণ যশোলাভে সমুৎসুক হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! সেই লোমহর্ষণ ঘোরতর সময়ে মহাবীর সাত্যকি কৌরবসৈন্যগণকে পরাজিত করত ধনঞ্জয় সমীপে গমন করিলেন। বিচিত্রপ্রভ কবচ সমূহে দিনকরকিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে সৈন্যগণের দৃষ্টি রোধ হইতে লাগিল। সেই সময় মহাবলশালী দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া ত সমর পরিত্যাগ করে নাই? একে বহু ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম, তাহাতে আবার রাজা; বিশেষতঃ ইনি চিরকাল পরমসুখে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। অতএব জ্ঞান হয়, তাঁহার বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনার তনয় একাকী অনেকের সহিত অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। যেরূপ মত্তমাতঙ্গ কমল সমূহকে আলোড়িত করে, সেইরূপ মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন ও পাঞ্চালগণ সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া সকলেই সমরাঙ্গনে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুল ও সহদেবকে তিন তিন, যুধিষ্ঠিরকে সাত, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীরে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি এবং দ্রুপদপুত্রদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য কুঞ্জরারোহী ও রথারোহী বীরদিগকে সুশাণিত শরাঘাতে প্রজান্তকারী কৃতান্তের ন্যায় বিনাশ করিলেন। তিনি কোন্ সময় শর সন্ধান, কখন শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল এইমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল যে, তিনি শিক্ষানৈপুণ্যে ও অস্ত্রবলে শত্রুগণকে সংহার ও শরাসন মণ্ডলীকৃত করত অবস্থিতি করিতেছেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দুই ভল্লাস্ত্রে দুর্য্যোধনের ঐ বৃহৎ শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। শর সকল দুর্য্যোধনের বর্ম্ম স্পর্শমাত্রে ভগ্ন ও ভূতলে নিপতিত হইল। তৎকালে দেবগণ যেরূপ বৃত্রাসুর বধ সময়ে দেবরাজকে বেষ্টন করিয়াছিলেন; পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরকে সেইরূপ বেষ্টন

করিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন অন্য শরাসন গ্রহণ করত তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যেরূপ পর্ব্বত প্রচণ্ড মারুতবেগ সঞ্চালিত মেঘাবলিরে নিবারণ করে, সেইরূপ পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তৎকালে কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণের অতি ভয়াবহ লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সমরাঙ্গন মৃতদেহে শ্মশানতুল্য হইয়া উঠিল। সেই সময় মহাবাহু ধনঞ্জয় যে দিকে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে লোমহর্ষকর মহান্ কোলাহল ধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় ও সাত্যকি এইরূপে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের সহিত এবং ব্যূহদ্বারাবস্থিত আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডবসৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের ক্রোধ নিবন্ধন ভয়ঙ্কর জনক্ষয় সমুপস্থিত হইল।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর অপরাহ্নকালে পুনর্ব্বার সোমকদিগের সহিত আচার্য্যের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আপনার হিতাভিলাষী মহাধনুর্দ্ধর বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য শোণাশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক মন্দবেগে পাণ্ডবগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া বিচিত্রপুঙ্খ নিশিত শরনিকরে প্রধান প্রধান যোধগণকে বিদ্ধ করত সমরা-

ঙ্গনে নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন কেকয়-দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণবিশারদ মহাবীর বৃহৎ-ক্ষত্র যেরূপ মহামেঘ গন্ধমাদনে সলিল বর্ষণ করে, সেই-রূপ আচার্য্যের প্রতি সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমূহ বর্ষণ করত তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন। আচার্য্য তাহার শরা-ঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধযুক্ত আশীবিষ সদৃশ সুশাণিত হেমপুঙ্খ পঞ্চদশ শর নিক্ষেপ করিলে, মহা-বাহু বৃহৎক্ষত্র আচার্য্য নিক্ষিপ্ত সেই শর সমুদায়ের প্রত্যে-ককে পাঁচ পাঁচ শরে ছেদন করিলেন। দ্বিজাগ্রগণ্য দ্রোণা-চার্য্য তাঁহার হস্তলাঘব দর্শন করিয়া হাস্যমুখে পুনরায় সন্নত-পর্ব্ব আট বাণ পরিত্যাগ করিলে, বৃহৎক্ষত্র আচার্য্যনির্ম্মুক্ত শর সকল সমাগত দেখিয়া নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ বৃহৎক্ষত্রের ঐ দুষ্কর কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন দ্রোণাচার্য্য বৃহৎক্ষেত্রকে প্রশংসা করিয়া তাঁহার প্রতি অতি দুর্দ্ধর্ষ দিব্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মহাবাহু বৃহৎক্ষত্র সত্বরে স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আচার্যের ব্রহ্মাস্ত্র ছেদন করিয়া ষষ্টিসংখ্যক হেমপুঙ্খ নিশিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বীরবরা-গ্রগণ্য দ্রোণ বৃহৎক্ষত্রের প্রতি শাণিত নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। নারাচ বৃহৎক্ষত্রের গাত্রাবরণ ও কলেবর ভেদ করত কালভুজঙ্গ যেরূপ বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ধরাতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর বৃহৎক্ষত্র আচার্য্য সায়কে দৃঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে লোচন ঘূর্ণিত করত নিশিত সপ্ততি শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার সার-থিকে সাতিশয় নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বৃহৎক্ষত্রের শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া শাণিত বিশিখ

প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহারে ব্যাকুলিত করিয়া চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে সংহার করিলেন। এবং এক বাণে সারথিকে বিনষ্ট, অন্য দুই শরে ছত্র ও ধ্বজ ছেদন, এবং সুপ্রহিত নারাচাঘাতে বৃহৎক্ষত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করত তাঁহারে ভূতলে নিপাতিত করিয়া ফেলিলেন।

এই প্রকারে কেকয় বংশোদ্ভব মহারথ বৃহৎক্ষত্র নিহত হইলে, শিশুপালতনয় ধৃষ্টকেতু রোষপরবশ হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! বর্ম্মধারী দ্রোণ সমস্ত কৈকেয়গণ ও পাঞ্চালসৈন্যগণকে নিপাতিত করত যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় রথ সঞ্চালন কর। সারথি ধৃষ্টকেতুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কাম্বোজদেশীয় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহারে দ্রোণাচার্য্যের সমীপে আনীত করিল। বলোন্মত্ত চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অনল পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় জীবন পরিত্যাগের নিমিত্ত আচার্য্যাভিমুখে গমন করিয়া ষষ্টি শরনিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে এবং তাঁহার রথ, ধ্বজ ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করত পুনরায় তাঁহার প্রতি অসংখ্য তীক্ষ্ণ সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুপ্তব্যাঘ্র প্রবোধিত হইলে যেরূপ ক্রুদ্ধ হয়, মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টকেতুর শরাঘাতে সেইরূপ ক্রোধাশক্ত হইয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন শিশুপালতনয় সত্বরঃ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কঙ্কপত্র শোভিত সায়ক দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ চারি শরে ধৃষ্টকেতুর অশ্ব চতুষ্টয় বিনাশ করিয়া হাস্যমুখে সারথির মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টকেতু শীঘ্র প্রস্তরের ন্যায় সুবর্ণ বিভূষিত ভীষণ গদা গ্রহণ করত লম্ফ প্রদান করিয়া রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং দ্রোণা-

চার্য্যের প্রতি সেই গদা নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গীর ন্যায় ও কালরাত্রির ন্যায় সেই গদা সমাগত দেখিয়া বহুসংখ্যক শর দ্বারা উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই গদা দ্রোণশরাঘাতে ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে ধরাতল প্রতিধ্বনিত হইল। তখন ক্রোধপরায়ণ মহাবীর ধৃষ্টকেতু গদা নিহত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি তোমর ও কনকভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি ও তোমর তার্ক্ষ্য নিকৃত্ত ভুজগদ্বয়ের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের পাঁচ পাঁচ বাণে ছিন্ন ও ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর প্রবল প্রতাপ মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টকেতুর বিনাশ জন্য এক সুতীক্ষ্ণ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণনিক্ষিপ্ত সেই শর অমিত পরাক্রম শিশুপালপুত্রের বর্ম্মাচ্ছাদিত দেহ বিদীর্ণ করিয়া কমলবনগামী হংসের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। এই প্রকারে মহাবীর দ্রোণ ক্ষুধার্ত্ত চাতকের পতঙ্গ বিনাশের ন্যায় ধৃষ্টকেতুকে বিনষ্ট করিলেন।

হে রাজেন্দ্র! চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু বিনষ্ট হইলে তাঁহার তনয় সাতিশয় রোষ পরবশ হইয়া তাঁহার ভার বহনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ মৃগশাবক বিঘাতী মহাবল্ শার্দ্দূলের ন্যায় তাঁহারেও হাস্য করিতে করিতে কৃতান্ত ভবনে প্রেরণ করিলেন।

হে কুরুরাজ! এই প্রকারে পাণ্ডবসৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে, মহাবীর জরাসন্ধতনয় স্বয়ং দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন; এবং জলদজাল যেরূপ দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, সেই রূপ তাঁহাকে শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয় মর্দ্দনকারী মহাবীর দ্রোণ রথস্থ মহারথ জরাসন্ধতনয়ের হস্তলাঘব সন্দর্শন

করিয়া তৎক্ষণাৎ শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাহারে সমাচ্ছন্ন করত সমুদয় ধনুর্দ্ধর সমক্ষে তাঁহার জীবন সংহার করিলেন। হে নরনাথ! সেই সময় রণস্থলে যে সমুদয় বীর সেই কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় নামোল্লেখ করত অসংখ্য শরে পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ নামাঙ্কিত আচার্য্য নির্ম্মুক্ত নিশিত শর সমূহ অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মানবগণকে আহত করিল। দ্রোণ শর নিপীড়িত পাঞ্চালগণ শক্র বিমর্দ্দিত অসুরগণের ন্যায় শীতার্ত্ত-গোগণের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিল।

হে ভরতবংশবতংস! সৈন্যগণ এইরূপে আচার্য্যের শরে বিমর্দ্দিত হইলে, পাণ্ডবদিগের মধ্যে ঘোরতর আর্ত্ত-নাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তৎকালে পাঞ্চাল বংশসম্ভূত মহারথগণ মার্ত্তণ্ডতাপে উত্তাপিত ও দ্রোণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া একান্ত ভীতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। এবং অনেকে বিমোহিত হইলেন। সেই সময় চেদি, সৃঞ্জয়, কাশি ও কোশল দেশীয় বীরগণ শক্তি দ্বারা মহা-দ্যুতি আচার্য্য দ্রোণকে সংহার করিবার মানসে পুলকিত-চিত্তে আজ্ আচার্য্য নিহত হইয়াছেন, এই বাক্য কহিতে কহিতে সংগ্রামার্থ তাঁহার অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য ঐ যত্নশীল বীরদিগকে বিশেষতঃ চেদি-প্রধানগণকে কৃতান্ত ভবনে প্রেরণ করিলেন। চেদি দেশীয় বীরগণ এইরূপে নিহত হইলে পাঞ্চালগণ হীনবল ও আচার্য্য শরে নিপীড়িত হইয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল, এবং তাহার অদ্ভুত কর্ম্ম ও অবয়ব নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মহাবীর ভীম-সেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহ্বান করত চীৎকার করিয়া কহিতে

লাগিলেন। এই ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য নিশ্চয়ই কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। সেই প্রভাবেই যুদ্ধে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীরগণকে দগ্ধ করিতেছেন। ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণগণের তপশ্চরণই সনাতন ধর্ম্ম। কৃতবিদ্য ও তপস্বী দর্শন মাত্রেই লোকদিগকে দগ্ধ করিতে পারেন। বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ দ্রোণাচার্য্যের ভয়াবহ অস্ত্রানলে দগ্ধ হইতেছেন। মহাদ্যুতি দ্রোণ স্বীয় বল ও উৎসাহের অনুরূপ কর্ম্ম করত সকল প্রাণিগণকে মুগ্ধ করিয়া আমাদিগের সৈন্য বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

হে রাজন্! তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ক্ষত্রধর্ম্মা তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধান্ধ আচার্য্যের অভিমুখে গমন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে ক্ষত্রিয়মর্দ্দনকারী দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে শত্রু সৈন্যক্ষয়কর ভাস্বর বেগবান্ সায়ক সন্ধান করত শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক উহা নিক্ষেপ করিলেন। আচার্য্য নিক্ষিপ্ত শর ক্ষত্রধর্ম্মার হৃদয় বিদীর্ণ করত তাঁহারে নিপীড়িত করিয়া ভূতলশায়ী করিল। ধৃষ্টদ্যুম্নতনয় এইরূপে বিনষ্ট হইলে সৈন্য সকল বিকম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর চেকিতান আচার্য্যকে আক্রমণ করত প্রথমতঃ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার বক্ষঃস্থলে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং তৎপরে চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব ও অন্য চারি শরে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য ষোড়শ বাণে চেকিতানের দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিয়া ষোড়শ শরে তাঁহার ধ্বজ ও সাত শরে সারথিকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। সারথি বিনষ্ট হইলে অশ্বগণ তাঁহার রথ লইয়া পলায়ন

করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ চেকিতানের রথ সারথি-শূন্য অবলোকন করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। তৎকালে পঞ্চাশীতিবর্ষ বয়স্ক আকর্ণ পলিত বৃদ্ধ আচার্য্য দ্রোণ চতুর্দ্দিকে সমবেত চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করত ষোড়শ বর্ষীয় যুবার ন্যায় সমরাঙ্গনে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকে কুলিশপাণি দেবরাজের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। অনন্তর মহামতি দ্রুপদরাজ কহিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র যেরূপ লোভাভিভূত হইয়া ক্ষুদ্র মৃগগণকে সংহার করে, এই লুব্ধপ্রকৃতি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণকে নিহত করিতেছেন। পরকালে নিশ্চয়ই উহাঁরে নিরয়গামী হইতে হইবে। এই দুরাত্মার লোভবশতই শত শত প্রধানতম ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট ও শোণিতাক্ত কলেবরে নিকৃত্ত বৃষভের ন্যায় শৃগাল ও কুক্কুরগণের ভক্ষ্য হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। হে রাজন্! অক্ষৌহিণীপতি দ্রুপদরাজ এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণকে অগ্রবর্ত্তী করত সত্বরে দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! পাণ্ডবগণের ব্যূহ এইরূপে আলোড়িত হইলে, তাঁহারা পাঞ্চাল ও সোমকদিগের সহিত অতিদূরে গমন করিলেন। সেই যুগান্তকাল সদৃশ ভয়াবহ লোকবিনাশন লোমহর্ষণ সমরে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য বারংবার সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে এবং পাঞ্চালগণ হীন-

বীর্য্য ও পাণ্ডবগণ সাতিশয় নিপীড়িত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাহারও আশ্রয় লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি কি প্রকারে সমুদয় রক্ষা হইবে, সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মহাবাহু ধনঞ্জয়কে দর্শন করিবার মানসে ব্যাকুলিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই অর্জ্জুন বা বাসুদেবকে দেখিতে পাইলেন না; কেবল অর্জ্জুনের বানরচিহ্নিত ধ্বজদণ্ড দর্শন ও গাণ্ডীবনিস্বন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্ণিপ্রবীর মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকিরে নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু তৎকালে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন না করিয়া কোন ক্রমেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি লোকনিন্দাভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া সাত্যকির রথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মিত্রগণের অভয়দাতা মহাবীর সাত্যকিরে অর্জ্জুনসমীপে প্রেরণ করিয়াছি; পূর্ব্বে আমার মন কেবল অর্জ্জুনের নিমিত্তই ব্যাকুল ছিল; কিন্তু এক্ষণে অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইতেছে। আমি সাত্যকিকে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়া এক্ষণে তাঁহার পাদানুসরণে কাহাকে প্রেরণ করিব? যদি আমি সাত্যকির অনুসন্ধান না করিয়া যত্ন পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের অন্বেষণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সাত্যকিরে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন; অতএব আমি এক্ষণে এই লোকাপবাদ নিরাকরণার্থ মহাবীর ভীমসেনকে সাত্যকির সমীপে প্রেরণ করি। অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয়ের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকির প্রতিও সেইরূপ। আমি তাঁহাকে অতি গুরুতর ভারবহনে

নিযুক্ত করিয়াছি। তিনিও মিত্রের উপরোধেই হউক, বা গৌরব লাভের জন্যই হউক, সমুদ্রমধ্যগামী মকরের ন্যায় কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ঐ সাত্যকির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত অপরাঙ্মুখ যোধগণের ঘোরতর কোলাহল শ্রবণগোচর হইতেছে; অতএব এক্ষণে অবসরোচিত কার্য্য অবধারণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয় ও সাত্যকির নিকট বৃকোদরকে প্রেরণ করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলে বৃকোদরের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। ভীম একাকী স্বীয় ভুজবলে পৃথিবীস্থ সমস্ত বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। আমরা তাঁহার ভুজবলে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও সংগ্রামে অপরাজিত হইয়াছি। অতএব সেই মহাবীর, সাত্যকি ও ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিলে, অবশ্যই তাহারা সহায়সম্পন্ন হইবে। সাত্যকি ও ধনঞ্জয় উভয়েই সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ; বিশেষতঃ কেশব স্বয়ং তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহাদের নিমিত্ত চিন্তা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে; কিন্তু আমার চিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে স্বীয় উৎকণ্ঠা নিরাকরণ করাও আমার কর্ত্তব্য; অতএব আমি সাত্যকির পদানুসরণে ভীমসেনকে প্রেরণ করি; তাহা হইলেই সাত্যকির প্রতিকার বিধান করা হইবে।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মনে মনে এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! তুমি আমাকে লইয়া বৃকোদরের রথাভিমুখে গমন কর। অশ্ববিদ্যাবিশারদ সারথি ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বৃকোদরের নিকট তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিত রথ সমাপনীত করিল। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত অবসর বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান করত কহিলেন, হে বৃকোদর! যে মহাবীর একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব ও দৈত্যগ–

ণকে পরাভব করিয়াছিল, আমি তোমার সেই অনুজ ধনঞ্জয়ের ধ্বজদণ্ড অবলোকন করিতেছি না। যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে এই কথা বলিয়া শোকে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া বিমোহিত হইলেন। মহাবীর বৃকোদর যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত বিমোহিত অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার এ রূপ মোহ আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। পূর্ব্বে আমরা দুঃখে নিতান্ত কাতর হইলে, আপনি আমাদিগকে সান্ত্বনা করিতেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি এক্ষণে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া আমারে আপনার কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অনুমতি করুন। এই অবনীমণ্ডলে আমার অসাধ্য কিছুই নাই। অনন্তর যুধিষ্ঠির বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কালভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অশ্রুপূর্ণলোচনে ম্লানবদনে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! যখন ক্রোধাবিষ্ট বাসুদেবের মুখমারুতপূর্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিস্বন শ্রবণগোচর হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই তোমার অনুজ ধনঞ্জয় বিনষ্ট হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছেন। এবং বাসুদেব ধনঞ্জয়কে নিহত দেখিয়া স্বয়ং সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হে ভীমসেন! পাণ্ডবগণ যাহার বলবীর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, বিপদ্ সময়ে যে মহাবীর আমাদিগের প্রধান আশ্রয়, সেই মহাবল পরাক্রান্ত, মত্তমাতঙ্গ সদৃশ বল সম্পন্ন, প্রিয়দর্শন ধনঞ্জয় জয়দ্রথ সংহারার্থ বহুক্ষণ কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এখনও প্রত্যাগমন করিতেছে না; ইহাই আমার শোকের প্রধান কারণ। মহাবাহু অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিমিত্ত আমার শোক ঘৃতপরিবর্দ্ধিত অনলের ন্যায় বারম্বার প্রজ্বলিত হইতেছে। আমি ধনঞ্জয়ের বানরলাঞ্ছিত ধ্বজ নিরীক্ষণ করিতেছি না। এই নিমিত্তই শোকে নিতান্ত অভিভূত হই

তেছি। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রণবিশারদ বাসুদেব ধনঞ্জয়কে নিহত দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন। মহারথ সাত্যকি তোমার অর্জ্জুনের অনুগামী হইয়াছেন। আমি তাঁহার অদর্শনেও একান্ত বিমোহিত হইতেছি। হে কৌন্তেয়! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; আমার বাক্য প্রতিপালনে যদি তোমার আস্থা থাকে, তবে যেখানে অর্জ্জুন ও সাত্যকি অবস্থান করিতেছে, তুমি তথায় গমন কর। তুমি সাত্যকিকে ধনঞ্জয় অপেক্ষাও স্নেহাস্পদ বিবেচনা করিবে। সেই মহাবীর আমার হিতানুষ্ঠানার্থ সাতিশয় দুর্গম, সামান্য লোকের অগম্য, অতিভীষণ স্থানে ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করিয়াছে। হে বীর! তুমি এক্ষণে সত্বরে গমন কর; বাসুদেব, ধনঞ্জয় ও সাত্যকিকে নিরাপদ দর্শন করিলে, সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে সঙ্কেত করিবে।

—০—

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৃকোদর কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহাদেব যে রথে আরোহণ করিতেন, মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের নিমিত্ত আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যাহা হউক, আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গমন করিতেছি; আপনি আর শোক করিবেন না। আমি তাহাদিগের নিকট গমন করিয়াই আপনাকে সম্বাদ প্রদান করিব।

হে কুরুরাজ! মহাবীর বৃকোদর এই কথা বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সুহৃদ্‌গণের হস্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বার-

ম্বার সমর্পণ পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলেন। পরে তিনি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবীর! মহারথ দ্রোণাচার্য্য ধর্ম্মরাজের গ্রহণার্থ যেরূপ উপায় করিতেছেন, তুমি তাহা সমস্তই বিদিত আছ। এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করা আমার যেরূপ আবশ্যক, ধনঞ্জয়ের নিকটে গমন করা তদ্রূপ নহে। কিন্তু ধর্ম্মরাজ যে সকল কথা কহিলেন, আমি তাহার প্রত্যুত্তর দানে সমর্থ নহি। নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার বাক্য প্রতিপালন করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে যে স্থানে মুমূর্ষু জয়দ্রথ অবস্থান করিতেছে, আমি মহাবীর ধনঞ্জয় ও সাত্যকির পদানুসরণক্রমে সেই স্থানেও গমন করিব। তুমি সাবধানে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবে। তাঁহাকে রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! আমি তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। তুমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া গমন কর। দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত না করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না।

কুণ্ডলযুগল সুশোভিত অঙ্গদ পরিমণ্ডিত তরবারিধারী মহাবীর বৃকোদর এই রূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করত যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দন পূর্ব্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহারে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক শুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বৃকোদর অর্চ্চিত হৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অষ্টবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ করত কৈরাতক মদ্য পান করিলেন। তখন তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ ও তেজোরাশি দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সমীরণ তাঁহার অনুকূল হইয়া বিজয় লাভ সূচনা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ

করিলেন। তিনি মনে মনে বিজয় লাভজনিত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর্ণখচিত মহামূল্য লৌহবিনির্ম্মিত বর্ম্ম বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত জলদজালের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কণ্ঠত্রাণ ধারণ করত শক্রায়ুধ সুশোভিত জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

এই অবসরে পুনরায় পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ত্রিলোক সন্ত্রাসন শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া পুনরায় ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম! ঐ দেখ, শঙ্খশ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্য বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণের বদনসমীরণে পরিপূরিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ নিনাদিত করিতেছে। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন মহাবিপদে পতিত হওয়াতে চক্রগদাধর বাসুদেব কৌরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজি নিশ্চয়ই আর্য্যা কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বন্ধু বান্ধবগণের সহিত অশুভ নিমিত্ত দর্শন করিতেছেন। অতএব হে ভীম! তুমি সত্বর ধনঞ্জয়ের নিকট গমন কর; আমি মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে দেখিতে না পাইয়া দশ দিক্ শূন্যময় অবলোকন করিতেছি।

হে রাজন্! ভ্রাতৃহিতপরায়ণ মহাপ্রতাপশালী মহাবীর ভীম এই প্রকারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুজ্ঞাত হইয়া গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বারম্বার দুন্দুভি ধ্বনি, শঙ্খ নিনাদ ও সিংহনাদ করত শত্রুগণকে ভয়প্রদর্শন করিয়া শরাসন আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দে বীরগণের হৃদয় সাতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। বিশোক সারথি কর্ত্তৃক সংযোজিত মনোবেগগামী অশ্বগণ তাঁহাকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন

শরাসনজ্যা আকর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণকে অনুকর্ষণ ও শস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। অসুরগণ যেরূপ দেবরাজের অনুগামী হইয়াছিলেন, সেইরূপ পাঞ্চালগণ সোমকদিগের সহিত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। সেই সময় দুঃশল, চিত্রসেন, কুম্ভভেদী, বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিকর্ণ, গল, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুমুখ, দীর্ঘবাহু, সুদর্শন, বৃন্দারক, সুহস্ত, সুষেণ, দীর্ঘলোচন, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, সুবর্ম্মা ও দুর্বিমোচন, তোমার এই সকল পুত্রেরা অসংখ্য সৈন্য ও পদাতিগণের সহিত সাতিশয় যত্নসহকারে বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন ঐ সমস্ত বীরগণে সমাবৃত হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন পূর্ব্বক সামান্য মৃগের প্রতি ধাবমান কেশরীর ন্যায় তাহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। জলদজাল যেরূপ দিনকরকে সমাচ্ছাদিত করে, সেই বীরগণ সেইরূপ দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করত ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মহাবেগে তাহাদিগকে অতিক্রম করত দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া সম্মুখীন কুঞ্জরসৈন্যের প্রতি সুশাণিত শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক সত্বরে কুঞ্জরগণকে শরজালে ক্ষতবিক্ষত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মৃগগণ যেরূপ অরণ্যমধ্যে শরভ গর্জ্জনে একান্ত বিত্রাসিত হয়, সেই মাতঙ্গগণ তদ্রূপ সাতিশয় ভীত হইয়া অতি ভীষণ নিস্বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে সেই কুঞ্জরসৈন্য অতিক্রম করত মহাবেগে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। বেলাভূমি যেরূপ মহাসাগরকে অবরোধ করে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেইরূপ ভীমসেনকে নিবারণ করিয়া সস্মিতবদনে তাঁহার

ললাটদেশে নারাচ প্রহার করিলেন। বৃকোদর আচার্য্য কর্ত্তৃক নারাচ দ্বারা বিদ্ধললাট হইয়া ঊর্দ্ধরশ্মি দিবাকরের ন্যায় সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, ধনঞ্জয়ের ন্যায় এই বৃকোদরও আমার সম্মান করিবেন, এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীমসেন! আমি তোমার বিপক্ষ; আজি আমাকে পরাভব না করিয়া তুমি কোনক্রমেই শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তোমার অনুজ ধনঞ্জয় যদিও আমার আদেশানুসারে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তথাচ তুমি তদ্বিষয়ে কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে না। তখন নির্ভীক বৃকোদর গুরু দ্রোণাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে আরক্তলোচনে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, হে ব্রহ্মবন্ধো! একান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় বলবিঘাতী দেবরাজের বলমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন; তিনি যে, তোমার আজ্ঞানুসারে সমরসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কদাচ সম্ভাবিত নহে। তিনি তোমারে অর্চ্চনা করিয়া সম্মান করিয়াছেন। আমি কৃপাশীল ধনঞ্জয় নহি। আমি তোমার পরম শত্রু ভীমসেন। হে আচার্য্য! তুমি আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু এবং আমারা তোমার পুত্র। আমরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া তোমার নিকট প্রণতভাবে অবস্থান করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি অদ্য আমাদিগের প্রতি বিপরীতাচারণ করিতেছ। এক্ষণে যদি তুমি আপনাকে আমাদিগের বিপক্ষ জ্ঞান করিয়া থাক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমি সত্বরেই তোমার শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিব। মহাবীর ভীম এই কথা বলিয়া কৃতান্ত যেরূপ কালদণ্ড বিঘূর্ণিত করেন, সেইরূপ গদা বিঘূর্ণন পূর্ব্বক আচার্য্যের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। রণবিশা-

রদ দ্রোণাচার্য্য তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ সময় ভীমসেন তাঁহার অশ্ব, রথ, সারথি ও ধ্বজ বিপোথিত করিয়া বায়ু যেরূপ প্রবলবেগে বৃক্ষ সমূহ বিমর্দ্দিত করে, সেইরূপ তাঁহার সৈন্যদিগকে মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! তখন আপনার পুত্রগণ পুনর্ব্বার বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ ব্যূহমুখে সমুপস্থিত রহিলেন। সেই সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া সম্মুখস্থিত রথসৈন্যকে লক্ষ্য করত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্রগণ ভীমশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়াও বিজয়াভিলাষে তাঁহার সহিত অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর দুঃশাসন ক্রোধভরে বৃকোদরের সংহারার্থ তাঁহার উপর এক যমদণ্ডোপম সুতীক্ষ্ণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন দুঃশাসন নির্ম্মুক্ত শক্তিকে সমাগত দেখিয়া দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তৎপরে মহাবীর ভীমসেন কুন্তভেদী, সুষেণ ও দীর্ঘনেত্রকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবীর বৃন্দারককে শরবিদ্ধ করত সংগ্রামোদ্যত মহাবল পরাক্রান্ত আপনার পুত্র অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা ও দুর্ব্বিমোচন এই তিন জনকে তিন শরে বিনাশ করিলেন। তখন আপনার অন্যান্য তনয়গণ ভীমশরে প্রহৃত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন এবং জলধর যেরূপ ধরাধরের উপরিভাগে বারিধারা বর্ষন করে, সেইরূপ ভীমপরাক্রম ভীমসেনের উপর শরজাল বর্ষন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতে প্রস্তর বর্ষণ করিলে, যেরূপ পর্ব্বতের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না, সেইরূপ ঐ বীরগণের শরবর্ষণে বৃকোদরের কিছুমাত্র ব্যাথা জন্মিল না।

তিনি আপনার পুত্র বিন্দ, অনুবিন্দ ও সুবর্ম্মার প্রতি শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সংহার করিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র সুদর্শনও ভীমশরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে মহাবীর ভীমসেন ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল রথ-সৈন্যকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। আপমার আত্মজগণ ভীমভয়ে সাতিশয় কাতর হইয়া রথ নির্ঘোষ করত সহসা মৃগযূথের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন তাঁহাদের সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া কৌরবগণকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ ভীমশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বগণকে সঞ্চালিত করত সমরস্থল হইতে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে তাঁহাদিগকে পরাভব করত বাহ্বাস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরিশেষে রথ সৈন্যগণকে ভীত ও প্রধান যোধগণকে বিনষ্ট করিয়া রথিগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য বৃকোদরকে রথসৈন্য সমুত্তীর্ণ দেখিয়া তাঁহার নিবারণার্থ অসংখ্য শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন আচার্য্য নির্ম্মুক্ত ঐ সমুদয় শর নিরাকরণ করিয়া মায়া প্রভাবে বল

সমুদয়কে বিমোহিত করত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ভূপালগণ আপনার পুত্রগণের আদেশানুসারে মহাবেগে গমন পূর্ব্বক ভীমসেনের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বৃকোদর সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহাদের প্রতি মহাবেগে পুরন্দর নিক্ষিপ্ত কুলিশের ন্যায় এক শত্রুপক্ষবিনাশিনী গদা পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তেজঃপ্রদীপ্ত মহা গদা স্বীয় ভীষণরবে ধরামণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সৈন্যগণকে মথিত ও আপনার তনয়গণকে সাতিশয় ভীত করিতে লাগিল। আপনার পক্ষ বীরগণ ঐ তেজঃপুঞ্জ বিরাজিত গদাকে মহাবেগে নিপতিত হইতে দেখিয়া ভীষণ ধ্বনি করত ইতস্তত ধাবমান হইলেন। রথিগণ ঐ গদার দুঃসহ রব শ্রবণে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক বীরগণ বৃকোদরের গদাঘাতে সমাহত ও একান্ত ভীত হইয়া ব্যাঘ্র দর্শনে ভীত মৃগযূথের ন্যায় সমরাঙ্গন হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন এইরূপে সেই দুর্জ্জয় শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিয়া বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে সেই সেনা অতিক্রম করত ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বৃকোদরকে সৈন্য বিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রতি গমন ও শর সমূহে তাঁহাকে নিবারণ করত পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় বৃকোদরের সহিত দ্রোণাচার্য্যের দেবাসুরযুদ্ধ সদৃশ অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। আচার্য্য দ্রোণ সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা সহস্র সহস্র বীরগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ভীমসেন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া লোচনযুগল নিমীলিত করত মহাবেগে পাদচারে দ্রোণাভিমুখে গমন

পূর্ব্বক বৃষভ যেরূপ অনায়াসে বারি বর্ষণ সহ্য করে, সেই-রূপ অবলীলাক্রমে তাঁহার শরবৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিলেন। এবং তৎপরে দ্রোণের রথের ঈষামুখ গ্রহণ পূর্ব্বক রথের সহিত তাঁহাকে বহুদূরে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে আচার্য্য দ্রোণ ভীম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া অবিলম্বে অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ব্যূহদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ভীমের সারথি মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মহাবেগে কৌরবসৈন্য অতিক্রম করত উদ্ধত বায়ু যেরূপ পাদপদল বিমর্দ্দিত করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়-গণকে মর্দ্দন এবং নদীবেগ যেরূপ মহীরুহগণকে নিবারিত করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি হার্দ্দিক্য রক্ষিত ভোজসৈন্য প্রমথিত ও তলধ্বনি দ্বারা অন্যান্য সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া শার্দ্দূল যেরূপ বৃষভদিগকে পরাজয় করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে পরাভব করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাবীর ভীমসেন এইরূপে কৌরবপক্ষীয় ভোজসৈন্য, কাম্বোজসৈন্য ও অন্যান্য সমরবিশারদ বহু সংখ্যক ম্লেচ্ছগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক মহাবীর সাত্যকিকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরম যত্নসহকারে অর্জ্জুনদর্শনার্থ বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জয়দ্রথ সংহারার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। প্রাবৃট্কালীন জলদ-জাল যেরূপ গভীর গর্জ্জন করিয়া থাকে, মহাবীর ভীমসেন ধনঞ্জয়কে নিরীক্ষণ করিয়া সেইরূপ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব তেজস্বী ভীমসেনের ঐ ভয়াবহ সিংহনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক

তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করত গর্জ্জমান বৃষভদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনের সিংহনাদ শ্রবণে সাতিশয় প্রীত, প্রসন্ন ও বিগতশোক হইয়া বারংবার ধনঞ্জয়ের বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মদমত্ত বৃকোদরকে সিংহনাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া হাস্য বদনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! তুমি গুরুর আজ্ঞা-প্রতিপালন ও ধনঞ্জয়ের শুভ সংবাদ প্রদান করিলে। তুমি যাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন কর, তাহাদিগের কখনই জয় লাভ হয় না। এক্ষণে জানিলাম, মহাবীর ধনঞ্জয় ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন এবং সত্যবিক্রম সাত্যকিরও কোন বিপদ্ হয় নাই। আমি ভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণার্জ্জুনের গর্জ্জন-ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। যিনি সংগ্রামে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন এবং আমরা যাহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, সেই শত্রুনিসূদন ধনঞ্জয় ভাগ্যক্রমে জীবিত রহিয়াছেন। যিনি একমাত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ নিবাত-কবচগণকে পরাভব করেন এবং যিনি বিরাটনগরে গো-গ্রহণার্থ সমাগত কৌরবগণকে পরাজয় করেন, সেই ধনঞ্জয় ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন। যিনি স্বীয় বাহুবলে চতুর্দ্দশ সহস্র কালকেয়গণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থ গন্ধর্ব্বাধিপতি চিত্ররথকে অস্ত্রবলে পরাভব করিয়াছেন, সেই কিরীটসমলঙ্কৃত শ্বেতবাহন কৃষ্ণসারথি ধনঞ্জয় এক্ষণে ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রশোকে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া জয়দ্র-থের সংহাররূপ অতি দুষ্কর কার্য্য সাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন;

তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা কি সফল হইবে? আজি কি দিবাকর অস্তাচলে গমন না করিতে করিতে বাসুদেব রক্ষিত ধনঞ্জয় প্রতিজ্ঞা হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া আমার নিকট আগমন করিবেন? দুর্য্যোধনহিতৈষী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কি ধনঞ্জয় শরে নিপতিত হইয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে? দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন জয়দ্রথকে বিনষ্ট ও ভীমশরে ভ্রাতৃগণকে নিহত দেখিয়া আমাদিগের সহিত কি সন্ধি সংস্থাপন করিবেন এবং অন্যান্য বীরগণকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া কি অনুতপ্ত হইবেন? একমাত্র ভীষ্মের নিপাতে আমাদিগের কি বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে? রাজা দুর্য্যোধন অবশিষ্ট বীরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদিগের সহিত কি সন্ধি স্থাপন করিবেন? হে রাজন্! এইরূপে যখন কৃপাশীল রাজা যুধিষ্ঠির নানাবিধ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন কুরুপাণ্ডবের তুমুল সংগ্রাম হইতেছিল।

একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর বৃকোদর এইরূপে মেঘগম্ভীরগর্জ্জনে অতি ভীষণ সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে অবরোধ করিল? ভীমকর্ম্মা ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইলে, তাঁহার অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে, ত্রিভুবনমধ্যে এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাই না। সে যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় গদা সমুদ্যত করে, তখন কেহই সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। যে বৃকোদর রথ দ্বারা রথ ও কুঞ্জর দ্বারা কুঞ্জরকে সংহার করিয়া

থাকে, তাহার অভিমুখে কে অবস্থিতি করিবে? তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে দেবরাজ ইন্দ্রেরও সাহস হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে বল, সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর ভীমসেম রোষভরে তৃণদহনে প্রবৃত্ত দবদহনের ন্যায় আমার পুত্রগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দুর্য্যোধনের হিত-চিকীর্ষু কোন্ কোন্ বীরপুরুষ তাহার অভিমুখীন হইয়া তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিল? হে সঞ্জয়! মহাবীর ভীমসেনের নিমিত্ত আমার যেরূপ শঙ্কা হয়, ধনঞ্জয়, বাসু-দেব, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিমিত্ত তদ্রূপ শঙ্কা হয় না। অতএব হে সঞ্জয়! কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমার পুত্রনাশে প্রবৃত্ত রোষপরবশ ভীমসেনের সমীপবর্ত্তী হইল, তুমি তাহা বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর কর্ণ মহাবল ভীম-সেনকে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া মহাকোলাহল করত তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করি-বার নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দৃঢ় শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক বল বিক্রম প্রদর্শন করিবার মানসে বৃক্ষ যেরূপ পবনের পথ রোধ করে, তদ্রূপ তাঁহার পথ অবরোধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কর্ণকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি সুশাণিত সায়কনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও শরনিকর বর্ষণ করত তাঁহার শর সমূহ প্রতিগ্রহ করি-লেন। সেইসময় রথী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি যে সমস্ত যোধগণ ভীম ও কর্ণের সংগ্রাম দর্শন করিতেছিলেন, সেই বীরদ্বয়ের তলধ্বনি শ্রবণে তাঁহাদিগের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ ভীমের ভীষণ সিংহনাদ শ্রবণ করত ভূতল ও আকাশমণ্ডল অবরুদ্ধ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন পুনর্ব্বার অতি ভীষণ সিংহনাদ করিতে

আরম্ভ করিলেন। ঐ সিংহনাদ প্রভাবে যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে শরাসন সকল নিপতিত হইতে লাগিল। বাহনগণ ভীত ও বিমনায়মান হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল।

তৎকালে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। নভঃস্থল গৃধ্র, কঙ্ক ও বায়স সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তখন মহবলশালী কর্ণ বিংশতি শরে ভীমসেনকে নিপীড়িত করত পাঁচ শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে ভীমসেন কর্ণের প্রতি চতুঃষষ্টি শর নিক্ষেপ করত হাস্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবীর কর্ণ ভীমসেনের প্রতি চারি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাপ্রতাপশালী ভীমসেন লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা ঐ সকল শর উপস্থিত না হইতে হইতেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শরজাল নিক্ষেপ করত ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কর্ণশরে বারম্বার সমাচ্ছাদিত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহার শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু ভীমসেন কর্ণের শরাঘাতে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব তিন শরে তাঁহার উরঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবল কর্ণ উরঃস্থলবিদ্ধ শরত্রয় দ্বারা অত্যুচ্চ শৃঙ্গত্রয় সম্পন্ন ধরাধরের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন ধাতুধারাস্রাবী মহীধর হইতে যেরূপ গৈরিকধাতু বিনির্গত হয়, সেইরূপ তাঁহার উরঃস্থল হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ এইরূপে ভীমের শরাঘাতে সাতিশয় নিপীড়িত ও ঈষৎ বিচলিত হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহাকে

বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবাহু ভীমসেন কর্ণের শর সমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া গর্ব্বসহকারে সত্বরে তাঁহার কার্ম্মুকজ্যা ছেদন, সারথিকে বিনষ্ট ও অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই হতাশ্ব রথ হইতে শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া বৃষসেনের রথে আরোহণ করিলেন।

হে রাজন্! এইরূপে মহাপ্রতাপশালী ভীমসেন মহারথ কর্ণকে পরাজয় করিয়া জলদনির্ঘোষ সদৃশ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমের সেই সিংহনাদ শ্রবণে কর্ণকে পরাজিত বিবেচনা করত যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। কৌরব বীরগণ অরাতিসৈন্যের সেই কোলাহল শ্রবণে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। প্রবলপ্রতাপশালী ধনঞ্জয় গাণ্ডীব শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও বাসুদেব শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমের সিংহনাদ ঐ সমস্ত শব্দ সমাচ্ছাদিত করত সৈন্যগণের শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ মৃদুভাবে ও দৃঢ়রূপে অজিহ্মগামী শর সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! এইরূপে সেই সকল সৈন্যগণ নিপাতিত এবং ধনঞ্জয়, সাত্যকি ও ভীমসেন সিন্ধুরাজের প্রতি ধাবমান হইলে, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তব্য বিষয়ে বিবিধ

চিন্তা করত দ্রোণ সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথ, মন ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইল। তখন কুরুরাজ ক্রোধারুণনেত্রে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে গুরো! মহাবীর ধনঞ্জয়, ভীমসেন ও সাত্যকি এবং পাণ্ডবপক্ষীয় বহুসংখ্যক মহারথ সমরে অপরাজিত হইয়া সিন্ধুরাজের নিকটে গমন পূর্ব্বক আমাদিগের অসংখ্য সেনা পরাজয় করত তুমুল সংগ্রাম করিতেছে। হে মহাত্মন্! আপনি কি প্রকারে সাত্যকি ও ভীমের নিকট পরাজিত হইলেন। ইহ লোকে আপনার এরূপ পরাভব সাগরশোষণের ন্যায় সাতিশয় বিস্ময়কর হইয়াছে। লোকে সাত্যকি, ধনঞ্জয় ও ভীমের হস্তে আপনার পরাভব শ্রবণ করিয়া আপনাকে যথোচিত নিন্দা করিতেছে। ধনুর্ব্বেদবিশারদ দ্রোণাচার্য্য কি প্রকারে সমরে পরাভূত হইলেন, এই বলিয়া আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে। আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য। যখন তিন জন মহারথ আপনাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিয়াছে, তখন এই সংগ্রামে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হইবে। যাহা হউক, গতকর্ম্মের নিমিত্ত আর অনুতাপ করা বিধেয় নহে। এক্ষণে জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার সময়োচিত উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করুন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে রাজন্! আমি বহুবিধ চিন্তা করিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষীয় তিন জন মহারথ অতিক্রমণ করিয়া গমন করিয়াছেন। তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রদেশে যেরূপ ভয়ের সম্ভাবনা, এই অন্যান্য যোধগণের অগ্রবর্ত্তী প্রদেশেও সেইরূপ ভয়ের সম্ভাবনা; কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তথায় গুরুতর ভয়ের সম্ভাবনা।

যাহা হউক ; এক্ষণে আমার বিবেচনায় ধনঞ্জয়ের হস্ত হইতে জয়দ্রথকে পরিত্রাণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সাত্যকি ও ভীমসেন জয়দ্রথের প্রতি গমন করিয়াছেন ; অতএব তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্ন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন্! তুমি পূর্ব্বে শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া যে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে, সম্প্রতি তাহার পরিণাম সমাগত হইয়াছে। তখন সেই সভায় জয় কিম্বা পরাজয় হয় নাই। সম্প্রতি আমরা এই সংগ্রামরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি ; ইহার জয় কিম্বা পরাজয় ত লাভ হইবেক ; পূর্ব্বে শকুনি কুরুসভায় কৌরবগণ সমীপে যে সমস্ত অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল, সেই সমুদায় অদ্য এক্ষণে দেহভেদী দুরাসদ শররূপে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি সৈন্যগণকে দুরোদর, শরনিকরকে অক্ষ ও সিন্ধুরাজকে পণস্বরূপ বোধ কর। আজি আমরা জয়দ্রথকে পণ রাখিয়া অরাতিগণের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতেছি ; অতএব প্রাণপণে সিন্ধুরাজকে পরিত্রাণ করিতে তোমাদিগের বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। সিন্ধুরাজের প্রাণ রক্ষা ও জীবন নাশ আমাদিগের জয় ও পরাজয়ের হেতুভূত। অতএব যে স্থানে মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণ জয়দ্রথের রক্ষার্থ নিযুক্ত রহিয়াছেন, তুমি সেই স্থানে শীঘ্র গমন পূর্ব্বক ঐ রক্ষকদিগকে রক্ষা কর। আমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক অন্যান্য সৈন্যগণকে প্রেরণ এবং পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিব।

অনন্তর দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের আদেশানুসারে ভীষণ কর্ম্ম সম্পাদনে সমুদ্যত হইয়া পদানুগ সমভিব্যাহারে মহাবেগে প্রস্থান করিলেন। সেই সময় পাণ্ডবপক্ষীয় চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা সৈন্যগণের পার্শ্বভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করিতে

ছিলেন; হে রাজন্! পূর্ব্বে মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যগণের সহিত সংগ্রামার্থ তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, ঐ চক্ররক্ষকদ্বয় তাঁহার অনুগামী হইবার নিমিত্ত সাতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। এক্ষণে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ঐ দুই জনকে সৈন্যগণের পার্শ্ব দিয়া ধনঞ্জয়ের নিকট গমনোদ্যত দর্শন করত তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ মহারথ সেই বীরদ্বয়ও তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই সময় যুধামন্যু কঙ্কপত্র পরিশোভিত ত্রিংশৎ শরে দুর্য্যোধনকে, বিংশতি শরে তাঁহার সারথিকে ও চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন যুধামন্যুর শর প্রহারে ক্রুদ্ধ হইয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও অন্য এক শরে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভল্ল দ্বারা সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত ও নিশিত শরচতুষ্টয়ে অশ্ব চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু সরোষ লোচনে দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উত্তমৌজাও ক্রোধভরে স্বুবর্ণালঙ্কৃত শর সমূহে কুরুরাজের সারথিকে বিদ্ধ করিয়া কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। তৎকালে দুর্য্যোধন উত্তমৌজার পার্ষ্ণি, সারথি ও অশ্বচতুষ্টয় বিনাশ করিলেন। মহাবীর উত্তমৌজা এই রূপে হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া সত্বরে ভ্রাতা যুধামন্যুর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শর সমূহে দুর্য্যোধনের অশ্বগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ উত্তমৌজার শরে তাড়িত হইয়া ধরাতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই সময় যুধামন্যু উৎকৃষ্ট শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের তূণীর ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলি-

লেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন ঐ অশ্ব ও সারথি শূন্য রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদা হস্তে পাঞ্চাল-দেশীয় বীরদ্বয়ের প্রতি অভিক্রুত হইলেন। তাঁহারা শক্রজেতা দুর্য্যোধনকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। তখন কুরুরাজ গদাঘাতে তাঁহাদিগের সেই সুবর্ণমণ্ডিত রথ অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত প্রোথিত করত সত্বরে মদ্ররাজের রথে আরোহণ করিলেন। পাঞ্চালদেশীয় রাজপুত্রদ্বয়ও অন্য রথদ্বয়ে আরোহণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! এ দিকে ঐ ঘোরতর সংগ্রামে সমস্ত বীরগণ সাতিশয় নিপীড়িত ও ব্যাকুল হইলে, কানন মধ্যে মত্তমাতঙ্গ যেরূপ মত্তমাঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, মহাবীর কর্ণ সেইরূপ সংগ্রামাভিলাষী ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধনঞ্জয়ের রথপার্শ্বে মহাবীর ভীম ও কর্ণের কি প্রকার সংগ্রাম হইল? রাধা-নন্দন পূর্ব্বে ভীম কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াও কি নিমিত্ত পুনর্ব্বার তাহার সহিত সংগ্রামার্থ আগমন করিল? আর বৃকোদরই বা কি রূপে সেই সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর সূতপুত্রের প্রত্যুদগমনে প্রবৃত্ত হইল? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া অবধি ধনুর্দ্ধর কর্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করেন না। তিনি কর্ণের ভয়ে শয়ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ

করিয়াছেন। ভীমসেন কি প্রকারে সেই রথিশ্রেষ্ঠ সূতপুত্রের সহিত সংগ্রাম করিল? ধনঞ্জয়ের রথাভিমুখে কর্ণ ও ভীমের কি প্রকার সংগ্রাম হইল? পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণ কুন্তীর নিকট বৃকোদরকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছে এবং ধনঞ্জয় ব্যতীত আর কোন পাণ্ডবকে সংহার করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত বৃকোদরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ভীমসেনই বা কি প্রকারে কর্ণের পূর্ব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহস করিল? হে সঞ্জয়! আমার তনয় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিরন্তর আশা করিয়া থাকে যে, কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবে। ফলতঃ দুর্য্যোধন কেবল কর্ণের প্রতি নির্ভর করিয়াই জয়াশা করিয়া থাকে; সেই কর্ণ কি প্রকারে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল? আমার তনয়গণ যাহাকে অবলম্বন করিয়া মহারথগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, যে বীর এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক সসাগরা পৃথিবী পরাভব করিয়াছে, যে ধনুর্দ্ধর সহজ কবচ ও কুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বৃকোদর সেই মহাবীর কর্ণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বকৃত বহুবিধ অপকার স্মরণ করিয়াও কি প্রকারে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, এক্ষণে বীরদ্বয়ের কি প্রকার সংগ্রাম ও কাহারই বা জয় লাভ হইল, সেই সমস্ত বিশেষ রূপে আমার নিকট বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! বৃকোদর মহাবীর কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাসুদেব ও অর্জ্জুন সমীপে গমন করিবার অভিলাষ করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বারিদমণ্ডল যেরূপ বারিবর্ষণ দ্বারা ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ কঙ্কপত্র

যুক্ত শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া উচ্চস্বরে হাস্য করত কহিলেন, হে পাণ্ডুতনয়! তুমি শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিতে পার, ইহা আমি স্বপ্নেও অবগত নহি। যাহা হউক; তুমি অর্জ্জুন দর্শন মানসে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া কি কুন্তীতনয়ের উপযুক্ত কার্য্য করিতেছ? তুমি পলায়ন করিও না, এইস্থানে থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার প্রতি শরবর্ষণ কর। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই রূপ আহ্বান শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অর্দ্ধমণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করত সায়ক সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ম্মধারী কর্ণ সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ভীমসেনের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। ভীমসেন প্রথমতঃ কৌরব পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরকে সংহার করিয়া বিবাদ শেষ করিবার অভিলাষে কর্ণের প্রতি বহুবিধ সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ স্বীয় অস্ত্রমায়া প্রভাবে মত্তমাতঙ্গগামী ভীমসেনের শর বর্ষণ নিবারণ করিলেন। হে রাজন্! মহাবীর সূতপুত্র কর্ণ উপযুক্ত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সমরে আচার্য্যের ন্যায় পরিভ্রমণ পূর্ব্বক হাস্য করত ক্রোধপূর্ণ ভীমসেনকে অবমাননা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের হাস্য সহ্য করিতে না পারিয়া যুদ্ধপরায়ণ বীরগণের সমক্ষে মহামাতঙ্গের প্রতি যেরূপ অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে বৎসদন্ত নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় সুশাণিত একবিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ বৃকোদরের কনকজাল-জড়িত সমীরণ সদৃশ বেগসম্পন্ন অশ্বগণকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক অর্দ্ধ নিমেষ মধ্যে ভীমসেনকে সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি চতুঃষষ্টি শরে ভীমের সুদৃঢ় কবচ ভেদ করিয়া মর্ম্মভেদী

নারাচাস্ত্র দ্বারা তাঁহারে আহত করিলেন। মহাবাহু ভীমসেন সেই কর্ণ শরাসন নিঃসৃত সায়ক সকল লক্ষ্য না করিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তাঁহারে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি কর্ণের ভুজঙ্গোপম শরজালে বিদ্ধ হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হন নাই। অবশেষে তিনি শাণিত সুতীক্ষ্ণ দ্বাত্রিংশৎ ভল্ল দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণও অনায়াসে শরবর্ষণ পূর্ব্বক জয়দ্রথ বধাভিলাষী মহাবীর ভীমসেনকে শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন পূর্ব্ব বৈর স্মরণ পূর্ব্বক কর্ণের সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে শীঘ্র তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। বৃকোদর প্রেরিত সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল শব্দায়মান বিহঙ্গকুলের ন্যায় ধাবমান হইয়া কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। রথিশ্রেষ্ঠ রাধেয় এই প্রকারে শলভকুল সমাচ্ছন্নের ন্যায় বৃকোদরের শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন বহুবিধ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সেই শরজাল অর্দ্ধ পথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর রাধেয় পুনরায় শরবর্ষণ দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। বৃকোদর কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া শলভ সমাচ্ছন্ন শল্লকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব যেরূপ স্বীয় রশ্মিজাল অনায়াসে ধারণ করেন, ভীমসেন সেইরূপ কর্ণনির্ম্মুক্ত শরসমূহ অক্লেশে ধারণ করিলেন। কর্ণের কার্ম্মুকচ্যুত সুবর্ণপুঙ্খ শিলাধৌত শরনিকরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতাক্ত হওয়াতে তিনি বসন্তকালীন কুসুমরাজি বিরাজিত অশোক তরুর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং পরিশেষে তিনি কর্ণের সমরবিচরণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রোষভরে নয়নযুগল উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর সূতনন্দন ভীম-

শরে বিদ্ধ হইয়া তীব্রবিষ আশীবিষ সমাবৃত শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর চতুর্দ্দশ শরে কর্ণের মর্ম্ম ভেদ করিয়া সুশাণিত শর সমূহে তাঁহার শরাসন ছেদন, অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার ও সারথিকে বিনষ্ট করত দিনকরকরপ্রভ নারাচ সমূহে বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মার্ত্তণ্ডের কিরণজাল যেরূপ জলদজাল ভেদ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হয়, সেইরূপ ভীমনিক্ষিপ্ত নারাচ সমুদয় কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল। হে রাজন্! পুরুষাভিমানী মহাবীর কর্ণ এইরূপে বৃকোদরের শরাঘাতে ছিন্নচাপ ও বিকলাঙ্গ হইয়া অবিলম্বে অন্য রথে পলায়ন করিলেন।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে কর্ণের প্রতি আমার পুত্রগণের মহতী জয়াশা ছিল, দুর্য্যোধন সেই কর্ণকে সমরপরাঙ্মুখ দেখিয়া কি কহিল? মহাবীর বৃকোদর কি প্রকারে সংগ্রাম করিল এবং মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণই বা রণস্থলে বৃকোদরকে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় সন্দর্শন করিয়া কি করিতে লাগিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ। মহাবীর কর্ণ পুনর্ব্বার যথাবিধ সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক মারুতোদ্ধত মহাসাগরের ন্যায় ভীমের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই সময় আপনার পুত্রগণ কর্ণকে রোষাবিষ্ট অবলোকন করিয়া ভীমকে হুতাশনমুখে আহুত বলিয়া

বোধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ অতি ভীষণ জ্যানির্ঘোষ ও করতল ধ্বনি করত ভীমরথের অভিমুখীন হইলেন। অনন্তর ভীমের সহিত সূতনন্দনের পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন ঐ বীরদ্বয় পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া রোষারুণলোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ করিয়া কোপাবিষ্ট ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায়, দ্রুতগামী শ্যেনদ্বয়ের ন্যায় ও ক্রুদ্ধ শরভদ্বয়ের ন্যায় সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া, বনবাস, বিরাট নগরে অবস্থিতি ও বহুরত্নপূর্ণ রাজ্য অপহরণ জনিত পাণ্ডবগণের যে ক্লেশ হইয়াছিল, আপনি পুত্রগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সপুত্রা তপস্বিনী কুন্তীকে যে দগ্ধ করিতে সংকল্প ও পাণ্ডবগণকে দুঃখ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার দুর্ম্মতি পুত্রগণ সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দুঃশাসন দ্রৌপদীর যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবদিগের প্রতি যে নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কৌরবগণ হে কৃষ্ণে! তোমার ষণ্ডতিল সদৃশ স্বামিগণ বিনষ্ট হইয়া নিরয়গামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর; এই বলিয়া যে, আপনার সমক্ষেই দ্রুপদতনয়াকে অপমান করিয়াছিলেন, আপনার পুত্রগণ দ্রৌপদীকে যে দাসীভাবে উপভোগ করিতে অভিলাষ ও পাণ্ডবদিগকে যে কৃষ্ণাজিন পরাইয়া বনগমনে আদেশ করিয়াছিলেন এবং আপনার তনয় দুর্য্যোধন রোষভরে শূন্যহৃদয় বিপন্ন পাণ্ডবদিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া যে আস্ফালন করিয়াছিলেন, তৎকালে এই সমস্ত বৃত্তান্ত ভীমের

মনে সমুদিত হইতে লাগিল। তিনি বাল্যকালাবধি যে সমুদায় ক্লেশ পাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত স্মরণ করত বারম্বার দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ বৃহৎ কোদণ্ড বিস্ফারণ করত প্রাণপণে কর্ণের অভিমুখে মহাবেগে গমন পূর্ব্বক ভাস্বর শাণিত শরনিকর বিস্তার করিয়া দিনকরের করনিকর সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্য করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ স্বীয় শর সমূহ দ্বারা ভীমসেনের শরনিকর ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল ভীমসেন অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় কর্ণশরে নিবারিত হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবাহু কর্ণ সমরসমুৎসুক মত্তমাতঙ্গবিক্রম বৃকোদরকে বেগে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক শতভেরীসমনিস্বন শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন এবং অতি হৃষ্টচিত্তে বৃকোদরের সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমবেত স্বীয় সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া কর্ণকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় হংসসন্নিভ শ্বেতাশ্বগণের সহিত তাঁহার ঋক্ষসবর্ণ কৃষ্ণাশ্বদিগকে সমবেত করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবসৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ বীরদ্বয়ের পবনবেগগামী কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণ অশ্বগণ সম্মিলিত হইয়া আকাশমণ্ডলস্থ সিতাসিত জলধরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল।

হে মহারাজ! তখন কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ কর্ণ ও ভীমসেনকে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ অবলোকন করিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে কম্পিত হইতে লাগিলেন। সমরস্থল কৃতান্তের রাজধানীর ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। মহারথগণ

ঐ জনতামধ্যে সেই বীরদ্বয়ের কাহারও জয় পরাজয় স্থির করিতে পারিলেন না; ঐ বীরদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া অস্ত্রযুদ্ধ করিতেছেন, এইমাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় শত্রুনিসূদন সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের সংহারার্থী হইয়া পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ পূর্ব্বক গগনমণ্ডল শরসমাচ্ছন্ন করত জলধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। উহাঁদিগের কঙ্কপত্র পরিশোভিত হিরণ্ময় শরজাল দ্বারা আকাশমণ্ডল উল্কা বিভাসিতের ন্যায় ও শরৎকালীন সারসরাজি সমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বৃকোদরকে কর্ণের সহিত সমরে সমবেত দেখিয়া তাঁহাকে অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেন উভয়ে উভয়ের শরনিকর নিরাকরণ পূর্ব্বক দৃঢ়তর শর প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অসংখ্য অশ্ব, নর ও হস্তী সকল নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের পতনে অসংখ্য কৌরবসৈন্য বিনষ্ট হইল। মনুষ্য, অশ্ব ও কুঞ্জরগণ এইরূপে বিনষ্ট হইলে, তাহাদিগের মৃত কলেবরে ক্ষণকাল মধ্যে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন লঘুবিক্রম কর্ণের সহিত যখন যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহার বলবীর্য্য অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। যে কর্ণ সর্ব্বাস্ত্রধারী সমরোদ্যত যক্ষ, অসুর ও মানবগণ সমবেত দেবগণকেও

নিবারণ করিতে পারে, সে বৃকোদরকে কি নিমিত্ত পরাভব করিতে অসমর্থ হইল? যাহা হউক, কি প্রকারে ঐ বীরদ্বয়ের প্রাণ সংশয়কর সংগ্রাম সংঘটিত হইল, তুমি তাহা বর্ণন কর। আমার বোধ হয়, জয় বা পরাজয় উভয়েরই আয়ত্ত। হে সঞ্জয়! আমার তনয় দুর্য্যোধন কর্ণের সাহায্যে সমরে সাত্যকি ও কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিতে সাহসী হইয়া থাকেন; কিন্তু আমি ভীমশরে কর্ণকে বারংবার পরাজিত শ্রবণ করিয়া একান্ত মোহাভিভূত হইতেছি। এক্ষণে আমার তনয়ের দুর্নীতি প্রভাবেই কৌরবগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছেন। কর্ণ কদাচ পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত যত বার যুদ্ধ করিয়াছেন, তত বারই পরাজিত হইয়াছেন। দেবগণ সমবেত সুররাজ ইন্দ্রও যে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে না। মধুলাভার্থী যেরূপ বৃক্ষে আরোহণকালে আপনার অধঃপতন অনুধাবন করে না, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সেইরূপ ধনেশ্বর সদৃশ ধর্ম্মরাজের ধন অপহরণ করিয়া আত্মবিনাশ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ঐ ধূর্ত্ত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন শঠতা পূর্ব্বক মহাত্মা পাণ্ডবদিগের রাজ্য অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত বোধে সতত তাহাদের অবমাননা করিয়া থাকে। আমিও পুত্রবাৎসল্যে নিতান্ত অভিভূত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবদিগকে বঞ্চনা করিয়াছি। দূরদর্শী যুধিষ্ঠির বারংবার সন্ধি স্থাপনের বাসনা করিয়াছিল; কিন্তু আমার পুত্রগণ তাঁহাকে যুদ্ধে অশক্ত বিবেচনা করিয়া তাহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি কহিলে, মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বের সেই সকল দুঃখ ও অপকার স্মরণ করিয়া কর্ণের

সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও ভীম পরস্পরের বধসাধনে সমুদ্যত হইয়া যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অরণ্যমধ্যস্থিত কুঞ্জর যুগলের ন্যায় পরস্পর বধাভিলাষী মহাবীর বৃকোদর ও কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রোধপরবশ ভীমসেনকে মহাবেগসম্পন্ন তীক্ষ্ণাগ্র ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন নিশিত তিন শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক রথ হইতে তাঁহারে ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। তখন কর্ণ তাঁহারে বিনাশ করিবার নিমিত্ত কনকবৈদূর্য্য সমলঙ্কৃত, দণ্ডসম্পন্ন কালশক্তির ন্যায় প্রাণান্তকর এক মহাশক্তি গ্রহণ, উৎক্ষেপণ ও সন্ধান পূর্ব্বক বজ্রের ন্যায় ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার আত্মজগণ সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর অগ্নি ও সূর্য্যপ্রভ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজগ সদৃশ সেই কর্ণ নির্ম্মুক্ত শক্তি সাত শরে নভোমণ্ডলেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন; এবং কর্ণের জীবনানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যেন রোষভরে তাঁহার প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত যমদণ্ড সদৃশ সায়ক সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণও অন্য ধনুক গ্রহণ করত আকর্ষণ করিয়া শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন নতপর্ব্ব নয় শরে সেই কর্ণ বিমুক্ত শর সকল ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! এইরূপে তাঁহারা কখন গাভীলাভার্থী প্রমত্ত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় চীৎকার, কখন আমিষলোভী শার্দ্দূলদ্বয়ের

ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন, কখন পরস্পরের প্রতি প্রহারে সমুদ্যত, কখন পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ এবং কখন বা গোষ্ঠস্থিত মহাবৃষভদ্বয়ের ন্যায় সরোষ নয়নে পরস্পরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ সমাগত হইয়া পরস্পরের প্রতি দশন প্রহার করিয়া থাকে, তাঁহারা সেইরূপ রোষারুণনেত্রে পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কখন হাস্য, কখন ভর্ৎসন ও কখন বা শঙ্খ ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীম কর্ণের শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন ও শ্বেতবর্ণ অশ্বদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করত রথোপস্থস্থিত সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে ভীমশরে হতাশ্ব, হতসারথি ও বিমোহিতপ্রায় হইয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কর্ত্তব্য বিষয়ের কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

হে রাজন্! তখন মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে নিতান্ত আপদাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধকম্পিতকলেবরে দুর্জ্জয়কে কহিলেন, হে দুর্জ্জয়! ঐ দেখ, বৃকোদর কর্ণকে শরজালে সাতিশয় নিপীড়িত করিতেছে; অতএব তুমি কর্ণের সাহায্য করিবার নিমিত্ত সত্বরে গমন পূর্ব্বক শ্মশ্রুশূন্য ভীমকে সংহার কর। তখন আপনার পুত্র দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ভীমসেনকে নয়, তাঁহার অশ্বদিগকে আট ও সারথিকে ছয় শরে নিপীড়িত করত তিন শরে তাঁহার কেতু বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি সাত শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভীমসেন সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া শর সমূহ দ্বারা দুর্জ্জয়ের

মর্ম্ম বিদ্ধ করত অশ্ব ও সারথির সহিত তাঁহাকে কৃতান্ত ভবনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ দুঃখিতচিত্তে অবিরল বাষ্পপূরিত লোচনে সেই দিব্যাভরণমণ্ডিত, ধরাতলে নিপতিত, ভুজঙ্গের ন্যায় বিলুণ্ঠিত দুর্জ্জয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বৃকোদর সেই প্রধান বৈরী কর্ণকে বিরথ করিয়া হাস্য বদনে শতঘ্নীতে যেরূপ শঙ্কু বিদ্ধ করে, সেইরূপ কর্ণের কলেবরে শরজাল বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ কর্ণ এইরূপে ভীমশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও ক্রোধপরায়ণ ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিলেন না।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! মহাবীর কর্ণ বৃকোদরের ভীষণ শরনিকর দ্বারা পুনর্ব্বার বিরথ ও পরাভূত হইয়া সত্বরে অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক বৃকোদরকে শরবিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মত্তমাতঙ্গদ্বয় যেরূপ একত্রিত হইয়া বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, সেইরূপ ঐ বীরদ্বয় আকর্ণাকৃষ্ট শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের উপর শর বর্ষণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করত পুনর্ব্বার শরসমূহে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃকোদর প্রথমতঃ তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমের বক্ষঃস্থলে নয় শর নিক্ষেপ করিয়া এক শাণিত সায়কে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করত গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ভীমকর্ম্মা ভীমসেন, যেমন অঙ্কুশ দ্বারা

মাতঙ্গকে ও কষা দ্বারা অশ্বকে আঘাত করে, সেইরূপ ত্রিষষ্টিসায়কে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

মহারথ কর্ণ এইরূপে ভীমশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধারুণনয়নে সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক ভীমসেনকে সংহার করিবার মানসে দেবরাজ নির্ম্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সর্ব্বদেহ-বিদারণক্ষম এক শর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ বিচিত্রপুঙ্খ শর কর্ণের শরাসন হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বৃকোদরের কলেবর ভেদ করত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া অবিচলিত-চিত্তে এক চতুর্হস্ত পরিমিত, ষট্‌কোণ সম্পন্ন, সুবর্ণ পরিশোভিত, বজ্র সদৃশ, গুরুতর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক দেবরাজ যেরূপ অসুরগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই গদাঘাতে কর্ণের অশ্বগণকে সংহার করিলেন এবং তৎপরে শর সমূহে তাঁহার সারথিকে বিনষ্ট করিয়া ক্ষুর দ্বারা তাহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ সাতিশয় বিমনায়মান হইয়া সেই অশ্ব, সারথি ও ধ্বজশূন্য রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করত ধরাতলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে রথবিহীন হইয়াও শত্রু নিবারণে সমুদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার অসাধারণ বলবীর্য্য দর্শন করিতে লাগিলাম।

সেই সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে রথশূন্য অবলোকন করিয়া দুর্ম্মুখকে কহিলেন, হে দুর্ম্মুখ! বৃকোদর কর্ণকে বিরথ করিয়াছে; অতএব তুমি সত্বরে উহাঁকে রথে আরোপিত কর। দুর্ম্মুখ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া কর্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক শরজাল বিস্তার করত বৃকোদরের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন দুর্ম্মুখকে কর্ণের সাহায্যে প্রবৃত্ত

দেখিয়া অতিহৃষ্টচিত্তে সৃক্কণী লেহন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শরবর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণকে নিবারণ করত সত্বরে দুর্ম্মুখের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্ব্ব নয় শরে তাঁহাকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মুখ নিহত হইলে, মহাবীর কর্ণ তাঁহার রথে অরোহণ করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং দুর্ম্মুখকে রুধিরাক্ত-কলেবর, ভিন্ন বর্ম্ম ও ভূতলশায়ী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল সংগ্রামে নিরস্ত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অতিক্রম করত দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতি কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন।

এই অবসরে মহাবীর ভীমসেন কর্ণের প্রতি চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীম নির্ম্মুক্ত শোণিতপায়ী হেমচিত্রিত সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ সমুদায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার কবচ ভেদ ও রুধির পান পূর্ব্বক ভূগর্ব্ভে প্রবেশ করত বিলমধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ক্রোধোন্মত্ত উরগ সমূহের ন্যায় শোভমান হইল। তখন মহাবলশালী কর্ণ অবিচারিত চিত্তে সুবর্ণখচিত ভয়ঙ্কর চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সকল নারাচ ভীমের দক্ষিণ ভুজ ভেদ করত খগকুলের কুঞ্জ প্রবেশের ন্যায় ধরাতলে প্রবেশ করিল। দিবাকর অস্তমিত হইলে তাঁহার ভাস্বর অংশুজাল যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে, সেই কর্ণ নির্ম্মুক্ত নারাচ সকল ধরাতলে প্রবেশ করত সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন ঐ সকল মর্ম্মভেদী নারাচে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বারিধারাস্রাবী ধরাধরের ন্যায় অবিরত রুধিরধারা ক্ষরণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি খগরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগশালী তিন শরে কর্ণকে এবং সাত শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাযশা কর্ণ ভীমের

ভুজবলে সাতিশয় নিপীড়িত ও নিতান্ত কাতর হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগশালী তুরঙ্গ সমুদায় সঞ্চালন করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সুবর্ণমণ্ডিত শরাসন বিস্ফারিত করিয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিলেন।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অকিঞ্চিৎকর পুরুষকারে ধিক্! আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি। মহাবীর কর্ণ কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণকে রণস্থলে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সে বৃকোদরের শর সমূহে নিপীড়িত হইয়া তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না। কর্ণ সদৃশ যোদ্ধা পৃথিবী মধ্যে আর কেহই নাই; আমি এই কথা দুর্য্যোধনের মুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছিল, কর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত, দৃঢ়ধন্বা ও ক্লমশূন্য; তিনি আমার সাহায্য করিলে, হতবীর্য্য বিচেতনপ্রায় পাণ্ডবগণের কথা কি বলিব, দেবগণও আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না; কিন্তু এক্ষণে সে কর্ণকে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় পরাজিত ও রণস্থল হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়া কি কহিতেছে? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা দুর্য্যোধন মোহাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে একান্ত অপটু একমাত্র দুর্ম্মুখকে অনলমুখে পতঙ্গের ন্যায় সমরে প্রেরণ করিয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ ও কৃপ ইহাঁরা কর্ণের সহিত সমবেত হইয়া ভীমের সমক্ষে অবস্থান

করিতে সমর্থ হন না। ইহাঁরা সেই কালান্তক যম সদৃশ ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের অযুত নাগতুল্য বল ও ক্রূর ব্যবসায় অবগত হইয়া কি নিমিত্ত তাহার রোষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিবেন; কিন্তু একমাত্র কর্ণ স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক ভীমকে অনাদর করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অসুরবিজয়ী দেবরাজের ন্যায় ভীমসেন তাঁহারে পরাজয় করিয়াছে। অতএব ভীমকে সমরে পরাজয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ভীম ধনঞ্জয়কে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দ্রোণকে প্রমথিত করিয়া আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে; বজ্র প্রহারে উদ্যত দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখীন অসুরের ন্যায় কে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া তাহার সমক্ষে গমন বা অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? মনুষ্য শমন ভবনে গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু ভীমের হস্তে নিপতিত হইলে কিছুতেই প্রতিগমন করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা মোহাবিষ্ট হইয়া ক্রোধপরায়ণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই সমস্ত অল্পতেজা মনুষ্যগণ বহ্নি মধ্যে প্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে। ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া কৌরবগণ সমক্ষে সভামধ্যে আমার পুত্রগণকে বধ করিবার নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দুঃশাসন দুর্য্যোধনের সহিত তাহা স্মরণ ও কর্ণকে পরাজিত নিরীক্ষণ করিয়া ভয় প্রযুক্তই ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছে। মন্দমতি দুর্য্যোধন সভামধ্যে বারংবার কহিয়াছিল, আমি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব; কিন্তু সে এক্ষণে ভীমের ভুজবলে কর্ণকে পরাজিত ও রথশূন্য নিরীক্ষণ এবং কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান বিষয় স্মরণ পূর্ব্বক অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। সে নিজদোষেই ভ্রাতৃগণকে ভীম শরে নিহত দেখিয়া অতি-

শর আকুলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে কোন্ জীবিত লাভার্থী ব্যক্তি সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ভীমায়ুধ ভীমের প্রতিকূলে গমন করিবে। বোধ হয়, মনুষ্য বাড়বানল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মুক্তি লাভ করিতে পারে; কিন্তু ভীমের সম্মুখে গমন করিলে তাহার আর কিছুতেই নিস্তার নাই। অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকি ও পাঞ্চালগণ রোষ পরবশ হইলে প্রাণরক্ষণেও নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! আপনি এক্ষণে এই লোকক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া শোক করিতেছেন, কিন্তু আপনিই ইহার মূল কারণ সন্দেহ নাই। আপনি পুত্রগণের বাক্যে বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন এবং মনুষ্য যেমন হিতকর ঔষধ পানে একান্ত পরাঙ্মুখ হয়, তদ্রূপ আপনিও সুহৃদ্‌গণের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিতেছেন। হে নরোত্তম! আপনি স্বয়ং নিতান্ত দুর্জ্জয় কালকূট পান করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হউন। যোধগণ সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি আপনি তাহাদের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

অনন্তর আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, দুর্দ্ধর ও জয় এই পাঁচ সহোদর কর্ণের পরাজয় দর্শনে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া শলভশ্রেণীর ন্যায় শরনিকরে দশ দিক্ পরিব্যাপ্ত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত দেবরূপী রাজকুমারগণকে সহসা সমাগত দেখিয়া হাস্য মুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্ম্মর্ষণ প্রভৃতি আপনার

আত্মজনগণকে ভীমের সম্মুখীন দেখিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলা-নিশিত সুতীক্ষ্ণ শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সত্বরে কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক ভীমের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই দুর্ম্মর্ষণপ্রমুখ পঞ্চ ভ্রাতারে অশ্ব ও সারথির সহিত শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন। বিচিত্র কুসুম বিরাজিত পাদপদল যেমন সমীরণ প্রভাবে ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহারা সারথিদিগের সহিত বিগতপ্রাণ হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। হে রাজন্! মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করত আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন দেখিয়া, সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন সূতপুত্র কর্ণ ভীমের নিশিত শরে নিবারিত হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ভীমও রোষারুণ লোচনে শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর মহারথ কর্ণ আপনার আত্মজগণকে ভীম শরে নিহত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট ও আত্ম রক্ষায় হতাশ হইলেন এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষে আপনার পুত্রগণ বিনষ্ট হইতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি তৎকালে আপনারে

অপরাধী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম পূর্ব্ব বৈর স্মরণ পূর্ব্বক রোষ পরবশ হইয়া সসম্ভ্রমে কর্ণের প্রতি নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণ প্রথমতঃ তাঁহারে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাস্য-মুখে হেমপুঙ্খ শিলাশিত সপ্ততি সায়কে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত শরনিকর লক্ষ্য না করিয়াই তাঁহার উপর আনতপর্ব্ব শত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় সুতীক্ষ্ণ পাঁচ বাণে তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শর সমূহে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে কর্ণের সারথি ও অশ্বগ-ণকে সংহার করিয়া পুনরায় হাস্যমুখে তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে মহারথ কর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত গদা আগমন করিতে দেখিয়া সৈন্যগণের সমক্ষে শরসমূহে নিবা-রণ পূর্ব্বক কর্ণকে সংহার করিবার অভিলাষে অনবরত সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলশালী কর্ণ স্বীয় শর সমূহে ভীমসেনের সায়ক সমূহ নিরাকৃত করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সৈন্যগণ সমক্ষে তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল।

তখন মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাশক্ত হইয়া কর্ণের প্রতি সন্নতপর্ব্ব নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল তীক্ষ্ণ সায়ক কর্ণের কবচ ও দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিয়া ভুজগগণ যেরূপ বল্মীক

মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। এই প্রকারে মহাবীর কর্ণ ভীমশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পুনরায় সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। তাঁহা দর্শন করত রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা প্রযত্নসহকারে সত্বর কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হও। হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্র চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র শরাসন, চিত্রায়ুধ ও চিত্রবর্ম্মা ইহাঁরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধনের আজ্ঞা লাভ করিয়া শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তাঁহারা উপস্থিত না হইতে হইতেই একমাত্র শরে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন। তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ বাতভগ্ন দ্রুমের ন্যায় সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার মহারথ পুত্রগণকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বিদুরের সেই সমস্ত বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিহিত বিধানে সুসজ্জিত অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক শীঘ্র যুদ্ধার্থ ভীম সমীপে উপনীত হইলেন। তখন ঐ মহাবীরদ্বয় সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত শরজালে পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া দিবাকরকরসম্বলিত জলধর যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল বৃকোদর ক্রোধভরে ভাস্বর নিশিত ষট্‌ত্রিংশৎ ভল্ল দ্বারা কর্ণের কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সূততনয় কর্ণও আনতপর্ব্ব পঞ্চাশৎ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই রক্তচন্দনচর্চ্চিত বীরদ্বয় শরব্রণাঙ্কিত ও শোণিতলিপ্ত কলেবর হইয়া সমুদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহাদের বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন ও শরীর শোণিতলিপ্ত হওয়াতে তাঁহারা নির্ম্মোকে নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর সেই বীরদ্বয় দশন প্রহারে সমুদ্যত ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায়

পরস্পরকে শস্ত্র প্রহার ও সলিলধারাবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের প্রতি নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ বিশাল দশন দ্বারা পরস্পরের দেহভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখন সিংহনাদ, কখন শর বর্ষণ, কখন ক্রীড়া, কখন সরোষনয়নে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত ও কখন বা রথ দ্বারা মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সিংহবিক্রম মহাবীরদ্বয় গাভী লাভে সমুৎসুক বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গভীর নিনাদ পূর্ব্বক ইন্দ্র ও বৈরোচনের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক বিদ্যুদ্দাম-বিলসিত অম্বুদের ন্যায় সমরক্ষেত্রে শোভিত হইতে লাগিলেন। তিনি সলিলধারা সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শর সমূহ দ্বারা পর্ব্বতোপম কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শরাসনধ্বনি অশনিনির্ঘোষের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। হে রাজন্! তখন আপনার তনয়গণ ভীমের সেই অদ্ভুত বলবীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর বৃকোদর অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকি ও চক্ররক্ষকদ্বয়কে আনন্দিত করিয়া কর্ণের সহিত অতি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। আপনার তনয়গণ ভীমের অসাধারণ পরাক্রম, ভুজবীর্য্য ও ধৈর্য্য অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

—•—

হে রাজন্! মত্তমাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ কর্ণ ভীমসেনের জ্যানির্ঘোষ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেম না। তিনি ক্ষণকাল ভীমসেনের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া ভীমশরে নিপাতিত আপনার তনয়গণকে অবলোকন করত নিতান্ত বিমনায়মান ও সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া ভীষণ পন্নগের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে শর বর্ষণ পূর্ব্বক ক্ষিপ্তরশ্মি দিবাকরের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন প্রভাকরের কিরণজালের ন্যায় কর্ণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন। পক্ষিগণ যেরূপ বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ময়ূরপুচ্ছ-বিভূষিত রাধেয়নিক্ষিপ্ত শরজাল ভীমসেনের সর্ব্বাঙ্গে প্রবিষ্ট হইল। তৎকালে কর্ণশরাসনচ্যুত সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল উপর্য্যুপরি পতিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হংসরাজির ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন; শর সকল চাপ, ধ্বজ, ছত্র, ঈষামুখ ও রথের অন্যান্য উপকরণ হইতে বিনির্গত হইতেছে। এইরূপে মহাবীর কর্ণ বেগবান্ সুবর্ণময় শর সকল পরিত্যাগ করিয়া নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। কিন্তু মহাবল ভীমসেন তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তখন তিনি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া নয় শরে সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত অন্তক সদৃশ শরজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সুশাণিত বিংশতি শরে রাধেয়কে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ প্রথমে

শরজালে ভীমসেনকে যেরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভীমসেন তাঁহারে সেইরূপে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে রাজন্! তখন আপনার পক্ষীয় বীরগণ ও চারণগণ ভীমসেনের বিক্রম দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় ভূরিশ্রবা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ, জয়দ্রথ ও উত্তমৌজা এবং পাণ্ডবপক্ষীয় যুধামন্যু, সাত্যকি, কেশব ও ধনঞ্জয় এই দশ জন মহারথ ভীমকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তন্নিবন্ধন সমরক্ষেত্রে অতি ভীষণ লোমহর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

হে কুরুরাজ! তখন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সত্বরে মহাধনুর্দ্ধর সহোদরগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক; তোমরা শীঘ্র কর্ণের রক্ষণে সযত্ন হইয়া তাঁহার নিকট গমন করত তাঁহাকে ভীমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। নচেৎ ভীমসেন নিক্ষিপ্ত সায়ক সমূহ রাধেয়কে সংহার করিবে। তখন আপনার সাত পুত্র দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ক্রোধভরে ভীমাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মান্তে জলধর যেমন জলধারায় পর্ব্বতকে আবৃত করে, তদ্রূপ তাঁহারা বৃকোদরকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রলয়কালে সপ্ত গ্রহ যেরূপ ইন্দুকে নিপীড়িত করে, সেই সপ্ত মহারথ সেইরূপ বৃকোদরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া দৃঢ়তর মুষ্টি পরিশোভিত শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই সপ্ত মহারথকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করত তাহাদের গাত্র হইতে জীবন নিষ্কাসিত করিয়াই যেন দিবাকর কিরণ সদৃশ সাত শর তাহাদিগের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। বৃকোদর নির্ম্মুক্ত

সুবর্ণ পরিমণ্ডিত নিশিত শরনিকর তাঁহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ ও শোণিতপান করত রুধিরাক্ত ও গগনমার্গে সমুত্থিত হইয়া ব্যোমচারী বহুসংখ্যক গরুড়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। আপনার পুত্রগণ ভিন্নহৃদয় হইয়া রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের পতনকালে বোধ হইল যেন, শৈলসানু সমুৎপন্ন মহীরুহ গজভগ্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতেছে। হে রাজন্! এইরূপে শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, চিত্র, চিত্রায়ুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন ও বিকর্ণ আপনার এই সপ্ত পুত্র নিহত হইলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডবপ্রিয় বিকর্ণের নিমিত্ত ভীমসেন শোকে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে বিকর্ণ! আমি সংগ্রামে তোমাদিগের শত ভ্রাতাকে সংহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার নিমিত্তই অদ্য তুমি নিহত হইলে। তুমি আমাদিগের বিশেষতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয়সাধনে অনুরক্ত ছিলে। হে ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া ন্যায়ানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত অনুতাপ করা বিধেয় নহে।

হে কুরুরাজ! এইরূপে বৃকোদর কর্ণের সমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাধনুর্দ্ধর ভীমের ঐ সিংহনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক আপনাকে জয়শালী বিবেচনা করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং সুমহান্ বাদিত্রধ্বনি করত ভ্রাতার সিংহনাদ প্রতিগ্রহ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে মহাবীর ভীমসেনের সঙ্কেত শ্রবণ পূর্ব্বক অতি হৃষ্টচিত্তে শস্ত্রবিদগ্রগণ্য আচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন একত্রিংশৎ সহোদরকে

বিনষ্ট দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহামতি বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা যথার্থই হইতেছে। মহারাজ দুর্য্যোধন এইরূপ চিন্তা করত ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন।

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও দুরাত্মা কর্ণ দ্যূতক্রীড়া সময়ে সভামধ্যে দ্রৌপদীকে সমানীত করিয়া সমুদয় পাণ্ডবের, কৌরবগণের ও আপনার সমক্ষে পাঞ্চালীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন যে, হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ নিহত ও শাশ্বত নিরয়গামী হইয়াছে; অতএব তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর। এক্ষণে সেই পরুষ বাক্যের ফলপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনার পুত্রগণ মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে যণ্ডতিল প্রভৃতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগের চিত্তে যে ক্রোধানল সমুদ্দীপিত করিয়াছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর ত্রয়োদশ বৎসরের পর সেই ক্রোধানল উদ্দীপিত করিয়া আপনার পুত্রগণকে সংহার করিতেছেন। মহামতি বিদুর বহুবিধ বিলাপ করিয়াও আপনাকে শান্তি পক্ষ আশ্রয় করাইতে সমর্থ হন নাই। আপনি এক্ষণে পুত্রগণের সহিত সেই ক্ষত্তার বাক্য উল্লঙ্ঘনের ফল ভোগ করুন। আপনি বৃদ্ধ, ধীর ও তত্ত্বার্থদর্শী হইয়াও দৈববিড়ম্বনা প্রযুক্ত সুহৃদের হিতবাক্য শ্রবণ করিলেন না। এক্ষণে শোক সম্বরণ করুন। আমার বোধ হয়, আপনিই স্বীয় দুর্নীতি বশতঃ আপনার পুত্রগণের সংহারের হেতু হইয়াছেন। হে কুরুরাজ! মহাবীর বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার যে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ বৃকোদরের নয়নপথে নিপতিত হইয়াছিল, সকলেই কৃতান্তভবনে গমন করিলেন। আপনার নিমিত্তই আমাকে মহাবীর বৃকোদর ও কর্ণের শরে সহস্র সহস্র সৈন্যদিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

—০—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বোধ হয়, এক্ষণে আমারই সেই মহতী দুর্নীতির পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত চিন্তা করা আমার বিধেয় নহে; আমি এই-রূপ বিবেচনা করিয়া গত বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতাম; কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতিবিধানার্থ সাতিশয় ব্যগ্র হইয়াছি। যাহা হউক, আমি এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছি। তুমি আমার দুর্নীতি প্রযুক্ত যে মহান্ জনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহারথ কর্ণ ও ভীম-সেন উভয়েই বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃকোদর নামাঙ্কিত হেমপুঙ্খ নিশিত শরনিকর কর্ণের জীবন ভেদ করিয়াই যেন তাহার দেহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণ নিক্ষিপ্ত শিখিপুচ্ছ লাঞ্ছিত অসংখ্য শরও ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই মহাবীর দ্বয়ের শরজাল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সংক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইল। মহাবীর বৃকোদর স্বীয় শরাসন নিক্ষিপ্ত আশীবিষোপম ভীষণ শর সমূহে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। বাত-ভগ্ন পাদপ সমূহের ন্যায় নিশিত শর দ্বারা নিপাতিত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মানবগণে সমরাঙ্গন সমাকীর্ণ হইল। সহস্র সহস্র কৌরবসৈন্যগণ ভীমশরে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই বলিতে বলিতে সকলেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবাহু কর্ণও তৎকালে বিমোহিত-

প্রায় হইয়া কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট সিন্ধু, সৌবীর ও কৌরব সৈন্যগণ মহাবীর কর্ণ ও বৃকোদরের শরে উৎসারিত এবং অশ্ব ও গজবিহীন হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করত চতুর্দ্দিকে পলায়ন পূর্ব্বক এইরূপ কহিতে লাগিল যে, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দেবগণ পাণ্ডবগণের নিমিত্ত আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন; নতুবা কর্ণ ও বৃকোদরের শরে আমাদিগেরই বল ক্ষয় হইতেছে কেন? হে রাজন্! আপনার সেই ভয়ার্ত্ত সৈন্যগণ এই বলিতে বলিতে ঐ বীরদ্বয়ের শর নিপাতের পথ পরিত্যাগ করত দূরে গমন পূর্ব্বক সংগ্রাম দর্শনার্থ দণ্ডায়মান রহিল।

তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মানবগণের শোণিতে রণস্থলে শূরগণের হর্ষোৎপাদন ও ভীরুগণের ভয়জনক এক ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। বিনষ্ট অসংখ্য মানব, হস্তী, অশ্ব ও তাহাদিগের অলঙ্কার এবং রাশি রাশি অনুকর্ষ, পতাকা, রথভূষণ, চক্র, অক্ষ ও কূবরবিহীন রথ, গভীর নিস্বন হেমচিত্রিত কার্ম্মুক, হেমপুঙ্খ শর, নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ প্রাস, তোমর, খড়্গ ও পরশু, হিরণ্ময় গদা, মুষল ও পট্টিশ এবং বহুবিধাকার হীরক, শক্তি, পরিঘ ও চিত্রিত শতঘ্নীতে রণভূমি পরিব্যাপ্ত হইল। শরজালসংছিন্ন রাশি রাশি অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মকুট, বলয়, অঙ্গুলিবেষ্টন, চূড়ামণি ও উষ্ণীষ, সুবর্ণালঙ্কার তনুত্রাণ, তলত্র, গ্রৈবেয়, বস্ত্র, ছত্র, ব্যজন এবং অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মানবগণের দেহ ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল গ্রহগণ সমাকীর্ণ গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত সিদ্ধ ও চারণগণ ঐ মহাবীরদ্বয়ের অচিন্তনীয় ও অমানুষ কার্য্য অবলোকন পূর্ব্বক নিতান্ত বিস্ময়া-

পন্ন হইলেন। যেরূপ বায়ুসখা হুতাশন কক্ষমধ্যে পর্য্যটন করত উহা অনায়াসে দগ্ধ করে, মহাবীর বৃকোদর সেইরূপ কর্ণের সমভিব্যাহারে সৈন্যমধ্যে বিচরণ করত তাহা-দিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নলবন বিমর্দ্দিত করে, মহাবীর কর্ণ ও বৃকোদর সেইরূপ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য রথ, ধ্বজ, হস্তী, অশ্ব ও মানবগণকে বিমর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! মহাবীর ভীম ও কর্ণ এইরূপে অসংখ্য সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর কর্ণ তিন শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিয়া বিবিধ বিচিত্র শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া ভিদ্যমান পর্ব্বতের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি তৈলধৌত নিশিত কর্ণি দ্বারা কর্ণের কর্ণদেশ ভেদ করত অম্বরস্খলিত দিনকর কিরণের ন্যায় তাঁহার মনোহর কুণ্ডল ধরাতলে পাতিত করিলেন এবং অম্লানমুখে অন্য ভল্ল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ললাটদেশে আশীবিষ সদৃশ দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভুজঙ্গগণ যেরূপ বল্মীক মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ভীম পরিত্যক্ত নারাচ সমূহ রাধেয়ের ললাটে প্রবিষ্ট হইল। তিনি পূর্ব্বে মস্তকে নীলোৎপলমালা ধারণ করিয়া যেরূপ শোভিত হইতেন, এক্ষণে ললাটে সায়ক বিদ্ধ হইয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে

ভীমশরে গাঢ়বিদ্ধ ও শোণিতাক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রথকূবর অবলম্বন পূর্ব্বক নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া রহিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে পুনরায় চৈতন্য লাভ করত রোষভরে মহা- বেগে বৃকোদরের রথাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহার উপর গৃধ্রপক্ষশালী শত শর পরিত্যাগ করিলেন।

তখন মহাবীর বৃকোদর কর্ণের বল বীর্য্যের বিষয় কিছুই বিবেচনা না করিয়া তাঁহারে অনাদর করত তাঁহার প্রতি উগ্র শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নয় শরে ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। এই প্রকারে সেই শার্দ্দূল পরাক্রম বীরদ্বয় প্রতিচিকীর্ষা- পরবশ হইয়া জলধারাবর্ষী জলধরদ্বয়ের ন্যায় বিবিধ শর- নিকর বর্ষণ ও তলধ্বনি করত পরস্পরকে শঙ্কিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ সত্বরে সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিলেন। তখন কৌরব, সৌবীর ও সৈন্ধব সৈন্যগণকে নিহত, রাশি রাশি বর্ম্ম, ধ্বজ ও শস্ত্র দ্বারা ধারাতল সমাচ্ছন্ন এবং চতুর্দ্দিকে হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহিগণকে নিপতিত দর্শন করিয়া তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঐ সময় তিনি চাপ বিস্ফা- রণ পূর্ব্বক সক্রোধনয়নে ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বহুসংখ্যক শর বর্ষণ করিয়া শরৎকালীন মধ্যাহ্নগত দিবা- করের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ শরীর ভীমশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া কিরণাবৃত সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি কখন্ যে শর গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখন বা পরিত্যাগ করিলেন, তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না। তিনি উভয় হস্তে শর বর্ষণ করিতে

আরম্ভ করিলে, তাঁহার ভীষণ শরনিকর হুতাশন চক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত অসংখ্য শরজাল আকাশপথে সমুত্থিত হইয়া সমুদায় দিক্ বিদিক্ ও দিনকরপ্রভা সমাচ্ছন্ন করিল এবং ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে বিচরণ করিতে লাগিল। অধিরথতনয় কর্ণ পুনর্ব্বার হেম-মণ্ডিত শিলাধৌত গৃধ্রপক্ষযুক্ত বেগবান্ শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই কনকবিনির্ম্মিত শরনিকর বৃকোদরের রথে অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। সেই শরজাল গগন-মার্গে গমনকালে শলভ সমূহের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। তিনি এরূপ লঘুহস্তে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, ঐ শর সমুদয় এক দীর্ঘ শরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বলাহক যেরূপ বারিধারা বর্ষণ করিয়া পর্ব্বতকে সমাচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে বাণবর্ষণে বৃকোদরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! সেই সময় আপনার পুত্রগণ সৈন্য সমভি-ব্যাহারে ভীমের বাহুবীর্য্য, পরাক্রম ও কার্য্য সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন উদ্ধূত সাগর সদৃশ ভীষণ শরজাল লক্ষ্য না করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে কর্ণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ মণ্ডলীকৃত শক্রায়ুধ সদৃশ শরাসন হইতে হেমপুঙ্খ শর সমূহ বিনির্গত হইয়া গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করাতে বোধ হইল যেন, গগনমণ্ডলে সুবর্ণময়ী মালা লম্বমান রহিয়াছে।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণের আকাশগামী বিষাক্ত শরনিকর ভীমের শরে আহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বৃকোদর ও কর্ণের হেমপুঙ্খ, সরলগামী, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ শরনিকরে গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। তৎকালে প্রভা-

করের প্রভা নাশ ও সমীরণের গতি রোধ হইয়া গেল এবং কোন পদার্থই লক্ষিত হইল না। ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ মহাত্মা ভীমসেনের বলবীর্য্য অগ্রাহ্য করত তাঁহাকে অসংখ্য শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অধিকতর বাহুবীর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভীমও তাঁহার প্রতি সহস্র সহস্র সায়ক পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বীরদ্বয় নির্ম্মুক্ত শরসমূহ বায়ুর ন্যায় পরস্পর সংঘটিত হইতে লাগিল। ঐ শর নিকরের সঙ্ঘর্ষণে গগনমণ্ডলে অনল প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া ভীমের বিনাশার্থ কর্ম্মারপরিমার্জ্জিত সুশাণিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু বৃকোদর সমধিক বলবিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শর দ্বারা অন্তরীক্ষে কর্ণনির্ম্মুক্ত প্রত্যেক শর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করত তাঁহাকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তিনি পুনরায় দহনোন্মুখ অনলের ন্যায় ক্রোধোদ্দীপ্ত চিত্তে নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ঐ বীরদ্বয়ের গোধানির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রের আঘাতে চট চটা ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ভীষণ তলশব্দ, সিংহনাদ, রথ ঘর্ঘর শব্দ ও জ্যানিস্বনে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অন্যান্য যোধগণ পরস্পর বধাভিলাষী কর্ণ ও বৃকোদরের পরাক্রম দর্শন মানসে সমরে বিরত হইলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগণ তাঁহাদিগের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর ক্রোধভরে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া কর্ণের অস্ত্র সকল নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কর্ণও ভীমসেনের শরসমূহ নিবারণ করত তাঁহার প্রতি আশীবিষোপম নয়

নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। বৃকোদর নয় শরে গগন-মার্গে ঐ নয় নারাচ ছেদন করিয়া কর্ণকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যমদণ্ডোপম এক ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ করিলেন। প্রবল প্রতাপ কর্ণ ঐ ভীমনির্ম্মুক্ত শর সমুপস্থিত না হইতে হইতেই হাস্যমুখে তিন শরে ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। তখন মহাবীর ভীমসেন পুনরায় অতি ভীষণ শরজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণও স্বীয় অস্ত্রবল প্রকাশ পূর্ব্বক একান্ত নির্ভীকের ন্যায় ঐ সমুদয় শর প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া সন্নত পর্ব্ব শরনিকরে ভীমসেনের তূণীর, ধনুর্জ্যা এবং অশ্বগণের রশ্মি ও যোক্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহার অশ্বগণকে সংহার করিয়া সারথিকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসারথি কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক মহাবীর সাত্যকির রথে গমন করিল।

তখন কালাগ্নি সন্নিভ মহাপ্রতাপশালী সূতনন্দন ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া হাস্য করিতে করিতে ভীমসেনের ধ্বজ ও পতাকা কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণখচিত এক শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করিয়া কর্ণের রথের প্রতি পরিত্যাগ করি-লেন। মিত্রার্থে সমরোদ্যত মহাবীর কর্ণ সেই মহোল্কা তুল্য শক্তি আপতিত দেখিয়া দশ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মৃত্যু ও জয়ের অন্যতর লাভে সমুৎসুক হইয়া এক হেমসমলঙ্কৃত বর্ম্ম ও খড়্গ ধারণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ হাস্য করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্য শরে ঐ বর্ম্ম কর্ত্তন করিয়া

ফেলিলেন। তখন বৃকোদর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে কর্ণের রথের প্রতি এক ভীষণ অসি নিক্ষেপ করিলেন। বৃকোদরনির্ম্মুক্ত অসি কর্ণের জ্যাসমবেত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট ক্রোধান্বিত পন্নগের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সূতনন্দন কর্ণ ভীমের বিনাশার্থ এক দৃঢ়তর জ্যাসমবেত অরাতিবিনাশন শরাসন গ্রহণ করিয়া সুশাণিত হেমপুঙ্খ সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবাহু বৃকোদর এইরূপে কর্ণ নিক্ষিপ্ত শর সমূহে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যথিত করত আকাশমার্গে উত্থিত হইলেন। মহাবীর কর্ণ সেই জয়লাভার্থী বৃকোদরের অসামান্য কার্য্য সন্দর্শন করত রথ মধ্যে লীন হইয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন। বৃকোদর তাঁহাকে রথে লীন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় অবলোকন করিয়া তাঁহার ধ্বজ গ্রহণ পূর্ব্বক ধরাতলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কৌরব ও চারণগণ বৃকোদরকে খগরাজ গরুড় যেরূপ সর্পনাশার্থ যত্নবান্ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে কর্ণ বিনাশার্থ সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন এইরূপে স্বীয় রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধার্থ কর্ণ সমীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সূতনন্দন কর্ণও ক্রোধাবিষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ সমাগত ভীমসেন সমীপে আগমন করিলেন। এইরূপে সেই মহাবলশালী বীরদ্বয় সম্মিলিত হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করত প্রাবৃট্‌কালীন জলদজালের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ অস্ত্র প্রভাবে বৃকোদরকে বিগতশস্ত্র করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান

হইলেন। বৃকোদর তদ্দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া অর্জ্জুন নিপাতিত পর্ব্বতাকার করিসৈন্য অবলোকন করত কর্ণ, রথ লইয়া কদাচ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না, এই বিবেচনা করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎপরে রথ দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কর্ণকে আর প্রহার করিলেন না এবং আত্মরক্ষার্থ হনূমান যেরূপ মহৌষধি সম্পন্ন গন্ধমাদন গিরি উত্তোলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন-শরাহত এক মাতঙ্গ উত্তোলিত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ শর সমূহ দ্বারা ঐ মাতঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ বৃকোদর তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মাতঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্রহণ করত কর্ণের প্রতি পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি চক্র ও অশ্ব প্রভৃতি যে কোন পদার্থ সমরস্থলে নিপতিত দেখিতে পাইলেন, সেই সমুদায়ই কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ কর্ণ অসংখ্য শরে ভীমনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত পদার্থ অবিলম্বে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর কর্ণকে সংহার করিবার অভিলাষে বজ্রসার সুদারুণ মুষ্টি সমুদ্যত করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ তৎকালে কর্ণকে বিনষ্ট করিলেন না। তখন মহাবল কর্ণ সুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীমকে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও বারম্বার বিমোহিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেবল আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক সেই নিরস্ত্র বৃকোদরের জীবন সংহার করিলেন না। অনন্তর তিনি ধাবমান হইয়া ধনুষ্কোটি দ্বারা ভীমসেনের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ভীমসেন সত্বরে কর্ণের শরাসন সমাচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার মস্তকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ক্রোধারুণলোচনে

হাস্যমুখে কহিলেন, হে তূবরক! তুমি মূঢ়, উদরপরায়ণ, রণকাতর ও বালক। তুমি অস্ত্রবিদ্যা কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নও। সমরাঙ্গন তোমার উপযুক্ত স্থান নহে। যে স্থলে বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য আছে, তুমি সেই স্থানেরই যোগ্য। তুমি কাননমধ্যে পুষ্প ও ফল মূল আহার করিয়া ব্রত ও নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যস্ত; সংগ্রাম করা তোমার কার্য্য নহে। মুনিব্রত ও সংগ্রাম পরস্পর অনেক ভিন্ন। হে বৃকোদর! তুমি বনবাসনিরত; অতএব সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আহারার্থ স্বীয় সূদ, ভৃত্য ও দাসগণের প্রতি রোষ প্রকাশ করত তাড়না করিতে পার; সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার সাধ্য নহে। তুমি ঋষিগণের ন্যায় বনগমন পূর্ব্বক ফল আহরণ কর। ফল মূল আহার ও অতিথি সৎকারই তোমার উপযুক্ত কার্য্য; শস্ত্র গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন্! সূতনন্দন ভীমকে এইরূপ উপহাস করিয়া তিনি বাল্যাবস্থায় যে সমুদয় অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার শ্রুতিগোচর করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে সেই সমরক্লান্ত ভীমসেনকে ধনুষ্কোটি দ্বারা স্পর্শ করিয়া পুনর্ব্বার হাস্য করত কহিলেন, হে বৃকোদর! মাদৃশ ব্যক্তির সহিত তোমার সংগ্রাম করা বিধেয় নহে। মৎসদৃশ ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, এইরূপ এবং অন্যরূপ অবস্থাও ঘটিয়া থাকে। অতএব যে স্থানে কৃষ্ণার্জ্জুন বিদ্যমান আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর; তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন। অথবা তুমি বালক; তোমার সংগ্রামে প্রয়োজন নাই; তুমি সত্বরে গৃহে গমন কর।

মহাবীর ভীমসেন কর্ণের ঐ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন, হে মূঢ় কর্ণ!

আমি তোমাকে বারংবার পরাভব করিয়াছি। তবে তুমি কি নিমিত্ত বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। পূর্ব্বতন লোকেরা দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয় পরাজয় অবলোকন করিয়াছেন। হে তুষ্কুলোদ্ভব! তুমি একবার আমার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে অদ্যই আমি সর্ব্বরাজগণ সমক্ষে মহাবীরকীচকের ন্যায় তোমাকে বিনষ্ট করিব। তখন মহামতি কর্ণ বৃকোদরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমুদয় ধনুর্দ্ধর সমক্ষে মল্লযুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ এইরূপে বৃকোদরকে বিরথ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কপিধ্বজ ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্যানুসারে কর্ণের প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়-বিসৃষ্ট সুবর্ণ পরিমণ্ডিত গাণ্ডীব বিনির্গত, সর্পাকার শর-নিকর ক্রৌঞ্চপর্ব্বতগামী হংসের ন্যায় কর্ণের দেহমধ্যে প্রবেশ করিল। ইতি পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের শরাসন ভীম কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি প্রার্থশরে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে ভীমের নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও সাত্যকির রথে আরোহণ পূর্ব্বক রণস্থলে ভ্রাতা সব্যসাচীর অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধারুণনয়নে কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া অতি-সত্বরে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত নারাচ পন্নগলোলুপ গরুড়ের ন্যায় অন্তরীক্ষ হইতে কর্ণের উপর পতনোন্মুখ হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের হস্ত হইতে কর্ণকে উদ্ধার করিবার মানসে শর দ্বারা গগনমার্গেই ঐ নারাচ দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া চতুঃষষ্টি শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করত কহি-

লেন, হে অশ্বত্থামন্! তুমি পলায়ন না করিয়া ক্ষণকাল সমরাঙ্গনে অবস্থান কর। শরনিপীড়িত অশ্বত্থামা ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ মত্তমাতঙ্গসমাকীর্ণরথসঙ্কুল সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবনিস্বনে অন্যান্য হেমপুঙ্খ কার্ম্মুকের নিস্বন তিরোহিত করিয়া পশ্চাৎ ভাগে অনতিদূরে প্রস্থিত অশ্বত্থামাকে শরজালে ত্রাসিত করিয়া কঙ্কপত্রপরিশোভিত নারাচ সমূহে নর, বারণ ও অশ্বগণের কলেবর বিদারণ পূর্ব্বক সমুদয় সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! প্রতিদিনই আমার প্রদীপ্ত যশঃক্ষীণ এবং বহুসংখ্যক যোদ্ধা বিপক্ষশরে বিনষ্ট হইতেছে; অতএব বোধ হয়, দৈব আমাদিগের প্রতি নিতান্ত প্রতিকূল; মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামা ও কর্ণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, দেবগণেরও অপ্রবেশ্য কৌররসৈন্যমধ্যে ক্রোধভরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রভূতবলশালী বাসুদেব, ভীমসেন ও শিনিপ্রবীর সাত্যকির সহিত সমবেত হওয়াতে তাহার পরাক্রম পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণাবধি অনল যেরূপ তৃণ দগ্ধ করে, তদ্রূপ শোকাগ্নি আমাকে সর্ব্বদা দগ্ধ করিতেছে। আমি জয়দ্রথ প্রভৃতি ভূপালগণকে যেন কালকবলে নিপতিত বোধ করিতেছি। হে সঞ্জয়! মহাবীর জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের অনিষ্টাচরণ করিয়া এক্ষণে তাহার নয়নগোচর হইয়া কি প্রকারে জীবন রক্ষায়

সমর্থ হইবেন। আমার বোধ হয়, যেন, জয়দ্রথ শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণন কর। যে মহাবীর পার্থের সাহায্য করিবার মানসে নলিনী দলপ্রমাথী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বারংবার কৌরবসৈন্যদিগকে সংক্ষোভিত করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই বৃষ্ণি বংশাবতংস, সাত্যকি কি প্রকারে যুদ্ধ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর সাত্যকি কর্ণশরে সাতিশয় নিপীড়িত পুরুষাগ্রগণ্য ভীমসেনকে গমন করিতে দেখিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং প্রাবৃট্‌কালীন জলধরপটলের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত ক্রোধে শরৎকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিকম্পিত করিয়া শত্রুসংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যখন রজত সন্নিভ ধবলবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে কৌরবপক্ষীয় কোন বীরই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর ক্রোধপরায়ণ সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ, শরাসন ও সুবর্ণ বর্ম্মধারী মহারাজ অলম্বুষ সেই মাধবকুলতিলক সাত্যকির সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষীয় যোধগণ তাঁহাদিগের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ সাত্যকিরে লক্ষ্য করিয়া দশ শর নিক্ষেপ করিলে, তিনি ঐ সমস্ত শর উপস্থিত না হইতে হইতেই শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ অলম্বুষ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অনল সদৃশ সুশাণিত সুপুঙ্খ তিন শর প্রয়োগ করিলেন। ঐ তিন শর সাত্যকির বর্ম্ম ভেদ করিয়া দেহমধ্যে প্রবেশ

করিল। এইরূপে মহাবীর অলম্বুষ অনল ও অনিল সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন অতি ভাস্বর তিন শরে সাত্যকির কলেবর ভেদ করিয়া সত্বরে চারি শরে তাঁহার ধবলবর্ণ চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর চক্রধর সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন সাত্যকি মহাবেগগামী চারি শরে অলম্বুষের অশ্বগণকে সংহার করিয়া কালাগ্নি-সন্নিভ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির কণ্ঠ ছেদন করত কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণ চন্দ্র সদৃশ বদনমণ্ডল দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! যদুকুলতিলক সাত্যকি এইরূপে মহারাজ অলম্বুষকে সংহার করিয়া কৌরবসৈন্যদিগকে নিবারণ করত পার্থসমীপে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গোদুগ্ধ, কুন্দ, ইন্দু ও হিমসবর্ণ, কনকজাল জড়িত সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ তাঁহার অভিলাষানুসারে তাঁহাকে ইতস্ততঃ বহন করিতে লাগিল। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ ও সৈন্য সমস্ত সমরবিশারদ দুঃশাসনকে সম্মুখীন করিয়া সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সৈন্যগণের সহিত সাত্যকিরে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকিও অনল সদৃশ শরজালে তাঁহাদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের অশ্বগণকে সংহার করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব মহারথ সাত্যকিরে অবলোকন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! তখন সুবর্ণধ্বজশালী ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহাবীরগণ সেই শিনিপ্রবর সাত্যকিরে অর্জ্জুনের জয়াভিলাষে দুঃশাসনের রথাভিমুখগামী বহুসংখ্যক কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া রোষভরে রথ সমূহ দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবৃত করত নিবারিত করিয়া তাঁহাকে শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন সত্যপরাক্রম সাত্যকি একাকী অসি, শক্তি ও গদাসঙ্কুল তলনিস্বন পরিপূর্ণ অপার সাগর সদৃশ সেই মহাসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে ত্রিগর্ত্তদেশীয় পঞ্চাশত রাজতনয়কে পরাজিত করিলেন। মহাবীর সাত্যকির এরূপ লঘুচারিতা দর্শন করিলাম যে, তাঁহাকে পশ্চিম দিকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পুনরায় তিনি নয়নপথে উপনীত হইলেন। এই প্রকারে মহাবীর সাত্যকি একাকী শত রথীর ন্যায় মুহূর্ত্তকালমধ্যে নৃত্য করতই যেন, সেই সমস্ত দিগ্বিদিক্ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যগণ সিংহবিক্রম সাত্যকির দ্রুতগতি দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া স্বজনসমীপে গমন করিল। তখন শূরসেন দেশীয় প্রধান প্রধান বীরগণ যেরূপ অঙ্কুশ দ্বারা মত্ত মাতঙ্গকে নিবারণ করে, সেইরূপ সাত্যকিকে শরনিপীড়িত করিয়া নিবারিত করিলেন। অচিন্ত্য বলশালী সাত্যকি মুহূর্ত্তকাল সেই শূরসেন দেশীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুরতিক্রম্য কলিঙ্গদেশীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহাবাহু অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইলেন। সন্তরণ দ্বারা পরিশ্রান্ত ব্যক্তি

স্থল প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, যুযুধান পুরুষপ্রবর ধনঞ্জয়কে অবলোকন করিয়া সেইরূপ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা কেশব সাত্যকিরে আগমন করিতে দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, পার্থ! ঐ তোমার পদানুসারী শৈনেয় আগমন করিতেছে; ঐ মহাবীর তোমার শিষ্য এবং প্রাণাধিক সখা। ঐ পুরুষপ্রধান সাত্যকি সমস্ত যোধগণকে তৃণ তুল্য বোধ করত পরাভব করিয়াছেন। উনি কৌরবপক্ষীয় যোধগণের প্রতি সাতিশয় দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। উহাঁর শরপ্রভাবে দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পরাজিত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সতত ধর্ম্মরাজের হিতসাধনে নিরত। উনি সৈন্যমধ্যে বহুসংখ্যক যোধগণকে নিপাত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং একাকী বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক সৈন্য সমুদায় ভেদ করিয়া দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি বহুসংখ্যক মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কৌরবসৈন্যমধ্যে উহাঁর সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই নাই। যেমন সিংহ গো সমূহ হইতে অনায়াসে বহির্গত হয়, সেইরূপ মহাবীর সাত্যকি কৌরবসৈন্য সংহার করিয়া তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াছেন। ইহাঁর প্রভাবেই বহুসংখ্যক নরপতিগণের মুখপদ্মে পৃথিবী সমাকীর্ণ হইয়াছে। উনি জলসন্ধকে বিনষ্ট, দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাতৃগণকে পরাজয় এবং কৌরবগণকে সংহার পূর্ব্বক শোণিতনদী প্রবাহিত করিয়া এক্ষণে তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বিমনায়মান হইয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! সাত্যকির আগমনে আমার কিছুমাত্র প্রীতি হইতেছে না। ধর্ম্মরাজ সাত্যকি বিহীন হইয়া জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। সাত্যকির প্রতি ধর্ম্মরাজের

রক্ষার ভার সমর্পিত ছিল, তবে উনি কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিতেছেন। অতএব বোধ হয়, ধর্ম্মরাজ দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছেন। এবং জয়দ্রথ বধেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত। হে কেশব! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবা যুদ্ধের নিমিত্ত সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইয়াছে। আমি এক জয়দ্রথের নিমিত্ত গুরুভারে সমাক্রান্ত হইলাম। এখন ধর্ম্মরাজের তত্ত্বাবধারণ ও সাত্যকিকে রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ দিকে দিবাকর অস্তাচলে গতপ্রায় হইলেন; জয়দ্রথকেও সত্বর বিনাশ করিতে হইবে। হে মধুসূদন! এক্ষণে মহাবাহু সাত্যকির শর সকল নিঃশেষিতপ্রায় হইয়াছে; তিনি স্বয়ং সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহার অশ্বগণ ও সারথি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু সহায়সম্পন্ন ভূরিশ্রবা পরিশ্রান্ত নহে। সাত্যকি কি উহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবেন? মহাতেজা সত্যপরাক্রম সাত্যকি কি সমুদ্রপার হইয়া গোষ্পদে অবসন্ন হইবেন? হে কেশব! ধর্ম্মরাজ বুদ্ধিবিপর্য্যয় বশতই দ্রোণাচার্য্যভয়ে ভীত না হইয়া সাত্যকিরে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য আমিষ গ্রহণার্থী শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সতত ধর্ম্মরাজের গ্রহণের নিমিত্ত অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহার কুশল বিষয়ে সাতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! পরে মহাবীর ভূরিশ্রবা সমরদুর্ম্মদ সাত্যকিরে আগমন করিতে দেখিয়া রোষভরে সহসা তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে শৈনেয়! তুমি আজি ভাগ্য-

ক্রমে আমার নয়নের পথবর্ত্তী হইয়াছ; এক্ষণে আমি সমর-ক্ষেত্রে চিরসঞ্চিত মনোরথ পূর্ণ করিব সন্দেহ নাই। যদি তুমি সংগ্রামে বিমুখ না হও, তাহা হইলে আমার জীবন সত্ত্বে কদাচ আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। তুমি সতত শৌর্য্যাভিমান করিয়া থাক। অদ্য আমি তোমার জীবন সংহার করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে আনন্দিত করিব। আজি মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া তোমাকে আমার শরানলে দগ্ধ ও ভূতলে নিপতিত দর্শন করিবেন। তুমি যাহার আদেশানুসারে সমরসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আজি তোমার শর-নিকরে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইবেন। আজি তুমি নিহত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রণস্থলে শয়ন করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় আমার বিক্রমের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। হে শৈনেয়! তোমার সহিত যুদ্ধে সমাগম আমার চির প্রার্থনীয়। পূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রামে দানবরাজ বলির সহিত দেবরাজের যেরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্রূপ আজি তোমার সহিত আমার ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তুমি আমার বলবীর্য্য ও পৌরুষ সম্যক্ অবগত হইতে পারিবে। আজি তুমি রামানুজ লক্ষ্মণের শরে নিহত রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতের ন্যায় আমার শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া প্রেতরাজের রাজধানীতে গমন করিবে। আজি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠির তোমার বিলাপ দর্শনে উৎসাহ শূন্য হইয়া নিশ্চয়ই সংগ্রামে নিহত হইবেন। আজি তোমারে শাণিত শর সমূহে সংহার করিয়া তোমার শরাহত বীরগণের রমণী-দিগের আনন্দোৎপাদন করিব। হে মাধব! তুমি সিংহের দৃষ্টিপথে পতিত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছ; তোমার আর নিস্তার নাই।

হে রাজন্! মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে কৌরবেয়! আমি সংগ্রামে ভীত নহি। কেবল বাক্য দ্বারা আমাকে ভয় প্রদর্শন করা কাহারও সাধ্য নহে। হে কৌরব! যে আমাকে শস্ত্রশূন্য করিবে, সেই আমাকে বধ করিতে পারিবে। যাহা হউক; এক্ষণে বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। তুমি যাহা কহিলে, তাহা কার্য্যে পরিণত কর; তোমার এই আস্ফালন শরৎকালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল বোধ হইতেছে; উহা শ্রবণ করিয়া আমি হাস্য সম্বরণে একান্ত অসমর্থ হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগের চিরাভিলষিত সংগ্রাম উপস্থিত হউক। তোমার সহিত সংগ্রামার্থ আমার মন সাতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। হে নরাধম! আজি আমি তোমারে বিনাশ না করিয়া কদাচ সংগ্রামে প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

হে রাজন্! এইরূপে সেই মহাতেজা স্পর্দ্ধাশীল বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক করিণী গ্রহণাভিলাষী রোষাবিষ্ট মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ক্রোধভরে পরস্পর জিঘাংসাপরবশ হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শর সমূহে সমাচ্ছন্ন করত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নিরন্তর শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ শর উপস্থিত না হইতে হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ শার্দ্দূলদ্বয় নখ দ্বারা ও হস্তিদ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, সেইরূপ তাঁহারাওরথ, শক্তি ও সায়ক সমূহ দ্বারা

পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের ছিন্ন ভিন্ন শরীর হইতে অনবরত শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহারা পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে স্তম্ভিত করিলেন।

অনন্তর সেই ব্রহ্মলোক পুরস্কৃত মহাবীরদ্বয় মৃত্যুর পর সুরলোকে গমন করিবার মানস করিয়া যূথপতি কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় সমরে সমদ্যুত হইলেন এবং পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত প্রহৃষ্ট ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমক্ষে নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সংগ্রামদর্শী নরগণ করিণী গ্রহণার্থ সমরে সমমুদ্যত যূথপতি করিদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের সেই লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় পরস্পরের অশ্ব নিহত ও শরাসন ছেদন করিয়া রথ পরিহার পূর্ব্বক অসি যুদ্ধ করিবার বাসনায় একত্র মিলিত হইয়া অতি বৃহদাকার বিচিত্র ঋষভ ধর্ম্ম বিনির্ম্মিত চর্ম্ম ধারণ ও কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করত যুদ্ধস্থলে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই বিচিত্র বর্ম্মধারী ও হেমাঙ্গদবিভূষিত বীরযুগল মণ্ডলাকারে ভ্রমণ এবং ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে পরস্পরকে অসিপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করত আশ্চর্য্য বল্‌গন এবং শিক্ষালাঘব ও সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় এইরূপে সমুদায় সৈন্যগণ সমক্ষে ক্ষণকাল পরস্পরকে প্রহার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে সেই বিশালবক্ষা, দীর্ঘ বাহু যুগল সম্পন্ন, বাহু যুদ্ধকুশল বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অসি ও শতচন্দ্রকালঙ্কৃত চর্ম্ম ছেদন পূর্ব্বক বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া লৌহময় অর্গল সদৃশ ভুজযুগল

দ্বারা পরস্পরের ভুজবেষ্টন করত ভুজ বন্ধন ও ভুজ মোক্ষণ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোধগণ তাঁহাদের শিক্ষাবল সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ সময় সেই বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত বীরদ্বয় কুলিশাহত ভূধরের ন্যায় অতি ভীষণ রব করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ বিষাণাগ্র দ্বারা এবং বৃষভদ্বয় শৃঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে, তাঁহারা সেইরূপ কখন ভুজবন্ধন, কখন মস্তকাঘাত, কখন চরণাকর্ষণ, কখন তোমর, অঙ্কুশ ও চাপ নিক্ষেপ, কখন পাদবেষ্টন, কখন ধরাতলে উদ্ভ্রমণ, কখন গত, প্রত্যাগত ও আক্ষেপ প্রদর্শন এবং কখন বা পতন উত্থান ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অতি ভয়াবহ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা দ্বাত্রিংশৎ ক্রিয়া বিশেষসম্পন্ন যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই সময় মহারথ সাত্যকির আয়ুধ সকল অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিলে, কেশব সব্যসাচীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি রথবিহীন হইয়া সংগ্রাম করিতেছেন। যুযুধান তোমার পশ্চাৎ ভাগে কৌরবসৈন্যদিগকে ভেদ করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহাপ্রতাপশালী বীরগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে ভূরিদক্ষিণ ভূরিশ্রবা সাতিশয় পরিক্লান্ত সাত্যকিরে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সংগ্রাম করিবার মানসে উহাঁর অভিমুখীন হইয়াছেন। ইহা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে না। তখন সমরবিশারদ ভূরিশ্রবা ক্রোধভরে রথস্থিত কৃষ্ণার্জ্জুনের সমক্ষেই মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ সাত্যকিরে সমাহত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবাহু বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকি অতিদুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করত একান্ত ক্লান্ত ও ভূরিশ্রবার

বশতাপন্ন হইয়া ভূতলে অবস্থিতি করিতেছেন। উঁনি তোমার শিষ্য; উইঁাকে রক্ষা করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তোমার জন্যই এই বিপদাপন্ন হইয়াছেন। অতএব যেরূপে উনি ভূরিশ্রবার বশতাপন্ন না হন, তুমি সত্বর তাহাতে যত্নবান্ হও। তখন অর্জ্জুন অতি হৃষ্টচিত্তে কেশবকে কহিলেন, হে কেশব! ঐ দেখ, যেরূপ কাননমধ্যে মত্তমাতঙ্গের সহিত যূথপতি সিংহের ক্রীড়া হইয়া থাকে, সেইরূপ বৃষ্ণিবংশাবতংস সাত্যকির সহিত কুরুপুঙ্গব ভূরিশ্রবার ক্রীড়া হইতেছে।

হে ভরতর্ষভ! মাহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় ভূরিশ্রবা আঘাত দ্বারা সাত্যকিরে ভূতলশায়ী করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যমধ্যে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন সিংহ যেরূপ মাতঙ্গকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে আকর্ষণ পূর্ব্বক কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিলেন এবং তাঁহার কেশাকর্ষণ করত বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া তদীয় কুণ্ডলাঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি দণ্ডঘট্টিত কুলালচক্রের ন্যায় কেশধারী ভূরিশ্রবার হস্তের সহিত মস্তক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন। মহামতি কেশব সাত্যকিকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, অন্ধকপ্রধান সাত্যকি ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। উনি তোমার শিষ্য এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় তোমা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কিন্তু আজি ভূরিশ্রবা উইঁাকে পরাজয় করাতে উহাঁর সত্যবিক্রম নাম বিফল হইতেছে।

মহারথ ধনঞ্জয় বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মনে মনে ভূরিশ্রবাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহি-

পুঁটিয়া নিবাসিনী দানশীলা শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবীর প্রদত্ত।



ভুরিশ্রবার বাহুছেদন।

এই চিত্রপট খানি দ্রোণপর্ব্বের ৪৮৯ পৃষ্ঠায় স্থাপিত করিবেন

লেন, কুরুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবীর ভূরিশ্রবা বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকিকে সংহার না করিয়া মৃগেন্দ্র যেরূপ বনমধ্যে মহাগজকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ সাত্যকিকে যে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। মহারথ ধনঞ্জয় মনে মনে এইরূপ ভূরিশ্রবার এইরূপ প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি সর্ব্বদা জয়দ্রথকেই নিরীক্ষণ করিতেছি, তন্নিবন্ধন ভূরিশ্রবা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি সাত্যকির রক্ষার্থ এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে এই বাক্য কহিয়া গাণ্ডীব শরাসনে নিশিত ক্ষুরপ্র সংযোজন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অর্জ্জুন বিসৃষ্ট দারুণ ক্ষুরপ্র আকাশচ্যুত মহোল্কার ন্যায় ভূরিশ্রবার অঙ্গদ পরিশোভিত খড়্গ সমবেত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিল।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! মহাবীর ভূরিশ্রবার সেই অঙ্গদ পরিশোভিত খড়্গ সমবেত ভুজদণ্ড অদৃশ্য ধনঞ্জয়ের শরে নিকৃত্ত হইয়া জীবলোকের দুঃসহ দুঃখ উৎপাদন পূর্ব্বক পঞ্চাস্য পন্নগের ন্যায় মহাবেগে ধরাতলে নিপতিত হইল। তৎকালে ভূরিশ্রবা আপনাকে একান্ত অকর্ম্মণ্য বোধ করিয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষভরে ধনঞ্জয়কে তিরস্কার করত কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি অনন্যমনে কার্য্যান্তরে আসক্ত ছিলাম, তদবস্থায় তুমি আমার বাহু ছেদ করিয়া সাতিশয় নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার বিনাশ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি কি তাঁহাকে কহিবে যে, আমি ভূরিশ্রবাকে সাত্যকির সংহাররূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছি? হে ধনঞ্জয়! তুমি যেরূপে আমার প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছ, সেইরূপে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কি দেবরাজ ইন্দ্র বা ভগবান্ রুদ্র কিম্বা মহারথ দ্রোণ অথবা মহামতি কৃপাচার্য্য তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন? তুমি অন্যান্য বীর অপেক্ষা অস্ত্রধর্ম্ম সমধিক পরিজ্ঞাত আছ; তবে কি নিমিত্ত তোমার সহিত যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে আঘাত করিলে? সাধুলোকেরা প্রমত্ত, ভীত, বিরথ, প্রার্থনা পরতন্ত্র ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে কখনই প্রহার করেন না; কিন্তু তুমি এই নীচব্যবহৃত সাতিশয় দুষ্কর পাপ কার্য্যে কি প্রকারে প্রবৃত্ত হইলে? আর্য্য ব্যক্তি অনায়াসে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিন্তু অসৎকার্য্য তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। হে মহাত্মন্! মনুষ্য যে মনুষ্যেরসহবাসে কালযাপন করিয়া আশু তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা তোমাতেই সম্যক্ লক্ষিত হইতেছে। দেখ, তুমি রাজকুলে, বিশেষতঃ কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তুমি অতিসুশীল ও ব্রতপরায়ণ; কিন্তু এক্ষণে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সাত্যকির রক্ষার্থ যে অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা বোধ হইতেছে কৃষ্ণের অভিপ্রেত; এরূপ অভিপ্রায় তোমাতে কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। হে ধনঞ্জয়! কৃষ্ণের সহিত যাহার সখ্যভাব নাই, এমন কোন ব্যক্তিই অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিকে এরূপ বিপদাপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন না। হে পার্থ! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় এবং স্বভাবত নিন্দনীয়; তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

তুমি কি প্রকারে তাহাদিগের মতানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

হে রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মানব জরা জীর্ণ হইলে, তাহার বুদ্ধিও জীর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে আমাকে যে সমস্ত কথা কহিলে, সেই সমুদায়ই নিরর্থক। তুমি কেশব ও আমাকে সম্যক্ অবগত হইয়াও আমাদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি রণধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া কি জন্য অধর্ম্মাচরণ করিব। তুমি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়াও বিমোহিত হইতেছ। ক্ষত্রিয়গণ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সম্বন্ধী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগেরই বাহুবল অবলম্বন করিয়া সংগ্রাম করিতেছেন। হে রাজন্! সমরাঙ্গনে কেবল আত্মরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য নহে; যাহাদিগকে কার্য্য সাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে, অগ্রে তাহাদিগকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই সমুদয় ব্যক্তি রক্ষিত হইলে, রাজা সুরক্ষিত হন। মহাবীর সাত্যকি আমাদিগের নিমিত্তই জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অতি ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উনি আমার শিষ্য, সম্বন্ধী ও দক্ষিণ বাহুস্বরূপ। যদি উহাঁকে নিহন্যমান অবলোকন পূর্ব্বক উপক্ষা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাপভাগী হইতে হইবে। আমি এই নিমিত্ত সাত্যকিকে রক্ষা করিয়াছি; অতএব তুমি কি নিমিত্ত আমার উপর বৃথা ক্রোধ প্রকাশ করিতেছ। হে মহারাজ! তুমি অন্যের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলে, তদবস্থায় আমি তোমার কর ছেদন করিয়াছি, এই জন্য তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমি কখনই নিন্দনীয় নহি। আমি হস্ত্যশ্বরথ পদাতি সমাকুল, সিংহনাদ বহুল, অতিগভীর

সৈন্য সাগর মধ্যে কখন কবচকম্পন, কখন রথারোহণ, কখন ধনুর্জ্যা আকর্ষণ ও কখন বা অরাতিগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতেছিলাম। সেই ভয়ঙ্কর সমরসাগরে একমাত্র সাত্যকির সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ কিরূপে সম্ভব-পর হইতে পারে, এই রূপ চিন্তা করিয়া আমার যুদ্ধবিভ্রম হইয়াছিল। হে মহাবাহো! রণবিশারদ সাত্যকি একাকী মহারথগণের সহিত সংগ্রাম করত তাঁহাদিগকে পরাভব করত শ্রান্ত, শ্রান্তবাহন, শস্ত্রনিপীড়িত ও বিমনায়মান হইয়া তোমার বশতাপন্ন হইয়াছিল। তুমি কিরূপে তাহাকে পরাজয় করিয়া আপনার শৌর্য্যাধিক্য প্রকাশ করিতে বাসনা করিলে? তুমি খড়্গদ্বারা সাত্যকির মস্তক ছেদন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলে, সুতরাং আমায় তাহাকে রক্ষা করিতে হইল। কোন্ ব্যক্তি আত্মীয়কে ঐরূপ বিপদাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে। হে বীর! তুমি তোমার আশ্রিত ব্যক্তির সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিয়া থাক? যাহা হউক, তুমি আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইয়া পরপীড়নে উদ্যত হইয়াছিলে। অতএব এক্ষণে আপনার নিন্দা করাই তোমার কর্ত্তব্য।

হে রাজন্! মহাযশা যূপকেতু ভূরিশ্রবা ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহাবীর সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিবার বাসনায় সব্য হস্তে শরশয্যা নির্ম্মাণ করিয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে ইন্দ্রিয় সকল সমর্পণ, সূর্য্যে দৃষ্টি সন্নিবেশ ও চন্দ্রে মন সমাধান পূর্ব্বক মহোপনিষদ্ ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং যোগারূঢ় হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। তখন সমস্ত সৈন্যগণই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নিন্দা এবং পুরুষপ্রধান ভূরিশ্রবাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। বাসুদেব

ও ধনঞ্জয় নিন্দাবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক কিছুমাত্র কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন না। ভূরিশ্রবাও প্রশংসিত হইয়া অণুমাত্র আনন্দিত হইলেন না। হে রাজন্! তখন মহাবীর অর্জ্জুন আপনার আত্মজগণের ও ভূরিশ্রবার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অক্রুদ্ধচিত্তে গর্ব্বিতবচনে ভূরিশ্রবাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে যূপকেতো! অস্মৎপক্ষীয় যে কেহ আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকে কেহই সংহার করিতে পারিবে না। আমি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া তাহাকে রক্ষা করিব। আমার এই মহাব্রতের বিষয় সমস্ত ক্ষত্রিয়গণেই পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব ইহা বিচার করিয়া আমাকে নিন্দা-করা কর্ত্তব্য। যথার্থ ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত না হইয়া অন্যকে নিন্দা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি যে, তোমাকে বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা অস্ত্রবিহীন সাত্যকির প্রাণনাশে সমুদ্যত দেখিয়া তোমার বাহু ছেদন করিয়াছি, তাহা আমার ধর্ম্ম সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, রথ, বর্ম্ম ও শস্ত্রশূন্য একমাত্র বালক অভিমন্যুকে সংহার করা কি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রশংসনীয় কার্য্য? হে মহাবাহো! ধনঞ্জয় মহাবীর ভূরিশ্রবাকে এইরূপ কহিলে, তিনি অবনতশিরে ভূমি স্পর্শ করত অর্জ্জুন ধর্ম্মানুসারেই তাঁহার বাহু ছেদন করিয়াছেন, ইহা জ্ঞাপন করিবার মানসে সব্য হস্ত দ্বারা স্বীয় দক্ষিণ ভুজ গ্রহণ ও তাঁহাকে প্রদান করিয়া অধোমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভূরিশ্রবাকে কহিলেন, হে শলাগ্রজ! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, মহাবাহু ভীমসেন, নকুল ও সহদেবে আমার যেরূপ প্রীতি, তোমাতেও সেইরূপ প্রীতি বিদ্যমান আছে। অতএব আমি মহামতি বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে কহিতেছি যে, উশীনরপুত্র শিবিরাজা যে পবিত্র স্থানে গমন করি-

য়াছেন, তুমিও তথায় গমন কর। অনন্তর বাসুদেব কহিলেন, হে ভূরিশ্রবা! তুমি প্রভূত অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ। অতএব ব্রহ্মা প্রভৃতি অমরগণ আমার যে সকল স্থান প্রার্থনা করেন, তুমি অচিরাৎ তথায় গমন পূর্ব্বক আমার সমান হইয়া গরুড় কর্ত্তৃক মস্তকোপরি বাহিত হও।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! অনন্তর মহাবলশালী সাত্যকি ভূরিশ্রবার হস্তগ্রহ হইতে বিমুক্ত ও উত্থিত হইয়া, পার্থশরে ছিন্নহস্ত ও ছিন্নশুণ্ড হস্তীর ন্যায় উপবিষ্ট, সেই নিরপরাধী ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদন করিবার নিমিত্ত খড়্গ ধারণ করিলেন। তখন সৈন্য সমুদায় তাঁহাকে উচ্চস্বরে নিন্দা করিতে লাগিল। মহামতি বাসুদেব, ধনঞ্জয়, বৃকোদর, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, বৃষসেন ও সিন্ধুরাজ বারম্বার তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু মহাবীর সাত্যকি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া খড়্গাঘাতে ঐ প্রায়োপবিষ্ট, সংযমী, ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি অর্জ্জুনাহত ভূরিশ্রবাকে নিহত করিলেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে প্রশংসা করিল না। তখন অমর, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ ইন্দ্র সদৃশ ভূরিশ্রবাকে সমরে প্রায়োপবেশনানন্তর নিহত অবলোকন পূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সৈনিকগণ কহিতে লাগিল, এ বিষয়ে মহাবীর সাত্যকির কিছুমাত্র অপরাধ নাই। ভাগ্যক্রমেই এইরূপ সংঘটিত হইয়াছে। অতএব আমাদিগের ক্রোধ প্রকাশ করা কোনমতেই বিধেয় নহে। ক্রোধ মনুষ্যগণের দুঃখের প্রধান কারণ। ভগবান্ বিধাতা সাত্যকির হস্তেই ভূরিশ্রবার নিধন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব ভূরিশ্রবা যুযুধানেরই বধার্হ, এ বিষয়ে আর বিচার করিবার আবশ্যক নাই।

অনন্তর অমিতপরাক্রম সাত্যকি ক্রোধান্বিতচিত্তে কৌরবদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মকঞ্চুকধারী অধার্ম্মিক কৌরবগণ! তোমরা ইতিপূর্ব্বে আমারে ভূরিশ্রবাকে সংহার করিতে বারম্বার নিষেধ করত ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করিতেছিলে; কিন্তু অস্ত্রবিহীন সুভদ্রাতনয় বালক অভিমন্যুকে সংহার করিবার সময় তোমাদিগের ধর্ম্ম কোথায় ছিল? পূর্ব্বে আমার এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যে ব্যক্তি কোন কারণে আমাকে ধরাশায়ী করিয়া আমার উরঃস্থলে পাদপ্রহার করিবে, সে মুনিব্রতাবলম্বী হইলেও আমি তাহাকে সংহার করিব। যাহা হউক, তোমরা আমাকে অচ্ছিন্ন বাহু ও প্রতিঘাতে যত্নবান্ দেখিয়াও মৃত বোধ করত আপনাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছ। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ যোধগণ! ভূরিশ্রবাকে প্রতিঘাত করা উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। মহাবীর ধনঞ্জয় আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ উহার খড়্গযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া কেবল আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাহা হউক, ভাগ্যে যাহা থাকে, দৈবই তাহা সংঘটন করিয়া দেন। আমি এই রণস্থলে ভূরিশ্রবাকে সংহার করিয়া কি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছি? মহাকবি বাল্মীকি কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে সংহার করা কদাচ বিধেয় নহে। সর্ব্ব সময়েই বিশেষ যত্নপূর্ব্বক বিপক্ষগণের ক্লেশকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

হে রাজন্! মহাবীর সাত্যকি এইরূপ কহিলে, পাণ্ডব ও কৌরবগণ কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, কেবল মনে মনে ভূরিশ্রবাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই যজ্ঞপূত, মহাযশা, অরণ্যগত তপোধন সদৃশ ভূরি সুবর্ণপ্রদ ভূরিশ্রবার নিধনে কাহারও আহ্লাদ জন্মিল না।

মহাবল ভূরিশ্রবার নীলবর্ণ চিকুরনিকর বিভূষিত কপোত-নেত্র সদৃশ নয়নশালী, ছিন্ন মস্তক সমরস্থলে নিপতিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞভূমিস্থিত পবিত্র অশ্বের ছিন্ন মস্তকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভূরিশ্রবা এইরূপে সমরে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পূর্ব্বকৃত পুণ্যে সমস্ত আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করত ঊর্দ্ধ-লোকে গমন করিলেন।

—০—

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যে মহাবীর সাত্যকি ধর্ম্ম-রাজের নিকট বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইয়া অনায়াসে সৈন্যসাগর সমু-ত্তীর্ণ হইল এবং মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মা যাহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই, ভূরিশ্রবা কি প্রকারে তাহারে আক্রমণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! আমি এক্ষণে আপনার নিকট ভূরিশ্রবা ও সাত্যকির জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাতে আপনার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে। মহর্ষি অত্রির পুত্র সোম, সোমের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র দেবরাজ সদৃশ পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ ও নহুষের পুত্র দেব সদৃস রাজর্ষি যযাতি। দেবযানির গর্ব্ভে রাজা যযাতির যদু নামে পুত্র উৎপন্ন হন। তিনি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ; সেই যদুর বংশে দেবমীঢ় নামে এক মহানুভব জন্ম-গ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ের পুত্র লোকত্রয়বিখ্যাত শূর; শূরের পুত্র মহাযশস্বী বসুদেব। মহাবল পরাক্রান্ত শূর ধনুর্ব্বিদ্যা-

বিশারদ ও সংগ্রামে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের সদৃশ ছিলেন। তাঁহার বংশে শিনি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। হে রাজন্! মহাত্মা দেবকরাজের কন্যার স্বয়ম্বর সময়ে মহাবীর শিনি অসংখ্য নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া দেবক-তনয়াকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বসুদেবের সহিত দেবকীর পরিণয় কার্য্য সম্পাদনার্থ তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া গৃহগমনে উদ্যত হইলেন। তখন মহা-তেজস্বী সোমদত্ত শিনির এই কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সেই মহাবীরদ্বয়ের অতি ঘোরতর বাহুযুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর শিনি অসংখ্য রাজগণের সাক্ষাতে বল-পূর্ব্বক সোমদত্তকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন এবং তাহার কেশাকর্ষণ করত তরবারি উদ্যত করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। পরে কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক তুমি জীবিত থাক, এই বলিয়া তাঁহারে পরিত্যাগ করিলেন।

হে কুরুকুলতিলক! মহাবীর সোমদত্ত শিনির নিকট তদ্রূপ আঘাতিত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে ভগবান্ ভূতনাথের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বরদাতা মহাদেব সোমদত্তের ভক্তিভাবে আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, হে ভগবন্! আমি এরূপ এক পুত্র প্রার্থনা করি যে, সে অসংখ্য ভূপতি সমক্ষে রণস্থলে শিনির পুত্র বা পৌত্রকে নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সোমদত্ত সেই বরপ্রভাবে ঐ ভূরিশ্রবা নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ভূরিশ্রবা দেবাদিদেব মহাদেবের বরপ্রভা-বেই অসংখ্য মহীপাল সমক্ষে সমরাঙ্গনে সাত্যকিকে পাতিত

ও পদাঘাত করিলেন। হে রাজন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, সেই সমস্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

হে কুরুরাজ! সাত্যকিকে কেহই পরাভব করিতে সমর্থ হন না। বৃষ্ণিবংশীয়গণ রণস্থলে লব্ধলক্ষ্য হইয়া বিবিধ যুদ্ধ-কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহাঁরা দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের অজেয় এবং কদাচ বিস্মিত হন না। উহাঁরা স্বীয় ভুজবলেই সংগ্রাম করিয়া থাকেন, অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করেন না। উহাঁদিগের সমান বলবান্ ব্যক্তি কখন লক্ষিত হয় নাই, হইবে না এবং এক্ষণেও হইতেছে না। উহাঁরা জ্ঞাতিগণকে অবজ্ঞা করেন না এবং বৃদ্ধদিগের আজ্ঞা নিয়তই প্রতিপালন করিয়া থাকেন। মনুষ্যদিগের কথা কি বলিব, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ এবং রাক্ষসগণও বৃষ্ণিদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হন না। উহাঁরা ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞাতিগণের দ্রব্যে অভিলাষ করেন না। বিপদ্ উপস্থিত হইলে, যে কেহ তাহাঁদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহারা কখনই তাঁহার দ্রব্যে অভিলাষী হন না। ঐ সত্যবাদী, ব্রহ্মানুষ্ঠান নিরত মহাত্মারা বিপুল অর্থশালী হইয়াও গর্ব্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহারা আপদ্‌কালে সমর্থ ব্যক্তি-দিগকেও দীনবোধে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেব-পরায়ণ, দাতা ও অহঙ্কারবিহীন; তন্নিমিত্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণের চক্র সর্ব্বদাই অপ্রতিহত হইয়া থাকে। হে মহারাজ! যদি কেহ অচলবহনে অথবা জলজন্তু সমাকীর্ণ মহাসাগর সন্তরণেও সমর্থ হয়, তথাপি সে বৃষ্ণিবীরগণের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজেন্দ্র! আপনার যে বিষয়ে সংশয় ছিল, সেই সমস্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। যাহা হউক, আপনার দুর্নীতিবশতই এইরূপ ঘটনা হইতেছে।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত ভূরিশ্রবা এইরূপে নিহত হইলে, পুনর্ব্বার যে প্রকার সংগ্রাম হইয়াছিল; তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর ভূরিশ্রবা পরলোকে গমন করিলে, মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি শীঘ্র সিন্ধুরাজসমীপে রথ সঞ্চালন পূর্ব্বক আমার প্রতিজ্ঞা সফল কর। হে হৃষীকেশ! দিনমণি সত্বর অস্তাচলে গমন করিতেছেন। আমাকে শীঘ্রই এই জয়দ্রথবধরূপ মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। কৌরবপক্ষীয় মহারথগণও জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব আমি যাহাতে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন না করিতে করিতে সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিতে পারি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অশ্ব সঞ্চালন কর। তখন অশ্বলক্ষণবিৎ মহাবাহু বাসুদেব তৎক্ষণাৎ জয়দ্রথের রথাভিমুখে রজতসন্নিভ অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং সিন্ধুরাজ ইহাঁরা অমোঘাস্ত্র মহাবীর ধনঞ্জয়কে শরসদৃশ বেগগামী তুরঙ্গমগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথকে সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধোদ্দীপ্তলোচনে তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয়-

দ্রথের রথাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! এক্ষণে ধনঞ্জয়ের সেই যুদ্ধসময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে অর্জ্জুন জয়দ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ না হয়, স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। দিবাভাগের আর অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষের বিঘ্ন বিধান করিতে আরম্ভ কর। দিবাবসান হইলে, অবশ্যই আমাদের জয় লাভ হইবে। দিবাকরের অস্তগমন পর্য্যন্ত জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পারিলে, ধনঞ্জয় বিফল প্রতিজ্ঞ হইয়া নিশ্চয়ই অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলেই উহার সহোদরগণ অনুগামিগণ সমভিব্যাহারে ক্ষণকালও ধনঞ্জয়বিহীন অবনীতে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। পাণ্ডবগণ এইরূপে নিহত হইলে, আমরা এই সসাগরা পৃথিবী নিষ্কণ্টকে উপভোগ করিব। আজি অর্জ্জুন দৈববশতঃ বিপরীতবুদ্ধি হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা না করিয়া আত্মবিনাশার্থ জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। হে দুর্দ্ধর্ষ! তোমার জীবন থাকিতে ধনঞ্জয় কি প্রকারে সূর্য্যের অস্তগমন সময় মধ্যেই জয়দ্রথকে সংহার করিবে। আমি, মদ্ররাজ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসন আমরা সকলে মহাবীর সৈন্ধবকে রক্ষা করিলে, ধনঞ্জয় কি প্রকারে তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবে? একে অসংখ্য বীর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আবার সূর্য্য প্রায় অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন; অতএব বোধ হয়, অর্জ্জুন কোন ক্রমেই জয়দ্রথ বিনাশে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে না। হে কর্ণ! এক্ষণে তুমি আমাকে এবং অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপ ও অন্যান্য বীরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ দুর্য্যোধনের এই

বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর বৃকোদর শরনিকরে বারম্বার আমার গাত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। এক্ষণে আমি সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে হয় বলিয়াই অবস্থান করিতেছি। আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহার শরজালে নিতান্ত সন্তপ্ত ও একান্ত অবসন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, তোমার নিমিত্তই আমি জীবন ধারণ করিতেছি, অতএব যাহাতে ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে না পারে, সাধ্যানুসারে সংগ্রাম করিয়া তাহার চেষ্টা করিব। আমি রণস্থলে শরজাল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ধনঞ্জয় কখনই জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না। হে রাজন্! হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র ভক্তিপরায়ণ লোকে যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, আমি তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত। আজি আমি তোমার হিতকার্য্য সংসাধন ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের রক্ষার্থ যার পর নাই যত্ন করিব। আজি সৈন্যগণ আমার ও ধনঞ্জয়ের লোমহর্ষণ অতি নিদারুণ সংগ্রাম অবলোকন করুক।

হে রাজন্! তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া শাণিত ভল্ল দ্বারা সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বীরগণের অর্গলতুল্য করিশুণ্ড সদৃশ ভুজদণ্ড ও মস্তক সকল ছেদন করিলেন এবং অশ্বগ্রীবা, করিশুণ্ড ও রথের অক্ষ সমুদয় ছেদন করত রুধিরাক্ত কলেবর, প্রাস তোমরধারী অশ্বারোহীদিগকে ক্ষুর দ্বারা দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য অশ্ব ও কুঞ্জর তাঁহার শরে বিনষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ধ্বজ, ছত্র, চাপ, চামর, ও মস্তক সমস্ত চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। যেরূপ পাবক প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাজি দগ্ধ করে, মহাবীর ধনঞ্জয় সেইরূপ শরানলে কৌরব

সৈন্যদিগকে দগ্ধ করত অবিলম্বেই ভূতল শোণিতাভিষিক্ত করিলেন। হে রাজন্! মহাপ্রতাপশালী সত্যবিক্রম ধনঞ্জয় এই প্রকারে আপনার পক্ষীয় অসংখ্য বীরগণকে সমরে নিহত করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সমীপে উপনীত হইলেন। তিনি ভীম ও সাত্যকি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া জাজ্বল্যমান অনলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ ধনঞ্জয়কে স্বীয় শৌর্য্যবলে তদবস্থাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া কোনমতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন রাজা দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ ইহাঁরা ক্রোধভরে সিন্ধুরাজকে লইয়া ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। রণবিশারদ, বিবৃতানন অন্তক সদৃশ, নিতান্ত ভয়ঙ্কর মহাবাহু ধনঞ্জয় ধনুষ্টঙ্কার ও তলধ্বনি করত যুদ্ধস্থলে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীর সকল নির্ভয় চিত্তে তাঁহাকে পরিবৃত ও সিন্ধুরাজকে পশ্চাদ্ভাগে সংস্থাপিত করিয়া কৃষ্ণের সহিত তাঁহাকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিলেন। হে রাজন্! ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব পক্ষীয় বীর সকল নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্তগমন অভিলাষ করত ভোগিভোগ সদৃশ ভুজদ্বারা শরাসন আনত করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দিনকর কর সদৃশ শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রণদুর্ম্মদ ধনঞ্জয় তাঁহাদের প্রত্যেক শর দুই, তিন ও আট খণ্ডে ছেদন করত তাঁহাদিগকে শরসমূহে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সিংহ লাঙ্গুলকেতু অশ্বত্থামা স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দশ শরে অর্জ্জুন ও সাত শরে কেশবকে বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করত রথমার্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য

মহাবীরগণও দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে রথ সমূহে ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক জয়দ্রথকে রক্ষা করত শরাসন আকর্ষণ করিয়া শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সকলেই মহাবীর অর্জ্জুনের বাহুবল, গাণ্ডীববল ও শর সমূহের অক্ষয়ত্ব দর্শন করিতে লাগিল। তিনি অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যের অস্ত্র সমূহ নিবারণ করিয়া সেই জয়দ্রথের রক্ষার্থ সমুদ্যত কৌরবপক্ষীয় বীরগণের প্রত্যেককে নয় নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামা পঞ্চবিংশতি, বৃষসেন সাত, দুর্য্যোধন বিংশতি এবং কর্ণ ও শল্য তিন তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন ও শরাসন বিধূনন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া বারংবার শরসমূহে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীরগণ সত্বরে পরস্পরের রথ সংশ্লিষ্ট করিয়া দিবাকরের অবিলম্বে অস্তাচল গমনাভিলাষে শরাসন বিকম্পন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলদজাল যেরূপ শৈলোপরি বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ধনঞ্জয়ের প্রতি সুশাণিত দিব্য শরজাল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য বীরদিগকে সংহার করত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট গমন করিলেন। তদ্দর্শনে কর্ণ বৃকোদরের ও সাত্যকির সমক্ষেই ধনঞ্জয়কে শরজালে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও সর্ব্বসৈন্যসমক্ষে তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সাত্যকি তিন, ভীমসেন তিন ও অর্জ্জুন সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলে, কর্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে বহুবীরের সহিত কর্ণের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তৎকালে আমরা

সূতনন্দনের অত্যদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি একাকী হইয়াও ক্রুদ্ধচিত্তে ঐ তিন মহারথকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় শত শরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলে, সূতনন্দন কর্ণ শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া পঞ্চাশত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের লঘুহস্ততা দর্শন পূর্ব্বক সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করত তৎক্ষণাৎ নয় শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে অবিলম্বে এক মার্ত্তণ্ড সন্নিভ সায়ক পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা ঐ ধনঞ্জয় বিসৃষ্ট শর মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত অর্দ্ধচন্দ্র বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় সূতনন্দন সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সহস্র সহস্র শরে পাণ্ডবাগ্রগণ্য ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পবন যেরূপ শলভশ্রেণী অপসারিত করিয়া থাকে, মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় সেইরূপ কর্ণ নিক্ষিপ্ত সেই সমুদয় শর তৎক্ষণাৎ ব্যর্থ করিয়া সমস্ত বীরগণ সমক্ষে হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণও তাহার প্রতিকার প্রদর্শনার্থ সহস্র সহস্র সায়কে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সেই মহাবীরদ্বয় বৃষভের ন্যায় ধ্বনি করত অজিহ্মগ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনারাও অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সেই উভয় মহাবীর স্ব স্ব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পরস্পরকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া গর্জ্জন করত লঘুহস্তে অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন সমরস্থলস্থিত সকলেই তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য রূপ দর্শন এবং বায়ুবেগগামী সিদ্ধ ও চারণগণ

তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে পরস্পর বধার্থী সেই বীরদ্বয় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন আপনার পক্ষীয় বীরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরসকল! কর্ণ আমারে কহিয়াছেন, তিনি ধনঞ্জয়কে সংহার না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। অতএব এক্ষণে তোমরা সাবধান পূর্ব্বক সূতপুত্রকে রক্ষা কর।

হে রাজন্! দুর্য্যোধন বীরগণকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় কিরীটী সূতপুত্রের বলবীর্য্য দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট শরচতুষ্টয় দ্বারা তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় বিনষ্ট ও ভল্লাস্ত্র দ্বারা সারথিকে রথোপস্থে নিপাতিত করিয়া আপনার তনয় রাজা দুর্য্যোধনের সমক্ষেই তাঁহাকে শর সমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে অর্জ্জুন শরে সমাচ্ছন্ন এবং হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া মোহপ্রভাবে কিংকর্ত্তব্যতাবধারণে অসমর্থ হইলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কর্ণকে স্বরথে আরোপিত করত পুনরায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মদ্রাধিপতি ত্রিংশৎ শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলে, কৃপাচার্য্য বিংশতি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সিন্ধুরাজ চারি ও বৃষসেন সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এই প্রকারে তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামাকে চতুঃষষ্টি, মদ্ররাজকে শত ও জয়দ্রথকে দশ ভল্লে এবং বৃষসেনকে তিন ও কৃপাচার্য্যকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা

বিফল করিবার নিমিত্ত সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সত্বরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবগণের ভয়োৎপাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন কৌরবগণও উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই প্রকারে মহামোহকর ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, অর্জ্জুন কিছুমাত্র চমৎকৃত না হইয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কৌরবগণকৃত দ্বাদশ বর্ষ সমুৎপন্ন ক্লেশপরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক রাজ্য লাভে সমুৎসুক হইয়া গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরজাল দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আকাশমণ্ডলে উল্কা সমূহ প্রজ্বলিত ও অসংখ্য বায়স নরশরীরে নিপতিত হইতে লাগিল। রুদ্রদেব যেরূপ রোষাবিষ্ট হইয়া পিঙ্গলবর্ণ জ্যাসম্পন্ন পিনাক দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিয়াছিলেন; সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব শরাসন নিক্ষিপ্ত শর সমূহ দ্বারা অশ্ব ও গজ সম্প্রদায়ে সমারূঢ় কৌরবগণের শরনিকর ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তখন ভূপালগণ গুর্ব্বী গদা, লৌহময় অর্গল, অসি, শক্তি ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে ধনঞ্জয় সমীপে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করত যুগান্তকালীন মেঘগম্ভীর নির্ঘোষ মহেন্দ্র শরাসন সদৃশ গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ করিয়া কৌরবগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে সেই সকল ধনুর্দ্ধরগণকে রথী, গজ ও পদাতিগণের সহিত বিগতাস্ত্রও নিপাতিত করিয়া যমরাষ্ট্র পরিবর্দ্ধিত করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে নরনাথ! সেই সময় অমিততেজা মহাবীর অর্জ্জুন শরাসন আকর্ষণ করিলে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ অন্তকের সুস্পষ্ট উৎক্রোশ শব্দ সদৃশ, ইন্দ্রের গভীর অশনি নির্ঘোষ তুল্য টঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যুগান্তবাতাহত, উত্তাল বীচিমালা সমাকুল, মীনমকর পরিব্যাপ্ত সাগরবারির ন্যায় নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। তখন মহা-বলশালী অর্জ্জুন একালে দশ দিকে বিচিত্র অস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে, কোন্ সময় শর গ্রহণ, কোন্ সময় শর সন্ধান, কোন্ সময় শর আকর্ষণ আর কোন্ সময়ই বা শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাঁহার লঘুহস্ততা বশতঃ তাহা কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎপরে তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কুরুসৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত করত দুরাসদ ঐন্দ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্রপ্রভাবে অসংখ্য অগ্নিমুখ সুপ্রদীপ্ত দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল; সেই সকল সূর্য্যাগ্নিপ্রভ অস্ত্র গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইল। তখন আকাশমণ্ডল বহুসংখ্য মহোল্কা পরিবৃতের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া উঠিল। হে রাজন্! ইতি পূর্ব্বে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সহস্র সহস্র শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সমরস্থলে যে গাঢ় অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন, অন্যান্য বীরগণ মনেও উহা নিরাকরণ করিবার কল্পনা করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু যেমন সূর্য্যদেব প্রাতঃ-কালে স্বীয় কিরণ সমূহ দ্বারা প্রগাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুন পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত

দিব্যাস্ত্র প্রভাবে সেই শরান্ধকার অনায়াসে তিরোহিত করিলেন এবং গ্রীষ্মকালীন দিবাকর যেরূপ স্বীয় কিরণ সমূহ দ্বারা পল্বলের সলিল বিনষ্ট করেন, সেইরূপ শরনিকর দ্বারা কৌরব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। যেরূপ দিবাকরকিরণ ধরাতলে নিপতিত হয়, সেইরূপ ধনঞ্জয় নিক্ষিপ্ত শর সকল কৌরবপক্ষীয় বীরগণের উপর নিপতিত হইয়া প্রিয় সুহৃদের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ফলতঃ ঐ সময় যে সমস্ত বীরাভিমানী যোধগণ অর্জ্জুন সমীপে গমন করিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার শরানলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন পরিত্যাগ করিলেন।

হে রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে অরাতিগণের জীবন ও কীর্ত্তি বিলোপ করিয়া মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কাহারও কিরীট পরিশোভিত মস্তক, কাহারও অঙ্গদমণ্ডিত বাহুযুগল এবং কাহারও কুণ্ডল বিরাজিত কর্ণ ছেদন পূর্ব্বক সাদিগণের প্রাসযুক্ত, নিষাদিগণের তোমর যুক্ত, পদাতিগণের চর্ম্মযুক্ত, রথিগণের কার্ম্মুকযুক্ত ও সারথিগণের প্রতোদযুক্ত বাহু সমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং প্রদীপ্ত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক স্ফুলিঙ্গযুক্ত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভমান হইলেন। ঐ দেবরাজ সদৃশ সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ মহাবীর ধনঞ্জয় রথারোহণ পূর্ব্বক একবারে চতুর্দ্দিক্ বিচরণ করত কখন মহাস্ত্র নিক্ষেপ, কখন রথ মার্গে নৃত্য, কখন জ্যাশব্দ ও কখন বা তলধ্বনি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভূপালগণ যত্নবান্ হইয়াও মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ঐ প্রতাপশালী মহারথকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক জলধারাবর্ষী ইন্দ্রায়ুধ সমাযুক্ত প্রাবৃটকালীন জলধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে নিতান্ত দুস্তর অতি ভীষণ অস্ত্রজাল বিস্তার করিলে, কাহার মস্তক ছিন্ন, কাহার ভুজ নিকৃত্ত, কাহার বাহুদণ্ড পাণিশূন্য এবং কাহার বা পাণিতল অঙ্গুলিবিযুক্ত হইয়া গেল। মদমত্ত মাতঙ্গগণের দশন ও শুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল। অশ্বগণ ছিন্নগ্রীব ও রথ সকল চূর্ণ হইতে লাগিল এবং যোধগণ কেহ ছিন্নাস্ত্র, কেহ ছিন্নপাদ ও কেহ কেহ ভগ্নসন্ধি হইয়া অচেতন হইয়া পড়িল। তৎকালে সমরাঙ্গন মৃত্যুর আবাসস্থানের ন্যায় ও পশুঘাতী রুদ্রের আক্রীড় ভূমির ন্যায় ভীরু জনের অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিল। কুঞ্জরগণের খণ্ডিত শুণ্ড সকল ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে সমরাঙ্গন ভুজঙ্গকুলে সমাকুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অসংখ্য মস্তক চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ থাকাতে বোধ হইল যেন, রণস্থল পদ্মমাল্যে পরিশোভিত হইয়াছে। ভূরি ভূরি বিচিত্র উষ্ণীষ, মুকুট, কেকূর, অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্মুবর্ণবর্ম্ম, কুঞ্জর ও অশ্বগণের অলঙ্কার এবং শত শত কিরীট ইতস্ততঃ নিপতিত থাকাতে সমরাঙ্গন নববধূর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে রাজন্! সেই সময় রণস্থলে ভীষণ বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীরুগণের ভয়াবহ এক অগাধ বিচিত্র ধ্বজ পতাকা পরিশোভিত শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। মজ্জা ও মেদ উহার কর্দ্দম; কেশকলাপ শাদ্বল ও শৈবাল; মস্তক ও বাহু সমুদয় তটস্থ পাষাণ খণ্ড; ছত্র ও কার্ম্মুক সকল তরঙ্গ; রথ সমূহ ভেলা; অশ্ব সমস্ত তীরভূমি; কাক ও কঙ্ক সমুদয় মহানক্র; গোমায়ু সমুদয় মকর এবং গৃধ্রকুল উহার গ্রাহ সমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই নদীর মধ্যে অসংখ্য মানবদেহ, কুঞ্জরকলেবর, গ্রীবা, অস্থি, রথ, চক্র, যুগ, ঈষা, অক্ষ, কূবর, পন্নগাকার প্রাস, শক্তি, অসি, পরশু ও সায়ক সমুদয়

বিকীর্ণ থাকাতে উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। উহার উভয়কুলে শিবাগণ অতি ভয়ঙ্কর চীৎকার এবং অসংখ্য ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। মৃত বীর-গণের স্পন্দহীন শত শত দেহ উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

হে রাজন্! মূর্ত্তিমান কৃতান্তের ন্যায় ধনঞ্জয়ের এই রূপ অদ্ভুত বিক্রম দর্শনে কৌরবগণের মনে অভূতপূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন স্বীয় অস্ত্রবলে বীরগণের অস্ত্র সমূহ ছেদন পূর্ব্বক অতি রৌদ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করত আপনাকে রৌদ্রকর্ম্মা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি রথিগণকে অতিক্রম করিলে, কোন বীরই মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার গাণ্ডীব হইতে শর নিকর বিনির্গত হওয়াতে গগনমণ্ডল বলাকারাজিবিরাজিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। জয়দ্রথবধার্থী কৃষ্ণসারথি ধনঞ্জয় এইরূপে নারাচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত রথিগণকে মুগ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করত দ্রুতবেগে রণস্থলে পরি-ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার চাপনির্ম্মুক্ত শর সমূহ যেন গগনমার্গে পর্য্যটন করিতে লাগিল। সেই সময় তিনি যে, কখন শরাসন গ্রহণ, কখন শর সন্ধান আর কখনই বা শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও সমুদয় রথিগণকে নিতান্ত ব্যাকুলিত করত সিন্ধুরাজের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সব্যসাচীকে জয়দ্রথের অভিমুখীন দেখিয়া সৈন্ধবের জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষ যে সমুদায়

বীর মহাবাহু অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধনঞ্জয়শরে নিপাতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে অগ্নিসন্নিভ শরনিকর দ্বারা আপনার সেই চতুরঙ্গ বল নিতান্ত ব্যাকুলিত ও রণস্থল কবন্ধসমাকুল করিয়া সিন্ধুরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বত্থামাকে পঞ্চাশত, কর্ণকে দ্বাত্রিংশৎ, কৃপাচার্য্যকে নয়, শল্যকে ষোড়শ ও সিন্ধুরাজকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। জয়দ্রথ অর্জ্জুনশরাঘাতে অঙ্কুশাহত মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পরাক্রম কোনক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি ধনঞ্জয়ের রথ লক্ষ্য করিয়া সত্বরে আশীবিষোপম, কর্ম্মারপরিমার্জ্জিত, কঙ্কপত্র সুশোভিত শরসমূহ আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বাসুদেবকে তিন, সব্যসাচীকে ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া আট শরে তাঁহার অশ্ব ও এক শরে ধ্বজদণ্ড বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথনির্ম্মুক্ত নিশিত শরনিকর ব্যর্থ করিয়া শরযুগল দ্বারা যুগপৎ জয়দ্রথের সারথির মস্তক ও সুসজ্জিত অনলশিখাসদৃশ বরাহধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ঐ সময় মহাত্মা কেশব দিনকরকে অতি সত্বরে অস্তাচলে গমন করিতে দেখিয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত ছয় জন মহারথ সিন্ধুরাজকে মধ্যস্থলে সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথও জীবন রক্ষার্থ একান্ত ভীত হইয়াছে। তুমি ঐ ছয় মহারথকে পরাভব না করিয়া প্রাণপণে যত্ন করিলেও জয়দ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আমি দিনকরকে আবরণ করিবার নিমিত্ত যোগমায়া

প্রকাশ করিব; তাহার প্রভাবে দুর্ম্মতি জয়দ্রথ দিনকরকে অস্তমিত দেখিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা ও তোমার বধসাধন হইল মনে করিয়া, হৃষ্টচিত্তে আর আত্মগোপন করিবে না। সেই অবসরে তুমি উহাকে সংহার করিতে পারিবে। কিন্তু তৎকালে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন বিবেচনা করিয়া, তুমি জয়দ্রথবধে কখনই উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না। তখন ধনঞ্জয় তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন।

অনন্তর মহামতি বাসুদেব যোগমায়া প্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন। সুর্য্যদেব অন্তর্হিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ধনঞ্জয়বধার্থ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দিবাকরের অদর্শনে সৈনিক বীরগণ যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ঊর্দ্ধমুখে দিবাকরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ধনঞ্জয়কে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, জয়দ্রথ নির্ভয়চিত্তে দিবাকরকে সন্দর্শন করিতেছে, উহাকে বিনাশ করিবার এই উপযুক্ত সময়। অতএব তুমি অচিরাৎ উহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক আপনার প্রতিজ্ঞা সফল কর।

মহামতি বাসুদেব এইরূপ কহিলে, মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় মার্ত্তণ্ড ও অনল সদৃশ শর সমূহে কৌরব সৈন্যদিগকে সংহার করত কৃপাচার্য্যকে বিংশতি, কর্ণকে পঞ্চাশত, শল্যকে ছয়, দুর্য্যোধনকে ছয়, বৃষসেনকে আট, জয়দ্রথকে ষষ্টি এবং অন্যান্য কৌরবসৈন্যগণকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবীর জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়দ্রথরক্ষক বীরগণ প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ ধনঞ্জয়কে অভিমুখে উপস্থিত দেখিয়া সাতিশয় সংশয়ারূঢ় হইলেন এবং বিজয়াভিলাষে তাঁহার উপর শর সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন বিজয়শালী মহাবীর ধনঞ্জয় বিপক্ষগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগের সংহারার্থ অতি ভীষণ শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরজালে সমাহত হইয়া জয়দ্রথকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; ঐ সময় ভয়ে দুইজনে একত্রে গমন করিতে সমর্থ হইল না। হে রাজন! তখন আমরা সেই মহাযশস্বী ধনঞ্জয়ের কি অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিলাম! তিনি যেরূপ সংগ্রাম করিলেন, তদ্রূপ সংগ্রাম আর কুত্রাপি হয় নাই ও হইবে না। রুদ্র যেরূপ ভূতগণকে সংহার করিয়া থাকেন, মহাবীর ধনঞ্জয় সেইরূপ কুঞ্জর ও কুঞ্জরারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং সারথিদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে কোন গজ, অশ্ব, বা মনুষ্যকে পার্থশরে অনাহত দেখিলাম না। তখন সকলেই রজোরাশি ও অন্ধকার প্রভাবে দৃষ্টিবিহীন হইয়া সাতিশয় বিমোহিত হইল। কেহ কাহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিল না। কাল প্রেরিত অসংখ্য সৈন্য ধনঞ্জয় শরে মর্ম্মনিপীড়িত হইয়া কেহ বিচরণ, কেহ স্খলিতপদ, কেহ পতিত, কেহ অবসন্ন এবং কেহ বা ম্লান হইয়া পড়িল। হে রাজন্! সেই প্রলয় কাল সদৃশ অতি দুস্তর ভীষণ রণ সময়ে ভূতল শোণিতাক্ত এবং প্রচণ্ডবেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে, পার্থিব ধূলি-পটল নিরাকৃত হইল। রথচক্র সমুদয় নাভিদেশ পর্য্যন্ত শোণিতে নিমগ্ন হইল। আরোহিশূন্য বেগগামী মাতঙ্গ ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও রুধিরনিমগ্ন হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বপক্ষীয় বল মর্দ্দন করত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সাদিবিহীন অশ্বগণ এবং পদাতি সকল ধনঞ্জয় শরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। বীরগণ বর্ম্মহীন হইয়া ভীতচিত্তে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক

মুক্তকেশে, শোণিতাক্ত কলেবরে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ দৃঢ়তর প্রহারে নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল এবং অনেকে নিহত মাতঙ্গগণ মধ্যে বিলীন হইয়া জীবন রক্ষা করিল।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন এই রূপে কৌরব সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া জয়দ্রথের রক্ষক কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য, বৃষসেন এবং দুর্য্যোধনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি লঘুহস্ততা প্রযুক্ত যে, কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান কখন বা শরমোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল তাঁহার মণ্ডলাকার শরাসন ও চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ শরনিকরই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সত্বরে কর্ণ ও বৃষসেনের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভল্লাস্ত্রে শল্যের সারথিকে রথ হইতে পাতিত করিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ করত অশ্বত্থমা ও কৃপাচার্য্যকে দৃঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে কৌরব পক্ষীয় মহারথদিগকে নিতান্ত ব্যাকুলিত করিয়া পাবকসন্নিভ বজ্রসদৃশ দিব্যমন্ত্রপূত নিরন্তর গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত এক ভয়াবহ শর তূণীর হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক বিধানানুসারে বজ্রাস্ত্রের সহিত সংযোজিত করত অবিলম্বে গাণ্ডীব শরাসনে সন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ পুনর্ব্বার সত্বরে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! দিনকর অস্তগিরিশিখরে গমন করিতেছেন; অতএব তুমি সত্বরে দুরাত্মা সৈন্ধবের শিরশ্ছেদন কর। আমি জয়দ্রথবধার্থ এক উপদেশ প্রদান করিতেছি, যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

জয়দ্রথের পিতা জগদ্বিখ্যাত রাজা বৃদ্ধক্ষত্র বহুকালের পর ঐ সৈন্ধব পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহার জন্মকালে রাজা বৃদ্ধক্ষত্র এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, তোমার

এই পুত্র মর্ত্যলোকে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ভূপতিগণের ন্যায় কুল, শীল, দম প্রভৃতি গুণ দ্বারা বিভূষিত হইবে। এবং সকল বীরগণই সর্ব্বদা ইহার সৎকার করিবেন। কিন্তু ইনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কোন ক্ষত্রিয়প্রধান সুপ্রসিদ্ধ শত্রু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধস্থলে ইহার শিরশ্ছেদন করিবেন। শত্রুনিসূদন সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ পূর্ব্বক পুত্রস্নেহে সাতিশয় বিহ্বল হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করত জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, যে ব্যক্তি সংগ্রাম সময়ে আমার এই দুর্ভর ভারবাহী পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করিবে, তাহার মস্তক নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ শরধা বিদীর্ণ হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইবে। রাজা বৃদ্ধক্ষত্র এই কথা বলিয়া জয়দ্রথকে রাজ্যে অভিষেক করত অরণ্যে গমন পূর্ব্বক উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে ধনঞ্জয়! তিনি এক্ষণে এই কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে সমন্ত পঞ্চক নামক তীর্থে অতি দুষ্কর তপশ্চরণ করিতেছেন। হে শত্রুতাপন কপিকেতন ধনঞ্জয়! তুমি বায়ুসুত ভীমসেনের অনুজ; অত-এব অদ্য এই সমরাঙ্গনে অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন কর; ভীষণ দিব্যাস্ত্র প্রভাবে জয়দ্রথের কুণ্ডলবিভূষিত মস্তক ছেদন করিয়া উহার পিতার অঙ্কে নিপাতিত কর। তুমি যদি আমার বাক্য না শুনিয়া ইহার মস্তক ধরাতলে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি দিব্যাস্ত্র প্রভাবে এ প্রকার অদৃশ্যভাবে জয়দ্রথের মস্তক বৃদ্ধক্ষত্রের অঙ্কে নিপাতিত করিবে, যেন তিনি কোনক্রমেই উহা জানিতে না পারেন। হে ধনঞ্জয়! এই ত্রিভুবন মধ্যে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

অমিততেজা ধনঞ্জয় মহাত্মা কেশবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক

সৃক্কণী লেহন করত সেই জয়দ্রথবধার্থকৃত সন্ধান ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। শ্যেন পক্ষী যেরূপ বৃক্ষাগ্র হইতে শকুন্তকে হরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত শক্রাশনি সদৃশ অতি ভারসহ শর সৈন্ধবের মস্তক হরণ করিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিগণের শোকোদ্দীপন ও সুহৃদ্‌গণের হর্ষবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত ঐ ছিন্ন মস্তক ভূতলে নিপতিত হইবার পূর্ব্বেই শর সমূহ দ্বারা উহা পুনরায় ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়া সমন্ত পঞ্চকের বহির্ভাগে উপনীত করিলেন। তৎকালে রাজা বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন। অর্জ্জুন সেই সৈন্ধবের কুণ্ডল বিভূষিত ছিন্ন মস্তক অদৃশ্যভাবে তাঁহার অঙ্কোপরি নিপাতিত করিলেন। রাজা বৃদ্ধক্ষত্র জপ সমাপন পূর্ব্বক আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র সেই সৈন্ধবের ছিন্ন মস্তক ধরাতলে পতিত হইল। তখন বৃদ্ধক্ষেত্রের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সকলেই নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এইরূপে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিহত হইলে, মহামতি বাসুদেব অন্ধকার প্রতি সংহার করিলেন। তখন কৌরবগণ সেই কৃষ্ণের মায়াজাল বিস্তারের বিষয় জানিতে পারিলেন। হে নরপতে! আপনার জামাতা জয়দ্রথ এই রূপে আট অক্ষৌহিণী সেনা সংহার করিয়া স্বয়ং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইলে, আপনার পুত্রগণের নয়নযুগল হইতে শোকাবেগ প্রভাবে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। পরবীরহা অর্জ্জুন শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধিত করিয়াই যেন, সুমহান্‌ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদসী প্রতিধ্বনিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির

সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া সিন্ধুরাজকে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে তিনি বাদ্যধ্বনি দ্বারা স্বপক্ষীয় যোধগণকে আনন্দিত করিয়া যুদ্ধার্থ ভরদ্বাজতনয় দ্রোণের অভিমুখীন হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন সোমকগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সোমকগণ ভারদ্বাজকে সংহার করিবার মানসে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণও জয়দ্রথনিধনজনিত বিজয় লাভে উন্মত্ত হইয়া দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! যেরূপ দিবাকর সমুদিত হইয়া তমোরাশি বিনষ্ট করেন এবং যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবকুল দলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথবধরূপ স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করত অবশেষে প্রধান প্রধান রথিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহাবীর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সব্যসাচী কর্ত্তৃক নিহত হইলে, আমার পক্ষীয় বীরগণ কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন; তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শারদ্বত কৃপাচার্য্য জয়দ্রথকে বিনষ্ট দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বত্থামাও রথারূঢ় হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই প্রকারে মহারথ কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা উভয়ে দুই দিক্ হইতে সুতীক্ষ্ণ শর

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথিপ্রবর মহাবাহু অর্জ্জুন তাঁহাদের শর সমূহে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া সাতিশয় কাতর হইলেন। তখন তিনি গুরু কৃপাচার্য্য ও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে আচার্য্যের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করত স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার শরবেগ নিবারণ করিলেন এবং তৎপরে তাঁহাদের বিনাশবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি মন্দবেগে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় নিক্ষিপ্ত সায়ক সকল নিরন্তর গাত্রে নিপতিত হওয়াতে তাঁহারা উভয়ে সাতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনশরে মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। সারথি তাঁহারে বিহ্বল দর্শনে মৃত বোধ করত রথ লইয়া পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামাও অর্জ্জুনের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন শরনিপীড়িত কৃপাচার্য্যকে রথোপরি মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া বিলাপ করত অশ্রুপূর্ণনয়নে দীনবচনে কহিতে লাগিলেনঃ—মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর কুলান্তক পাপমতি দুর্য্যোধন জাতমাত্রেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন, মহারাজ! আপনি এই কুলাঙ্গারকে বিনাশ করুন। ইহা হইতে কৌরবগণের মহাভয় সমুৎপন্ন হইবে। এক্ষণে সত্যবাদী মহাত্মা বিদুরের সেই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। আমি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত অদ্য গুরুকে শরশয্যাগত দর্শন করিলাম! অতএব ক্ষত্রিয়গণের আচারঁ ও বলবীর্য্যে ধিক্। সংসারে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি আচার্য্যের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়? আহা! মহাত্মা কৃপ ঋষিকুমার, আমার গুরু ও দ্রোণের প্রিয়সখা। আমি ইচ্ছা না করিয়াও উহাঁরে শর নিকরে নিপীড়িত করিলাম। উনি মদীয় শরে নিপীড়িত ও রথোপরি অবসন্ন হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন! উনি বহু শরে আমাকে নিপীড়িত করিলেও আমার উপেক্ষা

করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আমি বিপরীতাচরণ করিয়াছি। উনি এক্ষণে আমার শরে নিপীড়িত হইয়া আমাকে পুত্র শোক অপেক্ষা সমধিক দুঃখে নিপাতিত করিলেন। হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, কৃপাচার্য্য দীনভাব অবলম্বন পূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন রহিয়াছেন। যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন, তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন। আর যে মূঢ় ব্যক্তিগণ কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে বিনাশ করে, তাহারা নরকগামী হয়। অতএব আমি অদ্য আচার্য্যকে শর বর্ষণ দ্বারা রথমধ্যে অবসন্ন করিয়া নরক গমনের কার্য্য করিলাম। কৃপাচার্য্য আমার অস্ত্রশিক্ষা সময়ে কহিয়াছিলেন যে, হে কুরুবংশোদ্ভব! তুমি কদাচ গুরুকে প্রহার করিও না; কিন্তু আমি তাঁহারে শরাঘাত করিয়া তাঁহার বাক্যের অন্যথাচরণ করিলাম। এক্ষণে সমরে অপরাঙ্মুখ পূজ্যতম গৌতমতনয়কে প্রণাম করি, আমি উহাঁকে প্রহার করিয়াছি; আমাকে ধিক্।

হে রাজন্! ধনঞ্জয় এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর কর্ণ সিন্ধুরাজকে বিনষ্ট দেখিয়া অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকি ইহাঁরা কর্ণকে অর্জ্জুন সমীপে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু কর্ণ ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে ধনঞ্জয় হাস্যমুখে বাসুদেবকে কহিলেন, হে বাসুদেব! ঐ দেখ, সূতনন্দন সাত্যকির অভিমুখীন হইতেছে। ঐ মহাবীর কোন ক্রমেই ভূরিশ্রবার সংহার সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব সত্বরে কর্ণের নিকট রথ সঞ্চালন কর, কর্ণ যেন সাত্যকিকে ভূরিশ্রবার পদবীতে প্রেরণ করিতে সমর্থ না হয়।

মহাবাহু বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে তৎকালোচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি একাকীই কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে সক্ষম; তাহাতে আবার যুধামন্যু ও উত্ত-মৌজা উহার সাহায্য করিতেছে। বিশেষতঃ, এ সময় কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। উহার নিকট প্রজ্বলিত মহোল্কা সদৃশ দেবরাজপ্রদত্ত শক্তি বিদ্য-মান আছে। ঐ মহাবীর সেই শক্তি তোমার বিনাশার্থ অতি যত্ন সহকারে রাখিয়াছে। অতএব কর্ণ এক্ষণে সাত্যকির সহিত সংগ্রাম করুক। হে ধনঞ্জয়! তুমি যে সময়ে ঐ দুরাত্মাকে তীক্ষ্ণ শরে ভূতলশায়ী করিবে, তাহা আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা ও জয়-দ্রথ বিনষ্ট হইলে, মহাবীর কর্ণের সহিত সাত্যকির কিরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইল? সাত্যকি বিরথ হইয়া এক্ষণে কোন্ রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? আর পাণ্ডবগণের রথরক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাই বা কি প্রকারে সংগ্রাম করিলেন? এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি আপনার নিকট আপ-নারই দুরাচারসম্ভূত সংগ্রাম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাত্মা বাসুদেব ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয় বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যূপকেতু ভূরিশ্রবা যে, সাত্য-কিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত বাসুদেব স্বীয় সারথি দারুককে রথ সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হে কুরুরাজ! দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ,

রাক্ষস ও মানবগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণ ও সিদ্ধগণ ঐ দুই মহাত্মার অতুল প্রভাবের বিষয় সম্যক্ বিদিত আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপে সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

মহাত্মা বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিরে বিরথ ও কর্ণকে সমরোদ্যত দর্শন করত ঋষভস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে দারুক কৃষ্ণের সঙ্কেত অবগত হইয়া সত্বরে সাত্যকি সমীপে গরুড়ধ্বজ রথ উপনীত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কেশবের আদেশানুসারে কামগামী সুবর্ণালঙ্কারভূষিত শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয় সংযোজিত, সূর্য্যানল সন্নিভ বিমান প্রতিম রথে আরোহণ করত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন চক্ররক্ষক যুধামন্যু এবং উত্তমৌজা অর্জ্জুনের রথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। সেই সময় মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে শর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সাত্যকির সহিত কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইল, এরূপ ভূলোক, দ্যুলোক কিম্বা দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও রাক্ষসগণমধ্যে কদাচ উপস্থিত হয় নাই। সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ ঐ বীরদ্বয়ের মোহজনক কার্য্য অবলোকন করিয়া সমর হইতে বিরত হইল। তাহারা সেই উভয় বীরের অলৌকিক যুদ্ধ এবং রথস্থ দারুকের গত, প্রত্যাগত, আবৃত্ত, মণ্ডল ও সন্নিবর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শনের সহিত সারথ্য কার্য্য দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি

করিয়া অনন্যচিত্তে সেই দুই বীরের ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন।

তখন সুহৃদের নিমিত্ত সমরে প্রবৃত্ত সেই মহাবলশালী বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবসঙ্কাশ মহাবীর কর্ণ, ভূরিশ্রবা ও জলসন্ধের বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া শর বর্ষণ করত সাত্যকিকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শোকাবেগবশতঃ ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষারুণলোচনে সাত্যকিকে দগ্ধ করিয়াই যেন মহাবেগে বারম্বার ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহাকে রোষাবিষ্ট দেখিয়া মাতঙ্গ যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গকে দন্তাঘাত করে, সেইরূপ নিরন্তর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সেই মহাবল পরাক্রমশালী বীরদ্বয় পরস্পর সমবেত হইয়া পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি শর সমূহ দ্বারা বারম্বার কর্ণের দেহ ভেদ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিলেন, এবং নিশিত শরনিকরে তাঁহার শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয় বিনষ্ট ও শত শরে ধ্বজদণ্ড শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই তাঁহাকে রথবিহীন করিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় মদ্ররাজ শল্য, কর্ণতনয় বৃষসেন ও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা চতুর্দ্দিক্ হইতে সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেহ কিছুই জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। সৈন্যগণ কর্ণকে রথবিহীন অবলোকন করিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের সহিত বাল্য সৌহার্দ্দ

স্মরণ ও তাঁহাকে রাজ্য প্রদানার্থ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন নিমিত্ত সংগ্রাম করত সাত্যকির শরজালে সমাচ্ছন্ন ও নিতান্ত বিহ্বল হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের রথে গমন করিলেন।

এইরূপে মহাবীর সাত্যকি কর্ণকে বিরথ করিয়া দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণকে রথশূন্য ও বিহ্বল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু বৃকোদরের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কোনক্রমেই তাঁহাদিগকে সংহার করিলেন না। আর মহাবীর ধনঞ্জয় পুনর্দ্যূতকালে কর্ণকে বিনাশ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; সেই জন্য সাত্যকি তাঁহার সংহারেও নিরস্ত হইলেন। কর্ণপ্রমুখ মহাবীরগণ সাত্যকির সংহারার্থ বারম্বার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই। ঐ মহাবীর যুধিষ্ঠিরের হিতানুষ্ঠানে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র শরাসন প্রভাবে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য মহারথদিগকে পরাভব করিলেন। এইরূপে কৃষ্ণার্জ্জুন সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি হাস্যবদনে কৌরব পক্ষ সৈন্যদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই অবনীমণ্ডলে বাসুদেব, ধনঞ্জয় ও সাত্যকি এই তিন জনই মহাধনুর্দ্ধর; ইহাঁদের সদৃশ ধনুর্দ্ধর আর কেহই লক্ষিত হয় না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বলবীর্য্য দর্পিত, দারুকসারথি সমবেত, কৃষ্ণ সদৃশ মহাবীর সাত্যকি বাসুদেবের অজেয় রথে অরোহণ পূর্ব্বক কর্ণকে রথবিহীন করিয়া অন্য কোন রথে কি আরোহণ করিয়াছিলেন? তাহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হইয়াছে। অতএব আমার সমক্ষে উহা বর্ণন কর। আমার বোধ হয়, সাত্যকির পরাক্রম কেহই সহ্য করিতে সমর্থ হয় না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছি; অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন; ক্ষণকাল পরে দারুকের অনুজ যথাবিধ সুসজ্জিত; লৌহ ও হিরণ্ময় পট্টে বিভূষিত, বিচিত্র কূবরযুক্ত, তারা সহস্র খচিত, সিংহধ্বজ ও পাতাকা সম্পন্ন, কনকালঙ্কৃত পবনবেগগামী অশ্বগণে যোজিত জলদগম্ভীরনিস্বন অন্য এক রথ সাত্যকির সমীপে আনয়ন করিল। মহাবীর সাত্যকি ঐ রথে আরোহণ পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণসারথি দারুক স্বেচ্ছানুক্রমে বাসুদেবের সমীপে গমন করিলেন। তখন কর্ণের এক সারথিও শঙ্খ ও গোক্ষীরের ন্যায় পাণ্ডুর-বর্ণ, সুবর্ণ বর্ম্মধারী বায়ুবেগগামী অশ্বগণে সংযোজিত, কনক-কক্ষা যুক্ত, ধ্বজদণ্ডে পরিশোভিত, যন্ত্রবদ্ধ, পতাকায় সমলঙ্কৃত, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদে পরিপূরিত রথ উপনীত করিল। মহাবীর কর্ণ ঐ রথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, সেই সমস্ত কহিলাম। এক্ষণে আপনার দুর্নীতিজনিত বধ বৃত্তান্তও শ্রবণ করুন। এই সংগ্রামে বিচিত্র যোদ্ধা ভীমসেন আপনার দুর্ম্মুখ প্রমুখ একত্রিংশৎ পুত্রকে এবং সাত্যকি ও ধনঞ্জয় ভীষ্ম ও ভগদত্ত প্রভৃতি শত শত মহারথদিগকে সংহার করিলেন। হে রাজন্! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রযুক্তই এইরূপ লোকক্ষয় উপস্থিত হইতেছে।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

—০—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার ও পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ সমরাঙ্গনে তদবস্থাপন্ন হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর কি করিল? সেই সমস্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! রথশূন্য মহাবীর বৃকোদর কর্ণের বাক্যে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! কর্ণ তোমার সমক্ষেই আমাকে তূবরক, অমর, অস্ত্রবিমূঢ়, বালক ও সমর কাতর বলিয়া বারম্বার কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছে। পূর্ব্বে আমি তোমার সাক্ষাতেই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে দুরাত্মা আমাকে ঐরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহাকে আমি সংহার করিব। হে ধনঞ্জয়! তুমিও পূর্ব্বে কর্ণের বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের উভয়েরই প্রতিজ্ঞা পালন করা হয়, তাহাতে যত্নবান্ হও।

অমিততেজা মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমের বাক্যাবসানে কর্ণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হেসূত-পুত্র! তুমি নিতান্ত পাপাশয়, অদূরদর্শী ও আত্মশ্লাঘা পরায়ণ। যাহা হউক, আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে তুমি কর্ণপাত কর। সংগ্রামে বীরগণের জয় ও পরাজয় এই উভয়েই হইয়া থাকে। সমরাঙ্গনে দেবরাজ ইন্দ্রও কখন জয়ী ও কখন পরাজিত হন। তুমি মহাবীর সাত্যকি কর্ত্তৃক বিরথ, বিকলেন্দ্রিয় ও মৃতপ্রায় হইলে; তিনি তোমাকে আমার বধ্য স্মরণ করিয়া জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি বৃকোদরকে বিরথ করিয়া তাঁহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক

অত্যন্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছ ; শত্রুকে পরাভব করিয়া আত্ম-শ্লাঘা, পরগ্লানি বা বিপক্ষের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা বীর-পুরুষের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তুমি সূতপুত্র ও অল্পজ্ঞান সম্পন্ন ; এই নিমিত্তই সতত সদ্ব্রতপরায়ণ, মহাবল পরাক্রান্ত ভীম-সেনের প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। মহাবলশালী ভীমসেন সমস্ত সেনাগণের, কৃষ্ণের ও আমার সাক্ষাতে বারম্বার তোমাকে বিরথ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তোমার প্রতি কিছুমাত্র দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। যাহা হউক, তুমি ভীমের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ এবং আমার অসা-ক্ষাতে অন্যান্য বীরবর্গের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সুভদ্রা-পুত্রকে সংহার করিয়া যে গর্ব্ব করিতেছ, অচিরাৎ তাহার ফল ভোগ করিবে। হে দুর্ম্মতে ! তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্তই অভিমন্যুর চাপচ্ছেদন করিয়াছ। আমি তোমার ভৃত্য, বল ও বাহনের সহিত তোমাকে সংহার করিব। হে রাধেয়। এক্ষণে তোমার অতি ভয়াবহ সময় সমাগত হইতেছে ; অত-এব এই সময় তুমি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। আমি এই আয়ুধ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য তোমার সাক্ষাতে তোমার পুত্র বৃষসেনকে সংহার কারির এবং যে সমস্ত রাজগণ মোহাবেগপ্রভাবে আমার অভিমুখে আগমন করিবেন, তাঁহারাও আমার শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। হে আত্মাভিমানী মূঢ়। মন্দমতি দুর্য্যোধন তোমাকে সংগ্রামে নিপাতিত দেখিয়া নিশ্চই অনুতাপ করিবে।

মহারাজ! এই রূপে মহাতেজা অর্জ্জুন কর্ণাত্মজের নিধনার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে, রথিগণ মহাকোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় করজাল সংঙ্কোচ পূর্ব্বক অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব

অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হে জিষ্ণো! তুমি ভাগ্যবলে জয়দ্রথকে বধ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ। ভাগ্যবলেই বৃদ্ধক্ষত্র পুত্রের সহিত নিহত হইয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! এই ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যমধ্যে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাকে অবসন্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। এই জগতীতলে তোমা ব্যতিরেকে এই সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে, এরূপ লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমার সদৃশ বা তোমা হইতে অধিক বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাপ্রভাব ভূপালগণ দুর্য্যোধনের অনুমতিক্রমে কৌরবসেনা মধ্যে মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা তোমাকে রোষাবিষ্ট দর্শন ও তোমার সমীপে আগমন করিয়াও তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন নাই। তুমি বলবীর্য্যে রুদ্র, শক্র ও অন্তকের তুল্য; আজি তোমার যেরূপ পরাক্রম দৃষ্টিগোচর হইল, এরূপ পরাক্রম আর কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। হে বীর! এক্ষণে তুমি জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিয়াছ বলিয়া আমি তোমার যেরূপ প্রশংসা করিতেছি, দুর্ম্মতি কর্ণ অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তোমা কর্ত্তৃক নিহত হইলে, পুনর্ব্বার তোমাকে এইরূপ প্রশংসা করিব।

মহাপ্রতাপশালী ধনঞ্জয় মহাত্মা কেশবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে হৃষীকেশ! আজি আমি তোমার অনুগ্রহেই এই দেবগণেরও দুস্তর প্রতিজ্ঞাসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছি। হে মাধব! তুমি যাহাদিগের নাথ, তাহাদিগের জয়লাভ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তোমার প্রসাদেই সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিবেন। হে বাসুদেব! আমাদিগের সমুদায় কার্য্যের ভার তোমাতেই সমর্পিত আছে; সুতরাং এক্ষণে

এই জয়লাভও তোমারই হইল। আমরা তোমার ভৃত্য; আমাদিগকে উত্তেজিত করা তোমার কর্ত্তব্যই হইতেছে।

মহাবীর অর্জ্জুনের এইরূপ বাক্যাবসানে মহাত্মা বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে সেই ভীষণ রণক্ষেত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈ অশ্ব সঞ্চালন করত কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবীর মহীপালগণ সমরে জয় ও যশোলাভের নিমিত্ত তোমার সহিত যুদ্ধ করত তোমার শর সমূহে নিহত হইয়া সমরশায়ী হইয়াছেন। ঐ দেখ, তাঁহাদিগের আভরণ ও অস্ত্র শস্ত্র সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; রথ সকল চূর্ণ, অশ্ব ও হস্তিগণ নিহত এবং তনুত্রাণ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত মহীপালগণের মধ্যে কেহ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বা জীবিত আছেন। হে পার্থ! ঐ সকল ভূপালগণের প্রাণ বহির্গত হইলেও, উহাঁরা স্ব স্ব কান্তিপ্রভাবে জীবিতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। ঐ দেখ, উহাঁদিগের অসংখ্য বাহন, হেমপুঙ্খ শর সমূহ ও অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রণক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং বর্ম্ম, মণিহার, কুণ্ডলযুক্ত মস্তক, উষ্ণীষ, মুকুট, মাল্যদাম, চূড়ামণি, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, নিষ্ক ও অন্যান্য বিবিধ ভূষণ সকল সমরভূমির অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। ভূরি ভূরি অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজদণ্ড, অলঙ্কার, আসন, ঈষাদণ্ড, চক্র, বিচিত্র অক্ষ, যুগ, যোক্ত্র, ধনু, বাণ, চিত্রকম্বল, পরিঘ, অঙ্কুশ, শক্তি, ভিন্দিপাল, শূল, পরশু, প্রাস, তোমর, কুন্ত, যষ্টি, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, খড়্গ, মুষল, মুদ্গর, গদা, কুণপ, হেমমণ্ডিত কশা, হস্তিগণের ঘণ্টা ও বিবিধ অলঙ্কার এবং মহার্হ নানাবিধ বসন ভূষণ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়াতে যুদ্ধস্থল শরৎকালীন গ্রহনক্ষত্র বিরাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ক্ষিতিপালগণ

পৃথিবী লাভার্থ বিনষ্ট হইয়া, নিদ্রিত পুরুষেরা যেরূপ মানোহারিণী প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, পর্ব্বত সমূহের গুহামুখ হইতে যেরূপ গৈরিক ধাতুধারা প্রবাহিত হয়, সেইরূপ শরনিকরসমাহত, ধরাতলে বিলুণ্ঠমান, ঐরাবত তুল্য কুঞ্জরগণের শস্ত্রক্ষত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে রুধিরধারা বিনির্গত হইতেছে। স্বর্ণাভরণমণ্ডিত অশ্বগণ বিনষ্ট এবং রথি সারথিশূন্য গন্ধর্ব্বনগরাকার বিমান সদৃশ রথ সমুদায় ধ্বজ, পতাকা, অক্ষ, চক্র, কূবর, যুগ ও ঈষাবিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। কার্ম্মুকচর্ম্মধারী সহস্র সহস্র পদাতি ধূলিধূসরিতকেশ হইয়া শোণিতাক্ত শরীরে পৃথিবী আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছে। ঐ দেখ, তোমার শরনিকরে যোধগণের কলেবর বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিপতিত মাতঙ্গ, রথ ও অশ্ব সমূহ সঙ্কুল, দুষ্প্রেক্ষ্য সংগ্রাম ভূমি মধ্যে অসৃক্, বসা ও মাংস নিপতিত হওয়াতে প্রভূত কর্দ্দম উৎপন্ন হইয়াছে। নিশাচর, কুক্কুর, বৃক ও ও পিশাচ সকল উহাতে নিরন্তর হৃষ্টচিত্তে ক্রীড়া করিতেছে। হে অর্জ্জুন! তুমি এই যুদ্ধস্থলে যে প্রকার যশস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহা দৈত্যদানববিঘাতী ইন্দ্র ভিন্ন আর কেহই সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। ঐ দেখ, অসংখ্য চামর, ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব, মাতঙ্গ, রথ, বিচিত্র কম্বল, বল্গা, কুথ ও মহার্হ বরূথ সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকাতে সমরক্ষেত্র বিচিত্র বস্ত্র সমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সিংহগণ যেরূপ বজ্রভগ্ন গিরিশিখর হইতে নিপতিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সহস্র সহস্র বীর সুসজ্জিত কুঞ্জর হইতে নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ দেখ, সাদিগণ অশ্বের সহিত ও পদাদিগণ শরাসনের সহিত নিপতিত হইয়া

নিরন্তর শোণিতধারা ক্ষরণ করিতেছে। হে রাজন্! এই-রূপে বাসুদেব হৃষ্টচিত্ত অনুচরগণ সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে যুদ্ধস্থল প্রদর্শন করত পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদন করিতে লাগি-লেন।

একোন পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব হৃষ্টচিত্তে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! অদ্য আপনার পরম সৌভাগ্য। অদ্য ভাগ্যবশতঃ আপনার শত্রু নিহত হই-য়াছে এবং মহাবীর ধনঞ্জয়ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় আনন্দিত হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে আলি-ঙ্গন করিলেন। অনন্তর অশ্রুধারা অপনীত করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! অদ্য ভাগ্যবশতঃ পাপাত্মা নরাধম জয়দ্রথ নিহত হইয়াছে। তোমরা প্রতিজ্ঞা-ভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ। আমি সাতিশয় আহ্লা-দিত হইয়াছি এবং শত্রুগণও শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে বাসুদেব! তুমি ত্রিলোকের গুরু; তুমি সহায় থাকিলে, ত্রিলোকমধ্যে কোন কার্য্যই দুঃসাধ্য হয় না। হে মধুসূদন! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র তোমার প্রসাদে যেরূপ দানবগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেই রূপ আমরাও তোমারই

প্রসাদে শত্রুগণকে পরাজয় করিতেছি। হে বাসুদেব! তুমি যাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, তাহাদিগের পক্ষে বসুন্ধরা পরাজয় অতি সামান্য; ফলতঃ, ত্রিলোক বিজয়ও তাহাদিগের দুঃসাধ্য নহে। হে জনার্দ্দন! তুমি ত্রিদশেশ্বর; তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদিগের পাপের লেশমাত্র থাকে না এবং সংগ্রামে কখনই পরাজয় হয় না। তোমার প্রসাদেই দেবরাজ সমরাঙ্গনে দানবদল দলন পূর্ব্বক ত্রিলোকমধ্যে জয়লাভ করিয়া দেবগণের অধিপতি হইয়াছেন। দেবগণ তোমার প্রসাদেই অমরত্ব লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিতেছেন। তোমার অনুগ্রহেই এই চরাচরপৃথিবীস্থ সমস্ত লোক স্ব স্ব ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিত্য জপ হোমাদির অনুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই সমস্ত জগৎ একার্ণবময় হইয়া গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, কেবল তোমার প্রসাদেই পুনর্ব্বার ব্যক্ত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বলোকের স্রষ্টা, পরমাত্মা, অব্যয়, পুরাণ পুরুষ, দেবদেব, সনাতন, পরাৎপর ও পরম পুরুষ; তোমার আদি ও অন্ত নাই। তুমি একবার যাহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হও, তাহারা কদাচ মুগ্ধ হয় না। তুমি ভক্ত জনগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক। যে ব্যক্তি তোমার শরণাগত হয়, সে পরমৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। হে পরমাত্মন্! তুমি চারিবেদে গীত হইয়া থাক; আমি তোমাকে লাভ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। হে পুরুষোত্তম! তুমি পরমেশ্বর, তির্য্যক্‌দিগের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; অতএব তোমাকে নমস্কার! হে মাধব! তুমি জয়লাভে পরিবর্দ্ধিত হও। হে সর্ব্বাত্মন্! হে পৃথুলোচন! তুমি সমুদয় লোকের আদি কারণ। যিনি অর্জ্জুনের সখা ও সর্ব্বদা উহাঁর হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আছেন, তিনিও তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

হে রাজন্‌! বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাতিশয় আনন্দিতচিত্তে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্‌! আপনার ক্রোধানল প্রভাবেই পাপাত্মা সিন্ধুরাজ ও অসংখ্য কৌরববাহিনী দগ্ধ হইয়াছে। আপনার ক্রোধেই কৌরবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। হে বীর! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আপনাকে ক্রোধান্বিত করিয়াই বন্ধু বান্ধবের সহিত রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বকালে দেবগণও যাঁহাকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, আজি সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম আপনার ক্রোধ প্রভাবেই শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আপনি যাহাদিগের দ্বেষ্টা, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই কাল কবলে নিপতিত হইতে হয়; তাহারা কোনক্রমেই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় না। আপনি যাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাহাদিগের রাজ্য, জীবন, প্রিয়তর পুত্র ও বহুবিধ সুখ ভোগ সত্বরে বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল! আপনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন কৌরবগণ বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত অবশ্যই বিনষ্ট হইবে।

হে রাজন্‌! মহামতি বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় বিপক্ষ শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীমসেন ও মহারথ সাত্যকি তথায় আগমন করিয়া পরম গুরু যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন পূর্ব্বক পাঞ্চালগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকিকে হৃষ্টান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান অবলোকন করত তাহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! অদ্য তোমরা ভাগ্যবলে দ্রোণরূপ গ্রাহ ও হার্দ্দিক্যরূপ মকরযুক্ত কৌরব সেনারূপ মহার্ণব হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছ। অদ্য ভাগ্য

বলে ধরাতলস্থ নরপতিগণ এবং দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা তোমাদের নিকট পরাভূত হইয়াছেন। ভাগ্যক্রমে তোমরা বিকর্ণি অস্ত্রে কর্ণকে পরাজিত ও শল্যকে পরাঙ্মুখ করিয়াছ। হে রণ-বিশারদ মহারথদ্বয়! অদ্য ভাগ্যবলে রণস্থল হইতে তোমা-দিগকে কুশলে প্রত্যাগত দেখিলাম। তোমরা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন ও সম্মান রক্ষা করিয়া থাক এবং কদাচ সংগ্রামে বিমুখ হও না। অতএব তোমরা আমার প্রাণ তুল্য।

হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও সাত্যকিকে এইরূপ কহিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে হৃষ্ট দেখিয়া পরমানন্দিতচিত্তে যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলেন।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এদিকে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জয়-দ্রথের নিধন দর্শনে নিরুৎসাহ ও বিমনায়মান হইয়া বাষ্পা-কুললোচনে ম্লানমুখে ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি মহাবীর ধনঞ্জয়, ভীমসেন ও সাত্যকির শরজালে স্বীয় সৈন্যদিগকে নিহত দেখিয়া বিবর্ণ, কৃশ ও নিতান্ত দীনভাবে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অবনীতে ধনঞ্জয় সদৃশ যোদ্ধা আর নাই; সে ক্রুদ্ধ হইলে, কি দ্রোণ, কি কৃপ, কি কর্ণ, কি অশ্বত্থামা কেহই তাঁহার অভিমুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। মহাবীর অর্জ্জুন আমার পক্ষ সমস্ত মহারথদিগকে পরাজয় করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে সংহার করিল; কিন্তু কেহই

তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। এক্ষণে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই আমার সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিবে। সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমরা যাঁহাকে অবলম্বন পূর্ব্বক শস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ধনঞ্জয় সেই মহারথ কর্ণকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া জয়দ্রথকে সংহার করিয়াছে! আমি যাঁহার বাহুবীর্য্য অবলম্বন করিয়া সন্ধিস্থাপনে সমুৎসুক কেশবকে তৃণতুল্য বোধ করিয়াছিলাম, অদ্য সেই মহারথ কর্ণ সংগ্রামে পরাভূত হইয়াছেন!

হে রাজন্! মহারাজ দুর্য্যোধন এইরূপে কলুষিত চিত্ত হইয়া আচার্য্যকে সন্দর্শন করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক কৌরবগণের সংহার এবং বিজয় বাসনা পরবশ ধার্ত্তরাষ্ট্রসৈন্যদিগের বিনাশ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করত কহিলেন, হে আচার্য্য! অস্মৎ পক্ষীয় মহীপালগণের সংহার নিরীক্ষণ কর। তাঁহারা যে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শিখণ্ডী তাঁহাকে বিনাশ করিয়া মনোরথ পূর্ণ ও বিজয়ান্তর বাসনায় লুব্ধ হইয়া পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে সেনামুখে অবস্থিতি করিতেছে। অর্জ্জুন আপনার শিষ্য, সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, সাত অক্ষৌহিণী সেনার সংহর্ত্তা মহাবীর সিন্ধুরাজকে বিনষ্ট করিয়াছে। হে আচার্য্য! আমি এক্ষণে কি প্রকারে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী, উপকারনিরত, কৃতান্তভবনে প্রেরিত সুহৃদ্‌গণের ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইব? যে সমস্ত নরপতিগণ আমাকে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, হায়! এক্ষণে তাঁহারাই সমুদয় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলশায়ী হইয়াছেন! আমি অতি কাপুরুষ। আমি এইরূপে সুহৃদগণকে কালকবলে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে আমি সহস্র

অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিলেও এই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইব না। আমি অতি লুব্ধপ্রকৃতি ও পাপপরায়ণ; মহীপালগণ আমার নিমিত্তই সংগ্রামে বিজয়াভিলাষী হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে ধরিত্রী কি নিমিত্ত এই মিত্রদ্রোহী পাপাত্মাকে স্থান প্রদানার্থ বিদীর্ণ হইতেছেন না। আরক্তলোচন একান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্ম মহীপালগণ সমক্ষে আমাকে কি কহিবেন? হে মহারথ! সাত্যকি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আমার কার্য্য সাধনোদ্যত মহাবীর জলসন্ধকে সংহার করিয়াছে। হায়! আজি কাম্বোজরাজ, অলম্বুষ ও অন্যান্য সুহৃদ্‌গণকে বিনষ্ট দেখিতেছি, অতএব আমার আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? যাহা হউক, এক্ষণে যে সমুদয় বীরগণ আমার বিজয় লাভের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি আমি স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট অঋণী হইয়া যমুনায় গমন করত তাঁহাদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিব। আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, বলবীর্য্য ও পুত্রের শপথ করিতেছি যে, হয়, পাণ্ডবগণকে পাঞ্চালদিগের সহিত সংহার করিয়া শান্তিলাভ করিব, না হয়, তাহাদের শরে নিহত হইয়া আমার কার্য্য সাধনার্থ বিনষ্ট নরপতিদিগের সলোকতা প্রাপ্ত হইব। আমার সাহায্য দানে প্রবৃত্ত বীরগণ যথোচিতরূপে রক্ষিত না হইয়া এক্ষণে আর আমাদের পক্ষ আশ্রয় করিতে বাসনা করেন না। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা পাণ্ডবদিগের আশ্রয় গ্রহণ নিতান্ত শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হে আচার্য্য! আপনি যুদ্ধে আমাদিগের মৃত্যু বিধান করিয়া দিয়াছেন। আপনি ধনঞ্জয়কে শিষ্য বলিয়া উপেক্ষা করাতে আমাদিগের বিজয়ার্থী বীরগণ নিহত হইতেছেন। এক্ষণে একমাত্র কর্ণকে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী

বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। হে ব্রাহ্মণ! মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ যথার্থ মিত্র পরিজ্ঞাত না হইয়া তাহার নিমিত্ত জয়াভিলাষ করত স্বয়ং অবসন্ন হয়, আমার মিত্রগণও আমার জন্য সেইরূপ হইতেছেন। আমি অতিমূঢ়, পাপাশয়, কঠিনহৃদয়, ও ধনলোলুপ। আমার নিমিত্তই মহবীর জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতিগণ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আমি অদ্য সেই সমস্ত মহাত্মা গণের অনুগমন করিব। যখন তাঁহাদিগের বিনাশ হইয়াছে, তখন আমার আর জীবন ধারণে কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য! আমি উক্ত মহাবীরদিগের অনুগমনে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি। আপনি তদ্বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।

এক পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবাকে নিহত করিলে, তোমাদিগের চিত্ত কিরূপ হইয়াছিল? দুর্য্যোধন কুরুসভায় আচার্য্য দ্রোণকে সেইরূপ কহিলে, তিনি তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন? সেই সমস্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর সিন্ধুরাজ ও ভূরিশ্রবা বিনষ্ট হইলে, আপনার সৈন্যমধ্যে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। আপনার পুত্রের দুর্বুদ্ধি বশতঃ শত শত প্রধান বীরপুরুষগণ বিনষ্ট হইলেন দেখিয়া, সকলেই তাঁহার মন্ত্রণায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় বিমনায়মান হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত অতি দীন-ভাবে কহিলেন, হে কুরুরাজ! আমাকে কি নিমিত্ত বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিতেছ? আমি তোমাকে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি যে, ধনঞ্জয় অজেয়; শিখণ্ডী ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিপাতিত করাতেই অর্জ্জুনের অসাধারণ বলবীর্য্য পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। আমি দেব দানবগণেরও অজেয় মহাবীর ভীষ্মকে বিনষ্ট দেখিয়া কৌরবগণকে সমূলে উন্মূলিত স্থির করিয়াছি। আমরা ত্রিলোকমধ্যে যাহাকে সর্ব্ব প্রধান বীর বলিয়া জানিতাম, সেই ভীষ্মই সমরশায়ী হইয়াছেন; এক্ষণে আমার আর কি উপায় আছে? হে বৎস! শকুনি কুরুসভামধ্যে যে সকল অক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল, সে সকল অক্ষ নহে, শত্রুবিঘাতী সুশাণিত শর; সেই সমস্ত শর এক্ষণে ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমাদিগের যোদ্ধৃ-বর্গকে বিনষ্ট করিতেছে। হে দুর্য্যোধন! ধীরপ্রকৃতি মহা-মতি বিদুর তোমারই হিতসাধন করিবার মানসে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান এবং তোমার সমক্ষে বারংবার বিলাপ ও অনুতাপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তুমি তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্ণপাতও কর নাই; তন্নিমিত্তই এক্ষণে এই ভয়াবহ লোকক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে। যে মূঢ় হিতাভিলাষী সুহৃদের প্রতি অনাদর করিয়া আপনার মতানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে অচিরকাল মধ্যেই শোচনীয় হয়। হে রাজন্! তুমি যে সৎকুলোদ্ভবা ধর্ম্মপরায়ণা অসৎ কার্য্যের নিতান্ত অনুপযুক্তা দ্রৌপদীকে আমাদিগের সাক্ষাতে সভা-মধ্যে আনয়ন করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই অধর্ম্মের ফলভোগ করিতেছ; আর যদি ইহলোকে এরূপ না হইত, তাহা হইলে, পরলোকে ইহা অপেক্ষা অধিকতর ফলভোগ করিতে হইত।

তুমি যে পাণ্ডবদিগকে কপটদ্যূতে পরাজিত করত রৌরবচর্ম্ম পরিধান করাইয়া অরণ্যে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, এক্ষণে আমি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্রাহ্মণবাদী মনুষ্য সেই ধর্ম্মানুরত পুত্র সদৃশ পাণ্ডবদিগের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইবে? তুমি শকুনির সাহায্যে ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে পাণ্ডবদিগের ক্রোধ সংগ্রহ করিয়াছ। দুঃশাসন ও কর্ণ ঐ ক্রোধানল উদ্দীপিত করিয়াছেন এবং তুমি বিদুরের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার উহা উত্তেজিত করিয়াছ। দেখ, তোমরা সকলে পরাজিত হইয়াও জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার মানসে যত্নপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; তবে কি নিমিত্ত জয়দ্রথ তোমাদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়াও বিনষ্ট হইলেন। মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা ও তুমি তোমরা সকলে জীবিত থাকিতে কি নিমিত্ত জয়দ্রথ কৃতান্তভবনে গমন করিলেন? নরপতিগণ জয়দ্রথের পরিত্রাণার্থ প্রখর তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলেন? হে দুর্য্যোধন! সিন্ধুরাজ তোমার বিশেষতঃ আমার পরাক্রম প্রভাবে ধনঞ্জয় হইতে আত্মরক্ষার্থ সাতিশয় যত্নবান্ হইয়াছিলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে তিনি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে আমি কোথায় গমন করিলে জীবিত থাকিব, কিছুই অবগত হইতেছি না। আমি যদবধি পাঞ্চালগণের সহিত ধনঞ্জয়কে বিনষ্ট না করিতেছি, তদবধি বোধ হইতেছে যেন, পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে আমার পরিত্রাণ নাই। হে মহারাজ! জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া আমাকে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে দেখিয়াও কি জন্য বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ এবং সেই সত্যসন্ধ মহাবীর ভীষ্মের হিরণ্ময় ধ্বজদণ্ড নিরীক্ষণ না করিয়া কি রূপে

তুমি জয়লাভের প্রত্যাশা করিতেছ? যে সংগ্রামে জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা মহাবীরগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও বিনষ্ট হইয়াছেন, তথায় তোমার আর কি বিবেচনা হয়? কৃপাচার্য্য এখনও জয়দ্রথের পথবর্ত্তী হন নাই, এই জন্য আমি তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিতেছি। হে রাজন্! পুরন্দর দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও যাঁহারে সংহার করিতে সমর্থ হন না, সেই দুষ্করকার্য্যকারী মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মকে যখন তোমার ও দুঃশাসনের সমক্ষে নিহত হইতে দেখিলাম, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পৃথিবী তোমাকে পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সৈন্য সকল আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। আমি তোমার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমুদয় সৃঞ্জয়দিগকে সংহার না করিয়া কোন ক্রমেই কবচ মোক্ষণ করিব না। হে রাজন্! তুমি আমার আত্মজ অশ্বত্থামার নিকট গমন করত তাঁহাকে কহিবে যে, তুমি জীবন রক্ষার্থ সোমকদিগকে পরিত্যাগ করিও না, এবং তোমার পিতা যে সকল বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সমস্ত প্রতিপালন করত আনৃশংস্য, দম, সত্য ও সরলতায় চিত্ত সমাহিত কর। ধর্ম্ম, অর্থ, কামে অনুরক্ত থাকিয়া ধর্ম্ম ও অর্থের পীড়ন না করিয়া নিরন্তর ধর্ম্মপ্রধান উৎকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। চিত্ত ও নেত্রদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট এবং সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের অর্চ্চনা কর। তাঁহারা অনলশিখা সদৃশ; অতএব তাঁহাদিগের অপ্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কদাচ বিধেয় নহে। হে রাজন্! তুমি অশ্বত্থামাকে আমার এই সমুদয় উপদেশবাক্য কহিবে। এক্ষণে আমি তোমার বাক্যবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সৈন্যমধ্যে সংগ্রাম করিতে গমন করিলাম। তুমি যদি সমর্থ হও, তবে সৈন্যগণকে রক্ষা কর।

পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা যামিনী-যোগেও সংগ্রামে নিবৃত্ত হইবে না। হে রাজন্! আচার্য্য দ্রোণ দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মার্ত্তণ্ড যেমন নক্ষত্রগণের দীপ্তি নাশ করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়দিগের তেজ সংহার করিতে লাগিলেন।

—॰—

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের এই-রূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধচিত্তে সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়া কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয়! দেখ, ধনঞ্জয় একাকী একমাত্র বাসুদেবের সাহায্যে তোমার, দ্রোণাচার্য্যের এবং অন্যান্য প্রধানতম যোধগণের সমক্ষেই দেবগণেরও দুর্ভেদ্য সেই দ্রোণ বিনির্ম্মিত ব্যূহ ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজকে বিনষ্ট করিল। সিংহ যেমন মৃগগণকে নিহত করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমার ও আচার্য্য দ্রোণের সমক্ষেই প্রধান প্রধান ভূপালদিগকে সংগ্রামে সংহার করিয়া আমার সৈন্য নিঃশেষিতপ্রায় করিয়াছে। মহামতি দ্রোণাচার্য্য যদি যত্নসহকারে ধনঞ্জয়কে নিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া জয়দ্রথকে সংহার পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইত না। ধনঞ্জয় মহামতি আচার্য্য দ্রোণের সাতিশয় প্রিয়; তন্নিবন্ধন আচার্য্য সংগ্রাম না করিয়া তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার কি দুর্ভাগ্য! অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য

পূর্ব্বে সিন্ধুরাজকে অভয় প্রদান করিয়া এক্ষণে ধনঞ্জয়কে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে পথ প্রদান করিয়াছেন। তিনি যদি পূর্ব্বেই জয়দ্রথকে গৃহগমনে অনুমতি প্রদান করিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ জনক্ষয় উপস্থিত হইত না। আমিও অতি মূঢ়! যখন সিন্ধুরাজ জীবন রক্ষার নিমিত্ত গৃহ গমনে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন আমি দ্রোণের নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়াই তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলাম। হায়! অদ্য আমাদের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রভৃতি সহোদরগণ ভীমসেনের হস্তে জীবন পরিত্যাগ করিল!

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য প্রাণপণে বলবীর্য্য ও উৎসাহ অনুসারে সংগ্রাম করিতেছেন; তুমি তাঁহাকে নিন্দা করিও না। শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া যে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্রও অপরাধ দেখিতেছি না। দ্রোণাচার্য্য স্থবির, সুতরাং সত্বরগমনে নিতান্ত অশক্ত; কিন্তু কৃষ্ণসারথি মহাবীর ধনঞ্জয় কার্য্যকুশল, যুবা, শিক্ষিতাস্ত্র ও লঘুবিক্রম; সে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম পরিবেষ্টিত গাত্র ও বাহুবলদর্পিত হইয়া দিব্যাস্ত্রযুক্ত বানর লাঞ্ছিত রথে আরোহণ, অজেয় গাণ্ডীব শরাসন ধারণ ও সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক যে দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়াছে, উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; সুতরাং আমি তদ্বিষয়ে আচার্য্যের অণুমাত্রও দোষ দেখিতে পাই না। যাহা হউক, যখন অর্জ্জুন আচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন পাণ্ডবগণকে পরাভব করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। হে রাজন্! দৈব নির্দ্দিষ্ট বিষয় কখনই মিথ্যা হয় না। দেখ, আমরা সকলেই সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছিলাম; কিন্তু আমাদিগের মধ্যে জয়দ্রথ বিনষ্ট হইলেন। অতএব এই বিষয়ে দৈবই প্রবল বলিতে হইবে; সন্দেহ

নাই। আমরা তোমার সহিত সমবেত হইয়া শঠতা সহকারে বিক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক পরম যত্নে জয় লাভের চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু দৈবই আমাদিগের পুরুষকার বিনষ্ট করিয়াছেন। দৈবোপহত মনুষ্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, দৈবই তদ্বিষয়ে তাহার বারংবার বিঘ্ন সম্পাদন করিয়া থাকে। পুরুষগণ নিরন্তর অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, যত্নপূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করাই উচিত; তবে সিদ্ধিলাভ দৈবায়ত্ত। আমরা শঠতা প্রকাশ ও বিষ প্রয়োগ করত পাণ্ডবদিগকে প্রবঞ্চনা এবং জতুগৃহে দগ্ধ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলাম। তাহারা দ্যূতে পরাজিত ও রাজনীতি অনুসারে অরণ্যে প্রব্রাজিত হইয়াছিল; কিন্তু দৈবই আমাদিগের বিচেষ্টিত সেই সমস্ত বিষয়ে বিঘ্ন সম্পাদন করিয়াছেন। অতএব হে রাজন্! তুমি প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তোমাদিগের উভয় পক্ষের মধ্যে যাহারা সুদৃঢ় যত্নবান্ হইবে, দৈব তাহাদিগের প্রতিই অনুকূল হইবেন। পাণ্ডবদিগের বুদ্ধিবলে অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য কিম্বা তোমার দুর্ব্বুদ্ধিকৃত অসৎকার্য্য কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না; তবে যে তাহাদিগের জয় ও তোমার পরাজয় হইতেছে, এতদ্বিষয়ে দৈবই প্রমাণ। কেন না দৈব জীব সকলের নিদ্রা কালেও অনন্যকর্ম্মা হইয়া জাগরিত থাকেন। হে রাজন্! প্রথম যুদ্ধারম্ভকালে তোমার পক্ষে বহুসংখ্যক সৈন্য ও যোদ্ধা ছিল; কিন্তু পাণ্ডবদিগের তাদৃশ ছিল না। তথাপি পাণ্ডবগণ তোমার পক্ষ অসংখ্য বীরগণকে বিনষ্ট করিল। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দৈবই আমাদিগের পুরুষকার বিনষ্ট করিতেছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় রণস্থলে পাণ্ডবদিগের

সৈন্য সকল দৃষ্টিগোচর হইল। অনন্তর উভয়পক্ষে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে রাজন্! আপনার দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্তই এই মহান্ লোকক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে।

জয়দ্রথ বধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

ঘটোৎকচ বধ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! আপনার সেই বহুল গজ সমাকীর্ণ মহাসৈন্য পাণ্ডবসৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দিকে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইল। বীরগণ বীরগণের প্রতি ধাবমান হইয়া শর, শক্তি ও তোমর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করত কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রথিগণ রথিগণের সহিত সমাগত হইয়া শর-জাল বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরের কলেবর হইতে শোণিত ধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। মদমত্ত মাতঙ্গগণ ক্রোধভরে বিষাণ দ্বারা পরস্পরকে বিদারিত করিতে আরম্ভ করিল। অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত সমবেত হইয়া যশোলাভ বাসনায় প্রাস, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা অশ্ববারদিগকে বিদারিত করিতে লাগি-লেন। শত শত শস্ত্রধারী পদাতিগণও প্রযত্নসহকারে পরা-ক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। হে মহারাজ! পাঞ্চালগণ কৌরবগণের সহিত সমবেত

হইলে, তৎকালে কে পাঞ্চাল পক্ষীয়, কে কৌরব পক্ষীয় কিছুই বোধ হইল না। কেবল সেই সংগ্রাম প্রবৃত্ত বীর-গণের স্বমুখ নির্গত পরিচয় শ্রবণ করিয়াই আমরা তাহা-দিগের নাম, গোত্র ও বংশের বিষয় অবগত হইলাম। এই প্রকারে যোধগণ নির্ভীকের ন্যায় সংগ্রামস্থলে বিচরণ করত শর, শক্তি ও পরশ্বধাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিল।

হে রাজন্! দিবাকর অস্তমিত হইলেও সেই বীরগণের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শর সমূহ এত পরিমাণে নিপতিত হইতে লাগিল যে, সেই সন্ধ্যাকালেই দিক্ সমুদয় একবারে নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। মহারাজ! পাণ্ডব সৈন্যগণ সেই প্রকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজের বধজনিত দুঃখে দুঃখিত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথনির্ঘোষে মেদিনী কম্পিত ও দশ দিক্ নিনাদিত করিয়া শত্রু সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সৈন্য ক্ষয়কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে রাজন্! আপ-নার তনয় শরানলে শত্রুসৈন্য সন্তাপিত করিতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইতে লাগিল যেন, মধ্যাহ্নকালীন দিবা-কর প্রচণ্ড কিরণ দ্বারা জগৎসন্তাপিত করিতেছেন। তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ সংগ্রামস্থিত ভরতকুলতনয় দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা শত্রুজয়ে উৎ-সাহ শূন্য হইয়া সকলেই পলায়নের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র ধনুর্দ্ধরপ্রধান মহাত্মা কুরুরাজ কর্ত্তৃক পাঞ্চালগণ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে বধ্যমান হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। এবং পাণ্ডবগণের অপরা-পর সৈন্যগণও কুরুরাজশরে নিপীড়িত হইয়া বেগে নিপ-তিত হইতে লাগিল। তখন আপনার পুত্র সংগ্রামে যাদৃশ

কার্য্য সমাধান করিলেন, আপনার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই তাদৃশ কর্ম্মকরণে সক্ষম হইলেন না। যেরূপ মত্তহস্তী সরোবরস্থ প্রফুল্ল কমলদলকে প্রমথিত করে, তদ্রূপ আপনার পুত্র পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে প্রমথিত করিলেন। নলিনীদলবিরাজিত সরোবর যেরূপ বায়ু ও সূর্য্য প্রভাবে শুষ্কসলিল হইয়া শোভাশূন্য হয়, সেইরূপ পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণও আপনার পুত্রের তেজঃ প্রভাবে প্রভা বিহীন হইল।

হে রাজন্! ঐ সময় ভীমসেন প্রমুখ পাঞ্চালগণ পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুলকে তিন, সহদেবকে তিন, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীকে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সপ্ততি, যুধিষ্ঠিরকে সাত, সাত্যকিকে পাঁচ, দ্রৌপদেয়গণকে তিন তিন এবং কেকয় ও চেদিগণকে অসংখ্য নিশিত শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি ঘটোৎকচ ও অন্যান্য অসংখ্য যোধগণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং প্রজাসংহারক ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় উগ্রতর শরনিকরে হস্তী ও অশ্বগণের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ আপনার পুত্রের শরনিকরে বধ্যমান হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাহারা কেহই সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সদৃশ কুরুরাজকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া জয়াভিলাষে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবিত হইলেন। পরাক্রমশালী শত্রুনিপাতন রাজা যুধিষ্ঠির এবং দুর্য্যোধন উভয়েই রাজ্যার্থ সংগ্রামে সঙ্গত হইলেন। মহারথ রাজা দুর্য্যোধন রোষপরবশ হইয়া সন্নতপর্ব্ব দশ শরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ

করিয়া অপর এক শর দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তিন বাণে মহাত্মা ধর্ম্মরাজের প্রিয় সারথি ইন্দ্রসেনের ললাট বিদ্ধ করত তৎক্ষণাৎ অপর এক শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া চারিশরে তদীয় অশ্ব চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষপরবশ হইয়া সত্বরে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অতিবেগে দুর্য্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সূর্য্যকিরণ সদৃশ প্রখর এক অনিবার্য্য শর যোজনা করিয়া দুর্য্যোধনকে " রে দুর্য্যোধন! হত হইলি " এই বলিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন সেই আকর্ণ মুক্ত শরে গাঢ় বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রথনীড়ে নিপতিত হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর সেই সংগ্রামস্থলের চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রহৃষ্ট পাঞ্চালগণের "কুরুরাজ হত হইলেন, কুরুরাজ হত হইলেন " এইরূপ তুমুল ও ভীষণ শর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। তখন দ্রোণাচার্য্য সত্বর হইয়া সমরস্থলে উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধনও এক দৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে যুধিষ্ঠিরকে থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ জয়াভিলাষে সত্বর তাঁহার প্রত্যুদ্গত হইল। হে রাজন্! যেরূপ প্রবল বায়ু পাষাণবর্ষী উদ্ধত মেঘের বেগ ধারণ পূর্ব্বক উহা ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্য কুরুরাজের রক্ষার্থী হইয়া আপতিত পাঞ্চলগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সংগ্রামাভিলাষে মিলিত কৌরব ও পাণ্ডবগণের লোকক্ষয় কর, ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তখন মহাবল আচার্য্য কুপিত হইয়া আমার অবাধ্য পুত্র মন্দমতি দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত সমরস্থলে স্থিরভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহাকে কিরূপে নিবারিত করিল? আর যখন সেই মহাসংগ্রামে আচার্য্য বহুসংখ্যক শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন অস্মৎপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ চক্র ও কোন্ কোন্ বীর তাঁহার বাম চক্র রক্ষা করিল? কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষায় নিযুক্ত ছিল? এবং বিপক্ষীয় কোন্ কোন্ রথী তৎকালে তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিল? হে সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, ধনুর্দ্ধরপ্রধান অপরাজিত দ্রোণ যখন পাঞ্চাল সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন যেরূপ কোন মনুষ্য অকালে অত্যন্ত শীতে কম্পিত হয়, পাঞ্চালগণ দ্রোণাচার্য্যের ভয়ে সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকিবে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তৎকালে শত্রুগণ শিশিরকালীন গো সমূহের ন্যায় সাতিশয় কম্পিত হইয়াছিল। হায়! সেই সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে ধূমকেতুর ন্যায় রথবর্ত্মে যেন নৃত্য করত সমস্ত পাঞ্চালগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কি প্রকারে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! পৃথানন্দন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজের বধসাধন করিয়া সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মরাজের

সহিত সাক্ষাৎ করত সাত্যকি সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন যত্নসহকারে পৃথক্ পৃথক্ ব্যূহিত সৈন্য সমভিব্যাহারে আচার্য্যের সম্মুখীন হইলেন। মহারাজ! এইরূপে দ্রোণের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া সহদেবে, ধীমান্ নকুল, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, কেকয়, মৎস্য ও শাল্বেয়গণ সৈন্যগণের সহিত সকলেই ধাবমান হইল এবং পাঞ্চাল সৈন্য পরিরক্ষিত ধৃষ্টদ্যুম্নের পিতা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীতনয়গণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ ইহাঁরা সকলেই স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া দ্রোণের অভিমুখীন হইলেন। রণবিশারদ ছয় সহস্র পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবিত হইল। ইহা ভিন্ন মহারথ নরর্ষভগণও দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণের অভিমুখীন হইলেন। হে রাজন্! সেই বীরগণ যুদ্ধার্থ সমাগত হইতে আরম্ভ করিলে, লোকক্ষয়করী ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধিনী রজনী সমাগতা হইল। সেই রজনীতে অসংখ্য হস্তী ও যোধগণের প্রাণ নাশ হইয়াছিল।

হে রাজন্! ঐ রজনীতে শিবাগণ করাল বদন ব্যাদান করিয়া লোকের অন্তঃকরণে ভয়োৎপাদন করত ভীষণ রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ভীষণ উলূকগণ কৌরবসৈন্যগণকে ভীত করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। তৎকালে সৈন্যমধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ভেরী ও মৃদঙ্গের বিপুল শব্দ, করিকুলের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বগণের হ্রেষারব ও খুরশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর আচার্য্যের সহিত সৃঞ্জয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিঙ্মণ্ডল গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও সৈন্যগণের পাদোত্থিত রজোরাশি নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইলে, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গ-

গণের রুধিরপ্রবাহে ঐ ধূলিজাল তিরোহিত হইয়া গেল। নিশাকালে পর্ব্বতোপরি দহ্যমান বংশবনের ন্যায় নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকলের চটচটা শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। মৃদঙ্গ, আনক, বল্লরী ও পটহ শব্দ এবং অশ্বগণের চীৎকারে সমস্ত রণস্থল এককালেই সমাকুল হইয়া উঠিল। তখন আমরা মোহে একান্ত অভিভূত হইলাম ; কাহারই আত্মপর বিবেচনা রহিল না ; সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। অনন্তর ধূলিরাশি শোণিতপ্রবাহে উচ্ছিন্ন হইলে, সুবর্ণময় বর্ম্ম ও ভূষণ প্রভায় অন্ধকার নিরাকৃত হইল। তখন সেই শক্তি ধ্বজ সমাকুল, মণি ও সুবর্ণময় অলঙ্কারে পরিশোভিত ভারতীসেনা সকল নক্ষত্রগণ বিরাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ঐ সৈন্যমধ্যে গোমায়ু ও কাকগণ নিরন্তর কোলাহল, হস্তী সকল বৃংহিত ধ্বনি এবং সৈন্যগণ সিংহ-নাদ ও উৎক্রোশ শব্দ করিতে লাগিল।

অনন্তর সমরাঙ্গনে মহেন্দ্রের বজ্রনিনাদ সদৃশ লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া এককালে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। মহারাজ! সেই অন্ধকারকালে ঐ ভারতীসেনা অঙ্গদ, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রাদি দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া সাতিশয় শোভা ধারণ করিল। আর উহার মধ্যস্থিত জাম্বূনদবিভূষিত হস্তী ও রথ সকল বিদ্যুদ্দামজড়িত জলদ-পটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অসি, শক্তি, ঋষ্টি, গদা, শর, মুষল, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল নিরন্তর নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

মহারাজ! অনন্তর সেই সৈন্যমধ্যে দ্রোণ ও পাণ্ডবরূপ পর্জ্জন্যের উদয় হইল। দুর্য্যোধন উহার অগ্রবর্ত্তী বায়ু, রথ ও হস্তী সকল বলাকাশ্রেণী, বাদিত্রধ্বনি নির্ঘোষ, চাপ ও ধ্বজ

বিদ্যুৎ, খড়্গ, শক্তি ও গদা অশনি, শরবৃষ্টি বারিধারা এবং অস্ত্র সকল উহার পবন স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল।

যুদ্ধার্থী বীরগণ সেই বিস্ময়কর অতি ভীষণ ভারতীসেনা মধ্যে প্রবেশ করিল। মহারাজ! এই রূপে সেই প্রদোষ সময়ে শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন, ভীরুগণের ত্রাসজনক, কোলাহল সঙ্কুল ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ মিলিত হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ! তৎকালে যে যে বীর মহাত্মা দ্রোণের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে বিমুখীকৃত ও অনেককে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ একাকীই নারাচ দ্বারা সহস্র হস্তী, অযুত রথী, প্রযুত পদাতি ও অর্ব্বুদ অশ্ব বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা বিনষ্ট হইলে পর, মহাদুর্দ্ধর্ষ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তোমাদিগের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইল? অর্জ্জুন অপরাজিত মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে সন্দর্শন করিয়া কি বিবেচনা করিতে লাগিল এবং নির্ব্বোধ দুর্য্যোধনই বা তৎকালোচিত কি কার্য্য অবধারণ করিল? তৎকালে কোন্ কোন্ বীর আচার্য্যের অনুগামী হইল। আর কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহাকে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ও সম্মুখে

সংগ্রাম করিতে লাগিল? স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ আচার্য্যের শর নিকরে নিপীড়িত হইয়া শীতার্ত্ত কৃশ গো সমূহের ন্যায় বিকম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই শত্রু নিসূদন মহাবীর আচার্য্য পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কি প্রকারে বিনষ্ট হইলেন? হে সঞ্জয়! সেই যামিনীযোগে সমস্ত মহারথ ও সৈন্যগণ সকলে বিমর্দ্দিত হইতে আরম্ভ হইলে, তোমাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথায় অবস্থান করিলেন? তুমি বলিতেছ, আমার পক্ষীয় বীরগণ ও মহারথগণ বিনষ্ট, পরাজিত ও রথবিহীন হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন, পাণ্ডবদিগের শরে নিপীড়িত ও মোহাভিভূত হইয়া কিরূপ কর্ত্তব্যাবধারণ করিলেন? তুমি বলিতেছ, পাণ্ডবগণ বিজয়লাভে সাতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট এবং অস্মৎ পক্ষীয় বীরগণ অপ্রহৃষ্ট, ভীত ও বিমনায়মান হইয়াছে; কিন্তু সেই গাঢ় তমস্বিনীতে তুমি পাণ্ডব ও কৌরবগণের বিভিন্নতা কি প্রকারে পরিজ্ঞাত হইলে?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সেই যামিনীযোগে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, পাণ্ডবগণ সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ দ্রুতগামী শরজালে কেকয়গণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তৎকালে যে সমুদায় মহারথ তাঁহার অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যমরাজসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ শিবি ক্রোধভরে বলপ্রমাথী মহারথ আচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া লৌহময় দশ শরে বিদ্ধ করিলে, তিনি কঙ্কপত্র পরিশোভিত ত্রিংশৎ বাণে দ্রোণকে

প্রতিবিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর দ্রোণ সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া মহামতি শিবির অশ্ব ও সারথিকে সংহার পূর্ব্বক তাঁহার উষ্ণীষপরিমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন শীঘ্র আচার্য্যের নিকট অন্য এক সারথি প্রেরণ করিলেন। সারথি দুর্য্যোধনের অনুমতি ক্রমে আচার্য্যের অশ্ব সঞ্চালন করিতে প্রবত্ত হইলে, মহামতি দ্রোণাচার্য্য অরাতিগণের অভিমুখে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কলিঙ্গরাজতনয় পিতৃবধজনিত দুঃখে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কলিঙ্গদেশসম্ভূত সৈন্যগণের সহিত ভীমের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ পাঁচ এবং তৎপরে সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তাঁহার সারথি বিশোককে তিন শরে নিপীড়িত করিয়া এক শরে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ভীমসেন ক্রোধভরে স্বীয় রথ হইতে তাঁহার রথে গমন করিয়া মুষ্টিপ্রহারে তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেনের দারুণ মুষ্টি প্রহারে কলিঙ্গরাজকুমারের অস্থি সমস্ত চূর্ণ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নিপতিত হইল। মহাবীর কর্ণ এবং কলিঙ্গ-রাজকুমারের ভ্রাতা ধ্রুব ও জয়রাত প্রভৃতি মহাবীরগণ কলি-রাজ কুমারের সংহার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া আশীবি-ষোপম নারাচ দ্বারা বৃকোদরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সত্বরে ধ্রুবের রথে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে দেখিয়া মুষ্টি-প্রহারে তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী করিলেন। এইরূপে মহাবীর বৃকোদর ধ্রুবকে নিহত করিয়া জয়রাতের রথে আরোহণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কর্ণের

সমক্ষেই তাঁহাকে বামহস্তে আকর্ষণ পূর্ব্বক তলপ্রহারে সংহার করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ বৃকোদরের প্রতি হির-ণ্ময় শক্তি প্রয়োগ করিলেন। মহাবল প্রতাপশালী ভীমসেন হাস্যবদনে তৎক্ষণাৎ ঐ শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিই পরিত্যাগ করিলেন। সুবলনন্দন শকুনি সেই শক্তি কর্ণের প্রতি আগমন করিতে দেখিয়া শীঘ্র শাণিত শরে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন এইরূপে ঐ সমু-দয় মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন আপনার মহারথ পুত্রগণ বৃকোদরকে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় জিঘাংসাপরবশ হইয়া আগমন করিতে নিরীক্ষণ করত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবাহু ভীমসেন হাস্যবদনে শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক দুর্ম্মদের সারথি ও অশ্বদিগকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মদ সত্বরে দুষ্কর্ণের রথে সমারূঢ় হইলেন। তৎ-কালে ঐ ভ্রাতৃদ্বয় বরুণ ও সূর্য্য যেমন তারকাসুরের অভি-মুখীন হইয়াছিলেন, সেইরূপ বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া কর্ণ, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লিকের সমক্ষে পাদপ্রহারে ঐ বীরদ্বয়ের রথ ভূতলে পোথিত করিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে মুষ্টিপ্রহারে সংহার করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণমধ্যে হাহা-কারধ্বনি হইয়া উঠিল। রাজগণ বৃকোদরকে সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই ভীমসেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব; ইনি এক্ষণে ভীমরূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত

হইয়াছেন। হে রাজন্! মহীপালগণ এই রূপ বলিয়া মোহাভিভূতচিত্তে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কমললোচন ভীমপরাক্রম ভীমসেন এইরূপে সেই রাত্রিকালে কৌরবসৈন্যদিগকে বিনষ্ট করত নরপতিগণের প্রশংসাভাজন হইয়া যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ ও কেকয়গণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন এবং ভগবান্ শঙ্কর অন্ধকাসুরকে বিনাশ করিয়া আগমন করিলে, দেবগণ যেরূপ তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভীমসেনের সেইরূপ সৎকার করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর বরুণতনয় সদৃশ আপনার পুত্রগণ আচার্য্যের সহিত সমবেত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে রথ, পদাতি ও কুঞ্জরগণ সমভিব্যহারে সংগ্রাম করিবার মানসে বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময় সেই জলদ পটলসন্নিভ তিমিরাবৃত ভয়ঙ্কর নিশাকালে বৃক, বাক, ও গৃধ্রগণের আনন্দজনক ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

———০———

ষট্পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এদিকে মহারথ সোমদত্ত মহাবীর সাত্যকির হস্তে প্রায়োপবিষ্ট স্বীয় পুত্র ভূরিশ্রবাকে নিহত দর্শন করত সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া শিনিতনয় সাত্যকিকে কহিতে লাগিলেন, হে সাত্যকি! তুমি দেবনির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয়

ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিরত ও বিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ; তবে কি প্রকারে তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সংগ্রামবিমুখ, অস্ত্রশস্ত্রপরিত্যাগী ও অতি দীনভাবাপন্ন ভূরিশ্রবাকে প্রহার করিলে? বৃষ্ণিবংশসম্ভূত মহাবীর প্রদ্যুম্ন ও তুমি তোমরা উভয়ে মহারথ ও তেজস্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু তুমি কিরূপে সেই ধনঞ্জয়শরে ছিন্নহস্ত, প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইলে? যাহা হউক, এক্ষণে অবশ্যই তোমাকে সেই নিষ্ঠুরতাচরণের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। অদ্যই শর দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিব। রে বৃষ্ণিকুলাঙ্গার দুরাত্মন্! আমি স্বীয় পুত্রদ্বয়, যজ্ঞ ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিতেছি যে, যদি অর্জ্জুন তোমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে এই রাত্রিতেই তোমাকে এবং তোমার পুত্র ও অনুজগণকে সংহার করিব। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা বিফল হয়, তাহা হইলে আমি যেন ঘোরতর নরকে নিপতিত হই। মহাবীর সোমদত্ত এই কথা বলিয়া রোষভরে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর কমললোচন সাত্যকি ক্রোধভরে সোমদত্তকে কহিলেন, হে কৌরবেয়! তোমার কিম্বা অন্য কাহারও সহিত সংগ্রাম করিতে আমার কিছুমাত্র ভয় হয় না। তুমি সমুদয় সৈন্যগণে পরিরক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিলেও আমি কিছুমাত্র ব্যথিত হই না। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী, তুমি যুদ্ধের সময়ে অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি আমার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আইস, উভয়ে নির্দ্দয়ভাবে নিশিত শর প্রহারে প্রবৃত্ত হই। আমি তোমার মহাবল পুত্র ভূরিশ্রবারে নিধন এবং শল ও

বৃষসেনকে পরাভব করিয়াছি। তুমিও একজন মহাবল পরাক্রান্ত; অতএব ক্ষণকাল যুদ্ধস্থলে অবস্থান কর; আজি পুত্র ও বান্ধবদিগের সহিত তোমাকেও কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব। তুমি দান, দম, শৌচ, অহিংসা, হ্রী, ধৃতি ও ক্ষমা প্রভৃতি অবিনশ্বর গুণ সমূহে বিভূষিত মৃদঙ্গকেতু রাজা যুধিষ্ঠিরের তেজঃপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছ। এক্ষণে কর্ণ ও সৌবলের সহিত তোমাকে নিশ্চয়ই যম-রাজের রাজধানীতে গমন করিতে হইবে। যদি তুমি সং-গ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন কর, তাহা হইলে পরি-ত্রাণ লাভে সমর্থ হইবে, নচেৎ আমি বাসুদেবের চরণ ও ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, অদ্য তোমা-কে পুত্রের সহিত সংহার করিব। হে রাজন্! সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বীরদ্বয় পরস্পর এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন অযুত গজ ও অশ্ব এবং সহস্র রথ লইয়া সোমদত্তকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অব-স্থান করিতে লাগিলেন। আপনার শ্যালক যুবা শকুনিও ইন্দ্র সদৃশ মহাবলশালী ভ্রাতৃগণ, পুত্র পৌত্রগণ ও এক লক্ষ অশ্বে পরিবৃত হইয়া মহাবীর সোমদত্তের চতু-র্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। এই রূপে মহাবীর সোমদত্ত সেই বীরগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সাত্যকিকে সন্নতপর্ব্ব শর নিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পরস্পর প্রহরণ-শীল সৈন্যগণমধ্যে মারুতাহত সাগর নিস্বন সদৃশ মহাকোলা-হল সমুত্থিত হইতে লাগিল। মহাবল সোমদত্ত সাত্য-

কির প্রতি নয় শর পরিত্যাগ করিলে, মহাবীর সাত্যকিও তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির শরপ্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ ও সংজ্ঞাবিহীন হইয়া রথোপরি বিমোহিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে বিচেতন নিরীক্ষণ করিয়া রথ লইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য সোমদত্তকে সাত্যকির শরপ্রহারে মোহাভিভূত দেখিয়া যুযুধানের সংহারার্থ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ আচার্য্যকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া সাত্যকিকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন।

হে রাজন্! পূর্ব্বকালে দেবগণের সহিত ত্রৈলোক্যবিজয়াভিলাষী বলিরাজার যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, ঐ সময় পাণ্ডবদিগের সহিত আচার্য্যের সেইরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অমিত তেজা দ্রোণ শরনিকরে পাণ্ডবসৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন ও যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সাত্যকিকে দশ, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি, ভীমসেনকে নয়, নকুলকে পাঁচ, সহদেবকে আট, শিখণ্ডীকে শত, মৎস্যরাজ বিরাটকে আট, দ্রুপদকে দশ, দ্রৌপদীর তনয়গণকে পাঁচ পাঁচ, যুধামন্যুকে তিন, উত্তমৌজাকে ছয়, এবং অন্যান্য সেনাপতিদিগকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করত যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই রূপে পাণ্ডবসৈন্যগণ আচার্য্যের শরজালে বিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কাকুলিত চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় স্বীয় সৈন্যদিগকে আচার্য্যশরে ছিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধ চিত্তে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ তদ্দর্শনে

পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইল। তৎপরে পাণ্ডবদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। হুতাশন যেরূপ তূলরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্রগণে সমবেত হইয়া শরানলে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তুল্য, প্রোদ্দীপিত অনল সদৃশ মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করত প্রদীপ্ত শরজালে অরাতিসৈন্যদিগকে অনবরত নিপীড়িত করিতে দেখিয়া কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় যে সমস্ত লোক আচার্য্যের অভিমুখে নিপতিত হইল, তাহারা তন্নির্ম্মুক্ত শরনিকরে তৎক্ষণাৎ সকলেই ছিন্নশিরা হইয়া ভূতলশায়ী হইল। মহারাজ! পাণ্ডবসৈন্যগণ এইরূপে আচার্য্যের শরে সমাহত ও সাতিশয় ভীত হইয়া অর্জ্জুনের সমক্ষেই পুনর্ব্বার পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি এক্ষণে দ্রোণের রথাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। কেশব ধনঞ্জয়ের বাক্যানুসারে রজত, গোক্ষীর, কুন্দ ও সুধাংশু সদৃশ ধবল বর্ণ অশ্বগণকে আচার্য্যের রথাভিমুখে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন বৃকোদর ধনঞ্জয়কে দ্রোণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন, হে বিশোক! তুমি এক্ষণে আমাকে আচার্য্যের সৈন্য মধ্যে লইয়াচল। বিশোক তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র ধনঞ্জয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বগণকে সঞ্চালন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য, চেদি, কারুষ,কোশল ও কৈকেয়গণ ঐ ভ্রাতৃদ্বয়কে পরম যত্ন সহকারে আচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন।

হে রাজন্! তখন অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত

হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় দক্ষিণ পার্শ্বে ও বৃকোদর উত্তর পার্শ্বে অবস্থান করিয়া রথিগণের সহিত আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি সংগ্রাম করিবার বাসনায় কৌরবসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রচণ্ড মারুতাঘাতে মহার্ণবের যেরূপ ঘোরতর শব্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত সৈন্যগণের ভয়ঙ্কর কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। তৎকালে মহাবল প্রতাপশালী অশ্বত্থামা সাত্যকিকে অবলোকন করিয়া ভূরিশ্রবার নিধনজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে ভীমতনয় মহাবীর ঘটোৎকচ লৌহনির্ম্মিত, ঋক্ষচর্ম্ম সমাচ্ছন্ন, ত্রিংশৎ নল্ব বিস্তীর্ণ, যন্ত্র সন্নাহযুক্ত, অষ্টচক্র সমন্বিত, মেঘগম্ভীর নিস্বন, অন্ত্রমালা সমলঙ্কৃত, শোণিতার্দ্র ধ্বজ পট পরিশোভিত বিপুল ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শূল, মুদ্গর, শেল ও বৃক্ষধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী সেনাগণ সমভিব্যাহারে অশ্বত্থামার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তাঁহার রথে তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণ সংযোজিত ছিলনা; মাতঙ্গাকার পিশাচগণ উহা আকর্ষণ করিতে ছিল। প্রকাণ্ড এক গৃধ্র উহার সমুচ্ছিত ধ্বজদণ্ডে উপবেশন পূর্ব্বক পক্ষ ও চরণ বিস্তার্ণ করিয়া বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতেছিল। নরপতিবর্গ তাঁহাকে যুগান্তকালীন দণ্ডহস্ত অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই ব্যথিত হইলেন। আপনার পুত্রের সৈন্যগণও সেই গিরিশৃঙ্গনিভ ভীম মূর্ত্তি, ভয়াবহ, দংষ্ট্রাকরাল, বিকট বদন, শঙ্কুকর্ণ, ঊর্দ্ধবক্ত্র, বিরূপাক্ষ, ঊর্দ্ধকেশ, সন্নতোদর, কিরীটালঙ্কৃত মস্তক, সুগভীর গর্ত্তের ন্যায় গলদ্বার সমন্বিত, সর্ব্বপ্রাণীর ত্রাসজনক, বিপক্ষ বিক্ষোভকারী, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে প্রজ্বলিত অনল ও বিবৃতাস্য অন্তকের ন্যায় রোষভরে আগমন করিতে দেখিয়া

সাতিশয় ভীত এবং বায়ুবিক্ষোভিতা আবর্ত্ত ও তরঙ্গ মালা সমাকুলা ভাগিরথীর ন্যায় বিচলিত হইলেন। অধিক কি, তৎকালে ঘটোৎকচের সিংহনাদে করিকুলও ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল রাক্ষসগণ রাত্রিকালপ্রভাবে অধিকতর বলশালী হইয়া সেই রণস্থলের চতুর্দ্দিক্ হইতে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভুষণ্ডী, শক্তি, প্রাস, তোমর, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল চতুর্দ্দিকে নিরন্তর নিপতিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই ভীষণ নিষ্ঠুরতর সংগ্রাম দর্শনে সমস্ত নরপতি এবং আপনার পুত্রগণ ও কর্ণ ইহাঁরা সাতিশয় ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে কেবল অস্ত্রবল দীক্ষিত একমাত্র অশ্বত্থামা অক্ষুব্ধ চিত্তে তথায় অবস্থান পূর্ব্বক সেই ঘটোৎকচ বিস্তৃত মায়াজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে অমর্ষপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি ঘোরতর শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। ভুজঙ্গগণ যেরূপ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত শর সকল অশ্বত্থামার শরীর ভেদ করিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। তখন মহাপ্রতাপশালী লঘুহস্ত অশ্বত্থামা রোষপরবশ হইয় ভীমতনয়কে দশশরে বিদ্ধ করিলেন। ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার শরে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার নিধন বাসনায় তাঁহার প্রতি এক তরুণাদিত্য সন্নিভ, মণিহীরক বিভূষিত, লক্ষ অর-সংযুক্ত, ক্ষুর ধার চক্র নিক্ষেপ করিল। সেই ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত চক্র মহাবেগে অশ্বত্থামার সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি বহুশরে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে সেই চক্র ভাগ্য বিহীন ব্যক্তির বাসনার ন্যায় বিফল হইলে,

মহাবীর ভীমতনয় রাহু যেরূপ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ দ্রোণ তনয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

তখন ভিন্নাঞ্জন সন্নিভ শরীর ঘটোৎকচতনয় অঞ্জনপর্ব্বা অশ্বত্থামাকে আগমন করিতে দেখিয়া সুমেরু যেরূপ সমীরণের গতি অবরোধ করে, সেই রূপ তাঁহার গতিরোধপূর্ব্বক মেঘের সুমেরু পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণের ন্যায় তাঁহার প্রতি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রুদ্র, উপেন্দ্র ও পুরন্দর সদৃশ পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া এক শরে অঞ্জন পর্ব্বার ধ্বজ, তিন শরে ত্রিবেণুক, এক শরে ধনু, চারি শরে চারি অশ্ব এবং দুই শরে সারথিদ্বয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঞ্জনপর্ব্বা এই প্রকারে বিরথ হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি খড়্গপ্রহারে উদ্যত হইল। দ্রোণতনয় তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণশর দ্বারা তাহার হস্ত হইতে সেই স্বর্ণবিন্দু খচিত অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিলেন। তখন ঘটোৎকচ তনয় ক্রোধভরে গদা বিঘূর্ণিত করিয়া অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর দ্রোণাত্মজ তাহাও শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অঞ্জনপর্ব্বা সহসা আকাশপথে সমুত্থিত হইয়া কালমেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত বৃক্ষবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে দ্রোণতনয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেরূপ স্বীয় রশ্মিজাল দ্বারা মেঘমণ্ডল ভেদ করেন, সেইরূপ শরজাল দ্বারা অঞ্জনপর্ব্বার কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ঘটোৎকচতনয় অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সুবর্ণ মণ্ডিত রথে অবস্থিতি করত পৃথিবীস্থিত অত্যুচ্চ অঞ্জন পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সক্রোধচিত্তে শূলপাণি যেরূপ অন্ধকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ

লৌহবর্ম্মধারী ভীমপৌত্র অঞ্জনপর্ব্বারে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন।

হে রাজন্! মহাবীর ঘটোৎকচ স্বীয় তনয়কে এইরূপে নিহত দর্শন করিয়া কোপোজ্বলিত চিত্তে দবদহন প্রবৃত্ত দাবানলের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্য বিনাশকারী মহাবীর অশ্বত্থামার সমীপে আগমন পূর্ব্বক নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন; হে দ্রোণতনয়! তুমি কিঞ্চিৎকাল ঐ স্থানে অবস্থিতি কর। তুমি কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। কার্ত্তিকেয় যেরূপ ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অদ্য আমি তোমাকে বিদীর্ণ করিব। অশ্বত্থামা ঘটোৎকচের এই বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে কহিলেন, হে বৎস! তুমি এক্ষণে, প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; পুত্রের সহিত যুদ্ধ করা পিতার কর্ত্তব্য নহে। হে হিড়িম্বাতনয়! তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই; কিন্তু মনুষ্য ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মবিনাশেও বিমুখ হয় না। এই জন্যই তোমারে এখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছি।

তখন পুত্রশোকসন্তপ্ত মহাবীর ঘটোৎকচ ক্রোধভরে অশ্বত্থামাকে কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! আমি নীচ ব্যক্তির ন্যায় সমর কাতর নহি। তবে তুমি কি নিমিত্ত অনর্থ বাক্য দ্বারা আমাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছ। আমি এই বিস্তীর্ণ কৌরবকুলে মহাবীর ভীমসেনের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছি; আমি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ পাণ্ডবগণের পুত্র, রাক্ষসগণের অধিরাজ ও দশাননের ন্যায় মহাপরাক্রান্ত; হে দ্রোণতনয়! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। জীবন সত্বে কদাচ অন্যত্র গমনে সমর্থ হইবেনা। অদ্য আমি তোমার যুদ্ধাভিলাষ অপনীত করিব। মহাবীর ঘটোৎকচ

এই বলিয়া মাতঙ্গের অভিমুখীন কেশরীর ন্যায় ক্রোধভরে অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং মেঘ যেরূপ বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ অশ্বত্থামার প্রতি রথাক্ষ সদৃশ আয়ত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা হিড়িম্বাতনয়নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত শর উপস্থিত হইতে না হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, অকাশমণ্ডলে শরজালের একটি স্বতন্ত্র সংগ্রাম হইতেছে। অস্ত্র সমুদায়ের পরস্পর সংঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ সমুদায় সমুৎপন্ন হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডল খদ্যোতপুঞ্জে সুশোভিত হইয়াছে।

এই প্রকারে দ্রোণাচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক ঘটোৎকচের অস্ত্রমায়া তিরোহিত হইলে, ভীমসেনপুত্র প্রচ্ছন্নভাবে পুনরায় মায়াজাল বিস্তার করিবার অভিলাষে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গশালী, পাদপকুল সমাচ্ছন্ন, শূল, প্রাস, অসি ও মুষল রূপ প্রস্রবণ যুক্ত পর্ব্বতের আকার ধারণ করিলেন। মহাবাহু অশ্বত্থামা সেই অঞ্জনরাশি সদৃশ অচল ও তাহা হইতে অনবরত নিপতিত অস্ত্রজাল অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি সহাস্য বদনে বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই অচলরাজকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ঘটোৎকচ ইন্দ্রায়ুধবিভূষিত নীল জলধর রূপ ধারণ করিয়া পাষাণ বর্ষণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক সেই সমুদিত নীল মেঘ অপসারিত করিয়া শর সমূহ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করত লক্ষ লক্ষ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন।

তৎপরে মহাবীর ঘটোৎকচ সিংহ শার্দ্দূল সদৃশ মত্ত দ্বিরদ বিক্রম, বিকটানন, বিকৃত মস্তক, বিকৃত গ্রীব, নানাশস্ত্রধারী, কবচ পরিশোভিত, ভীষণাকার সম্পন্ন, ক্রোধবিঘূর্ণিত লোচন,

দেবরাজ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত, যুদ্ধদুর্ম্মদ, রথারোহী, গজারোহী ও অশ্বারোহী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পুনরায় অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! আপনার তনয় দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে বিষণ্ণ অবলোকন করত তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও পুরন্দর সদৃশ বিক্রম ভূপালগণের সহিত এই স্থানেই অবস্থিতি কর। আমি সত্য পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার শত্রুগণকে সংহার করিব। তুমি কদাচ পরাজিত হইবে না। এক্ষণে প্রযত্ন সহকারে স্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বাসিত কর। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে আচার্য্যতনয়! তোমার মনে এরূপ উদার ভাব ও আমাদের প্রতি এরূপ গাঢ়ভক্তি হওয়া অসম্ভাবিত নহে। রাজা দুর্য্যোধন অশ্বত্থামারে এই কথা বলিয়া শকুনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুবলতনয়! মহাবীর পার্থ লক্ষ রথিগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে; তুমি ষষ্টি সহস্র রথীর সহিত তাহার অভিমুখে গমন কর। কর্ণ, বৃষসেন, কৃপ, নীল, কৃতবর্ম্মা, দুঃশাসন, নিকুম্ভ, কুণ্ডভেদী, পুরুদ্রুম, পুরঞ্জয়, দৃঢ়রথ, পতাকী, হেমপুঞ্জক, শল্য, আরুণি, ইন্দ্রসেন, সঞ্জয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পরক্রাথী, জয়ধর্ম্মা ও সুদর্শন এবং পুরুমিত্রের পুত্র সমুদায়, উদীচ্যগণ ও ছয় অযুত পদাতি তোমার অনুগামী হইবেন। হে মাতুল! পুরন্দর যেরূপ অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি ভীম, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর। এক্ষণে তোমার প্রতিই আমার জয়লাভ নির্ভর করিতেছে; অতএব কার্ত্তিকেয় যেরূপ দানবগণকে দলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি অশ্বত্থামার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ পাণ্ডবগণকে সংহার কর।

হে রাজন্! শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার তনয়গণের সন্তোষ ও পাণ্ডবগণের বিনাশসাধনার্থ ধাবমান হইলেন। তখন ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া বিষাগ্নি তুল্য দশ শর পরিত্যাগ করত দ্রোণতনয়ের বক্ষঃস্থলে আহত করিলেন। অশ্বত্থামা ভীমতনয়ের প্রহারে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া পবনবিকম্পিত দ্রুমের ন্যায় রথমধ্যে বিচলিত হইলেন। তখন ভীমসুত পুনরায় অঞ্জলিক শর পরিত্যাগ করত অশ্বত্থামার হস্তস্থিত সুপ্রভান্বিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণতনয় তৎক্ষণাৎ অন্য সুদৃঢ় চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক জলধরের জলধারা বর্ষণের ন্যায় রাক্ষসগণের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ অরাতিনিপাতন শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিশালবক্ষা রাক্ষসগণ দ্রোণতনয়ের শরে নিপীড়িত হইয়া সিংহপরিমর্দ্দিত প্রমত্ত মাতঙ্গযূথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেমন প্রলয়কালে ভগবান্ হব্যবাহন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাবল অশ্বত্থামা হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব ভগবান্ শূলপাণি আকাশপথে ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিয়া যেরূপ শোভমান হইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণাচার্য্যতনয় সেই রাক্ষসসেনা দগ্ধ করিয়া সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।

তখন রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার বিনাশার্থ ভীমকর্ম্মকারী রাক্ষস সৈন্যদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! দশনসমুজ্জ্বল বক্ত্র, দীর্ঘজিহ্ব, ভীষণ মূর্ত্তি রাক্ষসগণ ঘটোৎকচের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র ক্রোধে অরুণনেত্র ও ব্যাদিতাস্য হইয়া সিংহনাদ

পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসুন্ধরা নিনাদিত করত দ্রোণপুত্রের বিনাশার্থ ধাবমান হইল এবং তাঁহার মস্তকে শক্তি, শতঘ্নী, পরিঘ, অশনি, শূল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, ভিন্দিপাল, মূষল, পরশ্বধ, প্রাস, তোমর, কুণপ, শিতধার কম্পন, হুল, ভুষুণ্ডী, অশ্বগুড়, লৌহময় স্থূণা ও শত্রুদেহবিদারক অতি ভীষণ মুদ্গর প্রভৃতি বহুবিধ শত সহস্র অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোধগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ব্যথিত হইল। কিন্তু মহাবীর অশ্বত্থামা অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সুশাণিত বজ্রকল্প শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র নিরাকৃত করিয়া সত্বরে দিব্য মন্ত্রপূত সুবর্ণপুঙ্খ শর সমূহ দ্বারা নিশাচরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিশালবক্ষা রাক্ষসগণ তাঁহার শরনিকরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া সিংহসমাক্রান্ত মত্ত মাতঙ্গকুলের ন্যায় আকুলিত হইল এবং ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহাস্ত্রবেত্তা দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা অতি দুষ্কর আশ্চর্য্য পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক একাকীই মুহূর্ত্তকালমধ্যে ঘটোৎকচের সাক্ষাতে প্রদীপ্ত শরানলে সেই রাক্ষসী সেনা দগ্ধ করত সর্ব্বভূতসংহারক যুগান্তকালীন সম্বর্ত্তক হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ব্যতীত পাণ্ডবপক্ষীয় নরপতিগণমধ্যে আর কোন মহাবীরই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ ক্রোধে নয়নদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া করতালি প্রদান ও অধর দংশন করত স্বীয় সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! তুমি শীঘ্র অশ্বত্থামার নিকট রথ সঞ্চালন কর। সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র জয়পতাকাযুক্ত রথ দ্রোণপুত্রের নিকট আনয়ন করিল। শত্রুবিঘাতী ভীমপরাক্রম

ভীমনন্দন পুনরায় সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণাত্মজের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্ট ঘণ্টাসমন্বিত, দেবনির্ম্মিত এক ঘোরতর অশনি উদ্ভ্রামিত করত তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণতনয় স্বীয় শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত সেই অশনি গ্রহণ করিয়া ঘটোৎকচের প্রতিই নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাপ্রতাপান্বিত ভীষণ অশনি ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সমবেত রথকে ভস্মীভূত করিয়া পৃথিবী বিদারণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে সকলেই দ্রোণাত্মজের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ ভীষণ শরাসন গ্রহণ করত পুনরায় অশ্বত্থামার প্রতি শাণিত সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও নির্ভয় চিত্তে আচার্য্য তনয়ের বক্ষঃস্থলে আশীবিষ সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাদের উভয়ের প্রতি অসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও অনল সদৃশ শরনিকরে তাঁহার নারাচ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে রাজন্! এই প্রকারে যোধগণের ও মহাবীর অশ্বত্থামার আহ্লাদজনক অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তখন মহাবল ভীমসেন সহস্র রথ, তিন শত হস্তী ও ছয় সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ঘটোৎকচ ও অনুজসহায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তিনি এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, পৃথিবী মধ্যে আর কোন ব্যক্তিই সেরূপ পরাক্রম প্রদর্শনে সমর্থ নহে।

তিনি নিমেষমাত্রে মহাবীর ভীমসেন, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠির, বিজয় ও কেশবের সমক্ষে-সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথ সমবেত এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা সংহার করিলেন। মাতঙ্গগণ অশ্বত্থামার নারাচ নিকরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবিহীন অচল সমুদায়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। নিকৃত্ত করিশুণ্ড সকল রণক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ভীষণ সর্পকুল চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। হেমময় দণ্ড ও শ্বেতছত্র সকল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডল যুগান্তকালে চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন দ্রোণতনয়ের শরনিকর প্রভাবে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে এক তরঙ্গসঙ্কুল, ভীরুগণের মোহজনক শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজ সকল উহার মণ্ডূক, ভেরী সমুদয় কচ্ছপ, শ্বেতছত্র সকল হংসরাজি, চামর সকল ফেন কঙ্ক ও গৃধ্র সমুদয় মহানক্র, আয়ুধ সকল মৎস্য, হস্তী সমুদয় পাষাণ, অশ্বগণ মকর, রথ সকল তীরভূমি, পতাকা সমূহ তীরস্থিত মনোহর বৃক্ষ; প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি সকল ডুণ্ডুভ, মজ্জা ও মাংস পঙ্ক, কবন্ধ সমুদয় ভেলক, কেশকলাপ শৈবাল এবং যোধগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দ স্বরূপে শোভমান হইতে লাগিল।

মহাবীর অশ্বত্থামা এই প্রকারে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া শরসমূহ দ্বারা ঘটোৎকচকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার ক্রোধভরে দ্রুপদ ও পাণ্ডবগণকে শরনিকরে বিদ্ধ করত দ্রুপদতনয় সুরথকে সংহার করিয়া সুরথের অনুজ শত্রুঞ্জয়, বলানীক, জয়ানীক ও জয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা পৃষধ্র ও চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া দশ-

নারাচে কুন্তিভোজের দশপুত্রকে ও সুতীক্ষ্ণ তিন শরে শ্রুতায়ুধকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। পরে সেই মহাবীর ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর পরিত্যক্ত হইবা মাত্র ঘটোৎকচের হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক ভূগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচকে নিহত ও নিপতিত বোধ করিয়া অশ্বত্থামার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবসৈন্যগণও সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল। এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা বিপক্ষগণকে পরাজয় করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে রণভূমি শরসমূহে ভিন্নকলেবর, নিহত এবং নিপতিত গিরিশৃঙ্গ সদৃশ রাক্ষসগণে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে নিতান্ত দুর্গম ও ভীষণ হইয়া উঠিল। হে রাজন্! তখন আপনার তনয়গণ, অন্যান্য বীরগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ, সুপর্ণ, পিতৃলোক, পক্ষী, ভূত, অপ্সরা ও দেবগণ অশ্বত্থামার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সপ্ত পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুযুধান এই কএক জন বীর দ্রৌপদেয়গণ, কুন্তিভোজতনয়গণ ও সহস্র সহস্র রাক্ষসগণকে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিহত অবলোকন করিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে সমরে মনোনিবেশ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে অতীব ভয়াবহ লোমহর্ষণ সংগ্রাম

আরম্ভ হইল। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকিকে পুনরায় সমরোদ্যত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থ দশ শরে সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সোমদত্তও শত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবলশালী সাত্যকি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রশোকসন্তপ্ত, স্থবিরোচিত গুণগ্রাম সমলঙ্কৃত, যযাতিরাজ তুল্য বৃদ্ধ সোমদত্তকে প্রথমতঃ ইন্দ্রাশনি সদৃশ দশ শর ও ভীষণ শক্তি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি সাত শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থ সোমদত্তের মস্তকে এক দৃঢ় পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময় মহাবীর সাত্যকিও ক্রোধভরে সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে অগ্নিকল্প সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ পরিঘ ও শর যুগপৎ সোমদত্তের দেহে নিপতিত হইলে, তিনি সংজ্ঞা বিহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর বাহ্লীক নিজ পুত্রের তদবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া বারিধারা বর্ষী বারিদের ন্যায় নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে করিতে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তথায় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থে নয় শরে বাহ্লীককে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে বাহ্লীক সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত অশনির ন্যায় ভীমের বক্ষঃস্থলে এক ভীষণ শক্তি প্রহার করিলেন। মহাবীর ভীম সেই বাহ্লীকনির্ম্মুক্ত শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া বিকম্পিত ও বিমোহিত হইলেন এবং নিমেষমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বাহ্লীকের প্রতি এক মহতী গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমনির্ম্মুক্ত ভীষণ গদা প্রতীপপুত্র বাহ্লীকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন তিনি বজ্রাহত দ্রুমের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

মহারাজ! সেই সময় দশরথ পুত্র সদৃশ আপনার পুত্র নাগদত্ত, দৃঢ়রথ, বীরবাহু, অয়োভুজ, দৃঢ়, সুহস্ত, বিজয়, প্রমাথ ও উগ্রযায়ী এই নয় মহাবীর বাহ্লীককে নিহত দেখিয়া ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবাহু ভীম তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য সাধনক্ষম শরনিকর নিক্ষেপ করত প্রত্যেকের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ভীমনিক্ষিপ্ত শরসমূহে বিদ্ধ হইয়া তরুরাজি যেরূপ প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা ভগ্ন হইয়া শৈলশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ বিগতপ্রাণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন এই রূপে নয় শর দ্বারা সেই নয়বীরকে সংহার করিয়া কর্ণের প্রিয়পুত্র বৃষসেনের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা বৃকরথ তাঁহাকে শর সমূহে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিনাশ পূর্ব্বক আপনার সাত জন শ্যালককে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিয়া শরদ্বারা শতচন্দ্রকে সংহার করিলেন। মহাবীর গবাক্ষ, শরভ ও বিভু ইহাঁরা শকুনির ভ্রাতা শতচন্দ্রের নিধন দর্শনে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া ভীমের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপর সুশাণিত শর নিকর প্রহার করিতে লাগিলেন। ভীম পরাক্রম ভীম সেই বারিধারা সদৃশ শর ধারা দ্বারা সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া পাঁচ শরে অমিত বলশালী পাঁচ ভূপালকে সংহার করিলেন। অন্যান্য নরপতিগণ তাঁহাদিগের নিধন দর্শনে যারপর নাই বিকম্পিত হইতে লাগিলেন।

হে রাজন্! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রোণাচার্য্য ও কৌরবগণের সাক্ষাতেই আপনার পক্ষীয় অম্বষ্ঠ, মালব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, অভীষাহ, শূরসেন, বাহ্লীক, বসাতি, যৌধেয় ও মদ্রকগণকে অসংখ্য শর সমূহ দ্বারা বিনাশ করিলেন। তাঁহাদিগের রুধির ও মাংসে পৃথিবী কর্দ্দম-

ময় হইল। মহারাজ! সেই সময় যুধিষ্ঠিরের রথাভিমুখে কেবল বধ কর, আনয়ন কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর, ছেদন কর, এই রূপ তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। তখন মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কৌরব সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে তাঁহাকে শর নিকরে সমাকীর্ণ করিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় অস্ত্র দ্বারা ঐ অস্ত্র অবিলম্বে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! এই রূপে ঐ বায়ব্যাস্ত্র প্রতিহত হইলে, ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিধন বাসনায় বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র ও সাবিত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নির্ভীক চিত্তে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই কুম্ভোৎপন্ন দ্রোণ নির্ম্মুক্ত অস্ত্র সকল অনায়াসে নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনহিতৈষী দ্রোণাচার্য্য ধর্ম্মরাজের বিনাশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল বাসনায় প্রাজাপত্য ও ঐন্দ্র অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। মাতঙ্গ ও সিংহ খেলগামী, বিশালবক্ষা, পৃথু লোহিতাক্ষ, অমিততেজা, কুরুপতি যুধিষ্ঠিরও মাহেন্দ্রাস্ত্র আবিষ্কৃত করত দ্রোণাস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! এই রূপে অস্ত্র সকল বারম্বার ব্যর্থ হইলে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া যুধিষ্ঠিরের বিনাশার্থ ব্রহ্মাস্ত্র সমুদ্যত করিলেন। মহারাজ! ঐ ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে রণস্থল গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তৎকালে আমরা আর কিছুমাত্র বোধ করিতে সমর্থ হইলাম না। যোধগণ সাতিশয় সন্ত্রাসিত হইল। সেই সময় কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সেই দ্রোণ নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার প্রধান প্রধান সৈনি-

রুগণ সকলেই রণবিশারদ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও যুধিষ্ঠিরকে বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সক্রোধ লোচনে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা দ্রুপদ সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পঞ্চালগণ দ্রোণশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া মহাত্মা ধনঞ্জয় ও ভীমসেনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন ধনঞ্জয় ও ভীমসেন সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অসংখ্য রথদ্বারা বিপক্ষ সৈন্যগণের অভিমুখীন হইলেন। অর্জ্জুন দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ও ভীমসেন উত্তর পার্শ্বস্থ সৈন্যগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক শরসমূহ বর্ষণ দ্বারা আচার্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাতেজা মৎস্য, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ সাত্ত্বতগণের সহিত অর্জ্জুন ও ভীমসেনের অনুগামী হইল। হে রাজন্! এই প্রকারে সেই অন্ধকারাবৃত নিদ্রাক্রান্ত কৌরব সৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও আপনার তনয় দুর্য্যোধন কোন রূপেই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

অষ্ট পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যগণকে সাতিশয় উদীর্য্যমান দর্শন ও তাহাদের পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল! এক্ষণে মিত্রের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি আমাদিগের পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধৃবর্গকে পরিত্রাণ কর। উহারা নিশ্বসন্ত ভুজঙ্গম সদৃশ মহারথ পাঞ্চাল,

কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রসম পরাক্রম, জয়শালী, মহাবল পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ পরমানন্দে সিংহনাদ করিতেছে।

মহাবীর কর্ণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে মহারাজ! অদ্য যদি দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং অর্জ্জুনের রক্ষার্থ সমাগত হন, তাহা হইলে, আমি তাঁহাকেও পরাজয় করিয়া ধনঞ্জয়কে সংহার করিব। তুমি আশ্বস্ত হও। আমি সত্যপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজি তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমাগত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিয়া যেরূপ অনলসম্ভূত কার্ত্তিকেয় ইন্দ্রকে বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমাকে জয় প্রদান করিব। হে মানদ! দেখুন, পৃথাপুত্রগণের মধ্যে অর্জ্জুনই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; অতএব সেই বাসবদত্ত অমোঘ শক্তি তাঁহার প্রতিই নিক্ষেপ করিব। কেন না, মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন নিহত হইলেই তাহার ভ্রাতৃগণ হয় তোমার বশীভূত হইবে, না হয় পুনরায় অরণ্যে গমন করিবে। হে মহারাজ! আমি জীবিত থাকিতে, আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আমি আজি নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত পাঞ্চাল, কেকয় ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে সমরে পরাজয় পূর্ব্বক শর নিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমাকে এই পৃথিবী প্রদান করিব।

হে রাজন্! মহাবীর কর্ণ এইরূপ কহিলে, মহাবাহু কৃপাচার্য্য গর্ব্বিতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! যদি তোমার বাক্যমাত্রেই কার্য্য সিদ্ধি হইত, তাহা হইলে, তুমি থাকাতেই কুরুপতি সহায়সম্পন্ন হইতেন, সন্দেহ নাই; তুমি নিয়তই কুরুরাজ সমীপে এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাক; কিন্তু কখনই তোমার তাদৃশ পরাক্রম বা তদনুযায়ী ফল দৃষ্ট হয় নাই। হে কর্ণ! তুমি

রণস্থলে অনেকবার ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; কিন্তু কখনই জয়লাভ করিতে সমর্থ হও নাই। যখন ধৃতরাষ্ট্রতনয় গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন, তখন সমস্ত সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কেবল তুমিই সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। বিরাটনগরে সংগ্রামকালে, সমস্ত কৌরবগণ পরাজিত হইলে, তুমিও ভ্রাতৃগণের সহিত ধনঞ্জয়ের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে, হে সূতপুত্র! তুমি যখন একমাত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, তখন কি রূপে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে উদ্যত হইতেছ? হে কর্ণ! আত্মশ্লাঘা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বীরপুরুষের কর্ত্তব্য; অতএব তুমি স্থিরভাবে সমরে সমুদ্যত হও। তুমি শারদীয় মেঘের ন্যায় বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আপনার অকৃতার্থতা প্রদর্শন করিতেছ। কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। হে রাধানন্দন! তুমি যাবৎ অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিতেছ, তাবৎ তর্জ্জন গর্জ্জন কর। অর্জ্জুনকে নিকটবর্ত্তী দেখিলে, তোমার এরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন দুর্লভ হইবে। যতক্ষণ তুমি অর্জ্জুনশরে বিদ্ধ না হইতেছ, ততক্ষণ তর্জ্জন গর্জ্জন কর; কিন্তু অর্জ্জুনের শরনিকরে বিদ্ধ হইলে, আর এরূপ তর্জ্জন সুলভ হইবে না। ক্ষত্রিয়গণ বাহুবল, ব্রাহ্মণগণ বাগ্‌জাল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় শরাসন দ্বারা শূরত্ব প্রকাশ করেন। কিন্তু তুমি কেবল কল্পিত মনোরথ দ্বারাই শূরত্ব প্রদর্শন করিয়া থাক। যে মহাবীর দেবাদিদেব মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুনকে প্রতিঘাত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

মহারাজ! বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ কৃপাচার্য্যের সেই সকল অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কহিতে লাগি-

লেন, হে কৃপাচার্য্য! যথার্থ বীর পুরুষেরা বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় নিরন্তর গর্জ্জন করেন এবং সমুচিত ঋতুকাল রোপিত বীজের ন্যায় অবিলম্বে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সমরবিশারদ বীরগণের যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মশ্লাঘা করা আমার মতে দোষজনক নহে। যে ব্যক্তি যে ভার বহনে মনে মনে সাতিশয় যত্নপ্রকাশ করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। আমি মনে মনে যাহা কল্পনা করি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! আমি যদি বৃষ্ণিগণের সহিত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিয়া গর্জ্জন করি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে? দূরদর্শী বীরগণ শরৎকালীন বারিদমণ্ডলের ন্যায় কদাচ বৃথা গর্জ্জন করেন না। তাঁহারা স্বীয় সামর্থ্যানুসারেই গর্জ্জন করিয়া থাকেন। হে গোতমতনয়! আমি অদ্য সমরে যত্নপরায়ণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ বলিয়াই গর্জ্জন করিতেছি। তুমি অচিরাৎ আমার গর্জ্জনের ফল দর্শন করিবে। আজি আমি সমরস্থলে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডুপুত্রগণকে বৃষ্ণিগণের সহিত নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে নিষ্কণ্টকে পৃথিবী প্রদান করিব।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে কর্ণ! আমি তোমার এই প্রলাপ বাক্য গ্রাহ্য করি না। তুমি নিরন্তর কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজের নিন্দা করিয়া থাক; কিন্তু দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, উরগ ও পক্ষিগণেরও অজেয় ধনঞ্জয় ও বাসুদেব যাঁহাদের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই পাণ্ডবগণের নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, বদান্য, সত্যধর্ম্মপরায়ণ, শিক্ষিতাস্ত্র, বুদ্ধিমান্, কৃতজ্ঞ এবং পিতৃদেবগণের অর্চ্চনায় নিরত; উহাঁর ভ্রাতৃগণও সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, যশস্বী, মহাবল পরাক্রান্ত ও

গুরুকার্য্যসাধন নিরত। আর দেখ, পুরন্দর সদৃশ বিক্রমশালী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দুর্ম্মুখতনয় জনমেজয়, চন্দ্রসেন, রুদ্রসেন, কীর্ত্তিবর্ম্মা, ধ্রুব, ধর, বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহ-চন্দ্র, সুতেজন, গজানীক, শ্রুতানীক, বীরভদ্র, সুদর্শন, শ্রুত-ধ্বজ, বলানীক, জয়ানীক, জয়প্রিয়, বিজয়, লব্ধলক্ষ্য, জয়াশ্ব, রথবাহন, চন্দ্রোদয়, কামরথ, সপুত্র বিরাট ও তদীয় ভ্রাতৃগণ, নকুল ও সহদেব, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহারাজ দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ এবং অন্যান্য মহারথগণ সংগ্রামে তাঁহার সাহায্য করিতেছেন; অতএব কিছুতেই উহাঁর ক্ষয় হইবে না। হে কর্ণ! ভীম ও অর্জ্জুন অস্ত্রবলে দেব, অসুর মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, ভুজগ ও কুঞ্জরে পরিপূর্ণ এই নিখিল মেদিনী নিঃশেষিত করিতে অসমর্থ নহেন। ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরও ক্রোধসমুদ্দীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারেন। হে রাধেয়! অমিত বলশালী বাসুদেব যাঁহাদের সাহায্যার্থ বর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন, তুমি কিরূপে তাঁহাকে সমরে পরাজয় করিবে? তুমি যে, কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করিতেছ, ইহা নিতান্ত অন্যায়।

রাধানন্দন কর্ণ কৃপাচার্য্যের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি পাণ্ডবদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা কহিলে, তৎসমস্তই সত্য; এমন কি, তাঁহারা তোমার কথিত ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ গুণগ্রামেরও আধার। যদিও পৃথাপুত্রগণ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস, অসুর ও দেবগণ সমবেত দেবরাজ ইন্দ্রেরও অজেয়, তথাপি আমি তাহাদিগকে সেই বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা পরাজিত করিব। হে দ্বিজ! আমি বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা রণস্থলে ধনঞ্জয়কে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। মহাবীর

ধনঞ্জয় নিহত হইলে, তাহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এবং বাসুদেব কখনই অর্জ্জুন শূন্য এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। হে গোতমপুত্র! যদি পাণ্ডবগণ এবং বাসুদেব এইরূপে সকলেই নিহত হয়, তাহা হইলে অনায়াসে এই সসাগরা পৃথিবী কুরুরাজের বশীভূত হইবে। দেখ, এই সংসারে সুনীতি অবলম্বন করিলে, নিশ্চয়ই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমি ইহা অবগত হইয়াই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছি। কিন্তু তুমি একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে বৃদ্ধ, সমরে অশক্ত ও পাণ্ডবদিগের হিতাভিলাষী; সুতরাং এই অজ্ঞানতা বশতই আমাকে এইরূপ অবমানিত করিতেছে। হে দুর্ম্মতে! তুমি যদি পুনরার আমার নিকট এইরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে খড়্গ দ্বারা তোমার জিহ্বা ছেদন করিয়া ফেলিব। হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি যে, এই কৌরব সৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত করত পাণ্ডবদিগের স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তদ্বিষয়েও আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কুরুরাজ দুর্য্যোধন, দ্রোণ, শকুনি, দুর্ম্মুখ, জয়, দুঃশাসন, বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি ও তুমি তোমরা যে সংগ্রামে বদ্ধসন্নাহ হইয়া অবস্থান করিতেছ, তথায় বিপক্ষ ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হইলেও কি জয় লাভ করিতে সমর্থ হয়? ঐ সকল কৃতাস্ত্র, স্বর্গলিপ্সু, ধার্ম্মিক, যুদ্ধকুশল বীরগণ দেবগণকেও সংগ্রামে নিপাতিত করিতে সমর্থ হন; উহাঁরা পাণ্ডবদিগের নিধন ও কৌরবদিগের বিজয় বাসনায় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। যাহা হউক, বিক্রমশালী জনগণের জয় লাভ দৈবায়ত্ত। দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন এবং সমধিক বলশালী দেবগণেরও দুর্জ্জয় মহাবীর বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, জয়, জলসন্ধ,

সুদক্ষিণ, মহারথ শল, মহাবীর অজেয় ভগদত্ত এবং অন্যান্য অসংখ্য বীর সংগ্রামে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন; অতএব বোধ হইতেছে যে, দৈব প্রতিকূলতাই এই বিনাশের প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। হে পুরুষাধম! তুমি দুর্য্যোধনের যে সকল শত্রুগণের স্তব করিয়া থাক, তাহাদিগের ত শত সহস্র বীরপুরুষ নিহত হইয়াছে। হে নরাধম! তুমি পাণ্ডবগণকে সর্ব্বদা বলবান্ বলিয়া বিবেচনা কর; কিন্তু আমি তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রভাব দেখিতে পাই না। যাহা হউক, আমি দুর্য্যোধনের হিতকামনায় সমরস্থলে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধার্থ যথাশক্তি যত্ন করিব; কিন্তু জয় হওয়া দৈবের প্রতি নির্ভর।

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপতে! অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সূতপুত্রকে কৃপাচার্য্যের প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া সক্রোধচিত্তে সিংহ যেরূপ মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই খড়্গ নিষ্কাশন পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবিত হইয়া কহিলেন, হে নরাধম! মহানুভব কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রকৃত গুণ সকল কীর্ত্তন করিতেছিলেন; কিন্তু তুমি বিদ্বেষ বুদ্ধি দ্বারা ইহাঁকে ভর্ৎসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে মূঢ়! তুমি গর্ব্বিত হইয়া কিছুই লক্ষ্য করিতেছ না এবং ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা করিতেছ। যখন মহাবীর ধনঞ্জয় তোমাকে পরাজিত করিয়া তোমার সমক্ষেই

জয়দ্রথকে সংহার করিলেন, তখন তোমার এই অস্ত্র কোথায় ছিল? হে সূতকুলাঙ্গার! যিনি পূর্ব্বে ভগবান্ শূলপাণির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তুমি সেই অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত কেন মনে মনে বৃথা কল্পনা করিতেছ? পুরন্দর সমবেত দেবগণ ও অসুরগণ কৃষ্ণসহায় অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই। তুমি সেই অপরাজিত অদ্বিতীয় বীরকে এই সকল মহীপালদিগের সহিত কি প্রকারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে? হে দুর্ম্মতে! এক্ষণে এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আমার বাহুবীর্য্য সন্দর্শন কর; আজি আমি তোমার শিরশ্ছেদন করিব। মহাবীর অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া মহাবেগে তাঁহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন ও কৃপাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই সময় সূতনন্দন কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে কুরুরাজ! ঐ ব্রাহ্মণাধম নিতান্ত নির্ব্বোধ ও রণশ্লাঘী; তুমি উহারে পরিত্যাগ কর। ঐ দুরাত্মা এক্ষণে আমার ভুজবীর্য্য অবলোকন করুক। অশ্বত্থামা কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে সূতনন্দন! আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারে ক্ষমা করুন; সূতপুত্রের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করা আপনার বিধেয় নহে। আপনাকে এবং কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, মদ্ররাজ ও শকুনিকে অতি গুরুতর কার্য্যভার বহন করিতে হইবে। ঐ দেখুন, পাণ্ডবেরা কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আস্ফালন করত আমাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছে।

হে রাজন্! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন মহামনা অশ্ব-

আমাকে এই প্রকারে প্রসন্ন করিলে, দ্রোণপুত্র ক্রোধবেগ সম্বরণ করিলেন। তখন শান্ত স্বভাব কৃপাচার্য্য অবিলম্বে মৃদুভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্ব্বুদ্ধি সূতপুত্র! আমরা এক্ষণে তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম; কিন্তু অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন।

হে রাজন্! অনন্তর সেই যশস্বী পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে বীর্য্যশালী মহাতেজা কর্ণ দেবগণ পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় কৌরবগণে পরিবৃত হইয়া বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত কর্ণের সিংহনাদসঙ্কুল ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাযশা পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া "ঐ যে কর্ণ, কোথায় কর্ণ, রে পুরুষাধম! ওরে দুরাত্মন্! সূতনন্দন! রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ কর" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ কর্ণকে অবলোকন পূর্ব্বক রোষারুণনেত্রে কহিতে লাগিলেন যে, যাবতীয় নৃপসত্তমগণ ঐ গর্ব্বিত অল্পবুদ্ধি সূতপুত্রকে সংহার করুন। উহাঁকে জীবিত রাখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, ঐ পাপাত্মা নিয়তই দুর্য্যোধনের হিতৈষী এবং পাণ্ডবগণের নিতান্ত বৈরী আর সমস্ত অনর্থের মূল; অতএব উহাকে এখনই বিনাশ কর। পাণ্ডব প্রেরিত মহারথ ক্ষত্রিয়গণ এই কথা কহিতে কহিতে কর্ণকে বিনাশার্থ ধাবমান হইয়া অসংখ্য শরবর্ষণে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রাম বিজয়ী লঘুহস্ত বলবান্ সূতনন্দন সেই কালান্তক যমোপম অদ্ভুত সৈন্যসাগর ও মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা শঙ্কিত হইলেন না;

প্রত্যুত শরবর্ষণ পূর্ব্বক অরাতি সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ শরবর্ষণ ও শরাসন কম্পন পূর্ব্বক পূর্ব্বে দানবগণ যেমন দেবরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ বহুসংখ্য শর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই ভূপালগণ নির্ম্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় সূতপুত্র এরূপ অদ্ভুত হস্তলাঘব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষবর্গ সমরে যত্নবান্ হইয়াও তাঁহারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না।

এইরূপে মহাবীর কর্ণ নৃপগণের শর সমূহ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদিগের যুগকাষ্ঠ, ঈষা, ছত্র, ধ্বজ ও ঘোটক সমুদায়ের উপর স্বনামাঙ্কিত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কর্ণশরনিপীড়িত ভূপালগণ ব্যাকুলিতচিত্তে শীতার্দ্দিত গো সমূহের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য অশ্ব সকল গজ ও রথী কর্ণের শরে নিপীড়িত হইতে লাগিল। সমরে অপরাঙ্মুখ শূরগণের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ মস্তক সমুদায়ে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। যোধগণ ইতস্ততঃ নিহত, হন্যমান ও রোরুদ্যমান হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতি ভীষণ যমালয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ঐ দেখুন, মহাবীর কর্ণ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষ সমস্ত ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাণ্ডব সেনাগণ কর্ণবাণে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখুন, অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে কার্ত্তিকেয় নির্জ্জিত অসুরসেনার ন্যায় কর্ণ শরে নির্জ্জিত দেখিয়া সূতপুত্রের বিনাশার্থ ধাবমান হইতেছে। অতএব যাহাতে ধনঞ্জয় যোধগণের সমক্ষে তাঁহারে

সংহার করিতে না পারে, আপনি এরূপ উপায় অবলম্বন করুন। দুর্য্যোধন অশ্বত্থামারে এই কথা বলিলে, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য ও হার্দ্দিক্য দৈত্য সেনাভিমুখীন দেবরাজের ন্যায় অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সূতপুত্রের রক্ষার্থ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া পুরন্দর বৃত্রাসুরের প্রতি যেরূপ ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সূর্য্যতনয় মহারথ কর্ণ প্রতিনিয়ত অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা ও তাহারে পরাজিত করিতে বাসনা করিয়া থাকে। এক্ষণে কর্ণ সেই জাতবৈর কালান্তক যম সদৃশ ক্রুদ্ধ মহাবীর ধনঞ্জয়কে সহসা অবলোকন করিয়া কি করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! গজ যেমন প্রতিগজের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতিগমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহাবেগে সমাগত সূতপুত্রকে সুবর্ণপুঙ্খ অজিহ্মগামী শর সমুদায়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের হস্তলাঘব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর ত্রিংশৎ শাণিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রোধভরে এক নারাচে তাঁহার বাম হস্তের অগ্রভাগ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয়ের ভীষণ নারাচের আঘাতে কর্ণের হস্ত হইতে সহসা কার্ম্মুক নিপতিত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই কোদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া নিমেষ মধ্যে অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কর্ণ পরিত্যক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে

সেই পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ বীরদ্বয় শরজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। করিণীর নিমিত্ত বন্য মাতঙ্গদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, তৎকালে কর্ণ ও অর্জ্জুনের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সত্বরে তাঁহার করস্থিত কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ভল্লাস্ত্রে চারি অশ্বকে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ, অশ্ব, সারথি ও কার্ম্মুক বিহীন হইলে, ধনঞ্জয় তাঁহারে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং জীবিত রক্ষার্থ সত্বরে সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ কৌরবপক্ষীয়গণ সূতপুত্রকে পরাজিত দেখিয়া চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া নিবারণ করত কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণ! তোমাদের পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই; এই আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের বধার্থ সমরাঙ্গনে গমন করিতেছি। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনকে পাঞ্চালদিগের সহিত সংহার করিব। আজি আমি ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, অন্যান্য পাণ্ডবগণ যুগান্তকালের ন্যায় আমার পরাক্রম দর্শন করিবে। আমার শরনিকর শলভ শ্রেণীর ন্যায় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। আজি আমি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে, আমার সৈনিকগণ প্রাবৃট্কালীন জলদ নির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় আমার শরধারা নিরীক্ষণ করিবে। হে বীরগণ! সংগ্রামে তোমাদিগের অর্জ্জুনের নিকট কিছুমাত্র

ভয় নাই। আমি আজি সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিব। মকরসঙ্কুল মহাসাগর যেরূপ তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিয়া ক্রোধারুণ নেত্রে অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তখন মহামতি কৃপাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনকে সমরোদ্যত দেখিয়া মহাবীর অশ্বত্থামাকে কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! ঐ দেখ, মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়া পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতেছেন। উহাঁকে সত্বর নিবারণ কর, নচেৎ উনি আমাদিগের সাক্ষাতে মহাবীর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইবেন। উনি যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন শরের পথবর্ত্তী না হইবেন, সেই অবধিই যুদ্ধস্থলে প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন; অতএব উনি নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভীষণ সর্প তুল্য অর্জ্জুনশরে ভস্মীভূত না হইতে হইতেই উহাঁকে সংগ্রাম হইতে নিবারিত কর। হে মহাত্মন্! আমরা উপস্থিত থাকিতে দুর্য্যোধনের অসহায়ের ন্যায় স্বয়ং যুদ্ধার্থ গমন করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ হস্তী যেরূপ শার্দ্দূলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাকে রক্ষা করা সাতিশয় কঠিন হইয়া উঠিবে।

হে রাজন্! অস্ত্রবিদগ্রগণ্য দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা মাতুলের বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে গান্ধারীতনয়! আমি সর্ব্বদা তোমার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি; অতএব আমি জীবিত সত্ত্বে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে দুর্য্যোধন! অর্জ্জুনকে পরা-

জয় করিবার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। এক্ষণে আমিই অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতেছি।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আচার্য্য পাণ্ডবদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আপনিও সর্ব্বদা তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এক্ষণে আমার দুর্ভাগ্য বশতই হউক, কিম্বা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর হিত সাধন কবিবার নিমিত্তই হউক, রণস্থলে কি জন্য যে আপনার পরাক্রম মন্দীভূত হয়, তাহা আমি অবধারণ করিতে পারি না। আমি অতিশয় লুব্ধস্বভাব; আমাকে ধিক্! বান্ধবগণ আমার সুখলাভের নিমিত্তই পরাজিত ও সাতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছেন। যাহা হউক, হে ব্রহ্মন্! আপনি ভিন্ন ইন্দ্রসম পরাক্রম শস্ত্রবিদ্‌শ্রেষ্ঠ অন্য কোন্ মহাবীর সমর্থ হইয়াও শত্রুগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে? হে অনঘ অশ্বত্থামন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। দেখুন, আপনার অস্ত্রের নিকট দেবগণও অবস্থান করিতে সমর্থ হন না; অতএব আপনি আমার অরাতিগণকে বিনাশ করুন। হে গুরুপুত্র! আপনি অনুচরবর্গের সহিত সোমক ও পাঞ্চালগণের সংহারে প্রবৃত্ত হউন। পরে আমরা আপনার ভুজবলে পরিরক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট শত্রুগণকে বিনষ্ট করিব। ঐ দেখুন, যশস্বী পঞ্চাল ও সোমকগণ ক্রোধান্ধ হইয়া দাবাগ্নির ন্যায় আমার সৈন্যারণ্যে বিচরণ করিতেছে। অতএব আপনি উহাদিগকে এবং কৈকেয়দিগকে নিবারণ করুন। নচেৎ উহারা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। হে ব্রহ্মন্! আপনি অতিশীঘ্র উহাদিগকে বিনাশ করুন। এই কার্য্য এক্ষণেই হউক বা পরেই হউক, আপনাকে সাধন করিতে হইবে। সাধু সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন

যে, আপনি পাঞ্চালগণকে সংহার করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার প্রভাবেই সমস্ত পৃথিবী পাঞ্চালশূন্য হইবে। হে ব্রহ্মন্! সিদ্ধপুরুষদিগের বাক্য কখন অন্যথা হয় না। অতএব আপনি অনুচরগণ সমবেত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করুন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের কথা কি বলিব, দেবগণও আপনার অস্ত্রের নিকট অবস্থান করিতে পারেন না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। আমি সত্য কহিতেছি যে, সোমক ও পাণ্ডবগণ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আপনি গমন করুন; আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ দেখুন, আপনার সৈন্যগণ অর্জ্জুনশরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। হে গুরুপুত্র। আপনি নিশ্চয়ই স্বীয় দিব্য তেজোবলে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন।

—–o—–

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন রণদুর্ম্মদ অশ্বত্থামাকে এইরূপ কহিলে, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দৈত্যবিনাশে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অরাতি-সংহারে যত্ন করিতে লাগিলেন; এবং দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! পাণ্ডবগণ যে আমার ও পিতার একান্ত প্রিয় এবং আমরা পিতাপুত্রেও যে, তাহাদিগের প্রীতিভাজন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সেরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আমি কর্ণ, শল্য, কৃপ ও হার্দ্দিক্যের সহিত মিলিত হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে সংগ্রাম করত নিমেষমধ্যে পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিতে পারি। আর

যদি আমরা সংগ্রামে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে পাণ্ডবগণও নিমেষমধ্যে কৌরবসেনাগণকে সংহার করিতে পারে। কিন্তু আমরা উভয়পক্ষেই যথাসাধ্য সংগ্রাম করিতেছি বলিয়া, পরস্পরের তেজঃপ্রভাবে পরস্পরের তেজ প্রশমিত হইতেছে। যাহা হউক, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিতে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে বলপূর্ব্বক পরাজিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বলবীর্য্যশালী পাণ্ডুতনয়গণ আপনাদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তাহারা অবশ্যই তোমার সৈন্যগণকে সংহার করিবে। তুমি নিতান্ত লুব্ধ-প্রকৃতি, শঠ, সর্ব্ব বিষয়ে শঙ্কিত, অভিমানী ও পাপাত্মা; এই জন্যই সর্ব্বদা আমাদিগের প্রতি আশঙ্কা করিয়া থাক। যাহা হউক, আমি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া প্রযত্ন সহকারে তোমার নিমিত্ত যুদ্ধে গমন করিতেছি। আজি আমি তোমার হিতসাধনার্থ পাঞ্চাল, সোমক, কৈকয় ও পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া বহু সংখ্যক শত্রুর প্রাণ সংহার করিব। অদ্য চেদি, পাঞ্চাল ও সোমকগণ আমার শরে দগ্ধ হইয়া সিংহার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইবে। আমি যুদ্ধে অদ্য এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিব যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও সোমকগণ এই জগৎ দ্রোণতনয়ময় অবলোকন করিবে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পাঞ্চাল ও সোমকগণকে মদীয় শরে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইবে। ফলত অদ্য যে সকল বীর আমার সহিত সংগ্রামে সমাগত হইবে, আমি তাহাদের সকলকেই সংহার করিব। তাহারা কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

হে রাজন্! মহাবাহু অশ্বত্থামা আপনার তনয় দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার হিতের নিমিত্ত ধনুর্দ্ধরগণকে বিদ্রাবিত করত সমরক্ষেত্রে আগমন করিতে করিতে কৈকয়

ও পাঞ্চালগণকে কহিতে লাগিলেন, হে মহারথ সকল! তোমারা স্থিরভাবে লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধ করত আমারে প্রহার কর। তখন বীরগণ দ্রোণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় সকলেই তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে মহাবীর অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাণ্ডুপুত্রগণের সমক্ষেই তাহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাহাদের দশজনকে ভূতলসাৎ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ দ্রোণতনয় শরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মেঘগম্ভীর নিস্বন, সুবর্ণালঙ্কারবিভূষিত সমরে অপরাঙ্মুখ এক শত রথারোহী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রোণতনয়ের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে নির্ব্বোধ আচার্য্যতনয়! সামান্য যোধগণকে বিনাশ করিলে, কি ফল হইবে; যদি বীর পুরুষ হও, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি অচিরাৎ তোমার প্রাণ সংহার করিব। তুমি ক্ষণকাল অবস্থান কর। মহাপ্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামার প্রতি মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মধুলোলুপ ষট্পদগণ যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কুসুমিত মহীরুহে গমন করে, ধৃষ্টদ্যুম্ননিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ সায়ক সকল সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন সায়কহস্ত মহাবীর দ্রোণতনয় এইরূপে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া পাদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি সুস্থির হইয়া মুহূর্ত্তকাল অবস্থান কর। আমি শীঘ্রই শর দ্বারা তোমারে শমনভবনে প্রেরণ করিব।

শত্রুনিসূদন অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সমরদুর্ম্মদ পাঞ্চালতনয় অশ্বত্থামার শরনিকরে এইরূপে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে দ্রোণতনয়! তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ও উৎপত্তির বিষয় বিশেষ অবগত নহ। আমি অগ্রে দ্রোণকে নিহত করিয়া পরে তোমাকে সংহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; সেই নিমিত্ত দ্রোণ জীবিত থাকিতে, আমি তোমারে বিনাশ করিলাম না। আমার অভিপ্রায় এই যে, এই রজনী অতিক্রান্ত হইলে, অগ্রে তোমার পিতাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তোমারে শমন ভবনে প্রেরণ করিব। অতএব এই সময়ে পাণ্ডবগণের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি ও কৌবকগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর। তুমি জীবিত থাকিতে কদাচ আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। হে নরাধম! যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়, সে তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বধ্য হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে কটূক্তি প্রয়োগ করিলে, দ্বিজবর অশ্বত্থামা তাঁহাকে থাক্ থাক্ বলিয়া ক্রোধারুণলোচনে দগ্ধ করতই যেন ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালসেনা পরিবৃত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণতনয়ের শরাঘাতে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া কিছুমাত্র কম্পিত হইলেন না। প্রত্যুত স্বীয় ভুজবল অবলম্বন পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে সেই ক্রোধপরায়ণ মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় প্রাণপণে পরস্পর পরস্পরের শরনিপাত নিবারণ ও চতুর্দ্দিকে শর বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধচারণ প্রভৃতি খেচরগণ অশ্বত্থামা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এই ভীষণ সংগ্রাম দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের

ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন পরস্পরবধার্থী বিকট বেশধারী সেই বীরদ্বয় শর সমূহে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করত অলক্ষিতরূপে অতি সুন্দর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন,তাঁহারা স্ব স্ব শরাসন মণ্ডলীকৃত করিয়া নৃত্য করিতেছেন; এইরূপে পরস্পরবধে কৃতসঙ্কল্প সেই বীরদ্বয় অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যোদ্ধৃবর্গ তাঁহাদিগকে অরণ্যমধ্যবর্ত্তী মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন সেই ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন ঘোরতর সংগ্রামে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ, শঙ্খধ্বনি ও বহুবিধ বাদ্য বাদন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ ঐ সংগ্রামে কাহারও জয় পরাজয় লক্ষিত হইল না।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের কোদণ্ড, ধ্বজদণ্ড, ছত্র, অশ্বচতুষ্টয়, পার্শ্বরক্ষকদ্বয় ও সারথিকে ছেদন করিয়া সন্নতপর্ব্ব সায়কসমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক সহস্র সহস্র পাঞ্চালসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অশ্বত্থামার সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন অশ্বত্থামা এক এক শত শরে এক এক শত পাঞ্চালকে, সুশাণিত তিন তিন শরে তিন মহাবীরকে সংহার করত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনঞ্জয়ের সাক্ষাতেই বহুসংখ্যক পাঞ্চালকে নিহত করিলেন। মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামার শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। তখন তাহাদিগের রথধ্বজ সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা বিপক্ষগণকে

পরাজয় করিয়া বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। যেরূপ অগ্নি যুগান্তকালে ভূত সকলকে ভস্মাসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণতনয় অসংখ্য বীরগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন কৌরব-সৈন্য সকল সেই অরাতিনিপাতন দেবরাজ সদৃশ দ্রোণ-তনয়কে সমুচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

—•—

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের সহিত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বষ্ঠ, মালব, বঙ্গ, শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন যুদ্ধদুর্ম্মদ অভীষাহ ও শূরসেনদিগকে শর সমূহে ছেদন করিয়া শোণিত ধারায় ভূতল কর্দ্দমময় করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন, যৌধেয়, অদ্রিজ, মদ্রক ও মালবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। হস্তী সকল বেগগামী শর দ্বারা সমাহত হইয়া শৃঙ্গদ্বয়সম্পন্ন ভূধরের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। করিশুণ্ড সমুদয় খণ্ড খণ্ড ও ইতস্তত বিলুণ্ঠিত হওয়াতে সমরক্ষেত্র চঞ্চল ভুজগ সমুদায়ে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কনকচিত্রিত ছত্র সমুদয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে রণভূমি চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ পরিবৃত গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

তখন দ্রোণাচার্য্যের রথাভিমুখে নির্ভয়ে সংহার কর, প্রহার কর, বিদ্ধ কর, ছেদন কর, এই প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ রোষ-পরবশ হইয়া সমীরণ যেরূপ মেঘমণ্ডল অপসারিত করে, তদ্রূপ বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে সমাহত হইয়া ভীমসেন ও মহাবীর পার্থের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ও অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসংখ্য রথারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের দক্ষিণ পার্শ্ব ও ভীমসেন বাম পার্শ্ব অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও সোমকগণ ভীমসেন ও পার্থের অনুগামী হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষীয় মহারথগণ অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আচার্য্যের সাহায্যার্থ তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তখন দিঙ্মণ্ডল প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এবং সৈন্যগণও নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ইত্যবসরে কৌরবসৈন্যগণকে পুনরায় বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুনশরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং কোন কোন নৃপতি স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্থভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ, রাজা দুর্য্যোধন ও অন্যান্য যোধগণ কোনক্রমেই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তকে শরাসন বিকম্পিত করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে স্বীয় সারথিকে কহিলেন, হে সূত! আমাকে শীঘ্র সোমদত্তের নিকট লইয়া চল। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, ঐ কুরুকুলাধম বাহ্লিকপুত্ত্রকে সংহার না করিয়া সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মনোমারুতগামী, শঙ্খবর্ণ, অস্ত্রাঘাতসহিষ্ণু, সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে অসুরবধোদ্যত দেবরাজ ইন্দ্রের অশ্বগণ তাঁহাকে যেরূপ বহন করিয়াছিল, মহাবল সাত্যকির অশ্বগণও তাঁহাকে সেইরূপ বহন করিতে লাগিল। তখন মহাবাহু সোমদত্ত সাত্যকিকে মহাবেগে যুদ্ধাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া জলধারার ন্যায় শরধারা বর্ষণ পূর্ব্বক জলধর যেরূপ দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকিও অসম্ভ্রান্তচিত্তে শরনিকর দ্বারা কুরুপুঙ্গব সোমদত্তের চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সোমদত্ত ষষ্টিশরে মধুকুলসম্ভূত সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবলশালী সাত্যকিও তাঁহাকে অসংখ্য শাণিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! এইরূপে ঐ মহাবীরদ্বয় পরস্পরের শরসমূহে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বসন্তকালীন সুপুষ্পিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহারা রোষারুণনেত্রে পরস্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন রথবর্ত্মে

মণ্ডলাকারে বিচরণ করত বারিধারাবর্ষী বারিদের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীর শরক্ষত গাত্র হইয়া শল্লকীদ্বয়ের ন্যায়, হেমপুঙ্খ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোতবিরাজিত বনস্পতি-দ্বয়ের ন্যায় এবং শরসন্দীপিত গাত্র হইয়া উল্কাসমাবৃত কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন।

তখন মহাবীর সোমদত্ত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদন পূর্ব্বক প্রথমতঃ তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি দশ শর নিক্ষেপ করি-লেন। মহাবীর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সোমদত্তকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য মুখে ভল্ল দ্বারা তাঁহার হেমময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সোমদত্ত স্বীয় রথকেতু ভূতলে পাতিত দেখিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সাত্য-কিকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি অতি-মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা ধনুর্দ্ধর সোমদত্তের করস্থিত শরাসন ছেদন পূর্ব্বক হেমপুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শত বাণ দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবলশালী মহারথ সোমদত্তও শীঘ্র অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুযুধানকে শর সমূহে আবৃত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধপরবশ হইয়া সোমদত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিলে, সোমদত্তও তাঁহাকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থ সোম-দত্তকে দশ শরে প্রহার করিলেন। সোমদত্ত তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্তচিত্তে ভীমসেনকে শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি সোমদত্তের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সুদৃঢ় পরিঘাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কুরুকুলসম্ভূত সোমদত্ত সেই ভীষণ পরিঘ মহাবেগে আগ-

মন করিতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! সেই লৌহময় মহান্ পরিঘ সোমদত্তশরে দ্বিধা ছিন্ন হইয়া বজ্রবিদারিত গিরি-শিখরের ন্যায় নিপতিত হইল।

অনন্তর শিনিবংশসম্ভূত সাত্যকি সহাস্যবদনে এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা সোমদত্তের শরাসন ও পাঁচ শর দ্বারা শরমুষ্টি ছেদন করিয়া চারি শরে অশ্বগণকে যমসদনে প্রেরণ করত আনত-পর্ব্ব ভল্লাস্ত্র দ্বারা সারথির শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শিলাশাণিত সুবর্ণপুঙ্খ প্রজ্বলিত অনলতুল্য এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহা-রাজ! সেই শৈনেয়নির্ম্মুক্ত শর শ্যেন পক্ষীর ন্যায় মহা-বেগে সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। রথিপ্রবর মহা-বাহু সোমদত্ত সেই শরদ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কুরুসেনাগণ মহারথ সোমদত্তকে নিহত দেখিয়া বহুসংখ্যক রথ সমভি-ব্যাহারে সাত্যকির প্রতি অভিদ্রুত হইলেন।

এ দিকে পাণ্ডবগণ সমস্ত প্রভদ্রক ও অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্রোণসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধপরবশ হইয়া দ্রোণের সাক্ষাতেই তাঁহার সৈনিকগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহা-তেজা দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ সাত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে পাঁচ বাণ দ্বারা প্রতি-বিদ্ধ করিলেন। দ্বিজসত্তম দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের শরনিকরে গাঢ়-তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে সৃক্কণী লেহন করত তাঁহার ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজসত্তম যুধিষ্ঠির তৎ-

ক্ষণাৎ অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ সমবেত দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। দ্বিজসত্তম দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের শর সমূহে প্রপীড়িত হইয়া এমনি কাতর হইলেন যে, তৎকালে তাঁহাকে মুহূর্ত্তকাল অবসন্নভাবে রথোপরি অবস্থান করিতে হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলশালী যুধিষ্ঠির নির্ভীক চিত্তে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই বায়ব্যাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া দ্রোণের সুদীর্ঘ চাপ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রোণের সহিত যুদ্ধে বিরত হউন। উনি সমরস্থলে আপনাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন; অতএব উহাঁর সহিত যুদ্ধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ যিনি উহাঁর বিনাশার্থ এই জগতীতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই উহাঁকে সংহার করিবেন; অতএব আপনি দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্থানে রাজা দুর্য্যোধন অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করুন। নরপতিগণের নরপতি ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত সংগ্রাম করা অভিপ্রেত নহে। অতএব মহাবল পরাক্রান্ত ভীম যে স্থানে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে গমন করুন।

অরিনিসূদন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা বাসুদেবের এই কথা শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করত দ্রুতবেগে ভীমসেন সমীপে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর বিবৃতানন অন্তক

কের ন্যায় কৌরবসেনা বিনাশ করিতেছেন। তখন ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির প্রাবৃট্‌কালীন জলদগর্জ্জন সদৃশ রথনির্ঘোষে বসুধাতল নিনাদিত করিয়া শত্রুহন্তা ভীমসেনের পার্ষ্ণিদেশ গ্রহণ করিলেন। এ দিকে দ্রোণাচার্য্যও সেই প্রদোষ সময়ে পাঞ্চালদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! এইরূপে সেই উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত এবং অন্ধকার ও ধূলিজালে ভূমণ্ডল সমাবৃত হইলে, ক্ষত্রিয়প্রধান যোধগণ পরস্পরকে আর অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে তাঁহারা কেবল স্ব স্ব নাম কীর্ত্তন ও অনুমানদ্বারা সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অস্মৎ-পক্ষীয় মহাবীর দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণ এবং বিপক্ষ পক্ষীয় ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি ইহাঁরা উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল এবং স্খলিতবুদ্ধি হইয়া পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মহারথও সেই ঘোরতর অন্ধকারে একান্ত বিমোহিত হইয়া পরস্পর সম্প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রধান প্রধান বীরগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই ঘোরতর তিমিরাবৃত রণস্থলে নিতান্ত শঙ্কিত ও বিমোহিত হইতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তোমরা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সমালোড়িত ও হীনতেজ এবং গাঢ়তর অন্ধকারে নিমগ্ন হইলে, তোমাদিগের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল?

আর কি রূপেই বা সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে অস্মৎ পক্ষীয় ও পাণ্ডব পক্ষীয় সেনাগণ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ঐ সময় সেনাপতিগণ দ্রোণের অনুমতিক্রমে হতাবশিষ্ট সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। উহার অগ্রভাগে দ্রোণাচার্য্য, পশ্চাদ্ভাগে শল্য এবং উভয় পার্শ্বে অশ্বত্থামা ও শকুনি অবস্থিত রহিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং সেই সৈন্যগণের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন এবং পদাতিগণকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, হে পদাতিগণ! তোমরা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত প্রদীপ সকল গ্রহণ কর। পদাতিগণ তাঁহার আজ্ঞানুসারে প্রহৃষ্ট-চিত্তে প্রজ্বলিত প্রদীপ সকল গ্রহণ করিল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও কিন্নরগণও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গগনমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক প্রদীপ গ্রহণ করিলেন। দিগ্দেবতারা এবং মহর্ষি নারদ ও পর্ব্বত রাজা দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থ সুগন্ধি তৈলসংযুক্ত প্রদীপ সকল অন্তরীক্ষ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত সৈন্য সকল অনলপ্রভা এবং মহার্হ আভরণ ও প্রহারার্থ নিক্ষিপ্ত মার্জ্জিত দিব্য অস্ত্রপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৌরবগণ প্রতি রথে পাঁচ পাঁচ, প্রতি গজে তিন তিন ও প্রতি অশ্বে এক এক প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন। তখন সেই দীপমালা আপনার সেনাগণকে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। সেনাগণ দীপহস্ত পদাতিগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুদ্দাম বিলসিত জলদাবলির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল। মহারাজ! এইরূপে সৈন্য সকল প্রকাশিত হইলে, অনলসম তেজস্বী, হেমবর্ম্মধারী দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের মধ্যগত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

হে আজমীঢ়! তৎকালে প্রদীপপ্রভা স্বর্ণময় আভরণ, নিষ্ক, তূণীর ও সুশাণিত অস্ত্রসমূহে নিপতিত হইয়া প্রতিফলিত হইতে লাগিল এবং শৈক্য লৌহময় গদা, শুভ্রবর্ণ পরিঘ, রথশক্তি ও শক্তি সকল বীরগণ কর্ত্তৃক বিঘূর্ণিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রদীপ সকলের প্রতিপ্রভা উৎপাদন করিল। যোধগণের ছত্র, চামর, অসি, প্রদীপ্ত মহোল্কা ও দোদুল্যমান সুবর্ণমালা সকল সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে সেই সকল সৈন্য অস্ত্র, দীপ ও আভরণপ্রভায় সাতিশয় প্রকাশমান হইল। রুধিরলিপ্ত সুশাণিত শস্ত্র সমুদায় বীরগণ কর্ত্তৃক বিধূনিত হইয়া প্রাবৃট্‌কালীন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাজ্জাল বিস্তার করিতে লাগিল। শত্রুসংহারার্থ মহাবেগে ধাবমান, কম্পিত কলেবর জনগণের মুখমণ্ডল সমীরণ সঞ্চালিত মহাপদ্মের ন্যায় শোভমান হইল। অধিক কি, তৎকালে পাদপদল সমাচ্ছন্ন মহারণ্য প্রচণ্ড দাবানলে প্রজ্বলিত হইলে, দিবাকরের প্রভা যেমন সমধিক হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই মহাভয়ঙ্কর সময়ে কৌরবসেনাগণের প্রভা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া উঠিল।

তখন পাণ্ডবগণ অস্মৎ পক্ষীয় সৈন্যগণকে দীপমালায় প্রকাশিত নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় সৈন্যমধ্যে পদাতিগণকে প্রবোধিত করত সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রতি গজে সাত সাত, প্রতি রথে দশ দশ, প্রতি অশ্বের পৃষ্ঠে দুই দুই প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন। ধ্বজ এবং সমস্ত সেনার পার্শ্ব, পশ্চাৎ, অগ্র ও মধ্যভাগে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইল। হে রাজন্! এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। গজ, অশ্ব ও রথের উপর এবং পদাতিদিগের হস্তে অসংখ্য দীপ থাকাতে পাণ্ডবসেনা আলোকময় হইল। হে রাজন্! সেই

সকল সৈন্য দীপদ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া সূর্য্যাভিতপ্ত অনলের ন্যায় অধিকতর তেজস্বী হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষীয় প্রদীপ-প্রভায় পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্ বিদিক্ আলোকময় হইলে, আপনার ও পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল সুস্পষ্টরূপে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর ও সিদ্ধগণ নভোমণ্ডলগত আলোকপ্রভাবে উদ্বোধিত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। তখন সেই সমরভূমি দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও সিদ্ধগণ এবং রণনিহত স্বর্গারোহণে প্রবৃত্ত যোদ্ধৃবর্গে সমাকুল হওয়াতে সুরলোকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় সেই হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকুল, দীপ সমুদায়ে প্রদীপ্ত, নিহত ও পলায়িত অশ্বগণে সঙ্কুল, সংরব্ধ যোধগণে সমাকীর্ণ, অসংখ্য নরনাগাশ্বসম্পন্ন সৈন্য সকল সুরাসুর ব্যূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঐ সময়ে শক্তিসমূহ প্রচণ্ড বায়ু, রথ সমুদায় মেঘ, গজ ও অশ্বগণের গভীর গর্জ্জন মহানির্ঘোষ, শোণিত-প্রবাহ জলধারা স্বরূপ বোধ হইল। মহারাজ! সেই অনলকল্প সমরে মহাত্মা দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ বর্ষাবসানে প্রচণ্ড কিরণ-বিকীর্ণকারী মধ্যাহ্ন-কালীন দিবাকরের ন্যায় সৈন্যগণকে শরনিকরে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! এইরূপে সেই ধূলিপটল সমাচ্ছাদিত সমরাঙ্গন প্রদীপশিখায় প্রকাশিত হইলে, রথিগণ পরস্পরকে সংহার করিবার অভিলাষে শস্ত্র, প্রাস ও অসি গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগি-

লেন। ঐ সময় সেই সহস্র সহস্র প্রদীপ, রত্ন খচিত হেম-দণ্ড ও দেব গন্ধর্ব্ব গৃহীত গন্ধতৈলে সুবাসিত সমধিক প্রোদ্দীপ্ত দীপের প্রভায় রণস্থল গ্রহপরিপূর্ণ গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহোল্কা সমুদায় লোকাভাবে পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রাবৃট্কালীন প্রদোষে মহীরুহ সকল খদ্যোত পরিপূর্ণ হইয়া যেরূপ সুশোভিত হয়, দিঙ্মণ্ডল প্রদীপ প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হইল। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে হস্ত্যারোহিগণ হস্ত্যারোহিগণের সহিত এবং রথিগণ রথিগণের সহিত কুতূহল সহকারে অতি ভীষণ সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন্! এই রূপে সেই চতুরঙ্গিণী সেনা অতি ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে ভূপাল-গণকে সংহার করিয়া কৌরব সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! একান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও নিতান্ত অসহিষ্ণু মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ চিত্তে আমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলে, তোমাদিগের চিত্ত কি প্রকার হইল? এবং আমার তনয় দুর্য্যোধনই বা তৎকালোচিত কি কর্ত্তব্য অব-ধারণ করিল? কোন্ কোন্ বীর ধনঞ্জয়ের প্রত্যুদ্গমন করিলেন? আর কোন্ কোন্ বীরই বা ঐ সময়ে আচার্য্য দ্রোণকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন? হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যৎকালে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণচক্র ও কোন্ কোন্ বীর তাঁহার বামচক্র এবং কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন? আর কাহারাই বা তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন? হে সঞ্জয়! যিনি

রথবর্ত্মে নৃত্য করিতে করিতে পাঞ্চাল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কি প্রকারে কাল-কবলে নিপতিত হইলেন? হে সঞ্জয়! তুমি শত্রুপক্ষীয়দিগকে অব্যগ্র, অপরাজিত ও হৃষ্ট এবং মৎপক্ষীয় রথিগণকে রথ-বিহীন ও অন্যান্য যোধগণকে বিনষ্ট, বিবর্ণ ও বিপ্রকীর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামার্থী দ্রোণাচার্য্যের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া সেই যামিনীতে স্বীয় বশবর্ত্তী ভ্রাতা মহাবল পরাক্রান্ত বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুপার্শ্ব, দুর্দ্ধর্ষ ও দীর্ঘবাহু এবং তাহাদিগের পদানুগগণকে কহিলেন যে, তোমরা যত্নপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করত তাঁহাকে রক্ষা কর। হার্দ্দিক্য তাঁহার দক্ষিণ চক্র এবং শল্য বাম চক্র, হতাবশিষ্ট ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় মহাবীরগণ তাঁহার পুরোভাগ রক্ষার্থ নিযুক্ত হউন। আচার্য্য দ্রোণ ক্ষমাশীল; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ নিতান্ত যত্ন সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা সকলে এক মতাবলম্বী হইয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। আচার্য্য দ্রোণও বলবান্, ক্ষিপ্রহস্ত ও বিক্রমশালী। সোমকগণসমবেত পাণ্ডবগণের কথা কি বলিব, তিনি একাকী দেবগণকেও পরাজয় সমর্থ হন। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হও। পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নব্যতীত আর কেহই দ্রোণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তোমরা জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলে, তিনি অনায়াসে সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হইবেন। সেনামুখস্থিত সৃঞ্জয়গণ বিনষ্ট হইলে, অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিতে পারিবেন। মহাবীর

ধনঞ্জয় কর্ণের নিকট পরাজিত হইবে এবং আমিও বর্ম্মধারী বৃকোদর প্রভৃতি অবশিষ্ট পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। তাহা হইলে অন্যান্য যোধগণ সহসা বীর্য্যহীন ও আমার অনন্তকালব্যাপী জয় লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা সমরাঙ্গনে মহাবীর দ্রোণকে রক্ষা কর।

হে ভারত! আপনার তনয় রাজা দুর্য্যোধন সেই রজনীযোগে সৈন্যদিগকে এইরূপ অনুমতি করিলে পর, বিজয়াভিলাষী উভয় পক্ষীয় সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যদিগকে এবং কৌরবগণ ধনঞ্জয়কে বহুবিধ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদরাজকে এবং দ্রোণাচার্য্য সৃঞ্জয়গণকে সন্নতপর্ব্ব শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও কৌরব সৈন্যগণের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। হে রাজন্! সেই নিশাকালে যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তদ্রূপ সংগ্রাম আমাদিগের বা পূর্ব্বতন লোক সকলের কখন নয়নগোচর হয় নাই।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এইরূপে সেই সর্ব্বলোকক্ষয়কর অতি ভয়াবহ রাত্রিযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিপক্ষ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের সংহারার্থ পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় প্রভৃতি স্বপক্ষীয় যোধগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা জিঘাংসু হইয়া দ্রোণের প্রতি ধাবমান

হও। পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অতি ভীষণ ধ্বনি করিতে করিতে আচার্য্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অস্মৎপক্ষীয় যোধগণও ক্রোধভরে গর্জ্জন করত শক্তি, উৎসাহ ও পরাক্রম অনুসারে তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। রণবিশারদ কুরু-কুলোদ্ভব ভূরি সাত্যকিকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আচার্য্যাভিমুখে গমন ও চতুর্দ্দিকে বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ সহদেবকে আচার্য্যের গ্রহণার্থ সমুৎসুক অবলোকন করিয়া তাহাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবৃতানন কৃতান্তের ন্যায় সমাগত প্রতিপক্ষ ভীমসেনের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন। শকুনি সমরনিপুণ যোধগণাগ্রগণ্য নকুলকে, কৃপাচার্য্য মহাবীর শিখণ্ডীকে, দুঃশাসন ময়ূরসবর্ণ অশ্বযোজিত রথে সমারূঢ় প্রতিবিন্ধ্যকে, পিতৃসমপ্রভাবশালী অশ্বত্থামা মায়াবিশারদ সম্মুখাগত ভীমতনয় ঘটোৎকচকে, বৃষসেন অসংখ্য সৈন্য ও পদানুগগণে পরিবেষ্টিত দ্রোণাচার্য্য-গ্রহণাভিলাষী দ্রুপদকে, ক্রুদ্ধচিত্ত মদ্ররাজ দ্রোণবিনাশার্থ সমাগত বিরাটকে, নিশাচরাগ্রগণ্য অলম্বুষ যোধগণ-শ্রেষ্ঠ মহাবীর ধনঞ্জয়কে, এবং কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর চিত্রসেন, নকুলতনয় শতানীককে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে রুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রুনিসূদন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় হস্ত্যারোহী যোধগণ শত্রুপক্ষীয় হস্ত্যারোহিগণের সহিত

ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। অশ্বগণ সপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অশ্বারোহিগণ প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বারোহিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। যোধগণ গদা মুষল প্রভৃতি বিবিধাস্ত্রদ্বারা সমরে পরস্পরকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হে রাজন্! তীরভূমি যেরূপ সমুদ্ধৃত অর্ণবকে নিবারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ কৃতবর্ম্মা ক্রোধভরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ হার্দ্দিক্যকে পাঁচ ও তৎপরে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা যুধিষ্ঠিরের আস্ফালনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শীঘ্র অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দশ বাণে হার্দ্দিক্যের বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হার্দ্দিক্য ধর্ম্মপুত্রের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিত-কলেবরে তাঁহাকে সাত বাণে নিপীড়িত করিলে, যুধিষ্ঠির তাঁহার শরাসন ও শরমুষ্টি ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি পাঁচ শাণিত ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরনির্ম্মুক্ত ঐ সমুদয় ভল্ল বল্মীকমধ্যে প্রবিষ্ট ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গমের ন্যায় কৃতবর্ম্মার মহামূল্য সুবর্ণপৃষ্ঠ কবচ ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা নিমেষমধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিরষ্ঠিরকে প্রথমতঃ যষ্টি ও তৎপরে দশ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক

হার্দ্দিক্যের প্রতি এক পন্নগ-সদৃশ ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। যুধিষ্ঠিরনির্ম্মুক্ত সেই সুবর্ণচিত্রিত শক্তি কৃতবর্ম্মার দক্ষিণ বাহুদণ্ড ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। এই অবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার শরাসন গ্রহণ করিয়া শরজালে কৃতবর্ম্মাকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর মহাবীর হার্দ্দিক্য তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া নিমেষার্দ্ধ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিলেন। পাণ্ডবাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। হার্দ্দিক্যও এক শাণিত ভল্ল ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এক হেমদণ্ড তোমর গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ হার্দ্দিক্যের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবল হার্দ্দিক্য যুধিষ্ঠিরের নির্ম্মুক্ত তোমর দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে দুই খণ্ডে ছেদন পূর্ব্বক রোষভরে শরসমূহে যুধিষ্ঠিরকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার বর্ম্মের উপর নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজের কনকালঙ্কৃত বর্ম্ম কৃতবর্ম্মার শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অম্বরতল-পরিভ্রষ্ট নক্ষত্র-সমূহের ন্যায় ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে হার্দ্দিক্য-শরে ছিন্ন-বর্ম্ম, বিরথ ও সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া তৎক্ষণাৎ সমরাঙ্গন হইতে বিনিঃসৃত হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

—•—

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ভূরি সমাগত মত্ত-মাতঙ্গ সদৃশ মহাবীর সাত্যকিকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল সাত্যকি তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া নিশিত পাঁচ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে, তাঁহার কলেবরে রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কুরুকুলসম্ভূত ভূরিও রণ-বিশারদ সাত্যকির বক্ষঃস্থলে দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে সেই ক্রোধান্ধ কৃতান্ত সদৃশ মহাবীরদ্বয় ক্রোধারুণ-নেত্রে শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত ও নিদারুণ শর বর্ষণ করত পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদিগের তুল্যরূপ সংগ্রাম হইল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি হাস্য মুখে মহামতি ভূরির শরাসন দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত নয় শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভূরি শত্রুশরে ছিন্ন শরাসন ও সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে সুশাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরা-সন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ সাত্যকি শত্রুশরে ছিন্ন-কার্ম্মুক ও ক্রোধান্ধ হইয়া দ্রুতবেগে ভূরির বিশাল বক্ষঃস্থলে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল ভূরি সাত্যকি-নির্ম্মুক্ত ঐ শক্তির আঘাতে চূর্ণদেহ হইয়া গগন-পরিভ্রষ্ট দীপ্তরশ্মি মঙ্গল গ্রহের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে রাজন্! মহাবীর অশ্বত্থামা মহাবেগে সাত্যকির অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তর্জ্জন করত জলধর যেরূপ শৈলোপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ তাঁহার প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে সাত্যকির রথাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রোণতনয়! তুমি ঐ স্থানে অবস্থান কর; জীবন সত্বে আমার নিকট হইতে অন্যত্র গমনে সমর্থ হইবে না। কার্ত্তিকেয় যেরূপ মহিষকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, আজ আমিও সেইরূপ তোমাকে সংহার করিব। হে ব্রহ্মন্! আমি অদ্যই তোমার সংগ্রাম-শ্রদ্ধা দূরীভূত করিব, সন্দেহ নাই। ক্রোধতাম্রাক্ষ শত্রুনিসূদন ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে এই বাক্য বলিয়া ক্রুদ্ধ কেশরী যেরূপ নাগরাজকে আক্রমণ করিতে গমন করে, সেইরূপ অশ্বত্থামার অভিমুখে মহাবেগে গমন করিল এবং জলধর যেরূপ ধরাতলে বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ অশ্বত্থামার প্রতি রথাক্ষ পরিমিত শরজাল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। দ্রোণনন্দন আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা সেই রাক্ষস-পরিত্যক্ত শরজাল নিবারণ করিয়া তাহার উপর মর্ম্মভেদী এক শত সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রণস্থলে সলোম-শল্লকীর ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধচিত্তে বজ্রসদৃশ শব্দায়মান অতিভীষণ ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, বরাহকর্ণ, নালীক ও বিকর্ণ প্রভৃতি শরনিকরে দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ব্যাকুলিতচিত্তে দিব্য মন্ত্রপূত ভীষণ শরসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ু যেরূপ জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ রাক্ষসনিক্ষিপ্ত বজ্রসদৃশ সুদুঃসহ শরনিকর নিবারণ করিতে লাগি-

লেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, গগনমার্গে শরসকল পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে। ঐ বীরদ্বয় নিক্ষিপ্ত শরসমূহের পরস্পর সংঘর্ষণে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডল সন্ধ্যাকালীন খদ্যোতপুঞ্জে পরিশোভিত হইয়াছে। হে রাজন্! অশ্বত্থামা এইরূপে আপনার পুত্রগণের হিতার্থে শরসমূহ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ঘটোৎকচকে অসংখ্য শরে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই ঘোরতর নিশাকালে দেবরাজ ও প্রহ্লাদের ন্যায় দ্রোণপুত্র ও ঘটোৎকচের পুনর্ব্বার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঘটোৎকচ রোষভরে কালাগ্নি সদৃশ দশ বাণে অশ্বত্থামার বক্ষঃস্থল আঘাত করিলে। মহাবীর অশ্বত্থামা গাঢ়তর বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া পবনসঞ্চালিত মহীরুহের ন্যায় বিচলিত হইলেন এবং মোহাভিভূত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিলেন। ঐ সময় আপনার সৈন্যগণ অশ্বত্থামাকে বিনষ্ট বোধ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ দ্রোণতনয়কে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণনন্দন সংজ্ঞা লাভ করিয়া বাম করে শরাসন গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া সত্বরে এক যমদণ্ডোপম ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সুপুঙ্খ শর ঘটোৎকচের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কটোৎকচ অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত শরে দৃঢ়তর বিদ্ধ ও মোহাভিভূত হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন। ঐ সময় সারথি তাহাকে বিমোহিত অবলোকন করত সসম্ভ্রমে দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে অপনীত করিল। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে পরাজয়

করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ ও যোধগণ কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমধিক তেজঃসম্পন্ন হইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত বৃকোদরকে সুশাণিত শর সমূহে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীমসেন দুর্য্যোধনকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলে তিনি তাঁহাকে বিংশতি সায়কে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় শর সমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া গগনমণ্ডলে জলধর পটল সংবৃত চন্দ্রার্কের ন্যায় লক্ষিত হইলেন। অনন্তর কুরুরাজ দুর্য্যোধন পাঁচ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করত 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর শাণিত সায়কে দুর্য্যোধনের ধ্বজ ও শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে সন্নত পর্ব্ব নবতি সায়কে বিদ্ধ করিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন ধারণ পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে সুতীক্ষ্ণ শর সমূহে বৃকোদরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন সেই কুরুরাজনির্ম্মুক্ত শর সমূহ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন রোষভরে ক্ষুরপ্রাস্ত্রে ভীমসেনের শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কুরুরাজকে সুশাণিত সাত শরে বিদ্ধ করিয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সত্বরে পুনর্ব্বার তাঁহার সেই শরাসন ছেদন করিলেন। হে রাজন্! আপনার তনয় জয়শালী দুর্য্যোধন এইরূপে পাঁচবার ভীমসেনের শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহা-

বল পরাক্রান্ত বৃকোদর বারম্বার ছিন্ন শরাসন হওয়াতে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া এক লৌহ নির্ম্মিত সুদৃঢ় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই যমভগিনী সদৃশ পাবক সন্নিভ ভীষণ শক্তি আকাশমণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলে, মহাবল দুর্য্যোধন সর্ব্ব যোধগণের সমক্ষে উহা অর্দ্ধপথে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধনের রথ লক্ষ্য করত মহাবেগে এক প্রভা বিশিষ্ট গুরুতর গদা পরিত্যাগ করিলেন। ভীমের নিদারুণ গদাঘাতে দুর্য্যোধনের রথ ও অশ্বগণ সারথির সহিত চূর্ণ হইয়া গেল। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন বৃকোদরের পরাক্রম সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক মহামতি নন্দকের রথে আরোহোণ করিলেন। বৃকোদর সেই যামিনীযোগে মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট বোধ করিয়া কৌরবগণকে তর্জ্জন করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণও কুরুরাজকে নিহত বিবেচনা করিয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষীয় যোধগণের আর্ত্তনাদ ও ভীমসেনের সিংহনাদ শ্রবণে দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট বোধ করিয়া দ্রুতবেগে ভীমের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন পাঞ্চাল, কৈকয়, মৎস্য, সৃঞ্জয় ও চেদিগণ দ্রোণাচার্য্যের সংহারার্থ সুসজ্জিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন পরস্পর প্রহারনিরত যোধগণের সমক্ষে শত্রুপক্ষের সহিত দ্রোণাচার্য্যের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

সপ্ত ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ সহদেবকে আচার্য্যসন্নিধানে মহাবেগে গমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব প্রথমতঃ তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণও তাঁহাকে সন্নতপর্ব্ব শত শরে বিদ্ধ করিয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার জ্যাসম্পন্ন শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ রোষভরে শর সমূহে সহদেবের অশ্বগণকে সংহার করিয়া সত্বরে সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। মহাবল সহদেব রথ বিহীন হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কর্ণ হাস্য করিতে করিতে অবিলম্বে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সহদেব কর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া এক কনকমণ্ডিত অতি গুরুতর ভীষণ গদা পরিত্যাগ করিলেন। মহা প্রতাপ শালী কর্ণ সহদেব নির্ম্মুক্ত ঐ গদা মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর দ্বারা ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। সহদেব গদা বিফল হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কর্ণের প্রতি এক শক্তি পরিত্যাগ করিলে, সূতনন্দন তাহাও শরসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন।

অনন্তর মহাবীর মাদ্রীনন্দন অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধোদ্দীপ্তচিত্তে কর্ণকে লক্ষ্য করত এক রথচক্র

নিক্ষেপ করিলেন। সূততনয় সেই কালচক্র সদৃশ রথচক্র আগমন করিতে দেখিয়া সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীতনয় কর্ণের প্রতি ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র, বিবিধ যুগ, মৃত গজের কলেবর এবং বিনষ্ট অশ্ব ও মনুষ্য সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সহদেব আপনাকে অস্ত্রহীন ও কর্ণের শর সমূহে নিপীড়িত দেখিয়া সত্বরে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ কিয়ৎক্ষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাবেগে গমন করিয়া হাস্য করত অতি কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মাদ্রীতনয়! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রথিগণের সহিত কখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইও না। তুল্য ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করাই তোমার কর্ত্তব্য। হে মাদ্রীনন্দন! তুমি আমার বাক্যে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইও না। কর্ণ সহদেবকে এই বলিয়া শরাসনকোটিদ্বারা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করত পুনর্ব্বার কহিলেন, হে সহদেব! ঐ দেখ, অর্জ্জুন পরম যত্ন সহকারে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। এক্ষণে তুমি সত্বরে তাঁহার সমীপে অথবা গৃহাভিমুখে গমন কর।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সহদেবকে এইরূপ কহিয়া হাস্য করিতে করিতে পাঞ্চালগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিলেন। তিনি তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়াই মৃতপ্রায় সহদেবকে সংহার করিলেন না। তখন মাদ্রীতনয় কর্ণের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত, বাক্যবাণে বিদ্ধ ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং শীঘ্র পাঞ্চালদেশীয় মহামতি জনমেজয়ের রথে আরোহণ করিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! মহাবীর শল্য দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত সৈন্যসমাবৃত মৎস্যাধিপতি বিরাটকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে দেবরাজের সহিত বলির যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ মহাবীর-দ্বয়ের সেইরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। মদ্রাধিপতি নতপর্ব্ব শত শর দ্বারা আশু মৎস্যাধিপতি বিরাটকে বিদ্ধ করিলে, নৃপতি বিরাট মদ্রাধিপতিকে প্রথমতঃ নিশিত নয় শরে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ত্রিসপ্ততি ও তৎপরে শত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শল্য বিরাট নৃপতির চারি অশ্ব সংহার করিয়া দুই শরে তাঁহার ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মৎস্যাধিপতি বিরাট স্বীয় অশ্বশূন্য রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন বিস্ফারণ করত নিশিত শরজাল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শতানীক স্বীয় সহোদর বিরাট-নৃপতিকে অশ্বশূন্য দেখিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে রথারোহণ পূর্ব্বক মদ্রাধিপতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর শল্য শতানীককে সমাগত দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ সংগ্রাম করত পরিশেষে তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন।

হে রাজন্! মহাবীর শতানীক এইরূপে বিনষ্ট হইলে, বাহিনীপতি বিরাট তাঁহার রথে সমারূঢ় হইয়া নয়ন বিস্ফারণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধচিত্তে দ্বিগুণতর বিক্রম প্রকাশ করত শরসমূহে শল্যের রথ সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন

মহাবল পরাক্রান্ত শল্য রোষপরবশ হইয়া সেনাপতি বিরাটের বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব শত শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বিরাট শল্যের শর প্রহারে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া রথোপরি অবসন্ন ও মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। সারথি তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্যগণ শল্যশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর অর্জ্জুন ও কেশব শীঘ্র শল্য সমীপে আগমন করিলেন। তখন রাক্ষসরাজ অলম্বুষ তুরঙ্গবদন ঘোর দর্শন পিশাচগণে পরিবৃত, শোণিতাক্ত ধ্বজপটপরিশোভিত, মাল্যবিভূষিত, ঋক্ষচর্ম্ম সংবৃত, বিচিত্র পক্ষ বিকটলোচন নিরন্তর শব্দায়মান গৃধ্ররাজ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, উন্নত ধ্বজদণ্ড সম্পন্ন, অষ্ট চক্রবিশিষ্ট, লৌহময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয় ও বাসুদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। শৈলরাজ যেরূপ পবনের গতি অবরোধ করে, সেইরূপ সেই বিদলিত অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ রাক্ষসাধিপতি অলম্বুষ নিরন্তর শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে অবরোধ করিল। ঐ সময় অলম্বুষের সহিত ধনঞ্জয়ের গৃধ্র, কাক, বল, উলূক, কঙ্ক ও গোমায়ুগণের হর্ষবর্দ্ধন, দর্শকগণের প্রীতিপ্রদ অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ছয় বাণে অলম্বুষকে নিপীড়িত ও নিশিত দশ শরে তাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তিন শরে তাহার সারথি, তিন বাণে ত্রিবেণু, একবাণে শরাসন ও চারি শরে অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। তখন রাক্ষসরাজ পুনর্ব্বার জ্যাসম্পন্ন অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিলে, মহাবীর ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ তাহাও ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে নিশিত চারি শরে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষ পার্থশরে দৃঢ়তর বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

হে রাজন্! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত সব্যসাচী অলম্বুষকে পরাজয় করিয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মানবগণের প্রতি শরজাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে আচার্য্যসন্নিধানে মহাবেগে ধাবমান হইলেন। আচার্য্যের সৈন্যগণ তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পবনোন্মূলিত তরুসমূহের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই সাতিশয় ভীত হইয়া শঙ্কাকুলিত মৃগযূথের ন্যায় সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

একোনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে আপনার পুত্র চিত্রসেন নকুলতনয় শতানীককে সুতীক্ষ্ণশর সমূহে কৌরবসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। নকুলতনয় নারাচাস্ত্র দ্বারা চিত্রসেনকে নিপীড়িত করিলে, চিত্রসেন তাঁহারে প্রথমতঃ সুশাণিত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন নকুলকুমার নতপর্ব্ব বহু শরে চিত্রসেনের বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর চিত্রসেন বর্ম্মহীন হইয়া নির্ম্মোকমুক্ত ভুজগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন নকুলপুত্র সুশাণিত শরনিকরে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে চিত্রসেন বর্ম্মহীন ও শরাসনবিহীন হইয়া ক্রোধভরে শত্রুবিদারণ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শতানীককে নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রম-

শালী শতানীক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবল চিত্রসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক নকুলপুত্রকে পঞ্চবিংশতি শরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শতানীক চিত্রসেনকে অনবরত শর বর্ষণ করিতে দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে চিত্রসেন অশ্ব, সারথি, রথ ও শরাসনবিহীন হইয়া মহাত্মা হার্দ্দিক্যের রথে আরোহণ করিলেন।

হে রাজন্! তখন কর্ণতনয় বৃষসেন মহারথ দ্রুপদকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন ষষ্টিশরে কর্ণতনয়ের দুই বাহু এবং বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন বৃষসেনও রোষাবিষ্ট হইয়া রথস্থ দ্রুপদরাজের বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরজালে বিদ্ধ হইয়া লোমযুক্ত শল্লকীদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং সুবর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব শরল শর সমূহের আঘাতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া অদ্ভুত কল্পবৃক্ষের ন্যায় ও বিকশিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন দ্রুপদকে নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ততি শরে, তৎপরে তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং এক এক বারে সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ষণকারী জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা মহাবীর বৃষসেনের শরাসন দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণপুত্র তৎক্ষণাৎ অন্য এক সুবর্ণমণ্ডিত শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে নিশিত ভল্ল বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে যোজনা করত সোমকগণের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক দ্রুপদের

প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষসেন-নিক্ষিপ্ত সেই ভল্ল দ্রুপদ-রাজের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর যজ্ঞসেন সেই ভল্লাঘাতে বিমোহিত হইলেন। তখন সারথি স্বীয় কর্ত্তব্য স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহারে লইয়া পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহারথ পাঞ্চালরাজ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলে, কৌরবসৈন্যগণ সেই ভয়ঙ্করী রজনীতে বর্ম্মবিহীন দ্রুপদসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। তৎকালে ইতস্ততঃ দীপ সকল প্রজ্বলিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নির্ম্মেঘ নভোমণ্ডল গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অঙ্গদ সমুদয় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি প্রাবৃট্‌কালীন বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত জলধরমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তারকাসুর-সংগ্রামে দানবগণ যেমন দেবরাজভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, সেইরূপ সোমকগণ বৃষসেনের শরসমূহে সমাহত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণপুত্র তাহা-দিগকে পরাজিত করিয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র সহস্র নরপতির মধ্যে একমাত্র বৃষসেন স্বীয় তেজঃপ্রভায় প্রজ্বলিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে মহাবীর কর্ণতনয় সোমক মহারথগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

হে রাজন্! ঐ সময় যুধিষ্ঠিরতনয় প্রতিবিন্ধ্য রোষভরে কৌরবসেনা নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার পুত্র দুঃশা-সন তাঁহার নিবারণার্থ ধাবমান হইলেন। সেই মহাবীরদ্বয় যুদ্ধার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া আকাশমণ্ডলস্থ বুধ ও শুক্রা-চার্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। মহারথ দুঃশাসন অদ্ভুত-কর্ম্মা প্রতিবিন্ধ্যের ললাটে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহা-বীর প্রতিবিন্ধ্য দুঃশাসনের শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গ-

শালী পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং দুঃশাসনকে প্রথমতঃ নয় শরে তৎপরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র দুঃশাসন তীক্ষ্ণ শরনিকরে প্রতিবিন্ধ্যের অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া এক ভল্লে তাঁহার ধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদন পূর্ব্বক রথ, পতাকা, তূণীর ও যোক্ত্র সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা প্রতিবিন্ধ্য বিরথ হইয়াও শরাসন হস্তে অবস্থান পূর্ব্বক অসংখ্য শরবর্ষণ করত আপনার পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবল দুঃশাসন তদ্দর্শনে ক্ষুরপ্রাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া দশ শর দ্বারা তাঁহাকে আহত করিলেন। তখন প্রতিবিন্ধ্যের ভ্রাতৃগণ তাঁহারে রথবিহীন দেখিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রতিবিন্ধ্য শ্রুতসোমের ভাস্বর রথে আরোহণ করিয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয়েরা দুঃশাসনের সাহায্যার্থ বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া শত্রুপক্ষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! সেই ঘোরতর রজনীতে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের যমরাষ্ট্রপ্রবর্দ্ধন ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! তখন মহাবল সুবলতনয় নকুলকে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক "তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই বদ্ধবৈর মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে নিহত করিবার মানসে

শরাসন আকর্ষণ করত নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর নকুল যেরূপ শরবর্ষণ করিলেন, শকুনিও স্বীয় শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সেইরূপ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় শরসমাচ্ছন্ন কলেবর হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকী ও শাল্মলী তরুদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাঁহাদিগের বর্ম্ম শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন ও কলেবর শোণিতাপ্লুত হওয়াতে তাঁহাদিগকে বিচিত্র কল্পবৃক্ষ ও বিকসিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা নেত্রদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক ক্রোধানলে পরস্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন, কুটিলভাবে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুবলনন্দন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্য বদনে সুশাণিত কর্ণিদ্বারা নকুলের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুল সেই সুবলতনয়-নিক্ষিপ্ত কর্ণি অস্ত্রে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া রথমধ্যে বিষণ্ণ ও মোহাবিষ্ট হইলেন। শকুনি সেই প্রবল শত্রু নকুলকে সেইরূপ অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাদ্রীতনয় নকুল সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিবৃতানন কৃতান্তের ন্যায় পুনরায় শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং রোষভরে তাঁহারে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া শত শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। তৎপরে তাঁহার সশর শরাসনের মুষ্টিদেশ দুই খণ্ডে ছেদন পূর্ব্বক সত্বরে ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে পীত বর্ণ একমাত্র নিশিত সায়কে তাঁহার উরুদ্বয় ভেদ করিয়া ব্যাধকর্ত্তৃক নিপাতিত সপক্ষ শ্যেনের ন্যায় তাঁহারে রথমধ্যে নিপাতিত করিলেন। তখন সুবলপুত্র নকুল-নিক্ষিপ্ত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া নায়ক যেরূপ কামিনীকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ ধ্বজযষ্টি অব-

লম্বন পূর্ব্বক রথমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন ও রথমধ্যে নিপতিত দর্শন করিয়া সেনামুখ হইতে অপসারিত করিল। তদ্দর্শনে সানুচর পাণ্ডবেরা পরমানন্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহাবীর নকুল এই প্রকারে শকুনিকে পরাভব করিয়া সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূত! তুমি এক্ষণে আমাকে দ্রোণসৈন্যাভিমুখে সমানীত কর। সারথি তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র আচার্য্যাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিল।

এ দিকে কৃপাচার্য্য মহাবল শিখণ্ডীরে দ্রোণাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের হিতৈষী কৃপাচার্য্য প্রথমতঃ পাঁচ শরে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিয়া পরে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে সুররাজ ও শম্বরাসুরের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ মহাবীর-দ্বয়ের সেইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা বর্ষাকালীন জলদ-পটলের ন্যায় শরবর্ষণ দ্বারা আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন ঐ সংগ্রাম অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। মহারাজ! সেই রজনী যোধগণের কালরাত্রির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কৃপাচার্য্যের চাপ ছেদন করিয়া শাণিত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাচার্য্য ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি রুক্মদণ্ড সরলাগ্রভাগ, কার্ম্মার পরিমার্জ্জিত এক ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সেই দ্রোণনিক্ষিপ্ত শক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত সায়ক সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিখণ্ডী

সেই আচার্য্য নিক্ষিপ্ত শর সমূহ দ্বারা অবসন্ন হইয়া রথমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য তাঁহাকে অবসন্ন দর্শন করিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ দ্রুপদপুত্রকে একান্ত অবসন্ন ও সমরে পরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া সাহায্যার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। তখন আপনার তনয়গণ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। পরে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রথিগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তুমুল শব্দ করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী ও গজারোহিগণ পরস্পর বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। ধাবমান পদাতিগণের পদশব্দে মেদিনী ভয়কম্পিত কামিনীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। যেরূপ বায়সগণ শলভ সমুদয় আক্রমণ করে, সেইরূপ দ্রুতগামী রথে সমারূঢ় রথিগণ রথিগণকে, মত্ত মাতঙ্গগণ মত্ত মাতঙ্গগণকে, ক্রুদ্ধ অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিগণকে ও পদাতিগণ পদাতিদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সেই রজনীতে সৈন্যগণের মহাবেগে গমন, পলায়ন ও প্রত্যাগমন নিবন্ধন সমরাঙ্গনে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। রথ, হস্তী ও অশ্বগণের উপরিস্থিত প্রদীপ সকল আকাশনিপতিত মহোল্কার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই তমসাচ্ছন্ন রজনী প্রদীপ প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া দিবসের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন জগদ্ব্যাপক গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রজ্বলিত দীপ সকল সংগ্রাম ক্ষেত্রের গাঢ় তিমির নিরাকৃত করিয়া ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও দিক্ সমুদয় আলোকময় করিল। সেই আলোক প্রভায় বীরগণের শস্ত্র, বর্ম্ম ও মণি সকলের প্রভা তিরোহিত হইল। হে মহারাজ! সেই ঘোর রাত্রি যুদ্ধে

যোদ্ধৃবর্গ আত্ম পর জ্ঞান বিমূঢ় হইতে লাগিলেন। তখন মোহ প্রযুক্ত পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, মিত্র মিত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ভাগিনেয় মাতুলকে এবং আত্মীয় ব্যক্তি-গণ আত্মীয় ব্যক্তিকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম মর্য্যাদাশূন্য ও ভীরুগণের ভয়জনক হইয়া উঠিল।

এক সপ্তত্যধিক শতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বারম্বার জ্যা আকর্ষণ করত আচার্য্যের সুবর্ণ বিভূষিত রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনার্থ উদ্যত দেখিয়া দ্রুপদপুত্রের সাহায্যার্থ তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রেরাও পরম যত্ন সহকারে আচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেই রজনীতে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ মিলিত হইলে, সাগরদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের বক্ষঃস্থলে পাঁচশর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য পঞ্চবিংশতি শরে দ্রুপদ তনয়কে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার দীপ্তিসম্পন্ন শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আচার্য্য শরাহত প্রবল প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বরে সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন করত আচার্য্যের বিনাশ বাসনায় অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক আচার্য্যের প্রতি এক জীবিতান্তকারী ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন।

সেই শর সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় সমুদয় সৈন্যগণকে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সেই ঘোরতর শর সন্দর্শন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক, বারম্বার এই কথা কহিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত সায়ক আচার্য্য সমীপে আসিতে না আসিতেই দ্বাদশ খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সূতনন্দন শরসমূহ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত সেই শর ছেদন করিয়া শাণিত শর-জাল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পাঁচ, দ্রোণ পাঁচ, শল্য নয়, দুঃশাসন তিন, দুর্য্যো-ধন বিংশতি ও শকুনি পাঁচ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে দ্রোণ রক্ষার্থী সাত মহারথীর শরে গাঢ় বিদ্ধ তাঁহাদের প্রত্যেককে তিন তিন শরে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও সকলে সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ করত তাঁ-হাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! তখন মহাবীর দ্রুমসেন সাতিশয় রোষপর-বশ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুমরাজের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ প্রাণবিনাশক তিন শর নিক্ষেপ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার সমুজ্জ্বল কুণ্ডলাঙ্কিত মস্তক ছেদন করিলেন। যেরূপ বায়ুদ্বারা আহত হইয়া পরিপক্ক তালফল ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ দ্রুমসেনের দংশিতাধর মুণ্ড ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনরায় ভীমসেনকে ও বীরগণকে শাণিত শরসমূহে নিপীড়িত করিয়া এক ভল্লে সমরবিশারদ কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সিংহ যেমন লাঙ্গুল ছেদন সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ স্বীয় চাপ ছেদন সহ্য

করিতে না পারিয়া রোষকষায়িত নয়নে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র অন্য শরাসন গ্রহণ ও শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন অন্য ছয় মহারথ কর্ণকে ক্রুদ্ধ অবলোকন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশ-বাসনায় তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবপক্ষীয় ছয় জন যোদ্ধার মধ্যে অবস্থিতি করিলে, যোধগণ তাঁহাকে কালকবলে নিপতিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্যার্থ শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ধাবমান হইলেন। কর্ণ রণদুর্ম্মদ যুযুধানকে আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি বীরগণের সমক্ষে কর্ণকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া "পলায়ন করিও না, ঐ স্থানে অবস্থিতি কর" এই বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলি এবং বাসব তুল্য পরাক্রমশালী সাত্যকি ও মহাবীর কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সাত্যকি রথনির্ঘোষে ক্ষত্রিয়গণকে ভীত করিয়া রাজীবলোচন রাধাতনয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণও শরাসন শব্দে মেদিনী বিকম্পিত করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিপাট, কর্ণি, নারাচ, বৎসদন্ত ও ক্ষুরপ্র প্রভৃতি শত শত অস্ত্র দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর যুযুধানও কর্ণের প্রতি শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের উভয়েরই যুদ্ধ সমভাব হইল। তখন আপনার তনয়গণ মহাবীর কর্ণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে নিশিত শরনিকর দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল সাত্যকি স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের ও কর্ণের অস্ত্র সকল নিরাকৃত করিয়া বৃষসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল

পরাক্রান্ত বৃষসেন সাত্যকির শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি নিপতিত হইলেন। মহারথ কর্ণ তদ্দর্শনে বৃষসেনকে বিনষ্ট বিবেচনা করত পুত্রশোকে কাতর হইয়া সাত্যকিকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারথ সাত্যকিও কর্ণশরে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ শরনিকরে সমাহত করিলেন। তৎপরে তিনি দশ শরে কর্ণকে ও পাঁচ শরে বৃষসেনকে আহত করত অচিরাৎ উভয়ের শরমুষ্টি ও কার্ম্মুকদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবলশালী কর্ণ ও বৃষসেন তৎক্ষণাৎ অন্য দুই ভীষণ শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করত চতুর্দ্দিক্ হইতে সুশাণিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! সেই বীরক্ষয়কর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, গাণ্ডীবের ভীষণ নিনাদ অনবরত শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সূতপুত্র কর্ণ সেই গাণ্ডীবনিনাদ ও রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন প্রধান প্রধান বীর ও কৌরবসৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া গাণ্ডীবধ্বনি করিতেছে। ধনঞ্জয়ের মেঘগর্জ্জন সদৃশ রথনির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইতেছে। অতএব বোধ হয় যে, ধনঞ্জয় স্বীয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখুন, কৌরবসেনাগণ অর্জ্জুনশরে বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে; উহারা কোনমতেই এক স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। বায়ু যেরূপ মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় শরনিকর দ্বারা উহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। অধিক কি, এক্ষণে উহারা ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া মহাসাগরে নিপতিত ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় বিদীর্ণ হইতেছে। হে রাজশার্দ্দূল!

ঐ দেখুন, যোধগণ গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত শরসমূহে নিপতিত এবং কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে; উহাদিগের কোলাহল এবং ধনঞ্জয়ের রথসমীপে গগনমণ্ডলে মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় দুন্দুভিনির্ঘোষ, হাহাকার শব্দ ও অনবরত সিংহনাদ শ্রুত হইতেছে। ঐ দেখুন, মহাবীর সাত্যকি আমা-দিগের মধ্যগত হইয়াছে; আর পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও আপনার ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পরি-বেষ্টিত হইয়াছে। এ সময় যদি আমরা সাত্যকি ও ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে সংহার করিতে পারি, তাহা হইলে, আমাদিগের জয় লাভ হইবে। অতএব হে নরপতে! আমরা সকলে মিলিত হইয়া সুভদ্রাতনয় অভিমন্যুকে যেরূপে বিনাশ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ ঐ দুই বীরকে সংহার করা আমা-দিগের কর্ত্তব্য। ঐ দেখুন, সব্যসাচী সাত্যকিকে বহু-সংখ্যক কুরুবীরগণের সহিত সমরে সমাসক্ত অবগত হইয়া দ্রোণসৈন্যাভিমুখে আগমন করিতেছে। অতএব আপনি সাত্যকি সমীপে বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান রথি ও সংসপ্তক-গণকে প্রেরণ করুন। সাত্যকি বহুসংখ্যক রথিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে আর অবগত হইতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে বীরগণ সাত্যকির বিনাশ সাধনার্থ নিরন্তর শরজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হউন।

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণের মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া শকুনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাতুল! তুমি দশ সহস্র মাতঙ্গ ও দশ সহস্র রথে পরিবে-ষ্টিত হইয়া পার্থ সমীপে গমন কর। দুঃশাসন, দুর্ব্বিষহ, সুবাহু ও দুর্ম্মর্ষণ ইহাঁরা অসংখ্য পদাতি সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া তোমার অনুগমন করিবেন। তুমি এক্ষণে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও ভীমসেনকে সংহার কর। দেখ

দেবতাদিগের জয়াশা যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ আমারও জয়াশা তোমার উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব পূর্ব্বে মহাবীর কার্ত্তিকেয় যেরূপ অসুরসেনা বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও এক্ষণে পাণ্ডবগণকে নিহত কর।

মহারাজ! সুবলতনয় শকুনি কুরুপতি দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে তাঁহার হিতসাধনার্থ অসংখ্য সৈন্য ও আপনার পুত্রগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডব সংহারার্থ যাত্রা করিলেন। মহারাজ! এইরূপে সুবলনন্দন শকুনি পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলে, উভয় পক্ষে অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ বহু সংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া নিরন্তর শর সমূহ বর্ষণ করত সাত্যকির প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। আপনার পক্ষ অন্যান্য বীরগণও সকলে মিলিত হইয়া যুযুধানের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার ও পাঞ্চালদিগের সহিত অতি ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে নরনাথ! অনন্তর কৌরবপক্ষীয় যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরগণ ক্রোধপরবশ হইয়া দ্রুতবেগে সত্যবিক্রম সাত্যকির অভিমুখে গমন পূর্ব্বক স্বর্ণরত্নবিভূষিত রথ, অশ্বতর ও মাতঙ্গসমূহ দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার সংহারার্থ অসংখ্য শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মধুকুলসম্ভূত, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য,

যুদ্ধদুর্ম্মদ, পরবীরহা সাত্যকি সেই সকল বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া অসংখ্য শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব উগ্রতর শরনিকর দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক এবং ক্ষুরপ্রদ্বারা মাতঙ্গগণের শুণ্ড, অশ্বসমূহের গ্রীবা ও বীরগণের কেয়ূরবিভূষিত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে সেই সমরভূমি ইতস্ততঃ নিপতিত চামর ও শুভ্রবর্ণ ছত্রসকল দ্বারা নক্ষত্রমালাবিরাজিত নভোমণ্ডলেয় ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকির সৈন্য সংহারকালে, এরূপ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল যে, তাহাতে বোধ হইল যেন, প্রেতগণ রোদন করিতেছে। ঐ শব্দে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ হইলে, সেই যামিনীও নিষ্ঠুর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রাণীর ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

মহারাজ! সেই রাত্রিকালে, আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন যুযুধানের শরনিকরে সৈন্যগণকে উন্মূলিত নিরীক্ষণ ও লোমহর্ষকর বিপুল শব্দশ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সূত! যে স্থানে ঐ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতেছে, তথায় অবিলম্বে অশ্ব চালন কর। সারথি তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র যুযুধানের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সমরে অপরিশ্রান্ত, চিত্রযোধী, দৃঢ়ধন্বা, কুরুপতি দুর্য্যোধন সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলে, মহাবলশালী যুযুধান শোণিতলোলুপ সুতীক্ষ্ণ দ্বাদশ শর আকর্ণ আকর্ষণ করত তাঁহার উপর পরিত্যাগ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন অগ্রে শিনিপুত্রের শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া রোষভরে তাঁহাকে দশ বাণ দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সেই সময় পাঞ্চালদিগের সহিত কৌরবদিগের অতি নিদারুণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবল সাত্যকি রোষপরবশ হইয়া অশীতি সংখ্যক শর দ্বারা আপনার মহারথ পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের হৃদয়

বিদ্ধ করিলেন এবং অসংখ্য শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার অশ্বগণকে যমালয়ে প্রেরণ করত সারথিকে রথনীড় হইতে ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। মহাবাহু রাজা দুর্য্যোধন অশ্ববিহীন রথে অবস্থান পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে সুতীক্ষ্ণ পঞ্চাশৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি লঘু-হস্ততা বশতঃ দুর্য্যোধননিক্ষিপ্ত সেই সকল শর নিবারণ করিলেন এবং এক ভল্লাস্ত্রদ্বারা তাঁহার শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ছিন্নধন্বা ও রথভ্রষ্ট হইয়া অবিলম্বে কৃতবর্ম্মার ভাস্বর রথে আরোহণ করিলেন। হে প্রজানাথ! এইরূপে আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সমরে পরাঙ্মুখ হইলে, মহাবীর সাত্যকি বিশিখজাল বিস্তার পূর্ব্বক অস্মৎপক্ষীয় সেনাগণকে বিদারিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব ও রথদ্বারা অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করত তাঁহার উপর অনবরত নানাবিধ শস্ত্রবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয়-গণ কালপ্রেরিত হইয়া দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করত অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধান্বিত হইয়া শকুনিকে সমরে পরাঙ্মুখ করিবার নিমিত্ত সেই সহস্র সহস্র রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সুবলতনয় শকুনি ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া বিংশতি সায়কে শত্রুনিপাতন ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করত শত শত শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার কপিধ্বজ রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন সব্যসাচী বিংশতি শরে শকুনিকে ও তিন তিন শরে অপরাপর মহাধনুর্দ্ধরদিগকে বিদ্ধ করিয়া শত্রু-নিক্ষিপ্ত শরজাল নিরাকৃত করত বজ্রবেগগামী শরনিকর দ্বারা আপনার পক্ষীয় যোধগণকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তৎকালে ধরাতল যোদ্ধৃবর্গের

সহস্র সহস্র ছিন্ন বাহু ও কলেবর দ্বারা পুষ্পসমূহে সমাবৃত এবং কিরীটকুণ্ডলযুক্ত, নিষ্ক চূড়ামণিমণ্ডিত, উদ্বৃত্ত চক্ষু ও দংশিতাধর মস্তক সমূহ দ্বারা চম্পক-বিন্যস্ত শৈল সকলে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় এইরূপ ভীষণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে শকুনিকে বিদ্ধ করত তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহার পুত্র উলূকের গাত্রে বিদারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ দ্বারা বসুধা পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শকুনির কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর শকুনি এইরূপে পার্থশরে হতাশ্ব হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উলূকের রথে আরোহণ করিলেন। হে প্রজানাথ! জলধরযুগল যেরূপ শৈলপৃষ্ঠে জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এক রথারূঢ় পিতাপুত্র শকুনি ও উলূক অর্জ্জুনের প্রতি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। জলদজাল যেরূপ প্রচণ্ড বায়ুপ্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়; তদ্রূপ আপনার সৈন্যগণ অর্জ্জুনশরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেই প্রগাঢ় অন্ধকার সময়ে অনেক যোদ্ধা স্ব স্ব অশ্ব পরিত্যাগ এবং অনেকে স্বয়ং অশ্বসঞ্চালন পূর্ব্বক ভয়ার্দ্দিত হইয়া যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। হে ভারত! মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন এই প্রকারে আপনার যোধগণকে পরাজিত করিয়া পরমানন্দে শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন শরে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করত অবিলম্বে এক নিশিত বাণদ্বারা তাঁহার কার্ম্মুকের গুণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দনকারী মহাবীর দ্রোণ অতি শীঘ্র সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক ভারসহ

বৃহৎ শরাসন গ্রহণ করিয়া সাত শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচ শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্ট-দ্যুম্ন শরবৃষ্টি দ্বারা মুহূর্ত্তকালমধ্যে দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অসুরসেনা সংহার করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ কৌরবসেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই রূপে আপনার পুত্রের সেনাগণ নিহত হইলে, উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে বৈতরণী সদৃশ ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। উহার তরঙ্গে সহস্র সহস্র নর, অশ্ব ও হস্তী সকল ভাসমান হইতে লাগিল।

মহাতেজা ধৃষ্টদ্যুম্ন এই প্রকারে সেই কৌরবসেনা বিদা-রণপূর্ব্বক দেবগণপরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় সুশোভিত হইয়া শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণও কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র নরপতিকে নিহত করিয়া জয়লাভ করত রাজা দুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ ও অশ্ব-ত্থামার সাক্ষাতে বারম্বার সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

মহারাজ! অনন্তর আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পাণ্ডবদিগের শরসমূহে নিহত ও পলায়মান অব-লোকন করিয়া কর্ণ ও দ্রোণের নিকট সহসা গমন পূর্ব্বক বাক্‌পটুতা প্রকাশ করত ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আপনারা সব্যসাচী কর্ত্তৃক জয়দ্রথকে নিহত অব-

লোকন করত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডবসৈন্যগণ কর্ত্তৃক অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া, শত্রুবিনাশে সমর্থ হইয়াও অশক্তের ন্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি আমাকে পরিত্যাগ করিবারই আপনাদিগের ইচ্ছা ছিল, তবে পূর্ব্বে 'আমরা পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিব' এইরূপ বলা সমুচিত হয় নাই। কেন না, আপনাদিগের তাদৃশ অভিপ্রায় জানিতে পারিলে, আমি তাহাদিগের সহিত কখনই ঈদৃশ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করিতাম না। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আমি আপনাদিগের পরিত্যজ্য হই, তাহা হইলে, আপনারা অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ রাজা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে দণ্ডবিঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে পাণ্ডবপক্ষীয় সাত্যকিপ্রমুখ বীরগণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণও স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেই মহাবীরদ্বয়ের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা দ্রোণাচার্য্য রোষাবিষ্ট হইয়া সত্বরে দশ বাণদ্বারা শিনিপুঙ্গব সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ দশ, রাজা দুর্য্যোধন সাত, বৃষসেন দশ ও শকুনি সাত শরে যুযুধানকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সোমকগণ দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডবদিগের সৈন্য বিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার প্রতি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন মহাতেজস্বী দ্রোণ ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া, দিবাকর যেরূপ স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার পূর্ব্বক তমোরাশি বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ শরজাল নিক্ষেপ করত ক্ষত্রিয়গণের প্রাণ হরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া

তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ মাতুল, কেহ কেহ ভাগিনেয়, কেহ কেহ বয়স্য, এবং কেহ কেহ বা সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন রক্ষার্থ পলায়ন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বিমোহিত হইয়া দ্রোণাভিমুখেই ধাবিত হইলেন। ঐ সংগ্রামে পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য যমরাজসদনে গমন করিল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ দ্রোণশরে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া প্রদীপ সকল পরিত্যাগ করত পাণ্ডবগণ, বাসুদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধাবমান হইল। তৎকালে পাণ্ডবসেনাগণ প্রদীপ পরিত্যাগ করিলে, দিঙ্মণ্ডল প্রগাঢ় তিমিরাবৃত হওয়াতে কেহ কিছুই দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইল না। কেবল কৌরবগণের দীপালোকে পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণের পলায়ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময় দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ পাণ্ডবসৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শরসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে রাজন্! পাঞ্চালগণ এইরূপে বিনষ্ট ও পলায়নপর হইলে, মহামতি বাসুদেব সাতিশয় বিমনায়মান হইয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পার্থ! মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চালসৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া আচার্য্য দ্রোণ ও কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের সৈন্যগণ আচার্য্যের শরজালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে; কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। অতএব আইস, আমরা যত্নসহকারে উহাদিগকে নিবারণ করিতে তৎপর হই। তখন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় পলায়নে প্রবৃত্ত সৈন্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে যোধগণ! তোমরা ভীতচিত্তে পলায়ন করিও না, তোমরা

ভয় পরিত্যাগ কর। এই আমরা সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া দ্রোণ ও কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়াছি।

হে রাজন্! ঐ সময় বাসুদেব ভীমসেনকে আগমন করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনের হর্ষোৎপাদনার্থ পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে সখে! ঐ দেখ, সমরশ্লাঘী মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে সোমক ও পাণ্ডবগণের সহিত সমবেত হইয়া বেগসহকারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে আগমন করিতেছেন। অতএব তুমি স্বপক্ষীয় পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ ও বৃকোদরের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সংহার কর। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় মহাত্মা মাধবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত দ্রোণ ও কর্ণের সম্মুখে উপনীত হইলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত দ্রোণ ও কর্ণের সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিল। তৎকালে চন্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগরদ্বয়ের ন্যায় সমুত্তেজিত উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের সেই নিশাকালে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ উন্মত্তের ন্যায় প্রদীপ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্তচিত্তে পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে ধূলিপটল ও অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে, জয়ৈষিগণ স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে রাজন্! স্বয়ম্বরস্থলে যেরূপ নরপতিগণের নাম ও গোত্রাদি শ্রুত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সমরাঙ্গনে সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহীপালগণের নাম শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। হে ভূপতে! ঐ সময় রণস্থল কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দ হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সৈন্যগণ ক্রোধভরে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, তখন কি পরাজিত, কি বিজয়ী, উভয়পক্ষীয় সৈন্য-

গণই পুনর্ব্বার তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল। হে রাজন্! তখন যে যে স্থলে প্রদীপালোক লক্ষিত হইতে লাগিল, বীরগণ পতঙ্গের ন্যায় সেই সেই স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে পাণ্ডব ও কৌরবগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, সেই বিভাবরী ক্রমে ক্রমে অতি গভীর মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর শত্রুনিসূদন কর্ণ রণস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে মর্ম্মভেদী দশ বাণ পরিত্যাগ করিলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে থাক্ থাক্ বলিয়া পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে ঐ মহাবীরদ্বয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর কর্ণ সমরাঙ্গনে পাঞ্চালপ্রধান ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ও অশ্বচতুষ্টয়কে বিনষ্ট করিয়া নিশিত শরসমূহে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্ব, সারথি ও শরাসন শূন্য হইয়া গদাগ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে কর্ণের সমীপে গমন করত তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। অনন্তর তিনি বেগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ধনঞ্জয়ের রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় কর্ণ সমীপে গমনোদ্যত হইলে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সিংহনাদ, ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! তখন মহারথ পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরাজিত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করত জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণের অভিমুখে মহাবেগে গমন করিলেন। ঐ সময় কর্ণের সারথি তাঁহার শঙ্খসবর্ণ, সিন্ধুদেশীয় দ্রুতগামী অশ্বগণকে রথে সংযোজিত করিল। তখন জলধর যেরূপ শৈলোপরি জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, লব্ধলক্ষ্য মহারথ রাধানন্দন সেইরূপ পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণের প্রতি আয়ত শরজাল পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঞ্চালসৈন্যগণ কর্ণের শরনিকরে সাতিশয় বিমর্দ্দিত হইয়া কেশরী কর্তৃক বিমর্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় ভীতচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। এবং অনেকে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবাহু কর্ণ ধাবমান হস্ত্যারোহী ও পদাতিগণের প্রতি ক্ষুরপ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া কাহারও বাহু, কাহারও ঊরু, কাহারও বা কুণ্ডলপরিশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। ঐ সময় অন্যান্য মহাবীরগণ স্ব স্ব কলেবর ও বাহন সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন হইলেও কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন না। পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ এই রূপে নিতান্ত বিমনায়মান হইতে লাগিল। তখন তৃণ স্পন্দনেও তাহাদিগের মনে কর্ণভ্রম উপস্থিত হইল। তাহারা স্বপক্ষীয় যোধগণকেও কর্ণবোধ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ চারিদিকে শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যোধগণ কর্ণ ও আচার্য্য দ্রোণের শর প্রহারে অচেতনপ্রায় হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কেহই সমরাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না।

হে রাজন্! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যদিগকে

বিদ্রাবিত অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবার বাসনায় ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ এই ভয়ঙ্কর নিশাকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। তোমার আত্মীয়গণ কর্ণশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অনাথের ন্যায় আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে। সূতনন্দন যে, কখন শর সন্ধান এবং কখনই বা শর পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যদিগকে ব্যাকুলিত করিতেছে, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অতএব হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে সময়োচিত কার্য্য অবধারণ করিয়া যাহাতে কর্ণের বধসাধন হয়, তাঁহা সম্পাদন কর।

হে রাজন্! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির এইরূপে কহিলে, মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে কহিলেন, হে হৃষীকেশ! আজি ধর্ম্মরাজ সূতনন্দনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় ভীত হইয়াছেন। দেখ, কৌরবসৈন্যগণ বারম্বার আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি সত্বরে সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমাদিগের সৈন্যগণ আচার্য্যের শরসমূহে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে; কেহই সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। মহাবাহু কর্ণও শাণিত শরনিকরে প্রধান প্রধান রথিগণকে বিদ্রাবিত করিয়া নির্ভয়ে সমরস্থলে বিচরণ করিতেছে। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! উরগ যেরূপ কাহারও পাদস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, আমিও সেইরূপ এই রণস্থলে সূতনন্দনের বিক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব হে বাসুদেব! তুমি সত্বরে কর্ণের সন্নিধানে রথ সঞ্চালন কর। আজি আমি হয়, উহাকে সংহার করিব, না হয়, ঐ দুরাত্মাই আমাকে বিনাশ করিবে।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি অলৌকিক পরাক্রমশালী কর্ণকে দেবরাজের ন্যায় রণস্থলে পর্য্যটন করিতে

অবলোকন করিতেছি। তুমি ও ঘটোৎকচ ব্যতীত আর কেহই উহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু এক্ষণে কর্ণের নিকট তোমার গমন করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। সূতনন্দন তোমার সংহারার্থই দেদীপ্যমান মহোল্কা সদৃশ বাসব প্রদত্ত ভীষণ শক্তি অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া ঘোর রূপে রণস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। অতএব তোমাদের সর্ব্বদা অনুগত ও হিতাভিলাষী মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণের অভিমুখে গমন করুক। ঐ দেব সদৃশ বিক্রমশালী রাক্ষস মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং দিব্য, আসুর ও রাক্ষস অস্ত্রে উহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। এতএব ঘটোৎকচ নিশ্চয়ই কর্ণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে।

হে রাজন্! কমললোচনধনঞ্জয় হৃষীকেশের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে আহ্বান করিলেন। বিচিত্র কবচ পরিমণ্ডিত ভীমনন্দন ধনঞ্জয়ের আহ্বান শ্রবণমাত্র খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ও কেশবকে অভিবাদন পূর্ব্বক গর্ব্বিত বাক্যে কহিল, হে মহাত্মন্! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি; অনুমতি করুন, আমাকে কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তখন হৃষীকেশ হাস্য বদনে সেই সমুজ্জ্বললোচন, জলধর সন্নিভ ভীমনন্দনকে কহিলেন, হে ঘটোৎকচ! আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এক্ষণে এই সংগ্রামে তোমারই পরাক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময় সমাগত হইয়াছে। তুমি ভিন্ন অন্য কেহই পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি রাক্ষসী মায়া ও বহুবিধ অস্ত্র পরিজ্ঞাত আছ; অতএব তুমি সংগ্রামসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবদিগের প্লবস্বরূপ হও। ঐ দেখ, পাণ্ডবসৈন্যগণ গোপালতাড়িত গোসমূহের

ন্যায় কর্ণশরে বিদ্রাবিত হইতেছে। মহাপ্রতাপশালী সূতনন্দন কর্ণ পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিতেছে। দৃঢ় বিক্রম ধনুর্দ্ধর যোধগণ অসংখ্য শর বর্ষণ করিয়াও কর্ণের শরপ্রভাবে রণস্থলে অবস্থান করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছে। এই ঘোর নিশীথসময়ে পাঞ্চালগণ কর্ণশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় ভীতচিত্তে পলায়ন করিতেছে। হে ভীমপরাক্রম ভীমনন্দন! এক্ষণে তুমি ভিন্ন কর্ণকে নিবারণ করিতে আর কেহই সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং আপনার তেজস্বিতা ও অস্ত্রবলের অনুরূপ কার্য্য কর। হে হিড়ম্বানন্দন! মনুষ্যগণ পুত্র দ্বারা বন্ধু বান্ধবগণের সহিত ইহলোকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ ও পরলোকে পরম গতি লাভের নিমিত্তই পুত্র কামনা করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এক্ষণে দুঃখার্ণবে নিপতিত পিতৃবান্ধবদিগের উদ্ধার সাধন কর। হে ভীমতনয়! তুমি সমরে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার অস্ত্রের প্রভাব অতি ভীষণ ও মায়া অতি দুস্তর হইয়া উঠে। তোমার তুল্য সমরবিশারদ আর কেহই নাই। অতএব তুমি এই রজনীতে কর্ণের সায়কে ছিন্ন ভিন্ন পাণ্ডবসৈন্যদিগকে উদ্ধার কর। হে রাক্ষসেন্দ্র! নিশাচরগণ রাত্রিকালে অমিত পরাক্রমশালী, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও রণবিশারদ হইয়া উঠে। অতএব তুমি এই ঘোর নিশাকালে মায়াবলে ধনুর্দ্ধর কর্ণকে সংহার কর। পার্থগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে সংহার করিবেন।

হে রাজন্! অনন্তর বাসুদেবের বাক্যাবসানে মহাবীর ধনঞ্জয় ঘটোৎকচকে কহিলেন, বৎস! সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে তুমি, মহারথ সাত্যকি ও মহাবাহু ভীমসেন আমার মতে তোমরা তিন জনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক্ষণে তুমি এই রজ-

নীতে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠ রক্ষক হইবেন। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন মহাবীর কার্ত্তিকেয়ের সহিত সমবেত হইয়া তারকাসুরের বধসাধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি আজি মহাবীর সাত্যকির সহিত সমবেত হইয়া কর্ণের বধ সাধন কর।

রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অর্জ্জুনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে মহাত্মন্! কি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অন্যান্য অস্ত্র-বিদগ্রগণ্য ক্ষত্রিয়গণ আমি সংগ্রামে সকলকেই পরাজয় করিতে পারি। আমি আজি সূতপুত্রের সহিত এরূপ সংগ্রাম করিব যে, যাবৎ পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ লোকে আমার এই সংগ্রাম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবে। অদ্য কি শূর, কি শঙ্কিত, কি বদ্ধাঞ্জলি বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিব না। প্রত্যুত রাক্ষস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সকলকেই সংহার করিব।

হে রাজন্! শত্রুনিপাতন মহাবাহু হিড়িম্বাতনয় এই বলিয়া আপনার সৈন্যগণের অন্তঃকরণে ভয়োৎপাদন করত কর্ণের সহিত সংগ্রামার্থ ধাবমান হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর সূতনন্দন কর্ণ সেই দীপ্তাস্য ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে আপতিত নিশাচরকে হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। হে রাজশার্দ্দূল! তখন মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন ঘটোৎকচকে সূতপুত্রের জিঘাংসায় দ্রুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতা দুঃশাসনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ কর্ণের বেগ ও পরাক্রম অবলোকন করিয়া উহার প্রতি ধাবমান হইতেছে; অতএব মহাবল পরাক্রমশালী সূর্য্যপুত্র কর্ণ যে স্থানে ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক যত্নসহকারে তাঁহাকে রক্ষা কর। ঐ ভয়ঙ্কর নিশাচর যেন অনবধানতা বশতঃ কর্ণকে বিনাশ করিতে না পারে। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে এইরূপ আদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবলশালী জটাসুরপুত্র অলম্বুষ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল, হে রাজন্! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা করুন; আমি আপনার বিপক্ষ সমরদুর্ম্মদ পাণ্ডবগণকে অনুচরবর্গের সহিত সংহার করিতে অভিলাষ করি। পূর্ব্বে নীচপ্রকৃতি পাণ্ডবগণ আমার পিতা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ জটাসুরকে নিপাতিত করিয়াছে; অতএব অদ্য আমি আপনার আজ্ঞানুসারে অরাতিগণের রুধির ও মাংস দ্বারা তাঁহার পূজা করত তাঁহার ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করি।

হে মহারাজ! কুরুপতি দুর্য্যোধন বারম্বার সেই রাক্ষস প্রধান জটাসুরপুত্রের বাক্য শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণের সহায্যে অনায়াসে পাণ্ডবদিগের বিনাশ সাধনে সমর্থ

হইব। এক্ষণে তোমাকে অনুমতি করিতেছি যে, তুমি সত্বর ঐ ক্রূরকর্ম্মা মানুষসম্ভূত নিশাচর ঘটোৎকচকে সংহার কর। ঐ পাণ্ডবগণের পরম হিতৈষী দুরাত্মা নিশাচর গগনমার্গে অবস্থান করত আমাদিগের হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চূর্ণ করিতেছে। অতএব উহাকে অচিরাৎ শমন সদনে প্রেরণ কর।

অনন্তর ভীষণমূর্ত্তি জটাসুরতনয় রাজা দুর্য্যোধনের বাক্যে সম্মত হইয়া ভীমতনয় ঘটোৎকচকে আহ্বান পূর্ব্বক তাহার উপর অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমতনয় একাকী প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ অলম্বল, কর্ণ ও বহুসংখ্যক কুরুসৈন্যগণকে প্রমথিত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত অলম্বল ঘটোৎকচের মায়াবল নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে নানা লক্ষণ সমাক্রান্ত শর সমূহে বিদ্ধ করত পাণ্ডববাহিনী বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডববাহিনী পবন সঞ্চালিত মেঘজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। এ দিকে আপনার সৈন্যগণও মহাবীর ঘটোৎকচের শর সমূহে ক্ষতবিক্ষতগাত্র হইয়া প্রদীপ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অন্ধকারেই পলায়ন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অলম্বল রোষপরবশ হইয়া, কুঞ্জরকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ করে, তদ্রূপ ঘটোৎকচকে শর সমূহে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অলম্বলের রথ, সারথি ও সমস্ত আয়ুধ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এবং তৎপরে অট্ট অট্ট হাস্য করত মেঘের শৈলোপরি বারি বর্ষণের ন্যায় অলম্বল ও কৌরবদিগের উপর শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে রাজন্! আপনার চতুরঙ্গিণী সেনা হিড়িম্বাসুতের শর সমূহে নিপীড়িত ও একান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। রথ ও সারথিবিহীন জটা-

সুরনন্দন তদ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের উপর দৃঢ়তর মুষ্টি প্রহার করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ সেই জটা-সুরতনয়ের মুষ্টি প্রহারে সমাহত হইয়া, ভূমিকম্পকালে বৃক্ষ, তৃণ ও গুল্ম সমবেত পর্ব্বত যেরূপ কম্পিত হয়, তদ্রূপ সমরে বিচলিত হইল এবং শত্রুবিনাশক্ষম অর্গল সদৃশ বাহু সমুদ্যত করত তাহার উপর মুষ্টি প্রহার করিল। তৎপরে ভুজযুগল দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবলশালী অলম্বল ঘটোৎকচের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করত গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহার প্রতি ধাবিত হইল এবং ঘটোৎ-কচকে উৎক্ষেপণ ও অধঃক্ষেপণ পূর্ব্বক মহীতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে ঐ বৃহৎকায় মহাবীর-দ্বয়ের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

অনন্তর তাহারা মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে অতিশয়িত করিয়া ইন্দ্র ও বলির ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঐ মহাবলশালী বীরদ্বয় পরস্পর জিঘাংসাপরবশ হইয়া কখন অগ্নি ও সাগর, কখন গরুড় ও তক্ষক, কখন মহা-মেঘ ও প্রবল বায়ু, কখন বজ্র ও ভূচর, কখন হস্তী ও শার্দ্দূল এবং কখন বা রাহু ও সূর্য্যের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নানাবিধ মায়া প্রদর্শন করিল। তাহারা পরস্পরের প্রতি গদা, পরিঘ, প্রাস, মুদ্গর, পট্টিশ ও গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করত অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং কখন রথারোহণে ও কখন বা পাদচারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর অশ্ব ও গদা প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর মহাবলশালী ঘটোৎ-কচ অলম্বলের বিনাশ বাসনায় উৎপতিত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তাহার উপর নিপতিত হইল এবং তাহারে গ্রহণ করিয়া উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তখন

সেই ভীষণমূর্ত্তি অলম্বল ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে অমিতপরাক্রম ঘটোৎকচ অদ্ভুতাকার খড়্গ সমুদ্যত করিয়া তাহার বিকৃতদর্শন অতি ভয়াবহ মস্তক ছেদন করত ময়দানবনিপাতন মধুসূদনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ এইরূপে অলম্বলের বধ সাধন করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার সেই মস্তক লইয়া দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিল এবং গর্ব্বিতভাবে সেই বিকৃত মস্তক তাঁহার রথে নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রাবৃট্‌কালীন পর্জ্জন্যের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া কহিল, হে দুর্য্যোধন! তুমি এইমাত্র যাহার বল বিক্রম অবলোকন করিতেছিলে; এই ত আমি তোমার সেই বন্ধুকে সংহার করিলাম। এইরূপে কর্ণকে এবং তোমাকেও যমভবনে প্রেরণ করিব। আমি যতক্ষণ কর্ণকে বিনাশ না করিতেছি, ততক্ষণ তুমি হৃষ্টচিত্তে অবস্থান কর। মহারাজ! রাক্ষসপ্রবীর ঘটোৎকচ এই কথা বলিয়াই কর্ণাভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকোপরি শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের সর্ব্বলোকভয়াবহ অতি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই নিশীথসময়ে সূর্য্যানন্দন কর্ণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচের কি প্রকার সংগ্রাম হইল? আর সেই ঘোররূপ নিশাচরের মূর্ত্তি, রথ, অশ্ব ও

অস্ত্র সকল কি রূপ ছিল? তাহার শরাসন, রথধ্বজ, অশ্বগণের দৈর্ঘ ও পরিসরের প্রমাণ কি রূপ? এবং তাহার বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণই বা কি রূপ ছিল? হে সঞ্জয়! তুমি এই সমস্তই পরিজ্ঞাত আছ, এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাক্ষস ঘটোৎকচ লোহিতাক্ষ, মহাকায়, মহভুজ, মহাশীর্ষ, শঙ্কুকর্ণ, নির্ণতোদর, নীলকলেবর ও বিকৃতাকার। উহার মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ, শ্মশ্রুজাল হরিদ্বর্ণ, হনুদ্বয় সুপ্রশস্ত, রোমরাজি ঊর্দ্ধমুখ, আস্যদেশ আকর্ণ বিদারিত, দন্তাবলি সুতীক্ষ্ণ, জিহ্বা ও ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ এবং দীর্ঘ, ভ্রূযুগল আয়ত, নাসিকা স্থূল, গ্রীবাদেশ লোহিত বর্ণ, শরীর শৈলপ্রমাণ, কেশকলাপ বিকটাকারে উদ্বদ্ধ, কটিদেশ স্থূল, নাভি গূঢ়, এবং ললাটপ্রান্ত শিখাকলাপে মণ্ডিত। সেই মহামায়াবিশারদ নিশাচর ভুজদণ্ডে কটক ও অঙ্গদ, পর্ব্বত-সদৃশ উরঃস্থলে অনলতুল্য নিষ্ক, শিরোদেশে হেমময় তোরণপ্রতিম বিচিত্র শুভ্র কিরীট, কর্ণে নবোদিত সূর্য্যপ্রভ কুণ্ডলযুগল, গলদেশে স্বর্ণময়ী মালা এবং গাত্রে কাংস্যময় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক কিঙ্কিণীজালনিনাদিত, রক্তবর্ণ ধ্বজপট মণ্ডিত, ঋক্ষচর্ম্ম পরিবেষ্টিত, নানাবিধ অস্ত্র পরিপূর্ণ, অষ্টচক্র সংযুক্ত, মেঘ গম্ভীরনিস্বন, চারি শত হস্ত পরিমিত এক মহারথে আরোহণ করিলেন। মত্তমাতঙ্গ বিক্রম, লোহিতলোচন, নানা বর্ণ, জিতক্লম, বিপুল জটাজাল সুশোভিত, মহাবল, কামচারী অশ্বগণ বারম্বার হ্রেষারব পরিত্যাগ করিতে করিতে মহাবেগে তাহাকে বহন করিতে আরম্ভ করিল। বিরূপাক্ষ, প্রদীপ্তাস্য, ভাস্বরকুণ্ডল এক রাক্ষস সূর্য্যরশ্মিসন্নিভ রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ ঐ সারথির সহিত মিলিত হইয়া অরুণসারথি দিবা-

করের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। প্রকাণ্ড অভ্র খণ্ড সংযুক্ত, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত সদৃশ তদীয় রথের উপর সমুচ্ছ্রিত, রক্ত-মস্তক ও ভীষণ-মূর্ত্তি গৃধ্র বিরাজিত, গগনস্পর্শী ধ্বজদণ্ড শোভা পাইতে লাগিল।

হে রাজন্! অনন্তর রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ দ্বাদশ অরত্নি বিস্তৃত, চারি শত হস্ত দীর্ঘ, সুদৃঢ় জ্যাযুক্ত ইন্দ্রাশনি-সম-নির্ঘোষ শরাসন আকর্ষণ ও রথাক্ষ পরিমিত শর সমূহ দ্বারা চারি দিক্ সমাচ্ছাদিত করিতে করিতে সেই বীরক্ষয়কর রাত্রিকালে মহাবীর কর্ণের প্রতি ধাবিত হইল। তাহার বজ্রসমনির্ঘোষ কার্ম্মুকধ্বনি সৈন্যগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ভীত ও কম্পিত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই বিরূপাক্ষ ভীষণমূর্ত্তি নিশাচরকে আগমন করিতে দেখিয়া গর্ব্বসহকারে তাহার নিবারণে প্রবৃত্ত হই-লেন। কুঞ্জর যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী কুঞ্জরের প্রতি গমন করে এবং যূথপতি বৃষভ যেমন অন্য বৃষভের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ তিনি শরবর্ষণ করিতে করিতে তাহার নিকট গমন করিলেন। হে প্রজানাথ! তখন ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই মহাবীরদ্বয় ভীমনির্ঘোষ কার্ম্মুকদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক শর-সমূহ দ্বারা পরস্পরের গাত্র ক্ষত বিক্ষত করত পরস্পরকে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন এবং আকর্ণাকৃষ্ট শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরের কাংস্যময় কবচ ভেদ করিয়া পর-স্পরকে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন শার্দ্দূলদ্বয় নখ দ্বারা ও হস্তিদ্বয় দশন দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা রথ, শক্তি ও শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! এইরূপে সেই মহাবীর-দ্বয় কখন পরস্পরের গাত্রচ্ছেদন, কখন শর সন্ধান ও কখন

ম্বা পরস্পরকে শরানলে দগ্ধ করত জনগণের দুষ্প্রেক্ষণীয় হইয়া উঠিলেন। এমন কি, তাঁহারা তৎকালে শরজালে ক্ষত বিক্ষত ও শোণিত-পরিপ্লুত কলেবর হইয়া গৈরিক-ধাতুধারা-স্রাবী অচলদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! তখন ঐ বীরদ্বয় শরনিকরদ্বারা পরম যত্নপর হইয়া পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই পরস্পরকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। মহারাজ! এইরূপে সেই যামিনী-যোগে ঐ মহাবীরদ্বয় জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন। যুদ্ধস্থলস্থিত সকল ব্যক্তিই মহাবীর ঘটোৎকচের শরাসন-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইল। মহারাজ! যখন মহাবল পরাক্রান্ত সূর্য্যতনয় কর্ণ ঐ নিশাচরকে কোনক্রমেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং তখন দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভাব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে রাক্ষসী মায়া পরিগ্রহ করিয়া শূল, শেল ও মুদ্গরধারী ভীষণাকার রাক্ষসসেনায় পরিবৃত হইল। ভূপতিগণ সেই দণ্ডধারী ভূতান্তক কৃতান্তের ন্যায় ঘটোৎকচকে শস্ত্রসমুদ্যত করত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। কুঞ্জরগণ উহার সিংহনাদ শ্রবণে একান্ত ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং সৈন্যগণ সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল।

অনন্তর সেই নিশাচরগণ অর্দ্ধরাত্র প্রযুক্ত সমধিক বল-সম্পন্ন হইয়া শিলাবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। লৌহময় চক্র, ভুষুণ্ডী, শক্তি, তোমর, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র সকল নিরন্তর নিপতিত হইতে লাগিল। মহারাজ! আপনার পুত্র ও যোধগণ সেই ভীষণ সংগ্রাম অবলোকন করত নিতান্ত ব্যথিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল অস্ত্রবলশ্লাঘী একমাত্র সূর্য্যনন্দন

কর্ণ তৎকালে ব্যথিত না হইয়া শরসমূহ দ্বারা সেই রাক্ষসকৃত মায়া নিরাকৃত করিলেন। রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া সূতপুত্রের বিনাশের নিমিত্ত অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই রাক্ষসনিক্ষিপ্ত শর সকল কর্ণের শরীর ভেদ করত শোণিতাক্ত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। তখন মহাপ্রতাপশালী কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলবীর্য্যে ঘটোৎকচকে অতিক্রম করত দশ বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণ-নিক্ষিপ্ত শরসমূহে মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিতচিত্তে কর্ণের বিনাশ-বাসনায় এক সহস্র অরসম্পন্ন, নবোদিত দিবাকরসদৃশ, মণি-রত্ন বিভূষিত, ক্ষুরধার দিব্য চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর পরিত্যাগ করিল। মহাবীর সূতপুত্র সেই রাক্ষসপ্রহিত চক্র শরসমূহ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলে, উহা দুর্ভাগ্য ব্যক্তির মনোরথের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধ-পরবশ হইয়া, রাহু যেরূপ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরজালে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিল। রুদ্র, ইন্দ্র ও উপেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী সূতনন্দন কর্ণও শরজাল দ্বারা অসম্ভ্রান্ত চিত্তে অবিলম্বে ঘটোৎকচের রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন ভীমনন্দন রোষভরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক হেমাঙ্গদ বিভূষিত গদা উদ্‌ভ্রামিত করত নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলশালী কর্ণ উহা সায়কনিচয় দ্বারা ভ্রামিত করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর মহাকায় ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইয়া কৃষ্ণমেঘের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক বৃক্ষবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময় সূর্য্যনন্দন কর্ণ, সূর্য্যকিরণ যেরূপ মেঘমণ্ডল বিদ্ধ করে, তদ্রূপ আকাশস্থিত মায়াকুশল ঘটোৎকচকে বিদ্ধ

করিলেন এবং তৎপরে তাহার অশ্ব সকলকে নিহত ও রথ শতধা চূর্ণ করিয়া ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় তাহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঘটোৎকচ-শরীরে কর্ণ-শরদ্বারা অনির্ভিন্ন দুই অঙ্গুলিমাত্রও স্থান রহিল না; এমন কি, ঐ বীর মুহূর্ত্তকালমধ্যে কণ্টকাবৃত শল্লকীর ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। মহারাজ! ঐ নিশাচর কর্ণের শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, উহার শরীর, অশ্ব, রথ বা ধ্বজ কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। তখন মায়াকুশল ঘটোৎকচ স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে কর্ণের দিব্যাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া তাঁহার সহিত মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন নভোমণ্ডল হইতে অলক্ষিত রূপে অসংখ্য শরজাল নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষস মায়া-প্রভাবে স্বয়ং বিকৃতাকার হইয়া কৌরববাহিনী মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করত প্রথমতঃ বিকটাকার মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সূত-পুত্রের দিব্যাস্ত্র সকল গ্রাস করিল এবং তৎপরেই শতধা ছিন্নগাত্র, গতাসু ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কুরুপুঙ্গবগণ তাহাকে নিহত মনে করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ঘটোৎকচ অবিলম্বেই পুনরায় দিব্য অপর দেহ ধারণ পূর্ব্বক চারি দিকে বিচরণ করিয়া কখন মৈনাক শৈলের ন্যায় শত-শীর্ষ, শতোদর ও বৃহদাকার ধারণ, কখন বা অঙ্গুলিপ্রমাণ রূপ ধারণ করিয়া উদ্ধৃত সাগরতরঙ্গের ন্যায় বক্রভাবে ঊর্দ্ধে অবস্থিতি, কখন বা বসুন্ধরা বিদারণানন্তর সলিল-প্রবেশ, কখন বা অন্য স্থানে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় যথাস্থানে উত্থান করিতে লাগিল। মহারাজ! তৎপরে সেই নিশা-চর হিড়িম্বানন্দন হেমময়-কুণ্ডল-পরিমণ্ডিত ও বদ্ধ-সন্নাহ হইয়া পুনরায় হেম-পরিষ্কৃত রথে আরোহণ এবং পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিঙ্মণ্ডল বিচরণ পূর্ব্বক কর্ণের নিকট গমন করত

অসম্ভ্রান্তচিত্তে কহিল, হে সূতনন্দন! তুমি এই স্থানে অবস্থান কর, জীবনসত্ত্বে আমার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। অদ্যই তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা নিবারণ করিব।

মহারাজ! উগ্রতর পরাক্রমশালী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ এই কথা বলিয়া রোষকষায়িত-লোচনে অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিল এবং কেশরী যেরূপ গজেন্দ্রকে আঘাত করে, তদ্রূপ কর্ণের প্রতি শরাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণের উপর বারিধারার ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মহাবীর কর্ণ ঐ সকল শরনিকর সমীপস্থ না হইতে হইতেই ছেদন করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমকর্ম্মা ঘটোৎকচ সেই মায়া প্রতিহত হইল দেখিয়া পুনরায় মায়াবলে শূল, প্রাস, অসি ও মুষল প্রভৃতি শস্ত্ররূপ প্রস্রবণ-বিশিষ্ট অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সুশোভিত ও তরুনিচয়সমাযুক্ত উন্নত পর্ব্বতরূপ ধারণ করিল। মহাবীর কর্ণ সেই অঞ্জনচয় সন্নিভ, উগ্র আয়ুধ প্রপাতশালী মহাবীরকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না; প্রত্যুত, দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই শৈলরাজকে ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর রাক্ষসপ্রবর ঘটোৎকচ নভোমার্গে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধযুক্ত, নীল মেঘের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া সূতপুত্রের প্রতি পাষাণ বৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য কর্ণ বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক সেই কৃষ্ণমেঘরূপী রাক্ষসকে আহত করিয়া শর সমূহে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করত তাহার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমুদায় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল ভীমতনয় হাস্য করিয়া মহারথ কর্ণের নিকট মায়া বিস্তার করিতে লাগিলেন। সেই মায়াবলেই মহাবীর কর্ণ সিংহশার্দ্দূল সদৃশ, মত্তমাতঙ্গবিক্রম ও বর্ম্মাস্ত্রধারী, নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত

ঘটোৎকচকে দেবগণপরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষস পাঁচ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষীয় রাজগণের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক ভীষণ শব্দ করত পুনর্ব্বার অঞ্জলিক দ্বারা কর্ণের শরজাল ও হস্তস্থিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিল। তখন কর্ণ সমুন্নত ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ অন্য ভারসহ শরাসন গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক খেচর ও নিশাচরগণের প্রতি স্থবর্ণপুঙ্খ শত্রুঘাতন শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ কর্ণের তীক্ষ্ণ সায়কে সিংহার্দ্দিত গজযূথের ন্যায় সাতিশয় নিপীড়িত হইল। যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে, হুতাশন যেরূপ জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাবীর রাধেয় অশ্ব, সারথি ও গজসমবেত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ভগবান্ শূলপাণি ত্রিপুরাস্থরকে সংহার করিয়া যেরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, মহাবীর সূতনন্দন কর্ণ রাক্ষসী সেনা সংহার করিয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপালগণমধ্যে ভীমপরাক্রম, ক্রুদ্ধ অন্তক সদৃশ রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ব্যতীত আর কেহই কর্ণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। মহোল্কাদ্বয় হইতে যেমন অনলযুক্ত তৈলবিন্দুদ্বয় নিপতিত হয়, সেইরূপ রোষাবিষ্ট ভীমতনয়ের নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তখন ঘটোৎকচ করতল ধ্বনি ও অধর দংশন পূর্ব্বক গজ সদৃশ গর্দ্দভযুক্ত মায়া বিনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া সারথিকে কহিল, হে সারথে! তুমি শীঘ্র আমাকে কর্ণের নিকট লইয়া চল।

হে রাজন্! ভীমস্থত ঘটোৎকচ এইরূপে ঘোররূপ রথে আরোহণ করত পুনরায় কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইয়া তাঁহার প্রতি শিবনির্ম্মিত অষ্টচক্র অশনি পরিত্যাগ করিল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথোপরি শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই অশনি ধারণ পূর্ব্বক তাহার উপরেই পরিত্যাগ করিলেন। নিশাচর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। তখন সেই তেজোময় অশনি ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সমবেত রথ ভস্মীভূত করিয়া ধরাতল ভেদ করত পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। দেবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহাবল সূর্য্যতনয় কর্ণ সেই দেবসৃষ্ট মহাশনি ধারণ করিয়াছেন বলিয়া, সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহাবীর কর্ণ সেই দুষ্কর কার্য্য সমাধান করিয়া পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই ভীষণ সমরে তিনি যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিলেন, অন্য কোন ব্যক্তিই সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না।

তখন সেই প্রশস্তকায় রাক্ষস কর্ণনিক্ষিপ্ত শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া বারিধারাসমাচ্ছন্ন অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করত পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া মায়া ও লঘুহস্ততা প্রভাবে কর্ণের দিব্যাস্ত্র সমুদয় সংহার করিতে লাগিল। এই প্রকারে সেই রাক্ষসের মায়া প্রভাবে সমুদয় বিনষ্ট হইলে, কর্ণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমতনয় তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া রথিগণের অন্তঃকরণে ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে লাগিল। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, অগ্নিজিহ্ব ভুজঙ্গম ও অয়োমুখ বিহঙ্গমগণ সমরক্ষেত্রে আগমন করিতে লাগিল। হিমালয় সদৃশ নিশাচর কর্ণ, শরাসনচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। তখন অসংখ্য রাক্ষস, পিশাচ,

শালাবৃক ও বিকৃতাস্য বৃকগণ কর্ণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক ভীষণ রবে তাঁহাকে ভীত করিতে লাগিল। তখন কর্ণ রুধির লিপ্ত বিবিধ আয়ুধ দ্বারা তাহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া দিব্যাস্ত্রে রাক্ষসী মায়া সংহার পূর্ব্বক নতপর্ব্ব শরজালে ঘটোৎকচের অশ্বগণকে আহত করিলেন। তখন অশ্বগণ কর্ণ শরাঘাতে ভগ্ন, বিকৃতাঙ্গ ও ছিন্নপৃষ্ঠ হইয়া ঘটোৎকচের সমক্ষেই ধরাতলে নিপতিত হইল। মহারাজ! নিশাচর এইরূপে মায়া বিফল হইল দেখিয়া কর্ণকে "তোমার মৃত্যু বিধান করিতেছি" এই বলিয়া অন্তর্হিত হইল।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্। মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের সেই ঘোর সংগ্রাম সময়ে পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র অলাযুধ পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক বিকটদর্শন অসংখ্য রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে মহাবীর ভীমসেন উহার জ্ঞাতি, পরাক্রমশালী, ব্রাহ্মণঘাতী, মহাতেজা বক, কির্ম্মীর এবং উহার পরম বন্ধু হিড়িম্বকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ভীমসেনের এই শত্রুতাচরণ মহাবীর অলাযুধের অন্তঃকরণে এতাবৎ কাল জাগরূক ছিল; এক্ষণে সেই অলাযুধ নিশাযুদ্ধ অবগত হইয়া ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় সংগ্রামাভিলাষে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ও রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় সমাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! দুরাত্মা ভীমসেন যে আমার পরম বন্ধু হিড়িম্ব, বক

ও কির্ম্মীরকে সংহার এবং আমাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়া হিড়িম্বারে বলাৎকার করিয়াছে, তাহা আপনি অবগত আছেন ; অতএব অদ্য আমি কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে এবং বান্ধব হিড়িম্বাতনয়কে হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সংহার পূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে ভক্ষণ করিব বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারিত করুন। আমি পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।

হে মহারাজ! ভ্রাতৃগণপরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন অলাযুধের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহারে কহিলেন, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! আমার সৈনিক পুরুষেরা সকলেই বৈর নির্য্যাতনে সমুৎসুক হইয়াছে ; ইহারা কদাচ সুস্থির চিত্তে অবস্থিতি করিবে না। অতএব আমরা তোমাকে তোমার সৈন্যগণের সহিত পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে রাজন্! রাক্ষসেন্দ্র অলাযুধ দুর্য্যোধনের বাক্যে সম্মত হইয়া ঘটোকচের রথ সদৃশ ভাস্বর রথে আরোহণ করত নিশাচরগণের সহিত সত্বরে ভীমতনয় ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইল। উহার রথও ঘটোৎকচের ন্যায় নল্লপ্রমাণ, বহু তোরণে চিত্রিত ও ঋক্ষচর্ম্মে পরিবৃত ছিল। ঐ রথে মাংসশোণিতভোজী মহাকায় এক শত অশ্ব সংযোজিত হইয়াছিল। উহাদের আকার হস্তীর ন্যায় ও কণ্ঠস্বর রাসভের ন্যায়, ঐ রথ নির্ঘোষ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীর। ঘটোৎকচ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত অলাযুধের বৃহৎ কার্ম্মুক ও ঘটোৎকচের শরাসনের ন্যায় সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন। শর সমুদয় সুবর্ণপুঙ্খ, সুশাণিত ও অক্ষপ্রমাণ এবং সূর্য্য ও অনল সদৃশ ও রথধ্বজ গোমায়ুগণে পরিরক্ষিত ছিল। উহার রূপও ঘটোৎকচের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। রাক্ষস-রাজ অলায়ুধ

সমুজ্জ্বল অঙ্গদ, উষ্ণীষ, মালা, কিরীট, খড়্গ, গদা, ভুষুণ্ডী, মুষল, হল, শরাসন এবং হস্তিচর্ম্ম সদৃশ বর্ম্মধারণ পূর্ব্বক সেই অনল সদৃশ সমুজ্জ্বল রথে আরোহণ করত পাণ্ডব সেনা বিদ্রাবিত করিয়া সমরাঙ্গনে সবিদ্যুৎ জলদের ন্যায় বিরাজিত হইল। ও দিকে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত বর্ম্ম ও চর্ম্মধারী ভূপালগণও হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! যেরূপ প্লবহীন ব্যক্তিগণ প্লব প্রাপ্ত হইয়া সাগর পার হইবার অভিলাষে আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ সমস্ত কৌরব ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ সেই ভীমকর্ম্মা বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় নৃপতিগণ আপনাদিগের পুনর্জ্জন্ম বোধ করিয়াই যেন, সেই স্বগণপরিবৃত রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! তখন কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের অতি ভীষণ অলৌকিক সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, পাঞ্চাল ও অন্যান্য কৌরবপক্ষীয় নৃপতিগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাদের বিক্রম দর্শন করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ সংগ্রামে ঘটোৎকচের অলৌকিক কার্য্য অবলোকন পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্তমনে কৌরবসৈন্য সকল বিনষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আপনার সেনাগণ কর্ণের জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করত একান্ত ভীত হইয়া উঠিল।

তখন দুর্য্যোধন কর্ণকে সাতিশয় পীড়িত দেখিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্বুষকে কহিলেন, হে রাক্ষস! কর্ণ ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বলবীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ঘটোৎকচ তথাপি মহাবীর ভূপালগণকে গজভগ্ন দ্রুমের ন্যায় বিবিধ অস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া নিহত করিয়াছে। অতএব আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এই ভার সমর্পণ করিতেছি যে, তুমি পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ভীমপুত্রকে নিপাতিত কর। পাপমতি ঘটোৎকচ মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক যেন কর্ণকে সংহার করিতে না পারে। মহাবল পরাক্রান্ত অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক যে আজ্ঞা বলিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমতনয় কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরসমূহ দ্বারা সমাগত শত্রুকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! অরণ্যমধ্যে করিণীর নিমিত্ত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই রাক্ষসদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহারথ কর্ণও ঐ অবসরে নিশাচর হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যসন্নিভ রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন স্বীয় তনয় ঘটোৎকচকে সিংহার্দ্দিত বৃষের ন্যায় অলায়ুধশরে নিপীড়িত দেখিয়া কর্ণকে উপেক্ষা করত অসংখ্য শরনিক্ষেপ পূর্ব্বক রাক্ষসের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। অলায়ুধ ভীমকে আগমন করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। রাক্ষসান্তক ভীমসেন তদ্দর্শনে সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা সেই স্বজন পরিবেষ্টিত রাক্ষসকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন অলায়ুধ বারম্বার তাঁহার প্রতি শিলাশাণিত সরল শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। বিবিধাস্ত্রধারী ভীষণাকার রাক্ষসগণও বিজিগীষু হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল পরাক্রান্ত

ভীমসেন নিশাচরগণকর্ত্তৃক এইরূপে তাড়িত হইয়া তাহাদের প্রত্যেককে সুতীক্ষ্ণ পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষসগণ ভীমশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভীষণ চীৎকার করত দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল অলায়ুধ নিশাচরগণকে ভীত দেখিয়া বেগে আগমনপূর্ব্বক ভীমসেনকে শরনিকরে আচ্ছন্ন করিল। তখন ভীমসেন তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা তাহাকে আহত করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমসেনবিক্ষিপ্ত শরনিকরের মধ্যে কতকগুলি ছেদন ও কতকগুলি গ্রহণ করিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া এক বজ্রসদৃশ গদা নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষস গদাদ্বারা সেই ভীমনিক্ষিপ্ত জ্বালাসমাকুল গদা তাড়িত করিলে, উহা ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইল। তখন ভীমসেন শরনিকর বর্ষণদ্বারা রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রাক্ষসও সুশাণিত শরনিকরে সেই সমস্ত ভীমনিক্ষিপ্ত শর ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। তৎকালে ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসগণ অলায়ুধের আজ্ঞানুসারে মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ এবং হস্তী ও অশ্বসমুদয় রাক্ষসশরে নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত অসুস্থ হইয়া উঠিল।

হে রাজন্! তখন মহাত্মা বাসুদেব সেই অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবাহু ভীমসেন নিশাচরের বশীভূত হইয়াছেন। তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া শীঘ্র তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রোণপুরস্কৃত সৈন্যগণকে বিনাশ কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ কর্ণের প্রতি ধাবমান হউক এবং বলবীর্য্যশালী নকুল, সহদেব ও যুযুধান তোমার শাসনে অন্যান্য নিশাচরগণকে সংহার করুক। এক্ষণে অতি ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হই-

য়াছে। হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ এই কথা কহিলে, মহা-রথগণ তাঁহার আজ্ঞানুসারে কর্ণ ও নিশাচরগণের প্রতি ধাবিত হইলেন।

অনন্তর প্রবলপ্রতাপ অলায়ুধ আশীবিষসদৃশ শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া নিশিত শরে তাঁহার অশ্বসমুদয় ও সারথিরে সংহার করিল। তখন ভীমসেন অশ্ব-হীন ও সারথিবিহীন হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চীৎ-কার করত অলায়ুধের প্রতি ভীষণ গদা নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষস গদাপ্রহারে সেই ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণনির্ঘোষ মহতী গদা চূর্ণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভীমসেন অলা-য়ুধের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শন করিয়া আনন্দিত চিত্তে অন্য গদা নিক্ষেপ করিলেন। এই প্রকারে সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। গদা-নিপাতন-শব্দে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। পরে তাঁহারা গদা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি বজ্রমুষ্টি প্রহার ও যদৃচ্ছা-লব্ধ ধ্বজ, রথচক্র, যুগ, অক্ষ, অধিষ্ঠান ও অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর উভয়ে রুধির মোক্ষণ পূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবহিতৈষী হৃষীকেশ তদ্দর্শনে ভীমসেনের উদ্ধার-সাধনার্থ ঘটোৎকচকে প্রেরণ করিলেন।

একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীমসেনকে রাক্ষসগ্রস্ত অবলোকন করিয়া ঘটোৎকচকে কহিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলায়ুধ তোমার এবং সমস্ত সৈন্যগণের সমক্ষে ভীমসেনকে পরাভব করিতেছে। অতএব তুমি সত্বরে কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অলায়ুধের সমীপে গমনপূর্ব্বক অগ্রে তাহারে বিনাশ কর; পরে সূতপুত্রের বিনাশসাধন করিবে।

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ বাসুদেবের বাক্যানুসারে কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বকভ্রাতা রাক্ষসরাজ অলায়ুধের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। গৃহীতাস্ত্র মহারথ সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া শাণিত শরসমূহে তাহাদিগের দেহ বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণকে শরসমূহে নিরাকৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চালবংশীয় মহারথগণ সূততনয় কর্ণকর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইলে, ভীষণ পরাক্রম বৃকোদর শরনিকর বর্ষণ করত দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই সময় মহাবীর নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি রাক্ষসগণকে শমনভবনে প্রেরণ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পাঞ্চালগণও দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে রাজন্! এ দিকে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলায়ুধ শত্রুনিসূদন ঘটোৎকচের মস্তকে এক বৃহদাকার পরিঘ নিক্ষেপ করিল। মহাবল ভীমতনয় সেই পরিঘদ্বারা আহত হওয়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিত রহিল এবং শীঘ্রই

অলায়ুধের রথ লক্ষ্য করিয়া এক শত ঘণ্টাবিভূষিত প্রদীপ্ত অনলসদৃশ, কাঞ্চনমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিল। সেই গদার আঘাতে অলায়ুধের অশ্ব, সারথি ও শব্দায়মান রথ চূর্ণ হইয়া গেল। তৎকালে রাক্ষসপ্রধান অলায়ুধ সেই অশ্ব, চক্র ও অক্ষবিহীন, বিশীর্ণধ্বজ, ভগ্নকূবর রথ হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া রাক্ষসী মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক শোণিত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন আকাশমণ্ডল বিদ্যুদ্দাম-বিরঞ্জিত নিবিড় জলধরপটলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং নিরন্তর বজ্রনিপাত-নির্ঘোষ ও ভীষণ চটচটা শব্দ আরম্ভ হইল। মহাবীর হিড়িম্বাতনয় সেই অলায়ুধকৃত মায়া দর্শন করত উর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়া স্বীয় মায়া-প্রভাবে তাঁহার মায়া বিনষ্ট করিল। মায়াবী মহাবীর অলায়ুধ মায়া প্রতিহত দেখিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ঘোরতর প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমতনয়ের শরসমূহে সেই ভীষণ প্রস্তরবৃষ্টি নিরাকৃত করিল। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। পরে সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি লৌহময় পরিঘ, শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, পিনাক, করবাল, তোমর, প্রাস, কম্পন, নারাচ, নিশিত ভল্ল, শর, চক্র, পরশু, গজসন্নাহ, ভিন্দিপাল, গোশীর্ষ, উলূখল এবং মহাশাখা সমাকীর্ণ কুসুমিত শমী, তাল, করীর, চম্পক, ইঙ্গুদী, বদরী, রক্তকাঞ্চন, অরিমেদ, বট, অশ্বত্থ ও পিপ্পল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ ও গৈরিকাদি ধাতুসমাযুক্ত বহুবিধ পর্ব্বত শৃঙ্গ সমুদয় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তখন অস্ত্রশস্ত্রের সংঘর্ষণে বজ্রনিষ্পেষণের ন্যায় মহাশব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! পূর্ব্বে বানরাধিপতি বালি ও সুগ্রীবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর ঘটোৎকচ ও অলায়ুধের সেইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় করবারি গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করত মহাবেগে

ধাবমান হইলেন। তখন তাহাদের দেহ হইতে জলধরের ন্যায় স্বেদজল ও শোণিত-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর হিড়িম্বাতনয় বল পূর্ব্বক অলায়ুধকে ঊর্দ্ধে ভ্রামিত করিয়া তাহার কুণ্ডল-পরিশোভিত মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেই বকসুহৃদ্ অলায়ুধকে নিহত দেখিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। এবং পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যগণ সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুত অযুত শঙ্খ নিনাদিত করিতে লাগিল। হে মহারাজ! তখন সেই দীপমালা-মণ্ডিত নিশা পাণ্ডবপক্ষে বিজয়াবহ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীমতনয় অলায়ুধের মস্তক লইয়া দুর্য্যোধনসমীপে নিক্ষেপ করিল। রাজা দুর্য্যোধন রাক্ষসরাজ অলায়ুধকে নিহত অবলোকন করিয়া সসৈন্যে সাতিশয় বিমনায়মান হইলেন। মহাবীর অলায়ুধ পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক দুর্য্যোধন-সমীপে সমাগত হইয়া ভীমসেনকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। দুর্য্যোধনও তাহার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে ভীমসেনকে অলায়ুধের হস্তে নিহত ও ভ্রাতৃগণকে দীর্ঘজীবী বলিয়া অবধারিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে ঘটোৎকচের হস্তে অলায়ুধকে নিহত দেখিয়া ভীমসেনের ধার্ত্তরাষ্ট্র বিনাশ রূপ প্রতিজ্ঞা সফল হইবে বলিয়া অবধারণ করিলেন।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! এইরূপে রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ অলায়ুধের বিনাশসাধন করিয়া হৃষ্টমনে সেনামুখে অবস্থানপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। সৃঞ্জয়গণ সেই ভীষণ নিনাদ শ্রবণে

কম্পিত হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ ঘটোৎকচের ভীষণ শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় ভীত হইল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়া আকর্ণপূর্ণ নতপর্ব্ব দশ শরে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিলেন, এবং সায়কসমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকিরে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও সব্য ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে জনাধিপ! তৎকালে তাঁহাদিগের শরাসন সকল কেবল মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের জ্যানির্ঘোষ ও রথ-নেমি-নিস্বন ভীষণ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় রণভূমি বারিদমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। জ্যা ও চক্রধ্বনি উহার গভীর নিস্বন, কার্ম্মুক বিদ্যুন্মণ্ডল ও শরজাল সলিলধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন আপনার পুত্রগণের হিতানুষ্ঠান-নিরত মহাবীর কর্ণ সমরক্ষেত্রে শৈলের ন্যায় অপ্রকম্পিত-ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া অশনিসদৃশ তোমর ও শাণিত শরসমূহে শত্রুগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাঘাতে কাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড, কাহারও কলেবর ছিন্ন ভিন্ন, কেহ সারথিবিহীন এবং কেহ বা অশ্বশূন্য হইল। এইরূপে সেই বীরগণ সূততনয়ের ভীষণ শরে আহত ও নিতান্ত কাতর হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ঘটোৎকচ তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও রণবিমুখ দেখিয়া ক্রোধভরে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সুবর্ণরত্ন-খচিত রথারোহণ পূর্ব্বক কর্ণসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহারে বজ্রতুল্য শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। দণ্ড, অশনি, বৎস-দন্ত, বরাহকর্ণ, বিপাঠ, শৃঙ্গ ও ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা আকাশমণ্ডল

সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই তির্য্যক্‌গত, সুবর্ণপুঙ্খ শরসমূহ নভোমণ্ডলে বিচিত্র কুসুমমালার ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই অপরিমিত-প্রভাব মহাবীরদ্বয় অস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক তুল্যরূপে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহাদিগের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ লক্ষিত হইল না। তখন রাহু ও দিবাকরের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের শরনিকর দ্বারা ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় রাক্ষস ঘটোৎকচ কর্ণকে কোনরূপে অতিক্রম করিতে সমর্থ না হইয়া এক সুতীক্ষ্ণ সায়ক আবিষ্কৃত করত তদীয় অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ পূর্ব্বক অবিলম্বে অন্তর্হিত হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই কূটযোধি নিশাচর অন্তর্হিত হইলে, অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ তৎকালে কিরূপ বিবেচনা করিলেন? তুমি ইহা কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! কৌরবগণ নিশাচর ঘটোৎকচকে অন্তর্হিত দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন। এইবার কূটযোধি ঘটোৎকচ নিঃসন্দেহ কর্ণকে সংহার করিবে। কৌরবগণ এইরূপ কহিলে, কর্ণ লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত সেই শরসমূহে আকাশ-মণ্ডল গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে, জীবজন্তুগণ অদৃশ্য হইল। তখন মহাবীর কর্ণ যে, কখন্ শর গ্রহণ, কখন্ সন্ধান কখন্ই বা তূণীর স্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। পরে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে রাক্ষসী মায়া বিস্তার করিল। সেই মায়াবলে আকাশমণ্ডলে প্রজ্বলিত অনলশিখাসদৃশ লোহিতবর্ণ মেঘ সমুত্থিত হইল। সেই মেঘ হইতে সহস্র সহস্র দুন্দুভিনিনাদ সদৃশ নির্ঘোষ সম্পন্ন, অসংখ্য বিদ্যুৎ ও প্রজ্বলিত মহোল্কা সকল প্রাদুর্ভূত এবং

নিশিত শর, শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, পরিঘ, লৌহবদ্ধ গদা, শাণিত শূল, শতঘ্নী, প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, সহস্র সহস্র অশনি, বজ্র, চক্র ও বহুসংখ্যক ক্ষুর চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ শরসমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক সেই শস্ত্রবৃষ্টি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরব পক্ষীয় অশ্বসমুদায় শরাহত, মাতঙ্গগণ বজ্রাহত ও রথসমুদায় শস্ত্রাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহাদের পতন-সময়ে গভীর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ সেই বিবিধায়ুধের প্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং একান্ত বিষণ্ণ ও মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীরগণ আর্য্যস্বভাব বশতঃ তৎকালে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন না।

হে রাজন্! তখন আপনার পুত্রগণ সেই রাক্ষস-কর্ত্তৃক ঘোরতর অস্ত্রবৃষ্টি নিপতিত ও সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। যোধগণ অনলের ন্যায় প্রদীপ্তজিহ্ব শত শত শিবাগণকে ঘোর চীৎকার ও রাক্ষসগণকে ভীষণ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইতে লাগিল। তখন সেই দীপ্তাস্য, দীপ্তজিহ্ব, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, অচলতুল্য কলেবর ভীষণ নিশাচরগণ নভোমণ্ডলে আরোহণ ও শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বারিধারাবর্ষী বারিদ-মণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। আপনার সৈন্যগণ সেই রাক্ষসগণের শর, শক্তি, শূল, গদা, পরিঘ, বজ্র, পিনাক, অশনি, চক্র ও শতঘ্নী দ্বারা বিমথিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ আপনার সৈন্যগণের প্রতি নিরন্তর শূল, অংশু, শুণ্ড, অশ্ম, গুড়, শতঘ্নী এবং লৌহ ও পট্টসম্বদ্ধ স্থূণ সকল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সকল ব্যক্তিই

মোহাভিভূত হইল। বীরগণ বিশীর্ণ অস্ত্র, চূর্ণমস্তক ও চূর্ণ-কলেবর হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ ছিন্ন, হস্তীসকল প্রমথিত ও রথসকল শিলাঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। হে রাজন্! ঘোররূপ নিশাচরগণ এইরূপে অনবরত শস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, ভীত বা প্রাণরক্ষার্থ প্রার্থনা পরতন্ত্র ব্যক্তিগণও নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইল না। এইরূপে কালপ্রভাবে সেই কুরুকুল ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের অভাবকাল উপস্থিত হইলে, কৌরবগণ ছিন্ন ভিন্ন ও পলায়ন-পর হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে কৌরবগণ! তোমরা এক্ষণে পলায়ন কর, আর নিস্তার নাই দেবরাজ দেব-গণের সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণের হিতসাধনার্থ আমা-দিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে রাজন্! কৌরবগণ এইরূপ ঘোরতর বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইলে কোন ব্যক্তিই দ্বীপস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইল না। এইরূপে সেই ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত এবং কৌরবসৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলে, কে কৌরবপক্ষীয়, কেই বা পাণ্ডবপক্ষীয় কিছুই অব-গত হইতে পারিলাম না। তখন চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে কেবল একমাত্র কর্ণ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রণস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি সেই রাক্ষসের মায়া প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আকাশমণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন করত ক্ষত্রিয়ো-চিত দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। তখন তিনি কিছু-তেই বিমোহিত হইলেন না। সেই ঘোর সংগ্রাম সময়ে সৈন্ধব ও বাহ্লিকগণ ভীতমনে কর্ণকে অবিমোহিত অব-লোকনে অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহার প্রশংসা করত নিশাচরপ্রধান ঘটোৎকচের বিজয়ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে মহাবীর ঘটোৎকচ এক চক্রযুক্ত শতঘ্নী নিক্ষেপ করিয়া কর্ণের অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিল। অশ্বগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত এবং দশন, অক্ষি ও জিহ্বাশূন্য হইয়া জানুদ্বয় সঙ্কুচিত করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কৌরবগণকে পলায়ন ও ঘটোৎকচের মায়াবলে স্বীয় দিব্যাস্ত্র নিহত অবলোকন করিয়াও স্থিরচিত্তে তৎকালোচিত কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই ভীষণ মায়া দর্শন করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে সূততনয়! এই সমস্ত কৌরবসৈন্যগণ বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি শীঘ্র এই নিশীথ সময়ে সেই বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা নিশাচরকে সংহার কর। ভীমসেন ও ধনঞ্জয় আমাদের কি করিবে। অদ্য ঘোর সমরে এই নিশাচরের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে, অনায়াসে পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইব। অতএব তুমি অবিলম্বে শক্তি দ্বারা এই দুরাত্মা নিশাচরের প্রাণ সংহার কর। পুরন্দরসদৃশ কৌরবগণ যেন এই রাত্রি যুদ্ধে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিনষ্ট না হয়।

হে রাজন্! তখন মহাবীর কর্ণ সেই নিশীথ সময়ে সৈন্যগণকে শঙ্কিত দর্শন ও কৌরবগণের ভীষণ কোলাহল শ্রবণ করিয়া ঘটোৎকচের সংহারার্থ সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে শক্তি প্রদান করেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের বিনাশ-বাসনায় বহু দিন পর্য্যন্ত পরম যত্নসহকারে উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঘটোৎকচের অমিত পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার বধসাধনার্থ সেই পাশযুক্ত, কৃতান্ত সহোদরার ন্যায়, অন্তকের জিহ্বার ন্যায় প্রজ্বলিত, ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিলেন। মহা-

বীর ঘটোৎকচ সেই কর্ণের হস্তস্থিত, পরকায়বিদারণ, জ্বলন্ত অনলতুল্য বাসবদত্ত শক্তি অবলোকন করত সাতিশয় ভীত হইয়া বিন্ধ্যগিরি সদৃশ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক পলায়নের উপক্রম করিল। অধিক কি, অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণও কর্ণকরস্থিত শক্তি দর্শনে ভীত হইয়া বিন্ধ্যাচলের পাদ সদৃশ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। আকাশমণ্ডলস্থিত প্রাণিগণ সেই ভয়ঙ্কর শক্তি দর্শনে ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। ঐসময় প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও সনির্ঘাত অশনি সকল পৃথিবীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহারাজ! ইত্যবসরে কর্ণনিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত হুতাশন সদৃশ সেই শক্তি ঘটোৎকচের সমস্ত মায়া ভস্মীভূত করিয়া তাহার হৃদয়দেশ গাঢ়রূপে বিদারণ পূর্ব্বক প্রদীপ্তভাবে উৎপতিত হইয়া নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল।

মহারাজ! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ বহুবিধ অস্ত্র সমূহ দ্বারা মনুষ্য ও রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ ও অন্যান্য আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করত অবশেষে বাসবী শক্তির আঘাতে ভীষণ চীৎকার পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ কর্ণশক্তি দ্বারা মর্ম্মাহত হইয়া যেস্থানে নিপতিত হইল; তত্রত্য এক অক্ষৌহিণী কৌরব সৈন্য তাহার দেহভরে বিপোথিত হইয়া গেল। হে রাজন্! রাক্ষস এই প্রকারে গতাসু হইলেও স্বীয় ভীষণ কলেবর দ্বারা আপনার বহুসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট করত পাণ্ডবদিগের হিতসাধন করিল। অনন্তর কৌরবগণ ভীমতনয়কে নিহত ও তাহার মায়া ভস্মীভূত দেখিয়া পরমানন্দে সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি এবং ভেরী, মুরজ ও আনক প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্রের নিনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরের বধসাধন করিয়া দেবগণ কর্ত্তৃক প্রজিত

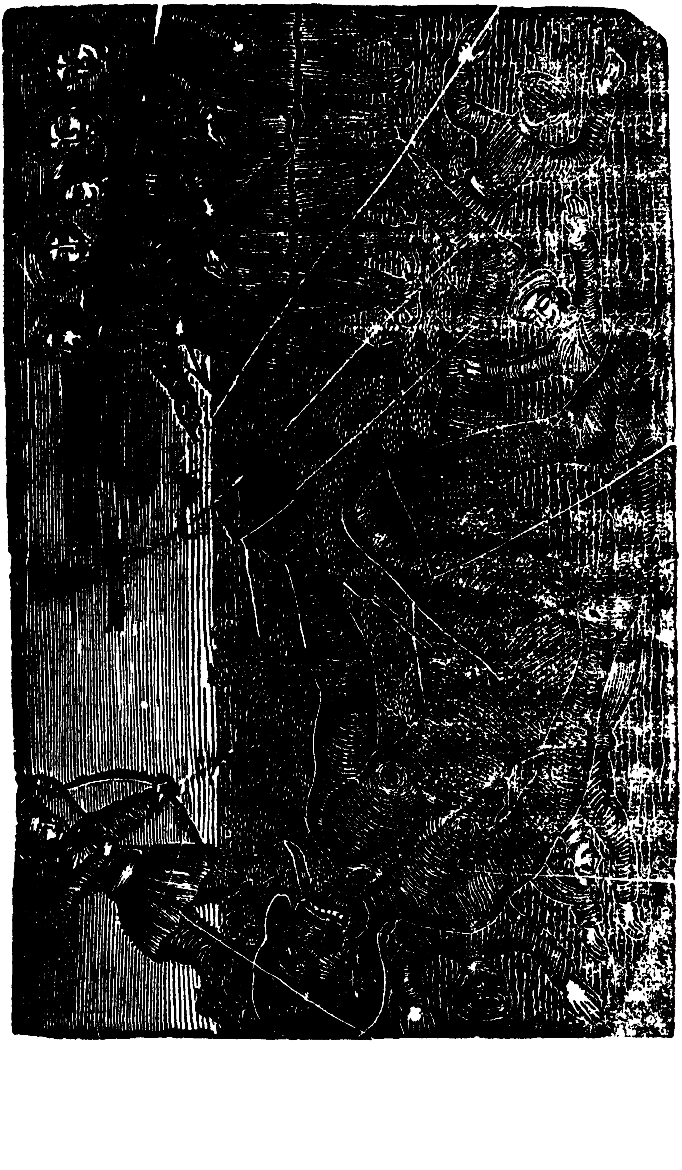
হইয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক কৌরবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করত স্বীয় সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! মহামতি পাণ্ডবগণ হিড়ম্বাতনয় ঘটোৎকচকে নিহত ও শৈলের ন্যায় নিপতিত দর্শন করিয়া শোকে বাষ্পাকুললোচন হইলেন। কিন্তু মহাত্মা বাসুদেব সাতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যথিত করত সিংহের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি অশ্ব রশ্মি সংযত করিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাতোদ্ধূত দ্রুমের ন্যায় রথোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং অবিলম্বেই পুনরায় অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার বাহ্বাস্ফোট পূর্ব্বক পুনর্ব্বার গভীর নিনাদ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবলশালী অর্জ্জুন বাসুদেবকে সাতিশয় আনন্দিত দেখিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদিগের সেনাগণ ও আমরা সকলেই হিড়িম্বাতনয়ের নিধন দর্শনে যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইয়াছি। কিন্তু তুমি সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতেছ, তোমার এই অনুচিত সময়ে হর্ষ প্রকাশ সাগরশোষণের ন্যায় ও মেরুকম্পনের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক, তোমার এই হর্ষোদয়ের কোন বিশেষ কারণ আছে।' যদি উহা গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

পুটিয়া নিবাসিনী দানশীলা শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবীর প্রদত্ত।



ঘটোৎকচ বধ

এই চিত্রপট খানি দ্রোণপর্ব্বের ৬৭১ পৃষ্ঠায় স্থাপিত করিবেন

মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণে কহিলেন, হে মহামতি ধনঞ্জয়! যে জন্য আমার মহৎহর্ষের উদয় হইয়াছে, আমি তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। মহাবীর কর্ণ আজি ঘটোৎকচের উপর বাসবদত্ত শক্তি পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! এক্ষণে তুমি কর্ণকে সমরে নিহত বলিয়া মনে কর। কার্ত্তিকেয় সদৃশ শক্তিহস্ত কর্ণের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে, এরূপ বীর এই পৃথিবী মধ্যে দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু আমাদিগের ভাগ্যবশতই কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এবং ভাগ্যক্রমেই উহার অমোঘ শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত ও উহার নিকট হইতে অপসৃত হইল। যদি এই বলশালী কর্ণের কবচ এবং কুণ্ডল থাকিত, তাহা হইলে ঐ বীর অমরগণের সহিত ত্রিলোক পরাজয় করিতেও সমর্থ হইত। কি ইন্দ্র, কি কুবের, কি সলিলরাজবরুণ, কি যম কেহই উহাঁর নিকট অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না। অধিক কি, তুমি গাণ্ডীব এবং আমি সুদর্শন চক্র সমুদ্যত করিয়াও উহাঁকে পরাজিত করিতে পারিতাম না। কিন্তু হে অর্জ্জুন! দেবরাজ ইন্দ্র তোমার হিতসাধনার্থ মায়া প্রভাবে সূতপুত্রকে কবচ ও কুণ্ডলবিহীন করিয়াছেন। মহাবীর রাধেয় পূর্ব্বে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ছেদন পূর্ব্বক পুরন্দরকে প্রদান করিয়াছিল বলিয়া, বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে মন্ত্রপ্রভাবে স্তম্ভিতবীর্য্য ক্রুদ্ধ আশীবিষ ও প্রশান্ততেজা অনলের ন্যায় বোধ হইতেছে। মহারথ সূর্য্যতনয় কর্ণ যে দিবস কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়ের বিনিময়ে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই দিবস অবধি ঐ মহাবীর উহা দ্বারা তোমাকে বিনাশ করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ বীর শক্তিবিহীন হইয়াছে; উহা হইতে

তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যাহা হউক, হে পুরুষ-শার্দ্দূল! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কর্ণ যদিও এক্ষণে শক্তিশূন্য হইয়াছে; তথাপি তুমি ব্যতীত আর কেহই উহাকে সংহার করিতে পারিবে না। সূতপুত্র নিয়ত ব্রহ্মানুষ্ঠানে তৎপর, সত্যবাদী, তপস্বী, ব্রতচারী এবং শত্রুদিগের প্রতি দয়াবান্ বলিয়া বৃষনামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ মহাবীর সমরবিশারদ এবং সর্ব্বদা শরাসন সমুদ্যত করিয়া সিংহ যেরূপ অরণ্য মধ্যে মত্তমাতঙ্গকে মদবিহীন করে, তদ্রূপ মহারথদিগকে মদবিহীন করত মধ্যাহ্নকালীন শারদীয় সূর্য্যের ন্যায় যোদ্ধৃবর্গের দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর বর্ষাকালীন সলিলধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, অন্যের কথা দূরে থাকুক; দেবগণও নিরন্তর চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর বর্ষণ করিয়া উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না; বরং উহার শরপ্রভাবে তাঁহাদিগেরই গাত্র হইতে সমাংস রুধির বিগলিত হইতে থাকে। কিন্তু এক্ষণে কর্ণ কবচ, কুণ্ডল ও বাসবদত্ত শক্তিবিহীন হইয়া সামান্য মানুষভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উহার বধবিষয়ে এক উপায় অবধারণ করিতেছি, শ্রবণ কর। সূতপুত্রের রথচক্র পৃথিবীতে নিমগ্ন হইলে, যখন সে প্রমত্ত এবং বিপন্ন হইবে, তখন তুমি আমার সঙ্কেত অবগত হইয়া সতর্কভাবে উহাকে সংহার করিবে। কেন না, ঐ অপরাজেয় বীর উদ্যতায়ুধ হইয়া সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিলে, বীরগণাগ্রগণ্য বলহন্তা বজ্রধর ইন্দ্রও উহাকে বিনাশ করিতে পারেন না। যাহা হউক, হে অর্জ্জুন! আমি তোমার হিতসাধনার্থ নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহাবলশালী জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল ও নিষাদাধিপতি একলব্য এবং হিড়িম্ব, কির্ম্মীর

বক, অলায়ুধ, উগ্রকর্ম্মা, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে সংহার করিয়াছি।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তুমি আমাদিগের হিতের নিমিত্ত কিরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া জরাসন্ধ প্রভৃতি মহীপালগণকে নিপাতিত করিলে তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মগধরাজ জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল ও নিষাদরাজ একলব্য পূর্ব্বে যদি নিহত না হইত তাহা হইলে এক্ষণে নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। ঐ মহারথগণ জীবিত থাকিলে, দুর্য্যোধন অবশ্যই তাঁহাদিগকে এই যুদ্ধে বরণ করিত। ঐ সকল দেব তুল্য কৃতাস্ত্র রণদুর্ম্মদ মহাবীর নিরন্তর আমাদিগের বিদ্বেষাচরণকরিত, সুতরাং তাহারা অবশ্যই কৌরব পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিত। অধিক কি, সূতপুত্র কর্ণ, মগধরাজ জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল ও নিষাদরাজ একলব্য, ইহাঁরা সমবেত হইয়া দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিলে, এই সমস্ত পৃথিবীও পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। হে ধনঞ্জয়! আমি যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। উপায় ব্যতীত অমরগণও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। হে পার্থ! সকলের কথা দূরে থাকুক, তাহারা প্রত্যেকে সমরে লোকপালপরিরক্ষিত সমস্ত অমর সেনার সহিতও সংগ্রাম করিতে সমর্থ ছিল। জরাসন্ধ রোহিণীনন্দন বলদেব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া

রোষভরে আমাদিগের বধসাধনার্থ অনল প্রভ, সর্ব্ব সংহার ক্ষম, অশনি সদৃশ এক গদা নিক্ষেপ করিল। ঐ জরাসন্ধ নিক্ষিপ্ত গদা নভোমণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন আমাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর রোহিণীনন্দন উহার প্রতিঘাতার্থ স্থূণাকর্ণ নামক এক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। গদা সেই অস্ত্র প্রভাবে প্রতিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, বসুধা-বিদীর্ণ ও পর্ব্বত সকল কম্পিত হইয়া উঠিল।

হে অর্জ্জুন! মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ দুই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; উহার মাতৃদ্বয় উহার অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর প্রসব করিয়াছিল। জরা নাম্নী ঘোররূপা এক রাক্ষসী উহার সেই অর্দ্ধ কলেবরদ্বয় যোজিত করে। এই জন্যই ঐ বীর জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ রাক্ষসী জরা সেই গদা ও স্থূণাকর্ণ নামক অস্ত্রের প্রহারে পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। হে পার্থ! প্রতাপশালী জরাসন্ধ গদা শূন্য হইয়াছিল বলিয়া মহাবীর বৃকোদর তোমার সমক্ষেই তাহাকে নিবারিত করিয়াছেন। যদি ঐ মহাপ্রতাপবান্ জরাসন্ধ গদাপাণি হইয়া অবস্থিত হইত, তাহা হইলে, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। হে অর্জ্জুন! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তোমার হিতসাধনার্থই ছদ্মবেশে আচার্য্যত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সত্যবিক্রম নিষাদরাজের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়াছিলেন। সেই দৃঢ় বিক্রম নিষাদরাজ একলব্য অঙ্গুলিত্রাণ ধারণ পূর্ব্বক বনে বনে বিচরণ করত দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় শোভা পাইতেন। নিষাদরাজ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ থাকিলে, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি দেব ও কি দানব কেহই তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। মনুষ্যেরাও তাহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ

হইত। কিন্তু সেই দৃঢ় মুষ্টিসম্পন্ন, দিবারাত্র বাণ নিক্ষেপে সমর্থ, কৃতী একলব্য অঙ্গুষ্ঠবিহীন হইলে, আমি তোমার হিতসাধনার্থ তাহাকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার সমক্ষেই চেদিরাজকে নিহত করিয়াছি। সেই বীরও সমরে সুরাসুরগণের অপরাজিত ছিল। হে নরশার্দ্দূল! আমি তোমার সাহায্যে শিশুপাল ও অন্যান্য অসুরের প্রাণ বিনাশার্থ এবং এই জগতের হিতসাধনের নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। হে পার্থ! মহাবীর ভীমসেন রাবণ তুল্য বলশালী ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞবিঘাতক রাক্ষস হিড়িম্ব, বক ও কিম্মীরকে নিহত করিয়াছে। মহাবীর ঘটোৎকচ অলায়ুধকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে উপায় প্রভাবে কর্ণের শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচেরও প্রাণ বিয়োগ হইল। সূতপুত্র যদি ঘটোৎকচকে নিহত না করিত, তাহা হইলে আমিই উহাকে সংহার করিতাম। আমি কেবল তোমাদিগেরই হিতসাধনার্থ পূর্ব্বে উহাকে সংহার করি নাই। ঐ নিশাচর ব্রাহ্মণদ্বেষী, যজ্ঞনাশক, ধর্ম্মলোপকারী ও পাপাত্মা ছিল; এই নিমিত্তই কৌশলক্রমে নিপাতিত হইল। ঐ রাক্ষসের বিনাশে কর্ণের ইন্দ্রদত্ত শক্তিও বিফলীকৃত হইয়াছে। হে পার্থ! আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ পূর্ব্বে এইরূপ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, এই ভূমণ্ডলে যাহারা ধর্ম্মনাশক হইবে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বিনাশ করিব। আমি তোমার নিকট শপথ করিয়া কহিতেছি, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, পবিত্রতা, ধর্ম্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা ও ধৃতি অবস্থান করে, আমি নিয়তই সেই স্থানে অবস্থান করি। হে পার্থ! তুমি কর্ণ-বধের নিমিত্ত চিন্তা করিও না। আমি তোমায় এরূপ উপদেশ প্রদান করিব যে, তুমি তদনুসারে কার্য্য করিলে, নিশ্চয়ই তাহাকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে।

মহাবীর বৃকোদর সমরে দুর্য্যোধনকে যেরূপে নিপাতিত করিবেন, আমি তাহারও উপায় করিয়া দিব। যাহা হউক, এক্ষণে বিপক্ষসৈন্যগণ তুমুল শব্দ করিতেছে; তোমার সৈন্য-গণও দশ দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। লব্ধলক্ষ্য কৌরবগণ ও রণ-বিশারদ দ্রোণাচার্য্য অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যদি-গকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সূতনন্দন কর্ণ কি নিমিত্ত সকলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ধনঞ্জয়ের প্রতি সেই এক পুরুষঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিল না? মহাবীর ধনঞ্জয় নিপাতিত হইলে, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ বিনষ্ট এবং জয়শ্রী আমাদিগেরই হস্তগত হইত। মহাবীর অর্জ্জুন পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমি সমরে আহূত হইয়া কখনই প্রতি-নিবৃত্ত হইব না। অতএব তাহাকে আহ্বান করা সূতপুত্রের কর্ত্তব্য ছিল। মহাবলশালী কর্ণ কি নিমিত্ত অর্জ্জুনকে আহ্বান পূর্ব্বক দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত হইয়া বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা বিনাশ করিল না। আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিতান্ত নির্ব্বোধ ও সহায়শূন্য এবং শত্রুগণও তাহাকে একান্ত নিরুপায় করিয়াছে। অতএব কি নিমিত্ত ঐ নরাধম অরাতিগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে? হায়! দুর্য্যোধন যে শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জয়লাভের অভিলাষ করিত, বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই দিব্য শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া একান্ত নিষ্ফল করিয়াছেন। হে সঞ্জয়! যেমন

কুষ্ঠাদি পীড়াদ্বারা দূষিত ব্যক্তির হস্তস্থিত ফল কোন বলীয়ান্ পুরুষ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, সেইরূপ কর্ণহস্তস্থিত সেই অমোঘ শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াই নিষ্ফল হইল। হে সঞ্জয়! যেমন পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত বরাহ ও কুক্কুরের অন্যতরের মৃত্যু হইলেই চাণ্ডালেরই লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণ ও ঘটোৎকচ এই দুই জনের মধ্যে অন্যতর বীর বিনষ্ট হইলে, বাসুদেবেরই পরম লাভ, সন্দেহ নাই। যদি ঘটোৎকচ কর্ণকে সংহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, পাণ্ডবদিগের অতিশয় উপকার হয়, কিম্বা যদি মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে সংহার করিতে পারে, তাহা হইলেও তাহার একপুরুষঘাতিনী শক্তির বিনাশে পাণ্ডবদিগের হিতকর কার্য্য সাধন করা হয়। প্রজ্ঞাবান্ বাসুদেব বুদ্ধিবলে এইরূপ অবধারণ করিয়াই পাণ্ডবদিগের হিত-কামনায় সূতপুত্র দ্বারা ঘটোৎকচকে সমরে নিপাতিত করিয়াছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবলশালী কর্ণ শক্তি দ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিতে মানস করিয়াছিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ জনার্দ্দন কর্ণের এই অভিসন্ধি অবগত হইয়া সেই অমোঘ শক্তি প্রতিহত করিবার বাসনায় মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে তাঁহার সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যদি তিনি তখন কর্ণের হস্ত হইতে ধনঞ্জয়কে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইতাম। হে রাজন্! সেই যোগীশ্বর বাসুদেব ঐ রূপ কৌশল না করিলে, অর্জ্জুন অশ্ব, ধ্বজ ও রথের সহিত কর্ণের হস্তে দেহ পরিত্যাগ করিতেন। ধনঞ্জয় বাসুদেবের উপায়বলেই রক্ষিত হইয়া সম্মুখীন শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া থাকেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন কৃষ্ণই সেই অব্যর্থ শক্তি

হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন ; নচেৎ ঐ শক্তি বজ্রা- হত বৃক্ষের ন্যায় তাহারে নিপাতিত করিত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিতান্ত বিরোধী, কুমন্ত্রণাপরবশ ও প্রজ্ঞাভিমানী তাহার নিমিত্তই ধনঞ্জয়ের বধোপায় নিষ্ফল হইয়াছে। যাহা হউক, মহাবীর কর্ণ সকল শস্ত্রধারীদিগের প্রধান, অসাধারণ বুদ্ধি- মান্; সে কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি সেই অমোঘশক্তি প্রয়োগ করিল না? হে সঞ্জয়! তুমিও কি ইহা বিস্মৃত হইয়াছিলে? তুমি সেই সময় কি নিমিত্ত ইহা কর্ণকে স্মরণ করিয়া দেও নাই?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও আমি আমরা সকলেই প্রতি রাত্রিতেই কর্ণকে কহিতাম, হে কর্ণ! তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার কর। তাহা হইলে আমরা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে কিঙ্করের ন্যায় নিদেশানুবর্ত্তী করিতে পারিব। অথবা অর্জ্জুন নিহত হইলেও কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অন্যতমকে সংগ্রামে দীক্ষিত করিবেন। অতএব তুমি অর্জ্জুনকে বিনষ্ট না করিয়া কৃষ্ণকেই সংহার কর। কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের মূল- স্বরূপ, অর্জ্জুন স্কন্ধ স্বরূপ, ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ শাখা স্বরূপ, এবং পাঞ্চালগণ পত্র স্বরূপ, অধিক কি, কৃষ্ণই পাণ্ডবদিগের আশ্রয়, কৃষ্ণই বল, কৃষ্ণই সহায় ও পরম গতি। অতএব হে কর্ণ! পত্র, শাখা ও স্কন্ধ পরিত্যাগ করত মূল স্বরূপ কৃষ্ণকে সংহার কর। মহাবীর কৃষ্ণ সমরে নিহত হইলে, শৈল, সাগর ও অরণ্য সমবেত সমুদায় পৃথিবী তোমার বশীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা প্রতিরাত্রিতেই কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই প্রকার অবধারণ করিতাম; কিন্তু যুদ্ধকালে উহার সম্যক্ পরিবর্ত্ত

হইয়া যাইত। মহাত্মা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি সূতপুত্রের সমক্ষে তাঁহাকে অবস্থাপিত করিতেন না। তিনি সেই অমোঘ শক্তি ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত অন্যান্য রথিগণকে কর্ণের সহিত সমরে প্রবর্ত্তিত করিতেন। মহারাজ! যখন বাসুদেব এইরূপে কর্ণের হস্ত হইতে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তখন যে তিনি আত্মরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ফলতঃ আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, জনার্দ্দনকে পরাজয় করিতে পারে, এরূপ কেহই এই ত্রিলোকমধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই।

হে কুরুরাজ! রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ নিহত হইলে, সত্যপরাক্রম সাত্যকি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ! সূতপুত্র কর্ণ অর্জ্জুনের প্রতি সেই অমিত পরাক্রম শক্তি প্রয়োগ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল; কিন্তু কি নিমিত্ত তাহার অন্যথাচরণ করিল? মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকির এই কথা শ্রবণে কহিলেন, হে শিনিপ্রবীর! দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ ও জয়দ্রথ দুর্য্যোধনের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব্বদা কর্ণকে কহিত, হে কর্ণ! তুমি ধনঞ্জয় ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি এই অমোঘ শক্তি কদাচ প্রয়োগ করিও না। ধনঞ্জয় দেবগণ মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ও পাণ্ডবগণ মধ্যে মহাযশস্বী। তাহাকে সংহার করিতে পারিলে, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ হুতাশন বিহীন দেবগণের ন্যায় নিশ্চয় বিনষ্টপ্রায় হইবে। হে সাত্যকি! দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ বারম্বার এই প্রকার কহিলে, সূতপুত্র কর্ণও তাহাদের বাক্যে সম্মত হইয়াছিল এবং এই শক্তি দ্বারা ধনঞ্জয়কে বধ করিতে হইবে, ইহা সর্ব্বদাই তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিত; কিন্তু আমি তাহাকে বিমোহিত করিতাম বলিয়াই সে অর্জ্জু-

নের প্রতি সেই শক্তি প্রয়োগ করে নাই। হে শৈনেয়! আমি যে পর্য্যন্ত ধনঞ্জয়ের এই মৃত্যুর প্রতিকার কামনা করিয়াছি, ততদিন আমার নিদ্রা ও হর্ষ এককালে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই অমোঘ শক্তি রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কৃতান্তের করাল আস্যদেশ হইতে আচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। ধনঞ্জয়কে রক্ষা করা আমার যেমন কর্ত্তব্য, আপনার জীবন এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও তোমাদিগকে রক্ষা করা তদ্রূপ নহে। অধিক কি, বিশ্বরাজ্য অপেক্ষাও যদি কোন বস্তু দুর্লভ থাকে, আমি অর্জ্জুনবিহীন হইয়া তাহাও প্রার্থনা করি না। হে যুযুধান! অর্জ্জুনকে পুনর্জীবিতের ন্যায় অবলোকন করিয়া আমার এই রূপ পরম হর্ষ সমুদিত হইয়াছে। রাত্রিকালে রাক্ষসপ্রবর ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই সূতপুত্র কর্ণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। এই নিমিত্তই আমি ঘটোৎকচকে সমরে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

হে রাজন্! অর্জ্জুন হিতৈষী মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিকে তৎকালে এইরূপ কহিয়াছিলেন।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কর্ণ, দুর্য্যোধন ও সুবলনন্দন শকুনি এবং তুমি, তোমরা অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ, কারণ তোমরা যখন নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়াছিলে যে, সেই অনিবার্য্য শক্তি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসহ্য, উহা সমরস্থলে নিশ্চয়ই একজনকে সংহার করিবে; তখন কর্ণ

কি নিমিত্ত সমরপ্রবৃত্ত ধনঞ্জয় বা দেবকী-পুত্রের প্রতি উহা নিক্ষেপ করিল না?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপতে! আমরা প্রতি দিন এই সমরক্ষেত্র হইতে রাত্রিকালে শিবিরে মন্ত্রণা করত কর্ণকে কহিতাম; হে কর্ণ! তুমি কল্য প্রভাত হইবামাত্র বাসুদেব বা ধনঞ্জয়ের প্রতি নিশ্চয়ই সেই অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু প্রভাত হইবামাত্র কি কর্ণ, কি অন্যান্য যোধগণ সকলেরই বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া যাইত। হে রাজন্! যখন কর্ণের হস্তে তাদৃশ অমোঘ শক্তি থাকিতেও দেবকীতনয় বাসুদেব ও ধনঞ্জয় নিহত হন নাই, তখন আমার বিবেচনায় দৈবই বলবান্। কর্ণ নিশ্চয়ই দৈবকর্ত্তৃক মায়া প্রভাবে হত-বুদ্ধি ও বিমোহিত হইয়া দেবকীপুত্র কৃষ্ণ বা দেবসদৃশ ধন-ঞ্জয়ের প্রতি সেই বাসবী শক্তি পরিত্যাগ করেন নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি, কেশব এবং দৈবকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত ও বিনষ্ট হইলে! ইন্দ্রদত্ত শক্তি তৃণ তুল্য ঘটোৎকচকেই বিনাশ করিয়া নিষ্ফল হইল! এই দুর্নীতি দোষে আমার পুত্র, কর্ণ ও অন্যান্য ভূপালগণ সকলকেই শমন সদনে গত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। যাহা হউক, হিড়িম্বাতনয় নিহত হইলে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের পুনরায় কিরূপ যুদ্ধ হইল? তাহা কীর্ত্তন কর। যে যে পাঞ্চালেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল, তাহারা কিরূপে সংগ্রাম করিতে লাগিল? আচার্য্য দ্রোণ ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথের বিনাশজনিত ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া জৃম্ভমান শার্দ্দূলের ন্যায় ও বিবৃতানন কৃতান্তের ন্যায় প্রাণপণে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কিরূপে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল? রাজা দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা ও কৃপা-

চার্য্য প্রভৃতি যে যে বীরগণ আচার্য্যকে রক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা যুদ্ধস্থলে কি করিলেন? অস্মৎপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত যোধগণ দ্রোণবধার্থী অর্জ্জুন ও ভীমের উপর কিরূপ শর-বৃষ্টি করিল? কৌরবগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের ও পাণ্ডবগণ রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের নিধনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; তাহারা সেই রাত্রিতে পরস্পর কিরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল? এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে প্রজানাথ! সেই ভয়ঙ্করী বিভাবরীতে মহাবলশালী কর্ণ ঘটোৎকচকে নিহত করিলে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে করিতে দ্রুতবেগে আগমন পূর্ব্বক পাণ্ডববাহিনী সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি দীনভাবে বৃকোদরকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি অবিলম্বে কৌরবসৈন্যগণকে নিবারণ কর। আমি ঘটোৎকচের বিনাশে বিমোহিতপ্রায় হইয়াছি। রাজা যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে এই কথা কহিয়াই সাশ্রুবদনে স্বীয় রথে সমাসীন হইয়া সূতপুত্রের বলবিক্রম অবলোকন পূর্ব্বক বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত মোহে অভিভূত হইলেন। মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া কহিলেন, হে রাজন্! প্রাকৃত জনের ন্যায় শোক প্রদর্শন করা আপনার বিধেয় নহে। আপনি শোক সম্বরণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া যুদ্ধভার বহন করুন। আপনি এরূপ শোকাকুল হইলে জয় লাভে সংশয় উপস্থিত হইবে।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ততলদ্বারা নেত্রদ্বয় মার্জিত করত কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি ধর্ম্মপথ কিছুমাত্র অবগত নহি। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হয়। দেখ, ধনঞ্জয়

অস্ত্রশিক্ষার্থ গমন করিলে, হিড়িম্বাতনয় বালক হইয়াও আমাদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। ঐ মহাবীর কাম্যকবনে আমার শুশ্রূষা করিত এবং অর্জ্জুনের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছিল। ঐ সমরবিশারদ মহাবীর, গন্ধমাদন গমন কালে আমাদিগকে দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার ও শ্রমকাতরা পাঞ্চালীরে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল। মহাবীর ভীমতনয় আমার নিমিত্ত এইরূপ বহুতর দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে বাসুদেব! সহদেবের প্রতি আমার যেরূপ স্বাভাবিক স্নেহ আছে, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের প্রতি তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। ঘটোৎকচ আমার নিতান্ত ভক্ত ও একান্ত প্রিয়পাত্র ছিল। সেই নিমিত্তই আমি শোকসন্তপ্ত ও মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। হে বার্ষ্ণেয়! ঐ দেখ, কৌরবগণ আমাদিগের সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ পরম যত্নসহকারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, মত্তমাতঙ্গগণ যেমন নলবন প্রমথিত করে, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতেছেন। কৌরবগণ ভীমসেনের বাহুবলে ও ধনঞ্জয়ের বিবিধ অস্ত্র শিক্ষায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করত বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ঐ দেখ, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন ঘটোৎকচের বিনাশ নিবন্ধন আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে বাসুদেব! তুমি এবং আমরা জীবিত থাকিতে সূতপুত্র কিরূপে সকলের সাক্ষাতে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমতনয়ের বিনাশ সাধন করিল। যখন দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অভিমন্যুরে বিনাশ করে, তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সমরস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। আমরাও সকলে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ ছিলাম। সপুত্র দ্রোণাচার্য্যই অভিমন্যুবধের কারণ হইয়াছিলেন। তিনি তাহার বধোপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন;

অশ্বত্থামা তাহার অসি দ্বিখণ্ড করে; নৃশংস কৃতবর্ম্মা সেই বিপন্ন বালকের অশ্বগণকে পার্ষ্ণি এবং সারথির সহিত নিহত করিয়া ফেলে; আর অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণ তাহার বিনাশ সাধন করেন। হে যাদব! অভিমন্যুবধে জয়দ্রথের সামান্য অপরাধ ছিল, তন্নিমিত্ত ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে সংহার করাতে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করি নাই। এক্ষণে যদি শত্রু-নিপাত করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মতে অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। ঐ দুই জনই আমাদিগের দুঃখের মূল কারণ; উহাঁ-দিগের সাহায্যে দুর্য্যোধন আশ্বাসিত হইয়াছে।

হে মাধব! যে যুদ্ধে দ্রোণ ও কর্ণকে অনুচরগণের সহিত বিনাশ করা কর্ত্তব্য, অর্জ্জুন সেই যুদ্ধে মহাবীর জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সূতপুত্রকে বিনাশ করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। অতএব আমি তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত গমন করিলাম। ঐ দেখ, ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণসৈন্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

হে কুরুরাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারিত ও শঙ্খ প্রধ্মাপিত করত সত্বর কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী অসংখ্য রথ, তিন শত হস্তী, পাঁচ শত অশ্ব ও তিন সহস্র প্রভদ্রক সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগামী হইলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, ধর্ম্মরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় গমন করিতেছেন; অতএব উহাঁর প্রতি নির্ভর করিয়া আমা-দিগের নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা বাসুদেব এই

বলিয়া সত্বরে রথ সঞ্চালন পূর্ব্বক দূরগত ধর্ম্মপুত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে ভূপতে! ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শোকাভিভূত সন্তপ্তচিত্ত যুধিষ্ঠিরকে সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় সহসা গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ধনঞ্জয় সৌভাগ্যবশতঃ সমরে কর্ণের হস্তে পরিত্রাণ পাইয়াছে। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের নিধন বাসনায় ইন্দ্রদত্ত শক্তি রক্ষা করিয়াছিল। ভাগ্যবশতঃ অর্জ্জুন কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। অর্জ্জুন কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, অবশ্যই ঐ মহাবীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। অর্জ্জুনের অস্ত্রে কর্ণের অস্ত্র ছিন্ন হইলে, কর্ণ নিশ্চয়ই তাহার প্রতি বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিত। তাহা হইলে, তোমার নিদারুণ ব্যসন উপস্থিত হইত। ভাগ্যবশতঃ সূতপুত্র তাহা না করিয়া সেই শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়াছে। হে ভরতর্ষভ! দৈবই তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে। ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি কেবল নিমিত্ত মাত্র। অতএব তুমি এক্ষণে ক্রোধ ও শোক সম্বরণ কর। জীবমাত্রেরই সংহার আছে। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা নরপতিগণে সমবেত হইয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসে বসুন্ধরা তোমার হস্তগতা হইবেন। তুমি সতত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও; পরম প্রীতমনে অনৃশংসতা, তপ, দান, ক্ষমা ও সত্যের অনুষ্ঠান কর। যে স্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয়। হে কুরুরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ঘটোৎকচ বধ পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

দ্রোণবধ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্যাসদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া স্বয়ং কর্ণ বিনাশে নিবৃত্ত এবং সূতপুত্র হস্তে ঘটোৎকচের বধজনিত দুঃসহ দুঃখ ও ক্রোধে অভিভূত হইলেন। তখন তিনি ভীমসেনকে সমস্ত কৌরবসৈন্য নিবারিত করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর। তুমি দ্রোণ বধের নিমিত্ত খড়্গ, কবচ, শর ও শরাসন ধারণ করত হুতাশন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ। তুমি প্রহৃষ্টমনে সংগ্রামে ধাবমান হও; তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। জনমেজয়, শিখণ্ডী, যশোধর দৌর্ম্মুখি, নকুল, সহদেব, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সমবেত দ্রুপদ ও বিরাট মহাবল সাত্যকি ও ধনঞ্জয় এবং প্রভদ্রক, কেকয় ও দ্রুপদেয়গণ ইহাঁরাও দ্রোণবধ বাসনায় বেগে ধাবমান হউন। রথিগণ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরে মহাবল দ্রোণকে নিপাতিত করুন।

হে রাজন্! তখন সেই সকল যোধগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দ্রোণজিগীষু হইয়া, দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। শস্ত্রধারিপ্রবর দ্রোণাচার্য্য সেই সংগ্রামে সহসা সমাগত বীরগণকে অনায়াসে প্রতিগ্রহ করিলেন। রাজা

দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধচিত্তে আচার্য্যের প্রাণ রক্ষার বাসনায় সুসজ্জিত হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন শ্রান্ত বাহন ও শ্রান্ত সৈন্য পাণ্ডব এবং কৌরবগণ পরস্পর গর্জ্জন করত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে মহারথগণ নিদ্রান্ধ ও পরিশ্রান্ত হইয়া সমরে নিশ্চেষ্টপ্রায় হইলেন। সেই প্রাণিগণের প্রাণহারিণী ঘোররূপা ত্রিযামা তাঁহাদিগের পক্ষে সহস্রযামা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এইরূপে সেই অর্দ্ধরাত্রি সময়ে সৈন্যসকল ক্ষতবিক্ষত ও বধ্যমান হইলে. উভয় পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ দীনমনা ও নিরুৎসাহ এবং অস্ত্র শস্ত্রবিহীন হইলেও লজ্জা ও স্বধর্ম্ম প্রতিপালন নিবন্ধন স্ব স্ব সৈন্য পরিত্যাগ করিলেন না। সৈন্যগণ নিদ্রান্ধ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে কেহ অশ্বে, কেহ গজে ও কেহ বা রথোপরি শয়ন করিতে লাগিল। অন্য যোধগণ অনায়াসে তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। অনেকে স্বপ্নে শত্রুদলকে অবলোকন করিয়া নানাবিধ বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক আপনাকে, আত্মীয়গণকে ও বিপক্ষগণকে সমরে সমাহত করিতে লাগিল। মহারাজ! অস্মৎপক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরপুরুষ নিদ্রাসক্তনেত্র হইয়া অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিল। কতকগুলি নিদ্রান্ধ বীর সেই ঘোরতর অন্ধকারে গমনাগমন পূর্ব্বক পরস্পরের জীবন বিনষ্ট করিতে লাগিল। অনেকে নিদ্রায় এরূপ বিমোহিত হইল যে, শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইলেও কিছুমাত্র জানিতে পারিল না।

হে রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগের এতাদৃশী চেষ্টা অবগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমারা সকলেই বাহনগণের সহিত ধূলিপটল ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এবং নিতান্ত শ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ হইয়াছ। অতএব

যদি তোমাদিগের মত হয়, তবে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে বিরত হইয়া এই সমরভূমিতে নিদ্রা যাও। অনন্তর চন্দ্রমা উদিত হইলে, তোমরা বিনিদ্র ও বিশ্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্বর্গ-কামনায় পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইবে। হে প্রজানাথ! কৌরবপক্ষীয় ধর্ম্মজ্ঞ বীরপুরুষগণ ধার্ম্মিকপ্রবর অর্জ্জুনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মত হইয়া, হে কর্ণ! হে মহারাজ দুর্য্যোধন! পাণ্ডবসেনা সমরে বিরত হইয়াছে; অতএব তোমারাও যুদ্ধে ক্ষান্ত হও, পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে যুদ্ধে বিরত হইল। তৎকালে দেবগণ ও ঋষিগণ পরম আহ্লাদিত হইয়া অর্জ্জুনবাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত সৈনিকগণ অর্জ্জুনবাক্যের সমাদর করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ বিশ্রামের অবকাশ লাভ করত অর্জ্জুনকে এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, হে মহাবাহু অর্জ্জুন! তোমাতে বেদ, অস্ত্র সকল, বুদ্ধি, পরাক্রম, মঙ্গল ও প্রাণিগণের প্রতি দয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব হে পৃথানন্দন! আমরা আশ্বাসিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার কল্যাণ হউক; তুমি অবিলম্বে অভিলষিত ফল লাভ কর। মহারাজ! মহারথগণ মহামতি অর্জ্জুনের এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ কেহ রথোপরি, কেহ কেহ গজস্কন্ধে ও কেহ কেহ বা ধরাতলে শয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকে শর, গদা, খড়্গ, পরশু, প্রাস ও কবচ ধারণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নিদ্রিত হইল। নিদ্রান্ধ মাতঙ্গগণ ভূরেণুভূষিত ভুজঙ্গভোগ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা নিশ্বাস পরিত্যাগ

করিয়া বসুধা শীতল করত নিশ্বসন্ত ভুজঙ্গপরিবেষ্টিত পর্ব্বত সমূহের ন্যায় শোভমান হইল। কাঞ্চনময় যোক্ত্র-সমন্বিত অশ্বগণ কেশরালম্বিত যুগকাষ্ঠ ও খুরাগ্র দ্বারা সমভূমি বিষম করিতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে সেই রণক্ষেত্রে হস্তী, অশ্ব ও যোধগণ শ্রান্ত ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রিত হইল। তখন বোধ হইল যেন, সুনিপুণ চিত্রকরগণ ঐ সমস্ত বল চিত্রপটে চিত্রিত করিয়াছে। মহারাজ! পরস্পরের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ কুণ্ডলালঙ্কৃত তরুণবয়স্ক ক্ষত্রিয়গণ করিকুম্ভের উপর শয়ান হইলে, বোধ হইল যেন, তাঁহারা কামিনীগণের কুচকলস অবলম্বন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছেন।

হে ভরতর্ষভ! অনন্তর কামিনীর গণ্ডদেশের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ নয়নের আনন্দবর্দ্ধন কুমদবান্ধব নিশাকর মাহেন্দ্রী দিক্ অলঙ্কৃত করিলেন। তিনি উদয়াচলের কেশরীর ন্যায় পূর্ব্বদিক্ রূপ দরী হইতে বিনিঃসৃত হইয়া কিরণরূপ কেশর দ্বারা চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করত তিমিররূপ হস্তিযূথ বিনাশ করিয়া সমুদিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই হরবৃষাঙ্গ সদৃশ শুভ্রকান্তি, নববধূর হাস্যের ন্যায় অতীব মনোহর, কন্দর্পের আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন সদৃশ মণ্ডলাকার ভগবান্ কুমুদনায়ক চন্দ্রমা প্রথমতঃ আলোকমাত্র প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ বর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চন্দ্ররশ্মি স্বীয় প্রভা দ্বারা তিমিররাশি উৎসারিত করত শনৈঃ শনৈ দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে গমন করিল। তখন মুহূর্ত্তমধ্যে ভূমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। তমোরাশি অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। নিশাচর জন্তুগণ কেহ কেহ বিচরণে প্রবৃত্ত এবং কেহ কেহ বা ক্ষান্ত হইল। মহারাজ! সূর্য্যরশ্মি প্রভাবে কমলবন যেমন প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ নিদ্রিত

সৈন্যগণ সেই চন্দ্ররশ্মি প্রভাবে প্রবোধিত হইতে লাগিল পার্ব্বণ চন্দ্রোদয়ে মহাসাগর যেরূপ উদ্ধূত ও ক্ষুভিত হয়, তদ্রূপ সেই সৈন্যসাগর চন্দ্রোদয়ে উদ্ধূত ও ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। অনন্তর পরলোক গমনাভিলাষী বীরপুরুষগণের লোক বিনাশের নিমিত্ত পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন পূর্ব্বক অমর্ষপরবশ হইয়া তাঁহার তেজ ও হর্ষ উদ্দীপিত করত কহিতে লাগিলেন, হে আচার্য্য! দীনচেতা শ্রমাপনোদনে প্রবৃত্ত শত্রুগণকে ক্ষমা করা, লব্ধলক্ষ্য বীরগণের কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপনার হিতসাধনার্থ পাণ্ডবগণকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। উহারা সেই অবসরে সমস্ত সংগ্রাম পরিশ্রম অপনোদন করিয়াছে। যাহা হউক, আপনি উহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই বারম্বার উহাদিগের অভ্যুদয় লাভ হইতেছে। আর আমরা ক্রমে তেজ ও বলবীর্য্যবিহীন হইতেছি। হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্রহ্মাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্র বিশেষরূপে অবগত আছেন। আমি সত্য কহিতেছি, কি পাণ্ডবগণ, কি কৌরবগণ, কি অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণ কেহই যুদ্ধকালে আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে না। অধিক কি, আপনি দিব্যাস্ত্র প্রভাবে নিশ্চয়ই দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমুদায় লোক উচ্ছিন্ন করিতে পারেন। পাণ্ডবেরা আপনার পরাক্রম দেখিয়া যৎপরো-

নাস্তি ভীত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা আপনার শিষ্য বলিয়াই হউক, অথবা আমার ভাগ্যবশতই হউক, আপনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন।

মহারাজ! এইরূপে আচার্য্য দ্রোণ আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কোপিত ও উত্তেজিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি। আমি অস্ত্রবেত্তা; কিন্তু এই সমুদায় বীর অস্ত্র বিদ্যায় তাদৃশ নিপুণ নহে। তোমার জয় লাভার্থ এই সকলকে বিনাশ করিতে হইলে, আমারে নিতান্ত ক্ষুদ্র জনের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাহা মনে করিতেছ, তাহা শুভই হউক বা অশুভই হউক, আমি তোমার বাক্যানুসারে তদনুরূপ কার্য্য করিব, সন্দেহ নাই। আমি অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, সমরে পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া কবচ পরিত্যাগ করিব। হে মহারাজ! তুমি মহাবল ধনঞ্জয়কে সমরে পরিশ্রান্ত বোধ করিতেছ; কিন্তু আমি তাঁহার প্রকৃত বলবীর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর অর্জ্জুন রণস্থলে কুপিত হইলে, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষসগণও তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হন না। ঐ মহাবীর সব্যসাচী খাণ্ডবদাহকালে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ এবং বলদৃপ্ত যক্ষ, নাগ ও দানবদলকে দলন করিয়াছিলেন, ইহা সকলই তুমি অবগত আছ। ঐ মহাবীর পার্থ তোমাদিগের ঘোষযাত্রা সময়ে চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিয়া তোমাদিগকে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছে। ঐ মহাবীর ধনঞ্জয় দেবগণেরও অজেয়, নিবাত কবচ ও হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবদিগকে পরাজয় করিয়াছে।

অতএব সামান্য মানব কি প্রকারে সেই মহাবলশালী অর্জ্জুনকে সমরে পরাজয় করিবে। হে রাজন্! তোমার সেনা সকল আমাদিগের বহু প্রযত্নে রক্ষিত হইলেও অর্জ্জুন তাহাদিগকে যেরূপে সংহার করিতেছে, তুমি সেই সমস্তই অবলোকন করিতেছ।

মহারাজ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে দ্রোণাচার্য্যকে অর্জ্জুনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে দেখিয়া রোষভরে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আজি আমি দুঃশাসন, কর্ণ ও মাতুল শকুনি আমরা সৈন্যদিগকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্জ্জুনকে সংহার করিব। মহামতি দ্রোণ রাজা দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ করত হাস্যমুখে তাহাতে অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নরপতে! কোন্ ক্ষত্রিয় স্বীয় তেজোবলে প্রদীপ্ত ক্ষত্রিয়প্রবর অক্ষয় অর্জ্জুনকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে? ধনাধিপতি কুবের, সুররাজ ইন্দ্র, জলপতি বরুণ ও লোকক্ষয়কর কৃতান্ত এবং অসুর, উরগ ও রাক্ষসগণ আয়ুধহস্ত ধনঞ্জয়কে সংহার করিতে পারেন না। হে বৎস! তুমি ধনঞ্জয়কে লক্ষ্য করিয়া যাহা কহিলে, মূঢ় জনেরাই এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন করা কাহারও সাধ্য নহে। হে ভূপতে! তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর ও পাপস্বভাব। যাহারা তোমার শ্রেয়স্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সন্দিহান হইয়া তাহাদিগকেই তিরস্কার করিতেছ। যাহা হউক, তুমি সৎকুলসঞ্জাত ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধাভিলাষী। অতএব এক্ষণে স্বীয় কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহারে নিবারণ কর। তুমিই এই শত্রুতার মূল কারণ; অতএব এক্ষণে ধনঞ্জয় সমীপে গমন পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হও। তুমি কি নিমিত্ত নিরপরাধে

এই সকল ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিতেছ। হে গান্ধারীতনয়! তোমার এই মাতুল শকুনি অক্ষ-ক্রীড়ায় সুনিপুণ, প্রতারণা-পরতন্ত্র ও কুটিলহৃদয়; এক্ষণে ইনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমি বোধ করি, এই মহাবীরই পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিবেন। তুমি কর্ণ সমভিব্যাহারে মোহাভিভূত, শূন্যহৃদয়, শুশ্রূষা পরতন্ত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সাক্ষাতে হৃষ্টচিত্তে বারম্বার গর্ব্ব করত কহিয়াছ যে, হে রাজন্! আমি, কর্ণ, ও ভ্রাতা দুঃশাসন আমরা সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিব। আমি প্রতি সভায় এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করত কর্ণাদির সহিত সত্য-বাদী হও। ঐ দেখ, নিতান্ত দুর্ব্বিসহ শত্রু মহাবীর ধনঞ্জয় তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে উহার অভিমুখীন হও। অর্জ্জুন হস্তে মৃত্যুও তোমার শ্লাঘ্য। হে বৎস! তুমি ইচ্ছানুরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ, দান ও ভোজন করিয়াছ এবং কৃতকার্য্য ও ঋণশূন্যও হইয়াছ; অতএব এক্ষণে নির্ভীকচিত্তে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

মহারাজ! আচার্য্য দ্রোণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কৌরবসেনা-গণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ দ্রোণকে ও অপর ভাগ দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে নরনাথ! রাত্রির তিনভাগ অতীত হইয়াছে এবং এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে প্রহৃষ্টচেতা কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যসারথি অরুণ চন্দ্রপ্রভা হরণ ও নভোমণ্ডল তাম্রবর্ণ করিয়া সমুদিত হইলেন। সূর্য্যমণ্ডল অরুণকিরণে অরুণিত হইয়া তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত চক্রের ন্যায় পূর্ব্বদিকে বিরাজিত হইতে লাগিল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ রথ, অশ্ব ও নরযান সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূর্য্যের অভিমুখীন হইয়া সন্ধ্যোপাসনার জন্য করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে প্রজানাথ! অনন্তর কৌরব পক্ষীয় সেনা দুই ভাগে বিভক্ত হইলে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনকে অগ্রসর করিয়া সোমক, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। বাসুদেব তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কৌরবগণকে বামভাগে ও দ্রোণাচার্য্যকে দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের আদেশানুসারে দ্রোণ ও কর্ণের বামভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন শত্রুনিপাতন ভীমসেন বাসুদেবের অভিসন্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া সংগ্রামক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়রমণীগণ যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করে, এক্ষণে সেই কার্য্য সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি তুমি এ সময় স্বীয় বল-বীর্য্যের অনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার

নিতান্ত নৃশংসের কর্ম্ম করা হইবে। এক্ষণে তুমি দ্রোণসৈন্য-গণকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া সত্য, শ্রী, ধর্ম্ম ও যশের আনৃণ্য লাভ কর।

হে রাজন্! মহাবীর অর্জ্জুন কেশব ও ভীমসেন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দ্রোণ ও কর্ণকে অতিক্রম করত চতুর্দ্দিক্‌স্থ শত্রুসৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরব-পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ সেই বর্দ্ধমান হুতাশনসদৃশ ক্ষত্রদাহন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি ইহাঁরা শরনিকর দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগি-লেন। সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রবেত্তা জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের অস্ত্র সমুদায় নিবারণ করত সকলকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎ-কালে ধূলিরাশি সমুদ্ধৃত, চতুর্দ্দিক্ হইতে শরজাল সমাগত, ঘোরতর অন্ধকার আবির্ভূত ও ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল, কিছুই বোধগম্য হইল না ধূলিজাল প্রভাবে সকলেই অন্ধপ্রায় হইল। উভয়পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর কেহ কাহারে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। নৃপতিগণ কেবল স্ব স্ব নাম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথহীন রথিগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের কেশ, কবচ ও ভুজে সংলগ্ন হইতে লাগিলেন। অশ্ব ও সারথিবিহীন নিশ্চেষ্ট রথিগণ ভয়ে-নিপীড়িত হইয়া কেবল জীবন রক্ষা করত সংগ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অশ্ব এবং অশ্বারোহিগণ জীবনবিহীন হইয়া অচলাকার নিহত গজসমূহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য রণক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে

উত্তর দিকে গমন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত বিধূম হুতাশনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ তেজঃ প্রদীপ্ত দ্রোণাচার্য্যকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে আগমন করিতে দেখিয়া ভীত, কম্পিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। দানবগণ যেরূপ পুরন্দরকে পরাজিত করিতে সাহসী হয় না, সেইরূপ তাহারা সেই অরাতিনিপাতন মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিতে কোন রূপেই সাহসী হইল না। তখন কেহ কেহ উৎসাহবিহীন, কেহ কেহ ক্রুদ্ধ ও কেহ কেহ বা বিস্ময়াপন্ন হইল। রাজগণের মধ্যে কেহ কর দ্বারা করাগ্রনিষ্পেষণ, কেহ কেহ ক্রোধভরে ওষ্ঠ দংশন, কেহ কেহ আয়ুধ নিক্ষেপ ও কেহ কেহ বা ভুজমর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অনেকানেক তেজস্বী বীর পুরুষ দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ দ্রোণের শরে সাতিশয় নিপীড়িত ও বেদনায় একান্ত অভিভূত হইয়া দ্রুপদরাজকে আশ্রয় করিল।

তখন মহারাজ দ্রুপদ ও বিরাট সেই সমরচারী দুর্জ্জয় দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে দ্রুপদের তিন পৌত্র ও চেদিগণ দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ নিশিত তিন শরে সেই দ্রুপদের তিন পৌত্রের প্রাণ সংহার করিলে, তাঁহারা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবল দ্রোণাচার্য্য সমরে চেদি, কেকয়, সৃঞ্জয় ও মৎস্যগণকে পরাজিত করিলেন। তদ্দর্শনে দ্রুপদ ও বিরাটরাজ রোষভরে দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ অনায়াসে তাঁহাদের শরবর্ষণ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে শর নিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাটরাজ আচার্য্যশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধ ভরে তাঁহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন

আচার্য্য দ্রোণ ক্রোধাশক্ত হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদের শরাসনদ্বয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবলশালী বিরাট তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণের সংহারার্থ দশ তোমর ও দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। রণশৌণ্ড দ্রুপদও রোষভরে দ্রোণের রথের প্রতি এক সুবর্ণ খচিত ভুজগেন্দ্রোপম ভীষণ লৌহময়ী গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সুতীক্ষ্ণ ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই বিরাটনিক্ষিপ্ত দশ তোমর ও শাণিত শর দ্বারা দ্রুপদের সেই শক্তি ছেদন করিয়া সুশাণিত ভল্ল দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন।

মনস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের অস্ত্রবলে বিরাট, দ্রুপদ ও বিরাটরাজের তিন পৌত্র এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া ক্রোধ ও দুঃখভরে মহারথগণের মধ্যে শপথ করিয়া কহিলেন যে, অদ্য যদি দ্রোণ আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বা আমারে পরাভব করেন, তাহা হইলে যেন আমার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট এবং আমি ব্রহ্ম ও ক্ষত্রিয় তেজ হইতে পরিভ্রষ্ট হই। হে রাজন্! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ শপথ করিয়া সৈন্যগণের সহিত আচার্য্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন এক দিকে পাঞ্চালগণও অন্য দিকে ধনঞ্জয় অবস্থিতি করত দ্রোণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনি এবং দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ তদ্দর্শনে আচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য সেই সমস্ত মহাত্মাগণের প্রযত্নে পরিরক্ষিত হইলে, পাঞ্চালগণ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়সত্তম! কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়াভিমানী ও দ্রুপদবংশে সমুৎ-

পন্ন হইয়া সম্মুখবর্ত্তী শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া থাকে ? কোন্ পুরুষ পিতৃবধ এবং পুত্রবধ সহ্য এবং ভূপতিগণসমক্ষে শপথ করিয়া শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। ঐ দেখ ! মহাবীর দ্রোণ স্বীয় তেজঃ প্রভাবে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতেছেন। উনি ক্ষণকালমধ্যেই সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করিবেন। অতএব আমি যুদ্ধার্থ দ্রোণসমীপে গমন করিলাম। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন কর।

মহাবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে দ্রোণসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আকর্ণপূর্ণ শরসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নও সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে রাজন্ ! সেই সূর্য্যোদয়কালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ আমরা কদাচ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। ঐ সময় সৈন্যগণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রথসমূহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। প্রাণিগণ নিহত ও চতুর্দ্দিকে বিশীর্ণ হইতে লাগিল। কোন কোন ব্যক্তি একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করত বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। যাহারা সমরপরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিতেছিল, শত্রুগণ কেহ কেহ তাহাদের পৃষ্ঠভাগে কেহ কেহ বা পার্শ্বদেশে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, ক্ষণকাল মধ্যে ভগবান্ অংশুমালী সমুদিত হইলেন।

——o——

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বর্ম্মধারী বীরগণ সমরাঙ্গনে নবোদিত দিবাকরের উপাসনা করিলেন। অনন্তর তপ্তকাঞ্চনভাস্বর প্রভাকর সমুদিত হইয়া জগৎ প্রকাশিত করিলে, পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে সমস্ত সৈন্যগণ যাহাদিগের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই পুনরায় সেই সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অশ্বারোহিগণ রথিগণের সহিত, গজারোহিগণ অশ্বারোহিগণের সহিত পদাতিগণ হস্ত্যারোহিগণের সহিত, অশ্বগণ অশ্বগণের সহিত পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত, রথিগণ রথিগণের সহিত, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। হে রাজন্! যোধগণ রজনীযোগে বিশেষ যত্নসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আতপতাপে তপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া অচেতনপ্রায় হইলেন। শঙ্খনাদ, ভেরীনিনাদ, মৃদঙ্গধ্বনি, বৃংহিত শব্দ, ধনুষ্টঙ্কার, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার, নিপতিত অস্ত্র সকলের শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, রথ সমুদয়ের ঘর্ঘর নির্ঘোষে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। ঐ সময় বহুবিধ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত কলেবর সংগ্রামনিপতিত বিচেষ্টমান হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। তৎকালে সৈন্যগণ বিপক্ষীয়দিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্বপক্ষীয়গণকেও বিনাশ করিতে লাগিল। বীরগণবিক্ষিপ্ত খড়্গ সমুদায় নেজন স্থল নিক্ষিপ্ত বসন রাশির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। আর উদ্যত খড়্গ সকল বিপক্ষীয় বীরগণ দ্বারা

প্রতিহত হইতে আরম্ভ হইলে নিজ্যমান বস্ত্রের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর বীরগণের খড়্গ, তোমর, ও পরশ্বধ দ্বারা ভয়াবহ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, রণস্থলে গজ, অশ্ব ও নরদেহ সম্ভূত ভীষণ শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। শস্ত্র সমুদায় উহার মৎস্য, মাংস কর্দ্দম, পতাকা ও বস্ত্র সকল ফেন এবং সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দ স্বরূপ হইল। অশ্ব ও হস্তী সকল রজনীতে শর ও শক্তি দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিল; সুতরাং এক্ষণে তাহারা স্তব্ধভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। শুষ্কবদন বীরগণ চারুকুণ্ডল-মণ্ডিত মস্তক ও বিবিধ যুদ্ধোপকরণ দ্বারা আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিলেন। তখন ক্রব্যাদগণ এবং মৃত ও অর্দ্ধমৃত সৈন্য-গণ দ্বারা রথ সঞ্চালনের পথ অবরুদ্ধ হইল। বারণ সদৃশ বলশালী সৎকুলোদ্ভব তুরঙ্গমগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা রথচক্র নিমগ্ন হইলে, কম্পিতকলেবরে বল-পূর্ব্বক অতি কষ্টে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল।

হে রাজন্! তখন মহাবীর দ্রোণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন আর সকলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিল। ঐ উভয় বীরই তৎকালে স্ব স্ব পক্ষের আশ্রয় ও ভয় পরিত্রাতা হইয়াছি-লেন। উহাঁদিগের প্রভাবে উভয়পক্ষীয় অসংখ্য বীর শমন-ভবনে গমন করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। পাঞ্চাল সেনা সকল কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, কিছুই স্থির হইল না। সেই ভীরুজনের ভয়-বর্দ্ধন, শ্মশানভূমি সদৃশ সমরক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কালে ধূলিজাল সমুত্থিত হইলে কি কর্ণ, দ্রোণ, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দুঃশাসন, অশ্ব-ত্থামা, দুর্য্যোধন, শকুনি, কৃপাচার্য্য, মদ্ররাজ, কৃতবর্ম্মা, ও কি অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গ কাহাকেও লক্ষিত হইল না। তখন

ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডলের কথা দূরে থাকুক, আত্মদেহই দৃষ্ট হইল না। সকলেই ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, পুনরায় রজনী সমুপস্থিত হইয়াছে। তখন কে কৌরব, কে পাঞ্চাল, কে পাণ্ডব, কিছুই অবধারিত হইল না। ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং সম ও বিষম প্রদেশ এককালে অদৃশ্য হইল। বিজয়াভিলাষী নরগণ কি স্বকীয় কি পরকীয় যাহারে প্রাপ্ত হইল, তাহারেই নিপাতিত করিতে লাগিল। ক্রমশঃ প্রবল বায়ুবেগ ও শোণিত নিষেক দ্বারা রজোরাশি প্রশমিত হইল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী ও পদাতিগণ শোণিতোক্ষিত হইয়া পারিজাত বনরাজির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন নকুল ও সহদেবের সহিত এবং কর্ণ ভীমসেনের সহিত ও অর্জ্জুন ভরদ্বাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সমুদায় যোধগণ তাঁহাদিগের সেই আশ্চর্য্য সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধ করত পরস্পরের পরাজয় বাসনায় পরস্পরকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিয়া প্রাবৃট্‌কালীন পয়োধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহারা সূর্য্যপ্রভরথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহাদিগকে শরৎকালীন জীমূতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন অন্যান্য যোধগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরম যত্ন সহকারে স্পর্দ্ধা করত মত্তমাতঙ্গগণের ন্যায় পরস্পরের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, কেহ কাহার শরীর ভেদ করিতেছে না, মহারথগণ স্বয়ং নিহত ও নিপতিত হইতেছেন। ঐ সময় যোদ্ধৃবর্গের ছিন্ন চরণ, বাহু, কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক, শরাসন, বিশিখ, প্রাস, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ, নালীক, ক্ষুর, নারাচ, নখর, শক্তি, তোমর ও অন্যান্য বিবিধাকার নিশিত অস্ত্রজাল, বিচিত্র

বর্ম্ম, নিহত অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ, যোধশূন্য ধ্বজবিহীন নগরোপম রথ সমুদায়, আরোহিবিহীন ভীতচিত্ত বায়ুবেগে ধাবমান অশ্বগণ, অলঙ্কার পরিশোভিত নিহত বীরগণ এবং ব্যজন, ধ্বজ, ছত্র, আভরণ, বস্ত্র, সুগন্ধি মাল্য, হার, কিরীট, মুকুট, উষ্ণীষ, কিঙ্কিণীজাল, বক্ষঃস্থলার্পিত মণি, নিষ্ক ও চূড়ামণি দ্বারা সমরভূমি নক্ষত্রমণ্ডলপরিশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর ক্রোধপরবশ নকুলের সহিত ক্রোধোন্মত্ত দুর্য্যোধনের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মাদ্রীপুত্র দুর্য্যোধনকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করত হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিলেন। সেই সময় তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধন নকুলের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়াই তাঁহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্রযুদ্ধকুশল তেজস্বী নকুল দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রতিচিকীর্ষু দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধনও তদ্দর্শনে ক্রোধভরে নকুলকে নিবারণ করিয়া শরজালে নিপীড়িত ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সেনাগণ তদ্দর্শনে তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তখন মহাবল নকুল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণাজনিত দুঃখপরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

একোন নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে প্রজানাথ! এ দিকে মহাবলশালী দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া রথবেগে ভূমণ্ডল কম্পিত করত সহদেবের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাবল সহদেব তাঁহাকে আগমন করিতে

দেখিয়া এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার সারথির শিরস্ত্রাণ-সমন্বিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি এত শীঘ্র উহার মস্তক ছেদন করিলেন যে, দুঃশাসন ও অন্যান্য সৈনিকেরা উহার কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইলেন না। তখন দুঃশাসনের অশ্ব সকল যন্ত্রী বিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তদ্দর্শনে সারথি নিহত হইয়াছে অবগত হইয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে স্বয়ং অশ্বরশ্মি ধারণ ও হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কি বিপক্ষ, কি আত্মপক্ষ সকলেই তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। মহাবল সহদেব তদ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া দুঃশাসনের অশ্বগণের উপর তীক্ষ্ণতর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্ব সকল সহদেবের শর সমূহে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইল। তখন দুঃশাসন একবার অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও কার্ম্মুক পরিত্যাগ এবং একবার কার্ম্মুক গ্রহণ ও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় এই অবসরে তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

অনন্তর সূর্য্যতনয় কর্ণ দুঃশাসনের সাহায্যার্থ তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন তদ্দর্শনে পরম যত্নশীল হইয়া আকর্ণ পূর্ণ তিন ভল্ল দ্বারা কর্ণের বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ দণ্ডবিঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা উভয়েই ক্রোধপরবশ হইয়া নেত্র বিঘূর্ণন করত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পরকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে রণশৌণ্ড ঐ বীরদ্বয়ের এই-

রূপ রথ সংশ্লিষ্টতা সংঘটিত হইয়াছিল যে, তাহাদিগের আর শর প্রয়োগের উপায় রহিল না; সুতরাং তখন উভয়কে গদা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গদা দ্বারা কর্ণের রথকূবর শতধা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন মহাবীর কর্ণ বৃকোদরের রথাভিমুখে গদা নিক্ষেপ করত তাঁহার গদা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন পুনরায় কর্ণের প্রতি এক মহতী গদা নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর কর্ণ মহাবেগ-সম্পন্ন সুপুঙ্খ বহু শর দ্বারা উহা বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই ভীমনিক্ষিপ্ত মহতী গদা কর্ণশরপ্রভাবে মন্ত্রাভিহত ভুজঙ্গীর ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভীমসেনের বিপুল ধ্বজ নিপাতিত ও সারথিরে বিমোহিত করিল। অনন্তর মহাবল বৃকোদর ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণের প্রতি আট শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অম্লানবদনে তাঁহার শরাসন, তূণীর ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণও শীঘ্র অন্য সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন ধারণ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের অশ্ব সমুদয় ও পার্ষ্ণি সারথিদ্বয়কে সংহার করিলেন। তখন শত্রুনিসূদন ভীমসেন স্বীয় রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহ যেরূপ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করে, তদ্রূপ নকুলের রথে সমারূঢ় হইলেন।

হে রাজন্! তৎকালে মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও তদীয় শিষ্য ধনঞ্জয় উভয়ে লঘুসন্ধান ও রথের বিচিত্রগতি দ্বারা মানব-গণের নয়ন ও মন বিমোহিত করত বিচিত্র সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ সেই গুরু শিষ্যের অদ্ভুত সংগ্রাম দর্শন করত যুদ্ধে বিরত হইয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল। তখন সেই মহাবীরদ্বয় স্ব স্ব রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে দক্ষিণপার্শ্বস্থ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যোদ্ধবর্গ তাহাদিগের অসামান্য পরাক্রম

দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। হে মহারাজ! আকাশপথে আমিষলোলুপ শ্যেনদ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে, দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেইরূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যে যে কৌশল করিলেন, মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় কৌশলপ্রভাবে সেই সমস্ত নিবারণ করিলেন। এই রূপে অস্ত্রকোবিদ দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে কৌশলক্রমে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে ঐন্দ্র, পাশুপত, ত্বাষ্ট্র, বায়ব্য ও বারুণাস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও ঐ সমস্ত অস্ত্র দ্রোণের শরাসন হইতে বিমুক্ত হইবামাত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ধনঞ্জয় অস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের অস্ত্রজাল ছেদন করিলে, মহাবীর দ্রোণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও অস্ত্র দ্বারা সেই সকল নিরাকৃত করিলেন। ফলতঃ আচার্য্য জিগীষু হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি যে যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, ধনঞ্জয়শরে সেই সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। এই প্রকারে পার্থশরে দিব্যাস্ত্র সকল ধ্বংস হইলে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মনে মনে অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহার শিষ্য এই নিমিত্ত তিনি আপনাকে পৃথিবীস্থ সকল অস্ত্রবেত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন। তিনি অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আনন্দ ও গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক পরমপ্রীতির সহিত তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আকাশমণ্ডল সহস্র সহস্র দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা পুনরায় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় ও দ্রোণের স্তুতিসংযুক্ত দৈববাণী বারম্বার শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত শরনিকর প্রভাবে দশ দিক্ আলোকময় হইলে, সিদ্ধ

ও মুনিগণ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ইহা মানুষ, আসুর, রাক্ষস ও দৈব বা গান্ধর্ব্ব যুদ্ধ নহে। ইহা ব্রাহ্ম যুদ্ধ, সন্দেহ নাই। কখন দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবকে, কখন পাণ্ডবও দ্রোণকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের উভয়ের মধ্যে কাহারও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। এরূপ আশ্চর্য্য সংগ্রাম আর কখন আমাদের দৃষ্টি বা শ্রুতি গোচর হয় নাই। যদি রুদ্র স্বীয় শরীর দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আপনি আপনার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেই এই সংগ্রামের উপমাস্থল হইতে পারে; নচেৎ ইহার উপমা নাই। দ্রোণাচার্য্য জ্ঞান ও শৌর্য্যে অদ্বিতীয়; অর্জ্জুন উপায় ও বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শত্রুগণ কখনই ইহাঁদিগকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারে না। ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে, দেবগণের সহিত সমুদায় জগৎ বিনষ্ট করিতে পারেন। হে ভূপতে! অন্তর্হিত ও প্রকাশিত প্রাণিগণই এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের বলবীর্য্য দর্শনে তাঁহাদিগকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে মহাবীর ধনঞ্জয় ও অন্তর্হিত প্রাণিগণকে সন্তপ্ত করত ব্রাহ্ম অস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। তখন শৈল ও দ্রোণসমবেত সমুদায় ভূমণ্ডল বিচলিত, বিষম সমীরণ প্রবাহিত, সমুদ্র সকল সংক্ষুব্ধ এবং উভয়পক্ষীয় সেনা ও অন্যান্য প্রাণিগণ যৎপরোনাস্তি ভীত হইল। কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় অসম্ভ্রান্তচিত্তে ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করত সমুদায়কে প্রশান্ত করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইলে, অবশেষে সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন আর কোন বিষয়ই অবগত হইতে সমর্থ হইলাম না। নভোমণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে খেচরগণের গতিরোধ হইল।

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

—•—

হে নরনাথ! এইরূপে অসংখ্য নর, অশ্ব ও গজ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সুবর্ণরথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শর সমূহে নিপীড়িত হইয়া রোষভরে তাঁহার অশ্বগণের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ক্ষণকালমধ্যে দুঃশাসনের রথ, রথধ্বজ ও সারথি সকলই অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাবলশালী দুঃশাসন পাঞ্চালপুত্রের শরাঘাতে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া আর তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না।

এইরূপে মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনকে রণ-পরাঙ্মুখ করিয়া শরনিকর বর্ষণ করত দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর তদ্দর্শনে পাঞ্চাল-পুত্রকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল ও সহদেব সেই প্রদীপ্ত অনল সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ অনুগমন করিলেন। হে রাজন্! তখন আপনার পক্ষীয় কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদরের সহিত পাণ্ডবপক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেবের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ বিশুদ্ধাত্মা, বিশুদ্ধ চরিত্র, বিশুদ্ধ কুল সম্ভূত, ক্রোধাসক্ত বীরগণ স্বর্গলাভার্থ প্রাণপণে ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করত পরস্পরকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ সংগ্রামে কর্ণী, নালীক এবং বিষলিপ্ত, শৃঙ্গঘটিত, বহুশল্য, তপ্ত, গজাস্থি বা গবাস্থিযুক্ত, জীর্ণ ও কুটিলগতি শর সকল ব্যবহৃত

হয় নাই। সকলেই ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও কীর্ত্তি বাসনা করত অতি সরল বিশুদ্ধ অস্ত্র সকল ধারণ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে তিন জন পাণ্ডবের সহিত কৌরবপক্ষীয় চারি জনের নির্দ্দোষ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল ও সহদেবকে সেই কৌরবপক্ষচারী বীরকে নিবারণ করিতে দেখিয়া স্বয়ং দ্রোণাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীর চতুষ্টয় মাদ্রীতনয়দ্বয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাদ্রীতনয়দ্বয়ের প্রত্যেকের সহিত কৌরবপক্ষীয় দুই দুই বীরের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে। মহাবীর দ্রুপদপুত্র নির্ভীকচিত্তে দ্রোণের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন রণদুর্ম্মদ পাঞ্চালনন্দনকে দ্রোণের সহিত এবং মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে আপনাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্ম্মভেদী শরবর্ষণ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের অভিমুখে আগমন করিলেন। এইরূপে সেই নরব্যাঘ্র মহাবীর দুর্য্যোধন ও সাত্যকি পরস্পর মিলিত হইয়া বাল্য বৃত্তান্ত স্মরণ এবং সমুদায় তত্ত্বাবেক্ষণ পূর্ব্বক বারম্বার হাস্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রিয়সখা সাত্যকিকে সম্বোধন পূর্ব্বক স্বীয় চরিত্রের নিন্দা করত কহিলেন, হে সখে! ক্ষত্রিয়গণের ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরাক্রম ও আচারে ধিক্; আমরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলে; আমিও তোমার তদ্রূপ ছিলাম। এক্ষণে সেই সকল বাল্যবৃত্তান্ত আমার স্মরণ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! এই সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের সেই সকল পূর্ব্বভাব একবারেই

তিরোহিত হইল। হায়! ক্রোধ ও লোভ অপেক্ষা অনিষ্টকর আর কি আছে? অদ্য তোমার সহিতও আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে, অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে সুতীক্ষ্ণ বিশিখ সমুদ্যত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজতনয়! পূর্ব্বে আমরা যেস্থলে একত্রিত হইয়া ক্রীড়া করিতাম, ইহা সেই সভা বা আচার্য্যগৃহ নহে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে শিনিপ্রবর! কালের মহিমা অতি আশ্চার্য্য! দেখ, আমাদিগের সেই বাল্যক্রীড়া অন্তর্হিত হইয়া এক্ষণে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। আমরা ধনতৃষ্ণা নিবন্ধন সকলে সমবেত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম যে, ইহাঁরা গুরুর সহিতও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! যদি আমি তোমার প্রিয়পাত্র হই; তবে অবিলম্বে আমাকে বিনাশ কর। তাহা হইলে আমি তোমার কৃপায় স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইব। অতএব তোমার যতদূর শক্তি ও বল থাকে, তাহা আমাকে প্রদর্শন কর; আর আমি আত্মীয়গণের ব্যসন অবলোকন করিতে অভিলাষ করি না। মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া নির্ভয়চিত্তে নিরপেক্ষ হইয়া অগ্রসর হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকিরে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি সুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সিংহ ও মাতঙ্গের যেরূপ যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ঐ মহাবল বীরদ্বয়ের ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর দুর্য্যোধন আকর্ণ আকৃষ্ট শরনিকরে রণদুর্ম্মদ সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলে, সাত্যকিও প্রথমতঃ পঞ্চাশৎ তদনন্তর বিংশতি ও তৎপরে দশ

শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! তখন আপনার পুত্র সহাস্যমুখে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করত সাত্যকির উপর ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিয়া এক ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার শরাসন দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের বিনাশ-বাসনায় শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকিনিক্ষিপ্ত শর সকল অনায়াসে ছেদন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বেগসহকারে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করত স্বর্ণপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণ ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন যাদবপুঙ্গব দুর্য্যোধনের সশর শরাসন ছেদন করত তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন সাত্যকির শরসমূহে গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অচিরাৎ রথান্তরে পলায়ন করিলেন এবং অবিলম্বেই শ্রমাপনোদন করত সাত্যকির প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকিও দুর্য্যোধনের প্রতি শর বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। শর সকল চারি দিকে বিকীর্ণ হওয়াতে রণস্থলে কক্ষদহন প্রবৃত্ত হুতাশন শব্দের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ বীরদ্বয়ের শরসমূহে ধরাতল সমাচ্ছন্ন ও আকাশমার্গ দুর্গম হইয়া উঠিল।

তখন সূর্য্যতনয় কর্ণ সাত্যকিকে দুর্য্যোধন অপেক্ষা সমধিক বলবান্ অবলোকন করিয়া কুরুরাজের হিতসাধনার্থ যুযুধানকে লক্ষ্য করত ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্দর্শনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া সত্বরে কর্ণের অভিমুখীন হইলেন এবং তাঁহার উপর অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমসেননিক্ষিপ্ত শর সকল অনায়াসে

নিবারণ পূর্ব্বক শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহার শর ও শরাসন ছেদন এবং সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সূতপুত্রের শরাসন, রথের এক খান চক্র এবং ধ্বজ ও সারথিকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবল সূতপুত্র সেই একচক্র রথে অবস্থিত হইয়াও হিমালয়ের ন্যায় অবিচলিত রহিলেন। সাত অশ্ব যেরূপ সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ সূতপুত্রের অশ্বগণ তাঁহার সেই রুচির একচক্র রথ বহন করিতে লাগিল। তখন তিনি কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া নানাবিধ শর ও অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! এইরূপে সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির মহারথ পাঞ্চাল ও মৎস্যগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! যাঁহারা আমাদিগের প্রাণ ও মস্তক স্বরূপ; যে যোধগণ সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, সেই সকল পুরুষব্যাঘ্র বীরগণ দুর্য্যোধনাদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত বিচেতনের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছ; সোমকগণ যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছেন, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিলে, জয় লাভই হউক বা প্রাণনাশই হউক, উভয় পক্ষেই সদ্গতি লাভ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। দেখ, জয় লাভ করিলে, ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং নিহত হইলে, দেবস্বরূপ হইয়া শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে।

হে রাজন্! মহাবল বীরগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ

বাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মহাবেগে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ এক দিক্ হইতে শরসমূহ দ্বারা দ্রোণকে আহত করিতে লাগিলেন। আর ভীমসনে প্রমুখবীরগণ অন্য দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন ভীমসেন, নকুল ও সহদেব এই তিন মহারথ উচ্চৈঃস্বরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি অবিলম্বে দ্রোণরক্ষণে নিযুক্ত কৌরবগণকে নিপাতিত কর। আচার্য্য দ্রোণ নিঃসহায় হইলে, পাঞ্চালেরা উহাঁকে অনায়াসে সংহার করিবেন। মহাপ্রতাপশালী ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে সত্বরে কৌরবগণের সম্মুখীন হইলেন। মহা-তেজস্বী দ্রোণাচার্য্যও সেই পঞ্চম দিবসে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে নরনাথ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে দানবদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবলশালী মহারথগণ দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রা-ঘাতে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। মহারথ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নির্ভীকচিত্তে দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন হইলেন এবং পরিশেষে দ্রোণের শর ও শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! এইরূপে পাঞ্চালগণ দ্রোণের শরনিকরে নিপী-ড়িত ও আচার্য্যের অস্ত্র সকল ভীষণরূপে সমন্তাৎসমাকীর্ণ হইলে, পাণ্ডবগণ অশ্ব ও যোধগণের নিধন দর্শনে নিতান্ত

ভীত হইয়া জয়াশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এইরূপ কহিতে লাগিলেন যে, বসন্তকালে সমিদ্ধ হুতাশন যেরূপ অরণ্য দগ্ধ করে, তদ্রূপ পরমাস্ত্রবিৎ দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। সমরে উহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে কেহই সমর্থ নহেন। পরম ধার্ম্মিক ধনঞ্জয় কদাচ প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে না।

হে রাজন্! ঐ সময় পাণ্ডবহিতৈষী অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব কৌন্তেয়গণকে দ্রোণশরে নিপীড়িত ও নিতান্ত ভীত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সমরে শরাসন ধারণ করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে সংহার করিতে পারেন না; কিন্তু উনি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, সামান্য মনুষ্যেরাও উহাঁকে সংহার করিতে সমর্থ হয়। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন কৌশল দ্বারা উহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর, নচেৎ মহাবীর আচার্য্য তোমাদের সকলকেই সংহার করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে আচার্য্য আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি তাঁহার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক বলুন যে, অশ্বত্থামা সমরে নিহত হইয়াছেন। হে প্রজানাথ! ধীমান্ ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে তাহাতে কোনক্রমেই সম্মত হইলেন না। অন্যান্য যোধগণ সম্মত হইলেন এবং ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে উহা অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন এক গদা দ্বারা আত্মপক্ষ অবন্তিদেশীয় ইন্দ্রবর্ম্মার অরাতিনিপাতন অশ্বত্থামা নামক মহাগজকে নিপাতিত করিয়া লজ্জিত ভাবে দ্রোণ সমীপে উপনীত হইয়া অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন অশ্বত্থামা নামক

মহাগজ নিপাতিত করিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে, আচার্য্য দ্রোণ ভীমসেনের সেই দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করত প্রথমতঃ নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং পরিশেষে স্বীয় পুত্রকে অমিত পরাক্রম ও অরাতিকুলের অসহ্য বোধ করিয়া আশ্বাসিত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার মৃত্যু স্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশার্থ তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপর সুশাণিত কঙ্কপত্রযুক্ত সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথ রণচারী দ্রোণের উপর চতুর্দ্দিক্ হইতে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগের শরসমূহে পরিবৃত হইয়া প্রাবৃট্কালীন জলদজাল সমাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর তিনি সত্বরে পাঞ্চালদিগের শরনিকর নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদের সংহারার্থ ক্রোধাবেশে ব্রহ্মাস্ত্র আবিস্কৃত করত বিধূম প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় শোভমান হইলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় ক্রোধান্ধ হইয়া সোমকগণের বিনাশ এবং পাঞ্চালদিগের মস্তক ও পরিঘাকার কনকভূষিত বাহু সকল ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজগণ দ্রোণহস্তে বিনষ্ট হইয়া বায়ুভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন। নিপাতিত গজ ও অশ্বগণের মাংস ও রুধিরে গাঢ়তর কর্দ্দম সমুত্থিত হওয়াতে রণভূমি অগম্য হইয়া উঠিল। হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথের বিনাশ সাধন করিয়া বিধূম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনর্ব্বার ক্রোধপরবশ হইয়া এক ভল্ল দ্বারা বসুদানের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক পঞ্চাশৎ মৎস্য, ছয় সহস্র সৃঞ্জয়, অযুত হস্তী ও অশ্বের বিনাশ সাধন করিলেন।

হে রাজন্! ঐ সময় বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভারদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচিপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক ঋষিগণ দ্রোণাচার্য্যকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে দেখিয়া তাঁহাকে নীত করিবার অভিলাষে সত্বরে সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্ম যুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশ কাল সমাগত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার আমাদিগকে সন্দর্শন কর। আর এরূপ ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার বিধেয় নহে। তুমি বেদ বেদাঙ্গবেত্তা ও সত্য-ধর্ম্মপরায়ণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ; অতএব এরূপ কার্য্য করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। তুমি বিমুগ্ধ না হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। আজি তোমার মর্ত্ত্যলোকে বাস করিবার কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! তুমি অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সংহার করিয়া নিতান্ত অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব শীঘ্র আয়ুধ পরিত্যাগ কর। আর তোমার ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে।

হে রাজন্! ইতিপূর্ব্বে আচার্য্য দ্রোণ ভীমসেনের সম্মুখে অশ্বত্থামার নিধনবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলেন; এক্ষণে ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরীক্ষণ করত সমধিক বিমনায়মান হইলেন। তখন তিনি একান্ত ব্যথিতান্তঃকরণে যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পুত্র নিহত হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে বাল্য-কালাবধি সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন। তাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান ছিল যে, যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ হইলেও কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না। তজ্জন্যই তিনি অন্য কাহারে জিজ্ঞাসা না করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব, দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিলে বসুন্ধরা পাণ্ডববিহীন হইবেন, এইরূপ বিবেচনা করত বিষণ্ণ-চিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! যদি আচার্য্য দ্রোণ ক্রোধভরে অর্দ্ধদিন যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সেনা বিনষ্ট হইবে। আপনি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করত আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এরূপ স্থলে মিথ্যা বাক্য সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতেছে। জীবন রক্ষার্থ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয় না। রমণীগণের নিকট, বিবাহস্থলে, এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে পাতক নাই।

হে মহারাজ! অনন্তর ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে রাজন্! আমি দ্রোণাচার্য্যের বধোপায় শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট অবন্তিনাথ ইন্দ্রবর্ম্মার ঐরাবত সদৃশ অশ্বত্থামা নামক গজ সংহার পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যকে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে, আর কি নিমিত্ত আপনি সংগ্রাম করিতেছেন? হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য তৎকালে আমার সেই বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি বিজয়াভিলাষী বাসুদেবের বাক্যানুসারে দ্রোণকে অশ্বত্থামার নিধনবার্ত্তা প্রদান করুন। তাহা হইলে, তিনি কদাচ সমরে প্রবৃত্ত হইবেন না। আপনি সত্যপরায়ণ বলিয়া ত্রিভুবনমধ্যে বিখ্যাত আছেন; দ্রোণাচার্য্য আপনার বাক্যে অবশ্য বিশ্বাস করিবেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং বাসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের অনুল্লঙ্ঘনীয়তাবশতঃ মিথ্যা বাক্য-প্রয়োগে সমুদ্যত হইলেন। তিনি বিজয়াভিলাষ ও মিথ্যা

কথন ভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া আচার্য্য সমক্ষে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, এই কথা স্পষ্টাভিধানে বলিয়া অব্যক্তরূপে গজ শব্দ উচ্চারণ করিলেন। হে রাজন্! ইহার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুল ঊর্দ্ধে অবস্থান করিত। কিন্তু তৎকালে তিনি এইরূপ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাঁহার বাহন সকল ধরাতল স্পর্শ করিল। মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণ করত পুত্রশোকে সাতিশয় বিহ্বল হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং ঋষিগণের সেই কথা স্মরণ করত আপনাকে মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সমীপে অপরাধী জ্ঞান করিয়াও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখবর্ত্তী অবলোকন পূর্ব্বক বিচেতন প্রায় হইয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলেন না।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে ভরতর্ষভ! ঐ সময় পাঞ্চালরাজ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে সাতিশয় উদ্বিগ্ন ও শোকে বিচেতনপ্রায় অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাত্মা দ্রুপদরাজ দ্রোণ-বিনাশার্থ মহাযজ্ঞে প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে উহাঁকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদপুত্র দ্রোণের বিনাশ বাসনায় সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন, জলদগম্ভীর নিস্বন, শত্রুকুলক্ষয়কারী, দিব্য জৈত্র শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে প্রজ্বলিত অনল সদৃশ, আশীবিষ তুল্য শর সন্ধান করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসনমণ্ডলস্থ শর শরৎকালীন পরিবেষমধ্যস্থ দিনকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সৈনিক

গণ সেই প্রজ্বলিত শরাসন ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক আকৃষ্ট দেখিয়া অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিল। তখন মহাপ্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণও দ্রুপদতনয়ের শর সন্ধান দর্শন পূর্ব্বক স্বীয় আসন্নকাল সমাগত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে সবিশেষ যত্ন করিলেন; কিন্তু তাঁহার অস্ত্রজাল আর প্রাদুর্ভূত হইল না। ঐ বীর চারিদিন ও এক রাত্রি ক্রমাগত শরনিকর বর্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শর ক্ষয় হয় নাই। এক্ষণে ঐ পঞ্চম দিবসের তৃতীয়াংশ অতীত হইলে, তাঁহার শরনিকর নিঃশেষিত হইল।

তখন তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোক ও দিব্যাস্ত্র সকলের অপ্রসন্নতা প্রযুক্ত বিমনায়মান হইয়া বিপ্রগণের বাক্য প্রতিপালনার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ কামনায় আর পূর্ব্ববৎ সংগ্রাম করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার প্রদত্ত দিব্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ড সদৃশ শরসমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদপুত্র তাঁহার শরজালে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য পুনরায় শর-বৃষ্টি করিয়া দ্রুপদপুত্রের শরাসন, ধ্বজ ও শর সমুদায় শতধা ছেদন করত সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে হাস্য করিতে করিতে পুনর্ব্বার অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদপুত্রের শরদ্বারা বিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত হইয়া শিতধার ভল্ল দ্বারা পুনরায় তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাহার গদা ও খড়গ ভিন্ন সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র ও শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে তীক্ষ্ণ নয় শরে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্ম অস্ত্র মন্ত্র পূত করত স্বীয় অশ্বগণের

সহিত দ্রোণাচার্য্যের অশ্বগণকে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। তখন আচার্য্যের বায়ুবেগগামী পারাবতবর্ণ অশ্ব সকল ধৃষ্টদ্যুম্নের শোণ বর্ণ অশ্বের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত গর্জ্জনশীল জলধরপটলের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের ঈষাবন্ধ, চক্রবন্ধ ও রথবন্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে দ্রোণশরে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া সেই ঘোরতর বিপদ্‌কালে তাঁহার প্রতি এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত শরনিকরে সেই ধৃষ্টদ্যুম্ননিক্ষিপ্ত গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় গদা নিষ্ফল দেখিয়া দ্রোণকে বধ করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন এবং সুনির্ম্মল খড়্গ ও অতি ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার রথেষা অবলম্বন করত দ্রোণের রথে গমন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তখন তিনি কখন যুগমধ্যে, কখন যুগসন্নহনে ও কখন'বা শোণবর্ণ অশ্বগণের নিতম্বদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহার বহু প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন আচার্য্য কোনরূপেই তাঁহারে প্রহার করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। যেরূপ আমিষ লোলুপ গৃধ্রদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ রোষাবিষ্ট হইয়া রথশক্তি দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবত সবর্ণ অশ্বগণকে ক্রমে ক্রমে নিহত করিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ নিহত ও নিপতিত হইলে, দ্রোণাচার্য্যের শ্বেতবর্ণ অশ্ব সমুদায় রথবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে একান্ত অধীর হইয়া খড়্গ

গ্রহণ পূর্ব্বক রথ পরিত্যাগ করিয়া পতগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপু সংহার কালে যেরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে দ্রোণ সংহারে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নও সেইরূপ আকার ধারণ করিলেন। তখন তিনি খড়্গচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত, সৃত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত, সমুদীর্ণ, ভারত, কৈশিক ও সাত্যত প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রোণকে সংহার করিবার বাসনায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন যোদ্ধৃবর্গ ও দেবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই বিচিত্র গতি সন্দর্শনে একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ঐ সময় দ্রোণাচার্য্য সহস্র সহস্র শরদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গ ও শত চন্দ্র বিভূষিত চর্ম্মছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণাচার্য্য যে সকল শর লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সমস্ত বিতস্তি প্রমাণ। নিকটস্থ শত্রুপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিবার সময় ঐ সমস্ত শরের বিশেষ আবশ্যক হয়। ঐ রূপ বাণ কেবল দ্রোণ, কৃপ, অর্জ্জুন, কর্ণ, প্রদ্যুম্ন ও যুযুধান ভিন্ন আর কাহারও নাই। অর্জ্জুনতনয় মহাবীর অভিমন্যুর শর সকলও ঐ রূপ ছিল।

হে রাজন্! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশার্থ এক বেগশালী বিতস্তি প্রমাণ সুদৃঢ় শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন শিনিপ্রবীর সাত্যকি নিশিত দশ শরে সেই শর ছেদন করিয়া মহাত্মা দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচার্য্যের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় সত্য পরাক্রম সাত্যকিরে দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপের সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক রথমার্গে বিচরণ ও যোধগণের দিব্যাস্ত্র সমুদায় ধ্বংস করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বারম্বার

সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় বাসুদেব সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! ঐ দেখ, শত্রুনিসূদন সাত্যকি দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণের সমক্ষে স্বীয় শিক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিচরণ করত আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। সমুদায় সিদ্ধ ও সৈনিকগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বৃষ্ণিকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন যুযুধানের প্রশংসা করিতেছে। হে নররাজ! অনন্তর উভয়পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রামে অপরাজিত সাত্যকির অসামান্য কার্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক বারম্বার তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ সাত্যকির সেইরূপ কার্য্য দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিশেষ যত্ন ও পরাক্রম সহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপ, কর্ণ ও আপনার তনয়গণ যুদ্ধে সমুপস্থিত হইয়া যুযুধানকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন ও মাদ্রীতনয় নকুল সহদেব ইহাঁরা সাত্যকির সাহায্যার্থ তাঁহারে বেষ্টন করিলেন। মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রতি অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সেই সমস্ত মহারথের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগের ভীষণ শরবৃষ্টি নিবারণ করত দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদি-

গের দিব্যাস্ত্র সকল নিবারণ করিলেন। তৎকালে পশু সংহারে সমুদ্যত পশুপতির ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট অরিনিসূদন সাত্যকি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, সমরভূমি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রে রাশি রাশি হস্ত, মস্তক, কার্ম্মুক, ছত্র ও চামর ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভগ্নচক্র রথ, নিপতিত ভুজদণ্ড ও নিহত অশ্বারোহী বীরগণ দ্বারা ভূতল পরিব্যাপ্ত হইল। সেই দেবাসুর সংগ্রামোপম ঘোর সংগ্রামে যোধগণ শর-নিকরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ধরাতলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্ন সহকারে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথা-সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সমরভূমিতে দ্রুপদ নন্দনের কার্য্য দর্শনে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রোধাসক্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিহত করিবেন। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।

হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপ আজ্ঞা করিলে, সৃঞ্জয়-গণ যুদ্ধবেশ ধারণ পূর্ব্বক দ্রোণজিঘাংসায় ধাবমান হইলেন। মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। মহারাজ! সত্যসন্ধ দ্রোণাচার্য্য-মহাবীরগণের প্রতি ধাবিত হইলে ধরণী কম্পিত এবং প্রবল বায়ু সৈন্যগণের অন্তঃকরণে ভয়োৎপাদন করত অতি বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য্যমণ্ডল হইতে মহতী উল্কা বিনিঃসৃত হইয়া আলোক বিস্তার করত সকলকে শাঙ্কত করিল। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিস্বন এবং অশ্বগণের নিরন্তর অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর দ্রোণ নিতান্ত তেজো-

বিহীন হইলেন। তখন তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্ম্ম যুদ্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি দ্রুপদ সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে শরানলে দগ্ধ করত সংগ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ধনুর্দ্ধরপ্রধান মহাবীর দ্রোণ শাণিত শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ বিংশতি সহস্র তদনন্তর দশ অযুত ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিবার মানসে ব্রাহ্ম অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সমরস্থলে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথহীন ও আয়ুধ বিহীন অবলোকন করিয়া দ্রুপদ-তনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন এবং শীঘ্র তাঁহারে আপনার রথে সংস্থাপন পূর্ব্বক দ্রোণসমীপে শর-বর্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাঞ্চালতনয়! তুমি ভিন্ন আর কেহই ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার প্রতিই আচার্য্যের নিধনভার সমর্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহাঁর বধসাধনার্থ সত্বর হও। মহাবাহু ধৃষ্ট-দ্যুম্ন ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে ভারসহ উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রণদুর্নিবার দ্রোণা-চার্য্যকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সমরবিশারদ বীরদ্বয় পরস্প-রকে নিবারণ পূর্ব্বক দিব্য ব্রাহ্ম অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদ তনয় মহাস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের শরজাল নিরাকৃত ও তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার রক্ষক বশাতি, শিবি, বাহ্লীক ও কৌরবগণকে নিপাতিত করিতে লাগি-

লেন। দিবাকর কিরণজাল বিস্তার করত যেরূপ শোভা ধারণ করেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য শরনিকরে দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদ করিলেন। দ্রুপদতনয় আচার্য্যশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন।

তখন রোষপরবশ ভীমসেন দ্রোণাচার্য্যের রথ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যদি স্বকার্য্যে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে, ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতগণ প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই ধর্ম্ম রক্ষা করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য; আপনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকার সাধনার্থ অর্থ লালসা নিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত অসংখ্য জীবের প্রাণ সংহার করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না? যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যাঁহার নিমিত্ত শস্ত্র গ্রহণ করত সংগ্রাম করিতেছেন এবং যাঁহার অপেক্ষায় জীবিত রহিয়াছেন, অদ্য তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে পশ্চাদ্ভাগে রণশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! যাঁহার বাক্যে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনারে ইতিপূর্ব্বে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছেন।

হে ভরতর্ষভ! মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কহিলে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার অভিলাষে কহিলেন, হে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ! হে কৃপাচার্য্য! হে দুর্য্যোধন! আমি বারম্বার বলিতেছি, তোমরা

সমরে যত্নবান্ হও ; তোমাদিগের মঙ্গল লাভ হউক ; আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। মহাত্মা দ্রোণ এই বলিয়া অশ্বত্থামার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত জীবকে অভয় প্রদান করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সশর শরাসন অবস্থাপন পূর্ব্বক করবারি ধারণ করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত হইলে, সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। এ দিকে জ্যোতির্ম্ময় মহাতপা দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগ সহকারে অনাদি পুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিস্টম্ভিত ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয় বাসনা পরিত্যাগ ও সাত্বিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র, ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করত সাধুজনেরও দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, জগতে দুই দিবাকর বিদ্যমান আছেন। ঐ সময় আকাশমণ্ডল তেজোরাশিতে পরিপূরিত হইলে, বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডল মার্ত্তণ্ডময় হইয়াছে। তৎপরে নিমেষমধ্যেই সেই জ্যোতি তিরোহিত হইয়া গেল। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, দেবগণ হৃষ্টচিত্তে মহান্ কিলকিলা ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! তখন মানবযোনির মধ্যে কেবল আমি, ধনঞ্জয়, অশ্বত্থামা, বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমরা এই পাঁচ জনই সেই অস্ত্রপরিত্যাগী শরবিদ্ধ শোণিতাক্ত কলেবর যোগারূঢ় মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে ঋষিগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন

করিতে দেখিল। আর কোন ব্যক্তিই তাঁহার সেই মহিমা দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন মোহবশতঃ সেই মৌনাবলম্বী গতায়ু দ্রোণাচার্য্যকে জীবিত বোধে খড়্গ দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং আহ্লাদ সহকারে করবারি বিঘূর্ণিত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সকল ব্যক্তিই ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। হে রাজন্! কেবল আপনার নিমিত্তই সেই আকর্ণ পলিত শ্যামবর্ণ পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়স্ক আচার্য্য ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতেন।

হে ভূপতে! যে সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের বধার্থ ধাবমান হন, তখন ধনঞ্জয় তাঁহারে কহিয়াছিলেন, হে দ্রুপদতনয়! আচার্য্যকে বিনাশ না করিয়া জীবিতাবস্থায় এই স্থানে আনয়ন কর। তৎপরে দ্রুপদাত্মজ দ্রোণসংহারে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয়, অন্যান্য সেনাপতি ও সমস্ত ভূপতিগণ আচার্য্যকে বিনাশ করিও না বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নিতান্ত দয়াপরতন্ত্র হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদের বাক্যে শ্রুতিপাতও না করিয়া রথোপরি ভারদ্বাজকে সংহার পূর্ব্বক ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার কলেবর দ্রোণশোণিতে লিপ্ত হওয়াতে মার্ত্তণ্ডের ন্যায় লোহিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। হে নরপতে! সৈনিকগণ এইরূপে আচার্য্যকে নিহত হইতে দেখিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রুপদপুত্র দ্রোণাচার্য্যের সেই প্রকাণ্ড মস্তক লইয়া কৌরবগণের সমক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। কৌরবগণ দ্রোণাচার্য্যের সেই ছিন্ন মস্তক দর্শনে পলায়নপর হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। হে মহারাজ!

আমি সত্যবতীপুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহে আচার্য্যকে বিধূম প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় স্বর্গপথে নক্ষত্র লোকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম।

হে মহারাজ! এইরূপে দ্রোণাচার্য্য সমরে নিহত হইলে, কৌরব, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ উৎসাহশূন্য হইয়া মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে শাণিত শরসমূহে হত ও অনেকে নিহতপ্রায় হইল। অনন্তর কৌরবগণ তাৎকালিক পরাজয় ও ভাবী ভয়ের সম্ভাবনা বশত অপনাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া অধৈর্য্য হইলেন। ভূপালগণ সেই অসংখ্য কবন্ধপরিপূর্ণ সমরক্ষেত্রে আচার্য্যের দেহ বারম্বার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই উহা প্রাপ্ত হইলেন না। এ দিকে পাণ্ডবগণ জয়লাভ ও ভাবী কীর্ত্তিলাভ সম্ভাবনায় সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া শরশব্দ, শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সৈন্যগণমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রুপদনন্দন! দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন নিহত হইলেই আমি পুনরায় তোমায় সমরবিজয়ী বলিয়া আলিঙ্গন করিব। মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া মহা আহ্লাদে বাহ্বাস্ফোটন দ্বারা ধরাতল বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমরপরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পাণ্ডুতনয়েরাও জয়লাভ করিয়া আনন্দিতমনে শত্রুক্ষয়জনিত সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

দ্রোণবধ পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

নারায়ণাস্ত্র মোক্ষ পর্ব্বাধ্যায়।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান বীরগণ নিপাতিত হইলে, কৌরবগণ অস্ত্রনিপীড়িত ও শোকে একান্ত কাতর হইলেন এবং বিপক্ষীয়দিগের অভ্যুদয় দর্শনে অশ্রুপূর্ণলোচন ও দীনভাবাপন্ন হইলেন। তাঁহাদিগের চেতনা ও উৎসাহ বিনষ্ট হইয়া গেল এবং মোহাবেগ প্রভাবে তেজ প্রতিহত হইল। পূর্ব্বে হিরণ্যাক্ষ নিপাতিত হইলে, দৈত্যগণ যেরূপ কাতর ভাবাপন্ন ও ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারা অশ্রুকণ্ঠে আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ক্ষুদ্র মৃগসমূহের ন্যায় নিতান্ত ভীত সেই কৌরবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আর তথায় অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে সমুদ্যত হইলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ দিনকরকিরণে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াই যেন, ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর ও নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। তখন কৌরবগণ দিবাকর নিপতনের ন্যায়, সমুদ্র শোষণের ন্যায়, সুমেরু পরিবর্ত্তনের ন্যায় ও দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়ের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের নিধন অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি ভয়বিহ্বল রথিগণের সহিত এবং সূতপুত্র কর্ণ পলায়মান সেনাগণের সহিত

ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শল্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গকুলসঙ্কুল বহুল সৈন্য সমভিব্যাহারে ভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য নিহত হস্তী সমূহ ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া "হায় কি কষ্ট! হায় কি কষ্ট!" এইরূপ বলিতে বলিতে রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃতবর্ম্মা অসংখ্য মহাবেগগামী অশ্ব এবং হতাবশিষ্ট কলিঙ্গ, অরট্ট, বাহ্লিক ও ভোজ দেশীয় সৈন্যগণে সমাবৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন। মহাবীর শকুনিপুত্র উলূক দ্রোণবধ দর্শনে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া বেগে পলায়ন করিলেন। মহাবীর প্রিয়দর্শন যুবা দুঃশাসন সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া হস্তিসৈন্য সমভিব্যাহারে ধাবমান হইলেন। কর্ণপুত্র বৃষসেন দ্রোণকে নিপাতিত অবলোকন করিয়া অযুত রথ ও তিন সহস্র হস্তিসৈন্যে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন। অধিক কি, মহারথ রাজা দুর্য্যোধনও হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। সংশপ্তকসেনানায়ক সুশর্ম্মা মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলেন দেখিয়া হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণের সহিত সত্বরে প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন্! এই প্রকারে সকলেই দ্রোণাচার্য্যকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। কৌরবগণ মধ্যে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ মাতুল, কেহ কেহ পুত্র ও বয়স্য, কেহ কেহ সম্বন্ধী ও কেহ কেহ সৈন্যগণ ও স্বস্রীয়গণকে পলায়নপর দেখিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। উহাদের কেশকলাপ বিকীর্ণ এবং তেজ ও উৎসাহ এককালে বিনষ্ট হইয়া গেল। উহারা কৌরবসৈন্য নিঃশেষিত হইয়াছে বিবেচনা করত নিতান্ত ভীত হইয়া দুইজনে এক দিকে

গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। কতকগুলি বীর কবচ পরিত্যাগ করত দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। সৈনিক-পুরুষগণ পরস্পর পরস্পরকে গমনে নিষেধ করিল। কিন্তু কেহই সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যোদ্ধৃবর্গ সুসজ্জিত রথ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে অশ্বে আরোহণ ও পদ দ্বারা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সৈন্যগণ ভীতচিত্তে ধাবমান হইলে, একমাত্র দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা শ্রোতের প্রতিকূলগামী গ্রাহের ন্যায় অরাতিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন প্রভদ্রক, পাঞ্চাল, চেদি ও কেকয়গণ এবং শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরগণের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তিনি পাণ্ডবগণের বহুসংখ্যক সেনা নিহত করিয়া অতি কষ্টে সেই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! ঐ সকল সৈন্য কি নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে? তুমিই বা কি নিমিত্ত ইহাদিগকে নিবারণ করিতেছ না, এবং আমিও তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি না। এক্ষণে কি নিমিত্ত তোমার সৈন্যগণ এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে বল। কর্ণ প্রভৃতি যোধগণ আর সংগ্রামে অবস্থান করিতেছেন না। কোন সংগ্রামেই সৈন্যগণ এরূপে ধাবমান হয় নাই। এক্ষণে তোমার সৈন্যগণের কি কোন অনিষ্টসংঘটিত হইয়াছে?

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধনন দ্রোণতনয়ের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহারে তাঁহার পিতৃ বিনাশরূপ ঘোরতর অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি রথারূঢ় অশ্বত্থামাকে অবলোকন পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে ভগ্ন তরীর ন্যায় শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া লজ্জানম্রমুখে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন,

হে শারদ্বত! সৈন্যগণ যে নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে, তুমিই অগ্রে তাহা গুরুপুত্রকে বিজ্ঞাপিত কর। তখন কৃপাচার্য্য অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বারংবার সাতিশয় দুঃখ অনুভব পূর্ব্বক পরিশেষে অশ্বত্থামার সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে সমুদ্যত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে আচার্য্যতনয়! আমরা অদ্বিতীয়রথ মহাবীর দ্রোণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কেবল পাঞ্চালগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তৎকালে কৌরব ও সোমকগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন তোমার পিতা কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্যের নিধন দর্শনে রোষপরবশ হইয়া ব্রাহ্মাস্ত্র আবিষ্কৃত করত ভল্লাস্ত্রে বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন। পাঞ্চাল, কৈকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবসৈন্যগণ কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণসমীপে আগমন পূর্ব্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল। সেই পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়স্ক আকর্ণপলিত মহারথ দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে সহস্র মনুষ্য ও দ্বিসহস্র হস্তী বিনষ্ট করিয়া বৃদ্ধাবস্থাতেও ষোড়শবর্ষীয়ের ন্যায় রণস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শত্রুসৈন্যগণ একান্ত ক্লিষ্ট ও ভূপতিগণ বিনষ্ট হইলে, পাঞ্চালগণ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ও সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন শত্রুনিসূদন দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র বিস্তার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের মধ্যে মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে নিতান্ত সন্তপ্ত, হতবীর্য্য ও উৎসাহশূন্য হইয়া বিচেতন হইয়া রহিল।

জয়লাভার্থী বাসুদেব তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ বৃত্রহন্তা ইন্দ্রও দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ

নহেন। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজয় লাভ কর। দ্রোণাচার্য্য যেন তোমাদিগের সকলকেই নিহত না করেন। আমার বোধ হইতেছে, ইনি অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে জানিতে পারিলে, আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি "অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন" এই মিথ্যা বাক্য আচার্য্যের কর্ণগোচর করুক। হে দ্রোণনন্দন! মহাত্মা কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে কোন প্রকারেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু অন্যান্য সকলেই উহাতে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে কৃষ্ণের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর ভীমসেন লজ্জাবনতমুখে দ্রোণ সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে তোমার মিথ্যা নিধন বিবরণ কহিল। কিন্তু তোমার পিতা তাহার বাক্য মিথ্যা বোধ করিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে উহা সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বিজয়বাসনা ও মিথ্যা ভয়ে যুগপৎ অভিভূত হইলেন। তিনি অবশেষে মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার এক অচল সদৃশ কলেবর অশ্বত্থামা নামে গজরাজকে ভীমবাণে নিহত দেখিয়া আচার্য্যসমীপে গমন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি যাঁহার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিতেছিলেন এবং যাঁহাকে অবলোকন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন, আপনার সেই প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়া অরণ্যশায়ী সিংহশিশুর ন্যায় রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। হে আচার্য্য-পুত্র! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মিথ্যা বাক্যের দোষ সমস্ত বিশেষরূপে অবগত ছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি মুক্তকণ্ঠে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে বলিয়া পরিশেষে অব্যক্তস্বরে গজ শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধে নিহত স্থির করত সাতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া দিব্যাস্ত্র সকল উপসংহার পূর্ব্বক আর পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন

না। ঐ সময় ক্রূরকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে সাতিশয় উদ্বিগ্ন, শোকাকুল ও বিচেতনপ্রায় দেখিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। লোকতত্ত্ববিচক্ষণ দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে বিধিকৃত স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ অবলোকন করিয়া দিব্যাস্ত্র সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সমরাঙ্গনেই প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন নিষ্ঠুরস্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্ন বামহস্তে তাঁহার কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত হইল। তদ্দর্শনে সকলেই চারি দিক্ হইতে "বিনাশ করিও না, বিনাশ করিও না" বলিয়া দ্রুপদপুত্রকে নিবারণ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ ধর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুন অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক বাহুদ্বয় উদ্যত করত "হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি আচার্য্যকে বিনাশ করিও না, উহাঁকে জীবিতাবস্থায় আনয়ন কর" বারম্বার এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। কিন্তু নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবগণ ও অর্জ্জুনের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তোমার পিতার শিরশ্ছেদন করিল। হে বৎস নরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামন্! এই জন্যই সৈন্য সকল সাতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে; আর আমরাও একবারে নিরুৎসাহ হইয়াছি।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবল অশ্বত্থামা রণস্থলে পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পাদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ও ইন্ধনসংযুক্ত অগ্নির ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ ও দন্তে দন্ত পীড়ন পূর্ব্বক লোহিতনেত্র হইয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চ নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মানব, বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, নারায়ণ ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি অস্ত্র সকল যে মহাবীর অশ্বত্থামার নিকট সতত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই মহাবীর দ্রোণতনয় দুর্ম্মতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে অধর্ম্ম যুদ্ধে বৃদ্ধ পিতারে নিহত করিতে শ্রবণ করিয়া কি বলিলেন? মহামতি দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পুত্রের সদ্গুণাভিলাষে তাঁহাকে দিব্যাস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই ভূমণ্ডলে মনুষ্যেরা পুত্র ভিন্ন আর কাহারেও আপনার অপেক্ষা গুণসম্পন্ন করিতে অভিলাষ করে না। আচার্য্যগণেরও এইরূপ স্বভাব যে, তাঁহারা পুত্র বা অনুগত শিষ্যকেই আপনাদের রহস্য সকল প্রদান করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র দ্রোণের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট উত্তমরূপে দিব্যাস্ত্র সকল লাভ করিয়াছেন। ঐ মহাবীর যুদ্ধে দ্রোণের দ্বিতীয় এবং অস্ত্রে পরশুরাম, যুদ্ধে পুরন্দর, বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধৈর্য্যে মহীধর, তেজে অনল, গাম্ভীর্য্যে সাগর ও ক্রোধে সর্পবিষ সদৃশ; এই ভূমণ্ডলে উহাঁর সদৃশ মহারথ আর দ্বিতীয় নাই। ঐ অপরিশ্রান্ত, ধনুর্ব্বেদবিশারদ মহাবীর ভীষণ রণস্থলে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে বেগগামী অনিল ও ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। তিনি শর প্রয়োগ করিতে সমুদ্যত হইলে, ধরিত্রী ব্যথিতা হইয়া উঠেন। ঐ মহাবীর স্বয়ং বেদস্নাত, ব্রতস্নাত, ধনুর্ব্বেদবিশারদ ও দশরথতনয় রামচন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতি। এক্ষণে সেই সত্যবিক্রম মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা দুর্ম্মতি ধৃষ্টদ্যুম্ন

অধর্ম্ম যুদ্ধে পিতাকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া কি বলিলেন ?. হে সঞ্জয় ! ধৃষ্টদ্যুম্ন যেমন দ্রোণের মৃত্যুস্বরূপ, অশ্বত্থামাও তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্তকস্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছেন।

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপতে! পুরুষপ্রধান অশ্বত্থামা, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ছল পূর্ব্বক পিতাকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া, বাষ্পাকুল লোচন ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কলেবর জীবক্ষয়প্রবৃত্ত প্রলয়কালীন কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বারম্বার অশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় পরিমার্জিত করিয়া উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! পিতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, নীচাশয় পাণ্ডবগণ যেরূপে তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছে এবং পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির যে প্রকারে অনার্য্যের ন্যায় নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই জয় কিম্বা পরাজয় হইয়া থাকে। সংগ্রামে নিহত হওয়াই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, ন্যায় যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করা দুঃখজনক নহে। আমার পিতা ন্যায় যুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তিনি যে, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও সৈন্যগণ সমক্ষে কেশাকর্ষণ দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তাহাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি জীবিত থাকিতে যখন আমার পিতা এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইলেন, তখন

আর লোকে কি নিমিত্ত পুত্র কামনা করিবে? লোকে কাম, ক্রোধ, অজ্ঞানতা, দ্বেষ ও বালকতা প্রযুক্তই অধর্ম্মাচরণ ও অন্যকে পরাভব করিয়া থাকে। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে বিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়াই ঈদৃশ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে; এক্ষণে সেই দুরাত্মা অবশ্যই স্বকর্ম্মের ফল অনুভব করিবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছলদ্বারা আচার্য্যকে অস্ত্রবিহীন করাইয়াছেন। অদ্য বসুন্ধরা অবশ্যই তাঁহার শোণিত পান করিবেন। হে রাজন্! আমি সত্য ও ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমুদায় পাঞ্চাল-গণকে বিনষ্ট না করিয়া কখনই জীবন ধারণ করিব না। অদ্য আমি মৃদু বা উগ্র যে কোন ভাবেই হউক, সংগ্রামে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া শান্তিলাভ করিব। মানবগণ ইহকাল ও পরকালে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্তই পুত্র কামনা করিয়া থাকে; কিন্তু আমি আমার পিতার শৈল সদৃশ পুত্র; বিশেষতঃ শিষ্য জীবিত থাকিতে তিনি বন্ধুহীনের ন্যায় সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হই-লেন; অতএব আমার বাহুবল, পরাক্রম ও দিব্যাস্ত্র সমুদায়ে ধিক্! যাহা হউক, এক্ষণে আমি যাহাতে পরলোকগত পিতার ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব।

হে মহারাজ! স্বীয় মুখে স্বীয় গুণের কীর্ত্তন করা সাধুজনের কদাচ কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু আমি পিতৃবিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়াই স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করিতেছি। অদ্য বাসু-দেবসহায় পাণ্ডবগণ আমার পরাক্রম সন্দর্শন করুক। আমি যুগান্তকালের ন্যায় সৈন্য বিমর্দ্দন করিয়া বিচরণ করিব। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব কি অসুর, কি উরগ, কি রাক্ষস কেহই অদ্য আমারে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না।

এই পৃথিবীতে আমার ও ধনঞ্জয়ের তুল্য অস্ত্রবিশারদ বীর আর কেহই নাই। আজি আমি প্রজ্বলিত কিরণমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী সৈন্যগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিব। অদ্য আমার শরজাল তূণীর হইতে বহির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিমর্দ্দিত করত আমার পরাক্রম প্রকাশ করিবে। অদ্য কৌরব পক্ষীয়েরা দেখিবেন, দিঙ্মণ্ডল আমার জলধারা সদৃশ শর ধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। প্রবলবায়ু যেমন বৃক্ষ সমুদয় নিপাতিত করে, সেইরূপ আমি শরজাল প্রভাবে শত্রুগণকে নিপাতিত করিব।

হে রাজন্! আমার নিক্ষেপ ও উপসংহার মন্ত্রযুক্ত যে অস্ত্র আছে, কি অর্জ্জুন, কি কৃষ্ণ, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি রাজা যুধিষ্ঠির কি দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন, কি শিখণ্ডী ও কি সাত্যকি কেহই সেই অস্ত্র অবগত নহে। হে রাজন্! একদা নারায়ণ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক পিতার নিকট উপনীত হইলে, তিনি তাঁহারে যথাবিধি প্রণাম পূর্ব্বক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সেই উপহার স্বীকার করিয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে উৎসুক হইলেন। তখন আমার পিতা তাঁহার নিকট হইতে নারায়ণাস্ত্র প্রার্থনা করিলে, তিনি উহা প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সংগ্রামস্থলে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই হইবে না; কিন্তু তুমি সহসা এই অস্ত্র প্রয়োগ করিও না; ইহা শত্রু সংহার না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হয় না। এই অস্ত্র সকলকেই সংহার করিতে পারে। অধিক কি, ইহা অবধ্যের বধসাধনেও পরাঙ্মুখ নহে। অতএব এই অস্ত্র সহসা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সমরস্থলে রথ ও অস্ত্রপরিত্যাগাভিলাষী এবং শরণাগত শত্রুদিগের প্রতি এই অস্ত্র পরিত্যাগ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি এই অস্ত্র দ্বারা অবধ্য ব্যক্তিকে নিপীড়িত করে, সে স্বয়ং ইহা

দ্বারাই নিপীড়িত হয়। হে ভূপতে! ভগবান্ নারায়ণ এই বলিয়া সেই মহাস্ত্র প্রদান করিলে, পিতা উহা গ্রহণ করিলেন। তখন সেই প্রভু আমাকে কহিলেন, হে অশ্বত্থামন্! তুমি এই অস্ত্রের প্রভাবে প্রদীপ্তকলেবর ও ইহা দ্বারা বহুসংখ্য অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ নারায়ণ এই বলিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

হে রাজন্! আমি এইরূপে ভগবান্ নারায়ণের নিকট সেই অস্ত্র লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তদ্দ্বারা দানববিদ্রাবী দেবরাজের ন্যায় আমি পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়গণকে বিদ্রাবিত করিব। আমি যখন যে রূপ বাসনা করিব, আমার শরজাল তৎক্ষণাৎ সেইরূপ হইয়া শত্রু সমূহ মধ্যে নিপতিত হইবে। আমি সংগ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক অব্যাকুলিত চিত্তে অয়োমুখ শরনিকর ও বিবিধ পরশু নিক্ষেপ করিয়া মহারথগণকে বিদ্রাবিত ও অতি ভীষণ নারায়ণাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিয়া শত্রুগণকে বিনষ্ট করিব। আজি মিত্র, ব্রাহ্মণ, ও গুরুদ্রোহী পাষণ্ড পাঞ্চালাপসদ ধৃষ্টদ্যুম্ন কখনই আমার হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না।

হে কুরুরাজ! মহাবীর দ্রোণতনয় এই রূপ কহিলে, কৌরবসৈন্যগণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে শঙ্খ, ভেরী, ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিল। ধরণীতল অশ্বখুর ও রথচক্রে নিপীড়িত হইয়া শব্দায়মান হইল। সেই তুমুল শব্দে ভূতল, নভস্তল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মহারথ পাণ্ডবগণ সেই মেঘগম্ভীর তুমুল শব্দ শ্রবণে সকলে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এ দিকে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামাও ঐ সময়ে সলিলস্পর্শপূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! এইরূপে সেই নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইলে, বিনামেঘে বজ্রাঘাত, বৃষ্টিপাত ও প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন ধরাতল কম্পিত, সাগর সমুদয় সংক্ষুব্ধ, নদী সকল বিপরীত দিকে প্রবাহিত, গিরিশৃঙ্গ বিদীর্ণ, দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন, দিবাকর মলিন, মাংসাশী প্রাণিগণ আহ্লাদিত, সমাগত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ ভীত, কুরঙ্গগণ পাণ্ডবগণের দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া ধাবমান হইতে লাগিল। সকল ব্যক্তিই সেই ভীষণ ব্যাপার দর্শনে পরস্পরকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভূপালগণ অশ্বত্থামার সেই ভীষণাস্ত্র সন্দর্শনে ভীত এবং ব্যথিত হইয়া উঠিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! শোকসন্তপ্ত মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধ অসহ্য বিবেচনা করত সৈনিকগণকে নিবর্ত্তিত করিলে, পাণ্ডবেরা কৌরবসৈন্যদিগকে পুনর্ব্বার আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষাবিষয়ে কিরূপ পরামর্শ অবধারণ করিলেন? তাহা আমার নিকট বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ আপনার দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে পুনরায় সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া, ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! বজ্রপাণি ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে নিপাতিত করিলে, কৌরবগণ আত্মপরিত্রাণার্থ জয়াশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন।

শত্রুপক্ষীয় কতকগুলি ভূপতি বিচেতন হইয়া হতপার্ষ্ণি, হতসারথি, পতাকা, ধ্বজ ও ছত্রবিহীন, ভগ্নকূবর, ভগ্ননীড় রথে আরোহণ, কেহ কেহ ভয়াতুর হইয়া স্বয়ং পদপ্রহারে রথাশ্ব পরিচালন, কেহ কেহ ভীত হইয়া ভগ্নাক্ষ, ভগ্নযুগ ও ভগ্নচক্র রথে আরোহণ, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে অর্দ্ধস্খলিত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে অনেকে নারাচদ্বারা গজস্কন্ধের সহিত গ্রথিত হইয়া মাতঙ্গগণ কর্ত্তৃক অপনীত, অনেকে অস্ত্র ও কবচ শূন্য হইয়া বাহন হইতে ধরাতলে নিপতিত ও হস্তী, অশ্ব ও রথচক্র দ্বারা নিষ্পেষিত এবং অনেকে মোহপ্রযুক্ত পরস্পরকে অবগত না হইয়া হা ভ্রাতঃ! হা পুত্র! বলিয়া চীৎকার করত ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে প্রস্থান করিয়াছিল। আর অনেকে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও মিত্রগণকে উত্তোলন পূর্ব্বক বর্ম্মনির্ম্মুক্ত করিয়া তাহাদের দেহে জলসেক করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে, কৌরববাহিনী এইরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। অতএব যদি তুমি তাহাদিগের প্রত্যাগমনের কারণ অবগত থাক, তাহা হইলে উহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সমবেত তুরঙ্গমের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনি ও রথনেমির গভীর নিস্বনে বারম্বার তুমুল শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে মদীয় সৈন্য সমুদায় কম্পিত হইয়াছে। এক্ষণে যেরূপ লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে, বোধ হয়, উহা দেবরাজের সহিত ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে। বোধ হয়, দ্রোণাচার্য্য সমরে নিহত হইয়াছেন বলিয়া দেবরাজ কৌরবগণের হিতসাধনার্থ ভীষণ শব্দ করত সংগ্রামে আগমন করিতেছেন। মহারথগণ এই ভীষণ শব্দ শ্রবণে রোমাঞ্চিত কলেবর ও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। অতএব হে অর্জ্জুন! এক্ষণে

কোন্ মহারথ দেবরাজের ন্যায় সংগ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক সেই পলায়মান কৌরবগণকে যুদ্ধার্থ প্রতিনিবৃত্ত করিতে-ছেন ? অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজন্! কৌরবগণ যাহার বল-বীর্য্য আশ্রয় করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উগ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতেছে এবং আপনি, দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলে, কোন্ ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সহায় হইয়া ভীষণ নিনাদ করিতেছে, এইরূপ মনে করিয়া যাহার প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছেন, সেই মত্ত মাতঙ্গগামী কুরুকুলের অভয়দাতা মাহাত্মার বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! যে বীর জন্মপরিগ্রহ করিলে, দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গো দান করিয়াছি-লেন, যে মহাবীর জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হ্রেষারব পরি-ত্যাগ করিলে, ত্রিলোক বিকম্পিত হওয়াতে ইহাঁর নাম অশ্বত্থামা এই বলিয়া দৈববাণী হইয়াছিল, অদ্য সেই মহাবীর অশ্বত্থামা সমরে সিংহনাদ করিতেছেন। হে রাজন্! অদ্য পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি নৃশংস কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক যাঁহাকে অনাথের ন্যায় নিহত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নাথস্বরূপ অশ্বত্থামা সমরে অবস্থিতি করিতেছেন; দ্রুপদতনয় আমার গুরু দ্রোণাচার্য্যের কেশ পাশ ধারণ করিয়াছিল। অতএব গুরুপুত্র কদাচ তাহাকে ক্ষমা করিয়া পৌরুষ প্রকাশে ক্ষান্ত থাকিবেন না।

হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও রাজ্যলোভে গুরুর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করত ঘোরতর অধর্ম্মে পতিত হইলেন। বালিবিনাশে যেরূপ রামচন্দ্রের অকীর্ত্তি হইয়া-ছিল, দ্রোণাচার্য্যের নিধনে ত্রিলোকমধ্যে আপনারও তদ্রূপ চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি সঞ্চিত হইল। দ্রোণাচার্য্য আপনাকে শিষ্য ও সত্যধর্ম্মানুরক্ত বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহার

দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আপনি কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবেন না; কিন্তু আপনি অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, এই কথা স্পষ্টরূপে ও গজ শব্দ অব্যক্তরূপে উচ্চারণ করিয়া গুরুর নিকট সত্যাচ্ছাদিত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য আপনার বাক্য শ্রবণেই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মম ও গতচেতন হইয়া আপনার সমক্ষে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এইরূপে আপনি দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য হইয়া সত্যধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক তাঁহাকে পুত্রশোকে সন্তপ্ত করত নিপাতিত করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি তৎকালে অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক গুরুর বধসাধন করিলেন। এক্ষণে যদি সমর্থ হন, তবে আমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণপুত্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন। আজি আমরা সকলেই পিতৃবধে কোপিত অশ্বত্থামা হইতে দ্রুপদনন্দনকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইব। যিনি অমানুষ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বলোকের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া থাকেন, আজি সেই মহাবীর পিতার কেশ গ্রহণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সমরে আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন। হে রাজন্! আমি আচার্য্যের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আপনাকে মিথ্যা কথা কহিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করিলেন। আমাদিগের বয়ঃক্রম অধিকাংশই গত হইয়াছে, অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। এক্ষণে এই অধর্ম্মাচরণ হওয়াতে সেই অল্পাবশিষ্ট জীবিতকাল বিকৃত হইল। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য সৌহার্দ্দবশতঃ ও ধর্ম্মানুসারে আমাদিগের পিতৃ তুল্য ছিলেন; আপনি অচিরস্থায়ী রাজ্যের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ নাশ করিলেন। দেখুন, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে আপনার পুত্রগণের সহিত এই সসাগরা পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন;

কিন্তু আচার্য্য তাদৃশ অবস্থায় অবস্থিত ও বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক তাদৃশ সমাদৃত হইয়াও স্বীয় পুত্রাপেক্ষা আমারে অধিকতর স্নেহ করিতেন। হে মহারাজ! আচার্য্য কেবল আপনার বাক্যেই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন। তিনি যুদ্ধ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহাকে সংহার করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, আমরা অতি নির্ব্বোধ; কেন না, আমরা রাজ্যলালসায় লঘুচিত্ত ও অনার্য্য হইয়া সেই নিরন্তর হিতৈষী বৃদ্ধ গুরুর প্রাণ সংহার করিলাম। হায়! আমরা সামান্য রাজ্য লোভে গুরুহত্যা করিয়া নিদারুণ পাপে লিপ্ত হইলাম! গুরু নিশ্চয়ই জানিতেন যে, অর্জ্জুন আমার নিমিত্ত স্বীয় জীবন, পিতা, পুত্র, ভার্য্যা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিতে কাতর নহে। কিন্তু আমি ঐ মহাত্মার বিনাশকালে উপেক্ষা করিয়া রহিলাম। অতএব অবশ্যই আমাকে পরলোকে অবাক্‌শিরা হইয়া নরকভোগ করিতে হইবে। আজি যখন আমরা মৌনব্রতাবলম্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গুরুকে তুচ্ছ রাজ্য লোভে নিহত করিয়াছি, তখন আমাদিগের জীবনে ধিক্; আমাদিগের মরণই মঙ্গল।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মহারাজ! মহারথগণ অর্জ্জুনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিলেন না। তখন মহাবাহু ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে বিস্মিত করত কহিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন! অরণ্যচারী মুনি ও জিতেন্দ্রিয় সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন,

তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। দেখ, যে ক্ষত্রিয় অন্যকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করেন, ক্ষতই যাঁহার জীবনোপায় এবং যিনি দেব, দ্বিজ ও গুরুর প্রতি ক্ষমাশীল, সেই ক্ষত্রিয়ই অবিলম্বে রাজ্য, ধর্ম্ম, যশ ও শ্রী লাভ করিতে সমর্থ হন। তুমি সমুদায় ক্ষত্রিয়গুণে সমলঙ্কৃত আছ; অতএব এক্ষণে মূঢ়ের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করা তোমার অকর্ত্তব্য হইতেছে। হে পার্থ! তোমার পরাক্রম দেবরাজ ইন্দ্রের সদৃশ; হে অর্জ্জুন! মহাসাগর যেরূপ বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মপথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হও না। তুমি যে, ত্রয়োদশ বর্ষ সঞ্চিত ক্রোধ বিসর্জ্জন করত এক্ষণে ধর্ম্ম লাভের অভিলাষ করিতেছ, এই গুণে কে না তোমার প্রশংসা করিবে, এক্ষণে ভাগ্যক্রমেই তোমার মন নিরন্তর ধর্ম্মপথে গমন করিতেছে এবং ভাগ্যক্রমেই তোমার বুদ্ধিও সতত অনৃশংসতার অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু তুমি এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও শত্রুগণ অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক তোমার রাজ্যাপহরণ ও প্রিয়তমা দ্রৌপদীরে সভাস্থলে আনয়ন পূর্ব্বক পরাভব করিয়াছিল। আমরা বনবাসের নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়াও, তাহাদিগের নিকৃতি প্রভাবে বল্কলাজিন ধারণ পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বর্ষ অরণ্যে বাস করিয়াছি। হে পার্থ! এই সকল বিষয়ে রোষ প্রকাশ করিতে হয়, কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সেই সমস্ত সহ্য করিয়াছ। হে অনঘ! আজি আমি তোমার সহিত একত্রিত হইয়া শত্রুগণকে অধর্ম্মের প্রতিফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সেই রাজ্যাপহারী নীচাশয় অরাতিগণকে বন্ধুবান্ধবের সহিত বিনাশ করিব।

পূর্ব্বে তুমি কহিয়াছিলে যে, আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যথাসাধ্য জয়লাভার্থ যত্ন করিব; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা করিতেছ। সুতরাং তোমার

পূর্ব্ব বাক্য এক্ষণে মিথ্যা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমরা অরাতিগণের গর্জ্জনে অতিমাত্র ভীত হইয়াছি এবং তুমিও ক্ষতে ক্ষার প্রদানের ন্যায় বাক্‌শল্য দ্বারা আমাদিগের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতেছ। অর্জ্জুন! অধিক কি, আমার হৃদয় তোমার বাক্‌শল্যে প্রপীড়িত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে; তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও অধর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে পারিতেছ না। হে অর্জ্জুন! তুমি স্বয়ং এবং আমরা সকলেই প্রশংসার যোগ্যপাত্র; কিন্তু তুমি আপনাকে ও আমাদিগকে প্রশংসা না করিয়া যে তোমার ষোড়শাংশেরও উপযুক্ত নয়, মহাত্মা বাসুদেব বিদ্যমান থাকিতে সেই অশ্বত্থামার প্রশংসা করিতেছ! হে পার্থ! তোমার কি স্বমুখে আত্মদোষ কীর্ত্তন করিতে লজ্জা হইতেছে না? আমি যদি ক্রুদ্ধ হই, তাহা হইলে, এই কাঞ্চনমালিনী গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া ভূমণ্ডল বিদীর্ণ, পর্ব্বত সকল বিক্ষিপ্ত ও অচলাকার বনস্পতি সকল বায়ুর ন্যায় ভগ্ন এবং শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অসুর, রাক্ষস, উরগ, মানব ও ইন্দ্রের সহিত সমাগত দেবগণকেও বিদ্রাবিত করিতে পারি। হে অমিতপরাক্রম অর্জ্জুন! তুমি আমারে এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়াও কি নিমিত্ত দ্রোণপুত্র হইতে ভীত হইতেছ? অথবা তুমি এই সকল সহোদরগণের সহিত অবস্থান কর; আমিই গদা ধারণ পূর্ব্বক হরি যেমন রোষপরায়ণ গর্জ্জনশীল হিরণ্যকশিপুকে জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অন্যান্য বীরগণের সহিত দ্রোণপুত্রকে পরাজয় করিব।

অনন্তর পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মনীষিগণ "অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ" এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু ঐ ষট্‌ কার্য্যমধ্যে কোন্‌টিতে দ্রোণাচার্য্য

প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? অতএব আমি তাঁহাকে সংহার করিয়াছি বলিয়া কি নিমিত্ত তুমি আমার নিন্দা করিতেছ?' তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নীচ কার্য্যপরতন্ত্র হইয়া অলৌকিক অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন। ঐ মহাবীর ব্রাহ্মণবাদী ও সাতিশয় মায়াবী ছিলেন। তিনি মায়াবলেই আমাদিগের নিধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানই অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না। এক্ষণে যদি অশ্বত্থামা রোষপরবশ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করেন, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? ঐ বীর বৃথা গর্জ্জন দ্বারা কৌরব-পক্ষীয়গণকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করত তাহাদিগের রক্ষণে অসমর্থ হইয়া বিনাশেরই কারণ হইবেন। হে পার্থ! তুমি ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া আমাকে তোমার গুরুঘাতী বলিয়া নিন্দা করিতেছ। কিন্তু আমি দ্রোণাচার্য্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্তই হুতাশন হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। আর দেখ, যুদ্ধকালে, যাঁহার কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ই তুল্য জ্ঞান ছিল, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া কিরূপে নির্দ্দেশ করিব? যিনি ক্রোধান্ধ হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সংহার করেন, তাঁহাকে যে কোন উপায় দ্বারা বধ করা কি উচিত নহে?

হে ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ অর্জ্জুন! ধার্ম্মিকগণ বিধর্ম্মীকে বিষ-তুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কি জন্য আমাকে নিন্দা করিতেছ? আমি নৃশংস আচার্য্যকে রথের উপর আক্রমণ পূর্ব্বক সংহার করিয়াছি, তাহাতে আমি নিন্দাস্পদ হইতে পারি না। কিন্তু তবে কি জন্য আমাকে অভিনন্দন করিতেছ না? হে বীভৎসো! আমি দ্রোণাচার্য্যের সেই কালানল, অর্ক ও বিষসদৃশ ভীষণ মুণ্ড

ছেদন করিয়া সাতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়াছি। কিন্তু কি নিমিত্ত তুমি আমার প্রশংসা করিতেছ না? দ্রোণ আমারই বন্ধুবর্গকে বিনাশ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াও আমার ক্ষোভ দূর হয় নাই। আমি যে, জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় তাঁহার মস্তক চাণ্ডালসমক্ষে নিক্ষেপ করি নাই, এই নিমিত্তই আমার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। হে পার্থ! আমি শুনিয়াছি, অরাতিবিনাশ না করিলে, অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। হয়, শত্রুকে নিহত করা, না হয়, স্বয়ং তৎ-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। দ্রোণাচার্য্য আমার শত্রু ছিলেন, অতএব তুমি যেমন পিতৃসখা মহাবল ভগ-দত্তের বধসাধন করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমি ধর্ম্মানুসারে দ্রোণাচার্যকে নিহত করিয়াছি। তুমি যখন স্বীয় পিতামহকে বিনষ্ট করিয়া আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ, তখন আমি পাপাত্মা শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি বলিয়া, কি নিমিত্ত আমাকে অধার্ম্মিক বিবেচনা করিবে? হে ধনঞ্জয়! আমি সম্বন্ধনিবন্ধন স্বগাত্রকৃত সোপান বিষণ্ণ কুঞ্জরের ন্যায় তোমার নিকট অবনত হইয়াছি; অতএব আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার বিধেয় নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি কেবল দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর তনয়-গণের নিমিত্ত তোমার এই সমুদায় বাক্যদোষ সহ্য করিয়া তোমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। দ্রোণাচার্য্যের সহিত শত্রুতা যে, আমাদিগের কুলপরম্পরাগত, ইহা সকলেই বিদিত আছেন; তোমরা কি ইহা অবগত নহ? হে ধনঞ্জয়! রাজা যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধার্ম্মিক নহি; আচার্য্য শিষ্যদ্রোহী ও পাপস্বভাব ছিলেন; এই নিমিত্তই আমি তাঁহারে বিনাশ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি সমরে প্রবৃত্ত হও, তোমার জয়লাভ হইবে।

নব নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় অদ্বিতীয়; যাঁহাতে লজ্জা ও দেবসেবা সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পুরুষপ্রবরগণ যাঁহার অনুগ্রহে দেবগণেরও দুষ্কর কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই মহর্ষিতনয় দ্রোণ অশ্বত্থামার মিথ্যা বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে রোরুদ্যমান হইলে, নীচাশয়, ক্ষুদ্রমতি, নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বসমক্ষে তাঁহারে সংহার করিয়াছে; কি আশ্চর্য্য! ইহাতে কেহই রোষ প্রকাশ করিতেছে না! অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও ক্রোধে ধিক্। হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য ধনুর্দ্ধর নৃপতিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কি কহিলেন? তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দ্রুপদপুত্র অর্জ্জুনকে এই কথা কহিলে, অন্যান্য পাণ্ডবগণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই খলস্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনবরত অশ্রুবারি বিসর্জ্জন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য বীরগণ লজ্জাবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধভরে কহিলেন, এই পরুষ বাক্য প্রয়োগকারী নরাধম পাঞ্চাল কুলাঙ্গারকে বিনাশ করিতে পারে, এমন কি কোন ব্যক্তিই নাই? হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! ব্রাহ্মণ যেমন চাণ্ডালকে নিন্দা করিয়া থাকেন, সেইরূপ পাঞ্চালগণ তোমার এই পাপকর্ম্ম দর্শনে তোমাকে নিন্দা করিতেছেন। এই

সাধুবিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া লোকসমাজে বাক্য প্রয়োগ করিতে কি নিমিত্ত তুমি লজ্জিত হইতেছ না? তুমি আচার্য্যবধে প্রবৃত্ত হইলে, কি নিমিত্ত তোমার মস্তক ও জিহ্বা শতধা ছিন্ন হইল না? এবং কি জন্যই বা তুমি অধর্ম্মপ্রভাবে অধঃপতিত হইলে না? তুমি ঈদৃশ নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে শ্লাঘা প্রকাশ করত পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের নিকট নিন্দনীয় হইতেছ। তুমি তাদৃশ অনার্য্যোচিত কার্য্য সাধন করিয়া পুনর্ব্বার আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছ। অতএব তুমি আমাদিগের বধ্য; তোমারে আর মুহূর্ত্তকাল জীবিত রাখায় আমাদের কোন ফল দৃষ্ট হইতেছে না। হে নরাধম! তোমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ সাধু আচার্য্যের কেশপাশ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার বধসাধনার্থ অধ্যবসিত হইয়া থাকে? তুমি পাঞ্চালকুলের কলঙ্ক; তোমার নিমিত্ত তোমার ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত এই চতুর্দ্দশ পুরুষ যশঃভ্রষ্ট ও অধোগামী হইয়াছেন। তুমি অর্জ্জুনকে ভীষ্মঘাতী বলিতেছ; কিন্তু মহাত্মা ভীষ্মদেব আপনিই আপনার বধ সাধন করিয়াছেন; তোমার সহোদর শিখণ্ডীই ভীষ্ম নিধনের মূল। হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! এই পৃথিবীতে পাঞ্চালপুত্রগণ অপেক্ষা পাপকারী আর কেহই নাই। তোমার পিতা ভীষ্মের সংহারার্থ শিখণ্ডীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় সেই ভীষ্মদেবের মৃত্যুস্বরূপ শিখণ্ডীরে রক্ষা করেন। তুমি ও তোমার ভ্রাতা উভয়েই সাধুগণের নিন্দনীয়। পাঞ্চালগণ তোমাদের নিমিত্তই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে যদি তুমি আমার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে, বজ্রতুল্য গদা দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব। তুমি ব্রাহ্মণঘাতী; মনুষ্যেরা তোমার মুখাবলোকন করিয়া আপনার প্রায়-

শিচক্রের নিমিত্ত সূর্য্যদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। হে দুর্ম্মতে! এই দেখ, আমার গুরু সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি আমার গুরুর গুরুকে বধ করিয়া পুনর্ব্বার তিরস্কার করত লজ্জিত হইতেছ না। এক্ষণে তুমি অবস্থান পূর্ব্বক আমার এক গদাঘাত সহ্য কর; আমি তোমার গদাঘাত বারম্বার সহ্য করিব।

হে রাজন্! ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি কর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, হে যুযুধান! তুমি স্বয়ং অনার্য্য ও নীচপ্রকৃতি হইয়া নিরপরাধে আমাকে তিরস্কার করিতেছ; আমি তোমার সেই সকল তিরস্কার বাক্য শুনিয়াও তোমারে ক্ষমা করিলাম। ইহলোকে ক্ষমা গুণই অতি প্রশংসনীয়; পাপ কদাচ ক্ষমা গুণকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপপরায়ণ ব্যক্তিরা কেবল ক্ষমাবান্‌কে পরাজিত বোধ করিয়া থাকে। তুমি সাতিশয় ক্ষুদ্র, নীচ প্রকৃতি, পাপাত্মা এবং সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় হয়ইয়াও আমার নিন্দা করিতেছ। হে সাত্যকে! তুমি যে, নিবারিত হইয়াও ছিন্নভুজ প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রাণ সংহার করিয়াছ; তাহা অপেক্ষা দুষ্কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্বে দিব্যাস্ত্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পরে শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। ইহাতে কি আমার অধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা? যে ব্যক্তি অন্যের শরে ছিন্নবাহু, মুনির ন্যায় প্রায়োপবিষ্ট ও সংগ্রামপরাঙ্মুখ ব্যক্তির প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হয়, সে কি বলিয়া অন্যের নিন্দা করে? হে সাত্যকে! যখন মহাবল সোমদত্ততনয় আমারে পদাঘাতে ভূতলে নিপাতিত করিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি তখন কি নিমিত্ত তাঁহারে সংহার করিয়া বীরোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে না? মহাপ্রতাপশালী সোমদত্ততনয় পার্থ-

কর্ত্তৃক অগ্রে পরাজিত হইলে, তুমি তাহারে নিপাতিত করিয়াছ। দেখ, দ্রোণাচার্য্য যে যে স্থানে পাণ্ডবসেনা বিদারণ করিয়াছিলেন, আমি অসংখ্য শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি অন্য নির্জ্জিত ব্যক্তির সংহাররূপ চণ্ডাল সদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বয়ং নিন্দনীয় হইয়া আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। হে বৃষ্ণিবংশাপসদ! তুমি পাপ কর্ম্মের আস্পদ; আমি তোমার ন্যায় পাপকর্ম্মা নহি; অতএব তুমি পুনর্ব্বার আমাকে নিবারণ করিও না। মৌনাবলম্বন কর; যদি অজ্ঞানতাবশতঃ পুনরায় আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই শরসমূহ দ্বারা তোমাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। রে মূঢ়! কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে, সমরে জয় লাভ হয় না। কৌরব ও পাণ্ডবগণ যে সমস্ত অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। কৌরবদিগের অধর্ম্ম প্রভাবে রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও পতিপরায়ণা দ্রৌপদী পরিক্লিষ্টা হইয়াছিলেন। উহারা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাঁহাদিগকে পাঞ্চালীর সহিত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। তাহারা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক মদ্ররাজকে আপনাদিগের পক্ষে আনয়ন করত সুভদ্রানন্দন বালক অভিমন্যুকে সংহার করিয়াছে। এদিকে কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মও পাণ্ডবদিগের অধর্ম্মদ্বারা নিহত হইয়াছেন। তুমি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছ। এইরূপে মহাবীর কৌরব ও পাণ্ডবগণ ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও জয় লাভার্থ অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন। হে সাত্যকে! পরম ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব অতি দুজ্ঞের্য়। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পিতৃভবনে গমন করিও না, কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ কর।

হে রাজন্! শ্রীমান সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের এই রূপ

পরুষ ও ক্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং ক্রোধে অরুণনেত্র হইয়া রথমধ্যে শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গদা-হস্তে তাঁহার নিকট গমন করত কহিলেন, হে দুরাত্মন্ ধৃষ্ট-দ্যুম্ন! তুমি বধার্হ; অতএব তোমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া তোমাকে সংহার করিব। তখন মহাত্মা বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিকে সহসা কালান্তক যমের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণার্থ ভীম-সেনকে প্রেরণ করিলেন। মহাবলশালী ভীমসেন অবিলম্বে রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বাহু প্রসারিত করিয়া সাত্যকিকে নিবারণ করত তিনি ছয় পদ গমন করিবামাত্র তাঁহাকে ধারণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সাত্যকিকে নিবারিত করিলে, মহাত্মা সহদেব অচিরাৎ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সাত্যকিকে মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে পুরুষশার্দ্দূল শিনিতনয়! অন্ধক, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ অপেক্ষা আমাদিগের আর অপর মিত্র নাই এবং আমরাও অন্ধক বৃষ্ণিগণের বিশেষতঃ বাসুদেবের যে রূপ বন্ধু, সেই রূপ আর কেহই নহে। অতএব তোমরা আমা-দিগের যে রূপ বন্ধু, আমরাও তোমাদের সেই রূপ বন্ধু। আর পাঞ্চালেরা সমুদ্র পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেও, পাণ্ডব ও বৃষ্ণি-গণ অপেক্ষা প্রিয় মিত্র আর কুত্রাপি পাইবেন না। সুতরাং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তোমার ও তোমার সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, সন্দেহ নাই। অতএব হে ধার্ম্মিকবর! এক্ষণে তুমি মিত্রধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধৃষ্ট-দ্যুম্নের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর; ধৃষ্টদ্যুম্নও তোমাকে ক্ষমা করুন। আমরাও এক্ষণে ক্ষমাবান্ হইতেছি। শান্তি অপেক্ষা হিতজনক আর কিছুই নাই।

হে রাজন্! মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিকে এইরূপে সান্ত্বনা করিলে, দ্রুপদনন্দন সহাস্যমুখে কহিলেন, হে ভীম-সেন! তুমি এই রণগর্ব্বিত সাত্যকিকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর। বায়ু যেরূপ পর্ব্বতে মিলিত হয়, সেইরূপ ঐ দুর্ম্মতি আমার সহিত মিলিত হউক। আমি নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহার ক্রোধ, রণকণ্ডুয়ন ও প্রাণ শীঘ্র বিনষ্ট করিব। ঐ দেখ, কৌরবেরা পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হই-তেছে; আমি অবিলম্বে এই পাপাত্মার প্রাণ সংহার করিয়া উহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিব। অথবা মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবদিগকে নিবারণ করুন; আমি শরনিকর দ্বারা সাত্যকির মস্তক ছেদন করিব। মহাবীর সাত্যকি আমাকে ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার ন্যায় বিবেচনা করি-তেছে; অতএব আমি সর্ব্বাগ্রে উহারে বিনাশ করিব। অথবা সাত্যকি আমাকে সংহার করুক। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম-সেনের ভুজদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সাত্যকি পাঞ্চালপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস বির্জ্জন করত কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহাবলশালী ধৃষ্ট-দ্যুম্ন ও সাত্যকি এই প্রকারে বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে, মহামতি বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বৃষদ্বয় সদৃশ মহাবীরদ্বয়কে পরম যত্নসহকারে নিবারণ করি-লেন। তদনন্তর প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণও সেই রোষারুণ-লোচন মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয়কে নিবারণ করত সংগ্রামার্থ অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন।

দ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে দ্রোণনন্দন যুগান্তকালীন অন্তঃকের ন্যায় অরাতি সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভল্লাস্ত্র দ্বারা অসংখ্য শত্রু নিপাতিত হওয়াতে রণস্থল ভূধরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধ্বজ সকল ঐ পর্ব্বতের বৃক্ষ, শস্ত্র সকল শৃঙ্গ, নিহত মাতঙ্গ সকল মহাশীলা, অশ্ব সকল কিংপুরুষ, কার্ম্মুক সকল লতা, রাক্ষস সকল পক্ষী ও ভূত সকল যক্ষদিগের ন্যায় শোভমান হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা ভৈরবরবে চীৎকার করিয়া পুনরায় দুর্য্যোধনকে স্বীয় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি সত্য কহিতেছি, যখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত দ্রোণাচার্য্যকে মিথ্যা কথা কহিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছেন, তখন অদ্য তাঁহার সমক্ষেই পাণ্ডববাহিনী বিদ্রাবিত করিয়া দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের জীবন সংহার করিব। আর যদি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমি তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিব। তুমি আমাদিগের সৈন্য সকল প্রতিনিবৃত্ত কর।

হে প্রজানাথ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন গুরুপুত্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক সৈন্যগণকে ভয়শূন্য করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পরিপূর্ণ সাগরদ্বয়ের ন্যায় পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যের ভয়ানক সমাগম উপস্থিত হইল। কৌরবেরা দ্রোণপুত্রের উত্তেজনায় স্থিরচিত্ত এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা দ্রোণনিধনে নিতান্ত হৃষ্ট ও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ! এই প্রকারে সেই

উভয়পক্ষীয় বীরগণ জয়লাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন ভূধর ভূধরে ও সমুদ্র সমুদ্রে যেমন পরস্পর প্রতিঘাত হইয়া থাকে, পাণ্ডব ও কৌরবসেনার সেইরূপ প্রতিঘাত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরম আহ্লাদিত হইয়া সহস্র শঙ্খ ও ভেরী নিনাদিত করিতে আরম্ভ করিলে, সৈন্যমধ্যে মথ্যমান সাগর নিস্বনের ন্যায় ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

হে রাজন্! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে লক্ষ্য করত নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। ঐ অস্ত্র হইতে প্রজ্বলিতাস্য ভুজঙ্গের ন্যায় অসংখ্য প্রদীপ্ত শরজাল বিনির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যাকুলিত করত ক্ষণকাল মধ্যে দিনকরকরের ন্যায় নভোমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সৈন্যমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অয়োময় বজ্রমুষ্টি সকল নভোমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। বিচিত্র শতঘ্নী, বজ্রমুষ্টি, গদা ও অর্কমণ্ডলাকার ক্ষুরধার চক্র সকল চতুর্দ্দিকে দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে রাজন্! এইরূপে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত অস্ত্রনিচয়ে সমাকীর্ণ অবলোকন করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। যে যে স্থলে পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সেই স্থলে নারায়ণাস্ত্রের প্রভা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনেকে সেই অগ্নি সদৃশ নারায়ণাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় নিপীড়িত হইল। অধিক কি, শিশিরাবসানে হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই নারায়ণাস্ত্র পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

হে রাজন্! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণতনয়ের নারায়ণাস্ত্র প্রভাবে স্বীয় সৈন্যমধ্যে কতকগুলিকে বিনষ্ট,

কতকগুলিকে বিচেতন ও কতকগুলিকে ধাবমান এবং ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে উদাসীন অবলোকন করিয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি পাঞ্চালসৈন্যের সহিত অবিলম্বে পলায়ন কর। হে সাত্যকে! তুমিও বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব জনসমূহের উপদেষ্টা; উনি স্বয়ং আপনার পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইবেন। হে সেনাগণ! আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা আর যুদ্ধ করিও না। আমি নিশ্চয়ই সহোদরগণ সমভিব্যাহারে হুতাশনে প্রবেশ করিব। হায়! আমি ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, এক্ষণে দ্রোণপুত্ররূপ গোষ্পদে বন্ধুগণের সহিত নিমগ্ন হইলাম! আমি সৎস্বভাবসম্পন্ন আচার্য্যকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া অর্জ্জুন সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ হউক। সমরবিশারদ নিষ্ঠুরকর্ম্মা মহারথগণ যখন যুদ্ধানভিজ্ঞ বালক সুভদ্রাতনয়কে সংহার করেন, তখন যে, আচার্য্য তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই, দীনভাবাপন্ন সভাস্থিতা পতিপরায়ণা দ্রৌপদী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, যিনি পুত্রের সহিত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অন্যান্য সৈন্য সকল পরিশ্রান্ত হইলে, ধনঞ্জয়বধে সমুৎসুক দুর্য্যোধনকে কবচবদ্ধ ও জয়দ্রথের পরিত্রাণার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা আমার জয়লাভার্থী সত্যজিৎ প্রমুখ পাঞ্চালদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছেন, এবং কৌরবেরা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলে, যিনি আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে নিনবারণ করিয়াছিলেন, আমাদিগের সেই পরম সুহৃৎ দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে আমিও বন্ধুগণের সহিত নিহত হই।

হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, মহাত্মা

বাসুদেব বাহুসঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যদিগকে নিবারিত করত কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা অবিলম্বে অস্ত্র শস্ত্র পরিহার পূর্ব্বক স্ব স্ব বাহন হইতে অবতীর্ণ হও। তোমরা অস্ত্রবিহীন ও ধরাতলে নিপতিত হইলে, এই নারায়ণাস্ত্র আর আমাদিগকে সংহার করিতে পারিবে না। এ অস্ত্রের প্রতিঘাত করিবার এইমাত্র উপায় আছে। তোমরা যে যে স্থলে অরাতি নিবারণার্থ বা অস্ত্রবল নিরাকরণার্থ সংগ্রাম করিবে, সেই সেই স্থলে কৌরবেরা অতি ভীষণ হইয়া উঠিবে। আর যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহন হইতে অবতীর্ণ হইবে, তাহারা কখনই এ অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে না। যুদ্ধকার্য্যে আহত হওয়া দূরে থাক্, যাঁহারা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিবেন, তাঁহারা রসাতলে প্রবেশ করিলেও এই অস্ত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবে। হে মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষীয়েরা কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই অস্ত্র ও সংগ্রামচিন্তা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিল।

ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন যোদ্ধৃবর্গকে অস্ত্র পরিত্যাগে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত করত কহিতে লাগিলেন, হে যোধগণ! তোমরা কদাচ অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আমি শরনিকর দ্বারা অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্দ্দিত করত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্য্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবত শুণ্ড সদৃশ সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্ব্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুত নাগতুল্য বলশালী; দেবলোকে দেবরাজ যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোক

মধ্যে আমিও তদ্রূপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্র নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়েছি; সকলে আমার বাহুবীর্য্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিযোদ্ধা বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব। হে অর্জ্জুন! তুমি গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ করিও না; তাহা হইলে তোমার কোপ শিথিলিত হইবে। অর্জ্জুন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাবীর! নারায়ণাস্ত্র, গো ও ব্রাহ্মণের বিপক্ষে আমি গাণ্ডীব ধারণ করি না, ইহা আমার উৎকৃষ্ট নিয়ম। পরবীরঘাতী ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মেঘগম্ভীর নিস্বন রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন করত মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর অশ্বত্থামা হাস্য করিয়া প্রদীপ্তাগ্র মন্ত্রপূত শরজালে ভীমসেনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই কাঞ্চনস্ফুলিঙ্গ সদৃশ দীপ্তাস্য ভুজঙ্গ তুল্য প্রজ্বলিত মর্ম্মভেদী শর সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া নিশাকালে খদ্যোতপরিবেষ্টিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অশ্বত্থামার সেই ভীষণ অস্ত্র তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়া বায়ুসমুদ্ধূত অগ্নির ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন ভীমসেন ভিন্ন আর সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই রথ ও অশ্ব হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে ন্যস্তায়ুধ ও বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলে, সেই বিপুলবীর্য্য ভীষণ অস্ত্র ভীমসেনের মস্তকে পতিত হইল। তখন প্রাণিগণ ও বিশেষতঃ পাণ্ডবেরা ভীমসেনকে তেজ দ্বারা পরিবৃত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

—০—

হে মহারাজ! তখন অর্জ্জুন ভীমসেনকে নারায়ণাস্ত্রে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অস্ত্রের তেজধ্বংস করিবার অভিলাষে বৃকোদরকে বারুণাস্ত্রে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের ক্ষিপ্রহস্ততা প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে নারায়ণাস্ত্র বারুণাস্ত্রে পরিবৃত হইলে, উহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। ক্ষণকালপরে ভীমসেন পুনরায় দ্রোণপুত্রের অস্ত্র প্রভাবে অশ্ব, সারথি ও রথে সমাচ্ছন্ন হইয়া অনল মধ্যস্থিত জ্বালাব্যাপ্ত দুর্লক্ষ্য অগ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে রাজন্! নিশাবসানে জ্যোতিঃপদার্থ সকল যেমন অস্তগিরিতে গমন করে, তদ্রূপ অসংখ্য শরজাল ভীমসেন রথে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে বৃকোদর অশ্বত্থামার অস্ত্রে সারথি, রথ ও অশ্বগণের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে পরিবেষ্টিত হইলেন। প্রলয়কালীন হুতাশন যেমন এই চরাচর পৃথিবী ধ্বংস করিয়া বিশ্বস্রষ্টার মুখমণ্ডলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার ভীষণাস্ত্র বৃকোদর শরীরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে, উহা সূর্য্যে প্রবিষ্ট হুতাশনের ন্যায় ও হুতাশনে প্রবিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় কাহারও বোধগম্য হইল না।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব সেই ভীষণ অস্ত্রে ভীমের রথ সমাকীর্ণ, দ্রোণপুত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবর্জ্জিত, পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণকে নিক্ষিপ্তাস্ত্র ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণকে সমরবিমুখ দর্শন করিয়া রথ হইতে অবরোহণ ও ভীম সমীপে গমন পূর্ব্বক মায়াবলে সেই অস্ত্রবলসম্ভূত তেজোরাশি মধ্যে অবগাহন করিলেন। নারায়ণাস্ত্র

সম্ভূত হুতাশন সেই বীরদ্বয়ের অস্ত্র পরিত্যাগ, বীর্য্যবত্তা ও বারুণাস্ত্রের প্রভাব নিবন্ধন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই নর ও নারায়ণ নারায়ণাস্ত্রের শান্তির নিমিত্ত বল পূর্ব্বক ভীমসেনকে ও তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র সকল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ বৃকোদর সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণনন্দনের সুদুর্জ্জয় অস্ত্রও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন বাসুদেব ভীমসেনকে কহিলেন, হে পাণ্ডু-নন্দন! তুমি নিবারিত হইয়াও কি নিমিত্ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ না? যদি এক্ষণে যুদ্ধ দ্বারা কৌরবগণকে পরাজয় করিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিতাম, এবং এই মহারথগণও সমরে পরাঙ্মুখ হইতেন না। ঐ দেখ, তোমার পক্ষীয় সমুদয় বীরগণই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব তুমিও অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ কর। বাসুদেব ইহা কহিয়া বৃকোদরকে রথ হইতে ভূতলে আনয়ন করিলে ভীমসেন ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করত ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ করিলেন। নারায়ণাস্ত্রও প্রশান্ত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে বিধিনির্ব্বন্ধের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা নিবন্ধন সেই ভীষণ নারায়ণাস্ত্রের সুদুঃসহ তেজ প্রশান্ত হইলে সমুদায় দিক্ বিদিক্ নির্ম্মল হইল; বায়ু অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণ শান্ত ভাব অব-লম্বন করিল; যোধ ও বাহনগণ আনন্দিত হইলেন এবং ভীম-সেন প্রাতঃকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন হতাবশিষ্ট পাণ্ডবসেনাগণ সেই নারায়ণাস্ত্রের সংহার অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে দ্রোণপুত্রকে কহিলেন, হে অশ্বত্থা-

মন্! পাঞ্চালগণ বিজয় বাসনায় পুনরায় সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমিও পুনর্ব্বার সেই অস্ত্র পরিত্যাগ কর। দ্রোণনন্দন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! সেই অস্ত্র আর প্রত্যাবর্ত্তিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। উহা প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে প্রযোক্তার প্রাণ সংহার করে। বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই অস্ত্রের প্রতিঘাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত শত্রু সংহার হইল না। যাহা হউক, পরাজয় ও মৃত্যু উভয়ই সমান; বরং পরাজয় অপেক্ষা মরণই শ্রেয়স্কর। ঐ দেখ, অরাতিগণ শস্ত্র প্রভাবে পরাজিত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্যপুত্র! যদি এক্ষণে পুনরায় সেই অস্ত্র প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকে, তবে অন্য অস্ত্র দ্বারা গুরুহন্তা পাণ্ডবকে নিপাতিত কর। দিব্যাস্ত্র সকল তোমাতে ও অমিততেজা মহাদেবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে ক্রুদ্ধ পুরন্দরকেও পরাভূত করিতে পার।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত ও নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত হইলে, অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত পাণ্ডবগণকে অবলোকন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিংহলাঙ্গুলকেতন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবিনাশে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নির্ভীকচিত্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাবেগে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রজ্বলিত অনল সদৃশ চতুঃষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে, সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত পঞ্চবিংশতি শরে তাঁহার সারথিরে ও চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করত, তাঁহারে বারং

স্থার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, সমস্ত লোকের প্রাণ সংহার হইতেছে। তৎপরে অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি গমন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার মস্তকোপরি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধ স্মরণে ক্রোধান্বিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার শর ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে শরনিকরে পীড়িত করিয়া তাঁহার সারথি, রথ ও অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুচরগণও অশ্বত্থামার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন পাঞ্চালসৈন্যগণ নিশিত শর প্রহারে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও নিতান্ত কাতর হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর সাত্যকি যোধগণকে পরাঙ্মুখ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিতান্ত নিপীড়িত সন্দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামার অভিমুখে স্বীয় রথ সঞ্চালন করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়া প্রথমত আট ও তৎপরে বিংশতি বাণে অশ্বত্থামা ও তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার চারি অশ্বের উপর চারি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে তাঁহারে বিদ্ধ করত ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে দ্রোণপুত্রের সুবর্ণ মণ্ডিত ও অশ্বযুক্ত রথ চূর্ণ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা এইরূপে শরজালে সংবৃত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারথ দুর্য্যোধন আচার্য্যপুত্রকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সহিত সাত্যকির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর

দুর্য্যোধন বিংশতি, কৃপাচার্য্য তিন, কৃতবর্ম্মা দশ, কর্ণ পঞ্চাশৎ, দুঃশাসন একশত ও বৃষসেন সাত শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহাদিগকে বিরথ ও রণপরাঙ্মুখ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীনচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরনিকর নিক্ষেপ করত সাত্যকিকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণপুত্রকে সমাগত দেখিয়া পুনরায় তাঁহারে বিরথ ও রণপরাঙ্মুখ করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা সাত্যকির পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি এইরূপে ভারদ্বাজতনয়কে রথবিহীন করিয়া বৃষসেনের অনুগামী ত্রিসহস্র মহারথ, কৃপাচার্য্যের সার্দ্ধ অযুত হস্তী ও শকুনির পাঁচ অযুত অশ্ব বিনাশ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সাত্যকির বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইলেন। অরাতিনিপাতন সাত্যকি পুনরায় দ্রোণপুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া উপর্য্যুপরি নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্যমুখে বলিতে লাগিলেন, হে সাত্যকে! দ্রোণহন্তা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি যে তোমার পক্ষপাত আছে, তাহা আমার অবিদিত নাই; কিন্তু তুমি কখনই আমার হস্ত হইতে উহারে পরিত্রাণ করিতে বা স্বয়ং পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না। আমি সত্য ও তপস্যা দ্বারা শপথ করিয়া

কহিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চালদিগকে সংহার না করিয়া কখনই শান্তিলাভ করিব না। তুমি পাণ্ডবসৈন্য, বৃষ্ণিসৈন্য, ও সোমকগণকে একত্র করিলেও আমি তাহাদিগের সকলকে বিনাশ করিব।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা এইরূপ বলিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সাত্যকির প্রতি এক সূর্য্যরশ্মি সদৃশ সুপর্ব্ব উৎকৃষ্ট শর পরিত্যাগ করিলেন। অশ্বত্থামানিক্ষিপ্ত শর সাত্যকির বর্ম্মসংবৃত দেহ ভেদ করিয়া, সর্প যেরূপ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিল মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ অবনীতলে প্রবিষ্ট হইল। হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি সেই শরের আঘাতেই অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অতিমাত্র কাতর ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। তখন সারথি সত্বরে তাঁহাকে লইয়া অশ্বত্থার নিকট হইতে পলায়ন করিল। ঐ সময় ভারদ্বাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে এক আনতপর্ব্ব সুপুঙ্খ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। পাঞ্চালপুত্র পূর্ব্বেই অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনর্ব্বার শরনিপীড়িত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহার্দ্দিত মাতঙ্গের ন্যায় অশ্বত্থামার শরনিকরে নিপীড়িত হইলে, পাণ্ডবপক্ষ হইতে মহাবল ধনঞ্জয়, বৃকোদর, পুরুবংশসম্ভূত বৃদ্ধক্ষত্র, চেদিদেশীয় যুবরাজ ও অবন্তিপতি সুদর্শন এই পাঁচ মহারথ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হাহাকার করিতে করিতে মহাবেগে অশ্বত্থামার অভিমুখে গমন করত চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই বিংশতি পাদ গমন পূর্ব্বক যত্নসহকারে রোষাবিষ্ট গুরুতনয়ের উপর

যুগপৎ পাঁচ পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবল-শালী অশ্বত্থামা আশীবিষ সদৃশ পঞ্চবিংশতি বাণ দ্বারা একবারে তাঁহাদিগের পঞ্চবিংশতি শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে বৃদ্ধক্ষত্রকে সাত, অবন্তিপতিকে তিন, ধনঞ্জয়কে এক, ভীমসেনকে ছয় বাণে ব্যথিত করিলেন। মহারথগণ অশ্বত্থামার বাণে বিদ্ধ হইয়া কোন সময় যুৎপৎ, কোন সময় পৃথক্ পৃথক্ সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে যুবরাজ বিংশতি, ধনঞ্জয় আট ও অন্য তিন জনে তিন তিন বাণে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা সব্যসাচীকে ছয়, কেশবকে দশ, বৃকোদরকে পাঁচ, যুবরাজকে চারি এবং মালব ও পৌরবকে দুই দুই শরে আহত করিয়া বৃকোদরের সারথির উপর ছয় শর পরিত্যাগ ও দুই বাণে তাঁহার কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় পার্থের প্রতি শরজাল বর্ষণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত উগ্রতেজা দ্রোণপুত্রের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে নিক্ষিপ্ত সুশাণিত শরজালে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। তখন তিনি সুশাণিত তিন বাণে সন্নিহিত রথারূঢ় সুদর্শনের ইন্দ্রকেতু সদৃশ হস্তদ্বয় ও মস্তক যুগপৎ ছেদন পূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা পৌরবকে আহত এবং শরনিকরে তাঁহার হরিচন্দনচর্চ্চিত হস্তদ্বয় ও রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভল্ল দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় নীলোৎপল সমদ্যুতি চেদিদেশীয় যুবরাজও সারথি এবং তুরঙ্গগণের সহিত অশ্বত্থামার প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর মালব, পৌরব, ও চেদিদেশীয় যুবরাজকে আচার্য্যপুত্রের বাণে নিহত দেখিয়া ক্রোধারুণ-

নয়নে ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ সুশাণিত শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাতেজা আচার্য্য-পুত্র সেই ভীমনিক্ষিপ্ত শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অমিতপরাক্রম ভীমসেন ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বত্থামার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহামনা দ্রোণতনয় তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া বৃকোদরকে শরজালে নিপীড়িত করিলেন। এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ও বৃকোদর জলধারাবর্ষী জলধরদ্বয়ের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন দিবাকর মেঘজালে আবৃত হইয়া থাকেন, সেইরূপ দ্রোণপুত্র ভীমনামাঙ্কিত সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন। বৃকোদরও দ্রোণতনয় পরিত্যক্ত নতপর্ব্ব শরজালে সমাবৃত হইতে লাগিলেন। হে রাজন্! ঐ সময় ভীমসেন আচার্য্যতনয়ের অসংখ্য বাণে আহত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর মহাবল পাণ্ডুপুত্র সুবর্ণমণ্ডিত যমদণ্ড সদৃশ নিশিত দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভুজঙ্গমগণ যেরূপ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ নারাচ সকল আচার্য্যপুত্রের জত্রুদেশ ভেদ করিয়া দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অশ্বত্থামা এইরূপে মহাত্মা বৃকোদর কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করত সরোষ নয়নে ও শোণিতাক্ত কলেবরে বৃকোদররথের প্রতি ধাবমান হইয়া আকর্ণপূর্ণ আশীবিষ সদৃশ শত শর নিক্ষেপ করিলেন। রণশ্লাঘী বৃকোদরও তাঁহার বলবীর্য্য স্মরণ করিয়া ভীষণ শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা নিশিত শরজালে বৃকোদরের কার্ম্মুখ ছেদন

ও কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল ভীমসেন অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত পাঁচ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই রোষতাম্রাক্ষ বীরদ্বয় বর্ষাকালীন বারিবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায় শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও ভীষণ তলশব্দে পৃথিবীমণ্ডল কম্পিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বর্ষাকালীন মধ্যাহ্নগত দিবাকর সদৃশ প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র সুবর্ণভূষিত শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক শরবর্ষী বৃকোদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কোন্ সময় সায়ক গ্রহণ, কোন্ সময় সন্ধান, কোন্ সময় আকর্ষণ ও কোন সময়ই বা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই নয়নগোচর হইল না। তাঁহার চাপমণ্ডল অলাতচক্রের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল এবং চাপচ্যুত সহস্র সহস্র বাণ অকাশপথে শলভশ্রেণীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন বৃকোদরের রথ দ্রোণাত্মজের সেই সুবর্ণময় শরাসনে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। হে রাজন্! সেই সময় আমরা ভীমপরাক্রম ভীমসেনের অদ্ভুত বলবীর্য্য ও কার্য্য অবলোকন করিলাম। তিনি দ্রোণপুত্রের সেই শরবৃষ্টি বারিধারার ন্যায় বোধ করিয়া তাঁহার সংহারার্থ সুতীক্ষ্ণ সায়ক বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ ভীষণ শারাসন সমাকৃষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রচাপের ন্যায় শোভমান হইল এবং সেই চাপ হইতে সহস্র সহস্র সায়ক বিনির্গত হইয়া দ্রোণতনয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয় মহাবেগে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইতে লাগিল যে, সমীরণও সেই শরবৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে। তৎপরে দ্রোণনন্দন ভীমসেনের বিনাশকামনায় কাঞ্চনমণ্ডিত তৈলধৌত শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। বলবান্ ভীমসেন

বিশিখ দ্বারা অন্তরীক্ষে তাঁহার প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদন পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রকে থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার বিনাশার্থ পুনরায় ভীষণ শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাস্ত্রবেত্তা অশ্বত্থামা অস্ত্র দ্বারা সেই ভীমনির্ম্মুক্ত শরবৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেন। তখন বলবান্ বৃকোদর চাপবিহীন হইয়া ক্রোধভরে অশ্বত্থামার রথের প্রতি সুদারুণ রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণকুমারও পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে মহোল্কা সদৃশ সহসা সমাগত রথশক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বিশিখজালে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় আনত পর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের সারথির ললাট বিদারণ করিলেন। সারথি অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমোহিত হইল। সারথি মোহিত হইলে অশ্বগণ ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অপরাজিত অশ্বত্থামা ভীমসেনকে পলায়মান অশ্বগণ কর্ত্তৃক সমর হইতে অপনীত অবলোকন করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বিপুল শঙ্খ বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে ভীমসেন পলায়নপরায়ণ হইলে পাঞ্চালগণও ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দ্রোণতনয় সেই পলায়মান পাণ্ডবসেনাগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করত মহাবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভীতমনে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সমস্ত সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অশ্বত্থামারে সংহার করিবার বাসনায় তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রযত্নে নিবারিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তখন একমাত্র ধনঞ্জয় সোমক, যবন, মৎস্য ও অন্যান্য কৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া অবিলম্বে সিংহলাঙ্গুলধ্বজ অশ্বত্থামার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র! তুমি পুনরায় আমারে তোমার সেই বল, বীর্য্য, জ্ঞান, পুরুষকার, দিব্য তেজ এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি প্রীতি ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রদর্শন কর। এক্ষণে দ্রোণসংহারকারী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন; অতএব তুমি সেই কালানল তুল্য, বিপক্ষগণের অন্তক সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং আমার ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি অতিশয় উদ্ধত, আমি অদ্যই তোমার দর্প চূর্ণ করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মহাবল পরাক্রান্ত ও সম্মানভাজন। অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার সবিশেষ প্রীতি আছে এবং অর্জ্জুনও তাঁহার প্রতি সমুচিত সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। অর্জ্জুন স্বীয় প্রিয়সখা অশ্বত্থামারে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বে কখনই এরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে নাই; কিন্তু আজি কি নিমিত্ত তাঁহারে এরূপ কহিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সেই সমস্ত বাক্যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের মর্ম্মদেশ নিতান্ত ব্যথিত

হইয়াছিল। এক্ষণে আবার চেদিদেশীয় যুবরাজ, পুরুবংশীয় বৃহৎক্ষত্র ও মালবদেশীয় সুদর্শন নিহত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীমসেন পরাজিত হইলে, পূর্ব্বদুঃখ সমুদায় স্মৃতিপথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব ক্রোধের উদ্রেক হইল। এই নিমিত্তই তিনি কাপুরুষের ন্যায় সম্মানভাজন অশ্বত্থামার উপর নিতান্ত অনুপযুক্ত অশ্লীল ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্য-তনয় ক্রোধোপহতচিত্ত ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার ও বিশেষতঃ বাসুদেবের উপর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি আচমন পুরঃসর যত্নসহ-কারে দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ বিধূম পাবক সদৃশ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া দৃশ্য ও অদৃশ্য শত্রুগণের উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে নভোমণ্ডলে জ্বালাকরাল ভীষণ শরবৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিল। ঐ সময় গগনতল হইতে মহোল্কা সকল নিপতিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে গাঢ়তর অন্ধকার সহসা সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিল। দিঙ্মণ্ডল অপ্রকাশিত হইল। রাক্ষস ও পিশাচগণ সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অমঙ্গলসূচক সমীরণ প্রবাহিত হইল। দিবাকর আর উত্তাপ প্রদানে সমর্থ হইলেন না। বায়সগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। জলদজাল রুধিরধারা বর্ষণ পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে গোপ্রভৃতি পশু পক্ষী ও ব্রতপরায়ণ মুনিগণ শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। মহাভূত সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, সূর্য্যের সহিত সমুদায় বিশ্ব উদ্ভ্রান্ত ও জ্বরাবিষ্টের ন্যায় নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছে। মাতঙ্গগণ অস্ত্রতেজে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া তাহা

হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। জলাশয় সমুদায় সন্তপ্ত হওয়াতে তন্মধ্যস্থিত জীব জন্তুগণ তেজঃপ্রভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া কোনরূপেই শান্তি লাভে সমর্থ হইল না। তখন দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল হইতে বিনতাসুত ও পবনের ন্যায় বেগবান্ নানাবিধ সায়কনিচয় প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। শত্রুগণ মহাবলশালী দ্রোণাত্মজের বজ্রবেগ তুল্য সেই সমস্ত সায়ক দ্বারা সমাহত ও দগ্ধ হইয়া বহ্নিদগ্ধ মহীরুহের ন্যায় নিপতিত হইল। উন্নতদেহ কুঞ্জরগণ শরানলে দগ্ধ হইয়া মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কতকগুলি কানন-মধ্যে দাবাগ্নি পরিবৃত হইয়াই যেন ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে চীৎকার করত ধাবমান হইল। অশ্ব ও রথ সমূহ অরণ্য মধ্যে দাবাগ্নিদগ্ধ মহীরুহশিখরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল, অসংখ্য রথ ভস্মীভূত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। এই রূপে জাজ্বল্যমান হুতাশন প্রলয়কালীন সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় সেই পাণ্ডবসেনা দগ্ধ করিতে লাগিল।

হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে অশ্বত্থামার শর প্রভাবে পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে তূর্য্যধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে মহাবীর ধনঞ্জয় এবং সমুদায় সৈন্যগণকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। হে মহারাজ! দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা তৎকালে ক্রোধভরে যেরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, আমরা আর কখন সেরূপ অস্ত্র দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

এইরূপে অশ্বত্থামার শরজাল প্রভাবে সৈন্যগণ সাতিশয় নিপীড়িত হইলে, মহাবীর ধনঞ্জয় উহা প্রতিহত করিবার

নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন ক্ষণকালমধ্যে সেই গাঢ় অন্ধকার তিরোহিত ও দিঙ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন আমরা সেই অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্র প্রভাবে দগ্ধ ও গুপ্তভাবে বিনষ্ট দেখিলাম। অনন্তর মহাবলশালী ধনঞ্জয় ও বাসুদেব ঘোর অন্ধকার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অক্ষত শরীরে পতাকা, ধ্বজ, রথ, অশ্ব, অনুকর্ষ ও আয়ুধের সহিত সুশোভিত এবং আকাশমণ্ডলে চন্দ্রার্কের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণ পরমাহ্লাদিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে তুমুল কোলাহল এবং শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনি করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে তেজঃসমাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া নিহত বলিয়া অবধারণ করিয়াছিল; এক্ষণে ঐ বীরদ্বয়কে অক্ষত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয়েরা পাণ্ডবদিগকে পরমাহ্লাদিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে তেজোবিমুক্ত অবলোকন করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরে শোকাকুলিতচিত্তে বিষণ্ণমনে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া "অহোধিক্! সমুদায়ই মিথ্যা" বারম্বার এই কথা উচ্চারণ করত রণস্থল হইতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে জলধর শ্যামল বেদবিভক্তা ভগবতী বাগ্দেবীর অধিষ্ঠান স্বরূপ ব্যাসদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দ্রোণতনয় মহাত্মা ব্যাসদেবকে অবলোকন পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া দীনভাবে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, ভগবন্! আমার অস্ত্র কি নিমিত্ত নিষ্ফল হইল? কোন্ মায়া প্রভাবে বা আমার কোন ব্যতিক্রম হও-

য়াতে এই অস্ত্রশক্তির অনিয়ম সংঘটিত হইয়াছে? তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যে জীবিত আছেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য; যাহা হউক, কালকে অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য। আমি অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কি সর্প, কি পক্ষী ও কি মনুষ্য কেহই উহা নিষ্ফল করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এক্ষণে সেই আমার প্রযুক্ত মর্ম্মবিঘাতী অস্ত্র কেবল এই অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিয়া প্রশান্ত হইল। মর্ত্ত্যধর্ম্ম পরায়ণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কি নিমিত্ত উহাতে বিনষ্ট হইলেন না। হে ভগবন্! আপনি উহার স্বরূপ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহাত্মা বেদব্যাস দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, দ্রোণতনয়! তুমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমারে যে গুরুতর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পূর্ব্বতন লোকদিগেরও পূর্ব্বজ, বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ কার্য্য সাধনার্থ ধর্ম্মের পুত্র হইতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সূর্য্য ও অনল প্রতিম কমললোচন মহাতেজা হিমালয় পর্ব্বতে প্রথমতঃ ষষ্টিলক্ষ ও ষষ্টি সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করত আত্মারে পরিশুষ্ক করিয়াছিলেন। তদন্তর তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কাল অন্য কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া তেজঃপ্রভাবে রোদসী পরিপূরিত করিলেন। পরিশেষে সেই তপপ্রভাবে নিতান্ত নির্লেপ হইয়া একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য দেবাদিদেব বিশ্বস্রষ্টা জগৎপতি পশুপতির দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইলেন। ত্রিপুরান্তক মহাত্মা ত্রিলোচন সর্ব্বদেবের প্রভু; তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ও মহৎ হইতেও মহত্তর; তিনি রুদ্র, ঈশান, হর,

জটাজূটধারী চৈতন্য স্বরূপ এবং স্থাবর জঙ্গমের নিদানভূত; তিনি শুভ্র, দুর্নিবার, তিগ্মমন্যু, সর্ব্ব সংহারক, প্রচেতা, অনন্তবীর্য্য এবং দিব্য শরাসন ও তূণীর, হিরণ্য বর্ম্ম, পিনাক, বজ্র, শূল, পরশু, গদা, সুদীর্ঘ অসি ও মুষলধারী। সর্প তাঁহার যজ্ঞোপবীত, পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম, করে দণ্ড, ও বাহুতে অঙ্গদ; তিনি সতত জীব সংঘে পরিবৃত, অদ্বিতীয় পুরুষ এবং তপস্যার নিধান। বৃদ্ধেরা ইষ্টবাক্য দ্বারা সতত তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল অনল এবং এই জগতের পরিমাণ। দুরাচারেরা কখনই সেই মোক্ষদাতা ব্রহ্মদ্বেষীনিহন্তা আদিপুরুষের দর্শনে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ চরিত্র ব্রাহ্মণগণ বিশোক ও নিষ্পাপ হইলে তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হন।

হে ভারদ্বাজতনয়! ভগবান্ নারায়ণ সেই তেজোনিধান অক্ষমালাধারী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়মান অন্ধকহন্তা বিরূপাক্ষকে দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে আদিদেব! হে বরেণ্য! দেবগণেরও পূর্ব্বজ যে সমস্ত প্রজাপতি এই পৃথিবী রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই তোমার দেহসম্ভূত। তুমি সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, নাগ, নর, সুপর্ণ প্রভৃতি বহুবিধ জীবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার নিমিত্তই ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের বিশ্বকর্ম্মা সোম ও পিতৃলোক সকল স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতেছেন। রূপ, জ্যোতি, শব্দ, আকাশ, বায়ু, স্পর্শ, আজ্য, সলিল, গন্ধ, উর্ব্বী কাল, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ বেদ ও চরাচর বিশ্ব তোমা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। তোমার প্রভাবে জলরাশি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করিতেছে; কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্তই একাকার হয়। মনীষী ব্যক্তি জীবগণের এই উৎপত্তি ও লয় অব-

গত হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি স্বয়ম্প্রকাশক সত্যস্বরূপ মনোগম্য জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটী পক্ষী, চতুর্ব্বিধ বাক্যরূপ শাখা সম্পন্ন পিপ্পল বৃক্ষ, এবং পঞ্চ মহাভূত, মন ও বুদ্ধি এই সাত ও শরীর প্রতিপালক অন্য দশ ইন্দ্রিয়রূপ রক্ষকের সৃজন করিয়াছ। কিন্তু তুমি ঐ সকল হইতে স্বতন্ত্র। তুমি অনন্তত্ব প্রযুক্ত অনির্দ্দেশ্য, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় তোমারই সৃষ্ট এবং তোমা হইতেই সপ্ত ভুবন ও বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেব! আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত; এক্ষণে প্রার্থনাকরি, তুমি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি প্রদান কর। তুমি বিপক্ষেরও বিপক্ষ, এক্ষণে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। বিপক্ষতাচরণ করিও না। তুমি বৃহৎ প্রকাশস্বরূপ, দুর্জ্জেয় ও আত্মা; লোকে তোমার তত্ত্ব অবগত হইলেই তোমারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে দেবেশ! তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বধর্ম্ম বেদ্য; আমি তোমারে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অবিকৃত চিত্তে আমারে আমার অভিলষিত দুর্লভ বর প্রদান কর।

হে দ্রোণতনয়! নারায়ণ, অচিন্ত্যাত্মা পিনাকপাণি নীলকণ্ঠকে এইরূপে স্তব করিলে, তিনি তাঁহাকে বর প্রদান করত কহিলেন, হে নারায়ণ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া কহিতেছি যে, মানব, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে কেহই তোমার তুল্য বলশালী হইবে না। দেব, অসুর, উরগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, নর, রাক্ষস বা সুপর্ণগণ বিশ্ব মধ্যে কেহই তোমারে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তুমি সমরাঙ্গনে আমা হইতে অধিক পরাক্রমশালী হইবে; আমার প্রসাদে কোন ব্যক্তিই কি শস্ত্র, কি বজ্র, কি অগ্নি, কি বায়ু,

কি আর্দ্রবস্তু, কি শুষ্ক পদার্থ, কি স্থাবর, কি জঙ্গমদ্রব্য কিছুতেই তোমার ক্লেশোৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভারদ্বাজতনয়! পূর্ব্বকালে হৃষীকেশ এইরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই বাসুদেবরূপে মায়া প্রভাবে সমুদায় জগন্মণ্ডল মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় তাঁহা অপেক্ষা নূন্য নহেন। উনি সেই নারায়ণের তপঃ-প্রভাবে সঞ্জাত নরনামা মহর্ষি। ঐ দুই মহাত্মা আদ্য দেব-গণেরও শ্রেষ্ঠ। উহাঁরা লোকযাত্রা বিধানের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে মহামতে! তুমিও সেই কর্ম্ম এবং তপোবলে তেজ ও রোষযুক্ত হইয়া রুদ্রদেবের অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। তুমি পূর্ব্ব জন্মে এক জন দেবতুল্য বিজ্ঞ ছিলে। তুমি এই জগৎকে মহেশ্বরময় বোধ করিয়া তাঁহার প্রিয়চিকীর্ষায় নিয়ম দ্বারা আত্মারে পরিক্লিষ্ট এবং পরম পবিত্র মন্ত্র জপ, হোম ও উপহারাদি দ্বারা সেই দেবাদিদেবকে অর্চ্চিত করিয়াছ। ভগবান্ রুদ্রদেব তোমার পূজায় প্রীত হইয়া তোমারেও অভিমত উৎকৃষ্ট বর সকল প্রদান করেন। কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের জন্ম, কর্ম্ম ও তপস্যা যেরূপ উৎকৃষ্ট, তোমারও তদ্রূপ। তাঁহারা যেরূপ যুগে যুগে দেবাদিদেবকে লিঙ্গে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ। যিনি মহাদেবকে সর্ব্বরূপ অবগত হইয়া সতত শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইনি সেই রুদ্রসম্ভূত ও রুদ্রভক্ত কেশব। উহাঁতে আত্মযোগ ও শাস্ত্রযোগ নির-ন্তর বিদ্যমান আছে। দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভার্থ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বাসুদেব শিবলিঙ্গকে সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণ জানিয়া সতত অর্চ্চনা করেন, মহাত্মা বৃষভধ্বজও কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব বিবিধ

যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক মহামতি বাসুদেবের অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে রাজন্! জিতেন্দ্রিয় মহারথ দ্রোণাত্মজ বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রুদ্রদেবকে নমস্কার ও কেশবকে মহান্ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার গাত্র পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎপরে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাদন পূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে প্রত্যাগত হইয়া অবহার করিলেন। সেই সময় পাণ্ডবগণও অবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! এইরূপে বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিনমাত্র যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সমরাঙ্গনে আচার্য্য বিনষ্ট হওয়াতে কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অতিরথাগ্রগণ্য দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ কি করিল? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত ও কৌরবগণ সমরপরাঙ্মুখ হইলে, কুন্তীতনয় অর্জ্জুন স্বীয় বিজয়াবহ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমি যৎকালে সংগ্রামে সুনিশিত শরনিকরে শত্রুনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে পাবকসন্নিভ কোন পুরুষকে আমার অগ্রভাগে অবলোকন করিলাম। তিনি শূল উত্তোলন পূর্ব্বক যে যে দিকে ধাবমান হইলেন, সেই সেই দিকের শত্রুগণ

নিহত হইতে লাগিল। সেই সময় সকলে জ্ঞান করিল যে, আমা হইতেই সমুদায় সেনা ভগ্ন হইতেছে। কিন্তু বস্তুত আমি তৎকালে কেবল সেই হুতাশনসন্নিভ পুরুষের পশ্চাৎ-ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক ভগ্ন সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়াছি। হে মহর্ষে! সেই সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন শূল-পাণি মহাপুরুষ কে? আমি দেখিলাম, তিনি ভূতলে পাদ-স্পর্শ বা শূল পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার তেজঃপ্রভাবে শূল হইতে সহস্র সহস্র শূল বিনির্গত হইতে লাগিল। ব্যাস দেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের নিদান স্বরূপ, সর্ব্বশরীরশায়ী, ত্রৈলোক্য শরীর, সর্ব্ব লোক নিয়ন্তা, তেজোময়, দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিয়াছ। যে মহাত্মা ভুবনব্যাপী, জটিল, মঙ্গলদায়ক, ত্রিনেত্র, মহাভুজ, রুদ্র, শিখী, চীরবাসা, স্থাণু, বরদাতা, জগৎপ্রধান, জগদা-নন্দকর জগদ্‌যোনি, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বেশ্বর, কর্ম্মের ঈশ্বর, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, ভূতনাথ, ত্রিকালস্রষ্টা, যোগ-স্বরূপ, যোগেশ্বর, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ, পর-মেষ্ঠী, দুর্জ্জেয়, জ্ঞানত্মা, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানগম্য, লোকত্রয়-বিধাতা, লোকত্রয়ের আশ্রয়, জন্মমৃত্যুজরাবিহীন ও ভক্ত-গণের বাঞ্ছিতপ্রদ, তুমি সেই দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও। বামন, জটিল, মুণ্ড, হ্রস্বগ্রীব, মহোদর, মহাকায়, মহোৎসাহ ও মহাকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত বেশধারী, বিকৃতাস্য প্রাণি-গণ তাঁহার পারিষদ্। তিনি তাহাদের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রসন্ন চিত্তে তোমার অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুরূপধর মহাধনুর্দ্ধর মহেশ্বর ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কর্ণের রক্ষিত সেনাগণকে পরাভূত করিতে বাসনা করিতে পারে? যাহা হউক, মহাত্মা মহেশ্বর অগ্রে অবস্থিত হইলে, কোন

ব্যক্তিই সংগ্রামে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। এই ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার সমান আর কেহই নাই। মহাদেব কোপাবিষ্ট হইলে, তাঁহার আগমনেই অসংখ্য সৈন্য নিহত ও কম্পিত হইয়া থাকে। স্বর্গে সুরগণ নিরন্তর তাঁহারে নমস্কার করেন। যে সমস্ত স্বর্গ লাভোপযুক্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য মানবগণ সেই উমাপতি মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহলোকে সুখ সচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া পরলোকে সদগতি লাভ করেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সেই রুদ্র, নীলকণ্ঠ, সূক্ষ্ম, দীপ্ততম, কপর্দ্দী করাল, পিঙ্গলাক্ষ, বরদ, যাম্য, রক্তকেশ, সদাচারনিরত, শঙ্কর, কল্যাণকর হরিনেত্র, স্থাণু, হরিকেশ, কৃপ, ভাস্কর- সুতীর্থ, দেবদেব, বেগবান্, বহুরূপ, প্রিয়, প্রিয়বাসা, উষ্ণীষধর, সুবক্ত্র, বৃষ্টিকর্ত্তা, গিরিশ, প্রশান্ত, যতি, চীরবাসা, সুবর্ণালঙ্কৃতবাহু, উগ্র, দিক্-পতি, পর্জ্জন্যপতি, ভূতপতি, বৃক্ষপতি, গোপতি, বৃক্ষাবৃতদেহ, সেনানী, অন্তর্যামী, স্রুবহস্ত, ধনুর্দ্ধর, ভার্গব, বিশ্বপতি, মুঞ্জ-বাসা, সহস্রমস্তক, সহস্রনয়ন, সহস্রবাহু ও সহস্রচরণ ভূত-ভাবন ভগবান্‌কে নিরন্তর নমস্কার কর। যিনি বরদ, ভুবনে-শ্বর, উমাপতি, বিরূপাক্ষ, দক্ষযজ্ঞ বিনাশন, প্রজাপতি, অনাকুল, ভূতপতি, অব্যয়, কপর্দ্দী, ব্রহ্মাদির ভ্রাময়িতা, প্রশস্তগর্ভ, বৃষধ্বজ, ত্রৈলোক্য সংহারসমর্থ, ধর্ম্মপতি, ধর্ম্ম-প্রধান, ইন্দ্রাদির শ্রেষ্ঠ, বৃষাঙ্ক ধার্ম্মিকগণের বহু ফলপ্রদ, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ, যোগধর্ম্মিকগম্য, শ্রেষ্ঠ, প্রহরণধারী, ধর্ম্মাত্মা, মহেশ্বর মহোদর, মহাকায়, দ্বীপচর্ম্মবাসা, লোকেশ, বরদ, ব্রহ্মণ্য, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ত্রিশূলপাণী, খড়্গচর্ম্মধারী, পিনাকী, লোকপতি ও ঈশ্বর। তুমি সেই মহাদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। আমি সেই চীরবাসা শরণ্য ঈশাদেবের, শরণাপন্ন হই-লাম। সেই বৈশ্রবণ সখা, সুরেশ, সুবাসা, সুব্রত, সুধন্বা,

প্রিয়ধন্বা, বাণস্বরূপ, মৌর্ব্বী স্বরূপ, ধনুঃস্বরূপ, ধনুর্ব্বেদগুরু, উগ্রায়ুধ, দেব, সুরাগ্রগণ্য বহুরূপ, বহুধনুর্দ্ধর, স্থাণু, ত্রিপুরঘ্ন, ভগনেত্রঘ্ন, বনস্পতির পতি, নরগণের পতি, মাতৃগণের পতি, গণপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, জলপতি, দেবপতি, পূষ্ণোদন্ত বিনাশন, ত্র্যম্বক, বরদ, হর, নীলকণ্ঠ ও স্বর্ণকেশ ভগবান্‌কে নমস্কার।

হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে আমি আপনার জ্ঞান ও শ্রবণানুসারে তাঁহার দিব্য কর্ম্ম, সমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি কোপাবিষ্ট হইলে সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ পাতালগত হইয়াও পরিত্রাণ পায় না। পূর্ব্বে দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদায় সামগ্রী আরহণ করিয়া বিধি পূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্দ্দয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞ ধ্বংস করত বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট দর্শন এবং তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদায় সুরাসুর নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকালে সলিল রাশি সংক্ষুব্ধ বসুন্ধরা কম্পিত, পর্ব্বত ও দিক্‌ সকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হইতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হওয়াতে সমুদায়ই অপ্রকাশিত হইল। সূর্য্য প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতিঃপদার্থের প্রভা ধ্বংস হইয়া গেল। ঋষিগণ ভীত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া আপনাদিগের ও প্রাণিগণের মঙ্গলার্থ শান্তি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সূর্য্যদেব যজ্ঞীয় পুরোডাস্‌ ভক্ষণ করিতেছিলেন, শঙ্কর হাস্য মুখে তাঁহার নিকট ধাবমান হইয়া তাঁহার দশনোৎপাটন করিলেন। দেবগণ তদ্দর্শনে কম্পিত কলেবর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব

তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় দেবগণের প্রতি স্ফুলিঙ্গ ও ধূমপূর্ণ সুনিশিত শরজাল সন্ধান করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহারে প্রণাম করত তাঁহার নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ যজ্ঞভাগ কল্পিত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন কৈলাসনাথ কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই যজ্ঞ পুনঃস্থাপন করিলেন। হে ধনঞ্জয়! সুরগণ তদবধি তাঁহার নিকট নিতান্ত ভীত হইয়া আছেন; অদ্যাপি তাঁহাদের ভয় দূরীভূত হয় নাই।

পূর্ব্বকালে স্বর্গে মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণের সুবর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নির্ম্মিত তিনটি পুর ছিল। কমলাক্ষ সুবর্ণময়, তারকাক্ষ রজতময় ও বিদ্যুন্মালী লৌহময় পুর অধিকার করিত। পুরন্দর সমুদায় অস্ত্র দ্বারা ও ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন নাই। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাত্মা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে প্রভো! এই ত্রিপুরনিবাসী অসুরত্রয় ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া লোকসকলকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। হে দেবদেবেশ! আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি ইহাদিগের বিনাশ সাধনে সমর্থ হইবে না। অতএব আপনি স্বয়ং ইহাদিগকে বিনাশ করুন; তাহা হইলে সর্ব্বকার্য্যে পশুগণ আপনার ভাগে নিয়োজিত হইবে।

হে অর্জ্জুন! দেবগণ এইরূপ কহিলে, ভগবান্ ভূতভাবন তাঁহাদিগের হিতার্থ তাঁহাদের বাক্য স্বীকার করিলেন এবং সেই ত্রিপুর নিপাতনার্থ গন্ধমাদন ও বিন্ধ্যাচলকে বংশধ্বজ, সসাগরা সদৃশ ধরিত্রীরে রথ, নাগরাজ অনন্তকে অক্ষ, সূর্য্য ও চন্দ্রমারে চক্র, এলাপত্র ও পুষ্পদন্তকে অক্ষকীলক, মলয়াচলকে যূপ, তক্ষককে যুগবন্ধন, ভূতগণকে যোক্ত্র, চারি বেদকে চারি অশ্ব, উপবেদনিচয়কে কবিকা, সাবিত্রীরে প্রগ্রহ, ওঁকারকে প্রতোদ, ব্রহ্মারে সারথি, মন্দর পর্ব্বতকে গাণ্ডীব, বাসুকীরে গুণ, বিষ্ণুরে উৎকৃষ্ট শর, অগ্নিরে শল্য, অনিলকে শরপক্ষ, বৈবস্বত যমকে পুঙ্খ, চপলারে সিঞ্জিত ও সুমেরু

পর্ব্বতকে ধ্বজ করিয়া সেই দিব্য রথে আরোহণ পুরঃসর এক অপ্রতিম ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সেই ব্যূহমধ্যে অচলের ন্যায় সহস্র বৎসর অবস্থান করিলেন। পরিশেষে সেই পুরত্রয় অন্তরীক্ষে একত্র মিলিত হইলে তিনি ত্রিপর্ব্ব যুক্ত শল্যে উহা ভেদ করিলেন। তখন দানবগণ সেই ত্রিপুর বা ত্রিলোচনের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় সেই কালাগ্নি, বিষ্ণু ও সোম সংযুক্ত শল্য দ্বারা ত্রিপুর দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে পার্ব্বতী বালকরূপধারী মহাদেবকে ক্রোড়ে লইয়া সেই পথ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তিনি দেবগণের মনের ভাব অবগত হইবার মানসে কহিলেন, হে দেবগণ! আমার ক্রোড়ে কে অবস্থান করিতেছে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দুর্দ্দৈব-ক্রমে সেই বালকের উপর অসূয়া পরবশ হইয়া অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ ভূতনাথ তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার বজ্রসংযুক্ত বাহু স্তম্ভিত করিলেন। পুরন্দর এইরূপে সেই বালকরূপী মহাদেবের প্রভাবে স্তম্ভিতবাহু হইয়া সুরগণ সমভিব্যারে সত্বরে প্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সুরগণ ব্রহ্মারে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা পার্ব্বতীর ক্রোড়ে বালকরূপধারী এক অদ্ভুত জীবকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার অভিবাদন করি নাই। বালক আমাদের সেই অপ-রাধে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ না করিয়াও অবলীলাক্রমে আমাদিগকে পুরন্দরের সহিত পরাজিত করিয়াছেন। আমরা সেই বাল-কের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে আপনার নিকট আগমন কবিয়াছি।

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য ব্রহ্মা দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক যোগপ্রভাবে সেই অমিততেজা বালককে ত্রিলোচন জানিতে পারিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! সেই

বালক এই চরাচর জগতের প্রভু ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বর। তাঁহা অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠতর পদার্থ নাই। তোমরা পার্ব্বতীর ক্রোড়ে যাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়াছ, তিনি সেই পার্ব্বতীর নিমিত্তই বালকরূপ ধারণ করিয়াছেন; অতএব চল, আমরা সকলে তাঁহার নিকট গমন করি। তিনি সর্ব্ব-জনেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব। তোমরা সকলে সেই বালক সদৃশ ভুবনেশ্বরকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হও নাই।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে এই কথা বলিয়া মহে-শ্বরের নিকট গমন ও তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুভব করিয়া বন্দনা করত কহিলেন, হে দেব! তুমি এই ভুবনের যজ্ঞ, গতি ও শ্রেষ্ঠতর ব্রত। তুমি ভব, তুমি মহা-দেব, তুমি ধাম ও তুমিই পরম পদ। তুমি এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। হে ভগবন্! হে ভূতভব্যেশ! হে লোকনাথ! হে জগৎপতে! তুমি তোমার ক্রোধার্দ্দিত পুরন্দরের প্রতি কৃপাবলোকন কর।

হে ধনঞ্জয়! ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে প্রসন্নতা প্রদর্শনে উন্মুখ হইয়া অট্টহাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সুরগণ ভগবতী পার্ব্বতী ও রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। দক্ষযজ্ঞ বিনাশন দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্ব্বতী দেবগণের স্তবে তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহুও পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইল। সেই রুদ্রদেবই শিব, অগ্নি ও সর্ব্ববেত্তা। তিনি ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ও বিদ্যুৎ। তিনি ভব, পর্জ্জন্য ও নিষ্পাপ। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, ঈশান ও বরুণ। তিনি কাল, অন্তক, মৃত্যু, যম, রাত্রি ও দিবা। তিনি মাসার্দ্ধ, মাস, ঋতু সমূহ, সন্ধ্যাদ্বয় ও সম্বৎসর। তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বকর্ম্মকারী। তিনি স্বয়ং অশরীরী হইয়াও সকল দেবগণের আকার স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের স্তবনীয়। তিনি এক

প্রকার, বহু প্রকার, শত প্রকার, সহস্র প্রকার ও শত সহস্র প্রকার। বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন, যে তাঁহার ঘোরা ও শিবা নামে দুই মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার বহু-প্রকার হইয়া থাকে। অগ্নি, বিষ্ণু ও ভাস্করই তাঁহার ঘোরা মূর্ত্তি এবং সলিল, চন্দ্র ও জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ই তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি। বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, পুরাণ ও অধ্যাত্ম নিশ্চয় মধ্যে যাহা নিতান্ত গূঢ় আছে, তাহাই দেব মহেশ্বর। তিনি বহুল ও জন্ম বিবর্জ্জিত।

হে ধনঞ্জয়! সেই ভূতভাবন ভগবান্ শিব এইরূপ। আমি সহস্র বৎসরেও তাঁহার সমস্ত গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহি। সেই শরণাগতানুকম্পী দেবাদিদেব শরণাগত ব্যক্তি-সর্ব্বগ্রহ গৃহীত ও সর্ব্বপাপ সমন্বিত হইলেও তাহার উপর প্রীত হইয়া তাহারে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত ও সমগ্র অভিলাষ প্রদান এবং পুনরায় প্রত্যাহরণ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে। তিনি মানব-গণের শুভ ও অশুভ বিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তিনি স্বীয় ঈশ্বরত্ব প্রভাবে সমুদায় অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে পারেন। তিনি মহতের ঈশ্বর ও মহেশ্বর, তিনি বহুতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার আস্য-দেশ সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তোয়ময় হবিঃ পান করত বড়বা-মুখ নামে কীর্ত্তিত হইতেছে। তিনি প্রতিনিয়ত শ্মশানে বাস করেন। মানবেরা সেই বীরস্থলে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। সেই ঈশ্বরের উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর বহুতর রূপ আছে। মনুষ্যেরা ঐ সমস্ত রূপের উপাসনা ও বর্ণনা করিয়া থাকে। লোকে তাঁহার কার্য্যের মহত্ত্ব ও বিভুত্ব প্রযুক্ত বহুতর সার্থক নাম কীর্ত্তন করে। বেদে তাঁহার শতরুদ্রীয় স্তব, অনন্ত, রুদ্রমন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দিব্য ও মানুষ অভিলাষ

সকল প্রদান করিয়া থাকেন। সেই বিভু এই বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তিনি দেবগণের আদি। তাঁহার মুখ হইতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি নিরন্তর পশুপালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে পশুপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাঁহার লিঙ্গ নিত্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং তিনি সতত লোক সকলকে উৎসবযুক্ত করেন, এই নিমিত্তই লোকে তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে। ঋষি, দেবতা, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সেই লিঙ্গ উন্নতভাবে অবস্থিত আছে। উহা পূজিত হইলে মহেশ্বর আনন্দিত হইয়া থাকেন। ত্রিকাল মধ্যে মহাত্মা মহেশ্বরের স্থাবর জঙ্গমাত্মক বহুতর রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্তই তিনি বহুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি একাক্ষি দ্বারা জাজ্বল্যমান বা সর্ব্বত্র অক্ষিময় হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লোক মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে সর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তিনি ধূম্ররূপ, এই নিমিত্ত ধূর্জটি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাঁহাতে বিশ্বদেব অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বকার্য্যে অর্থ সকল পরিবর্দ্ধিত ও মানবগণের মঙ্গল অভিলাষ করেন, এই নিমিত্ত শিবনামে প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি সহস্রাক্ষ, অযুতাক্ষ ও সর্ব্বত্র অক্ষিমৎ। তিনি এই মহৎ বিশ্বকে প্রতিপালন করিতেছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে মহাদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই ভুবনেশ্বর ত্রিলোক প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া ত্র্যম্বক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিন প্রাণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ এবং সমাধি

দ্বারা সাক্ষিরূপ হইয়াও অবিকৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে স্থাণু নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকাশকীর্ণ তেজোরাশি তাঁহার কেশস্বরূপ হওয়াতে তিনি ব্যোমকেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কপি শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম, মহাত্মা মহাদেব শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্ম স্বরূপ বলিয়া বৃষাকপি নামে বিখ্যাত আছেন। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরকে নিগ্রহ করিয়া সংহার করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে হর নামে কীর্ত্তন করে। তিনি উন্মীলিত নেত্রদ্বয় হইতে বলপূর্ব্বক ললাটে নয়ন সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ত্র্যম্বক নামে কথিত হইয়া থাকেন। তিনি কি পাপাত্মা কি পুণ্যশালী সমুদায় শরীরীর শরীরে সমভাবে প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বায়ুরূপে অবস্থান করিতেছেন। যিনি মহাদেবের বিগ্রহপূজা ও লিঙ্গার্চ্চন করেন, তাঁহার নিত্য লক্ষ্মী লাভ হয়। তাঁহার কেবল এক পদ অগ্নিময় ও অন্য পদ সোমময়, এমন নহে, সমুদায় শরীরেই অর্দ্ধাংশ অগ্নিময় ও অর্দ্ধাংশ সোমময় বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার অগ্নিময় দেহ দেবগণ ও মানবগণ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান্। মহাত্মা মহাদেবের যে মঙ্গলদায়িনী মূর্ত্তি আছে, তিনি সেই মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান এবং তাঁহার যে ঘোরতর মূর্ত্তি আছে, তাহা ধারণ পূর্ব্বক সকলকে সংহার করেন। তিনি দহনশীল, তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রতাপশালী এবং মাংস শোণিত ও মজ্জা ভোজী বলিয়া রুদ্র নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

হে ধনঞ্জয়! তুমি সংগ্রামকালে যে পিনাকধারী দেবদেব মহাদেবকে তোমার অগ্রভাগে অবস্থিত ও শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়াছ, এই তাঁহারই গুণ কীর্ত্তন করিলাম। তুমি সিন্ধুরাজ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে, কৃষ্ণ তাঁহারেই তোমায় স্বপ্নে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। ঐ ভগবান্ই সংগ্রামে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। তুমি যাঁহার প্রদত্ত অস্ত্রের প্রভাবে

দানবগণকে সংহার করিয়াছে; তোমার নিকট দেব দেবের ধন্য যশস্য আয়ুষ্য পরম পবিত্র বেদসম্মিত শতরুদ্রীয়-ব্যাখ্যা করিলাম। যে ব্যক্তি নিরন্তর এই সর্ব্বার্থ সাধক সর্ব্ব পাপ নাশন ভয়দুঃখনিবারণ পবিত্র চতুর্ব্বিধ স্তোত্র শ্রবণ করে, সে সমস্ত অরাতিগণকে পরাভব করিয়া শিবলোকে পূজিত হয়। যে ব্যক্তি নিরন্তর পরম যত্ন সহকারে ভগবান্, মহাদেবের মঙ্গলপ্রদ সামরিক দিব্য চরিত ও শত রুদ্রীয় পাঠ বা শ্রবণ পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের প্রতিভক্তি প্রদর্শন করে, দেব দেব ত্রিনয়ন প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তুমি গমন পূর্ব্বক সমরে সমুদ্যত হও। মহাত্মা বাসুদেব যাহার পার্শ্বস্থ মন্ত্রী ও রক্ষক তাহার কখনই পরাভব হইবার সম্ভাবনা নাই। হে রাজন্! পরাশর নন্দন বেদ ব্যাস যুদ্ধ ক্ষেত্রে ধনঞ্জয়কে এই রূপ বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! মহাবলশালী আচার্য্য দ্রোণ পাঁচ দিবস তুমুল সংগ্রাম করিয়া দেহ ত্যাগ করত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। বেদাধ্যয়নে যে ফল, এই দ্রোণ পর্ব্ব অধ্যয়নেও সেই ফল। এই পর্ব্বে নির্ভয় চিত্ত ক্ষত্রিয়গণের যশ বর্ণিত এবং ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দনের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব প্রতি দিন পাঠ বা শ্রবণ করিলে, মহাপাপ লিপ্ত পুরুষও পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়। ইহা শ্রবণ বা পাঠে নিশ্চয়ই বিপ্রগণের যজ্ঞ ফল লাভ, ক্ষত্রিয়গণের তুমুল যুদ্ধে বিজয় লাভ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের ধন পুত্রাদি অভিলষিত বিষয় লাভ হইয়াথাকে।

নারায়ণাস্ত্র মোক্ষ পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

দ্রোণ পর্ব্ব সমাপ্ত।